সচিত্র

সপ্তকাণ্ড—রাজস্থান।

সচিত্র

সপ্তকাণ্ড রাজস্থান

শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী

প্রণীত ও প্রকাশিত।

পটীয়া, চট্টগ্রাম।

———:০:———

কলিকাতা,

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮

মুল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ।

ভে'সে যে'তে কাল-স্রোতে রত্ন সমুজ্জ্বল,
বহু যত্নে করে রক্ষা ঝাঁপিয়া যে জন;
সেই রাজস্থান যার কীর্ত্তি-হিমাচল,
মহত্ত্বের পূত শিখা, সাধনার ধন;
বিচরণ করি যার সুরম্য কাননে,
কবিতা কুসুম এই করেছি চয়ন;
উদার-হৃদয় সেই 'টডের' চরণে,
অঞ্জলি ভরিয়া হর্ষে করিনু অর্পণ।
হে দেব, দীনের অর্ঘ্য করহ গ্রহণ,—
গঙ্গা-জলে গঙ্গা-পূজা করে ভক্তগণ।

ভূমিকা।

কবিগুরু বাল্মীকির "রামায়ণ" এবং মহর্ষি বেদব্যাসের "মহাভারত"—ভারতের দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য—শুধু ভারতের কেন, জগতের মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণ মহাভারত হিন্দুর অতি পবিত্র এবং অতি গৌরবের বস্তু। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের এত গৌরব কেন? উহাতে একাধারে জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ইতিহাস এবং জাতীয় ধর্ম্মের সন্নিবেশ আছে বলিয়াই উহার গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং তজ্জন্যই লোকে উহাকে এতই পবিত্র বলিয়া মনে করে। হিন্দুগণ যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মে, পিতৃশ্রাদ্ধে, আপদ্‌কালে, কি আসন্ন সময়ে রামায়ণ মহাভারত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন ও মনে শান্তি প্রাপ্ত হন। ব্যাস বাল্মীকি ভিন্ন জগতের অন্য কোন কবির ভাগ্যে এইরূপ উচ্চ অঙ্গের সম্মান ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বস্তুতঃই সেই কাব্যে জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের ছবি অঙ্কিত হয় নাই, তাহাকে কখনও শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যাইতে পারে না। রামায়ণ মহাভারত হিন্দুর দুইটী অমূল্য রত্ন। এই দুইটি মহাকাব্য বাদ দিলে, হিন্দুর হিন্দুত্ব, কি হিন্দুর জাতীয় সাহিত্যের অস্তিত্ব, কিছুই বজায় থাকে না। মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি হইতে আধুনিক মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত, কোন কবিই রামায়ণ মহাভারতের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, এবং যাইতে সাহসও করেন নাই। যুগে যুগে কবিগণ সেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, বিভীষণ, হনুমান—সেই কৃষ্ণার্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সাবিত্রী, দময়ন্তীর চরিত্রই যুগানুরূপ ভাবে, যুগানুরূপ অলঙ্কারে, যুগানুরূপ আদর্শে অঙ্কিত করিয়া, পাঠকগণকে যুগে যুগে উপহার দিয়া আসিতেছেন। যুগ যুগ ধরিয়া কবিগণ কেবল রামায়ণ মহাভারত নাড়াচাড়া করিতেছেন কেন? তাহারও যথেষ্ট কারণ আছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগই হিন্দুর গৌরবের যুগ। তৎপর হইতে হিন্দুর জাতীয় জীবনের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। অধঃপতিতাবস্থায় পূর্ব্বপুরুষের উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে উপস্থিত করা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে পতিত জাতিকে জাগ্রত করা অসম্ভব। কবিরা কালের সাক্ষী ও শিক্ষক। তাই এতদিন হিন্দুকবিগণ সেই প্রাচীন কীর্ত্তিময় আর্য্যজীবন গঠনের জন্যই যুগে যুগে সেই উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন।

এখন দেখা যাউক, রামায়ণ মহাভারতের মত হিন্দুর আর কোন মূল্যবান গ্রন্থ আছে কি না? রামায়ণ মহাভারতের যুগ অতীত হইয়াছে অনেক দিন হইল। সেই সেই গ্রন্থে বর্ণিত মহাপুরুষগণের কোন বংশধর আছে কি না তাহা কখনও কেহ অনুসন্ধান করেন না, এবং করিবার সুযোগও প্রাপ্ত হন না। রামায়ণ মহাভারতে যাঁহাদের পবিত্র চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াই জানি, তাঁহাদের কার্য্যাবলী অমানুষিক বলিয়াই মনে করি, এবং তাঁহাদের উদ্দেশে শত শত নমস্কার করিয়া ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া থাকি। দেবতার লীলা খেলা দেবতারাই শেষ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মত মানুষের কোন অধিকার নাই বলিয়া নিজের অধঃপতনের সমর্থন করি। কাজেই তাঁহাদের কোন বংশধর ছিল কি না ও আছে কি না তাহা খুজিবার অবসর পাই না এবং খুজিতে সাহসও করি না। বস্তুতঃই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হিন্দু-বীর্য্যবহ্নি যে একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সংঘর্ষে শক্তি যেমন ধ্বংস হয়, তেমন সৃষ্টিও হইয়া থাকে। মুসলমানগণ যখন পশ্চিম হইতে সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আবার সেই নির্ব্বাপিত অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফল "রাজস্থান", তাহার সাক্ষী "রাজস্থান"।

রাজস্থান কি? রাজস্থান অর্থ—রাজার বাসভূমি। এই বিশাল ভারতবর্ষের একটী অংশের নাম রাজস্থান। তাহার বর্ত্তমান সীমা—উত্তরে শতদ্রু নদী, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড, পশ্চিমে সিন্ধুনদ। পূর্ব্বে রাজস্থানের সীমা আরও বিস্তৃত ছিল। মিবার, অম্বর, মারবার, বিকানীর, যশল্মীর, বুন্দি ও কোটা এই সপ্তরাজ্যে রাজস্থান বিভক্ত। মিবার ও অম্বরে সূর্য্যবংশীয়, মারবার ও বিকানীরে চন্দ্রবংশীয়, যশল্মীরে যদুবংশীয়, এবং বুন্দি ও কোটায় অগ্নিকুল সম্ভূত হার নামে খ্যাত চৌহান বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেছেন। পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করার পর, দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে দেবগণ মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রমার, শোলাঙ্কী, পুরীহর, ও চৌহান নামে চারি জন ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই 'অগ্নিকুল' নামে প্রসিদ্ধ। এই সপ্ত রাজ্যের সকল রাজবংশই 'রাজপুত' নামে পরিচিত। 'রাজপুত' শব্দ 'রাজপুত্র' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। রাজস্থানের অন্তর্গত রাজ্য সপ্তকের (শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় দেড় হাজার বৎসরের) ইতিহাস যেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার নামও 'রাজস্থান' দিয়াছেন।

সেই গ্রন্থকার কে? আমরা কাহার অনুগ্রহে এই অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি? সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মার নাম 'কর্ণেল টড'। তিনি কোম্পানী-কর্ত্তৃক মধ্য ভারতের 'পোলিটিকেল এজেণ্ট' নিযুক্ত হইয়া সুদূর ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ভিন্ন ধর্ম্মী, ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী হইয়াও, তিনি যেই প্রকার অলৌকিক অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য্য, এবং অদ্ভুত অনুসন্ধানের দ্বারা রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। যাঁহার হৃদয় মহৎ নহে তিনি কখনও পরের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। যদি মহাত্মা টড ভারতবর্ষে না আসিতেন, যদি হিন্দু বীরগণের চরিত্র-মাহাত্ম্য দর্শনে তাঁহার প্রাণ উদ্বেলিত না হইত, তাহা হইলে আমরা রাজস্থানের নাম পর্য্যন্ত শুনিতাম কি না তাহাও সন্দেহস্থল। যেই মহাত্মার প্রসাদে আজ বঙ্গীয় নর নারী,—শুধু তাহারা কেন—সমগ্র ভারতবাসী, রাজস্থান গ্রন্থ আনন্দের সহিত পাঠ করিতেছেন এবং আর্য্য জাতির কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন, আমি সেই দেবতুল্য মহাপুরুষের চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করিতেছি। ধন্য টড, ধন্য তোমার অধ্যবসায়! ধন্য তোমার মহানুভবতা! তুমি সমগ্র ইংরাজজাতিকে ধন্য করিয়াছ! ইংরাজ যে প্রকৃত গুণের আদর করেন তাহার অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত তুমি জগত-বক্ষে অমর অক্ষরে রাখিয়া গিয়াছ! বস্তুতঃই যেই জাতিতে টড জন্ম গ্রহণ করেন না, সেই জাতি কখনও অর্দ্ধ ধরণীর ঈশ্বর হইতে পারেন না।

রাজস্থান একাধারে কাব্য, ইতিহাস ও উপন্যাস। উপন্যাস বলিলাম,—তাহার বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী চিত্র এতই অলৌকিক ও বিস্ময়কর যে তাহা পাঠ করিলে ঔপন্যাসিক বলিয়াই মনে হয়। রাজস্থানে যাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত মহাপুরুষগণেরই সুযোগ্য বংশধর। যেই হিন্দুগণ রামায়ণ মহাভারত পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া ভক্তি সহকারে পাঠ ও শ্রবণ করেন, রাজস্থান যে তাঁহাদের নিকট উপেক্ষিত হইবে তাহা কখনও সম্ভব নহে। যেই রাজপুত চরিত্র-মাহাত্ম্য ভিন্ন ধর্ম্মী বিদেশীর মন আকৃষ্ট করিতে পারে, তাহা যে তাঁহার সধর্ম্মী স্বদেশীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের এবং বিশেষ আগ্রহের বস্তু হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃই এখন রাজস্থানকে হিন্দুরা ভক্তির সহিত দেখিতেছেন। কতিপয় বৎসরের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী কবিও রাজস্থানের চরিত্র লইয়া কাব্য নাটকাদি রচনা করিতেছেন। ইহাই রাজস্থানের প্রতি প্রীতি ভক্তির বিশেষ নিদর্শন। এখন একটী কথা এই যে, কেবল কাব্য নাটকাদির দ্বারা রাজস্থানের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন হইতেছে কি না? যাহার উপর নির্ভর করিয়া কাব্য নাটক দাঁড়ায়, তাহার বহুব্যাপক ভাবের প্রসার থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না; নচেৎ কাব্য নাটকাদির প্রকৃত রস সাধারণের অনধিগম্য থাকে, এবং যুগধর্ম্মানুসারে কবিগণ কোন্ কোন্ চরিত্রে কি কি ভাবের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন করিতেছেন তাহাও বুঝা যায় না। জাতীয় মহাকাব্যই জাতীয় চরিত্র-গঠনের প্রধান সহায়।

অনেকে বলিতে পারেন—মহামতি টডের রাজস্থান আছে, তাহার গদ্যানুবাদ আছে, আবার পদ্য রাজস্থানের দরকার কি? যিনি এই কথা বলিতে পারেন, তিনি বোধ হয় কৃত্তিবাস কাশীরামদাসের রামায়ণ মহাভারতের উপকারিতাও অস্বীকার করিতে পারেন। অন্য ভাষায় যিনি যতই পারদর্শী হউন না কেন, মাতৃভাষার ডাক না শুনিলে কাহারও প্রাণ

মাতোয়ারা হইয়া উঠে না। আবার গদ্য হইতে পদ্যের শক্তি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহাও বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। বিশেষতঃ যেই জাতির অভিধান পর্য্যন্ত পদ্য, তাহার নিকট পদ্য যে বিশেষ প্রীতিকর হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাকবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যদি সরল সুন্দর সুললিত ছন্দে বঙ্গভাষায় রামায়ণ মহাভারত না লিখিতেন, তাহা হইলে উক্ত মূল্যবান গ্রন্থদ্বয়ও বেদ উপনিষদের মত বাঙ্গালীর স্বপ্নের জিনিস হইয়া থাকিত। এই যে নিরক্ষর কৃষক এবং অন্তঃপুরের মেয়েরা পর্য্যন্ত রামায়ণ মহাভারতের কথা জানে ও বলিতে পারে এবং ভক্তি সহকারে পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহা কেবল কৃর্ত্তিবাস কাশীরামদাসের প্রসাদ এবং মাতৃভাষার আশীর্ব্বাদ। ইহাও ঠিক যে—আমার ন্যায় লোকের কাছে কেহ সেই মহাকবিগণের শক্তি ও সফলতা আশা করিতে পারেন না। তবে রাজস্থানের চিত্রগুলি স্বভাবতঃ এতই সুন্দর, এতই অদ্ভুত, এবং এতই মনোমুগ্ধকর যে তাহা পাঠ করিতে গেলে কেহই লেখকের ত্রুটী অন্বেষণের অবসর পাইবেন না। একমাত্র সেই ধারণা ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। রাজস্থানের বর্ণিত কোন চরিত্রের উপর আমি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করি নাই, করা উচিতও মনে করি নাই। কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। ইতিহাস যথাযথ রক্ষা করিয়াছি।

রাজস্থান এক বিচিত্র গ্রন্থ। কি সাহিত্যিক, কি ঐতিহাসিক, কি রাজনীতিবিদ্, কি ভাবুক, কি অদৃষ্টবাদী যিনিই এই রত্নাকরে ডুব দেন না কেন, তিনি ইচ্ছানুরূপ রত্ন উঠাইয়া নিতে পারিবেন। রাজস্থান হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, তিন জাতিরই ইতিহাস। পাঠক রাজস্থান পাঠে এই তিন জাতিকে বিশেষ মতে জানিতে পারিবেন। অনেকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষেই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নিখুঁত সত্য নহে। তদ্দ্বারা এই দুই হতভাগ্য জাতির কখনও এই প্রকার শোচনীয় অধঃপতন হইত না। তাহা প্রকৃত হইলে সম্ভবতঃ একের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিত। ভারত-বক্ষে আত্মদ্বন্দ্বের দারুণ তুষানল সৃষ্টির আদিকাল হইতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। হিন্দু ও হিন্দু, মুসলমান ও মুসলমান, হিন্দু ও মুসলমান, অবিশ্রান্ত সেই হুতাশনে বাতাস দিতে দিতে প্রলয়-বহ্নি সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে ভারতের ধন, সম্পত্তি, জ্ঞান, গর্ব্ব সমস্তই পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন। রাজস্থান পাঠে সকলেই এই সত্যের সারবত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এইরূপেই এই শৈলসিন্ধু প্রাকার-বেষ্টিত আসমুদ্র-হিমাচল বিশাল হিন্দুরাজ্য বীরপ্রসূ ভারতভূমি কতিপয় মুসলমান বীরগণের বিজয় বৈজয়ন্তীর পদানত হইয়া পড়িয়াছিল; আবার এই রূপেই মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রকাণ্ড এমারৎ ছিন্ন তুষারের ন্যায় দেখিতে দেখিতে কোন্ দিকে উড়িয়া গেল। ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হইল; হিন্দু মুসলমান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। এই দুই হতভাগ্য ও মৃতপ্রায় জাতির প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করার জন্যই, সেই দুঃসময়ে মঙ্গলময় বিধাতা সুদূর সমুদ্রমধ্য হইতে মহা পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারই সঞ্জীবন মন্ত্রে এই মৃত জাতিদ্বয় নব জীবন লাভ করিয়া মাতৃবক্ষে আজ আনন্দ-কল্লোল সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুতঃই এই অদ্ভুত শক্তিধর জাতি ভিন্ন ভারতের শতধা বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড সন্নিবদ্ধ করিয়া এই প্রকার জগজ্জন বিস্ময়কর সুদৃঢ় সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করা অন্য কাহারও সাধ্য ছিল না।

আমার পরম সৌভাগ্য যে আমাদের ভাগ্য-বিধাতা ভারত-সম্রাট রাজরাজেশ্বর শ্রীশ্রীপঞ্চম জর্জ্জের শুভ ভারতীয় রাজ্যাভিষেক কালেই রাজস্থান প্রকাশিত হইল। তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করাতে গ্রন্থে অনেক ভ্রম প্রমাদ থাকার বিশেষ সম্ভাবনা, পাঠকগণ স্বীয় গুণেই মার্জ্জনা করিবেন।

দেশের নব্য যুবকেরাই দেশের আশা ভরসার স্থল। যেই দেশে যুবকের প্রাণে উৎসাহ ও উদ্যম নাই, সেই দেশের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। ভবিষ্যৎ তাঁহাদের মুখপানেই কাতর নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার পরম সুহৃদ্ সিটি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর এবং আর্ট স্কুলের ছাত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন চৌধুরী এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। মনোরঞ্জন বাবু অতি

অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, ঈশ্বর বাবু অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া সমস্ত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমি এত শীঘ্র কখনও এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ শেষ করিতে পারিতাম না। তাঁহারা আমার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি—

১৩১৮ বাং ১৫ই অগ্রহায়ণ
১৯১১ ইং ১লা ডিসেম্বর
পটীয়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী।

সূচীপত্র।

মিবার-কাণ্ড।

অম্বর-কাণ্ড।

মারবার-কাণ্ড।

বিকানীর কাণ্ড।

যশল্মীর কাণ্ড।

বুন্দি-কাণ্ড।

কোটা-কাণ্ড।

সপ্তকাণ্ড—রাজস্থান।

রাজস্থান

সেই রাজস্থান কোন্ রতনের খনি,
দেখাও মা বীণা-পাণি আলোক-বরণি,
প্রণমি চরণ-পদ্মে, ছন্দ-বন্ধ-গানে
শুনাও সে পুণ্যকথা ভারত-সন্তানে।

হিন্দুর আদিম কীর্ত্তি গায় রামায়ণ,
মধ্য-কীর্ত্তি করে মহাভারত বর্ণন,
শেষ-কীর্ত্তি রাজস্থান—এ'লঘু ভারত—
যেমতি বিচিত্র তথা পবিত্র মহৎ।

রামায়ণে রামচন্দ্র নায়ক সুজন,
ভারতে সে কৃষ্ণার্জ্জুন নর-নারায়ণ।
রাজস্থানে ক্ষত্রবীর্য্য মনুষ্যত্ব সার,
ধর্ম্ম-নীতি দেশ-প্রীতি নায়িকা ইহার।
নাহি দেবতার লীলা কল্পনার ছবি,
কেবল উজ্জ্বল সত্য যেন দীপ্ত রবি।

অঙ্কেতে ধরিয়া শিশু জননী যেমন,
হে ভারতি, রঙ্গালয় করায় দর্শন;
যার কীর্ত্তি রাজস্থান, দেখাও মা তুমি,
কোথায় ভূস্বর্গ সেই কোথা পুণ্য ভূমি।

পশ্চিমে যাহার সিন্ধু, শতদ্রু উত্তরে
দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা রূপে নিত্য শোভা করে,
পূরবে বুন্দেলখণ্ড, দক্ষিণেতে যার
শোভে বিন্ধ্যগিরি, নাম রাজস্থান তার,—
কেহ রাজবারা বলে কেহ রায়থানা
ইংরাজ দিয়াছে নাম রাজপুতানা।
মারবার বিকানীর মিবার অম্বর
কোটা বুন্দি যশল্মীর রাজ্য মনোহর।
আছে যার বক্ষ জুড়ে সেই রাজস্থান,
শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যের বিরাট শ্মশান।
সেই রাজ্যসপ্তকের পুণ্য ইতিহাস
সপ্তকাণ্ড রাজস্থান নামেতে প্রকাশ।

রাজ্যসপ্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সপ্তরাজ্য পূর্ণ এই রাজস্থান মাঝে
সবার দক্ষিণ ভাগে মিবার বিরাজে।
মিবারের উত্তরেতে রাজ্য মারবার,
কোটা বুন্দি রহিয়াছে পূরবে তাহার।
মারবার পশ্চিমেতে রাজ্য যশল্মীর,
উত্তর ভাগেতে তার শোভে বিকানীর।
পূর্ব্বদিকে আছে স্থিত বিখ্যাত অম্বর,
এইরূপে সপ্তরাজ্য শোভে মনোহর।

এই পুণ্য দেশে যাঁরা করেন বসতি
রাজপুত নামে খ্যাত কীর্ত্তিবান অতি।
বহু রাজা যায় স্বর্গে কুরুক্ষেত্র রণে,
রাজপুত্র বণ্ডিত সে বংশধর গণে।
কালে রাজপুত্র পায় রাজপুত নাম,
রাজস্থান অর্থ হয় সেই রাজধাম।
কোন্ রাজ্য কোন্ বংশ করিত শাসন,
কিঞ্চিৎ বর্ণনা তার করিব এখন।

যোধপুর নামে এবে মারবার চলে;
পুরাণ কিষণ গড়ে বিকানীর বলে।
মারবার বিকানীর মরুভূমি-ময়,
তপ্ত বালি সম তার বীরগণ হয়।
চন্দ্রবংশধর শাসে সেই দুই দেশ,
রাঠোর তাহার নাম বিখ্যাত বিশেষ।

শোলাঙ্কী প্রমার চৌহান পুরীহর,—
অগ্নিকুল বলি খ্যাত ভারত ভিতর।
ভৃগুরাম নিঃক্ষত্রিয় করেন যখন,
এই চারি ক্ষত্র জাতি সৃজে দেবগণ।

কোটা বুন্দি এক রাজ্য হারাবতী নাম,
চৌহান তাহার রাজা সর্ব্বগুণধাম।

কুশ-বংশ-ধরগণ ভূপতি অম্বরে,—
কুশাবহ বলি খ্যাত ভারত ভিতরে।
জয়পুর নাম ধরে অম্বর এখন,
ভারতের মাঝে দেশ অতি সুশোভন।

যশল্মীরে রাজা হয় যদুবংশধর,
ভট্টি নামে পরিচিত, বীরত্বে প্রখর।

মিবার সবার শ্রেষ্ঠ জগতে বিখ্যাত,
এখন উদয়পুর বলি তাহা খ্যাত।
সুজলা সুফলা দেশ অতি মনোহর,
রাজত্ব করেন তথা লব বংশধর।
গিহেলাটের বংশ বলে সম্মানিত অতি,
রাণা খ্যাতি লভে পরে মিবার ভূপতি।
সৌর মণ্ডলেতে সূর্য্য প্রধান যেমন,
রাজস্থান মাঝে শ্রেষ্ঠ মিবার তেমন।
প্রথম মিবার-কাণ্ড শুন ভক্তি ভরে,
সকল রাজ্যের কথা পাবে স্তরে স্তরে।

মিবার কাণ্ড।

-ঃ০ঃ

ভগবান রামচন্দ্র।

বিষ্ণু অবতার রূপে পূজিত যে জন,
যাঁহার মাহাত্ম্য গান গায় রামায়ণ,
যেই নামে পাপিজন শান্তি পায় প্রাণে,
মরিতে যাঁহার নাম বলে কাণে কাণে,
সে রাম চরিত্র আমি কি বর্ণিব আর,—
ধন্য হই পদে তাঁর করি নমস্কার।
প্রকৃতি দারুণ শীতে হইলে জর্জ্জর
বর্ষে বর্ষে আসে ফিরে মধু মনোহর।
অসতে করিতে ধ্বংস সতে পরিত্রাণ
যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ভগবান্।
মধুকালে মধুমাখা প্রকৃতি হাসিল,
আনন্দ লহরী বিশ্ব-হৃদয়ে ছুটিল।
মধুর বসন্তে রাম জন্মে অযোধ্যায়,
করিবারে মধুময়ী বিধুরা ধরায়।
দুঃখেতে কাতর বড় হেরি জগজন,
নির্ম্মম দুঃখেরে রাম দিল আলিঙ্গন।
রাজধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্ম স্নেহ ভক্তি প্রেম
সে দুঃখে উজ্জ্বল যেন অনলেতে হেম।
ধনুর্ভঙ্গ বনবাস পাষাণী উদ্ধার,
গুহ বানরের সখ্য রাবণ সংহার,
ধ্রুব নক্ষত্রের মত চির জ্যোতিষ্মান্
সংসার সাগরে শুভ্র আলো করে দান।
ভুবনের সুখ দুঃখ ভূপতির করে,
রাজার কর্ত্তব্য গুরু অবনী ভিতরে।
পিতৃ সিংহাসনে রাম করি আরোহণ
দীপ্ত সূর্য্য সম করে সর্ব্বত্র দর্শন।
প্রজার কল্যাণে চির কল্যাণী সীতায়
গর্ভবতী সতী ভার্য্যা বিসর্জ্জিলা হায়।
প্রকৃতি-রঞ্জনে নাম করিল সার্থক,
দেবরূপে পূজে প্রজা হইয়া পুলক।
রাজার আদর্শ হেন নাহি ভূমণ্ডলে,
শান্তিতে রহিলে রাম-রাজ্যে আছি বলে।
পতি পরিত্যক্তা সীতা পতিগত প্রাণ;
দিবা রাতি চিন্তে সতী পতির কল্যাণ।
পতির চরণে করে সাধনার ধন,
জন্মে জন্মে রামে পতি করে আকিঞ্চন।
জগতে এ চিত্র বড় পবিত্র উজ্জ্বল,
মানব সমাজে নাই উপমার স্থল।
নির্ব্বাসিতা সীতা বাল্মীকির তপোবনে
প্রসবিল কুশ লব যমজ নন্দনে।
মার কোলে মেয়ে যথা লুকাইল সতী,
কুশ করে রাজ্যভার অর্পে রঘুপতি।
সর্ব্বগুণধাম রাম পূর্ণ অবতার
বৈকুণ্ঠে চলিলা লীলা করি পরিহার।
আদর্শ পুরুষ রাম, আদর্শ রমণী
সীতা দেবী,—ধরণীর মুকুটের মণি।
ছাড়ি অযোধ্যার এক রাজ সিংহাসন
কোটি কোটি হৃদয়েতে পাতিল আসন।
রাম-জন্ম-তিথি রাম-নবমী প্রকাশ,
রামের পবিত্র স্মৃতি পাপ করে নাশ।

সে দিন বাসন্তী পূজা হয় বঙ্গ দেশে,
রাজস্থানে মহোৎসব আচরে বিশেষে।
অশোকাষ্টমীর দিনে শোক বিনাশিনী
অর্চ্চি সুখে শাকম্ভরী জগত-জননী,
নবমীতে করে পূজা যত রাজপুত
যুদ্ধ-অস্ত্র, অশ্ব, গজ, হয়ে ভক্তিযুত।
অগস্ত্য বলে, সে দিন রামের উদ্দেশে
ভক্তিতে যা করে পুণ্য লভিবে অশেষে ;
যেইজন উপবাস করি জাগরণ
শ্রদ্ধাভরে করে পিতৃলোকের তর্পণ ;
রামের প্রসাদে হয় ব্রহ্মলোকে বাস ;
জয় রমাপতি রাম করুণা-নিবাস।

লব।

কবিগুরু রত্নাকর যে বংশ চরিতে
রচিতে অক্ষম বলি দুঃখ করে চিতে,
সেই বংশ কীর্ত্তিগান কি গাহিব আমি !
কত ক্ষুদ্র শক্তি মম জান অন্তর্যামী !
তুমি ইচ্ছাময়. রাম কোন্ ইচ্ছা করে'
জানিনা ভাসাও ভেলা দুস্তর সাগরে।
এই মাত্র জানি দীন-দয়াময় রাম,
যে করে তোমার নাম পূর্ণ মনস্কাম।
তব বংশ-কীর্ত্তি, দাস লিখিবে মিবারে,
দয়া করে দাও প্রভু অভয় তাহারে।
যেবা পড়ে যেবা শুনে ভক্তিযুতমন,
তোমার নামের গুণে যেন প্রীত হন।
পিতৃ সিংহাসনে কুশ করে আরোহণ,
বিস্তারিতে নব রাজ্য লব করে মন।
অযোধ্যা নগর ছাড়ি লব বীরবর
স্থাপিলেন লবকোট—লাহোর নগর।

নৃপতি কনকসেন বংশধর তাঁর
দ্বারকায় রাজধানী করে আপনার।
সেন বংশ বলে' তথা হয় পরিচিত,
ধনে মানে গুণে জ্ঞানে সর্ব্বত্র পূজিত।
শেষেতে সৌরাষ্ট্র দেশ করি অধিকার
বসিলেন সিংহাসনে প্রমার রাজার।
প্রতিষ্ঠা করিলা বীর-নগর[১] নগরী ;
করিল সুযশ লাভ সুশাসন করি।
কনকের মৃত্যুপরে চতুর্থ পুরুষে
হইল বিজয় সেন ভূপতি পৌরুষে।
বিদর্ভ বল্লভীপুর বিজাপুর তিন
স্থাপন করিল সেই নৃপতি নবীন।
সূর্য্য উপাসক বলি সে বংশীয়গণ
শেষেতে আদিত্য-সংজ্ঞা করিল গ্রহণ।

শিলাদিত্য।

আদিত্যে প্রথম শিলাদিত্য মহাবল,
জন্মকথা শুনি যাঁর জন্মে কৌতূহল।
বিবাহ নিশিতে তাঁর জননী সুভগা
হারাইয়া প্রাণপতি হইল দুর্ভগা।
সূর্য্য মন্ত্রে দীক্ষা তাঁরে দিল গুরুবর,
সূর্য্য উপাসনা সতী করে নিরন্তর।
দিবাকর কৃপাবলে কুন্তীর মতন
জনমে তাঁহার গর্ভে পুত্র একজন।
গুপ্ত জন্ম বলি নাম গয়বী রাখিল
অতি বিচক্ষণ পুত্র মেধাবী সুশীল।
সুধাইয়া পিতৃনাম সমপাঠিগণ
নানাবাক্যে নানা ছাঁদে করে জ্বালাতন।
বালক ক্রোধান্ধ হয়ে অভিমান ভরে
একদা আসিয়া বলে মায়ের গোচরে,—

১—১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে।



"কে বল জনক, নতু করিব সংহার"।
ভাবিছে জননী দিবে কি উত্তর তার।
হেনকালে সূর্য্যদেব আসি সশরীরে
পিতা বলি পরিচয় দিল গয়বীরে।
অর্পি শিলাখণ্ড বলে পুত্রে আপনার
"যাহারে করাও স্পর্শ হবে শিলাকার"।
এত বলি সূর্য্যদেব হ'ল অন্তর্ধান,
ক্রোধান্ধ বালক যেন হাতে পেল চাঁন।
গয়বী করিল আগে শত্রুতা উদ্ধার
পাঠশালে ছাত্রগণে করিয়া সংহার।
শুনিয়া অদ্ভুত কথা ভূপতি তখন
আদেশ করিলা শিলা দিতে বিসর্জ্জন।
এ হেন অমোঘ অস্ত্র আছে যার করে,
রাজার আজ্ঞায় সে কি মনে ভয় করে?
শিলাতে করিয়া শিলা রাজা গুণধামে
গয়বী হইলা রাজা শিলাদিত্য নামে।
সূর্য্য উপাসনা করি রাজা মহাবল
পাইল অদ্ভুত শক্তি সমর কৌশল।
এখনো সূর্য্যের পূজা করি রাজস্থান
পূর্ব্ব পুরুষের প্রতি প্রকাশে সম্মান।
আঘন মাসেতে শুক্লা সপ্তমী বাসরে
অদিতি প্রসব করে দীপ্ত দিবাকরে।
সূর্য্য জন্মতিথি মিত্র-সপ্তমী প্রকাশ,
সেই দিন পূজে সূর্য্যে অশেষ উল্লাস।
সূর্য্য কুণ্ড ছিল এক বল্লভী পুরীতে ;
উঠিত সপ্তাশ্ব-রথ সে কুণ্ড হইতে।
বাঁধিলে সমর কোন বিপক্ষের সনে
তারি গুণে শিলাদিত্য জয়ী হ'ত রণে।
বার বার রাজ্য তাঁর আক্রমে যবন,
নাহি পারে কোন মতে করিতে নিধন।
পড়িল অরাতিগণ বিষম ফাঁপরে,
কৌশল করিল শেষে নাশিবার তরে।
উৎকোচে করিয়া বশ তাঁর মন্ত্রিগণে
গোরক্ত ঢালিয়া দিল কুণ্ডেতে গোপনে।
আনন্দে যবন সৈন্য রাজপুরে ছুটে,
অপবিত্র হৈল কুণ্ড রথ নাহি উঠে।
হতভাগ্য শিলাদিত্যে করিল সংহার[১]।
উঠিল রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার।

গুহ।

গণেশের পূজা করে যত হিন্দুগণ,
রাজস্থানে তাঁর অতি উচ্চ সিংহাসন।
কিবা ধনী কিবা দীন নাহি রাজবারে
গণেশের মূর্ত্তি যার নাহি গৃহদ্বারে।
প্রতি গিরি-পথে আছে গণেশ মন্দির,
মিবারে গণেশ-গিরি শোভে উচ্চ শির।
নগরে গণেশ-দ্বার আছে সুশোভন,
গণেশের প্রতি প্রীতি ভক্তি নিদর্শন।
সিদ্ধিদাতা বিঘ্ন-হর গণেশে না স্মরে
কোন রাজপুত শুভ কর্ম্ম নাহি করে।
ভক্ত সেবকের তব কীর্ত্তি গণপতি
লিখিব পূরাও বাঞ্ছা চরণে মিনতি।
মরিলেন শিলাদিত্য যবনের করে,
বংশ রক্ষা হয় কিসে শুন অতঃপরে।
বিন্ধ্য গিরি পদে রম্য চন্দ্রাবতী দেশ
শাসন করিত আগে প্রমার নরেশ,
প্রমারের রাজ কন্যা সতী পুষ্পবতী
বিবাহ করিল শিলাদিত্য মহামতি।
গর্ভবতী পুষ্পবতী পিত্রালয়ে ছিল
যখন বল্লভীপুরী বিধ্বস্ত হইল।
ফিরিতে মিবার রাজ্যে চন্দ্রাবতী হ'তে
স্বামীর মরণ বার্ত্তা শুনিলেন পথে।

১—৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে

মূর্চ্ছিতা হইয়া সতী পড়ে ধরাসনে;
লতা যথা নুয়ে পড়ে অগ্নি পরশনে।
মূর্চ্ছান্তে বিলাপ বহু করিয়া দুঃখিনী
পশিলা অরণ্য মাঝে হয়ে অনাথিনী!
পিণ্ড রক্ষা হেতু তথা রহে দুঃখে জ্বলে,
যথাকালে প্রসবিল পুত্র গুহাতলে।
ষষ্ঠী দেবতারে রাণী পূজি ভক্তিভরে
পুত্রের মঙ্গল ভিক্ষা মাগিল কাতরে।
জ্যৈষ্ঠে শুক্লা ষষ্ঠী তিথি পর্ব্ব দিন জান,
অরণ্যে অরণ্য-ষষ্ঠী পূজার বিধান।
অশ্বত্থ কি বট বৃক্ষ মূলেতে কাননে
সে পুণ্য তিথিতে যেয়ে যত নারীগণে,
পুত্র কামনায় কিম্বা পুত্রের কল্যাণে
ভক্তিভরে ষষ্ঠী দেবী পূজে রাজস্থানে।
চৈত্রে শুক্লা ষষ্ঠী তিথি শীতলা ষষ্ঠীর
শুভ অর্চ্চনার তরে রহিয়াছে স্থির।
শীতলা মন্দির মাঝে সে দিন মিবারে
ষষ্ঠীরে পূজেন মাতা নানা উপচারে।
পুত্রের মঙ্গল মাগি দেবী পদতলে
পুষ্পবতী করে স্থির পশিতে অনলে।
নিকটে করিত বাস দরিদ্রা ব্রাহ্মণী,
তার করে তুলে দিল প্রাণের বাছনি।
রাণী বলে "পুত্র-স্নেহে" ডুবে গেলে প্রাণ,
ডুবে যাবে সতী-ধর্ম্ম নাহি পাব ত্রাণ।
অর্পিনু অঞ্চল-নিধি তোমার চরণে,
মাতৃরূপে রক্ষা তারে করিও যতনে।
স্বর্গে আছে প্রাণেশ্বর সেবাদাসী হীন,
আজিকে করিব যাত্রা বেড়ে যায় দিন।
এত বলি দীপ্ত চিতা করি আয়োজন
করিলেন পুষ্পবতী প্রাণ বিসর্জ্জন।
ব্রাহ্মণীর যত্নে শিশু বাড়িতে লাগিল
গুহায় জন্মিল বলি গুহ নাম দিল।

মিবার-দক্ষিণ ভাগে অরণ্য ভিতরে
ভীল জাতি করে বাস ইদর নগরে।
কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় মহাশক্তিধর
রণ-দক্ষ সত্যবাদী জাতি নিরক্ষর,
পিয়ে নাই সভ্যতার তীব্র হলাহল—
বিলাস ব্যসন গর্ব্ব শাঠ্য বাক্‌ছল।
বিশ্বাসী মৃগয়া-জীবী সরল অন্তর,
সুসভ্য আমরা বলি—অসভ্য বর্ব্বর।
নাহি করে লেখা পড়া গুহ বনে বনে
ঘুরিয়া বেড়ায় ভীল বালকের সনে।
ব্রাহ্মণের শান্তি ভাব করি পরিহার
পাখী মারে পশু ধরে ব্যবসা শিকার!
দমন করিতে তারে পারে না ব্রাহ্মণ;
কতদিন মেঘে ঢাকা রহিবে তপন।
একদা করিতে খেলা ভীল শিশু এক
কহিল মোদের রাজা কে হইবে দেখ।
অমনি বালক অন্য করাঙ্গুল কাটে,
রক্তে রাজটীকা দিল গুহের ললাটে।
ভীল রাজা মাণ্ডলীক—ইদর ঈশ্বর
শুনে তাঁরে বসাইল সিংহাসনোপর।
আপনার রাজ্য ভীল করিলেন দান,
এরূপে হইল রাজা গুহ ভাগ্যবান।
গুহ হ'তে বংশ তাঁর গিহ্লোট হইল,
অষ্টম পুরুষাবধি রাজত্ব করিল।
উদয় গিরিতে চড়ি উঠি দিবাকর
দহে যথা আগে তারে কিরণে প্রখর,
তেমতি আদিত্য বংশ ভীলের কৃপায়
লভি রাজ্য করে পরে উৎপীড়ন তায়।
গাছে উঠে পাছে যেবা ঠেলে ফেলে মই,
ঝঞ্ঝা এলে প্রাণে মরে, গর্ব্ব রহে কই!
সেই অত্যাচারে অতি ফলে বিষফল,—
ভীল করে গুহ বংশ গেল রসাতল।





বাপ্পা রাওল।

বাপ্পার বাল্যলীলা।

নাগাদিত্য নামে রাজা মৃগয়ার তরে
পশিল একদা ঘোর কানন ভিতরে।
ভীলগণ মিলে তাঁরে করিল নিধন,
দেশ ভরে রাজ্য জুড়ে উঠিল ক্রন্দন।
তিন বছরের শিশু বাপ্পারাও তাঁর,
কে রক্ষিবে তারে আজি কে আছে তাহার
ভীল-ভয়ে পুরী ছাড়ি সকলে পলায়,
কে করে কাহার চিন্তা আপনা বাঁচায়।
ধার্ম্মিক সুজন কুল-পুরোহিতগণে
বাপ্পারে জননী সহ লইয়া গোপনে
ভাণ্ডীর দুর্গের মাঝে পলাইয়া যায়,
তাদের সন্ধানে ভীল ঘুরিয়া বেড়ায়।
হেরি রাজকুমারের আসন্ন বিপদ
ভাবিছে ব্রাহ্মণগণ কোথা নিরাপদ।
দূরে পরাশরারণ্য ত্রিকূট পর্ব্বত,
সাধকের প্রিয় দেশ পবিত্র মহৎ।
পদমূলে শোভে তার নগেন্দ্র নগর,
দ্বিজের কুটিরে ভরা অতি মনোহর।
বৃষ্টি জলে মুক্তা ফলে জগতে প্রকাশ,
বাজ কৃপা বিনে জ্ঞান হয় না বিকাশ।
রাজা হ'তে ভূমি-বৃত্তি লভি দ্বিজগণ
আনন্দে করিত তথা শাস্ত্র অধ্যয়ন।
ঝিনুক জন্মায় যথা মুকুতা সুন্দর,
সেই পর্ণ গৃহ ছিল জ্ঞানের আকর।
বাপ্পারে করিয়া সঙ্গে কুল পুরোহিত
পবিত্র নগরে সেই হয় উপনীত।
কুমারের পরিচয় করিয়া গোপন
অনাথ বলিয়া তথা করে সমর্পণ।

সবল সুরূপ শিশু দেখিয়া ব্রাহ্মণ
পুত্র সম করে তারে লালন পালন।
লিখিত পড়িত বাপ্পা উঠাইত ফুল,
ফিরিত কাননে কভু চরায়ে গোকুল।
এইরূপে কতদিন হইলে অতীত
কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা হ'ল উপনীত।
বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রা দ্বাদশ মাসেতে
প্রচলিত আছে যত হিন্দু-নগরেতে।
দোল ও ঝুলন কালে রাজপুতগণ
আনন্দ উৎসবে মগ্ন রহে অনুক্ষণ।
নর নারী কৃষ্ণ লীলা করে অভিনয়,
প্রেমে মত্ত হয় প্রাণ প্রেমে ডুবে রয়।
শোলাঙ্কী রাজার কন্যা ঝুলন সময়ে,
ভ্রমিতে আসিল বনে সহচরী লয়ে।
বড় সাধ বালাগণে বৃক্ষ ডালে দোলে,
পায় না সুযোগ, ঘুরে কাননের কোলে
অদূরে বাপ্পারে হেরি কহে বালাদল,
"লতা এনে দাও মোরা ঝুলিব সকল।
বালক কহিল হাসি "আনিব এখন
বিবাহ করিবে মোরে কর যদি পণ"।
আনন্দে বালিকাগণ করিল উত্তর,
"এখনি করিব বিয়ে তুমি হও বর"।
এতবলি বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থিযুত করে,
সপ্ত প্রদক্ষিণ করে আম্র তরুবরে।
করিতেছে উলুধ্বনি যত বালাগণ,
বালক বাজায় শঙ্খ করেতে আপন।
বিবাহ করিয়া শেষ লতা বাঁধি ডালে
ঝুলন উৎসব করে ঝুলিয়া সে কালে।
মিটিলে মনের সাধ, ফিরিল ভবনে।
বিবাহের কথা কারো রহিল না মনে।
ক্রমেতে শোলাঙ্কী সুতা বয়স্কা হইল।
দেখিতে কন্যার কোষ্ঠী দৈবজ্ঞ আসিল

জ্যোতিষী কহিলা হেরি কুমারীর কর,
"এ যে বিবাহিতা কন্যা দেখি নৃপবর।"
বিস্মিত হইল রাজা বাক্য শুনি তাঁর,
চৌদিকে পাঠায় দূত নিতে সমাচার।
পৃথিবীতে সহকার আকাশে তপন
দুই মুক সাক্ষী বিয়ে করেছে দর্শন।
কে আর দেখেছে বল, কে দিবে খবর,
না পেয়ে উদ্দেশ রাজা হইল ফাঁপর।
করিল ঘোষণা শেষে যে দিবে সন্ধান—
পুরস্কার দিব, লব বরের পরাণ।
সপ্ত বৎসরের বাপ্পা মনে পেয়ে ডর
গোপনে আশ্রম ছাড়ি পলায় সত্বর।

বাপ্পার বর লাভ।

সহায় সম্পত্তি হীন চলিতেছে নিশিদিন
বাপ্পারাও অতি দীন-বেশে,
অনিদ্রায় অনাহারে বনে ব্রাহ্মণের দ্বারে
উপনীত হয় অবশেষে।
হেরিয়া মলিন মুখ দ্বিজের উপজে দুঃখ
দীন-হীনে দিলেন আশ্রয়,
বালক চরায় ধেনু কখন বাজায় বেণু
কভু দেখে শৈল শোভাময়।
ধনুকে জুড়িয়া তীর কভু করে লক্ষ্য স্থির
খেদাইয়া বন্য পশুগণে,
নিশিতে বিপ্রের ঘরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে
জ্ঞান শক্তি বাড়ে অনুক্ষণে।
ঘটিল দুর্দ্দশা তার নাহি প্রায় দুগ্ধ আর
দ্বিজবর গো দোহন করি,
গালিপাড়ে নানা ছাঁদে বালক ব্যাকুল কাঁদে
লজ্জায় যেতেছে প্রাণে মরি।
একদিন দ্বিপ্রহরে দেখিলা সন্ধান করে,—
বন মাঝে শিবলিঙ্গ শিরে
ঢালিতেছে দুগ্ধধার গোপনেতে গাভী তার,
বলে বাপ্পা গরজি গম্ভীরে,
"দুধ খাও তুমি হর! প্রভুপদে নিরন্তর
চোর বলে আমি পাই লাজ।"
অদূরে ছিলেন মুনি গোপালের বাক্য শুনি
সুধাইলা "কেগো বন মাঝ।"
ভীত হয়ে ঋষিবরে বালক প্রণাম করে
আত্ম-পরিচয় দিল তায়,
বাপ্পার কাহিনী শুনি সন্তুষ্ট হারীত মুনি
কহে "নিত্য আসিও হেথায়"।
ঋষি-বাক্যে হর্ষভরে রাখাল ফিরিল ঘরে
প্রভুপদে কহে বিবরণ,
শুনিল অদ্ভুত কথা ঘুচে গেল ভ্রম তথা
আনন্দে ভাসিল তাঁর মন।
নিত্য নিত্য আসি বনে সেবে সেই তপোধনে
শিবে বাপ্পা সেবিত সদায়,
হারীত সদয় হ'লে উপবীত দিল গলে
শিব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তায়।
ধর্ম্ম তত্ত্ব নীতিতত্ত্ব শিখাইয়ে মহাসত্ব
করে শিষ্যে দিব্যচক্ষু দান,
হর পদে হেরি মতি বাপ্পারে উপাধি যতী
দিল "এক লিঙ্গকা দেওয়ান"।
সে উপাধি গৌরবের অদ্যাপি ও মিবারের
যত রাণা করিছে বহন,
ধন্য বাপ্পা ধন্য তুমি ধন্য তব জন্ম ভূমি
ধন্য তব ভূতলে জনন।
সাধনায় তুষ্ট অতি সশরীরে ভগবতী
দেখা দিল সম্মুখে বাপ্পার;
করিল কঞ্চুকদান— অদ্যাপি যা বিদ্যমান—
পৃথিবীতে তুল্য নাহি যার।
পৃথ্বী ছেড়ে যাবে চলে একদা শিষ্যেরে বলে
প্রভাতে দেখিতে ঋষিবরে,

শ্র ম বাপ্পারাওর ভী শিবলিঙ্গ রে দুগ্ধাভিষেক দ (লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস।)

হারীতের কথামত হল না চরণ-গত
ভাগ্য দোষে রহে ঘুমে পড়ে।
আসি দেখে যোগেশ্বর ঊর্দ্ধদেশে রথোপর,
"প্রভু প্রভু" করিল চীৎকার;
কহে উচ্চে যোগিবর "বদন ব্যাদান কর"
এত বলি ফেলিলা থুৎকার।
বাপ্পা-রাও ঘৃণাভরে রহে মুখ নত করে
থুথু তাঁর পড়িল চরণে,
"লভিতে উদরে গেলে অমরত্ব অবহেলে;
—অস্ত্রের অবধ্য হবে রণে"।
শুনিল আকাশ বাণী নাহি দেখে রথ খানি
নাহি দেখে ঋষি-পদ আর,
বালক বিষণ্ণ মনে কাঁদিলেন ধূলা সনে
অদৃষ্টেরে করিয়া ধিক্কার।

খড়্গপূজা।

জাগিল বাপ্পার মনে হারীতের বরে
রাজ্য-বিজয়ের আশা পশিয়া সমরে।
দেব ও বালীয় নামে ভীল দুইজন
বাপ্পার বিপদে সঙ্গী ছিল অনুক্ষণ।
বন্ধু সহ ছাড়ি বাপ্পা অরণ্য-নিলয়
দেশেতে প্রস্থান করে সানন্দ হৃদয়।
ব্যাঘ্রমেরুপদে আসি হলে উপনীত
মহর্ষি গোরক্ষনাথে দেখে আচম্বিত।
ভক্তিভরে ঋষিবরে প্রণমি চরণে
তাঁহার আশ্রমে রহে পুলকিত মনে।
বাপ্পার সেবায় তুষ্ট হয়ে তপোধন
অদ্ভুত দ্বিধার খড়্গ করিল অর্পণ।
হেন মন্ত্র শিক্ষা আরো করিলেন দান,
মন্ত্রপূত করি তাতে খড়্গ খরশান,
গিরি বক্ষে করে যদি আঘাত ভীষণ
কদলী বৃক্ষের মত হয় বিদীরণ।
বাপ্পা নাই বটে, আছে সেই খড়্গ তাঁর।
এখনো সে খড়্গপূজা করিছে মিবার।
প্রথম আশ্বিন হতে একাদশ দিন
মহোৎসবে রাজপুত রহে চিন্তাহীন।
প্রথম দিবসে রাজা অস্ত্রাগার হতে
বাহির করিয়া খড়্গ আনে বিধিমতে।
পূজা সাঙ্গ করি পরে লইয়া যতনে.
অষ্টভুজা মন্দিরেতে যায় ভক্তিমনে।
রাজযোগী[১] রাখি খড়্গ ভবানীর পায়
সদলে নিযুক্ত রহে রক্ষিতে তাহায়।
চতুর্ভুজা আশাপূর্ণা হর্ষদা[২] মাতার
ক্রমে অষ্টদিন দেয় পূজা উপহার।
কোথায় মহিষ রাজা কাটে অসি ধরে',
দেবীর সম্মুখে কোথা বাণে বিদ্ধ করে।
শুদ্ধাচারী দ্বিজগণ করে পূজা হোম,
নাগরা ও রণবাদ্যে কাঁপে মহী ব্যোম।
কোথা গজ-যুদ্ধ কোথা সেনার হুঙ্কার,
নৃত্য করে রণদেবী কাঁপায়ে মিবার।
অশ্বশালা হ'তে অশ্ব আনিয়া নবমে
সুসজ্জিত করি সবে পূজেন সম্ভ্রমে।
অশ্ব পূজা করি শেষ সামন্ত সকল
অষ্টভুজা মঠে যায় আনন্দে বিহ্বল।
খড়্গ সহ রাজযোগী আসে রাজপুরে
উড়ে ধূলি জ্বলে অগ্নি মত্ত অশ্ব-খুরে।

১—রাজস্থানে একদল যোগী আছেন তাঁহারা দেশের সঙ্কটকালে যুদ্ধও করিয়া থাকেন, তাহাদের নায়কের নাম রাজযোগী।

২—অষ্টভুজা চতুর্ভুজা, আশাপূর্ণা এবং হর্ষদা ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ।





দশমেতে মাতাচল নামে গিরিবর
কামানে সজ্জিত করি রাখে নিরন্তর।
সন্ধ্যাকালে যেয়ে রাণা রণসজ্জা করি
ভক্তিভরে পূজে বৃক্ষ নামেতে কৈজরী।
পিঞ্জর হইতে পরে করিয়া উদ্ধার
নীলকণ্ঠ পাখী, ফিরে আনন্দে অপার।
অজস্র কামান রাজি করে গরজন
শ্রীরামের যুদ্ধ যাত্রা করিয়া ঘোষণ।
একাদশ দিনে হয় কৃত্রিম সমর
পুরস্কার পায় সেনা সামন্তনিকর!
এখনো মিবারে সেই পর্ব্ব আছে বটে,
জ্বলন্ত অনল পিণ্ড যথা চিত্র পটে।

বাপ্পার চিতোরাগমন।

মাতৃ মুখে শুনে বাপ্পা চিতোর নগরী
ছিল তার পিতৃরাজ্য, ভীল নিল হরি,
মাতুল বংশীয় তাঁর নরপতি মান
চিতোর উদ্ধার করে করিয়া সন্ধান।
ভবানী কঞ্চুক দিল গোরক্ষ কৃপাণ,
অস্ত্রের অবধ্য বর হারীত প্রধান;
বাপ্পার অন্তরে আশা হল বলবতী,
বন্ধু সহ চিতোরেতে আসে শীঘ্র গতি।
মাতুল মোরীয় মান করি বহুমান
সম্পত্তি, সামন্ত-পদ করে তাঁরে দান।
তাহাতে সামন্তগণ হল ক্রোধান্বিত
সদায় করিছে চেষ্টা মানের অহিত।
অদৃষ্ট প্রসন্ন যার সবি জুটে তার,
অপূর্ব্ব সুযোগ এক ঘটিল বাপ্পার।
পশ্চিম হইতে সিন্ধু করি অতিক্রম
যবন আক্রমে রাজ্য বিক্রমে বিষম।

নৃপতি করিলে আজ্ঞা সাজিতে সমরে,
যত সর্দ্দারেরা বলে উপহাস ভরে,
"কি কাজ মোদের, আছে সামন্ত নবীন
বীরবর ভাগিনেয়, মোরা দীন হীন।"
সর্দ্দারের বাক্যে মান হ'ল মর্ম্মাহত,
ভাগিনা জ্বলিল ক্রোধে অনলের মত।
দর্পভরে বলে বাপ্পা মানের চরণে
"কি ভয় মাতুল আমি একা যাব রণে।
একাই যবনগণে করিব নির্ম্মূল,
ক্ষত্রিয়ের বাক্য কভু হইবে না ভুল।"
গুরু হারীতের নাম স্মরিয়া অন্তরে,
পশিলেন বাপ্পারাও যবন সমরে।
অদ্ভুত বীরত্ব তাঁর না পারি সহিতে
পলাইল শত্রুগণ চিতোর হইতে।
রণজয়ী হয়ে বাপ্পা গজনী পশিল,
পিতৃপুরুষের যথা রাজধানী ছিল।
ম্লেচ্ছ-রাজ সেলিমেরে করিয়া নিধন
ক্ষত্রিয় তনয়ে এক অর্পে সিংহাসন।
অবশেষে উপনীত চিতোর নগরে
শত্রু মিত্র সবে আসি সমাদর করে।
'যার লাঠি তার মাটি' এই সত্য সার,
শলীতে না দিলে ইক্ষু রস মিলা ভার।

বাপ্পার রাজ্যলাভ।

ক্রোধান্ধ সামন্তগণ ভাবিয়া বিকল
কিরূপে চিতোর-রাজে দিবে প্রতিফল।
বুঝিলা রাজার পক্ষে বাপ্পা যদি হয়
নাহি সাধ্য কেহ তার করে লোম-ক্ষয়।
বাপ্পারে করিতে বশ মিলিল সকল,
দিবা নিশি করে যত্ন পাতে বহু ছল।
সর্দ্দারের চক্রে মান রাজ্য আপনার
যোগ্য ভাগিনারে অর্পি পাইল নিস্তার।

দেবও বালীয় নামে ভীল দুজনায়
স্বীয় রক্তে রাজ টীকা বাপ্পারে পরায়[১]।
অনুপম সখ্যতার স্মৃতি রক্ষা তরে।
অদ্যাপিও সেই প্রথা মিবারে আচরে।
বাপ্পা-বংশধরে সেই ভীল বংশধর
অভিষেক কালে টীকা দেয় নিরন্তর।
পঞ্চদশ বর্ষে বাপ্পা বসে সিংহাসনে
লভিল অশেষ কীর্ত্তি প্রকৃতি-রঞ্জনে।
ছুটিল চৌদিকে তাঁর গুণের বাখান,
করিল প্রমার রাজা কন্যা সম্প্রদান।
"হিন্দু সূর্য্য" "রাজগুরু" "সার্ব্বভৌম" আর
সকলে মিলিয়া দিল উপাধি তাঁহার।
বাপ্পারাও ছিল এক লিঙ্গের দেওয়ান,
প্রভু বিশ্বেশ্বরে করে বিশেষ সম্মান।
স্থাপিলেন শিবে বাপ্পা মন্দিরে সুন্দর,
বৃষভের তরে অন্য গড়ে মনোহর।
বৃহৎ পিত্তল বৃষ করায় নির্ম্মাণ,
কত কারুকার্য্য কত রত্নে শোভমান।
ভাবি ধন-রত্ন-পূর্ণ উদর তাহার
করেছে যবনগণ বহু অত্যাচার;
ফাটিয়াছে পেট করি কুঠার সন্ধান,
দেখিলে নয়ন ঝড়ে ফেটে যায় প্রাণ।
এইরূপে বহু কীর্ত্তি স্থাপিয়ে মিবারে
চলিল সৌরাষ্ট্র দেশ জয় করিবারে।
সুরাট করিয়া জয় বন্দর দ্বীপের
বিবাহ করিল কন্যা ইসপ গোলের।
বধূ সহ বাণ-মাতা দেবীর মূরতি
আনিল মিবার রাজ্যে বাপ্পা মহামতি।
শ্বেত প্রস্তরের হর্ম্ম্য করিয়া নির্ম্মাণ
স্থাপিলেন মূর্ত্তি করি যাগ পূজাদান।

শোলাঙ্কী দুহিতা সহ হরির ঝুলনে
হয়েছিল যে বিবাহ পরাশর বনে,
আনে অন্তঃপুরে সেই কন্যা রূপবতী,
পুরীতে চাঁদের হাট স্থাপে নরপতি।
করিয়া ছত্রিশ বর্ষ চিতোর শাসন
দিগ্বিজয় তরে বাপ্পা করিল মনন।
তনয় অপরাজিতে ঈসপের নাতি
বরিল মিবার রাজ্যে, ছিল বীর খ্যাতি।
সৌরাষ্ট্র প্রদেশ দিল অশীলের করে,
প্রমার দৌহিত্র সেই বহুগুণ ধরে।
বিদ্যা শিক্ষা, দেব সেবা, করিল বিধান
দীন দুঃখী কাঙ্গালের করিল সংস্থান।

বাপ্পার দিগ্বিজয়

দিগ্বিজয়ে বাপ্পা কেন করিল মনন,
তাহার বৃত্তান্ত কিছু করহ শ্রবণ।
খলিফা ওয়ালিদ ছিল যবন ভূপতি,
মহম্মদ বীন্ কাসিম্ যার সেনাপতি।
যে বৎসর করে বাপ্পা জনম ধারণ[২]
সে কাসিম সিন্ধুদেশ করে আক্রমণ,
দাহির সিন্ধুর পতি মরিল সমরে
পারে না কাসিম তবু পশিতে নগরে।
দাহিরের পত্নী ছিল অতি বীর্য্যবতী
ভীম বেগে শত্রু-সৈন্যে আক্রমিল সতী।
অসম্ভব ভাবি শেষে নগর রক্ষণ
জ্বলন্ত অনলে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
কুমার ব্রাহ্মণাবাদে পলাইল ডরে,
কুমারী হইল বন্দী কাসিমের করে।
প্রভুরে করিতে তুষ্ট দাহির সুতায়
সেনাপতি খলিফার চরণে পাঠায়।

১—৭২৮

২—৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে।





কন্যা দেখি মুগ্ধ হয়ে ভূপতি যখন
বাড়াইতে চাহে কর বলে সে তখন,—
"হরেছে সতীত্ব মম কাসিম পামর,
হইয়াছি কলঙ্কিনী বাড়ায়োনা কর"।
খলিফা ক্রোধান্ধ হয়ে হারাইল জ্ঞান,
কাসিমে ভীষণ শাস্তি করিল বিধান।
পাৎশার আদেশে চর্ম্ম থলিয়াতে ভরে
ভারত হইতে নিল, পথে গেল মরে।
তাহা দেখি খলিফার শান্ত হল চিত,
তেমতি দাহির সুতা হল হরষিত।
পিতৃহত্যা দিয়ে শোধ সতীত্ব আপন
কৌশলে দাহির কন্যা করিল রক্ষণ।
কাসিম মরণে সিন্ধু হারায়ে যবন
কতদিন নীরবেতে করিল যাপন।
ভারতের রত্ন-লোভ না পারি ভুলিতে
আবার ভারতবর্ষ লাগে আক্রমিতে।
সে বিষম অরিগণে করিতে দমন
শত্রু-দেশ জয়ে বাপ্পা করিল মনন।
দেব গুরু পণ্ডিতের করিয়া সম্মান
দরিদ্র ভিক্ষুকে করি বহু অর্থদান।
চলিলেন' বাপ্পারাও দিগ্বিজয় তরে,
সঙ্গেতে ছুটিল সেনা লহরে লহরে।
কত অশ্বারোহী কত পদাতিক চলে
নাহি কারো সাধ্য তাহা গণনায় বলে।
বহিছে অমোঘ অস্ত্র শস্ত্র খরশান,
ছুটিয়াছে সংখ্যাতীত রসদের যান।
একটী প্রচণ্ড মেঘ বজ্রাগ্নি উদরে
ছুটেছে পশ্চিমে যেন শিলা বৃষ্টিতরে।
দুর্দ্দম ক্ষত্রিয় জাতি মহাবীর্য্যবান্,
করে অসি বুকে ঢাল শমন সমান।
"হর হর" রব মুখে করে উচ্চারণ,
প্রাণ-ভয়ে দেশ ছেড়ে পলায় যবন।
বাপ্পার প্রচণ্ড গতি রোধিবার তরে
বোগদাদ খলিফা এক সুকৌশল করে,
আক্রমিতে সিন্ধুদেশ সেনা পাঠাইল,
আত্ম-শক্তি জানে বাপ্পা ভীত না হইল।
ফিরিল না দেশে, দেশ রক্ষে পুত্রগণ,
সমূলে ভারতে হল যবন নিধন।
ছুটিল পশ্চিমে বাপ্পা দ্বিগুণ উৎসাহে,
আঁটিতে বিক্রমে কেহ পারিল না তাঁহে।
ইরান তুরান দেশ ইরাক গান্ধার
ইস্পাহান কাফ্রিস্থান তুরস্ক তাতার
একে একে সব জয় করিল হেলায়।
মালী যেন তুলে ফুল আপন ডালায়—
একে একে যবনের রাজ-কন্যাগণে
বিবাহ করিল বাপ্পা আনন্দিত মনে।
আপন শাসন নীতি করিয়া প্রচার
লাগিল শাসিতে দেশ বিজিত রাজার।
সুশাসনে প্রজাগণ প্রীত হল অতি,
হল না বিদ্বেষ বলে' বিধর্ম্মী ভূপতি।
যবন দুহিতা-গর্ভে জন্মিল কুমার,
"নশেরা পাঠান" বংশ খ্যাতি হল তার।
যার যার মাতৃরাজ্য করি তারে দান
করিলেন শাসনের ব্যবস্থা বিধান।
সকলে পাইল প্রীতি সুবিচারে তাঁর,
লাগিল আপন বংশ করিতে বিস্তার।
ভাবিয়া আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত দ্বারে
করিল না ইচ্ছা আর ফিরিতে মিবারে;
হিন্দু মতে যতিধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
সুমেরু শিখরে বাপ্পা করিল গমন।

১—৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।





বাপ্পার মৃত্যু[১]।

সন্তান দ্বিউন শত হিন্দু রমণীর,
যবন কন্যার গর্ভে জন্মাইলা বীর
একশ' তিরিশ পুত্র বীরেন্দ্র প্রধান,
সকলের শিক্ষা দীক্ষা উচ্চ গুণ জ্ঞান।
করিত না জাতি ভেদ ধর্ম্মের বিদ্বেষ,
সকলের প্রিয় বাপ্পা ছিলেন বিশেষ।
হিন্দু যবনের কাছে সম প্রীতিহার
ঘটে নাই ভাগ্যে হেন জীবনে কাহার।
শত রাজ-পিতা হয়ে শত বর্ষ বাঁচে
এহেন সৌভাগ্যবান্ বল কোথা আছে।
সেই দীপ্ত হিন্দুসূর্য্য মহা সাধনায়
কাটাইয়া শত বর্ষ আজি চলে যায়।
হিংসা ভরা পৃথিবীতে এত মান যাঁর
জানি না স্বরগে হবে কি সম্মান তাঁর।
প্রাণান্তে বাজিল দ্বন্দ্ব দুই প্রজা দলে—
দেহের সৎকার হবে কি বিধান বলে।
হিন্দু চাহে চিতানলে ভস্মীভূত করে,
যবন করিছে চেষ্টা স্থাপিতে কবরে।
বুঝে নাই ভ্রান্তগণ মহত্ত্ব তাঁহার,
অক্লেদ্য অদাহ্য সেই পুণ্য দেহ তাঁর।
ধরণী করে না ইচ্ছা রাখিতে তাহারে
সহস্র পাপের ভরা বক্ষের মাঝারে।
অন্তর করিল যবে বস্ত্র আচ্ছাদন
স্তম্ভিত হইল সব বিস্মিত নয়ন।
দেহ নাই! দেহ নাই! ফুল্ল শতদল
ফুটে আছে শত শত গন্ধ পরিমল!
সকলে তুলিয়া পদ্ম মহাভক্তি ভরে
স্থাপন করিল আনি মান সরোবরে।

১—৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে।

হিন্দু ও মুসলমান জাতির উৎপত্তি বিবরণ।

মুসল্‌মান নামে এক জাতি বিচক্ষণ
বহুদিন হিন্দুসহ কাটায় জীবন।
কে উহারা কোথা হতে আসিল ভারতে
তাহার বর্ণনা কিছু শুন ভাল মতে।
আসিয়া নামেতে এক আছে মহাদেশ
এ ভারতবর্ষ যার বিভাগ বিশেষ।
আসিয়ার মধ্যভাগে পুরাতন অতি
আর্য্য নামে এক জাতি করিত বসতি।
কেহ বা কৃষিতে কেহ পালি পশুপাল
কেহ বা মৃগয়া করি কাটাইত কাল।
ক্রমেতে তাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল,
দেশ ছাড়ি দলে দলে বাহির হইল।
একদল আসে বহু হাজার বৎসর
হিন্দুকুশ গিরি-পথে ভারত ভিতর।
হিন্দু নামে খ্যাত তারা হইল জগতে,
আর্য্যাবর্ত্ত দিল নাম উত্তর ভারতে।
জগতে প্রথম তারা লিখা পড়া শিখে
গণিত বিজ্ঞান ধর্ম্ম শাস্ত্র কাব্য লিখে।
সর্ব্বত্র সভ্যতা শিক্ষা করিয়া প্রচার
হরিলেন জগতের অজ্ঞান আঁধার।
অন্য একদল ছাড়ি মধ্য আসিয়ায়
পারশ্য আরব আদি দেশ পানে ধায়।
ভারতের অংশগণ্য হ'ত আফগান
বহুদিন আগে মহাভারতে প্রমাণ।
দুই দলে দলাদলি ছিলনা তখন,
করিতেন পরস্পরে সম্বন্ধ স্থাপন।
গান্ধার রাজার কন্যা ছিলেন গান্ধারী,
সিন্ধুর পশ্চিমে ছিল বাহ্লীকের বাড়ী।





এখনো তথায় হিন্দু আছে বহুজন,
মন্দিরেতে শঙ্খঘণ্টা বাজে অনুক্ষণ।
আরবে হিন্দুতে দ্বন্দ্ব ছিলনা তখন,
হিন্দু হতে বহু জ্ঞান করি আহরণ
আরব বিতরে পরে পশ্চিম সমাজে,
গুণে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ যাঁরা আজি ধরা মাঝে।
আরব পারশ্যবাসী হিন্দুর মতন
আগে সব দেব দেবী করিত পূজন।
তেরশ বছর হয় আরবে মক্কায়
মহম্মদ নামে মহা পুরুষ জন্মায়[১]।
হিন্দু হ'তে ব্রাহ্ম যথা তিনি ও তেমন
আরবেতে নব ধর্ম্ম করে প্রচলন।
দেব দেবী পূজা বিধি করি অস্বীকার
ঘোষিল ঈশ্বর এক জগতের সার।
ঈশ্বর-প্রেরিত বলি বলে আপনারে,
কোরাণ নামেতে গ্রন্থ জগতে প্রচারে।
বলিলা সে ধর্ম্ম যেই না করে গ্রহণ—
ঈশ্বরের আজ্ঞা তার বধিতে জীবন।
প্রথম না শুনে কথা দেশ বাসী তাঁর,
রোষে চেষ্টা করে প্রাণ নাশিতে তাঁহার।
প্রাণ-ভয়ে মদিনায় করে পলায়ন,
করিলেন দৃঢ় বলে সঙ্কল্প সাধন।
যে পারে একাগ্রচিত্তে সঁপিতে পরাণ
করেন ঈশ্বর সদা তাহার কল্যাণ।
বহুদিন কষ্ট তাঁর ভোগিতে না হ'ল,
জুটিতে লাগিল পাছে শিষ্য দলে দল।
ধর্ম্ম-যাজকের দোষে পারশ্য আরবে
শিথিল বন্ধন ধর্ম্ম হয়েছিল তবে।
সেই হেতু আশু তাঁর হইল প্রসার,
গ্রহণ করিল ধর্ম্ম হাজারে হাজার।

মহম্মদ যেই ধর্ম্ম করে প্রবর্ত্তন
মুসলমান ধর্ম্ম তাহা বলে সর্ব্বজন।
আরব নিবাসী যত মহাবীর্য্যবান
অতি রণ-প্রিয় জাতি সমরে প্রধান।
একেতে কোরাণ অন্য করেতে কৃপাণ
ধরি প্রচারিতে ধর্ম্ম হল ধাবমান।
আরব পারশ্য তুর্কী কাবুলে তাতারে
ধর্ম্ম-যুদ্ধে করি জয়, পশ্চিমে হুঙ্কারে।
অল্প দিনে রোম ফ্রান্স স্পেন জিনিল
আফ্রিকায় অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা[২] উড়িল।
বহুদেশ করি জয় উল্লসিত মন,
পশ্চাতে ভারতবর্ষে পড়িল নয়ন।
পর হতে ঘর দ্বন্দ্ব সদা উগ্রতর,
হিন্দু মুসলমানে দ্বেষ জ্বলে ভয়ঙ্কর।
ভারতের ধর্ম্ম-মূল দৃঢ় ছিল অতি,
হিন্দু ধর্ম্মে তাই বড় হইল না ক্ষতি।
একহ্রদ হতে দুই নদ বেগবান্
এসেছে বাহির হয়ে হিন্দু মুসলমান্।
বুঝেছিল সেই সত্য বাপ্পা মহাজন,
মুসলমান কন্যা তাই করিল গ্রহণ।

১—৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

২—মুসলমান দিগের জাতীয় পতাকা। জগতের প্রায় প্রাচীন বংশ চন্দ্রবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। মনু কন্যা ইলার সহিত চন্দ্রপুত্র বুধের বন-মাঝে মিলন হয়, তাহাতে পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র আয়ু। ফো (বুধ) কোন রমণীকে বল পূর্ব্বক উপভোগ করাতে য়ুর জন্ম হয়, তিনি চীন দিগের প্রথম রাজা। তাতার ও মোগল দিগের পূর্ব্ব পুরুষ কায়ন ও আয়, কায়ন সূর্য্য রূপে এবং আয় চন্দ্ররূপে কল্পিত। তদ্রূপ এই বুধের ছায়া লইয়া ইউরোপীয় জাতি দিগের বোধেন ও তুইতেতিস কল্পিত। আয়ু, য়ু এবং আয় এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়াই মনে হয়। এই কারণেই বোধ হয় মুসলমানেরা অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা ব্যবহার করেন।

বহুদিন রহিল না সে পুণ্য মিলন
আবার বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিল ভীষণ।
তাহাতে উভয় পক্ষে হল সর্ব্বনাশ,
আপনার গলে দিল আপনার ফাঁস।
রাজস্থানে সেই চিত্র দেখিবে উজ্জ্বল,
প্রতি পত্র পাঠে ফেটে যাবে বক্ষঃস্থল
হইলে বিধির ইচ্ছা হয় কালনীরে
দুই নদ মধ্য দেশ ভাঙ্গি ধীরে ধীরে,
এক মহানদ হয়ে মহাসিন্ধু পাশে
তরঙ্গে তরঙ্গে মিলি পশিবে উল্লাসে।

রাওল কালভুজ।

শিবপূজা।

জয় শম্ভু বিশ্বেশ্বর সর্ব্ব মূলাধার
শঙ্কর সুন্দর হর আনন্দ অপার।
একাধারে অগ্নি জল অমৃত গরল,
বুকে অন্নপূর্ণা যাঁর করুণা নির্ম্মল,
করেতে ত্রিশূল ভীম সর্ব্ব গর্ব্বহর,
বিষাণে ধ্বনিত বিশ্ব করে নিরন্তর,
ভূত ভাবী বর্ত্তমান যাঁর ত্রিনয়ন,
জীবেরে যে লয় কোলে ঘুচায়ে বন্ধন,
সে না হ'লে শিব বিশ্বেশ্বর কেবা আর;
যে কিছু চাহেনা বিশ্বে বিশ্বখানি তাঁর।
যেজন রঞ্জেন প্রজা রাজা সংজ্ঞা পান,
সত্যবটে তিনি বিশ্বপতির দেওয়ান।
বাপ্পার ভবিষ্য বুঝি মহর্ষি হারীত
সুযোগ্য উপাধি হারে করেন ভূষিত।
বাপ্পা-বংশধর সেই অমূল্য ভূষণ
করিত বহন করি গৌরব রক্ষণ।
বীর জাতি রাজপুত রাজ-বংশধর,
উপাস্য দেবতা তার ত্রিশূলী শঙ্কর।
লিঙ্গ আর মূর্ত্তি দুই রূপে মনোহর
রাজস্থানে পূজা পায় শিব মহেশ্বর।
শিবের মন্দির বহু আছে রাজস্থানে,
ভূমি বৃত্তি আছে তার রক্ষার বিধানে।
গোস্বামী নামেতে খ্যাত সেবাইতগণ,
আজন্ম কুমার-ব্রত করেন ধারণ।
শিরে জটাজুট ধরে অর্দ্ধচন্দ্র ভালে,
বিল্বপত্র-পদ্মবীজ-মালা জটাজালে।
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ গৈরিক বসন;
দেখিলে জুড়ায় প্রাণ যেন ত্রিনয়ন।
শঙ্খের বলয় কর্ণে করে পরিধান,
রণভেরী সম তারে মনে করে জ্ঞান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাহিক বিচার,
গোস্বামী হইতে সবে আছে অধিকার।
ব্যবসা বাণিজ্য তারা করে অকপটে,
সমরেও পশে দেশ পড়িলে সংকটে।
রাজস্থানে শিবরাত্রি উৎসব প্রধান,
শিবের সেবায় সবে ঢেলে দেয় প্রাণ।
উপবাস করি করে রাত্রি জাগরণ,
সেদিন বিষয়-চিন্তা করে না কখন।
নিষাদ সুন্দরসেনে মুক্ত কৈলে হর,
পতিতেরে কর ত্রাণ শিব শুভঙ্কর।

কালভুজের কীর্ত্তি।

সুযোগ্য অপরাজিত—তনয় বাপ্পার
পিতৃ অনুরূপ তেজে শাসিত মিবার।
ভাগ্য দোষে হ'ল তাঁর অকালে মরণ
কালভুজ নন্দ দুই রাখিয়া নন্দন।
অপরাজিতের পুত্র বীর বিচক্ষণ
চিনে নাই পরাজয় জনমে কখন।

রাজা ভীমসেনে নন্দ করিয়া সংহার,
দাক্ষিণাত্যে দেবগর করে অধিকার।
কালভুজ পিতৃরাজ্য করেন শাসন
করিলা রাজ্যের নানা উন্নতি সাধন।
অতি বীর্য্যবান্ রাজা ছিল সদাশয়,
বাহুবলে বহুদেশ করেন বিজয়।
নগদার গিরিপদে জয়স্তম্ভ তাঁর
করিতেছে সাক্ষ্য দান বীর্য্য মহিমার।
যেখানে হারীত ঋষি করিত সাধনা,
একলিঙ্গ শিবে বাপ্পা করিত অর্চ্চনা,
বিশাল মন্দির তথা করিয়া নির্ম্মাণ
স্থাপি শিব পিতামহে করেন সম্মান।
স্থপতি ভাস্কর শিল্প শিক্ষাকরি দান
অর্থাগম পন্থা রাজ্যে করিলা বিধান।
বেরৈল নামেতে হ্রদ করিয়া খনন
প্রজাদের জল কষ্ট করে নিবারণ।
বহুকীর্ত্তি, কীর্ত্তিমান তনয় খোমান
রাখি কালভুজ, স্বর্গে করিলা প্রস্থান।

রাওল্ খোমান।

রাজপুতের জাতীয় জীবন।

বহু দেশ করি জয় রাজপুতগণ
হইল সমর-প্রিয় জাতি বিচক্ষণ।
ভাবিত সমর-যাত্রা জীবনের সার
লিখিতে পড়িতে যত্ন ছিল না কাহার
স্তন্যদান কালে মাতা গায় রণ-গান
খেলাঘরে যুদ্ধসজ্জা অস্ত্র খরশান।
পঞ্চ বরষের শিশু শেল অসি করে
একাকী কাননে ঘুরে মৃগয়ার তরে।
হাতেতে পাইলে অস্ত্র ভাবে স্বর্গসুখ,
কাঁদিলে শিশুর করে মা দিত ধনুক।
বাল বৃদ্ধ রমণীর নাহি রণে ভয়,
সমরের নামে প্রীতি পায় অতিশয়।
ভাবিত সমরে মৃত্যু স্বর্গের সোপান,
পীড়াতে কখন নাহি মরে পুণ্যবান,
এইরূপে হয়ে গেল জাতির গঠন,
যুদ্ধবিনে তিষ্ঠিতে না পারে কদাচন।
যখন বিদেশী আসি আক্রমণ করে
বিসর্জ্জন করে প্রাণ দেশ রক্ষা তরে।
যবে না থাকিত রণ বিধর্ম্মীর সনে
বাধাইত যুদ্ধ তারা আত্মীয় স্বজনে।
তবুও সমর-সাধ করিত পূরণ,
ভাবিত না আত্মশক্তি ক্ষয় অকারণ।
যতক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে বৈরিতা কেবল,
ভাই ভাই এক ঠাঁই পশ্চাতে সকল।
ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনে যে বলে উপদেশ
সকলে রাখিত মনে পালিত বিশেষ।
পঞ্চোত্তর শত ভাই বিপুল বিক্রমে
ছুটিত হুঙ্কারে যবে বিদেশী আক্রমে।
যে জাতির যেই ভাব প্রবল অন্তরে,
তাহার উপাস্যদেব সেই ভাব ধরে।
সর্ব্ব দেব দেবী পূজা করে রাজস্থান;
ভারতী পূজার কোন দেখিনা বিধান।
বাক্‌পটু বঙ্গবাসী যে পূণ্য বাসরে
বাগেদবী বাণীর পূজা করে ভক্তি-ভরে,
সেই দিন রাজবারে রাজপুতগণ
অশ্লীল আমোদে মগ্ন রহে অনুক্ষণ।
জ্ঞানী, মূর্খ, রাজা, প্রজা থাকেনা বিচার,
সেবিয়া মাদক দ্রব্য বিবিধ প্রকার,
অশ্রাব্য সঙ্গীত গেয়ে পথে ঘুরে সব।
বসন্ত পঞ্চমী নামে খ্যাত সে পরব।



অৰ্দ্ধ শতাব্দের সমর।

চিতোরে খোমান করে রাজত্ব যখন
হিন্দু-সূর্য্য বাপ্পা স্বর্গে করিল গমন।
বাপ্পার মরণে শির তুলে শক্রদল,
ডুবিলে তপন বাড়ে তিমিরের বল।
খোরাসান অধিপতি হারুনের সুত
আলমামুন নামে ছিল বহুগুণ যুত।
ভারত বিজয় ইচ্ছা করিয়া অন্তরে
চালায় মহতী সেনা ভারত উপরে।
সমর ঘোষণা সেই শুনিয়া খোমান
সর্ব্বত্র পাঠায় দূত করিতে আহ্বান।
বিদ্যুতের বেগে হল সম্বাদ প্রচার,
সাজ সাজ বলে শাড়া উঠে চারি ধার।
চৌহান গিহ্লোট কিম্বা শোলাঙ্কী রাঠোর
পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলে দ্বন্দ্ব ঘোর।
এক অঙ্গে করে যদি বৃশ্চিক দংশন
সর্ব্ব শরীরেতে বিষ করে সঞ্চালন।
ভারতের যত রাজা সামন্ত প্রধান
বাজাইয়া রণ-ভেরী করিল প্রস্থান।
খৈরবী কচ্ছব গৌর শনি-গুরু গর,
যদু ঝালা ভট্টি বুশা বল্ল পুরীহর,
শঙ্কলা শিহুত জৈত্ব তক্ষক চৌহান,
চন্দেন গোহিল খীচী রাঠোর প্রধান,
শোলাঙ্কী জারিজা ধর আদি বীরগোট,
সকলে মিলিল আসি যথায় গিহ্লোট।
হর হর রবে সবে করে কোলাকুলি
বিজয়ার দিনে যেন আত্মপর ভুলি।
উপরে শোভিছে এক সুনীল আকাশ,
নীচে শ্বেত উষ্ণীষেতে দ্বিতীয় প্রকাশ।
ধরণী যায় না দেখা, পশে না শ্রবণে
পশু-পাখী-রব রণবাদ্যের নিস্বনে।
কাঁপাইয়া জলস্থল হর হর রবে
ভীষণ বিক্রমে সবে চলিল আহবে।
খোরাসান সৈন্য সহ বাজে মহা রণ
মিলিত হিন্দুর সেনা করে আক্রমণ।
অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতিক দলে,
হতেছে অস্ত্রের খেলা সমর কৌশলে।
দেখিতে দেখিতে হল যবনের ক্ষয়,
ঘোষিল হিন্দুর সেনা "জয় হিন্দু জয়"।
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা করি বিজয় গৌরবে
ফিরিল ক্ষত্রিয়গণ হর হর রবে।
সেনাপতি আলমামুনে সৈন্য সহ তাঁর
আনিলেন বন্দী করি চিতোর মাঝার।
হইল না এই যুদ্ধে যবনের শেষ,
বার বার আক্রমিতে লাগে হিন্দু দেশ।
বহু বর্ষ ব্যাপি চলে ভীষণ সমর,
তাহার তুলনা নাই ভুবন ভিতর।
করিয়া সমর ক্ষেত্র আপনার ঘর,
করে অসি রাখি ঢাল বক্ষের উপর,
পঞ্চাশ বছর হিন্দু রৌদ্র বরষায়,
নিত্য কর্ম্ম সম যুদ্ধ করিল হেলায়।
ছাড়িল না কেহ দেশ ধর্ম্ম রক্ষা পণ,
আঁটিয়া উঠিতে তাই পারে না যবন।
ক্রমে চতুর্ব্বিংশ রণে বিক্রমী খোমান
করিলেন যবনের বহু অপমান।
ভয়েতে ভারত ছেড়ে পলাইল ত্রাসে
বিংশতি বৎসর আর যুদ্ধে নাহি আসে।
বহু রক্ত ক্ষয় করি হিন্দু বীরগণ
করিল আপন দেশে শান্তি সংস্থাপন।

খোমানের পরিণাম।

ভারত হইল পূর্ণ খোমানের যশে
স্বদেশে বিদেশে কীর্ত্তি ঘোষে বীররসে।
ছিলেন বিক্রমী রাজা বহুগুণযুত
দেবতার তুল্য তাঁরে পূজে রাজপুত।
অদ্যাপিও শুভকর্ম্মে খোমানের নাম
লয় রাজপুত হতে পূর্ণ মনস্কাম।
হাঁচে যদি কেহ, কেহ পড়িলে আছাড়,
"খোমান করুণ রক্ষা" বলে সঙ্গী তার।
বহুবর্ষ রাজধর্ম্ম করিয়া পালন
ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় ত্যজে সিংহাসন।
সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র যোগরাজ নাম
রাজ্যভার অর্পি তারে করিল বিশ্রাম।
নাহি পারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে
পুত্রের দুর্ণাম তাই রটে চারি ভিতে।
শুনিয়ে খোমান অতি বিষণ্ণ অন্তরে
পুত্র হ'তে রাজ্যভার লয় নিজ করে।
করিতে প্রজায় তুষ্ট করিলা নিধন
দিয়েছিল কুমন্ত্রণা যেই দুষ্টগণ।
কত দিন রাজকার্য্য করিলে সুমতি
জ্যেষ্ঠ পুত্র মঙ্গলের জন্মিল দুর্ম্মতি।
বলিতে অন্তিম দশা চোখে আসে জল,—
রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিল মঙ্গল।
নিল পাপী সিংহাসন পিতৃহত্যা করি
পাইল না রাজ্য সুখ দেশ হৈল অরি।
মিলিয়া সর্দ্দারগণ তাড়াইল তারে
উত্তর মেরুতে গেল প্রাণ বাঁচাবারে।
তথায় আপন বংশ করিল বিস্তার
খ্যাতি হ'ল মাঙ্গলীয়-গিহ্লোট তাহার।

রাওল ভট্ট—নরবর্ম্ম।

খোমান হইল হত, তাড়িত মঙ্গল,
বসিলেন সিংহাসনে ভট্ট মহাবল।
করিলা চিতোর রাজ্য বহুধা বিস্তার
আবু-গিরি-মূল হতে মাহীনদী পার।
সংখ্যাতীত দুর্গ তিনি করেন নির্ম্মাণ
ধোরণ উজর গড় আজো বিদ্যমান।
ত্রয়োদশ পুত্র তাঁর জন্মিল দুর্জ্জয়,
পিতৃতুল্য গুণে গুণী বলী অতিশয়।
ত্রয়োদশ পুত্রে দিলা রাজ্য ত্রয়োদশ,
শাসন করিয়া তারা অর্জ্জিল সুযশ।
ভাটেরা গিহ্লোট বলে তাঁর বংশধরে,
এখনো রয়েছে তারা মালবে গুর্জ্জরে।
সিংহজী ভট্টের পরে শাসিত মিবার,
উল্লুত নামেতে রাজা হয় পরে তার।
উল্লুতের পরে নর-বাহন ভূপতি,
পশ্চাৎ হইল শালবাহন নৃপতি।
অনন্তর শক্তিধর মহাবীর্য্যবান
হইলেন রাজা শক্তি কুমার প্রধান।
তাঁহার রাজত্ব কালে গজনীর পতি
আলেপ্তগীন ছিল যবন ভূপতি।
সবক্তগীন নামে দাস এক জন
কিনিয়া লইল পাৎশা দিয়ে কিছু ধন।
নিজগুণে দাস প্রভু-কৃপা-লাভ করে,
ধূলায় রহিলে মণি কেবা অনাদরে।
আলেপ্ত করিল তাঁরে সেনানী প্রধান,
আপনার কন্যা শেষে করিলেন দান।
করিয়ে সবক্তগীনে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
পাঠায় ভারতবর্ষে গজনীর পতি।

১—৯৬৮ খৃষ্টাব্দে।

ভাগ্য দোষে সবক্তের হল পরাজয়,
শক্তি কুমারের শক্তি হইল বিজয়।
কিছুদিন পরে শক্তি গেল স্বর্গ ধামে,
চিতোরে হইল রাজা অম্বপোষ্য নামে।
তাঁর পরে নরবর্ম্ম হইল নৃপতি,
বীর্য্যবান বলি ছিল সুবিখ্যাত অতি।
আলেপ্তগীনের নাহি জন্মিল নন্দন,
জামাতারে সিংহাসন করিল অর্পণ।
ধন, মান যাহা বল, বিধির ভাণ্ডারে
কিছুর অভাব নাই, পলে দিতে পারে।
দাস হয়ে আসিল যে সেবিতে চরণ,
বিয়ে করি প্রভু কন্যা লভে সিংহাসন।
হইয়া সবক্তগীন গজনী ঈশ্বর
পশিলা ভারতে[১] পুনঃ মহাশক্তিধর।
কোনমতে নরবর্ম্ম রক্ষা করি দেশ
রাখিলা হিন্দুর ধর্ম্ম সুযশ অশেষ।

রাওল যশোবর্ম্ম।

নরবর্ম্ম পরে যশোবর্ম্ম মহাবল
ধরিলেন মিবারের মুকুট উজ্জ্বল।
যশোবর্ম্ম রাজা হয়ে বসিল যখনি,
সবক্তগীনের পুত্র মামুদ গজনী,
ভারতের রত্ন লোভে ভীম-পরাক্রমে
বহু সৈন্য সঙ্গে করি ভারত আক্রমে।
সুলতান্ মামুদ আসে অতি শুভক্ষণে,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হিন্দুরা এখনে।
একের লজ্জায় অন্য নাহি পায় লাজ,
একের কাজেতে অন্য নাহি ভাবে কাজ।
শান্তি সুখ বিধি নাহি লিখে যশো ভালে,
জড়িত হইল আশু ঘোর রণ-জালে।

১—৯৮০ খৃষ্টাব্দে।

আকাশ হইল রাজছত্র সুশোভন,
হইল তুরঙ্গ পৃষ্ঠ রাজ সিংহাসন।
রাজ দণ্ড হল' দীপ্ত অসি আপনার,
রাজকোষ রাজপুত বীর্য্য দুর্নিবার।
রাজ-পরিষদ হল সৈনিক নিকর,
রাজপুরী রণক্ষেত্রে শিবির সুন্দর।
রণ-দেবী রাণী হয়ে রহিলেন পাশে,
বয়স্য হইল যশ পরম উল্লাসে।
মহা তেজে যশোবর্ম্ম সাজিল সমরে
করি প্রাণপণ দেশ ধর্ম্ম রক্ষা তরে।
অগণ্য মামুদ সৈন্য দেখি লাগে ভয়,
একা যশোবর্ম্ম রাজা দাঁড়ায় নির্ভয়।
ভীম-বেগে আক্রমিল বিক্রমী যবন,
যুঝিলেন যশোবর্ম্ম করি প্রাণপণ।
যত হিন্দু সেনাগণ যুঝে অকাতরে,
লভিল অক্ষয় কীর্ত্তি মরিয়ে সমরে।
পশিল যবন সৈন্য পবিত্র মিবারে,
বনে দাবানল সম ভীষণ হুঙ্কারে।
আরম্ভ করিল তারা যেই অত্যাচার
লিখিতে লেখনী কাঁপে কি লিখিব আর।
বাল বৃদ্ধে বধিতেছে সবে অবিচারে,
রমণী ও নাহি বাঁচে অসির প্রহারে।
ধন রত্ন যত ছিল করিল লুণ্ঠন,
দেশেতে রহিল শুধু আর্ত্তের রোদন।
দেবতা মন্দির যত ভগ্ন করি দিল
চূর্ণ করি দেব মূর্ত্তি পথে ছড়াইল।
জ্বালাইয়া গৃহে গৃহে ভীষণ অনল
করিল আমোদ ভোগ দুষ্ট সেনাদল।
এইরূপে সর্ব্বনাশ করিয়া সাধন
ফিরিল মামুদ করি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন।
রহিল চিতোর ভূমি শ্মশানের প্রায়,
যত পূর্ব্ব কীর্ত্তি তার মিশিল ধূলায়।

এরূপে সতর বার[১] সেই মহা অরি,
লুণ্ঠিল ভারতবর্ষ সর্ব্বস্বান্ত করি।

রাওল সমর সিংহ।

সমরের গুণাবলী।

জলে স্থলে ভূমি গর্ভে সোণা ফলে যার,
সে দেশে মামুদ তুলে দৈন্য হাহাকার।
ধন আর যোগ্য পুত্র হারায়ে জননী
কোলের শিশুরে চেয়ে রহেন যেমনি,
তেমতি মিবার লক্ষ্মী বহুদিন ধরি
রহিলা কাতর মুখে বুকে আশাভরি।
যশোবর্ম্ম শেষে সত্য রাজা পঞ্চজন
মিবারের সিংহাসনে করে আরোহণ,
বিক্রমী সমরসিংহ[২] তেজী মহাবল
মায়ের বিষণ্ণ মুখ করিলা উজ্জ্বল।
রিপুরে দয়ারসিন্ধু সমরে শমন,
সর্ব্ব শাস্ত্র-বিশারদ ছিল বিচক্ষণ,
ধর্ম্ম নীতি রাজনীতি বুঝিত বিশেষ,
সেনা চালনায় ছিল সুদক্ষ অশেষ।
বিভূতি মাখিত, জটা করিত ধারণ,
রূপে গুণে ছিল যেন ভোলা ত্রিনয়ন।
রাজর্ষি জনক সম রাজ-যোগী ছিল,
যোগীন্দ্র বলিয়া তাই উপাধি পাইল।
ফিরিল সৌভাগ্য লক্ষ্মী সুশাসনে তাঁর,
যবন-লাঞ্ছিত সেই মিবারে আবার।
গুরুরূপে রাজপুত মানিত তাঁহায়,
চলিত দিল্লীর রাজ্য তাঁর মন্ত্রণায়।
সেই ধন্য নরকুলে বিষয় মাঝারে,
জলে পদ্ম-পত্র সম যে রহিতে পারে।

(১) ১০০১-১০২৭

(২) জন্ম ১১৫০ খৃষ্টাব্দে

ইন্দ্রপ্রস্থের কথা।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর কুমার,
ইন্দ্রপুরী সম ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল তাঁর।
শত্রু আক্রমণে দেশ গেল রসাতলে,
বহু দিন লক্ষ্মীহীন রহিলা ভূতলে।
ধিলু নামে রাজা হয় ইন্দ্রপ্রস্থ দেশে,
তাঁর নামে নাম তার দিল্লী হয় শেষে।
কালেতে হইল লুপ্ত পাণ্ডব গৌরব,
শ্রীহীন হইল যত হিন্দু কীর্ত্তি সব।
ঠাকুর বিলনদেব অতি যত্ন করি,
করিলা উদ্ধার সেই পতিত নগরী।
মৃত ইন্দ্রপ্রস্থে করি জীবন অর্পণ,
উপাধি অনঙ্গপাল পাইল বিলন।
সে উপাধি বিলনের বংশধর গণে,
ধরিত সকলে যারা বসে সিংহাসনে।
অষ্টাদশ অনঙ্গের সুশাসন গুণে,
ইন্দ্রপ্রস্থে লুপ্ত কীর্ত্তি ফিরে বহুগুণে।
রাজচক্রবর্ত্তী তিনি হইলা ভারতে,
পূজা করে যত রাজা তাঁরে নানামতে।
জামাতা বিজয়পাল কানোজাধিপতি
সম্রাট বলিয়া তাঁরে করেনা ভকতি।
জামাতা শ্বশুরে তাই বাজিল সমর,
বিজয়ে সহায় হয় মুন্দ পুরীহর।
অনঙ্গে সমরেশ্বর করে সমর্থন,
জামাতার সনে তাই জিনিলেন রণ।
সম্রাট হইয়ে তুষ্ট কুমার সমরে
কনিষ্ঠ কন্যায় তাঁরে সম্প্রদান করে
গুণবান পুত্র পৃথ্বী, কন্যা গুণবতী
জন্মিল সমরেশ্বরে পৃথা রূপবতী।
। বিবাহ করে মহাশক্তিধর
? সমরসিংহ মিবার-ঈশ্বর।





ভূপতি অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিল,
মরিতে পৃথ্বীরে তাই সিংহাসন দিল।
বিজয় পালের পুত্র জয়চাঁদ সনে
পৃথ্বীসহ মনোবাদ হয় সে কারণে।
যেরূপে পৃথ্বীর হয় ঘোর অপমান
করিতে লাগিলা জয় তাহার সন্ধান।
পৃথ্বীরে সম্রাট বলি না করি স্বীকার
আরম্ভিলা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার।
সকল নৃপতি তাতে হয় নিমন্ত্রিত,
ভগ্নীপতি সহ পৃথ্বী হইল বঞ্চিত।
আড়ম্বরে করি জয় যজ্ঞ সমাপন
কন্যার বিবাহ তরে করিলা মনন।
সংযুক্তা নামেতে ছিল কন্যা গুণবতী,
না মিলিল যোগ্য বর হইল যুবতী।
স্বয়ম্বর সভা তাই ডাকিলেন জয়,
ইচ্ছামত কন্যা যেন বর বাছি লয়।
সাজাইল রাজপুরী মনোহর বেশে,
ভ্রম হল স্বর্গ যেন এল মর্ত্ত্য দেশে!
সমর পৃথ্বীর দুই মূরতি বিশাল
স্থাপিলেন দ্বারদেশে করি দ্বারপাল।
আসিল সভার দিনে সর্ব্বত্র হইতে
যত রাজা রাজপুত্র পুলকিত চিতে।
বিশাল মানব-সিন্ধু হয়েছে সৃজন,
শোভিছে তরঙ্গ সম যত বরগণ।
এক চন্দ্রমার লোভে শত ঢেউ নাচে,
যত্ন করে কেবা কত যেতে পারে কাছে।
সভাস্থলে আসি কন্যা ঘুরিয়া বেড়ায়,
কার গলে দিবে মালা বর নাহি পায়।
যে দেখে সম্মুখে তারে কত আশা বাড়ে,
পেছনে পড়িলে ডুবে ঘন অন্ধকারে।
আশা নিরাশার এই মূর্ত্তি মনোহরা
কারো কাছে বজ্র, কারো মেঘ বারিভরা।

ঘুরিতে ঘুরিতে কন্যা আসি কুতূহলে
পরাইলা মালা পৃথ্বী-মূরতির গলে।
মূর্ত্তি হলে মালা মিলে বুঝি বরগণ,
রহিলেন মূর্ত্তিবৎ সবে কিছুক্ষণ।
নানা কথা বলে' চলে' গেল সভাসদ,
ক্রোধেতে কহিলা জয় হেরিয়া বিপদ।
"অয়ি পাপীয়সি মোর মুখে দিয়ে কালি
শত্রুর গলায় দিলি বরমাল্য ডালি।
অনুরোধে পুরীহর কন্যা নাদে' যারে,
হায় বিধি মোর কন্যা বরিল তাহারে।
দেখিব কুলটা কিসে দেখ পতিমুখ,
জীবন থাকিতে নাহি পাইবে সে সুখ।"
এরূপে করিয়া জয় নানা তিরস্কার,
কন্যারে আবদ্ধ করি রাখে কারাগার।
শুনি স্বয়ম্বর কথা পৃথ্বী বলবান
রক্ষিতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করে অভিযান।
বাজিল ভীষণ যুদ্ধ জয়চাঁদ সনে
শ্বশুরে জিনিয়া পত্নী লইলেন রণে।
হতমান ভাবি অতি কানোজ-ঈশ্বর
প্রতিশোধ দিতে তার হয় অগ্রসর।

রাভীর যুদ্ধ[১]।

পাপমতি জয়চাঁদ লাগিলা পাতিতে ফাঁদ
পৃথ্বীরাজে ধরিতে কৌশলে,
ঘটিবে যে কি দুর্দ্দিন বুঝিলনা বুদ্ধিহীন
মারা যাবে নিজ পাপ-ফলে।
হিন্দুর প্রবল অরি ছিলেন মামুদ ঘোরী
ঘোরদেশে যবন ভূপতি,
করি লজ্জা পরিহার লইল শরণ তার
দুর্ম্মতি কানোজ অধিপতি।

১—১১৯১ খৃষ্টাব্দে।

এরূপে সতর বার[১] সেই মহা অরি,
লুণ্ঠিল ভারতবর্ষ সর্ব্বস্বান্ত করি।

রাওল সমর সিংহ।

সমরের গুণাবলী।

জলে স্থলে ভূমি গর্ভে সোণা ফলে যার,
সে দেশে মামুদ তুলে দৈন্য হাহাকার।
ধন আর যোগ্য পুত্র হারায়ে জননী
কোলের শিশুরে চেয়ে রহেন যেমনি,
তেমতি মিবার লক্ষ্মী বহুদিন ধরি
রহিলা কাতর মুখে বুকে আশাভরি।
যশোবর্ম্ম শেষে সত্য রাজা পঞ্চজন
মিবারের সিংহাসনে করে আরোহণ,
বিক্রমী সমরসিংহ[২] তেজী মহাবল
মায়ের বিষণ্ণ মুখ করিলা উজ্জ্বল।
রিপুদে দয়ারসিন্ধু সমরে শমন,
সর্ব্ব শাস্ত্র-বিশারদ ছিল বিচক্ষণ,
ধর্ম্ম নীতি রাজনীতি বুঝিত বিশেষ,
সেনা চালনায় ছিল সুদক্ষ অশেষ।
বিভূতি মাখিত, জটা করিত ধারণ,
রূপে গুণে ছিল যেন ভোলা ত্রিনয়ন।
রাজর্ষি জনক সম রাজ-যোগী ছিল,
যোগীন্দ্র বলিয়া তাই উপাধি পাইল।
ফিরিল সৌভাগ্য লক্ষ্মী সুশাসনে তাঁর,
যবন-লাঞ্ছিত সেই মিবারে আবার।
গুরুরূপে রাজপুত মানিত তাঁহায়,
চলিত দিল্লীর রাজ্য তাঁর মন্ত্রণায়।
সেই ধন্য নরকুলে বিষয় মাঝারে,
জলে পদ্ম-পত্র সম যে রহিতে পারে।

(১) ১০০১-১০২৭
(২) জন্ম ১১৫০ খৃষ্টাব্দে

ইন্দ্রপ্রস্থের কথা।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর কুমার,
ইন্দ্রপুরী সম ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল তাঁর।
শত্রু আক্রমণে দেশ গেল রসাতলে,
বহু দিন লক্ষ্মীহীন রহিলা ভূতলে।
ধিলু নামে রাজা হয় ইন্দ্রপ্রস্থ দেশে,
তাঁর নামে নাম তার দিল্লী হয় শেষে।
কালেতে হইল লুপ্ত পাণ্ডব গৌরব,
শ্রীহীন হইল যত হিন্দু কীর্ত্তি সব।
ঠাকুর বিলনদেব অতি যত্ন করি,
করিলা উদ্ধার সেই পতিত নগরী।
মৃত ইন্দ্রপ্রস্থে করি জীবন অর্পণ,
উপাধি অনঙ্গপাল পাইল বিলন।
সে উপাধি বিলনের বংশধর গণে,
ধরিত সকলে যারা বসে সিংহাসনে।
অষ্টাদশ অনঙ্গের সুশাসন গুণে,
ইন্দ্রপ্রস্থে লুপ্ত কীর্ত্তি ফিরে বহুগুণে।
রাজচক্রবর্ত্তী তিনি হইলা ভারতে,
পূজা করে যত রাজা তাঁরে নানামতে।
জামাতা বিজয়পাল কানোজাধিপতি
সম্রাট বলিয়া তাঁরে করেনা ভকতি।
জামাতা শ্বশুরে তাই বাজিল সমর,
বিজয়ে সহায় হয় মুন্দ পুরীহর।
অনঙ্গে সমরেশ্বর করে সমর্থন,
জামাতার সনে তাই জিনিলেন রণ।
সম্রাট হইয়ে তুষ্ট কুমার সমরে
কনিষ্ঠ কন্যায় তাঁরে সম্প্রদান করে
গুণবান পুত্র পৃথ্বী, কন্যা গুণবতী
জন্মিল সমরেশ্বরে পৃথা রূপবতী।
পৃথারে বিবাহ করে মহাশক্তিধর
যোগীন্দ্র সমরসিংহ মিবার-ঈশ্বর।

ভূপতি অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিল,
মরিতে পৃথ্বীরে তাই সিংহাসন দিল।
বিজয় পালের পুত্র জয়চাঁদ সনে
পৃথ্বীসহ মনোবাদ হয় সে কারণে।
যেরূপে পৃথ্বীর হয় ঘোর অপমান
করিতে লাগিলা জয় তাহার সন্ধান।
পৃথ্বীরে সম্রাট বলি না করি স্বীকার
আরম্ভিলা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার।
সকল নৃপতি তাতে হয় নিমন্ত্রিত,
ভগ্নীপতি সহ পৃথ্বী হইল বঞ্চিত।
আড়ম্বরে করি জয় যজ্ঞ সমাপন
কন্যার বিবাহ তরে করিলা মনন।
সংযুক্তা নামেতে ছিল কন্যা গুণবতী,
না মিলিল যোগ্য বর হইল যুবতী।
স্বয়ম্বর সভা তাই ডাকিলেন জয়,
ইচ্ছামত কন্যা যেন বর বাছি লয়।
সাজাইল রাজপুরী মনোহর বেশে,
ভ্রম হল স্বর্গ যেন এল মর্ত্ত্য দেশে।
সমর পৃথ্বীর দুই মূরতি বিশাল
স্থাপিলেন দ্বারদেশে করি দ্বারপাল।
আসিল সভার দিনে সর্ব্বত্র হইতে
যত রাজা রাজপুত্র পুলকিত চিতে।
বিশাল মানব-সিন্ধু হয়েছে সৃজন,
শোভিছে তরঙ্গ সম যত বরগণ।
এক চন্দ্রমার লোভে শত ঢেউ নাচে,
যত্ন করে কেবা কত যেতে পারে কাছে।
সভাস্থলে আসি কন্যা ঘুরিয়া বেড়ায়,
কার গলে দিবে মালা বর নাহি পায়।
যে দেখে সম্মুখে তারে কত আশা বাড়ে,
পেছনে পড়িলে ডুবে ঘন অন্ধকারে।
আশা নিরাশার এই মুর্ত্তি মনোহরা
কারো কাছে বজ্র, কারো মেঘ বারিভরা।
ঘুরিতে ঘুরিতে কন্যা আসি কুতূহলে
পরাইলা মালা পৃথ্বী-মূরতির গলে।
মূর্ত্তি হলে মালা মিলে বুঝি বরগণ,
রহিলেন মূর্ত্তিবৎ সবে কিছুক্ষণ।
নানা কথা বলে' চলে' গেল সভাসদ,
ক্রোধেতে কহিলা জয় হেরিয়া বিপদ।
"অয়ি পাপীয়সি মোর মুখে দিয়ে কালি
শত্রুর গলায় দিলি বরমাল্য ডালি।
অনুরোধে পুরীহর কন্যা নাদে' যারে,
হায় বিধি মোর কন্যা বরিল তাহারে।
দেখিব কুলটা কিসে দেখ পতিমুখ,
জীবন থাকিতে নাহি পাইবে সে সুখ।"
এরূপে করিয়া জয় নানা তিরস্কার,
কন্যারে আবদ্ধ করি রাখে কারাগার।
শুনি স্বয়ম্বর কথা পৃথ্বী বলবান
রক্ষিতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করে অভিযান।
বাজিল ভীষণ যুদ্ধ জয়চাঁদ সনে
শ্বশুরে জিনিয়া পত্নী লইলেন রণে।
হতমান ভাবি অতি কানোজ-ঈশ্বর
প্রতিশোধ দিতে তার হয় অগ্রসর।

রাভীর যুদ্ধ[১]।

পাপমতি জয়চাঁদ লাগিলা পাতিতে ফাঁদ
পৃথ্বীরাজে ধরিতে কৌশলে,
ঘটিবে যে কি দুর্দ্দিন বুঝিলনা বুদ্ধিহীন
মারা যাবে নিজ পাপ-ফলে।
হিন্দুর প্রবল অরি ছিলেন মামুদ ঘোরী
ঘোরদেশে যবন ভূপতি,
করি লজ্জা পরিহার লইল শরণ তার
দুর্ম্মতি কানোজ অধিপতি।

১—১১৯১ খৃষ্টাব্দে।

ক্ষত অন্বেষণে রত মক্ষিকা পাইলে ক্ষত,
সে কভু কি ছাড়ে সে সুযোগ ?
চাঁদেরে পাইয়া ঘরে চাঁদ যেন পায় করে,
ঘোরী যুদ্ধে করিলা উদ্যোগ।
সমর হইলে বাম পুরাবেনা মনস্কাম
কূটমতি জানিত মামুদ।
তাহারে করিতে বশ পাঠাইলা মহাযশ
লাহোর সামন্তে করি দূত।
সমরে ফেলিতে ফাঁদে নানা মতে নানা ছাঁদে
চাঁদ পুণ্ডী-দূত করে ছল,
যোগীন্দ্রের চিত্ত ভ্রম জন্মাইতে বৃথা শ্রম,
অমৃতে কি করে হলাহল।
সমর কহিলা "অহঃ একি কথা মোরে কহ
শুনিতেও ডুবি মহাপাপে,
হিন্দু তুমি হিন্দুরাজ্য নাশিতে এ দূত কার্য্য
করিতেছ কোন্ অভিশাপে।
পশু দিয়ে পশু ধরে, কে পারে ধরিতে নরে,
বৃথা চেষ্টা কর কি কারণ ;
যবনের পক্ষ নিয়ে ভ্রাতার শোণিত পিয়ে
কোন্ সাধে রাখিব জীবন।
শৃগাল পশুর হীন স্ব-বিবরে কোন দিন
বল স্থান সে দিয়েছে পরে,
এত নরাধাম আমি বসাব যবন স্বামী
পাণ্ডবের সিংহাসনোপরে।
হিন্দু তুমি হিন্দু পৃথ্বী ভারত হিন্দুর কীর্ত্তি,
হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা কর ধীর ;
ভেদে হবে মর্ম্ম ভেদ, জীবনান্ত পরিচ্ছেদ,
খাল কেটে এনো না কুম্ভীর।
দেশ ধর্ম্ম হারাইবে, দাস হবে, তুলে দিবে
পুণ্য ভূমে দৈন্য হাহাকার,
এক হিন্দু এক মান এক দেশ এক প্রাণ
পাপ চেষ্টা কর পরিহার।"

শুনি যোগীন্দ্রের বাণী জন্মে দূতে আত্মগ্লানি
জ্ঞান চক্ষু খুলিল তাহার,
কহিলা চরণে ধরি রাখ পদে ক্ষমা করি,
ঘোরী পাশে ফিরিব না আর।
ত্যজিলাম পাপ যুক্তি, দাও অসি দাও মুক্তি,
দাস হয়ে সেবিব চরণ ;
প্রায়শ্চিত্ত করি পাপ ঘুচাইব মনস্তাপ,
রণে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
পুণ্ডীর ফিরেনা হেরি ঘোরী বাজাইয়া ভেরী
ঘোর ক্রোধে ছুটিল সত্বর,
পৃথ্বীর পতাকা তলে যত হিন্দু রাজা চলে
বিনে জয়চাঁদ পুরীহর।
বাজিল ভীষণ রণ বহে রক্ত প্রসবণ
রাভী নদী হইল লোহিত,
পুণ্ডীর লভিল স্বর্গ বন্দী ঘোরী সেণাবর্গ
যবন হইল পরাজিত।

পৃথ্বীরাজের নিদ্রাভঙ্গ।

রাভী যুদ্ধে হতমান হইয়া যবন
ফিরিল গজনী রাজ্যে অতি ক্ষুণ্ণ মন।
ভারত বিজয় আশা তাহাদের চিতে
দীপ্ত অগ্নি শিখা সম লাগিল দহিতে।
গোপনে গোপনে তার করে আয়োজন,
সহায় হইল ধারা কানোজ পত্তন।
বিজয়ে গর্ব্বিত হয়ে বিজিত যবনে
অতি তুচ্ছ অরি পৃথ্বী ভাবিলেন মনে।
গৃহে যার শত্রু তার কিবা গর্ব্ব বল,
সচ্ছিদ্র তরণী সম সদা টলমল।
আমোদে প্রমোদে কাল করিছে যাপন,
একদা নিশিতে পৃথ্বী হেরে কুস্বপন।

কাঁপিয়া উঠিল বুক, বলি "হর হর"
শয্যা ছাড়ি উঠে রাজা হইয়া ফাঁপর।
বহু অমঙ্গল চিন্তা করিতেছে মনে,
হেন কালে বলে দূত প্রণমি চরণে।
"বহুসৈন্য নিয়ে প্রভু দৃষদ্বতী-তীরে
আবার মামুদ ঘোরী আসিয়াছে ফিরে।
কি করি উপায় বল সবি বিশৃঙ্খল,
কিসে রক্ষা হবে দেশ, শত্রু মহাবল।"
ভাঙ্গিল পৃথ্বীর ঘুম প্রমাদ গণিল,
সুপ্ত গৃহী অগ্নি তাপে যেমতি জাগিল।
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা তরে করিয়া আহ্বান
পাঠায় সমরসিংহে সেনানী প্রধান।
বুঝিলা যোগীন্দ্র বীর রক্ষা নাই আর,
পৃথ্বীর আলস্যে রাজ্য হল ছারখার।
শিশু পুত্র কর্ণে করি রাজ্যে অভিষেক,
দেখিলা জন্মের মত চিতোরে বারেক।
দুঃখিনী মায়ের কোলে ফিরিল না আর,
জন্মতরে পুত্র—মুখ দেখিল মিবার।
সঙ্গে করি জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র কল্যাণ
সমরে সমরসিংহ করিলা প্রস্থান।
প্রীতিভরে পৃথ্বী তাঁরে করিলা গ্রহণ,
হল হিন্দু সৈন্যগণ উল্লসিত মন।
রাজর্ষি সমর তরে লাগিলা কহিতে—
"রাজচক্রবর্ত্তী তুমি পৃথ্বী এ মহীতে।
হিন্দু দেশ হিন্দু ধর্ম্ম অর্পি তব করে
আছে হিন্দুরাজগণ নির্ভয় অন্তরে।
বল পৃথ্বী বল তব একি ব্যবহার,
নাহি রাজ-নীতি বোধে যতন তোমার।
মুকুটে নিবসে যার সহস্র আপদ,
সে কভু ভাবিতে পারে নিজে নিরাপদ?
বিপক্ষে কানোজ ধারা পত্তনের পতি,
কিসে নিরাপদ তুমি বুঝিলে সুমতি?
আপন ঘরের লোক চোর যার হয়,
বল ভাই পারে সেকি ঘুমাতে নির্ভয়।
সমস্ত শিকড়ে যবে আঁকড়িয়া ধরে,
উপাড়িতে ঝঞ্ঝা নাহি পারে তরুবরে;
কেহ ছাড়ে কেহ ধরে এদশা যখন,
সামান্য বাতাস তারে করে উৎপাটন।
সতর্ক থাকিবে রাজা সদা সর্ব্বক্ষণ,
শত্রুরে সামান্য নাহি ভাবিবে কখন।
গর্ব্ব ভরে শত্রুগণে করি অবহেলা
বিপদ সমুদ্রে আজি খুঁজিতেছ ভেলা।
দেশ রক্ষা ধর্ম্ম রক্ষা প্রজা রক্ষা বিনে,
রাজার আনন্দ কর কি আছে জানিনে
বিলাস ব্যসনে ঘটে রাজার নিধন,
প্রজার দুর্দ্দশা হয় রাজ্যের পতন।
বসেছ গৌরবে যেই পুণ্য-সিংহাসনে
জাননা পাণ্ডব তাহা লভিল কেমনে।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মবল করিয়া সহায়,
দুঃখেরে করিয়া সুখ এই রাজ্য পায়।
ভাবিবার নাহি কাল আসন্ন বিপদ,
দাঁড়াও নির্ভয়ে স্মরি শঙ্করের পদ।
যে ইচ্ছা করেন বিধি পাতিয়া মস্তক
ধারণ করিতে হবে হইয়া পুলক।
পৃথ্বী রাজে তিরস্কার করিয়া সমর
আরম্ভে সমর সজ্জা করিতে সত্বর।

সংযুক্তা।

রণসজ্জা তরে পৃথ্বী বলিয়া ত্বরায়
সংযুক্তার পাশে গেল হইতে বিদায়।
মহিষী বলিলা হেরি মলিন বদন,
"বল নাথ কেন আজি বিষণ্ণ এমন।

সমরের নামে যাঁর হইত উল্লাস,
আজি কেন মুখে তাঁর ভাসিছে তরাস !
কি দুঃখ হৃদয়ে তব বল মহামতি" !
কহিলেন পৃথ্বীরাজ "শুন গুণবতী,
জানিনা কেনই প্রাণ কাঁপিছে সঘনে,
তোমারে হারাব যেন বুঝি প্রতিক্ষণে।
সেই দিন দেখিয়াছি যে স্বপ্ন ভীষণ,
স্মরিতে ও প্রাণ মম বিদরে এখন।
আচম্বিতে দিব্য নারী আসি কোথাহ'তে
ধরিল আমার হস্ত অতি দৃঢ় মতে।
ছাড়িয়া আমার কর চকিতে রূপসী
আক্রমণ করে পরে তোমারে প্রেয়সি।
আত্মরক্ষাতরে যত্ন করিছ যখন,
হেনকালে ভীমগজ দিল দরশন।
শুণ্ডতুলে মত্ত হাতী আক্রমে আমায়,
ভয়েতে ভাঙ্গিল স্বপ্ন-কিছু নাহি হায়।
হর হর বলি ত্বরা ত্যজিনু শয়ন,
শুনিনু প্রভাতে এই দুর্যোগ ভীষণ।
বড় কুলক্ষণ বলি বুঝিয়াছি প্রাণে,
এই বুঝি শেষ দেখা, রহ সাবধানে।
হাসিমুখে দাও প্রিয়ে বিদায় এখন,
পশিতে সমর-ক্ষেত্রে করি আয়োজন।"
পৃথ্বীর বচন শুনি রাণীর বদনে
ভাসিল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, বলে প্রাণধনে।
"ক্ষম অপরাধ আমি নারী হীনমতি,
কি বলি তোমায় নাথ তুমি নরপতি।
মঙ্গল-ময়ের রাজ্যে যারা করে বাস,
অমঙ্গল ভয়ে কেন মনে পাবে ত্রাস।
শুভাশুভ কেন মোরা করিব বিচার,
খেলাতে জগত চলে, দুই খেলা সার।
তৃষ্ণাহেতু যত দ্বন্দ্ব উপজে অন্তরে,
তৃষ্ণাতেই পুনঃ পুনঃ জীব জন্ম ধরে।
চৌহান কুলের রবি রাজেশ্বর যিনি,
তাঁরও কি পূরেনি তৃষ্ণা, তৃষ্ণাতুর তিনি !
জগতে মরণ সত্য মিথ্যা সব আর ;
দেবতা ও তার করে পায়না নিস্তার।
পুরাণ বসন নিয়ে যে দিবে নূতন,
কে বল আদরে তারে না করে গ্রহণ।
মৃত্যুর নামেতে কোন হিন্দু নাহি ডরে,
শুনিলে জন্মের কথা আতঙ্কে শিহরে।
সেই কার্য্য কর নাথ যার পুণ্য ফলে
হবে না আসিতে আর ফিরে ধরাতলে।
সে সুযোগ আজি তব দ্বারে উপনীত,
দুঃখেরে বাড়াও কেন হয়ে চিন্তান্বিত।
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা তরে যে মরে সমরে
জন্মের যন্ত্রণা হ'তে বাঁচে চিরতরে।
এস নাথ রণ সাজে সাজাব তোমায়,
দাসীর কারণ চিন্তা করোনা বৃথায়।"
এত বলি পতি বক্ষে তুলে দিল ঢাল,
কটিতটে কটি-বন্ধ বাঁধে করবাল।
লইয়া চরণ ধুলি শিরে শিরস্ত্রাণ,
করেতে তুলিয়া দিল শাণিত কৃপাণ।
এরূপে পতিরে সতী সাজায়ে যতনে,
আবার বলিল ধরি পতির চরণে।
"যেই খানে ভেদ জ্ঞান সেখানে বিচ্ছেদ,
যেই তুমি সেই আমি কর বৃথা খেদ।
সংযুক্তার তরে নাথ না করিও ডর,
সে তব চরণে যুক্তা রবে নিরন্তর।
মনে ক'রে দেখ তব রক্ত মাংস হাড়ে,
বরণ করেনি দাসী সভার মাঝারে।
সে যাহা বয়েছে তাহা চিরানন্দময় ;
সে যাহা বয়েছে নাথ অমর অক্ষয়।
ঐ শুন উঠিতেছে সেনার হুঙ্কার,
অযথা বিলম্বে বল কিবা কাজ আর।

দৃষদ্বতীর যুদ্ধ।

ভীষণ সমরসজ্জা হল আয়োজন,
তীরবেগে ছুটে আসে হিন্দু বীরগণ।
বীরেন্দ্র সমর সিংহে হেরিয়া সবার,
পরম আনন্দ মনে হইল সঞ্চার।
সেকালে সমর সিংহে ভারত মাঝারে,
সকলে করিত পূজা প্রীতি-ভক্তি-হারে।
কিরূপে চালাবে সেনা করিবে সমর,
উপদেশ করে দান মহাত্মা সমর।
শৃঙ্খলা স্থাপন করি হিন্দু সেনাগণে,
কহে বীরসিংহ ধীর গম্ভীর বচনে।
"দেখ দেখ বন্ধুগণ দুয়ারে যবন,
ভীম-পরাক্রমে করে বাহু আস্ফালন।
তাহাদের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করি সবে,
ফিরে এস পূর্ব্ব মত বিজয়-গৌরবে।
আজিকে হিন্দুর দেশ ধন ধর্ম্ম মান,
চেয়ে আছে তোমাদের অসি খরশান।
সমরে বিমুখ হলে কিবা অত্যাচার
হইবে ধর্ম্মের প্রতি মাতা দুহিতার;
ভেবে যদি দেখ মনে বুঝিবে তখন,
কি পুণ্য হইবে রণে প্রাণ বিসর্জ্জন।
মূঢ়মতি জয়চাঁদ মূর্খ পুরীহর,
অনন্ত নরক জ্বালা স'বে নিরন্তর।
লভিবে অক্ষয় স্বর্গ মর যদি রণে,
প্রতিদিন মৃত্যুজ্বালা পাবে পলায়নে।"
সমরের কথাশুনি "হর হর" রবে,
উত্তেজিত হিন্দু সেনা ছুটিল আহবে।
ধূলিতে আচ্ছন্ন হল গগন মণ্ডল,
কিছু নাহি যায় দেখা, শুধু কোলাহল।
তিন লক্ষ অশ্বারোহী অসংখ্য পদাতি
চলিল হাজারত্রয় মদ মত্ত হাতী।
দৃষদ্বতী[১] তীরে আসি শিবির স্থাপিল,
হীনবল হেরি সবে ঘোরীরে কহিল।
"দেশে ফিরে যাও তুমি করি অনুরোধ,
বিদেশে মরিবে কেন লয়ে ক্ষুদ্র যোধ।"
পারিবে না হিন্দুবল রোধিতে সমরে
ভাবিয়া যবন সেনা আতঙ্কে শিহরে।
কহিল মামুদ হিন্দু সেনাপতিগণে,
"ভ্রাতার আদেশে আমি আসিয়াছি রণে
না পাইলে ভ্রাতৃ-আজ্ঞা কেমনে ফিরিব,
না পাই আদেশ যদি যুদ্ধ না করিব।
পাইলে ভ্রাতার আজ্ঞা করিব যা হয়,
বারণ করহ রণ হইয়ে সদয়।"
কূট বুদ্ধি ঘোরী করিলেন ঘোর ছল,
বুঝিতে না পারে হিন্দু সেনানী সরল।
রক্ষিতে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় সন্তান
আপন শিবির পানে করিল প্রস্থান।
ঘোরীর কথায় করি বিশ্বাস স্থাপন,
নিশ্চিন্তে শিবিরে রহে হিন্দুবীরগণ।
আসিল তামসী নিশি ঘন অন্ধকার,
পলাইয়া গেল বিশ্ব উদরে তাহার।
নদীপার হয়ে চুপে মুসলমানগণ,
নিদ্রিত হিন্দুর সেনা করে আক্রমণ।
চমকি উঠিল হিন্দু হল হত জ্ঞান,
পায় না খুঁজিয়া অশ্ব পায় না কৃপাণ।
নাহিক খবর তার কে মরে কে মারে,
দলে দলে দিল প্রাণ ভীষণ আঁধারে।
তবু না পলায় কেহ আত্মরক্ষা তরে,
লভিল অমর কীর্ত্তি মরি অকাতরে।

১—১১৯৩ খৃষ্টাব্দে।

(১)—বর্ত্তমান কাগ্‌গার নদী

মরিল হাজার তের বীর সে সমরে
বীর-প্রসূ ভারতের কোল শূন্য ক'রে।
যোগীন্দ্র সমর সিংহ বীরেন্দ্র কল্যাণ,
দেশের কল্যাণ তরে রণে দিল প্রাণ।
বন্দী হ'ল পৃথ্বীরাজ মামুদের করে,
বলিতে অন্তিম দশা পরাণ বিদরে।
বীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি করিয়া যবন,
অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধিল জীবন।
যেই পুণ্য নদীতীরে আর্য্য ঋষিগণ,
বেদ গানে এক দিন জুড়ায় শ্রবণ;
বিকট চীৎকার করি শকুনি শৃগাল,
ভ্রমিতে লাগিল তথা গর্ব্বে পালেপাল।
সংযুক্তা ও পৃথা শুনি স্বামীর মরণ,
জ্বলন্ত অনলে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
ডুবিল যে দিবাকর দৃষদ্বতী-নীরে,
ভারত আকাশে আর উদিল না ফিরে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

রণেতে মরিল যাঁরা নিশ্চিন্তে ঘুমায়,
যে বৈরী বাঁচিয়া চোখে ঘুম নাহি হায়।
অন্যায় সমরে জয়ী হইয়া যবন,
পশিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে বিক্রমে ভীষণ।
স্বপক্ষ বিপক্ষ আর নাহিক বিচার,
বহুদিন নানা মতে করে অত্যাচার।
জয়চাঁদ সর্ব্বনাশ ঘটায়ে ভারতে,
আপনার জালে শেষে জড়ে ভালমতে।
জয় লাভে যবনেরা হয়ে উল্লসিত,
রাজ্য বিস্তারের তরে হইল ধাবিত।
যেই জয় বসাইল পাণ্ডু সিংহাসনে,
প্রতিশোধ দিল তাঁরে ভীম আক্রমণে।
পৃথ্বী সহ দ্বন্দ্ব করি সর্ব্ব বল ক্ষয়,
এখন আপনা রক্ষা কিসে করে জয়।
যুঝিল রাঠোরগণ বিক্রমে ভীষণ,
পারিল না কান্যকুব্জ করিতে রক্ষণ।
পলাইতে জয়চাঁদ রাজ্য ছাড়ি ডরে,
ডুবিল জাহ্নবী গর্ভে গুরু পাপ-ভরে।
হারায়ে কানোজ দেশ তাঁর বংশধর,
মারবার মরুভূমে হল অগ্রসর।
মারবার-কাণ্ডে পাবে বংশ কথা তাঁর,
মন প্রাণে আগে শেষ করহ মিবার।

রাওল কর্ণ।

কর্ম্মদেবী।

পৃথ্বীরে মামুদ ঘোরী করিয়া নিধন,
পাণ্ডবের সিংহাসনে করে আরোহণ।
বহুদিন ভাগ্যে নাহি ঘটে রাজ্যসুখ,
বিধাতা ঘোরীর প্রতি হইল বিমুখ।
সিন্ধু দেশে বন্য জাতি বিদ্রোহী হইল,
তাহার দমন তরে গমন করিল।
আপন শিবির মাঝে নিশির আঁধারে,
গোপনে প্রবেশি শত্রু বধিল তাঁহারে।
কাঁচের খেলনা সম সাম্রাজ্য তাঁহার,
মরিতে মরিতে সব হল চুর মার।
কুতুব উদ্দিন নামে ছিল তাঁর দাস,
অচিরে ভারত রাজ্য করিলেন গ্রাস।
রাজলক্ষ্মী দাস প্রভু করে না বিচার,
যথায় দেখিবে শক্তি দিবে মালা তাঁর।
যোগীন্দ্র সমর সিংহ দৃষদ্বতী-কূলে,
মরিল মিবার ভূমি ডুবায়ে অকূলে।

রাজা শূন্য হেরি দেশ আনন্দিত মনে,
কুতুব করিল যাত্রা [১] রাজ্য আক্রমণে।
কে রক্ষিবে দেশ, কর্ণ বালক ভূপতি,
সে কাল সমরে হত যত মহারথী।
মিবারের ভাগ্যগুণে পুত্রের মায়ায়,
নাহি পশে কর্ম্মদেবী পতির চিতায়।
ছিলেন সমরসিংহ অরাতির কাল,
তেমতি কালিকা পত্নী মিলিল করাল;
সাজিলেন কর্ম্মদেবী কুতুব সমরে,
সাজিল চণ্ডিকা যথা দৈত্য নাশ তরে।
শিরে শোভে শিরস্ত্রাণ বক্ষে শোভে ঢাল,
কটিতে সঙ্গীন বাঁধা করে করবাল।
সিংহবাহিনীর মত অশ্বপৃষ্ঠে চড়ি,
চলিল সমর ক্ষেত্রে মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী।
চলে সেনা পাছে পাছে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
বিদ্যুতের পাছে যেন মেঘের সঞ্চার।
কহিলেন রাজমাতা "শুন বাছাগণ,
শিশু রাজা কে রক্ষিবে দেশ ধর্ম্ম ধন।
আজি তোমাদের করে তোমাদের মান,
মাতা সুতা ভগিনীর রাখহ সম্মান।
যোগীন্দ্রের পত্নী আমি করিও না ভয়,
ক্ষত্রিয় ললনা নাহি চিনে পরাজয়।
'হর হর' রব করি ঝম্প দাও রণে,
মরিলে যাইবে স্বর্গে বাঁচিলে ভবনে।
কি বিষাদ কিবা দুঃখ কারে বল ডর,
পণ কর সিদ্ধি হবে জিনিব সমর।"
শিবমঠে থাকিত যে সেবাইতগণ,
সঙ্কটের কালে তাঁরা করিতেন রণ।
বিষম বিপদ হেরি শিব-সৈন্য দল,
সমরেতে দিল ঝম্প ধরি মহাবল।

১—১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।

করেতে কুঠার শোভে, 'হর হর' রবে
করিয়া তাণ্ডব নৃত্য ছুটিল আহবে।
রাজসেনা সহ আসি হইল মিলিত,
ত্রিশূলী সমর ক্ষেত্রে যেন উপনীত।
অদ্ভুত সমর সজ্জা দেখিয়া যবন,
আগে ভাগে কেহ কেহ করে পলায়ন।
খেলিছে বিজলী সম চণ্ডিকার অসি,
ভূতলে শত্রুর মুণ্ড পড়ে খসি খসি।
কুতুব আহত হল রমণীর করে,
দেবীর নামেতে সবে আতঙ্কে শিহরে।
যবনের সেনাপতি ভাবিল দুর্দ্দিন,
রাজস্থান ছাড়ি ধায় কুতুব উদ্দিন।
"জয় কর্ম্মদেবী" নাদে কাঁপায়ে ভুবন,
বাজাইয়া জয় ঢক্কা ফিরে হিন্দুগণ।

রাণা রাহুপ।

কর্ণের পিতৃব্য ছিল সূর্য্যমল্ল নাম,
ভরত যাহার পুত্র অতি গুণধাম।
রাহুপ নামেতে হয় কর্ণের কুমার,
মাতুল-ভবনে থাকে অতি দুরাচার।
ভরতের রাজ্য দিতে কর্ণ ইচ্ছা করে,
ঝালোর সর্দ্দার তাতে ষড়যন্ত্র গড়ে।
ঝালোরের শণি-গুরু সর্দ্দার-তনয়,
কর্ণের জামাতা ছিল অতি নীচাশয়।
রাজ্য লোভে ভরতেরে তাড়াইয়া দিল,
সিন্ধুদেশে যেয়ে বীর আশ্রয় লইল।
তাহাতে হইল কর্ণ বিষাদিত মন,
সে দুঃখে হইল তাঁর অকালে মরণ।
কর্ণের দৌহিত্র রণধবল নামেতে
রাজা হয়ে বসিলেন মিবার রাজ্যেতে।

বাপ্পার আসনে বসে সর্দ্দার-তনয়,
রাজপুত জাতি কি সে অপমান সয় ?
দেবরূপে রাজারে যে পূজা করে দান,
নীরবে সহিবে সে কি রাজ-অপমান ?
ভট্ট কবি ছিল এক অতি বিচক্ষণ,
ভরতের পাশে করে গোপনে গমন।
রাহুপ ভরতপুত্র অতি বীর্য্যবান্,
সাদরে করিল তাঁরে চিতোরে আহ্বান।
সসৈন্যে ছুটিল বীর ত্বরিতে মিবারে,
পল্লীতে বাজিল যুদ্ধ রাহুপে সর্দ্দারে।
রাহুর গ্রাসেতে হয় চন্দ্রমা যেমন,
রাহুপের করে বণধবল তেমন।
রাহুপ হইল জয়ী, যত প্রজাকুল
বসাইল সিংহাসনে [১] আনন্দে অতুল।
বিধাতা যাহার ভা‍ে লিখে যেই ফল,
অতলে গেলেও । হয় করতল।
রাজ্য পেয়ে রাহুপের বাড়ে বাহুবল,
দমিল নাগোর কোটে যবনে প্রবল।
গদবার রাজ্য আগে পুরীহরগণ,
মুন্দরের অংশরূপে করিত শাসন।
পুরীহর রাজাদের রাণা খ্যাতি ছিল,
রাহুপ মুন্দর রাজ্য বলে আক্রমিল।
বন্দী করি আনিলেন মুন্দর-ঈশ্বরে,
নিরুপায় হয়ে রাজা শেষে সন্ধি করে।
রাণা খ্যাতি সহ তাঁর রাজ্য গদবার,
রাহুপ রাহুরে দিয়ে পাইল নিস্তার।
সে হতে মিবার পতি পায় রাণা খ্যাতি,
শিশোদীয় নাম ধরে গিহ্লোটের জাতি।
মিবারে পর্ব্বত মাঝে শিশোদা নগর,
সেই নামে এই খ্যাতি হইল সুন্দর।

আটত্রিশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন
রাহুপ করিল সুখে স্বর্গেতে গমন।
অর্দ্ধ শতাব্দের মাঝে রাহুপ মরণে,
নয় রাজা বসে ক্রমে রাজ সিংহাসনে।
সকলে করেছে যুদ্ধ বিপুল বিক্রমে,
পুণ্য গয়াধাম রক্ষা করিতে সম্ভ্রমে।
ভীত হয়ে বহু দিন পলায় যবন,
করেনি ভারতে কোন অনিষ্ট সাধন।

রাণা লক্ষ্মণ।

পদ্মিনী উপাখ্যান।

নাচায় পুতুল যথা বাজীকরগণ,
উঠায় নামায় রাজা বিধাতা তেমন।
দাস কুতুবের বংশ বহু বর্ষ ধ'রে
ইন্দ্রপ্রস্থে করে রাজ্য বিধাতার বরে।
খিলিজী পাঠান বংশ দাসের পরেতে,
বসিল সে সিংহাসনে বিজয় গর্ব্বেতে।
দিল্লীর ভূপাল আলাউদ্দিন যখন,
চিতোরে তখন রাজা বালক লক্ষ্মণ।
কি কুক্ষণে নাহি জানি অবোধ কুমার
মিবারের সিংহাসন করে অধিকার [১]।
করিল বিবাহ কি কুক্ষণে পদ্মিনীর
জানিনা, পিতৃব্য তাঁর ভীম সিংহ বীর।
সিংহল রাজার কন্যা পদ্মিনী সুন্দরী,
রূপে নিরুপমা যথা স্বর্গবিদ্যাধরী।
রূপের বাখান শুনি পদ্মিনীর আশে,
সসৈন্য চিতোর রাজ্যে দিল্লীপতি আসে।
খেদাইল বাহুবলে রাজপুতগণ,
পাপ তৃষ্ণা তাঁর নাহি হইল পূরণ।

[১]—১২০১ খ্রীষ্টাব্দে

[১]—১২৭৫ খৃষ্টাব্দে।

দীপশিখা দেখি হয় পতঙ্গ পাগল,
রূপ-কথা শুনি মত্ত আলা মহাবল।
আবার আসিল সঙ্গে করি বহু যোধ,
ঘোষণা করিল পুরী করি অবরোধ।
"ছাড়ে যদি ভীম পদ্মমুখী পদ্মিনীরে,
ধনরত্ন দিয়ে পাৎশা যাবে রাজ্যে ফিরে।"
বুঝিত ক্ষত্রিয় জাতি নারীর সম্মান,
দিল না পদ্মিনী পণ করি প্রাণদান।
শুনি দিল্লীশ্বর সেই প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
শুধুমাত্র পদ্মিনীর মাগিলা দর্শন।
তাতেও ক্ষত্রিয় জাতি সম্মতি না দিল,
কি করিবে আলাদিন চিন্তিত হইল।
শেষে কহিলেন সেই রূপসী প্রতিমা
দর্পণে দেখাও, যাই ছাড়ি রাজ্যসীমা।
আপদ শান্তির আশে ক্ষত্রিয়কুমার,
দর্পণে দেখাতে মূর্ত্তি করে অঙ্গীকার।
হেরি সেই দেবরূপ দর্পণ মাঝারে,
প্রাণের পিপাসা তাঁর চতুর্গুণ বাড়ে।
পদ্মিনীরে দেখি যবে ফিরে আলাদিন,
সঙ্গে গেল ভীম সিংহ সন্দেহ বিহীন।
কামিনীর লোভে পাৎশা ডুবায়ে ধরম,
বন্দী করে ভীম সিংহে শিবিরে নির্ম্মম।
ঘোষণা করিলা শেষে দিলে পদ্মিনীরে,
ভীম সিংহে মুক্ত দিয়ে যাবে রাজ্যে ফিরে।
ভীমের বন্ধন কথা হইলে প্রচার,
উঠিল চিতোর পুরে মহা হাহাকার।
তাঁহার উদ্ধার তরে চিন্তিত সকল,
পায়না উপায় খুজে ভাবিয়া বিকল।
নাহি দোষ শঠ সঙ্গে করে যদি ছল,
ভাবিয়া পদ্মিনী সতী করিলা কৌশল।
লিখিলা পাঠান রাজে "বড় ইচ্ছা মনে,
দেখিব পতিরে মোর সহচরী সনে।
আজ্ঞা কর দেখি তাঁরে জনমের তরে,
আত্ম-সমর্পণ করি পাৎশা তব করে।"
পত্র পাঠকরি আলা হাতে পায় চাঁদ,
বুঝিলনা সতী কিবা পাতিয়াছে ফাঁদ।
পদ্মিনীর লোভে আলা হারাইল জ্ঞান,
স্বীকৃত হইয়া দূত চিতোরে পাঠান।
অশীতি শিবিকা সজ্জা করিতে সত্বর,
আদেশ করিলা সতী মন্ত্রির উপর।
প্রতি যানে উঠে দুই সেনানী প্রধান,
বহু অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণ করিলেন যান।
বাহক হইল যত বীর সৈন্যগণ
যবন শিবিরে যান করিতে বহন।
কহিলা পদ্মিনী সতী যত বীরবরে,
"শুধাইলে কেহ কেগো শিবিকা ভিতরে
বলিও পদ্মিনী আর তাঁর সখীগণ,
যাইতেছে বন্দী ভীমে করিতে দর্শন।"
এইরূপে করি এক অদ্ভুত কৌশল,
যবন শিবিরে চলে শিবিকা সকল।
বন্দী ভীম ছিল যেই শিবির মাঝারে,
আলার আদেশে যান গেল তার দ্বারে।
কহিলা বাহকগণ "থাকে যদি দ্বারী,
কেমনে বাহির হবে হিন্দুকুলনারী।"
আজ্ঞা করে পাৎশা তথা প্রহরী সকলে,
শিবির ছাড়িয়া তারা দূরে গেল চলে।
এক আসে এক যায় শিবির ভিতর,
বাহক সহিত যান নির্ভয় অন্তর।
যতই বিলম্ব হয় দিল্লীর ঈশ্বর,
রূপসী পদ্মিনী তরে করে ধড় ফড়।
শেষে আত্মহারা হয়ে উন্মাদের বেশে,
জুড়াইতে প্রাণ জ্বালা শিবিরে প্রবেশে।
হায় হায় নাই তথা পদ্মিনী সুন্দরী!
চলে গেছে ভীমসিংহ শিবিকায় চড়ি।




আলার মাথায় ভাঙ্গি পড়িল আকাশ,
হতবুদ্ধি হয়ে বসে নাহি বহে শ্বাস।
পলায়েছে ভীমসিংহ করিয়া চাতুরী,
যবন শিবির মাঝে পড়ে হুড়াহুড়ী।
সাজ সাজ করি উঠে পাঠান সমাজ,
সাজে বেহারার দল পরি রণ-সাজ।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ ক্ষত্রিয় যবনে,
নির্ব্বিঘ্নে আসিল ভীম আপন ভবনে।
বহু বহু-ক্ষত্রবীর যুঝে সেই রণে,
গোরা বাদলের কথা বিখ্যাত ভুবনে।
দ্বাদশ বর্ষীয় বীর বালক বাদল,
দেখায় অদ্ভুতবীর্য্য সমরকৌশল।

বীরাঙ্গনা।

বহু শত্রু বিনাশিয়া গোরা মরে রণে,
ফিরি এল ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল ভবনে।
দেহে রক্ত ধারা বহে নয়নেতে জল,
পিতৃব্যপত্নীর পদে নমিল বাদল।
গোরার কামিনী বলে "শুন বাছাধন,
কেন করিতেছ তুমি অশ্রু বরষণ।
কুলে যশে না হইলে কলঙ্ক অর্পণ,
ক্ষত্রিয়তনয় কভু করে না রোদন।
পরাণ আকুল বড়, কহ বাছা মোর,
কুলেতে দিয়েছে কালি পিতৃব্য কি তোর"।
বাদল কহিল "মাগো নিবেদি চরণে,
হেন পাপ কথা কেন আনিলে বদনে।
যার বীর তেজে কুল হইল উজ্জ্বল,
তাঁহাতে আশঙ্কা কর সেই অমঙ্গল!
হারায়ে এসেছি রত্ন বহে আঁখিধার,
ডুবিয়াছে যেই রবি উদিবে না আর।"
শুনি গোরা-পত্নী বলে বাদল গোচরে,
"কেমনে পড়িল তোর পিতৃব্য সমরে।
বলনা বলনা শুনি জুড়াই শ্রবণ,"
সেই ত সান্ত্বনা শুধু দিবে বাছাধন।
বালক কহিল "মাগো নাহি শক্তি দাসে,
অদ্ভুত বীরত্ব সেই বলে তব পাশে।
যুঝিয়াছে যতজন পিতৃব্যের সনে,
ফিরিতে পারেনি কেহ আপন ভবনে।
স্তুতি নিন্দা করিবারে নাহি তাঁর কেহ,
শত্রু শবশয্যা'পরে রাখিয়াছে দেহ।"
বালকের শিরে চুম্ব করিয়া প্রদান,
কহিলেন তেজস্বিনী উল্লসিত প্রাণ।
"রণভূমি ক্ষত্রিয়ের পুণ্য তীর্থ ধাম,
যে মরে সমরে তার পূরে মনস্কাম।
বীর নারী চায় বাছা স্বামীর মরণ—
বীর বেশে রণক্ষেত্রে অনন্ত শয়ন।
আর কি তাহার কাম্য আছে ধরা'পরে,
বরিয়া হয়েছি ধন্য সেই বীরবরে।
একক ঘুরিছে স্বর্গে পিতৃব্য তোমার,
আমার বিলম্ব হেরি করে তিরস্কার।
হইলাম সুখী বৎস, জ্বাল চিতানল,
অচিরে সেবিতে যাই ও পদ কমল।"
অবিলম্বে অগ্নিরথ হইল সৃজন,
বীর পাশে বীরাঙ্গনা করিতে বহন।

দেবীর ক্ষুধা।

হিন্দু যবনের রক্ত দ্রব করে ধরা শক্ত,
গলিলনা হৃদয় আলার ;
পদ্মনীর পিপাসায় আক্রমে চিতোর হায়
বহু সৈন্য লইয়া আবার।

চলিতে লাগিল রণ নাহি ভঙ্গ পলায়ন,
রণসিন্ধু ভাঙ্গে দুই তীরে ;
একে চাহে রূপ মধু, আরে বলে "নাগো বঁধু
যত সাধ পুরাব রুধিরে।"
রণশ্রান্ত হয়ে রাণা নিশিতে ভাবিছে নানা,
কিসে করে অরাতি দমন,
কিসে রাখে কুলমান, সঙ্কটে পাইবে ত্রাণ,
"মৈঁ ভুখা হুঁ" ১ শুনিল গর্জ্জন।
চমকি উঠিয়া ত্বরা দেখে রক্ত-বাস-পরা,
এলোকেশী চিতোর-ঈশ্বরী,
ছিন্নমস্তা রূপধরে স্বীয় রক্ত পান করে
"মৈঁ ভুখা হুঁ" বলে ভয়ঙ্করী।
"কেন মাগো এই বেশ" কহিলেন চিতোরেশ
নত শিরে করি করযোড়,
"জ্ঞাতি বন্ধু শত শত পড়ে বলি অবিরত
—তবু মা মিটেনি ক্ষুধা তোর।"
"কেন মিছে খেদ তোর, মিটেনা পিপাসা মোর,
—দ্বাদশ রাজার রক্ত চাই ;"
এত বলি গেল সরে, কেঁদে রাণা উচ্চৈঃস্বরে
ধূলায় পড়িল, সংজ্ঞা নাই।
লক্ষ্মণ প্রভাতে উঠে সভয়ে সভাতে ছুটে
কহিলা দেবীর বিবরণ ;
মনের বিকার ভ্রম, বুঝাইতে বহুশ্রম
করিলেন সভাসদ্‌গণ।
রাণা তাহা নাহি গণে পুরীতে অমাত্যগণে
নিশিতে আসিতে সবে কহে ;
সকলে কৌতুক ভরে গেলা নিশি দ্বিপ্রহরে
দেখিয়া অবাক্ হয়ে রহে।
সেই দেবী রক্তাম্বরা কহে রোষে দম্ভভরা
"নাহি চাহি যবন রক্তপান,
তিন দিন সিংহাসনে বসিয়া, পশিয়া রণে
চতুর্থে করিলে মুণ্ডদান
ভূপতি দ্বাদশ জন, হব আমি তৃপ্ত মন,
নতু আজি করিব প্রস্থান ,
চিতোর হইবে ধ্বংস, লুপ্ত হবে রাজবংশ ;"
এত বলি হল অন্তর্ধান।

১—আমি ক্ষুধিতা হইয়াছি।

বলিদান।

দেশ রক্ষা ধর্ম্ম রক্ষা নারীর সম্মান
রক্ষাহেতু রাজপুত তুচ্ছ ভাবে প্রাণ।
তাহাতে শুনিয়া এই দেবীর আদেশ,
অনলে আহুতি যেন পড়িল বিশেষ।
রাণা লক্ষ্মণের ছিল দ্বাদশ তনয়,
দেবীর খর্পরে মুণ্ড দিবে সবে কয়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র অরিসিংহ বসি সিংহাসনে,
তিন দিন রাজ্য করি মরিলেন রণে।
দেবী আজ্ঞামত ক্রমে দশ ভ্রাতা তাঁর
বিসর্জ্জন করে রণে প্রাণ আপনার।
নামেতে অজয়সিংহ দ্বিতীয় কুমার,
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ছিলেন রাণার।
বংশ রক্ষা হেতু রাণা রাখিয়া তাঁহারে,
স্থির করে শেষ বলি দিতে আপনারে।
অজয় মরিতে চাহে, রাণা নাহি দিল,
সৈন্য সহ কালবারে পুত্রে পাঠাইল।
অজয় যবন ব্যূহ ভেদ করি বলে,
পিতার আদেশ মতে সেই দেশে চলে।
নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিল পুত্র পাইয়া খবর,
রক্ষিতে নারীর মান হয় যত্নপর।
দেখে যবে রাজপুত দেশ রক্ষা ভার,
নারী-প্রতি বিপক্ষের হবে অত্যাচার

তখন জহর ব্রত করি অনুষ্ঠান,
রাখিতেন রাজপুত নারীর সম্মান।
কিবা সে ভীষণ ব্রত শুন বিবরণ—
শরীর রোমাঞ্চ হবে ভাবিবে স্বপন।
ভীম কুণ্ড ছিল রাজপুরী অভ্যন্তরে,
পশিত না সূর্য্যালোক তাহার ভিতরে।
জ্বালায়ে প্রচণ্ড চিতা সেই কুণ্ডতলে,
পশিত রমণীগণ মিলিয়া সকলে।
হুঙ্কারি উঠিত যবে প্রদীপ্ত অনল,
করিত কপাট বন্ধ টানিয়া অর্গল।
এই রূপে নারীগণ রাখিত সম্মান,
জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে বিসর্জ্জিয়া প্রাণ।
অদ্যাপিও সেই কুণ্ড রয়েছে মিবারে
নারীর সতীত্ব তেজ ঘোষিতে সংসারে।
পারেনা পশিতে কেহ তাহার ভিতর,
প্রহরী স্বরূপে দ্বারে থাকে অজগর।
আজিও জহর ব্রত হল আয়োজন,
চলিল পদ্মিনী সহ যত নারীগণ।
সোপানে সোপানে সবে নামে কুণ্ডতলে,
স্নান করিবারে যেন সরসীর জলে।
অন্তরে নাহিক ভীতি বিষাদ বদনে,
অগ্নিরে করিছে স্তব ভক্তি যুক্ত মনে।
"হে অগ্নি পাবক তুমি, তুমি তেজোময়,
বিশ্বের আঁধার তব স্পর্শে দূর হয়।
পবিত্র করহ, কর অজ্ঞান হরণ,
শুষ্ক তৃণ সম পাপ করহ দহন।
সংসারে সকলি দেব কালে হয় ছাই,
তোমার কৃপায় মোরা ছাই হ'তে চাই।
কোলে কর বৈশ্বানর, রূপ কুল মান,
ছাই করে শত্রুমুখে ছাই কর দান।"
এত বলি দিল ঝম্প অনল সাগরে,
ভস্ম হয়ে গেল এত যুদ্ধ যার তরে।

অনন্তর রাণা সহ যত রাজপুত,
পশিলেন রণে যেন সমনের দূত।
যতক্ষণ ছিল শ্বাস মারিল যবন,
অমর শয্যায় পরে করি শয়ন।
গোষ্পদে সাগরে দ্বন্দ্ব কি হবে বাখানে
আলার বিজয়-ধ্বজা উড়িল [১] শ্মশানে।

পদ্মিনী অন্বেষণ।

শান্তি হইল দেবীর পিপাসা
রাণার শোণিত পিয়ে,
জ্বলিল আলার কামের তৃষ্ণা
আকুল করিয়া হিয়ে।
শূন্য পুরীতে পশে আলাদিন
শ্মশানে শৃগাল যথা,
প্রাসাদে প্রাসাদে ছুটিছে সৈন্য
খুজিতে পদ্মিনী তথা।
শুষ্ক সরসী জ্বলিছে অনল
কোথায় পাবে সে ফুল,
তিয়াসে আকুল কামীর চিত্ত
বুঝেনা আপন ভুল।
রক্তে ডুবিয়া শত শত শব
ক্ষিপ্ত পাঠানে হাসে,
ঘোষিছে শৃগাল গৃধিনী মত্ত
জীবিত নাহিগো বাসে।
ক্রুদ্ধ ভূপতি করিলা আদেশ
ভাঙ্গিতে জ্বালাতে পুরী,
নিমেষে নাশিল প্রাচীন কীর্ত্তি
দেব দেবী গেল উড়ি।

১-১২৯০ খৃষ্টাব্দে

মর্ত্ত্যে যবন মাঝেতে অনল
উর্দ্ধে আকাশে ধূম,
কেহই পেলনা রমণী রত্নে
আলার ভাঙ্গিল ঘুম।
বক্ষে ভরিয়া হতাশ বিলাপ
আলা ফিরিলেন ঘরে,
পদ্মিনীর ভস্ম ধরিয়া হৃদয়ে
চিতোর রহিল পড়ে।

রাণা হামীর।

হামীরের জন্মবৃত্তান্ত।

একদিন অরিসিংহ লক্ষ্মণ কুমার
অন্দব অরন্যে গেল করিতে শিকার।
বন্য বরাহের পাছে হইয়া ধাবিত
বিশাল জনার ক্ষেত্রে হয় উপনীত।
সঙ্গিগণ সহ অরি বহুচেষ্টা করে,
কোন মতে নাহি পারে ধরিতে শূকরে।
কৃষক কুমারী এক ক্ষেত্রমাঝে ছিল,
মঞ্চে থাকি শিকারীর দুর্দ্দশা দেখিল।
রাজপুত্রে ক্লান্ত হেরি ধরিতে শিকারে
সঙ্কেত করিলা তবু ধরিতে না পারে।
হাসিয়া জনার দণ্ড করি উৎপাটন
করিলা সুন্দরী তাতে ভল্লের সৃজন।
সেই ভল্লে করি বালা বরাহ শিকার,
রাজার তনয়ে আশু দিলা উপহার,
বীর যুবকের দল হ'ল আনন্দিত,
তেমতি বালিকা বীর্য্যে হইল লজ্জিত।
বিনাবাণে বিদ্ধ হ'ল অরির হৃদয়,
বরাহ বাঁচিল ম'রে, অরি দগ্ধ হয়।
ভোজনান্তে নানা কথা কহে সখাগণ,
করে অরি রমণীর গুণের কীর্ত্তন।
হঠাৎ মৃণ্ময় গুলি কোথা হতে পড়ে
অরির অশ্বের পদ দিল ভগ্ন করে।
সকলে আকুল হয়ে চতুর্দ্দিকে চায়,
দেখে ক্ষেত্রে সেই কন্যা বিহঙ্গ খেদায়।
কোথা হতে এল গুলি পারিলা বুঝিতে,
অশ্বতরে হল কষ্ট সকলের চিতে।
যুবরাজে নাহি দুঃখ, ডুবে গেল সুখে,
মৃগয়ার তরে সবে চলে বন মুখে।
ফিরিতে কুটীরে সবে করিয়া শিকার
পথেতে পাইল দেখা সেই বালিকার।
শিরে দুগ্ধ ভাণ্ড রজ্জু ধরিয়া দুকরে
সবল মহিষ দুই নিয়ে আসে ঘরে।
সকলে করিয়া যুক্তি কৌতুক ইচ্ছায়,
অশ্ব সহ পড়ে এক বালিকার গায়।
না নড়িল দুগ্ধ ভাণ্ড দেহ না কাঁপিল,
প্রতিশোধ দিতে তার আগ্রহ জন্মিল।
ইঙ্গিত করিয়া মৈষ চালায় কৌশলে,
অশ্বসহ বীরবর পড়িলা ভূতলে।
হইলেন বীরবৃন্দ অবনত মুখ,
এ উঁহার পানে চাহে কারে কবে দুঃখ।
ঈষৎ হাসিয়া বালা গেল মঞ্চে তার,
হইল ব্যাকুলচিত্ত রাজার কুমার।
জানিলা সন্ধানে অরি চন্দনের কুলে,
দরিদ্র কৃষক কন্যা মণি যথা ধূলে।
ভাবিয়া বিবাহযোগ্যা করিলা প্রকাশ,
বালার পিতার কাছে গুপ্ত অভিলাষ।
প্রথমে কৃষক বৃদ্ধ হইল অমত,
পত্নীর কথায় শেষে হইল সম্মত।
যুবরাজ-করে করে কন্যা সম্প্রদান,
কিছুদিন থাকি অরি, করিলা প্রস্থান।
হামীরের মাতা সেই নারী বীর্য্যবতী,
যেমতি উর্ব্বর ক্ষেত্র ফসল তেমতি।

দরিদ্র কৃষককন্যা অরি বিয়ে করে
ক্রোধে রাণা পুত্রবধূ নাহি নিল ঘরে।
দেবীর আদেশে অরি রণে দিল প্রাণ,
হামীরে করিলা মাতা বীর শিক্ষাদান।

মুঞ্জাদমন।

আরাবল্লী নামে গিরি পশ্চিম সীমায়
মিবারে ঘেরিয়া আছে প্রহরীর প্রায়।
পাদমূলে কৈলবার অতি মনোহর,
কাশ্মীরের মত রম্য ভারত ভিতর।
ধরা পৃষ্ঠ হতে ঊর্দ্ধে অষ্টশত হাত
উঠিলে সে নগরের মিলয় সাক্ষাৎ।
চৌদিকে বেষ্টিয়া তার রয়েছে পাহাড়,
সুদর্শন মাঝে যেন সুধার ভাণ্ডার।
কোথাও হরিত ক্ষেত্র আছে সুশোভন,
কোথা ফলবান বৃক্ষ কোথা ফুলবন।
মাঝে মাঝে তরঙ্গিণী খেলিয়া বেড়ায়,
গালি পাড়ে কল কল পবন ক্ষেপায়।
দুর্গম পর্ব্বত-পথ আছে চারি পাশে,
পশিতে পারে না দেশে শত্রু অনায়াসে।
অজয় লক্ষ্মণ পুত্র রাজ্য ছাড়ি হায়,
রাহুগ্রস্ত শশীসম রয়েছে তথায়।
পার্ব্বত্য জাতির সনে যুদ্ধ অনুক্ষণ,
নাহি পারে কোন মতে করিতে দমন।
মুঞ্জা নামে দস্যু এক ছিল মহাবীর,
তার জ্বালাতনে রাণা হইলা অস্থির।
সুজনশ্রী অজিনশ্রী তনয় তাঁহার,
না পারিলা সেই দুষ্টে করিতে সংহার।
ডাকিলেন ভ্রাতৃষ্পুত্র বালক হামীরে,
দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিতে অচিরে।
মাতুল আলয় হ'তে আসিয়া হামীর
নমিয়া রাণারে পণ করিলেন বীর।
"না পারি করিতে যদি মুঞ্জার দমন,
তব পদে আর নাহি ফিরিব কখন।"
ষোড়শ বর্ষীয় সেই বিক্রমী বালক,
মুঞ্জের বিপক্ষে চলে হইয়া নায়ক।
ভীষণ বিক্রমে রাজ্য করি আক্রমণ
দুর্দ্দম দস্যুরে বলে করিল নিধন।
অশ্বের মস্তকে স্থাপি মুঞ্জার মস্তক,
পিতৃব্যের পদে ফিরে হইয়া পুলক।
বলিল,—সম্মুখে মুণ্ড করিয়া অর্পণ—
"এই শত্রু শির কিনা করহ দর্শন।"
আনন্দিত হয়ে রাণা চুম্বিয়া হামীরে
দস্যু-রক্তে রাজটীকা পরাইলা শিরে।
তাহা দেখি ভগ্নহৃদে অজিন মরিল,
সুজন দক্ষিণাপথে লাজে পলাইল।
বীরেন্দ্র শিবাজী ছিল সেই বংশধর,
যাঁর নামে কাঁপিতেন মোগল ঈশ্বর।

চিতোর উদ্ধারের উপায়।

করিল অজয় সিংহ স্বরগে প্রস্থান,
সকলে করিল রাজা [১] হামীরে ধীমান।
রাজপুতকুলে প্রথা ছিল পূর্ব্বতন,
অভিষেক কালে শত্রু রাজ্য আক্রমণ।
শত্রুরক্তে রাজটীকা পরাইত ভালে,
টিকাডোর বিধি তারে বলিত সেকালে।
বিলৈচা নামেতে দস্যু ছিল ভয়ঙ্কর,
উপদ্রব করে সদা রাজ্যের ভিতর।

১-১৩০১ খৃষ্টাব্দে।

পারেনি অজয় তারে করিতে দমন,
এতদিনে এল তার শিয়রে শমন।
অভিষেক কালে বীর আক্রমি তাহারে,
আচরিল টিকাডোর বধি বিলৈচারে।
সে দিন হামীর খুলে যেই অসি তাঁর,
আমরণ কোষবদ্ধ হইলনা আর।
একে একে বন্য-দস্যু করিয়া দমন
করিল পর্ব্বতে ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন।
চাঁদের কিরণ বিনে চকোরের মন,
তারার আলোকে নাহি জুড়ায় কখন।
পিতৃ পিতামহ রাজ্য চিতোর যাঁহার,
বন ফুল ফলে তৃপ্তি হয় কি তাঁহার ?
শ্মশান করিয়া সেই নন্দন কানন,
দিল আলা মল্লদেবে করিতে শাসন।
যেমতি শ্মশান তথা শিবা অধিপতি,
জ্বলেনা সন্ধ্যার বাতি বাজেনা আরতি।
দস্যুরক্তে রাজটীকা পরিল হামীর,
চিতোর উদ্ধার তরে হইল অস্থির।
যবনের বহু সৈন্য রয়েছে মিবারে,
পুরী রক্ষা করে মল্ল লইয়া সবারে।
বুঝিলা হামীর তাঁর ক্ষুদ্র সেনা বল,
সম্মুখ সমর করি হইবেনা ফল।
গুপ্ত আক্রমণ পন্থা করিলেন স্থির,
কৃতকার্য্য হইলেন তাতে মহাবীর।
লইয়া অরণ্য পথে স্বল্প সেনাবল
আচম্বিতে আসি আক্রমিত শত্রুদল।
লুট পাট করি রাজ্য করে ছারখার,
পারেনা যবন সেনা রক্ষিতে মিবার।
কোন পথে আসে তারা কোন পথে যায়,
নাহি ঠিক কবে আসি নাশিবে কাহায়।
পথে নাহি চলে লোক ডরিয়া হামীরে,
ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইল অচিরে।

মিবারে করিলা রাণা ঘোষণা প্রচার,
আসিতে পার্ব্বত্য রাজ্যে ছাড়িয়া মিবার।
না মানিবে আজ্ঞা যেই শত্রু গণ্য হবে,
প্রতিদিন লাঞ্ছনার শেষ নাহি রবে।
ভয়ে দেশ ছাড়ি সব যায় কালবারে,
দ্বিতীয় চিতোর রূপে করিল তাহারে।
মিবার পতিত ক্ষেত্র হইল জঙ্গল,
ভরিল শ্বাপদে, লুপ্ত নর কোলাহল।
নাহি শক্তি মল্লদেব পুরী রক্ষা করে,
দেশ ছাড়ি শত্রুসৈন্য পলাইল ডরে।

হামীরের বিবাহ।

করিয়া পার্ব্বত্য রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন,
চিতোর উদ্ধারে রাণা করিল মনন।
একদিন বীরবর আছে চিন্তাযুত,
উপনীত হেনকালে মল্লদেব দূত।
দূত কহে "নরবর করি নিবেদন,
কন্যা সম্প্রদানে প্রভু করেছে মনন।"
ক্ষণেক চিন্তিয়া রাণা সম্মত হইল।
আনন্দিত হয়ে দূত চিতোরে ফিরিল।
শুনিয়া অমাত্যগণ বিষাদে কহিলা,—
"বল প্রভু কেন হেন বিপাকে ঠেকিলা।
বিবাহ করিতে যাবে অরাতির ঘরে,
কে বলিতে পারে শত্রু কি কুচক্র করে।"
রাণা বলে "মন্ত্রিগণ করিওনা ভয়,
শত্রুপুরী নহে তাহা মিত্রপুরী হয়।
ঘটে নাই ভাগ্যে দেখা পিতৃসিংহাসন,
এ সুযোগে যদি পারি করিব দর্শন।
কি দুঃখ মরিলে বল, মরিব চিতোরে,
পিতৃ পুরুষের অস্থি আছে যার ক্রোড়ে।

একদিন বুকে তার পাই যদি স্থান,
একদিন করি তার বারি বিন্দু পান।
সে মোর যথেষ্ট হবে,—সেই স্বর্গসুখ,
কেন বন্ধুগণ তাতে হও পরাঙ্মুখ।
জয় আর ভয় দুই অরি পরস্পরে,
একেরে সেবিলে অন্য দূরে যায় সরে'।
বিপদ তরঙ্গে যেবা রহে পাতি বুক,
তাহারে সৌভাগ্য লক্ষ্মী হয়না বিমুখ।
রাজপুত ভাগ্যলিপি বলা নাহি যায়,
কখন মুকুট পরে কবে বনে ধায়।
কেন চিন্তা কর বল সবে অকারণ,
চিতোর যাত্রার তরে কর আয়োজন।"
হামীরের বাক্যে সবে স্তম্ভিত হইল,
কি করিবে রাজ-আজ্ঞা পালন করিল।
যোগ্যমতে বিবাহের হল আয়োজন,
বাদ্য ভাণ্ড সহ চলে বরযাত্রিগণ।
আগে পাছে অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক,
মাঝেতে হামীর রাণা চলেছে নির্ভীক।
রাণা বিনে সকলের চিন্তাযুত মন,
প্রাণ হারাইবে কিবা খাবে নিমন্ত্রণ।
বিবাহেতে কন্যাপক্ষে রাজপুতগণ,
বাড়ীর সম্মুখে এক নির্ম্মায় তোরণ।
বীরবালাগণ উঠি তাহার উপরে
কেহ বর-শিরে লাজ বরষণ করে,
কেহ চূর্ণফল ছুড়ে করে জ্বালাতন,
কেহ রণসাজে বরে করে আক্রমণ।
রণ জয় করি বলে ভাঙ্গি বহির্দ্বার,
প্রবেশ করেন বর পুরীর মাঝার।
হামীর চিতোর-দ্বারে হয়ে উপনীত,
বিস্মিত হইল অতি দেখি বিপরীত।
নাহিক তোরণ-দ্বার ভাঙ্গে ভল্লাঘাতে,
নারীগণ চূর্ণফল না ছড়ায় মাথে।
বাজেনা বিবাহ-বাদ্য নাহিক উল্লাস,
নাহি কোলাহল নাহি হাস্য পরিহাস।
শালা পঞ্চ এসে তাঁরে অভ্যর্থনা করে,
নাহি রাজসভা, বর বসে শূন্য ঘরে।
ত্বরায় আনিল কন্যা করিয়া সজ্জিত,
পুথি লয়ে উপস্থিত হল পুরোহিত।
পাত্রী আর দ্বিজ মাত্র বিবাহ সম্ভার,
অন্য কোন চিহ্ন তার দেশে নাহি আর
নাহি করে সম্প্রদান-মন্ত্র উচ্চারণ,
বর-করে কন্যাকর করিল অর্পণ।
বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থিযুত করিয়া ত্বরিত,
সংক্ষেপে বিবাহ কর্ম্ম সারে পুরোহিত।
তাহাতে সন্দেহ আরো বাড়ে বীরচিতে,
কি করিবে বন্দী সম চলিছে ইঙ্গিতে।
হামীর ভয়েতে তবু হলনা কাতর,
বাসর ঘরেতে পরে চলিল সত্বর!

বাসর ঘর।

আলোক জ্বলিছে ঘরে হামীরের মুখোপরে
খেলিতেছে আঁধার ভীষণ।
হেরি বধূ দুঃখ ভরে কহিলা কাতরস্বরে
করযুগে ধরি দুচরণ।
"চন্দ্র সূর্য্য বৈশ্বানরে গো ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে
অধীনীরে করেছ উদ্ধার,
পতিতা পাপিনী হোক্ তবুও বলিবে লোক
ধর্ম্ম-পত্নী এ দাসী তোমার।
শত্রুর আলয় বলে, জ্বলিওনা চিন্তানলে
ভাবিওনা কোন অকল্যাণ,
বীরেন্দ্র রাণার করে দাসীরে অর্পণ করে
জনক পেয়েছে হাতে চান।





লজ্জার কবলে পড়ে আনন্দ গিয়েছে মরে,
মরে যাই কি বলিব আর ;
শুনেছে বিধবা দাসী, লাজে পলায়েছে হাসি,
পূর্ণিমায় অমার আঁধার।
জানিনা কে ছিল স্বামী প্রকাশ বিধবা আমি,
গোপনে কাঁদিত পিতা মোর,
রাজা হয়ে লঙ্ঘি শাস্ত্র খুজিলেন যোগ্যপাত্র
দুহিতার স্নেহে হয়ে ভোর।
বিষকণ্ঠে নাথ বিষে কাতর করিবে কিসে,
চাঁদের কলঙ্কে কিবা ক্ষতি ;
পাষাণ বন্ধন টুটে নদী কেঁদে কেঁদে ছুটে
সিন্ধু বিনে নাহি তার গতি।
বীরবর ত্যজ ক্রোধ দিতে পূর্ণ প্রতিশোধ,
এ বিবাহে হইবে মঙ্গল ;
পাবে রাজ্য করতলে হবে নাথ কৌতূহলে
জীবনের সাধণা সফল,
রাজকর্ম্মচারী জালে যৌতুক স্বরূপ পা'লে
পিতৃপদে করি নিবেদন,
মিবার তোমার হবে সর্ব্ব দুঃখ দূর হবে
মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ।"

চিতোর উদ্ধার [১]।

স্বদেশ উদ্ধার তরে দেশভক্ত বীর,
না পারে সহিতে কোন্ কষ্ট ধরণীর ?
ঘৃণা লজ্জা অপমান সহে অকাতরে,
আপন হৃদয়-রক্ত বিসর্জ্জন করে।
ঘুচে গেল সর্ব্ব দুঃখ পত্নীর বচনে,
যৌতুক লইলা জালে শ্বশুর সদনে।
বধূরে করিয়া সঙ্গে ফিরে কালবরে
হামীর আপন শক্তি দৃঢ়তর করে।
শুভক্ষণে জন্মে পুত্র ক্ষেত্রসিংহ নাম
করিবারে জনকের পূর্ণ মনস্কাম।
ক্ষেত্রপাল দেব অতি প্রসিদ্ধ মিবারে,
ক্ষেত্রের জননী লিখে আপন পিতারে,—
"দৈবজ্ঞ কহিল পিতঃ ক্ষেত্রপাল পদে
সেবা নাহি দিলে ক্ষেত্র পড়িবে বিপদে।"
ক্ষেত্রের অরিষ্টনাশে দেবসেবা দিতে
পাঠাইলা রাজা সৈন্য দৌহিত্রে আনিতে।
অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বিঘ্ন যায় দূরে,
সুযোগ সেবক সম পায় পায় ঘুরে।
হামীরের ভাগ্যগুণে মেদিরিয়া দেশে,
হঠাৎ হইল প্রজা বিদ্রোহী বিশেষে।
সৈন্য সহ মল্লদেব করিল গমন,
দুষ্ট মীরগণে তথা করিতে দমন।
চতুরা দুহিতা তাঁর সঙ্গে করি জালে,
পুত্র সহ পিতৃরাজ্যে আসে হেনকালে।
পত্নীর পশ্চাতে রাণা সসৈন্যে হামীর,
চিতোরেতে অগ্রসর হয় ধীর ধীর।
কৌশলী সর্দ্দার জাল কুট বুদ্ধি বলে
করিলেন বশীভূত শ্রেষ্ঠ বীরদলে।
ভীম বেগে আসি রাণা করে আক্রমণ,
গতিরোধ করে বৃথা রাজপক্ষগণ।
অধিকার করি বলে চিতোর নগর
মুকুট পরিয়া বসে সিংহাসনোপর।
দাসত্বে হইয়ে মুক্ত আনন্দে মিবার,
জয় হামীরের বলি ঘোষে বার বার !
পূর্ণ কুম্ভ শিরে নারী সুহেলিয়া[১] গায়,
দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ আনন্দে সাজায়।
বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ, বিজয়-সঙ্গীত
গাইতেছে প্রজাগণ হইয়া মিলিত।

১—১৩১২খৃষ্টাব্দে।

১—আনন্দ সঙ্গীত।





শুষ্ক নদী-বক্ষ যেন বানেতে ভাসিল,
শুষ্ক তরু ডালে যেন মুকুল শোভিল।
পবিত্র দ্বিধার খড়্গ শুনেছ বাপ্পার,
এখনো যে খড়্গপূজা করিছে মিবার।
আলাদিন ধ্বংস যবে করিল চিতোর,
কোথা গেল খড়্গ কেহ না পাইল ওর।
পিতৃসিংহাসনে যবে বসিল হামীর,
না পাইয়া পুণ্য খড়্গ হইল অস্থির।
চিতোরে সুরঙ্গ যেই আছে ভয়ঙ্কর,
পশিল তাহাতে বীর নির্ভয় অন্তর।
চারণী দেবীর পূজা করে ভক্তি ভরে,
যুক্ত পাত্রে দিল খড়্গ দেবী দয়া করে।
খড়্গ লাভে হামীরের আনন্দ অপার
আরম্ভিল বীরতেজে শাসিতে মিবার।

আলাউদ্দিনের দর্পচূর্ণ ও মৃত্যু[১]

হতভাগ্য মল্লদেব জানেনা খবর,
জামাতা করিল গ্রাস রাজ্য মনোহর।
শত্রুরে দমন করি বিজয় উল্লাসে,
বাজাইয়া জয়-ঢক্কা চিতোরেতে আসে
হেরি মিবারের ছত্র জামাতার শিরে,
শিরে পড়ে বজ্র, রহে পুরীর বাহিরে।
শনি-গুরু-বংশধর ঝালোর সর্দ্দার,
মিবার শাসন করে কৃপায় আলার।
চিতোর সর্দ্দার আলাউদ্দিনের ডরে,
এতদিন তাঁরে শুধু রহে মান্য করে।
আপন রাণারে আজি পেয়েছে যখন,
আর কি মল্লেরে করে ভ্রূক্ষেপ এখন।
মিলিয়া সর্দ্দার যত উপহার ভরে,
পটকা ফুটায়ে তাঁর অভ্যর্থনা করে।

১—১৩১৬ খৃষ্টাব্দে।

লাজে দুঃখে ফেটে গেল মল্লের পরাণ,
দিল্লীতে পাৎশার পদে করিল প্রস্থান।
হামীরের কথা শুনে' মল্লের গোচর,
গর্জ্জন করিয়া পাৎশা কাঁপে থর থর।
বলিলা "চিনেনি আজো দুরন্ত হামীর,
গর্ব্ব করি ব্যাঘ্র মুখে দিতে চাহে শির।
চূর্ণ করি দর্প দিব শাস্তি পরিপাটি,
না রাখিব এইবার চিতোরের মাটি।"
অঙ্গুলি সঙ্কেতে কার চলিছে সংসার,
কেবা বৃথা গর্ব্বে ভাবে ধরাখানি তার।
দর্প ভরে আলাদিন আপন নন্দনে,
পাঠাইল বহু সৈন্য হামীর-দমনে।
গিরি পথে রাজ-সৈন্য করিল চালন,
সিঙ্গোলীতে আসি করে শিবির স্থাপন।
হামীর সন্ধান করি আসি আচম্বিতে,
ঝঞ্ঝা বেগে শত্রু সৈন্য আক্রমে চকিতে।
কেহ মরে কেহ ধায় কেহ করে রণ,
সমূলে যবন সৈন্য হইল নিধন।
মল্লের তনয় হরিসিংহ বলবান,
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হামীরের করে দিল প্রাণ।
জয়লক্ষ্মী হামীরের মালা দিল গলে,
"জয় হামীরের জয়" গায় দলে দলে।
বন্দী হয়ে মোবরেক আসিল চিতোরে,
হিন্দুর বিজয়-ধ্বজা আগে আগে ওড়ে।
আলার যতেক গর্ব্ব চূর্ণ হয়ে যায়,
সুদে মূলে দিল শোধ হামীর তাঁহায়।
পুত্রের বিপদ বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
কাঁদিতে কাঁদিতে আলা ত্যজিল জীবন।
তিন মাস কারাগারে করিয়া যাপন,
রাণা সহ সন্ধি করে আলার নন্দন।
খিলিজী শপথ করি কহিল রাণারে,
আসিবেনা আর কভু ফিরিয়া মিবারে।

সুষোপুর আজমীর নাগোর রন্থুন,
এক শত হস্তী সহ করিলা অর্পণ।
অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা করি দক্ষিণা প্রদান,
কারামুক্ত হয়ে পাৎশা করিল প্রস্থান।
কহিলেন মোবারেকে তেজস্বী হামীর
বিদায়ের কালে তাঁরে বচনে গম্ভীর।
"মনে করিওনা কভু তুমি দিল্লীশ্বর,
করিনু বন্ধন মুক্ত মনে পেয়ে ডর।
তব সম শত শত্রু করিতে দমন
হামীরের অসি মুক্ত আছে অনুক্ষণ।
বৃথা গর্ব্বে ভেবেছিল দিল্লীর ভূপতি
চিতোর তাঁহার, তাই ঘটিল দুর্গতি।
প্রতিশোধ দিতে যদি ইচ্ছা কর মনে,
অভ্যর্থনা তরে আমি রহিব তোরণে।"
হামীরের বীর বাক্য শুনি দিল্লীশ্বর
অধোমুখে চলে গেল না করি উত্তর।
দ্বিশত বৎসর আর ফিরেনি যবন,
মিবারের ধনরত্ন করিতে লুণ্ঠন।

হামীরের কীর্ত্তি।

করেছিল আলাদিন যেই অত্যাচার,
দিলেন হামীর পূর্ণ প্রতিশোধ তার।
হীনবল হয়ে গেল দিল্লীর যবন,
হামীরের যশে পূর্ণ ভারত ভবন।
শালা বনবীর আসি লইল শরণ ;
নিমচ রতনপুর কৈরার জীবন,
স্নেহ ভরে জায়গীর অর্পিলেন তাঁরে,
কহিতে লাগিলা তাঁরে সভার মাঝারে
"করিনি তোমার কোন অনিষ্ট সাধন,
বল শুনি থাকে যদি ক্ষোভের কারণ।
বিধর্ম্মী তুর্কীর দাস ছিলে এতদিন,
স্বধর্ম্মী ভ্রাতার আজি হইলে অধীন,
যেই রাজ্য অধিকার করিয়াছি আমি।
মম পিতৃ পুরুষেরা ছিল তার স্বামী।
স্থাপে যেই রাজ্য তাঁরা ঢালিয়া রুধির,
রাজলক্ষ্মী দিল মোরে ফিরাইয়া বীর।
প্রসন্না হইলে তিনি রাখিবে আমারে,
যতদিন বাঁচি এই পবিত্র মিবারে।
খাও লও, সেবা কর, রাখিও বিশ্বাস,
এই শেষ কথা বন বলি তব পাশ।"
হামীরের বাক্য শুনি বনের অন্তরে,
জন্মিল অশেষ ভক্তি তাঁহার উপরে।
মিবারের হিতে মন করিল অর্পণ,
বাড়াইতে রাজ্য-সীমা করিল মনন।
মিবারের অংশ আগে ছিল ভীনশর,
আনিলেন অধিকারে পুনঃ বীরবর।
হামীরের গুণ যত করিয়া দর্শন,
সকলে সেবিতে লাগে তাঁহার চরণ।
মারবার জয়পুর অর্ব্বুদ রৈসীন
বুন্দী শিক্রি চন্দেরীর ভূপতি প্রবীণ
যত রাজা ছিল গর্ব্ব করি পরিহার,
রাজ চক্রবর্ত্তী রূপে পূজা দিল তাঁর।
যবনের অত্যাচারে মিবারের বুকে,
হয়েছিল কত ক্ষত প্রাণ ফাটে দুঃখে।
ছিল না দেবতামূর্ত্তি ছিল না মন্দির,
বহু উপশম করে নৃপতি হামীর।
নানা দিক হতে প্রজা ফিরিল মিবারে,
সকলের সুখ শান্তি দিন দিন বাড়ে।
বিজয়িনী সেনা-দল করিল গঠন,
যার ভয়ে বহুদিন স্তম্ভিত যবন।
"হামীর তালাও" নামে রম্য সরোবর,
তীরে তার দেবতার মন্দির সুন্দর,

হামীরের কীর্ত্তি-গাথা আজিও ধরায়,
লিখিয়া রেখেছে যেন অমর গাথায়।
এইরূপে করি বহু উন্নতি সাধন,
চৌষট্টি বৎসর রাজ্য করিল শাসন।

রাণা ক্ষেত্রসিংহ।

অন্নপূর্ণা-পূজা।

হিন্দু বিনে আর কেহ বিশ্ব বিধাতায়,
দেখে নাই মাতৃরূপে এ মর ধরায়।
মা যথা স্নেহের খনি, মা শব্দ তেমন
নরের ভাষার মাঝে মধুর মোহন।
সে মধুর নামে তাঁরে না কৈলে আহ্বান,
কেমনে জুড়াবে বল মানবের প্রাণ।
মধুর বসন্তে শুক্লা সপ্তমী হইতে,
রাজস্থানে মাতৃপূজা করে ভক্তিচিতে।
রতনমণ্ডিত রম্য সিংহাসন মাঝে,
দ্বিভুজা অন্নদা সর্ব্ব-কল্যাণী বিরাজে।
বামকরে হেমথাল অন্নেতে পূরণ,
দক্ষিণে দয়ার দর্ব্বি অতি সুশোভন।
সম্মুখেতে বিশ্বেশ্বর বিশ্বজন তরে,
বিশ্ব জননীর কাছে অন্ন ভিক্ষা করে।
মরি কি মধুরচিত্র কত ভাব বহে,
ভাষার নাহিক শক্তি এত কথা কহে।
পূজা হ'তে দেবী-স্নান অতি মনোরম,
উৎসব মিবার মাঝে এই শ্রেষ্ঠতম।
পেশোলা নামেতে রম্য হ্রদ বৃহত্তর,
মিবারের বক্ষতলে শোভে মনোহর।
চারি তীরে মর্ম্মরের নির্ম্মিত সোপান,
কূল হতে হ্রদগর্ভে করেছে প্রস্থান।
তটেতে শ্যামল ক্ষেত্র অনন্ত বিস্তার,
অদূরে প্রাচীর রূপে রয়েছে পাহাড়।

পূজা করিবার আগে জগ-জননীরে
সেনান করায় স্বচ্ছ পেশোলার নীরে।
শিরেতে বরণডালা নিয়ে নারীগণ।
হ্রদযাত্রা কালে মায়ে করেন বরণ।
নেচে নেচে মাতৃমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করে,
সুধা কণ্ঠে মার স্তুতি গায় প্রাণ ভরে।
নাগরা নিনাদে শেষ হইলে বরণ,
একলিঙ্গ গড়ে করে কামান গর্জ্জন।
তাহা শুনি চতুর্দ্দিকে কোলাহল উঠে,
সকলে পেশোলা-তটে মূর্ত্তি নিয়ে ছুটে।
পীতবাসপরা মণি-কাঞ্চন-ভূষিত
উজ্জ্বল মুকুট শিরে রতন মণ্ডিত
দেবীরে চৌদলে করি ঘাটে নিয়া যায়,
দুই নারী দুই পাশে চামর ঢুলায়।
রজতের দণ্ড করে নারী অগণন
প্রতিমার আগে আগে করেন গমন।
কেহ নৃত্য করে কেহ গায় সুধাস্বরে,
পাছে পাছে বাজে শঙ্খ ঢক্কা নাদকরে।
রাণার প্রতিমা আনি রতন আসনে
স্থাপেন বাহকদল পরম যতনে।
অমনি সর্দ্দার রাণা উঠিয়া ত্বরিত
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ধূলে হয়ে ধূসরিত।
নেচে নেচে করতালি দিয়ে নারীগণ,
প্রদক্ষিণ করে দেবী সঙ্গীতে মোহন।
ঘাটে বাঁধা থাকে বহু তরণী সজ্জিত,
বন্দিয়া দেবীরে তুলে তরীতে ত্বরিত।
রাণা পরিষদ তরী কৈলে আরোহণ,
দেবীর স্নানের তরে হয় আয়োজন।
ঘাটে ঘাটে ছুটে তরী ধীরে টানে দাঁড়,
প্রতি ঘাটে প্রতিমার শোভা চমৎকার।
অসংখ্য প্রতিমা রাণা করেন দর্শন,
যাবৎ না উঠে শশী না ডুবে তপন।

কি শোভা হয়েছে দেখ তীরে পেশোলার,
বর্ণন করিতে শক্তি নাহিক ভাষার,
মরি কি মধুর খেলা জলে ভাসে তরী
তরণী হয়েছে ধন্য ধরি বিশ্বোদরী।
অনন্ত হয়েছে সান্ত মা হয়েছে মেয়ে,
যে তারে দুস্তরে তারে পার করে নেয়ে।
সোপানের স্তরে স্তরে রমণী সকল,
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে আনন্দে বিহ্বল।
দেখা নাহি যায় কারো বসন ভূষণ,
কেবল ভাসিছে ফুল্ল কমল বদন।
পদ্মালয়া যেন আজি পদ্মবন তাঁর
মাতৃপূজা তরে আনি দিল উপহার।
কমল আননে শোভে নয়ন সুন্দর,
মধুপানে রত যেন যুগ্ম মধুকর।
দেখিতে সলিলে কেহ পেলে অবসর,
কি দেখিল নাহি পারে করিতে উত্তর,
কেহ বলে দেখিলাম সুরলক্ষ্মীগণ,
সলিলে লুকায়ে দেবী করে দরশন।
কেহ বলে ছাড়ি লাজে সরসীর বুক,
কমল ডুবিয়ে আছে লুকাইয়ে মুখ।
পেছনে ফিরিয়া দেখ কি শোভা মোহন,
বেণীর নীচেতে উড়ে বিচিত্র বসন।
কার্ত্তিকের শিখী যেন খুলিয়া পেখম,
নাচে ভ্রম করি মেঘ কিবা ভুজঙ্গম।
নারী মধ্যে নর যেতে নাহি অধিকার,
গেলে প্রাণদণ্ড হয় আদেশে রাণার।
রমণীর পাছে শোভে প্রাচীর অটল,
উষ্ণীষ মণ্ডিত শিরে পুরুষের দল।
তিল ধারণের স্থল নাহিক ভূতলে,
সমীর উত্তপ্ত হয়ে ঘুরে নভস্থলে।
কেহ বৃক্ষ ডালে উঠি কেহ চড়ি ছাদে,
দেখিছে সে দৃশ্য, কেহ না দেখিয়ে কাঁদে।
অকূল মানব-সিন্ধু হয়েছে সৃজন,
বক্ষেতে পেশোলা শোভে লক্ষ্মীর ভবন।
হ্রদের সলিলে দেবী করায়ে সেনান,
গৃহেতে ফিরায়ে আনে গেয়ে জয় গান।
দেবীর সম্মুখে ক্ষেত্র রচিয়া মোহন,
নারীগণ যব বীজ করেন রোপণ।
দুই একদিন মাঝে যত্নে অতিশয়,
কৃত্রিম উত্তাপে যব অঙ্কুরিত হয়।
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী বাসরে,
তিন দিন অন্নপূর্ণা পূজে ভক্তিভরে।
করে করে ধরাধরি করি পরস্পরে,
নাচিয়ে ললনাগণ গায় কল স্বরে;
দেবী সহ ক্ষেত্রখণ্ড প্রদক্ষিণ করি,
কাতরে করুণা মাগে চরণেতে পড়ি।
আত্মীয় স্বজনে করে অঙ্কুর অর্পণ,
ভক্তিতে করেন তাঁরা উষ্ণীযে ধারণ।
বহ্নি মহোৎসব করি চতুর্থ দিবসে,
দশমীতে পূজা শেষ করেন হরষে।

ক্ষেত্রের কীর্ত্তি

হামীর অমর ধামে করিলে প্রস্থান,
রাণা হল[১] ক্ষেত্র-সিংহ পুত্র গুণবান।
ভক্তিভরে অন্নপূর্ণা পূজি নরবর,
করিলেন অন্নে পূর্ণ দরিদ্রের ঘর।
পিতৃ অনুরূপ পুত্র ক্ষেত্র মহাবীর,
দক্ষ সেনা সনে হল বিজয়ে বাহির।
দশূরী মণ্ডলগড় চম্পন প্রদেশ,
লইল জিহাজপুর বীরত্বে বিশেষ।
নাসিরউদ্দিন সুত সহ হুমায়ুন
বাকরোলে ক্ষেত্রসিংহ যুঝিল নিপুণ।

১—১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে

হইলেন পরাজিত দিল্লীর ঈশ্বর,
বিজয় উল্লাসে রাণা ফিরিলেন ঘর।
হায় কি বলিব প্রাণ বিদরিয়ে যায়,
পাষণ্ডের নাহি কভু অভাব ধরায়।
নবীন বয়সে রাণা কাঁদায়ে মিবার,
গুপ্ত ঘাতকের করে হইল সংহার।

রাণা লক্ষসিংহ

লক্ষের কীর্ত্তি।

ক্ষেত্রের মরণে পুত্র লক্ষসিংহ নাম,
মিবারে হইল রাণা[১] বহুগুণধাম।
হামীর যে জয়লক্ষ্মী আনিল মিবারে,
সকলে করিয়া যত্ন রাখিলেন তাঁরে।
পার্ব্বত্য প্রদেশ বলে করি অধিকার,
মিবারের রাজ্য সীমা করিল বিস্তার।
খৈঁরাটগড় দুর্গ জয় করি অতঃপর,
বেদ্‌নোড় নগর তথা স্থাপে মনোহর।
পিতামহ হামীরের বিক্রমে প্রবল,
দিল্লীর খিলীজি রাজ্য গেল রসাতল।
অপর পাঠান বংশ নামে তোগলক,
পাণ্ডু-সিংহাসনে বসে হইয়া পুলক।
মহম্মদ তোগলকে করি আক্রমণ,
বীর লক্ষ কাঁপাইলা দিল্লী-সিংহাসন।
এইরূপে বহুদেশ করিয়া বিজয়,
দেশের উন্নতি তরে মনোযোগী হয়।
পিতার বিজিত রাজ্য চম্পন ভিতরে,
যুবরায় ধাতুখনি আবিষ্কার করে।
এমন অদ্ভুত খনি নাহি কোথা আর,
সপ্ত ধাতু পূর্ণ ছিল গর্ভেতে তাহার।

মহামতি লক্ষসিংহ প্রজার কারণে,
সেই ধন করে ব্যয় অকুণ্ঠিত মনে।
খনন করায় বহু হ্রদ সরোবর,
রাজ্য রক্ষা তরে দুর্গ নির্ম্মায় বিস্তর।
বাঁধিয়া বিচিত্র সৌধ করিয়া সংস্কার,
যবন পীড়ন চিহ্ন না রাখিল আর।
বহু ধন করি ব্যয় করিলা নির্ম্মাণ,
ব্রহ্মার মন্দির এক সেই কীর্ত্তিমান।
হেন রমণীয় সৌধ জগতে বিরল,
রেখেছে লক্ষের কীর্ত্তি আজো সমুজ্জ্বল।
বহু পুত্র জন্মে তার, সুবিখ্যাত অতি,
লুন ডুন রঘুদেব চন্দ মহামতি।
লুনে লুনাবৎ বংশ ডুনে ডুনাবৎ,
চন্দে চন্দাবৎ বংশ জন্মিল মহৎ।
কেহই পেলনা কেন পিতৃসিংহাসন,
তাহার রহস্য কথা করিব বর্ণন।

অদ্ভুত বিবাহ।

রাণার তনয় চন্দ গুণের নিধান,
ছাইল ভারতবর্ষ তাঁর কীর্ত্তিগান।
রণমল্ল নামে ছিল মারবার পতি,
রাজস্থানে সম্মানিত প্রাচীন ভূপতি।
রাজপুত প্রথা ছিল সম্বন্ধ নির্ণয়ে,
আসিতেন কন্যাপক্ষ নারিকেল লয়ে।
চন্দের করেতে কন্যা সম্প্রদান তরে,
রণমল্ল নারিকেল পাঠায় সাদরে।
বিহিত সম্মানে দূতে করিয়া গ্রহণ,
পুত্রের বিবাহ রাণা করে নিরূপণ।
গ্রহের বিপাকে কোন্ জানিনা রাণার,
মনেতে হইল এক কৌতুকসঞ্চার।

[১]—১৩১৮ খৃষ্টাব্দে

পরিহাস করি লক্ষ কহে দূতবরে,
"মোর সম শ্বেত শ্মশ্রু বৃদ্ধের গোচরে।
খেলার সাত্রগ্রী হেন কোন নরবরে,
প্রেরণ করিতে কভু ইচ্ছা নাহি করে।"
হাসিয়া উঠিল যত সভাসদ্‌গণ,
দূরে থাকি চন্দ তাহা করিল শ্রবণ।
বিবাহের কথা মন্ত্রী কহিলে কুমারে,
অবনত মুখে চন্দ উত্তরিল তাঁরে।
"করিতে বিবাহ যেই মুন্দ-দুহিতায়
নিমিষের তরে ইচ্ছা হয়েছে পিতায়।
কেমনে সে কন্যা বল করিব গ্রহণ,
মাতৃরূপে আমি তাঁরে করি দরশন।
অযোগ্য বিবাহ কিসে করি মন্ত্রিবর,
ডুবা'ওনা মহাপাপে ধর্ম্মরক্ষা কর।"
শুনি কুমারের কথা রাণা-সভাসদ,
মাথায় পড়িল বজ্র ভাবিল বিপদ।
কোথা যাবে কি করিবে কূল নাহি পায়,
বিয়ে না করিলে চন্দ হবে কি উপায়।
হইবে নারীব প্রতি ঘোর অপমান,
ক্রুদ্ধ হবে রণমল্ল ভূপতি প্রধান।
তাই সবে একে একে চন্দেরে বুঝায়,
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সেই কি সাধ্য টলায়।
অবশেষে লক্ষ সিংহ কহে ক্রুদ্ধচিতে,
"হয় যদি এ কন্যারে বিবাহ করিতে।
তবে হে অবাধ্য পুত্র জানিও নিশ্চয়,
তাহার গর্ভেতে মম যেই পুত্র হয়।
পাইবে সে মিবারের রাজসিংহাসন,
ত্যজ্য পুত্র হবে তুমি, বুঝহ এখন।"
শুনি পিতৃবাক্য কহে আনন্দে কুমার,
"সত্য রক্ষা হোক্ তব রাজত্ব কি ছার।
নাহি চাহি সিংহাসন, চাহি সত্য পথ,
একলিঙ্গ নামে পিতঃ করিনু শপথ"।

পুত্রের কথায় রাণা হইয়া স্তম্ভিত,
ফাঁপরে পড়িয়া অতি হইল চিন্তিত।
পাত্র মিত্র কহে "প্রভু নাহিক উপায়,
রোষিবে মুন্দেশ, নারী সম্মান হারায়।
ধর্ম্ম রক্ষা কর কন্যা করিয়া গ্রহণ।"
বাধ্য হয়ে করে বৃদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন।

রাণা মুকুলজী।

মুকুলজীর অভিষেক।

কালধর্ম্ম মতে সদা নরধর্ম্ম চলে,
ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট পথ নাহি ভূমণ্ডলে।
সৃষ্টি কি স্রষ্টার সেবা তরে অনুক্ষণ,
যে পারে সঁপিতে প্রাণ ধার্ম্মিক সে জন।
পঞ্চাশের পরে আগে হিন্দু রাজগণ,
পুত্রে রাজ্য দিয়ে বনে করিত গমন।
সন্ন্যাস গ্রহণ করি বিধির সেবায়,
কাটাইত শেষকাল স্বর্গ কামনায়।
যখন যবনগণ বিক্রমে দুর্ব্বার,
আরম্ভিল হিন্দু ধর্ম্মে ঘোর অত্যাচার।
হিন্দু রাজাগণ বৃদ্ধ বয়সে তখন,
চলিতেন ধর্ম্ম যুদ্ধে দলিতে যবন।
বাঁচিলে মরিলে রণে ধর্ম্ম রক্ষা তরে,
ভাবিত অমর ধামে রবে চিরতরে।
মারবার কন্যাগর্ভে জন্মিল রাণার,
মুকুল নামেতে এক পুত্র সদাচার।
পঞ্চম বরষে শিশু কৈলে পদার্পণ,
গয়াক্ষেত্র যবনেরা করে আক্রমণ।
রাজা বিনা রাজ্য রক্ষা কে করিবে আর,
ধর্ম্মযুদ্ধে যেতে রাজা হয় আগুসার।
উপায় করিতে শিশু মুকুলের তরে,
কহিলেন লক্ষসিংহ চন্দের গোচরে।

"রণে যাইতেছি বাছা জানিনা কি হয়,
শিশু মুকুলের মাত্র তুমিই আশ্রয়।"
বলে চন্দ "একি পিতঃ কহিছ আবার,
তার কি করিব আমি সিংহাসন যার।"
রাণা বলে "ক্রোধে তোমা ত্যজ্য পুত্র করি,
পালহ মিবার প্রজা রাজছত্র ধরি।
তুমি ক্রোধ কৈলে বৎস রাজ্য নাশ হবে,
আমার কলঙ্ক ঘোর এ জগতে রবে।"
কহে সত্যব্রত চন্দ পিতার চরণে,
"একি কথা পিতৃদেব বল অভাজনে।
একলিঙ্গ নামে দিব্য করিয়া গ্রহণ,
অর্পিয়াছি মুকুলেরে রাজসিংহাসন।
নাহি চাহি রাজা, সত্য পালি কায়মনে,
আশীর্ব্বাদ কর পিতঃ মিনতি চরণে।
মুকুল হইবে রাজা প্রজা হব তার,
তাহার কল্যাণে দিব জীবন আমার।"
আক্ষেপ করিয়া রাণা কহিলেন কত,
রাজ্যের কামনা নাহি করে সত্যব্রত।
আদেশ করিলা রাণা "শুন বাছা মোর,
যতদিন রবে শিশু একনিষ্ঠ তোর;
ততদিন রাজদণ্ড করিয়া ধারণ,
করিবে তাহার পক্ষে মিবার শাসন।
রাণা যদি কভু কারে ভূমিদান করে,
তব ভল্ল চিহ্ন রবে দানপত্রোপরে।"
সে অবধি দানপত্রে ভল্ল চিহ্ন রহে,
চন্দের মহত্ত্ব কথা বিশ্বজনে কহে।
জনকের আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ,
অভিষেক তরে চন্দ করে আয়োজন।
মুকুলে অর্পিয়া রাজ্য লক্ষ গেল রনে,
রহিল মিবারবাসী চন্দের শাসনে।

চন্দ-বিদায়।

চন্দের শাসনে প্রজা তুষ্ট হল অতি,
লক্ষের অভাবে তারা বুঝিলনা ক্ষতি।
প্রাণের অধিক চন্দ ভাবিত মুকুল,
তাহার কুশলে সদা রহিত আকুল।
ভরিল মিবার রাজ্য তাঁর যশোগানে,
অসহ্য হইল তাহা বিমাতার প্রাণে।
মুকুলে বঞ্চিয়া রাজ্য চন্দ নিবে ছলে,
এই চিন্তা করি মাতা দিবারাতি জ্বলে।
হাসি মুখে কথা নাহি কহে চন্দ সনে,
তাহারে দেখিলে বসে বিষণ্ণ বদনে।
বিমাতার মনোভাব বুঝি মহামতি,
কহিলা চরণে তাঁর করিয়া মিনতি।
"মাগো আমি চলিলাম ছাড়িয়া মিবার,
রক্ষহ মুকুলে, কর রাজ্য রক্ষা তার।
করি নাই মুকুলের অনিষ্ট কখন,
বিদ্বেষ আমার প্রতি পোষ অকারণ।
মাগো আজি যারে দেখে জ্বলে উঠে মন,
হয়ত তাহার তরে ঝরিবে নয়ন"।
এত বলি প্রণমিয়া বিমাতার পায়।
পিতৃরাজ্য ছাড়ি চন্দ মান্দুরাজ্যে যায়।
দুই শত ভীল সঙ্গে করিল গমন,
স্বেচ্ছাক্রমে সেবিবারে প্রভুর চরণ।
মান্দুরাজ পেয়ে তারে আনন্দিত মন,
হল্লার প্রদেশ দিল করিতে শাসন।

রণমল্লের মিবার গ্রাস।

মহামতি চন্দ গেল ছাড়িয়া মিবার,
উঠিল রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার।
সুযোগ পাইয়া দুষ্ট মারবার-পতি,
রাজ্য ছাড়ি মিবারেতে আসে শীঘ্রগতি।





লইলেন রণমল্ল শাসনের ভার,
দুহিতা পাইল তাঁর আনন্দ অপার।
মরুভূমি মারবার ধুধু বালি রাশি,
স্বর্গের সম্পদ ভরা মিবারের হাসি।
দেখি তাহা রণমল্ল করে হায় হায়,
কিরূপে গ্রাসিবে রাজ্য খুজিছে উপায়।
দুহিতা দৌহিত্র স্নেহ সব গেল উড়ে,
রাজ্যের পিপাসা শুধু রহে প্রাণ জুড়ে।
লোভ হতে ঘটে বিশ্বে যত অমঙ্গল,
ষড়্ রিপু মাঝে হয় লোভ মহাবল।
রণের কুটুম্ব যত হইয়া মিলিত,
দলে দলে মিবারেতে হয় উপনীত
ক্রমে ক্রমে রণমল্ল মিবারবাসীরে,
যত রাজপদ হতে তাড়ায় বাহিরে।
আত্মীয় স্বজনে রাজ্য পূরণ করিল,
বিজিত রাজ্যের সম শাসিতে লাগিল।
জোঁকে যথা রক্ত শোষে, মিবারের ধনে
শোষে রণমল্ল, প্রজা মরে অনশনে।
রাণীর জনক বলি যত প্রজাগণ,
নীরবে করিছে সহ্য এত উৎপীড়ন।
মুকুলে করিয়া কোলে বসে সিংহাসনে,
কখন একাই বসে বাপ্পার আসনে।
বুদ্ধিমতী ধাত্রী ছিল রাজ অন্তঃপুরে,
বুঝিলা কি অভিসন্ধি করেছে চতুরে।
জনকের স্নেহে কন্যা হয়ে আছে ভোর,
জানেনা ঘেরিছে তাঁরে কি বিপদ ঘোর।
কহিলা রাণীরে ধাত্রী আকুল অন্তরে—
"পশিয়াছে রাজ্য তব পিতার উদরে।
সময় থাকিতে তার কর প্রতিকার,
রাজ্যধন পুত্র সব হারাবে তোমার।"
ধাত্রীর কথায় রাণী আকুল পরাণে
সকলি বলেছে সত্য জানিলা সন্ধানে।
জানিলা মরেছে রঘু পিতার ছলনে,
হইতেছে ষড়যন্ত্র মুকুল নিধনে।
কাঁদিয়া আকুল রাণী কার কাছে যায়,
কেমনে রাখিবে কুল, মুকুলে বাঁচায়।
রাজপদে নাহি কোন পূর্ব্ব পারিষদ,
পিতার কুটুম্বে পূর্ণ আছে সব পদ।
ব্যাকুল হইয়া কাঁদে ধাত্রীর সদনে,
ধাত্রী বলে "নাহি রক্ষা চন্দের বিহনে।
তার কাছে পত্র লিখি জানাও খবর,
কাঁদিলে হবে না, কার্য্য করহ সত্বর।"

রঘুদেব।

রঘুদেব নামে ছিল লক্ষের কুমার,
শাসন করিত তিনি রাজ্য কালবার।
কার্ত্তিকের মত ছিল অতিরূপবান,
বহুগুণযুত সাধু সুধী বীর্য্যবান্।
পুত্ররূপে প্রজাগণে করিত পালন,
ন্যায় বিচারেতে ছিল তুষ্ট সর্ব্বজন।
জীবিত থাকিলে রঘু মারবারপতি।
গ্রাসিতে মিবার রাজ্য ছিলনা শকতি।
বুঝি রণমল্ল করে উপায় সৃজন,
গোপনে সে বীরবরে করিতে নিধন।
রাজপরিচ্ছদ এক বহু মূল্যবান,
রঘুদেবে উপহার করিলেন দান।
সসম্ভ্রমে যবে রঘু পরিচ্ছদ পরে,
গুপ্ত অসিধারে বীর তখনই মরে।
পাপিষ্ঠ চাহিল যারে করিবারে দূর,
অধিকার করিল সে সর্ব্ব অন্তঃপুর।
মানুষ রাখিতে যারে মনে প্রাণে চাহে,
মৃত্যুর নাহিক সাধ্য নিয়ে যাবে তাহে।

শমন চাহিলে গর্ব্বে করিতে হরণ,
মানুষ তাহাতে করে দেবত্ব অর্পণ।
লাজ পেয়ে ধর্ম্মরাজ না দেখি উপায়,
অমর বলিয়া লিখে আপন খাতায়।
ঘরে ঘরে রঘুমূর্ত্তি করিয়া স্থাপন,
লাগিল মিবারবাসী করিতে পূজন।
পুত্রক-দেবতা রূপে রঘু পূজা পায়,
ভক্তিভরে পূজে সবে পুত্র কামনায়।
বৎসরে দু'মেলা বসে রঘুর সম্মানে,
রাজা প্রজা সুখী হয় তাঁর জয় গানে।

কিবা রাজা কি ভিখারী সকলের ঘরে,
সেই দিন যথাসাধ্য দীপদান করে।
উর্দ্ধে নীলাকাশে জ্বলে তারকা সকল,
অধে আঁধারের কোলে আলোক উজ্জ্বল।
দুইটী আকাশ যেন পরস্পরে হেরে,
তারারে জানায় ব্যথা আলো মাথা নেড়ে।
তারা বলে ভিক্ষা কৈলে লক্ষ্মী নাহি মিলে,
ঘুরে দেখ জলে স্থলে অনলে অনিলে।
আমাদের লক্ষ্মীমাতা কবে গেছে মরে,
কি পূজিব! করি শ্রাদ্ধ বছরে বছরে।

লক্ষ্মীপূজা।

হিন্দুর কমলা দেবী রহে যেই স্থানে,
সাধ্য নাহি দেখা কেহ পাবে পূজা ধ্যানে।
দূর করি গ্লানি পূর্ণ চন্দ্রের মতন,
রাতকে করিয়া দিন ঘুর ত্রিভুবন।
আলোক লইয়া করে বিশ্বের আঁধারে,
তন্ন তন্ন করে খুঁজ যদি চাও তাঁরে।
বাহুবল ঐক্যবল থাকিলে প্রবল,
আনিতে পারিলে ধরে' যাও তাঁর স্থল।
করগত করেছিল দেবতা অসুর,
বহু দুর্ভোগের পর শক্তিতে প্রচুর।
যে পারে ধরিয়া নিতে পূজিতে সে পারে,
কমল কানন রচি রহে তার দ্বারে।
কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মী-দেবতার
পূজা করে রাজপুত উল্লাসে অপার।
অতঃপর কার্ত্তিকের অমাবশ্যা কালে,
ভক্তিভাবে মহালক্ষ্মী পূজে আলো জালে
দেওয়ালী উৎসব বলে রাজপুতগণ,
পাশা খেলে' শুভাশুভ করেন গণন।

রণমল্ল দমন।

শুনি চন্দ মুকুলের ঘোর অমঙ্গল,
সোণার মিবার রাজ্য গ্রাসে রণমল,
ঘৃতাক্ত সমিধ সম উঠিল জ্বলিয়া,
বিমাতার অত্যাচার গেলেন ভুলিয়া।
নাহি থাকে হিংসা দ্বেষ মহৎঅন্তরে,
শৈবাল জন্মেনা কভু বিশাল সাগরে।
আক্ষেপ করিয়া বলে দূতের সদনে,
বিমাতার পদে মম বলিও গোপনে।
"প্রত্যহ মুকুল যেন ছাড়ি রাজপুর,
গ্রামে আসে দিতে ভোজ প্রজায় প্রচুর।
দূর হতে ক্রমে যেন আসে দূরান্তরে,
দেওয়ালীর দিনে আসে গোসুন্দ নগরে।
বিশ্বাসী রক্ষক সদা সঙ্গে দিবে তার,
পারিব রক্ষিতে দেশ জীবন তাহার।"
এতবলি দূতবরে করিয়া বিদায়
ভীল অনুচরগণে মিবারে পাঠায়।
চন্দের আদেশে ভীল আসি দলে দলে,
ভৃত্যরূপে দ্বারপালে সেবে কুতূহলে।

মুকুল প্রত্যহ আসি ভোজ দান করে,
রক্ষী সহ সন্ধ্যাকালে ফিরে যায় ঘরে।
আসিল দেওয়ালী পর্ব্ব বালক মুকুল,
গোমুন্দ নগরে গেল হইয়া আকুল।
বৃদ্ধ রণমল্ল তার রাখেনা খবর,
কন্যার সখীর প্রেমে ভাসে নিরন্তর।
রূপবতী সখী এক ছিল দুহিতার,
পাষণ্ড সতীত্ব নাশ করেছিল তার।
অমার আঁধারে মহাবিশ্ব গেছে লুকে,
লুকায়েছে রণমল্ল রমণীর বুকে।
হেন কালে দ্বিবিংশতি সৈন্য সঙ্গে করি,
মুকুল সহিত চন্দ পশে রাজপুরী।
নিঃসন্দেহে দ্বারপাল ছেড়ে দিল দ্বার,
সঙ্কেতে আসিল ভীল নিকটে তাহার।
পুরেতে প্রবেশি চন্দ ভেরীনাদ ছাড়ে,
ছুটিল বিদ্যুৎ যেন ঘন অন্ধকারে।
লাগিল রাঠোর কুল করিতে নির্ম্মূল,
কে কোথা পলায়ে যাবে নাহি পায় কূল।
রণমল্ল অহিফেণ করিয়া সেবন,
রয়েছে বিলাস কক্ষে হয়ে অচেতন।
সুযোগ বুঝিয়া তার মাথার পাগরী
খুলে নিয়ে হস্ত পদ বাঁধে সহচরী।
বাঁধিয়া বুড়ায় সখী দূরে পলাইল,
চন্দ অনুচর আসি কক্ষে প্রবেশিল।
উঠিবারে চাহে বৃদ্ধ উঠিতে না পায়,
যূপকাষ্ঠে বদ্ধ মেষ আর কোথা যায়।
দাঁড়াইল খট্বাসহ, পবন নন্দন
পৃষ্ঠেতে ধরিয়া গন্ধমাদন যেমন।
ব্রহ্ম-অস্ত্র কমণ্ডলু করেতে লইল,
নেশায় বিভোর মল্ল হুঙ্কার ছাড়িল।
ভীলের গুলীতে লীলা ফুরাইল তাঁর,
পলাইল পুত্র যোধ ছাড়িয়া মিবার।

দিতে সমুচিত শিক্ষা দুষ্ট দুরাচারে,
বহু সৈন্য লয়ে চন্দ গেল মারবারে।
অধিকার করি তার রাজ্য বাহুবলে,
পুত্রের শাসনে রাখি আসিলেন চলে।

যোধের মারবার উদ্ধার।

রাজস্থানে ছিল এক ধর্ম্মসম্প্রদায়,
ধরিয়া কুমার ব্রত থাকিত সদায়।
ক্ষুধাতুরে দিত অন্ন বিপন্নে আশ্রয়,
অতিথি সৎকারে ছিল প্রশস্ত হৃদয়।
তপ্ত মরুভূমি কিম্বা প্রান্তর কানন,
সর্ব্বত্রই ছিল তার আশ্রমে শোভন।
ভূমিপাল ধনী জন করি বহুদান
করিত সে আশ্রমের সর্ব্বথা কল্যাণ।
পলাইয়া যোধরাও অনুচর সনে,
নিশিতে আশ্রয় নিল এক তপোবনে।
হরবা শঙ্কল নামে সন্ন্যাসী প্রধান,
সদাব্রত রক্ষা তরে হল চিন্তাবান।
কি দিয়ে অতিথি তোষে কিছু নাই ঘরে,
ছিল কিছু মুঞ্জ কাষ্ঠ ভাণ্ডার ভিতরে।
গোধূম শর্করা সহ চূর্ণ করি তায়,
অভ্যাগতে যোগিবর ভক্ষণ করায়।
প্রভাতে উঠিয়া দেখে অতিথি সকল,
রঞ্জিত হয়েছে গুম্প ভাবিয়া বিকল।
হাসিয়া কহিলা যোগী চিন্তা নাহি কর,
উদিবে সৌভাগ্য শশী সুলক্ষণ বড়।
যোগীর বচনে যোধ হয়ে শান্তমন,
মাগিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে নিবেদন।
শঙ্কল সদয় হয়ে যোধের সঙ্কটে,
চলিল আপনি মিবো সর্দ্দার নিকটে।





পবনজী নামে ছিল সর্দ্দার প্রধান,
তুরঙ্গ অঙ্গার-কৃষ্ণ যার বেগবান।
প্রতিশ্রুত হল সন্ন্যাসীর অনুরোধে,
করিতে সাহায্য সবে রাজ্যচ্যুত যোধে।
সংগ্রহ করিয়া এইরূপে বহুবল,
স্বরাজ্য উদ্ধারে যোধ চলে মহাবল।
কণ্টজী মুঞ্জজী দুই চন্দের কুমার,
শাসন করিতে ছিল রাজ্য মারবার,
গুপ্ত আক্রমণে তারা পায়নি খবর,
অকস্মাৎ আসি সেনা পড়ে রাজ্যোপর
কণ্টজী সমর ক্ষেত্রে মরে মারবারে,
মুঞ্জজী হইল হত পথে গদবারে।
উদ্ধার করিল যোধ রাজ্য আপনার,
ভাসিল আনন্দ স্রোতে পুরী মারবার।
পুত্রের নিধনে চন্দ হইয়া কুপিত,
বহু সৈন্য লয়ে রণে হইল সজ্জিত।
নিরুপায় হয়ে যোধ করিল মনন,
প্রচণ্ড চন্দের সনে সন্ধি সংস্থাপন।
মিবারের রাজ্যসীমা হল গদবার,
যোধ সৈন্য মুঞ্জে যথা করিল সংহার।
মুণ্ডকাটী[১] যোধ রাও নির্ব্বিবাদে দিল,
এই সন্ধি সূত্রে চন্দ মিবারে ফিরিল।

মুকুলজীর রাজ্য বিস্তার।

চন্দের সুশিক্ষা গুণে সুমতি মুকুল,
কোন রাজগুণে নাহি ছিল অপ্রতুল।
রণমল্ল চন্দ করে হইলে নিধন,
মুকুল মিবার রাজ্য করিল শাসন।

নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ পারেনা করিতে,
চতুর্দ্দিকে শত্রু শির লাগিল তুলিতে।
ফিরোজ সাহের পৌত্র দিল্লীর ঈশ্বর,
গ্রাসিতে মিবার রাজ্য হইল তৎপর।
যবনের রণযাত্রা পাইয়া সন্ধান,
চিতোর ছাড়িয়া রাণা করে অভিযান।
আরাবলী গিরি পদে রায়পুর স্থানে,
হইল ভীষণ যুদ্ধ হিন্দু মুসলমানে।
মুকুল হইল জয়ী সে মহা সমরে,
সম্বর প্রদেশ এল মিবারের করে।
অনেক লবণ হ্রদ লভিল সে রণে,
মিবারের রাজ্য সীমা বাড়ে অনুক্ষণে।
তৈমুর নামেতে এক প্রচণ্ড যবন,
তখন ভারতবর্ষ করে আক্রমণ[২]।
হিন্দু মুসলমান কিছু না করি বিচার,
যারে পায় অকাতরে করিল সংহার।
যেই পথে পশিল সে মহামারী প্রায়,
রাশি রাশি শব শুধু পাছে রেখে যায়।
এত নরহত্যা কেহ করেনি জগতে,
তৈমুর করিল যাহা নিরীহ ভারতে।
ভস্ম হল তার কোপে দিল্লী সিংহাসন,
তোগলক রাজবংশ হইল নিধন।
অনলে অসিতে দেশ করি ছারখার,
যাহা পেল লুটে নিল সেই দুরাচার।
মুকুলের ভাগ্যগুণে না গেল মিবারে,
সে সুযোগে তাঁর বহু ধন বল বাড়ে।
করিল রাজ্যের নানা শ্রীবৃদ্ধি সাধন,
মুকুলের যশোগানে ভরিল ভুবন।
ভগবতী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির
এখনও পর্ব্বতশিরে তুলি উচ্চশির।

১ কোন সম্ভ্রান্ত রাজপুত্রকে হত্যা করার অপরাধে যে দণ্ড দিতে হয় তাহা।

২—১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে।

ঘোষিছে তাঁহার কীর্ত্তি ভারত ভিতরে,
নয়নের তৃপ্তিকর মন মুগ্ধ করে।

মুকুলের মৃত্যু।

মুকুলের তিন পুত্র, কন্যা লালা বাঈ,
তনয়ের শ্রেষ্ঠ কুম্ভ রাজস্থানে পাই।
খীচী-রাজ-বংশধর ধীরাজের করে
মহা সমাদরে কন্যা সম্প্রদান করে।
শান্তি সুখে কিছুদিন কাটাইলে কাল,
বিদ্রোহী পার্ব্বত্য প্রজা ঘটায় জঞ্জাল।
বহু সৈন্য লয়ে রাণা মাদেরিয়া দেশে
বিদ্রোহী দমনে গেল সাজি রণ-বেশে।
পিতামহ ক্ষেত্র সিংহ গর্ভে সেবিকার,
মৈর চাচা নামে দুই জন্মায় কুমার।
সপ্ত শত অশ্বারোহী সেনা দলপতি
করেনিল দাসী পুত্রে মুকুল সুমতি।
একদা সমর শেষে বসি কুঞ্জতলে
আলাপে সর্দ্দার সহ রাণা কুতূহলে।
লক্ষ্য করি বৃক্ষে কহে লক্ষের নন্দন,
কিবা গাছ বল এই, দেখিনি কখন।
চৌহান সামন্ত বলে শুনিয়া রাজারে,
মৈর চাচা বিনে কেহ চিনিবে না তারে।
ভূপতি সরল ভাবে সুধাইল যবে,
অবনত মুখে দুই রহিল নীরবে।
সূত্রধর কন্যা গর্ভে জন্মে দুইজন,
শ্লেষ প্রশ্ন ভাবি তাই রাগান্বিত হন।
সহজে পাষণ্ডদের না থামিল ক্রোধ,
খুজিতে লাগিল পথ দিতে প্রতিশোধ।
সন্ধ্যাকালে মহারাণা করে উপাসনা,
নাহি বাহ্যজ্ঞান নাহি বিষয় ভাবনা,
হেনকালে আচম্বিতে প্রবেশিয়া ঘরে
বধিল দুরাত্মাগণ মিবার ঈশ্বরে।
মুকুলে করিয়া হত্যা দুরাচারগণ
সক্রোধে করিল যাত্রা নিতে সিংহাসন।
সম্বাদ পাইয়া কুম্ভ মুকুলতনয়
বাঁধে দুর্গদ্বার, ফিরে এল পাপাশয়।
চিতোরে পশিতে নাহি পারি দুষ্টগণ
করিবারে আত্মরক্ষা প্রবেশিল বন।

রাণা কুম্ভ।[1]

পাষণ্ড দলন।

কাঁদে পুত্র পরিবার, করে প্রজা হাহাকার,
কাঁদে সেনা শিবিরে আকুল;
কাঁদিতেছে রাজস্থান কে তার রাখিবে মান,
কাঁদে সবে কোথায় মুকুল।
আজন্মের শত্রু যোধ দিতে পূর্ণ প্রতিশোধ
করিলেন প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
দিবেনা উষ্ণীষ শিরে শোবেনা শয্যায় ফিরে
চাচা মৈরে না করি নিধন।
রাত কোট গিরিবর, যার উচ্চ চূড়া পর
শ্বাপদ উঠিতে ভয় করে,
পাষণ্ড দুরাত্মাগণে শিরে তার [illegible]
শত্রুর অভেদ্য দুর্গ গড়ে
বনে কি মেঘের তলে পা[illegible]
পাপের অগম্য নহি দেশ;—
সুজা নামে চৌহানের কু[illegible]রা হরিল ফের,
পাপ তথা করিল প্রবেশ।
রেখে পদচিহ্ন ভাল চলে পাপ সর্ব্বকাল
পাপাত্মায় করিতে নিধন,
সুজা খুজে নিল পথ, কহিল কলঙ্ক যত
রাণা পদে আবরি বদন।

১—১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন

সন্ধান পাইলে কুম্ভ চলে রণে যথা শুম্ভ
সঙ্গে মারবার পতি যোধ,
এল ঘন অন্ধকার আক্রমিল দুর্গ তার
মুণ্ড ছিঁড়ে দিতে প্রতিশোধ।
সংহার করিতে সৃষ্টি পড়িছে ভীষণ বৃষ্টি
বীরগণ করেনা ভ্রূক্ষেপ,
পেরাক গিরির অঙ্গে পুতিয়া উঠিছে রঙ্গে
লতা ধরি করি পদক্ষেপ।
দেখিলেন পথোপরি আছে ব্যাঘ্রী ভয়ঙ্করী
আঁখি তার উল্কা সম জ্বলে,
বসাইয়ে অসি বুকে যোধ তারে বধে সুখে,
শুভ চিহ্ন ভাবিল সকলে।
ভট্ট কবি ছিল সঙ্গে বিজয় গাইতে রঙ্গে,
গলার পটহ তাঁর ছিঁড়ে
ভূমে পড়ে হয় শব্দ, সকলে হইল স্তব্ধ,
চাচা কন্যা জাগিল মন্দিরে।
কহিল পিতার কাছে "অরি যেন ঘেরিয়াছে ;"
বলে পিতা "করিও না ভয়,
সে যে মা মেঘের ডাক্ নীরবে ঘুমায়ে থাক্,
সাধ্য নাহি আসে শত্রুচয়।"
হেন কালে সৈন্য উঠে দুর্গ তার নিল লুটে,
পাপিগণে করিল নিধন ;
দিয়ে পূর্ণ প্রতিশোধ ফিরিলেন কুম্ভযোধ,
সুজা পেল দুহিতা রতন।

কুম্ভের বীর কীর্ত্তি।

পিতৃ-হন্তা চাচা মৈরে করিয়া নিধন
করে কুম্ভ মিবারের উন্নতি সাধন।
হাম্মীর যে শক্তি ঝঞ্ঝা ভারতে ছুটায়,
অনেক বিধর্ম্মী রাজ্য তাতে উড়ে যায়
দিল্লীর যবন শক্তি হল ক্ষীণতর,
মিবার হইল পূজ্য ভারত ভিতর।
চিতোর সম্পদ হেরি মত্ত দুরাশায়,
মালব গুর্জ্জর দেশ হয়ে সমবায়,
বহু সৈন্য সঙ্গে লয়ে আক্রমে মিবার,[১]
কি বলিব শেষ দশা কি ঘটিল তার।
চৌদ্দশ মাতঙ্গ লক্ষ সাদী পদাতিক
সঙ্গে করি মহারাণা চলিল নির্ভীক।
বিশাল সাগর সম শত্রু সেনাদল,
মালব সীমায় কুম্ভ দিল রসাতল।
মামুদ খিলিজী নামে মালব ঈশ্বরে
বন্দী করি আনে রাণা চিতোর নগরে।
ছয় মাস কারাগারে করিয়া ক্ষেপণ,
মুক্তি দিল শেষে তারে দিয়ে বহুধন।
বিজয়ের চিহ্ন রাজমুকুট রাখিল,
উদার ভূপতি আর কিছু না হরিল।
বিশাল বিজয় স্তম্ভ করিল নির্ম্মাণ,
রাখিতে সে বিজয়ের উজ্জ্বল নিশান।
গড়িতে সে স্তম্ভ তাঁর দশ বর্ষ যায়,
যুদ্ধ কথা সব লিখা আছে তার গায়।
সবলে নাগোর রাজ্য করি অধিকার
হনুমান মূর্ত্তি সহ কপাট তাহার,
স্থাপন করিলা আনি চিতোরের দ্বারে,
"হনুমান দ্বার" খ্যাত ভারত মাঝারে।
আবুগিরি-পদে এক গিরি দুর্গ ছিল,
প্রমার হইতে রাণা যুদ্ধ করে নিল।
রক্ষাগার অস্ত্রাগার নির্ম্মাইয়া তায়,
অঙ্কিত করিয়া নাম রাখিলা তথায়।
সেই দুর্গ মাঝে রম্য মন্দির ভিতরে,
কুম্ভ মকুলের মূর্ত্তি পাষাণেতে গড়ে।

১—১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

এখনো মিবার বাসী পূজিছে তাহায়,
হেন রাজভক্তি কোথা জানি না ধরায়।
নির্ম্মাইল কুম্ভ-শ্যাম আবুগিরি' পরে,
মনোহর স্তম্ভ অতি বহু শোভা ধরে।
এইরূপে মহারাণা জিনে বহুরণ
চিতোরে নির্ম্মাতে দুর্গ করিল মনন।
অতি দূরদর্শী ছিল কুম্ভ নরবর,
দেশ রক্ষা তরে তাই হয় যত্নপর।
চিতোরে চৌরাশী দুর্গ আছে বিদ্যমান,
দ্বাত্রিংশ তাহার মাঝে কুম্ভের নির্ম্মাণ।
কুম্ভমেরু নামে দুর্গ অতি দৃঢ়তর,
শত্রুর অভেদ্য তাহা আঁখি তৃপ্তিকর।
কুম্ভের বীরত্ব-কথা কত কব আর,
হইত তাঁহার নামে ভীতির সঞ্চার।

জৈন ধর্ম্ম।

হিন্দু হতে বহু ধর্ম্ম হয়েছে সৃজন,
জৈন ধর্ম্ম তার মাঝে অতি পুরাতন।
জগত পালক বিষ্ণু জিন নাম ধরে,
জৈন বলে যেবা জিন উপাসনা করে।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম মূলমন্ত্র তার,
নিরীহ প্রকৃতি অতি শান্ত সদাচার।
বর্ষাতে আলোক ছাড়া চলা ফেরা করে,
আগুনে পড়িয়া পাছে কীট পোকা মরে।
পঞ্চ গিরিবর জৈন ভাবে পুণ্যস্থান,
আবু র্গিনা পালিথান তাহার প্রধান।
রাজবারে লক্ষাধিক জৈন পরিবার,
বাণিজ্য ও রাজকার্য্যে চালায় সংসার।
ভারতে বণিক যত আছে লক্ষ্মীবান,
অর্দ্ধেকের বেশী তার জৈন ভাগ্যবান।
জৈন কুলে জন্মিয়াছে বহু জ্ঞানী জন,
বহু শাস্ত্র গ্রন্থ তাঁরা করেছে রচন।
অভিধান রচয়িতা বিখ্যাত অমর
হেমচন্দ্র হয় সেই জৈন বংশধর।
অলৌকিক বিদ্যা জানে জৈনে বহুজন,
বিদ্যাবান[১] বলি তাই নিন্দে শৈবগণ।
অমাবস্যা রজনীতে মহাত্মা অমর
দেখায় সে বিদ্যাবলে চন্দ্র মনোহর।
যবন পীড়নে বহু গ্রন্থ মূল্যবান
রক্ষা করি জৈন করে দেশের কল্যাণ।
রাজস্থানে রাজগণ রাজগুণ ধরে,
কোন ধর্ম্মে তাঁরা নাহি অনাদর করে।
সকল ধর্ম্মের প্রজা দিতেন আশ্রয়,
সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা তরে যত্ন অতিশয়।
সদ্রিনামে গিরিবর বিখ্যাত মিবারে,
জৈনের মন্দির গিরি পথের মাঝারে
দশ কোটী মুদ্রা ব্যয়ে করিয়া নির্ম্মাণ
ঋষভ দেবের নামে কুম্ভ করে দান[২]।
পুণ্য তীর্থ স্থান ইহা ছিল একদিন,
এখন শ্বাপদ পূর্ণ সর্ব্ব শোভা হীন।

কবি দম্পতী।

রাঠোর সামন্ত কন্যা মীরাবাই নাম,
বিবাহ করিল কুম্ভ সর্ব্বগুণধাম।
যে যেমন মিলে তার তেমন যোটক,
শুকের সহিত শারী পেচকী পেচক
পরস্পরে উচ্চ রাজ্যে করিয়া বহন
বিবাহের অর্থ করে সার্থক দুজন।

১—বাজিকর।

২—১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।

একে যদি প্রাণ দিতে পারে না অপরে,
দুই প্রাণ এক হয়ে কাজ নাহি করে,
সে নহে সে নহে কভু উদ্বাহ বন্ধন,
মারিবারে একে আরে সৃজে উদ্বন্ধন।
যেমতি ধার্ম্মিকা মীরা বিদুষী তেমন,
তেমতি সুন্দরী যেন সুধাংশু মোহন।
কৃষ্ণ প্রেমে মহারাণী ছিল মাতোয়ারা,
শুনিলে কৃষ্ণের নাম হ'ত আত্মহারা।
পবিত্র দ্বারকা হতে পুণ্য বৃন্দাবন,
সর্ব্ব তীর্থ ক্ষেত্রে রাণী করেন ভ্রমণ।
কমলার করে বীণা দিয়াছিল বিধি,
জগত ঘুরিলে নাহি মিলে হেন নিধি।
রচে রাণী ভক্তি-মাখা বহু কৃষ্ণ-গান,
বৈষ্ণব গাইছে আজো মাতাইয়া প্রাণ।
বীরত্বে করিল রাণা জগত ত্রাসিত,
কবিত্বে করিল তথা হৃদয় মোহিত।
কাব্য গ্রন্থ কবি কুম্ভ রচেন প্রচুর,
গীতগোবিন্দের পরিশিষ্ট সুমধুর।
জয়স্তম্ভ রাজছত্র সব গেছে উড়ে,
রাণীর করুণা টুকু আছে দেশ জুড়ে।
থাকে না লৌহের বেড়া মর্ম্মর গাঁথন,
কালের অজেয় শুধু কালির বন্ধন।

প্রেমিক।

প্রাচীন জাতির প্রথা ছিল পূর্ব্বতন,
বাহু বলে নারী রত্ন করিত গ্রহণ।
বিবাহ দ্রৌপদী সীতা রুক্মিণী ভদ্রার,
বীর-ভোগ্যা বীরাঙ্গনা বলে বারেবার।
রাঠোর কুমারে কন্যা করিতে অর্পণ
ঝালার সর্দ্দার করে সম্বন্ধ স্থাপন।
হরণ করিয়া কন্যা কুম্ভ বীরমদে,
প্রজাপতি দেবতারে ফেলায় বিপদে।
কুম্ভমেরু মাঝে তারে রাখে যত্ন ভরে,
সুদর্শনে সুধা যথা গরুড়ের ডরে।
রাঠোরের রাজপুত্র হারায়ে প্রিয়ারে,
রাজকার্য্য ছাড়ি হয় উদাস সংসারে।
কুম্ভমেরু হতে মুন্দ দুর্গ বহুদূরে,
মুন্দ যুবরাজ সদা বসি তার চূড়ে।
নিশিতে হেরিত কুম্ভমেরুর আলোক,
প্রেয়সীর দৃষ্টি ভাবি ঘুচাইত শোক।
যেথায় প্রেমের বস্তু সেথা স্বর্গ হয়,
অণু পরমাণু তার প্রেম কথা কয়।
নিশাকালে শশী ফুল্ল হয় রবি করে,
দিবসে মরিয়া যায় মনে দুঃখ ভরে।
নিশিতে থাকিত সুখে মুন্দের কুমার,
দিবাতে না দেখি তারে করে হাহাকার।
বিচ্ছেদ যাতনা আর না পারি সহিতে
একদা কুমার আসে মেরুতে উঠিতে।
নিশিতে জঙ্গল ভাঙ্গি উঠিবারে চায়,
প্রহরী জাগিল বাঞ্ছা পূরিল না হায়!
সেই হতে রাজস্থানে প্রচলিত বাণী—
"ঝাল ভেদ করি নাহি মিলিল ঝালানী"।[২]

কুম্ভের মৃত্যু।[৩]

শত্রুর অন্তরে ভীতি মিত্রের জন্মায়ে প্রীতি
রাণা কুম্ভ পঞ্চাশ বছর,
ন্যায় ধর্ম্মে শাসি দেশ রাজপূজা পায় বেশ,
প্রজাপুঞ্জ হরিষ অন্তর।

১—ঝাল=জঙ্গল।
২—ঝালানী=ঝালাবাব সর্দ্দারের কন্যা।
৩—১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

বাপ্পারাও বীরবরে যে বালার্ক নবকরে
দিয়েছিল প্রীতি আলিঙ্গন,
সে গৌরব প্রভাকর মধ্যাহ্নে উজ্জ্বলতর,
কুম্ভ সনে হয়েছে মিলন।
রাজত্ব পঞ্চাশ বর্ষ প্রজাকুল অতিহর্ষ,
উৎসবের মহা আয়োজন;
রোগী শয্যা ছেড়ে ধায় শোকাতুর নাচে গায়,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নাহি মন।
রাণার কনিষ্ঠ সুত উদা ডাকে যমদূত,
পিতৃবরে বাঁধিবার লেগে;
সুদীর্ঘ জীবন তাঁর পুত্রের হইল ভার
রাজ্যের পিপাসা মনে জেগে।
আলোরে ঘেরিয়ে কাছে ঘন অন্ধকার নাচে,
না নিভিলে আলো কেবা বুঝে,
ভীষণ মৈনাকে পড়ি ডুবিবে আনন্দ তরী
আরোহীরা দেখে নাই খুঁজে।
সেই হর্ষ কোলাহলে কুম্ভের হৃদয় তলে,
উদা আসি বসাইল অসি;
নিশীথ নিস্তব্ধ প্রায় অন্ধকারে ডুবে যায়,
রাহুগ্রস্ত হল পূর্ণ শশী।

রাণা উদা।

ঝুন্ ঝুন্ সমর জয় করিবার পর
আসনে বসার আগে কুম্ভ বীরবর,
মন্ত্র পড়ি শিরে অসি ঘুরাত ত্রিবার,
শুধাইল রায়মল কারণ ইহার।
রোষে রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রে দিল নির্ব্বাসন,
কেহ না বুঝিল দণ্ড হল কি কারণ।
নিরুত্তরে পিতৃ আজ্ঞা মানে রায়মল,
রাজ্যের পিপাসা জাগে উদায় প্রবল।
হায় হায় কি বলিব হৃদয় বিদারে,
পিতৃ হন্তা উদা রাণা হইল মিবারে।
মেষ নাহি হয় সিংহ সিংহ চর্ম্ম পরে',
রাজ-পরিচ্ছদে রাজা কেবা মনে করে।
খদ্যোত ঘুচাতে নারে রবির অভাব,
মিবার সম্পদ ক্রমে হয় তিরোভাব।
আজমীর নিল কেড়ে মারবার পতি,
আবুর পার্ব্বত্য প্রজা দেবরা নৃপতি।
এইরূপে পঞ্চবর্ষে মিবার গৌরব
পাষণ্ড রাণার করে হইল লাঘব।
কি করিবে প্রজাকুল ভাবিয়া না পায়,
উদার মুখের পানে চাহে না ঘৃণায়।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায়মল্ল ছিল নির্ব্বাসনে,
দেশের লাঞ্ছনা শুনি ব্যথা পায় মনে।
চিতোরে আসিয়া যবে দিল দরশন,
হইল আঁধারে যেন উদয় তপন।
উদারে সকলে মিলি তাড়াইল দূরে,
বসাইল সিংহাসনে রায়মল্ল শূরে।[১]
শেষ-মল্ল সূর্য্য-মল্ল দুই পুত্র নিয়ে
মিবার ছাড়িয়ে উদা গেল পলাইয়ে।
নিরুপায় হয়ে দিল্লী করিয়া গমন
যবনরাজের পদে করে নিবেদন।
"দাও মোরে ভ্রাতা হতে নিয়ে সিংহাসন,
দুহিতা তোমার করে করি সমর্পণ।"
সম্মত হইলে বাক্যে যবন ভূপতি,
ফিরিল মিবারে পুত্রে রাখিয়া দুর্ম্মতি।
বিধাতা উচিত শাস্তি করিলেন দান,
পথে পাপী বজ্রাঘাতে হারাল পরাণ।

১—১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

রাণা রায়মল্ল।

বীরকীর্ত্তি।

বহুদিন মিবারের প্রণমি চরণ,
শঙ্কিত হইয়েছিল দিল্লীর যবন।
সুযোগ পাইয়া আজি ভাসে মহাসুখে,
ব্যাঘ্র কোথা ছাড়ে মেষ আসে যদি মুখে
শেষমল্লে সূর্য্যমল্লে করিয়া সহায়
বহু সৈন্যে দিল্লীশ্বর মিবারেতে ধায়।
যবনের অভিযান শুনি রায়মল
সংগ্রহ করিল আশু বহু সেনাবল।
পরাক্রমী পদাতিক এগার হাজার,
আটান্ন সহস্র অশ্বারোহী ভীমাকার,
সঙ্গে করি মহারাণা চলিলেন রণে,
বসুধা বিদীর্ণ হয় ভীষণ গর্জ্জনে।
শিয়ারে আসিয়া রাণা আক্রমণ করে,
তরঙ্গ পড়িল যেন বালুকার চরে।
ভেসে গেল অরি-সৈন্য আঘাতে ভীষণ,
পথ নাহি পায় শত্রু করে পলায়ন।
কোন মতে প্রাণ লয়ে ধায় দিল্লীশ্বর,
জয়নাদে রায়মল্ল ফিরিলেন ঘর।
শেষমল্ল সূর্য্যমল্ল হয়ে নিরুপায়
পিতৃব্যের পদে আসি ক্ষমা ভিক্ষা চায়।
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমি মহামতি রায়,
পরিবার ভুক্ত করি রাখে দুজনায়।
কতদিন শান্তি সুখে কাটিলে রাণার,
গিয়াস মালব পতি আক্রমে আবার।
বহুবার বহুযুদ্ধ করে সে যবন,
না পারিল কোন বার জিনিবারে রণ।
পদে পদে পরাজয়ে হয়ে বলহীন
রাণা সহ সন্ধি করে গিয়াসউদ্দিন।
হীনবল দিল্লীপতি মালব দুর্ব্বল,
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করে রায়মল।

ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ।

সকল বলের শ্রেষ্ঠ হয় ভ্রাতৃবল,
ভাই ভাই এক ঠাঁই জিনে ধরাতল।
আত্ম বিচ্ছেদের মত শত্রু নাহি আর,
আত্মদ্রোহে হয় নষ্ট সোণার সংসার।
পরাক্রমী দশানন সে দোষে মজিল,
সেই মহাবিষে কুরু পাণ্ডব মরিল।
ভ্রাতৃ বলে জয়ী হল ভিখারী রাঘব,
ভ্রাতৃদ্বেষে লঙ্কেশের ঘটে পরাভব।
লিখিল বাল্মীকি ব্যাস অমর অক্ষরে
যুগে যুগে তবু পাপ বাড়ে নিরন্তরে।
ঋষি বাক্যে অবহেলা করে যেই জাতি,
ঘুচে না দুর্গতি, বংশে নাহি জ্বলে বাতি।
পৃথ্বীরাজ জয়মল্ল সঙ্গ তিন সুত
লভিলেন মহারাণা বহুগুণ যুত।
বহুগুণ দোষ হল রাজপুত্রগণে,
সকলের তীব্র দৃষ্টি পড়ে সিংহাসনে।
রাজ্যলোভে ভ্রাতাগণে বাধিল বিবাদ,
জন্মিল পিতার মনে বিষম বিষাদ।
জয় সঙ্গ পৃথ্বীরাজ ঋষি বাক্য ভুলি
সিংহাসন লোভে সবে উঠিল আকুলি।
বিবাদ মীমাংসা নাহি হয় কোন মতে,
অবশেষে হল স্থির সকলের মতে।—
চারণী দেবীরে ব্যাঘ্র-পর্ব্বতের মাঝে,
সেবিতে যোগিনী যেই আছে সেবা কাজে;
সে যাহারে বলে সেই পাবে সিংহাসন;
দেবীর মন্দিরে গেল ভ্রাতা তিন জন।

পৃথ্বী জয়মল্ল যেয়ে বসিল মাড়রে,
ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরে সঙ্গ বসিল অদূরে।
ভ্রাতাদের সঙ্গে সূর্য্য করেন গমন,
অজিনের কোণে বসে না পেয়ে আসন।
যোগিনী সঙ্কেত করি বলে পার্শ্ব হ'তে
সঙ্গ রাজা হবে, সূর্য্য খাবে কোন মতে।
যোগিনীর বাক্যে পৃথ্বী রুদ্রমূর্ত্তি ধরে,
খুলি অসি জ্যেষ্ঠ সঙ্গে আক্রমণ করে।
না থাকিলে সূর্য্য, সঙ্গ মরিত তখন;
পৃথ্বীরাজ সনে সূর্য্যে বাজে ঘোর রণ।
ভাসিল মন্দির, দেবী ডুবিল রুধিরে,
যোগিনী বাঁচায় প্রাণ সরিয়ে বাহিরে।
ক্ষত অঙ্গ হয়ে সঙ্গ অসির আঘাতে
এক চক্ষু হারাইয়া পলায় পশ্চাতে।
বীদা বণিকের করে আশ্রয় গ্রহণ,
জয়মল্ল অসি হস্তে ছুটে ক্ষিপ্ত মন।
বীদারে বলিল জয় খুলে দিতে দ্বার,
আশ্রিতের প্রাণ নাশে করে অস্বীকার।
আক্রমিল তারে তাই খুলিয়া কৃপাণ,
না খুলিল দ্বার বীদা দিল নিজ প্রাণ।
ধন্য সেই জন যেই রক্ষিতে অপরে,
আপনার প্রাণ দান করে অকাতরে।
জয়ের ভয়েতে সঙ্গ ছাড়ি সেই দেশ,
নিভৃত অরণ্যে গিয়া করিলা প্রবেশ।
পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্ল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে,
অচৈতন্য হয়ে পড়ে মন্দির ভিতরে।
শোণিতে রঞ্জিত দেহ লুপ্ত কণ্ঠস্বর,
পুরাতে লইল আসি রাজ-অনুচর।
পৃথ্বীর ঔদ্ধত্য হেরি রাণা ক্ষুণ্ন মন,
নির্ব্বাসন আজ্ঞা তাঁর করিল ঘোষণ।

ন্যায়ের মহিমা।

তক্ষশীলা নামে রাজ্য অতি পুরাতন,
প্রাচীন তক্ষক বংশ করেন স্থাপন।
অনার্য্য বলিয়া হিন্দু যারে দিত গালি,
বহুগুণে গুণী তারা ছিল কীর্ত্তি-শালী।
ভগ্নশেষ সে নগর করিলে দর্শন,
বুঝিবে স্থাপত্যে তারা কিবা বিচক্ষণ।
শোলাঙ্কী ক্ষত্রিয় বংশ পত্তন ঈশ্বর,
তক্ষক হইতে নিল রাজ্য মনোহর।
বেচা-কেনা একদরে চলিছে ধরায়,
ক্ষত্রিয় হইতে হরে পাঠান তাহায়।
শোলাঙ্কী শূর্তান শেষে দেশ হারা হয়ে
মিবারে আসিয়া রহে রাণার আশ্রয়ে।
তারাবাই নামে জন্মে কন্যা রূপবতী,
সর্ব্বস্বান্ত জনকের হরিতে দুর্গতি।
তারার বদন খানি করি ধ্রুব তারা,
চালায় জীবন তরী শূর দিশে হারা।
যখন বসিত তারা করিত শয়ন,
শুনিত পিতার কাছে বংশ-বিবরণ।
পিতৃ পুরুষের কীর্ত্তি শুনি প্রতিদিন,
জন্মিল বালার মনে উৎসাহ নবীন।
নারী জন্মে দিয়ে তারা সহস্র ধিক্কার,
ধরিলেন বীর-ধর্ম্ম বীরের আচার।
পুরুষের বেশ পরে ধনুর্ব্বাণ ধরে,
তুরঙ্গ চালায় রণ-বিদ্যা শিক্ষা করে।
দেশ উদ্ধারের তরে রাও শূর্তান,
করিলেন যতবার যুদ্ধ অভিযান;
প্রতি রণে যুঝে তারা বীরত্বে ভীষণ,
বহু বীর-চিত্ত তাতে করে আকর্ষণ।
ঘোষণা করিলা পিতা "যেই রাজপুত
উদ্ধারিবে তক্ষশীলা বিক্রমে অদ্ভুত,

অর্পণ করিব মোর তারা আমি তারে।”—
অগ্নি বিনে অগ্নি-শিখা কে বহিতে পারে।
রাণার তৃতীয় পুত্র জয়মল্ল বীর,
লভিতে রমণী রত্ন হইল অস্থির।
না হইয়ে সিদ্ধকাম প্রতিজ্ঞা পূরণে,
হরিতে তারারে চেষ্টা করিল গোপনে।
রাও শূরতান তাতে ভাবি অপমান
জয়মল্লে বধি শাস্তি করিলা বিধান।
নিরুদ্দেশ জ্যেষ্ঠ সঙ্গ, পৃথ্বী নির্ব্বাসিত,
জয়মল্ল ভাবী রাণা ছিলেন নিশ্চিত।
বুঝিলা রাওর সবে নাহি পরিত্রাণ,
হারাবে নয়ন তারা হারাইবে প্রাণ।
শঙ্কিত অমাত্য বলে বিষণ্ণ অন্তরে,
পুত্রের নিধন বার্ত্তা রাণার গোচরে।
প্রার্থনা করিলা দিতে শাস্তি সমুচিত,
কহিলেন রায়মল্ল হইয়া ব্যথিত।
“বল বল মন্ত্রিগণ কি কথা শুনালে,
এ হেন কলঙ্ক বিধি লিখিল কপালে।
বিপন্নে দুঃখিতে রাজা দিবেন আশ্রয়,
নারীর সম্মান রক্ষা রাজ-ধর্ম্ম হয়।
হেন কুলাঙ্গার পুত্র জন্মিল আমার,
সর্ব্বস্বান্ত বিপন্নের আশ্রিত প্রজার
কুলে কালি দিয়ে কন্যা হরিবারে চায়,
কেমনে বাঁচিবে প্রজা রাজ্য রক্ষা যায়।
করেছে উচিত কার্য্য বধি দুরাচারে,
সন্তান হলে ও বধ্য ন্যায়ের বিচারে।
বাখানি শূর্তানে আমি সুসাহসে তার,
বেদনোর রাজ্য তারে দাও পুরস্কার।”

পৃথ্বীরাজ।

পিতার আদেশে পৃথ্বী পঞ্চ সৈন্য নিয়ে,
চলে যায় নির্ব্বাসনে মিবার ত্যজিয়ে।
প্রণমিয়া পিতৃপদে করেছিল পণ,
নিজ বাহুবলে রাজ্য করিবে স্থাপন।
গদবার দেশে আসি হয়ে উপনীত,
মীনের দৌরাত্ম্যে দেশ দেখে জর্জ্জরিত।
উদার রাজত্বকালে পার্ব্বতীয় মীন,
মিবারে করিয়া তুচ্ছ হয়েছে স্বাধীন।
গদবার রাজ্যে তারা আসি দলে দলে,
লুট পাট করি সদা যায় কুতূহলে।
ওঝা নামে ছিল এক বণিক তথায়,
বিকাতে অঙ্গুরী পৃথ্বী তার কাছে যায়।
অঙ্গুরী দেখিয়া ওঝা চিনিল তাঁহারে,
গড়ে ছিল তাহা বেণে পরিতে কুমারে।
নির্ব্বাসন কথা যবে কহিল বণিকে,
সহায় হইতে তাঁর কহিল পৃথ্বীকে।
অঙ্গুরী ফিরায়ে দিল দিয়ে বহুধন,
দিল উপদেশ মন্ত্র করিতে সাধন।
ওঝার বচনে পৃথ্বী মীন রাজ্যে যায়,
পঞ্চ অনুচর সহ রহিল তথায়।
মিবারের ক্ষুদ্র প্রজা পার্ব্বতীয় মীন,
কাল চক্রে যুবরাজ সেবে বহুদিন।
জাগিল বিষম ঘৃণা কুমারের প্রাণে,
কিরূপে গ্রাসিবে রাজ্য রহিল সন্ধানে।
রাজস্থানে আহেরিয়া উৎসব প্রাচীন,
রাজা প্রজা আত্ম-ভাগ্য গণে সেই দিন।
অনুচর সহ পীত-পরিচ্ছদ পরি,
বরাহ শিকারে রাজা যায় সজ্জা করি।
সেই দিন যার লক্ষ্য হইবে বিফল,
নিশ্চয় বৎসরে তার হবে অমঙ্গল।
বরাহ বধিয়া তাই করি প্রাণপণ,
অর্পি গৌরী পদে করে প্রসাদ গ্রহণ।
আসিল বসন্ত কালে সেই পুণ্য দিন
মৃগয়ায় গেল মীন ভূপতি প্রবীণ।

পর্ব্ব দিন, নাই কেহ পুরীর ভিতরে,
যত কর্ম্মচারীগণ চলে গেছে ঘরে।
মন্ত্রণা করিয়া পৃথ্বী পঞ্চ-সৈন্য সনে
বধিতে রাজারে পথে রহিল গোপনে।
শিকারে বিফল হয়ে হায় মীনরাজ
বহু অমঙ্গল চিন্তি ফিরে পুরীমাঝ।
হেন কালে পৃথ্বীরাজ করি আক্রমণ
বধিয়া রাজারে লয় মীন-সিংহাসন।
জ্বালাইয়া মীন রাজ্য করে ছারখার,
যেমতি দৌরাত্ম্য তথা প্রতিশোধ তার।
এইরূপে গদবার করি করতল,
স্থাপন করিল রাজ্য পৃথ্বী মহাবল।
কতদিন গদবার করিয়া শাসন,
শুনে তারা তরে ভ্রাতা জয়ের নিধন।
রূপে গুণে শুনি তারা অতুল সংসারে
বেদনোরে আসে পৃথ্বী লভিতে তারারে

তক্ষশীলা অধিকার।
"তক্ষশীলা আমি করিব উদ্ধার"
কহিলেন পৃথ্বীরাজ,
কহে শূর তান "তারারে আমার
দিব পুরস্কার আজ।"
বীরমূর্ত্তি তাঁর বীর্য্যবতী তারা
হেরিয়া আনন্দ অতি,
ভাবি পিতৃপণ পারিবে রক্ষিতে
মনে মনে বরে পতি।
সাজে পৃথ্বীরাজ রণরঙ্গবেশে
শূর সেনাপতি যেন,
রণরঙ্গিনীর বেশ ধরে তারা
দৈত্যরণে তারা হেন।

দীপ্ত বজ্র সম চলে পৃথ্বীরাজ,
পৃথ্বী কাঁপিছে ডরে,
কৃষ্ণ অশ্বে তারা স্থির সৌদামিনী
চলে যেন মেঘোপরে।
সেনা পঞ্চ শত তুরঙ্গে আরোহি
চলিছে পশ্চাতে তার,
পাঠানের চন্দ্র গ্রাসিবারে যেন
ছুটিয়াছে অন্ধকার।
মহরম পর্ব্ব— সে মহা উৎসবে
উন্মত্ত পাঠান সাজে,
সৈন্য রাখি দূরে তারা পৃথ্বী শুধু
পশিল পুরীর মাঝে।
দেখিতে উৎসব পাঠান ভূপতি
ধরিছে মোহন বেশ,
হেনকালে পৃথ্বী করিয়া সন্ধান
জীবন করিল শেষ।
উঠে হাহাকার, পৃথ্বী তারা সেই
সুযোগে আসিল সরে;
সুশিক্ষিত গজ আসিয়া চকিতে
দ্বার অবরোধ করে।
বীরাঙ্গনা তারা করি-শুণ্ড কাটে
প্রচণ্ড অসির ঘায়,
ভৈরব গর্জ্জনে ধাইল মাতঙ্গ,
—নির্ব্বিঘ্নে বাহিরে যায়।
বহু সৈন্যবলে সাজি অস্ত্রে শস্ত্রে
ছুটিল পাঠানগণ,
স্বসৈন্যের সনে, তারা পৃথ্বী মিলে
জুড়িল ভীষণ রণ।
ভীম বেশ ধরি যুঝিল পাঠান
দলে দলে দিল প্রাণ,
জয়-লক্ষ্মী তবু তাহাদের গলে
না করিল মাল্যদান

জয় ধ্বজা উড়ে, "হর হর" রবে
মেদিনী কাঁপিছে ত্রাসে ;
তারা তারানাথ ফিরে বেদনো রে,
শূর্তান্ আনন্দে ভাসে।
আপনি জাহ্নবী খুজেনে সিন্ধুরে,
ধারেনা মন্ত্রের ধার ;
বিবাহের সভা ডাকি শূরতান
রক্ষা করে পণ তাঁর।

সূর্য্যমল্লের মিবার আক্রমণ।

সেই যোগিনীর বাণী চারণী মন্দিরে,
জাগাইল বহু আশা সূর্য্যমল্ল বীরে।
বুঝেছিল সূর্য্যমল্ল মিবারে তাহার
আপনার অংশ পাবে আত্ম-অধিকার।
সারঙ্গ নামেতে ছিল লক্ষ বংশধর,
আশ্রয় লইল সূর্য্য তাঁহার গোচর।
প্রতিজ্ঞা করিল অর্দ্ধরাজ্য দিবে তায়,
মিবার উদ্ধারে তিনি হইলে সহায়।
সারঙ্গদেবের সনে করিয়া মন্ত্রণা,
মালবপতির করে সাহায্য প্রার্থনা।
সৈন্য দিল মোজাফর মালব সুলতান,
আক্রমে মিবার সূর্য্য সারঙ্গ প্রধান।
বৃদ্ধ রাণা রায়মল্ল পুত্র শোকাতুর,
ধায় রাজ্য হতে শত্রু করিবারে দূর।
সমরে লইল সূর্য্য দক্ষিণমিবার,
সদ্রি ও বাটুরা দুর্গ করে অধিকার।
এই জয়ে সূর্য্যমল্ল হয়ে আনন্দিত
চিতোর পুরীর পানে হইল ধাবিত।
বৃদ্ধ রাণা রায়মল্ল চিন্তিয়া আকুল,
কিরূপে রক্ষিবে রাজ্য অরাতি বিপুল

হত পুত্র জয়মল্ল, সঙ্গ নিরুদ্দেশ;
নির্ব্বাসনে পৃথ্বীরাজ আছে দূর দেশ।
গদবার জয়বার্ত্তা টোডা [১] অধিকার,
পৃথ্বীর বীরত্ব কথা করেছে প্রচার।
আনন্দিত হয়ে রাণা সেই পুত্রবরে
আহ্বান করিলা রাজ্য রক্ষিবার তরে।
সূর্য্যের প্রচণ্ড গতি করিবারে রোধ
আপনি চলিলা রাণা নিয়ে বহুযোধ।
গাম্ভিরী নদীর তীরে মিলিল দু'দল,
বাঁধিল ভীষণ যুদ্ধ, ধরা টলমল।
অস্ত্রাঘাতে বৃদ্ধ রাণা হয়ে জর্জ্জরিত,
রক্তস্রাবে অবসন্ন হইল মূর্চ্ছিত।
হেনকালে পৃথ্বীরাজ বহু সৈন্য সনে
পিতার সাহায্য তরে আসিলেন রণে।
ভুলে গেল অস্ত্র জ্বালা হেরি পুত্রমুখ,
চুম্বি শির বৃদ্ধ রাণা জুড়াইল বুক।
সঙ্গীনে সঙ্গীনে যথা হতেছে ঘর্ষণ,
সম্ভবেনা সেই ক্ষেত্রে অশ্রুর মিলন।
পিতৃ আশীর্ব্বাদ লয়ে প্রণমি চরণে,
ক্রোধোন্মত্ত পৃথ্বীরাজ পশিলেন রণে।
শার্দ্দূল যেমতি ছুটে শিকার সন্ধানে,
তথা সূর্য্যমল্লে পৃথ্বী খুজে সর্ব্বস্থানে।
দুই দলে বহুসেনা মরিলেন রণে,
আসিল সন্ধ্যার ছায়া ঘন আবরণে।
নিশিতে বিশ্রাম সুখ করিতে গ্রহণ
শিবিরে ফিরিল সৈন্য, ক্ষান্ত হল রণ।

[১] তক্ষশীলা

আতিথ্য।

বহু অস্ত্র-ক্ষত-চিহ্ন ধরি কলেবরে,
শায়িত সুরজ মল শয্যার উপরে।
বিরাম দায়িনী নিদ্রা কাছে নাহি আসে,
ক্ষতচিকিৎসক তাঁর বসিয়াছে পাশে।
হেনকালে পৃথ্বীরাজ শিবিরে উত্তরে,
দেখিয়া সুরজমল বসে শয্যা' পরে।
ক্ষত গ্রন্থি ছিঁড়ে গেল উঠিতে সবলে,
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তাঁর রক্তধারা গলে।
প্রণমি চরণে পৃথ্বী শুধায় সূর্য্যেরে,
"কেমন হয়েছে ক্ষত বল এ দাসেরে।"
উত্তর করিলা সূর্য্য "শুন ভ্রাতঃ মোর,
ভুলেছি ক্ষতের জ্বালা দরশনে তোর।
মলিন বদন কেন বল হেরি তব,
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত যেন করি অনুভব।"
কহে পৃথ্বী "আসিয়াছি দেখিতে চরণ,
এখনো শিবিরে মম.করিনি গমন।
সত্যই হয়েছি আমি অতি ক্ষুধাতুর,
কি আছে খাবার দাও করি ক্ষুধা দূর।"
পৃথ্বীর কথায় সূর্য্য করিলা আদেশ,
ত্বরায় আনিতে খাদ্য করিয়া বিশেষ।
সূর্য্যের আজ্ঞায় খাদ্য আনিল প্রচুর,
খাইলেন একাসনে বসি দুই শূর।
ভোজনান্তে কহে পৃথ্বী "চলিনু শিবিরে,
কল্য প্রাতে রণক্ষেত্রে দেখিবে অচিরে।"
উত্তরে সুরজ "সত্য হইবে দর্শন,
কালি শেষ যুদ্ধ ভ্রাতঃ রাখিও স্মরণ।"

সূর্য্যমল্লের পলায়ন ও নবদুর্গ স্থাপন

উদিলেন সূর্য্যদেব করিতে দর্শন,
স্বীয় রক্তে পুত্রগণ করিবে তর্পণ।
না ডাকিতে কাক, ভেরী বাজিয়া উঠিল,
সাজ সাজ রবে বীর-শিবির ভরিল।
শরতের মেঘ যেন গর্জ্জে দুই থরে,
বিজলী চমক সম অস্ত্র খেলা করে।
যুঝিল সারঙ্গদেব বিপুল বিক্রমে,
পঞ্চত্রিংশ অস্ত্র চিহ্ন ধরে-ক্রমে ক্রমে।
তথাপি যুঝিছে বীর নির্ভীক অন্তরে,
জয়লক্ষ্মী তবু তাঁরে দয়া নাহি করে।
পৃথ্বীর বিক্রমে সূর্য্য হয়ে সন্ত্রাসিত,
বাটুরার অভিমুখে হইল ধাবিত।
দারুময় দুর্গ এক করিয়া নির্ম্মাণ,
অতি কষ্টে তথা বীর করে অবস্থান।
একদা শীতের নিশি করিতে যাপন
অগ্নিকুণ্ড পাশে বসি করে আলাপন।
হেনকালে পৃথ্বীরাজ প্রচণ্ড বিক্রমে
দারু দুর্গ ভগ্ন করি সুরজে আক্রমে।
না থাকে সারঙ্গদেব, পৃথ্বীর আঘাতে
সুরজের ছিন্ন মুণ্ড লুণ্ঠিত ধূলাতে।
সারঙ্গ পৃথ্বীরে কহে করি তিরস্কার,
"ডুবাইলে বীর-ধর্ম্ম, একি ব্যবহার!
শত অস্ত্রাঘাত চেয়ে মুষ্ঠাঘাত এক
এখন অসহ্য.বড়, মনে করে দেখ।"
হাসিয়া কহিলা সূর্য্য "ভ্রাতার গোচর
পাই যদি সে আঘাত কিবা মনে কর।"
কহিলেন পৃথ্বীরাজে "শুন ভ্রাতঃ মোর,
বড়ই ব্যথিত হেরি দুঃসাহস তোর।
আমি যদি মরি বৎস কিবা ক্ষতি কার,
পথের ভিখারী আমি কি আছে আমার।




জান তুমি রাজপুত মম পুত্রগণ,
লুট পাট করি দেশ ধরিবে জীবন।
মিবার হইবে ধ্বংস তুমি যদি মর,
রহিবে আমার নিন্দা জগত ভিতর।
চিতোর অদৃষ্টে কিবা ঘটিবে লাঞ্ছনা,
একবার নাহি ভাব তাহার ভাবনা।"
সূরজের কথা শুনি হয়ে লজ্জানত
স্বীয় অসি পৃথ্বীরাজ করে কোষগত।
শুধাইল পরে পৃথ্বী "কহ এ নিশিতে
অগ্নিকুণ্ড পাশে বসি ছিলে কি করিতে।"
"ভোজনের শেষে বসি সারঙ্গের সনে
অসম্বন্ধ আলাপেতে ছিলাম দুজনে।"
এতেক কহিলে সূর্য্য পুনঃ পৃথ্বী কহে,—
"আমা হেন শত্রু যার শিয়রেতে রহে,
আলাপ করিতে পারে নিশ্চিন্তে সেজন,
এহেন অদ্ভুত কথা শুনিনি কখন।"
হাসিয়া কহিলা সূর্য্য পৃথ্বীর নিকটে,
"কি করিব আমি বৎস কহ এ সঙ্কটে,
করিয়াছ নিসম্বল কি করি এখন,
কোন মতে করিতেছি সময় যাপন।"
এইরূপে কথাবার্ত্তা কহি পরস্পরে,
শয়ন করিল সবে দুর্গের ভিতরে।
প্রভাত হইলে পৃথ্বী কহে সূর্য্যবীরে,
কালিকা দর্শনে চল দেবীর মন্দিরে।
পৃথ্বীসহ সূর্য্যমল্ল নাহি গেল আর,
সঙ্গেতে সারঙ্গদেব গেলেন তাঁহার।
দেবীপূজা সাঙ্গ হলে পৃথ্বী নিজ করে
করিয়া মহিষ বলি ছাগ বলি করে।
পশ্চাতে সারঙ্গদেবে করি আক্রমণ
দেবীর খর্পরে মুণ্ড করিল অর্পণ।
প্রতিশোধ দিয়ে পূজা করি সমাপন,
অবশেষে দাক দুর্গ করিল লুণ্ঠন।

সাদ্রিদেশে গেল সূর্য্য ভয়েতে পলায়ে,
যত বিত্ত ছিল দিল ব্রাহ্মণে বিলায়ে।
মিবার বিজয় আশা করি বিসর্জ্জন
কনখল মহারণ্যে করিল গমন।
দেখিলেন সেই বনে ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর,
অদূরেতে ছাগ শিশু খেলিছে সুন্দর।
দুর্ব্বলা জননী তার রক্ষিতেছে ছাগে,
ধরিতে পারেনা ব্যাঘ্র মরিতেছে রাগে।
দেখিয়া অদ্ভুত চিত্র সূর্য্যের অন্তরে
সেই যোগিনীর কথা জাগে দৃঢ় করে।
কাঁদিয়া কহিলা সূর্য্য "মাতঃ জন্মভূমি,
অভাজনে এত স্নেহ করিবে কি তুমি!
ছাগ জননীর মত আবরি অঞ্চলে,
পাষণ্ডে রাখিতে চাও ও পদকমলে!
ভ্রাতার শোণিতে রঞ্জে যেবা তোর বুক,
তারেও করিতে স্নেহ নহ পরাঙ্মুখ!
বুঝিলাম সত্য, নাহি কুমাতা জগতে,
মায়ে ভুলি স্বার্থপর ভোগে নানামতে।
লাজে ভেঙ্গে পড়ে শির যাবনা কোথায়,
ক্ষম অপরাধ মাগো রাখ রাঙ্গা পায়।
এই ভিক্ষা পদে, যেন মম বংশধর,
তোমার সেবায় প্রাণ দেয় নিরন্তর।
মম সম পাপী হেন না জনমে আর,
করিবারে যুগে যুগে লাঞ্ছনা তোমার।"
সূর্য্যের হইল মনে আশার সঞ্চার,
সঙ্কল্প করিল স্থির তথা রহিবার।
স্বীয় বাহুবলে বীর যুঝি অকাতরে,
বনবাসী জনোপরে আধিপত্য করে।
সুদৃঢ় দেবলগড় দুর্গ নির্ম্মাইল,
নামেতে প্রতাপগড় নগর স্থাপিল।
এইরূপে ক্ষুদ্র রাজ্য করিয়া স্থাপন,
করিলেন বহুদিন তাহার শাসন।

অদ্যাপিও রহিয়াছে তাঁর বংশধর,
ভোগ করিতেছে গিরি নগর সুন্দর

পৃথ্বীরাজ ও রাণার মৃত্যু।

দুরাত্মা শিরোহীরাজ পাভুরায়-করে
রাণা রায়মল্ল কন্যা সম্প্রদান করে।
মাদক সেবিত পাভু ছিল দুরাচার,
করিত পত্নীর প্রতি পশু-ব্যবহার।
স্বামীর যাতনা আর সহিতে না পারি,
সবিশেষ পৃথ্বীরাজে লিখে ভগ্নী তাঁরি।
ক্রোধে মত্ত হয়ে পৃথ্বী করিয়া গমন,
ভগ্নীর দুর্দ্দশা গুপ্তে করিলা দর্শন।
ক্রোধেতে পাভুর মুণ্ড কাটিবারে যায়,
চরণে ধরিয়া ভগ্নী বলিল তাঁহায়।
"বিধবা করিতে দাদা করিনি আহ্বান,
চরিত্র শোধন কর করি শিক্ষা দান।
অপ্রিয় হলেও, ভগ্নী অর্পিছ তাহায়,
ডুবাইলে জীর্ণ তরী যাত্রী ডুবে যায়।"
প্রতিজ্ঞা করিল পাভু ধরিয়া চরণে,
নাহি দিবে কোন কষ্ট পত্নীরে জীবনে।
বহু খত লিখে দিল পাভু দুরাশয়,
কাতর হেরিয়া পৃথ্বী হইল সদয়।
পঞ্চদিন শিরোহীতে করিয়া যাপন,
পৃথ্বী রাজ্যপানে পুনঃ করিলা গমন।
প্রতিশোধ নিতে পাভু পাপী দুরাচার,
সুমিষ্ট মোদক তাঁরে দিল উপহার।
আসিয়া কমল্মীরে তৃষ্ণায় কাতর,
মোদক সেবন করে হরিষ অন্তর।
খাইতে খাইতে পৃথ্বী হইল মূর্চ্ছিত
কালকূটে সর্ব্ব অঙ্গ হল জর্জ্জরিত।
দেবীর মন্দিরে নিল ধরাধরি করে',
তারারে আনিতে লোক চলিল সত্বরে।
শয়নে স্বপনে রণে সঙ্গিনী তারায়,
একাকিনী ফেলে পৃথ্বী পৃথ্বী ছেড়ে যায়।
তারা এসে দেখে তাঁর নয়নের তারা,
তারা হারা হয়ে শূন্যে ঘুরে দিশেহারা।
আকুলা হইয়া সতী পতিপদে পড়ে,
ঝাঁপিল অনল-কুণ্ডে উন্মাদ অন্তরে।
স্থূলে স্থূলদেহ দুই মিশিল চিতায়,
সূক্ষ্মে সূক্ষ্মদেহ মিলে অন্তরীক্ষে যায়।
নিভিল কমলমীরে চিতার আগুন,
জ্বলিল চিতোর বক্ষে শ্মশান দ্বিগুণ।
বৃদ্ধ রাণা রায়মল্ল পুত্রের নিধনে,
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ধরাসনে।
না ভাঙ্গিল মূর্চ্ছা আর না ফিরিল জ্ঞান,
মিবার ছাড়িয়া স্বর্গে করিলা প্রস্থান।
কাঁদিল মিবার মাতা কারে দিবে কোল,
উঠিল মিবার বক্ষে ক্রন্দনের রোল।

রাণা সঙ্গ।

সঙ্গের আদ্যজীবন।

শোকেতে রাণার হল জীবলীলা শেষ,
হত জয় পৃথ্বীরাজ, সঙ্গ নিরুদ্দেশ।
কে আজ বসিবে বল বাপ্পার আসনে,
দলে দলে ছুটে প্রজা সঙ্গ-অন্বেষণে।
পৃথ্বী ভয়ে রহে সঙ্গ লুকাইয়া বনে,
করিত রাখাল বৃত্তি কৃষক ভবনে।
না জানিত গরু মেষ করিতে পালন,
করিত কৃষক তাঁরে সদা জ্বালাতন।

খেতে পটু কাজে কুড়ে বলিয়া গঞ্জিত,
কখন প্রহার করি তাড়াইয়া দিত।
গোধূম ভূষির রুটী পাইত আহার,
কি করিবে সবি সহ্য করিত কুমার।
অদৃষ্টের প্রতীক্ষায় সহে সর্ব্ব দুঃখ,
ধীরে ধীরে লক্ষ্মী হয় সুপ্রসন্ন মুখ।
বীরত্বের চিহ্ন তার অঙ্কিত বদনে,
অশেষ যন্ত্রনা সদা ভোগে গোচারণে।
দেখি রাজপুত এক সদয় অন্তরে,
অশ্ব সহ অস্ত্র শস্ত্র দিল সঙ্গ করে।
করিমচান্দরাও ছিল শ্রীনগর পতি,
বলিল তথায় তাঁরে যেতে শীঘ্রগতি।
উপদেশ মতে সঙ্গ লইল আশ্রয়,
অবিলম্বে করিমের সেনাভুক্ত হয়।
দুর্গম প্রান্তর মাঝে গহন কাননে,
ভ্রমণ করিত সঙ্গ অনুচর সনে।
করিমের সঙ্গে দেশ করিত লুণ্ঠন,
করিত সীমান্ত রাজ্য সদা আক্রমণ।
একদা বিশ্রান্ত হয়ে বনের ভিতরে,
বট বৃক্ষ তলে সঙ্গ ঘুমাইয়া পড়ে।
সূর্য্যের কিরণ ভেদি পত্র আচ্ছাদনে,
নেচে নেচে করে খেলা ঘুমন্ত বদনে।
হেরি কৃষ্ণ সর্প, করি ফণা প্রসারণ
সেবিছে কুমারে রৌদ্র করিয়া বারণ।
দেবীপাখী আসি বসে ফণীর ফণায়,
কি এক রহস্যময় সুধাগীতি গায়।
গোচারণে যেতে মারু শুনি পাখীস্বর,
নিকটে যাইয়া দেখে দৃশ্য মনোহর।
বিস্ময়ে যাইয়া মারু করিমে বলিল,
অতি শুভ চিহ্ন বলি মরমে বুঝিল।
সম্রাট হইবে সঙ্গ জানিয়া সুমতি
গোপনে রাখিল কথা হয়ে হর্ষ অতি।

কি ঘটেছে সঙ্গ তার কিছু নাহি জানে,
নিদ্রাভঙ্গে ফিরে গেল প্রভু বিদ্যমানে।
সে হ'তে করিম তারে অতি যত্ন করে,
সযৌতুকে স্বীয় কন্যা অর্পে সঙ্গ-করে।
রাণার মরণ কথা করিয়া শ্রবণ,
সসৈন্যে মিবারে সঙ্গে করিলা প্রেরণ।

সঙ্গের রাজ্যলাভ ও বৃদ্ধি।

ফুটবল সম সবে ঘুরে ধরা' পরে,
ঠিক নাই কবে কেবা কার পায়ে পড়ে।
সকলে ঘুরিছে বিশ্বে অব্যর্থ নিয়মে,
সিংহাসন ও সেই বিধি মানেন সম্ভ্রমে।
মহম্মদ তোগলক তৈমুরের ডরে,
প্রাণভয়ে রাজ্য ছাড়ি পলায় গুর্জ্জরে।
সুন্দর সোণার পুরী করি ছারখার,
তৈমুর ফিরিয়া গেল দেশে আপনার।
কি ইচ্ছা করিয়া পরে সৈয়দ খেজরে,
পাঠাইল দিল্লীরাজ্য শাসনের তরে।
প্রতিনিধি রাজপদ করিয়া গ্রহণ—
সৈয়দ রাজার বংশ করিল সৃজন।
ছত্রিশ বৎসর রাজ্য করে তারা ভোগ,
পুনশ্চ রাশিতে তার ঘটিল দুর্যোগ।
বহলুল লোধী নামে অপর যবন,
সৈয়দ হইতে নিল দিল্লী সিংহাসন।
ইব্রাহিম লোধী যবে দিল্লীর ভূপতি,
মরিলেন রায়মল্ল মিবারের পতি।
পড়ে আছে চিতোরের শূন্য সিংহাসন,
ঘোর অন্ধকারে প্রজা হয়েছে মগন।
হেনকালে সঙ্গ আসি প্রবেশে মিবারে,
উদিল ভাস্কর যেন নিশির আঁধারে।

বহুদিনে রাজপুত্রে করিয়া দর্শন
হল রাজ্যে উৎসবের মহা আয়োজন।
আনন্দে করিল প্রজা অভিষেক[১] তাঁর,
ঘুচে গেল মিবারের দুঃখ অশ্রুধার।
প্রবাসী জনক পুত্রে করিয়া দর্শন,
অপুত্রক পুত্রলাভে আনন্দ যেমন,
বহুদিন পরে সঙ্গ পেয়ে রাজ্যভার,
পালিতে লাগিল প্রজা উল্লাসে অপার।
অতি অল্পদিন মাঝে মিবার ভিতরে
সুযশ প্রতিভা তাঁর ঘোষে ঘরে ঘরে।
পিতৃ-শত্রুগণ পুনঃ হয়ে এক যোগ
না দিল শান্তিতে রাজ্য করিবারে ভোগ।
মালব গুর্জ্জর আর দিল্লীর যবন,
সকলে করিয়া বশ পিতৃশত্রুগণ,
একত্রিত হয়ে সবে ক্রমে ষোলবার
বহুসৈন্যবল লয়ে আক্রমে মিবার।
তুলায় আগুন যথা ভস্ম করে দিল,
মিবারের সীমা ক্রমে বর্দ্ধিত হইল।
সঙ্গের অসীম শক্তি করিয়া দর্শন
ভীত হল রাজস্থানে যত রাজাগণ।
রায়সেনা রায়পুর বুন্দী আজমীর
আবু কল্পী নাগরোল শিক্রী গোয়ালীর,
সকল সামন্ত রাজা প্রসাদের আশে,
আবদ্ধ হইল তাঁর অধীনতা পাশে।
পরাজিত দিল্লীপতি ক্রমে ষোলবার,
প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছা জন্মিল তাহার।
এইবার বহুবল করিয়া সংগ্রহ,
সঙ্গের বিরুদ্ধে চলে করিয়া আগ্রহ।
শুনে দিল্লীশ্বর যুদ্ধে করে আগমন,
মহারাণা রণসজ্জা করিল ভীষণ।

অশীতি সহস্র অশ্বারোহী সেনাবল,
কত পদাতিক সংখ্যা কে করিবে বল।
সামন্ত নৃপতি যত রাণার আদেশে
বহু সৈন্য লয়ে সবে সাজে রণবেশে।
ইব্রাহিম লোধী নামে দিল্লী-অধীশ্বর
স্বয়ং চালায় সৈন্য গর্ব্বে বহুতর।
বাকরোল ঘাটোলীতে দুই যুদ্ধ হয়,
দুবার যবন সৈন্য হল পরাজয়।
কোথায় মালব গেল কোথায় গুর্জ্জর;
কোথা গেল দিল্লীপতি নাহিক খবর।
যবন ভূপতি এক বন্দী করি রণে,
ফিরিল চিতোরে রাণা উল্লসিত মনে।
এ রণে রাণার খ্যাতি হইল অশেষ,
মিবার রাজ্যের সীমা বাড়িল বিশেষ।
দক্ষিণে মালব রাজ্য, পশ্চিমে পাহাড়,
পূর্ব্বে সিন্দ, পীলখাল উত্তরেতে যার।
রণবিশারদ বলি সর্ব্ব রাজস্থান
সঙ্গেরে "সংগ্রাম সিংহ" করে আখ্যাদান
যথা বীর্য্যবান ছিল তথা সহৃদয়,
তেমতি কৃতজ্ঞ ছিল সংযত হৃদয়।
দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিল, দিল কন্যা দান,
করিমে অজমীর রাজ্য করিল প্রদান,
শাসিত অম্বর রাজ্য পৃথ্বীর তনয়,
নাহি করে হস্তক্ষেপ তাতে মহাশয়।
ভুলিয়া ভ্রাতার যত পূর্ব্ব নির্যাতন
ভ্রাতুষ্পুত্র গণে স্নেহ করে অনুক্ষণ।
বহুযশে শাস্ত্রে রাজ্য সুনীতি প্রচারে,
বাবরের রণভেরী বাজে সিন্ধুপারে।

১-১৫০৯ খৃষ্টাব্দে

তুর্ক বংশের উৎপত্তি বিবরণ।

প্রাচীন পুরাণ কাব্য আদি গ্রন্থ পাঠে,
অসুরের নামে পড়ে অনেকে বিভ্রাটে।
কে উহারা কোন্ জাতি নর কিবা নয়,
অনেকের মনে জাগে বিষম সংশয়।
দেশ-ধর্ম্ম শত্রু যারা ছিল বলবান,
তাহাদের করে কবি সেই আখ্যাদান।
যবন ভূপতি গণে ভট্ট-কবিগণ,
অসুর বলিয়া বহু করেছে বর্ণন।
মোছ্‌লেমের মুখে হিন্দু কাফের[১] যেমতি,
অপরে বলেন খ্রীষ্ট হিদেন[২] তেমতি।
তথা হিন্দু কবিগণ বিধর্ম্মী অপরে,
অসুর যবন[৩] ম্লেচ্ছ[৪] সংজ্ঞাদান করে।
ইহাই মানব ধর্ম্ম, এ নীতি জগতে,
আপন স্বাতন্ত্র্যরক্ষে অন্য জাতি হ'তে।
গালি ব'লে যে ইহারে কষ্ট পায় প্রাণে,
ঘুচে ভ্রম চাহে যদি আত্মসুখ পানে।
যেমন অসুর, নাগ তক্ষকে তেমন
নাগরূপে বর্ণিয়াছে হিন্দু কবিগণ।
শাকদ্বীপ হতে তারা আসিয়া ভারতে
বিক্রমে করিত বাস বহুবর্ষ হ'তে।

১—পৌত্তলিক। নাস্তিক।
২—যাঁহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম বিহীন রাজ্যে বাস করেন এবং খ্রীষ্টান মুসলমান কি য়ু নহেন। অখ্রীষ্টান। অধার্ম্মিক।
৩—আরবদেশ। তুরস্কদেশ। মুসলমান। বিধর্ম্মী।
"যবন মোসলমানেঙ্গরেজোভয়জাতি বাচকঃ।"
৪—যাঁহারা অসংস্কৃত কথা বলেন।
"গোমাংস খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচরণ বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।"
"চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে
ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয়ঃ আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্।"

মানুষ ছিলেন তাঁরা নাহিক সংশয়,
বহুগুণ তাঁহাদের ছিল শোভাময়।
সম্ভব পূর্ব্বেতে ছিল চরিত্র ভীষণ,
নাগরূপে তাই কবি করেছে বর্ণন।
ক্রমে সেই জাতি হিন্দু ভাবাপন্ন হয়,
হিন্দুরে মানিয়া শ্রেষ্ঠ হিন্দু দেশে রয়।
নাগ তক্ষকের সনে বহু হিন্দুগণ
বিবাহ সম্বন্ধ শেষে করেন স্থাপন।
নাগের বিধবা কন্যা উলুপী সুন্দরী,
ভারতে রয়েছে, পার্থ নিল বিয়ে করি।
কালে সে প্রাচীন বংশ হইল নিধন,
মুসলমান্ ধর্ম্ম বহু করেছে গ্রহণ।
শাকদ্বীপে তাহাদের যেই শাখা ছিল,
তাহা হতে বহুবীর জনম লভিল।
তৈমুর চেঙ্গিস খাঁ আতিলা প্রবর,
সকলেই হয় তক্ষকের বংশধর।
সে তক্ষক তুর্ক নাম করিয়া ধারণ,
শেষেতে ভারতবর্ষে করে আগমন।

বাবরের ভারত আক্রমণ।

চন্দ্র সূর্য্যবংশ ধ্বংস হবে তুর্ককরে,
ভবিষ্য পুরাণে আছে অমর অক্ষরে।
তুর্ক বংশে জন্মেছিল বাবর সুজন,
শাকদ্বীপ ফর্গণায় ছিল সিংহাসন।
বাবর দ্বাদশ বর্ষে পায় রাজ্য ভার,[১]
অতি পরাক্রমী ছিল বীর অবতার।
রাজা হয়ে দুই মাস পরে মহাবল
বিক্রমে সমরখন্দ করে করতল।
সঙ্গের মতন সেই যবন ভূপতি,
ভুগেছে জীবনে তাঁর অনেক দুর্গতি।

১-১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে

বাবর স্বরাজ্য হতে হয়ে বিতাড়িত,
সিন্ধুর পশ্চিম পারে হয় উপনীত।
সৌভাগ্য আকাশে শশী হইলে উদয়,
কাল মেঘ সম যত বিঘ্ন দূর হয়।
সূর্য্য-তেজ ধরে রাজা প্রজা রৈলে বশে,
বিবশ হইলে পর উল্কা সম খসে।
অনেকের বিধি করে', অনেকের করে
রাজার জীবন বিধি রাখে চক্রকরে'।
দুর্দ্দান্ত ছিলেন অতি ইব্রাহিম লোধী,
উৎপীড়নে প্রজাপুঞ্জ হইল বিরোধী।
সকলে মিলিয়া করে বাবরে আহ্বান,
দ্বিসহস্র সৈন্যে বীর করে অভিযান।
পুরাণের কথা বিধি করিতে পূরণ
বাবরে ভারতে যেন করিলা প্রেরণ।
হীনবল দিল্লীপতি সঙ্গের বিক্রমে,
জানিয়া বাবর তাঁরে প্রথম আক্রমে।
পানিপথ ক্ষেত্রে হয় ভীষণ সমর, [১]
পরাজিত হইলেন দিল্লীর ঈশ্বর।
ইব্রাহিম লোধী রণে হারায় জীবন,
নির্ব্বিঘ্নে বাবর পায় দিল্লী সিংহাসন।
ছিল যেই ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডুর দুর্ব্বার,
সৈন্য সংখ্যা ছিল শত অক্ষৌহিণী যার।
ক্রমেতে গজনী ঘোরী দাস মহাবল,
খিলিজী ও তোগলক সৈয়দ প্রবল,
লোধীর পাদুকা শিরে করিল বহন,
অবশেষে বাবরের সেবিল চরণ।
দারিদ্র্য বিধির যদি হয় অভিশাপ,
সম্পদ তাঁহার দণ্ড বলিতে কি পাপ।
যে চাহে ভারত-ভূমি তব মুখ পানে,
পুণ্য কৈলে দৈন্য পায় কে না বুঝে প্রাণে!

১—১৫২৬ খৃষ্টাব্দে।

জানিনা কি পাপে বক্ষে এত রত্নরাশি
ধরি ভবসিন্ধু মাঝে রহিয়াছ ভাসি।
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ হয়েছে জর্জ্জর,
কভু কূলে আস কভু অকূলে দুস্তর।
এখনো রয়েছ ভাসি এই চমৎকার,
একি স্তুতি কিবা নিন্দা বুঝিনা তোমার।
মা তুমি বিশ্বের মাঝে সহ্যের প্রতিমা,
তব স্তন্য মাঝে আছে সে তীব্র গরিমা।
সকলে ছুটেছে বিশ্বে করি কোলাহল,
তুমি শুধু চেয়ে আছ আঁখি ছল ছল।

ফতেপুর শিক্রীর যুদ্ধ [১]।

লোধীরে করিয়া হত দিল্লী জয় করে',
বাবরের দৃষ্টি পড়ে মিবার উপরে।
বুঝিয়া সংগ্রামসিংহ বাবরের মতি,
বহু সৈন্যদল সজ্জা করে শীঘ্রগতি।
বাবর করিল যেই যুদ্ধ অভিযান,
বিয়ানায় আসি সঙ্গ করে বাধা দান।
ছিন্ন ভিন্ন শত্রুসৈন্য পলাইল ডরে,
একদল সৈন্য দূরে রহে কষ্ট করে'।
আত্মরক্ষা তরে করি পরিখা খনন
করিতে লাগিলা ব্যর্থ হিন্দু আক্রমণ।
ভারতের ভূমি-স্পর্শে বাবরের চিতে
জাগিল নূতন ভাব আসি অতর্কিতে।
পশ্চিমের রুদ্র ভাব করি পরিহার
সংযমে লভিতে শক্তি ইচ্ছা হ'ল তাঁর
সংযম বিহনে নাহি জিনিবে সমর,
বুঝিয়া সাধনে তার হ'ল যত্নপর।
নাহি করে মদ্যপান, ভাণ্ড করে দূর,
দরিদ্র ফকিরে ধন বিলায় প্রচুর।

১—১৫২৭ খৃষ্টাব্দে।

বিলাস ব্যসন যত করি পরিহার
নির্ভর করিলা শুধু পদে বিধাতার।
মহত্ত্ব না বুঝি তাঁর যত সেনাদল
মদ্য ত্যাগে হতোদ্যম হইল সকল।
কুফল ফলিল দেখি সুমতি বাবর,
ধর্ম্মের দোহাই দিতে হয় অগ্রসর।
ধর্ম্মসম বলকর কিছু নাহি আর,
ধর্ম্মে রক্ষা করে প্রাণ ধর্ম্মেতে সংসার।
মানুষ ধর্ম্মের নামে পারেন সাধিতে,
দেবের অসাধ্য যাহা হাসিতে হাসিতে।
সেনার করেতে করি কোরাণ অর্পণ,
বলে "রক্ষা তরে তার কর প্রাণ পণ।
জন্ম যবে লভিয়াছ মৃত্যু আছে তায়,
ধর্ম্ম বিনে সঙ্গে কিছু যাইবেনা হায়।
প্রচার করিতে ধর্ম্ম রাজ্য করি জয়,
ধর্ম্ম রক্ষা কর যদি, রাজ্য ভোগ হয়।
না পার কাফেরগণে করিবারে জয়,
কোরাণের অপমান করিবে নিশ্চয়।
যেই ধর্ম্ম সঙ্গে করি ছাড়িয়াছ দেশ,
রক্ষিতে তাহারে যত্ন করহ বিশেষ।
শপথ করিয়া বল লভিব বিজয়,
করিব বীরের মত নতু দেহ ক্ষয়।
কতদিন বদ্ধ রবে দুর্গের ভিতরে,
লইয়া আল্লার নাম আক্রম কাফরে!"
শপথ করিয়া সবে চলিলেন রণে,
শিক্রীতে ভীষণ যুদ্ধ বাজে হিন্দু সনে।
নাহিক জয়ের আশা বুঝিয়া বাবর,
সন্ধির প্রস্তাব করে রাণার গোচর।—
পীলাখাল দুই রাজ্যে সীমানা হইবে,
বার্ষিক নির্দিষ্ট কর রাণা সঙ্গে দিবে।
করিবে দিল্লীর রাজ্য বাবর শাসন,
এই বলি দূত এক করিল প্রেরণ।
না দিবে শরণাগতে আশ্রয় যে জন,
ভাবে হিন্দু হবে তার নরকে গমন।
এই ভাবি মহারাণা বহু চিন্তা করে,
নির্ম্মূল করিতে নতু পারিত বাবরে।
সুযোগ পাইয়া তাতে দিল্লী-অধিপতি,
কৌশলে করিল বশ হিন্দু-সেনাপতি।
ছল চক্র করি সন্ধি না করিল আর,
ছাড়িল যবন সৈন্য সমর হুঙ্কার।
ব্যস্ত হয়ে মহারাণা আক্রমে যবনে,
বাজিল তুমুল যুদ্ধ বিপক্ষের সনে।
গুড়ুম গুড়ুম নাদে গর্জ্জিল কামান,
ধূমেতে ঢাকিল বিশ্ব, ধরা কম্পমান।
অনেকে বিশ্বাস করে হিন্দু বীরগণ
বন্দুক কামান নাহি চিনিত কখন।
অনল অস্ত্রের তাঁরা রাখিত খবর,
শুক্রনীতি মাঝে আছে বর্ণনা সুন্দর।
বন্দুকে নালীক ক্ষুদ্র, কামানে বৃহৎ
নালীক বলিত, ব্যাখ্যা[১] আছে যথাযথ।
রণে নিতে তারে হিন্দু ঘৃণা করে মনে,
বাহুবলে বীর-কীর্ত্তি দেখায় ভুবনে।
বিদেশী বীরের মাঝে ভারতে প্রথম,
চালাইল গোলাগুলী বাবর নির্ম্মম।
গর্জ্জিছে কামানরাজি ধূমে অন্ধকার,
আঁধারে হইল এক খেলা চমৎকার।
ধূমেতে পড়িল ঢাকা নয়ন যেমন,
লজ্জা ঘৃণা ধর্ম্মে তথা দিল আবরণ।
শিলাদিত্য ছিল হিন্দু সেনার অগ্রণী,
কৃতঘ্নতা করি ধর্ম্ম ডুবায়ে অমনি
আঁধারে লুকায়ে শত্রুদলে দিল যোগ,
ধূম গেলে দেখে সঙ্গ ঘটেছে দুর্য্যোগ।

১—"নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ
ইত্যাদি।

তবুনা ফিরিল কেহ, চলিল সমর,
ধরিল সংগ্রামসিংহ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
যথাশক্তি করিলেন যবন নিধন,
বাবর করিয়া চক্র জিনিলেন রণ।
হিন্দুদের ছিন্নমুণ্ড সাজায়ে সুন্দর
শৈলশৃঙ্গে জয়স্তম্ভ স্থাপিল বাবর।
রাজপুতে করি জয় জয়ী অতঃপর,
উপাধি ধরিলা তিনি গাজী মনোহর।
বাবর হ'লেও জয়ী আলার মতন
না করিল বিজিতের কোন উৎপীড়ন।
সঙ্গের বীরত্ব চক্ষে দেখিয়া বাবর
করিতেন ভয় ভক্তি অতি সমাদর।
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি করিল হরণ,
বিজয়ী বীরের মত ফিরিল ভবন।
স্থাপিল ভারতবর্ষে বাবর প্রবল,
নব রাজবংশ এক নামেতে মোগল।
হুমায়ুন আকবর জাহাঙ্গীর আর
সাজিহান আরংজেব ফিরকশিয়ার,
বাহাদুর মহম্মদ আদি দিল্লীশ্বর
সকলেই মোগলের হয় বংশধর।
যবনের বহুবংশ এসেছে ভারতে,
মোগল সবার শ্রেষ্ঠ হয় বহুমতে।
সপ্তকাণ্ড-রাজস্থান পাঠ কর যবে,
মোগল বংশের সহ সদা দেখা হবে।
করেছে কি সর্ব্বনাশ হিন্দু ও মোগলে,
পাঠ কর প্রতিছত্র ভাসি অশ্রুজলে।

সংগ্রামের মৃত্যু।

অশীতি অস্ত্রের চিহ্ন করিয়া ধারণ,
বীরবর সঙ্গ হয় সহস্র-লোচন।
চারণী মন্দিরে এক চক্ষু হারাইল,
পৃথ্বী সনে দ্বন্দ্ব যবে সংগ্রাম করিল।
একপদ একবাহু দিল বীরবর,
ইব্রাহিম লোধী সহ করিতে সমর।
যদিও বাবর সনে সঙ্গ হারে রণ,
তথাপি অদম্য তেজ ছিল বিলক্ষণ।
ঘৃণায় চিতোর রাজ্যে না ফিরিল আর,
পর্ব্বতে আসিয়া পণ করিল দুর্ব্বার।
"না পারি করিতে যদি যবনে দমন,
জীবনে মিবারে নাহি করিব গমন।"
পূর্ণ হ'ল পণ এক, রহিল অপর,—
মিবারের ভাগ্যদোষে নিদয় ঈশ্বর।
অটল প্রতিজ্ঞা সেই পর্ব্বত গহ্বরে
বুশায় রহিল সুপ্ত অনন্তের তরে।

রাণারত্ন।

বহু বিবাহের ফল অতি বিষময়,
সত্যযুগ হ'তে তাতে রাজ্য ধ্বংস হয়।
মহর্ষি বাল্মীকি তাহা করিল কীর্ত্তন,
তবুনা ফুটিল হায় কাহারো নয়ন।
অনেক বিবাহ করে সঙ্গ বীরবর,
সপ্ত পুত্র তাঁর কাছে জন্মিল সুন্দর।
দ্বিতীয় তনয়ে রাজ্য করিতে অর্পণ
জননী তাহার নিল বাবরে শরণ।
মালবরাজের রাজমুকুট উজ্জ্বল,
রণে বন্দী করি লভে কুম্ভ মহাবল।
রত্নাম্বর দুর্গ সহ সে জয়-নিশান
স্বার্থ লোভে রাণী করে বাবরে প্রদান।
তৈল জ্বলে' গেল, ঘর রহিল আঁধার ;—
অল্পদিনে পুত্র তাঁর ছাড়িল সংসার।



রত্ন নামে সংগ্রামের তৃতীয় কুমার,
মিবারের সিংহাসন করে অধিকার [১]।
পিতা সম গুণবান বীর্য্যবান ছিল,
পিতার ভীষণ পণ রত্নও করিল।
"যত দিন অবিজিত থাকে শত্রুগণ,
রণক্ষেত্র রাজধানী হবে মম পণ।
চিতোরের দুর্গদ্বার রবে অনর্গল,
দিল্লী মান্দু হবে দুই তোরণ উজ্জ্বল।"
পঞ্চ বর্ষ করি মাত্র চিতোর শাসন,
আত্ম কলহেতে শেষে হইল মগন।
অম্বরাধিপতি পৃথ্বীরাজ-কন্যা ছিল,
গন্ধর্ব্ব বিবাহ রাণা গোপনে করিল।
পত্নীর সহিত করি অসি বিনিময়,
সময়ে আনিতে রাজ্যে প্রতিশ্রুত হয়।
জ্যেষ্ঠের মরণে রত্ন পেয়ে সিংহাসন,
আপন প্রতিজ্ঞা শেষে হয় বিস্মরণ।
বুন্দিপতি সূর্য্যমল্ল পৃথ্বী দুহিতার
অগত্যা বিবাহ তাই করে পুনর্ব্বার।
জানিতনা বুন্দি-রাজ গুপ্ত পরিণয়,
হেন অঘটন তাই সংঘটিত হয়।
কলঙ্ক ভাবিয়া বংশে কলঙ্ক আপন
ক্রোধে অভিমানে রত্ন হল ক্ষিপ্তমন।
রাণার সর্দ্দার এক কুমন্ত্রণা দিল,
বুন্দি-রাজ সনে তাঁর বিবাদ বাঁধিল।
রত্ন সূর্য্যমল্ল ছিল শালা পরস্পরে,
রোষ করিয়াছে রাণা জানেনা অপরে।
আহেরিয়া মহোৎসবে রাও রাণা সনে,
মৃগয়ায় চলে তাই নর্ম্মদা-কাননে।
আচম্বিতে সূর্য্যে রত্ন আক্রমণ করে,
বনমাঝে দুই জন মাবে পরস্পরে।

১—১৫৩০ খৃষ্টাব্দে।



রত্ন সম রত্ন হারা হইল মিবার,
[উঠি]ল রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার

রাণা বিক্রমজিৎ।

সর্দ্দারগণের সহিত রাণার বিবাদ।

অপুত্রক ছিল রাণা রত্ন বীরবর,
বিক্রমজিৎ রাণা হ'ল [১] তাঁর সহোদর।
পদাতিক সৈন্য বলে শিক্রীর সমরে,
বাবর সংগ্রামসিংহে পরাজিত করে।
মল্ল পদাতিক সৈন্যে ভূপতি বিক্রম
উৎসাহ দিতেন অতি, করিত সম্ভ্রম।
অশ্বারোহী সম্মানিত রাজপুতগণে,
পদাতিক সৈন্যে ঘৃণা করে সর্ব্বক্ষণে।
পূর্ব্বপ্রথা প্রাণপণে রক্ষা করে তারা,
নূতন দেখিলে হয় রোষে দিশাহারা।
ব্যবস্থা অবস্থা মত করিতে নারাজ,
পুরাতন রক্ষা ভাবে জীবনের কাজ।
বিক্রম করিলে নব নীতি প্রবর্ত্তন,
ক্ষেপিল তাঁহারে অশ্বারোহী সৈন্যগণ।
বিরক্ত হইল যত সামন্ত সর্দ্দার,
অন্তর-বিদ্বেষ-বহ্নি ছাড়িল হুঙ্কার।
আত্মদ্বন্দ্ব হুতাশন নাশে ধনে প্রাণে,
যে লয় চরণ ধূলি সেই ধরে কাণে।
সুযোগ পাইয়া দুষ্ট বন্য দস্যুগণ,
চিতোরের পশুপাল করিত হরণ।
অরাজক হ'ল রাজ্য নাহিক শাসন,
'এ পপা বাঈকা রাজ' বলে সর্ব্বজন। [২]

১—১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে।

২—পাপবাঈ নাম্নী এক রাজপুত রাজ্ঞী ছিলেন, অরাজকতার জন্য তাঁহার রাজত্ব প্রসিদ্ধ।





বিপদ হেরিয়া রাণা সর্দ্দারে ডাকিল,
উপহাসভরে তারা উত্তর করিল।
"মল্ল পদাতিক দেশ করিবে রক্ষণ,
আমাদের তরে আর কিবা প্রয়োজন।"
লাঞ্ছিত হইয়ে রাণা গর্ব্বিত বচনে,
লাগিলেন পদাতিক দল সংঘটনে।

বাহাদুর সাহের চিতোর আক্রমণ।

সূর্য্যের সাহায্য করি গুর্জ্জর-ঈশ্বর,
পৃথ্বীকরে পাইলেন লাঞ্ছনা বিস্তর।
সে হ'তে গুর্জ্জর-পতি মিবার উপরে
রাখিতেন বিষদৃষ্টি প্রতিশোধ তরে।
মিবারের দুর্ব্বলতা করি দরশন,
বাহাদুর রণযাত্রা করিল ভীষণ।
যত বীরসৈন্য ছিল মালবে গুর্জ্জরে,
রাণার বিপক্ষে সবে সাজিল সমরে।
উত্তাল সিন্ধুর মত করিয়া গর্জ্জন,
চলিল মিবার পানে কাঁপায়ে ভুবন।
বিধির সকল সৃষ্টি হইয়ে বিফল,
কোলাহল-ভাণ্ড যেন হ'ল ধরাতল।
নাচিতে লাগিল পুনঃ চিতোর ঈশ্বরী
'মৈঁ ভুখাহু' বলি ক্রোধে গর্জ্জি দিগম্বরী
ছিলনা বিক্রমহীন ভূপতি বিক্রম,
করিল সমরসজ্জা রাখিতে সম্ভ্রম।
লৈচা নামে আছে দেশ বুন্দিরাজ্য মাঝে,
রাজ্য ছাড়ি আসে রাণা তথা রণসাজে।
সর্দ্দার সামন্ত তাঁর আত্মীয় স্বজন,
সকলে তাঁহার প্রতি কুপিত এখন।
কেহই সহায়ে তাঁর নয় অগ্রসর,
আপন অদৃষ্টে রাণা করিল নির্ভর।

চিরদিন এইরূপে হিন্দু বীরদল,
পরায়ে দিয়েছে পায়ে দাসত্ব শৃঙ্খল।
একতাই মানবের জীবনের ধন,
কামানে রোধিতে পারে বালীর বন্ধন।
লৈচাতে মিলিত হল দুই মহাদল,
বাজিল তুমুল যুদ্ধ, স্তম্ভিত ভূতল।
শত্রুর কামানরাজি গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
'হর হর' রবে হিন্দু দিতেছে উত্তর।
সংগ্রামসিংহের পুত্র সংগ্রামে দুর্জ্জয়,
ভ্রূক্ষেপ করেনা, রণে দাঁড়ায় নির্ভয়।
কে জিনে কে হারে তার নাহি কিছু স্থির,
দুই পক্ষে লক্ষ লক্ষ হয় ছিন্নশির।
অশিক্ষিত পদাতিক সৈনিক নূতন,
না পারিল শত্রুগতি রোধিতে ভীষণ।
লৈচাতে বিক্রম-সৈন্য করি ধ্বংস শেষ
বাহাদুর চিতোরেতে ছুটে ভীমবেশ।
জন্মিল উদয়, সঙ্গ মরণের পরে,
সর্দ্দারেরা চাহে তারে ভাবী রাণা করে।
রক্ষিতে চিতোর, শিশু করিতে রক্ষণ,
প্রাণপণে লাগে সবে করিতে যতন।
যত রাজা যত বীর ছিল রাজস্থানে,
চিতোরে পবিত্র তীর্থ বলি সবে মানে।
ঘরে ঘরে সদা বটে জ্বলিত অনল,
চিতোর বিপদ হেরি মিলিত সকল।
চিতোর পতিত হেরি যবনের করে,
দলে দলে ক্ষত্ররাজা ছুটিল সমরে।
আবুরাজ শনি-গুরু ঝালোর-নৃপতি,
পঞ্চশত হার-বীর সহ বুন্দি-পতি।
বাঘজী সূরয-পুত্র হইতে দেবল,
আজন্ম শত্রুতা ভুলি ছুটিল সকল।
হার ভিন্ন কেহ নাহি আসিতে মিবারে,
আক্রমিল বাহাদুর ভীষণ হুঙ্কারে।

চিতোর রক্ষা

"হর হর" রবে পঞ্চ শত হার
দাঁড়ায় দুর্গ জুড়ি,
চরণ ঘর্ষণে জ্বালায়ে বিদ্যুৎ
ছুটিছে অশ্ব উড়ি।
ছিল গোলন্দাজ ফিরিঙ্গী প্রবর
লাব্রী খাঁ নাম ধরে,
বাঁকা গিরিতলে সুরঙ্গ খনিয়া
বারুদ রেখেছে ভরে'।
উগ্র বারুদে অগ্নি জ্বালিল
উঠিল বজ্র ধ্বনি ;
দুর্গ ভাঙ্গিল, শূন্যে উড়িল
পঞ্চ শত বীরমণি।
গর্জ্জে কামান অগ্নি ঢালিয়া,
যবন ছুটিল পুরে,
পতঙ্গের মত অশ্বারোহী গণ
উড়ে উড়ে মরে পুড়ে'।
সত্তো চন্দাবৎ দুদা দুর্গারাও
অসীম বীরত্ব বলে,
মৃত্যুরে ঠেলিয়া সুরঙ্গের মুখে
দাঁড়াইল কুতূহলে।
মত্ত যবন গর্ব্বে অতুল
প্রবেশিতে চাহে পুরে,
গিরির অঙ্গে তরঙ্গ যেমতি
ঠেকিয়া সরিছে দূরে।
একের পশ্চাৎ আসিছে আবার
প্রবল উর্ম্মিবল,
ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপে শ্রাবণের ধারা
পারে কি রোধিতে বল ?
রাঠোর কুমারী রাজার মহিষী
জম্বহরবাঈ নাম,
দুর্গে থাকিয়া দেখিছে নীরবে
ডুবিছে চিতোর ধাম।
কটিবন্ধে অসি করেতে সঙ্গীন
কঞ্চুকে আঁটিয়া কায়,
দুর্গ ছাড়িয়া দুর্গারূপিণী
শত্রু নাশিতে ধায়।
যবন গর্ব্ব করিতে খর্ব্ব—
'মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে,
তুরঙ্গে চড়িয়া রণরঙ্গভূমে
চালায় সৈন্য সবে।
দরশে পরশে মরিছে শত্রু
সঞ্চারিণী অগ্নিশিখা,
রণরঙ্গিণীর অপরূপ রূপে
ছুটে যেন বিভীষিকা।
যথাশক্তি রাণী দলি শত্রুদলে
দুর্জ্জয় বিক্রম বলে,
সশির রুধির করিল অর্পণ
চণ্ডীর খর্পর তলে।

রাখী-বন্ধন।

দুর্ব্বাসার উপদেশে প্রকোষ্ঠে আপন
শ্রবণা করেন এক বলয় ধারণ।
রাজস্থানে নাম রাখী-বলয় তাহার,
শ্রাবণী পূর্ণিমা, রাখীপূর্ণিমা প্রচার।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বঙ্গে ভগিনী ভ্রাতায়
নববাস দেয় যথা, রাখীতে তথায়।
যে চাহে ভ্রাতৃত্বে কারে করিতে বরণ,
তাঁহারে করেন রাখী-বলয় প্রেরণ।
বন্ধন করিতে রাখী পারে না সকল,
পারে নারীগণ ধর্ম্ম-যাচক কেবল।

রাখীর ব্যবস্থা হয় অবস্থা যেমন,
কারো মণি রত্নে, কারো পশমে শোভন
যারে বাঁধে রাখী হয় 'রাখী-বন্ধ-ভাই',
ভ্রাতার অধিক স্নেহ তার কাছে পাই।
প্রতিদানে ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগিনীরে,
কাঁচলী অবস্থামত পাঠায় অচিরে।
কেহ কেহ জনপদ করিয়া প্রদান.
ধর্ম্মভগিনীর করে উচিত সম্মান।
রাজরাজেশ্বর হোক্, এ' পবিত্র দান
যে পায় তাহারে অতি ভাবে ভাগ্যবান
এ' বড় বিচিত্র কথা ধর্ম্মভগ্নীগণ,
নাহি করে কভু ধর্ম্মভ্রাতারে দর্শন।
প্রধানতঃ পড়ে যবে বিপদে রমণী,
এপুণ্য বন্ধন সৃষ্টি করেন তখনি।
বিঘ্নে রক্ষা পায় এই ব্রত আচরণে,
রাখী নাম তারে বুঝি দেয় সে কারণে।
স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী কিছু নাহিক বিচার,
সকলে বাঁধিতে রাখী আছে অধিকার।
উদয়সিংহের মাতা পড়িয়া সঙ্কটে,
পাঠাইলা রাখী হুমায়ূনের নিকটে।
এতই আনন্দ তাতে পায় দিল্লীশ্বর,
কাঁচলী পাঠায়ে ত্বরা পাঠায় খবর।
"যা'বলে ভগিনী আমি করিব পালন,
রত্নাম্বর দুর্গ চাহে করিব অর্পণ।"
বঙ্গ বিজয়েতে বীর বঙ্গদেশে ছিল,
ভগ্নীর উদ্ধার তরে দিল্লীতে ছুটিল।

বলিদান।

হায় হায় রাণী মাতা পড়িল সমরে,
মাতৃহারা প্রজাকুল কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
যবনের বিভীষিকা হইল অন্তর,
ক্রমে ক্রমে রাজপুরে হয় অগ্রসর।

সর্দ্দার সামন্তগণ হইল চিন্তিত,
কিরূপে উদয়সিংহ হইবে রক্ষিত।
সকলে বুঝিলা দেবী চিতোর-ঈশ্বরী
কুপিতা হয়েছে তাই সব যায় হরি।
দেবআজ্ঞা পড়ে মনে লক্ষ্মণের প্রতি,
রাজ-বলিদান বিনে নাহি কোন গতি।
বিপক্ষ বিক্রমজিৎ, বালক উদয়,
কেবা যাবে বলি, কিসে দেবী শান্ত হয়
বীরেন্দ্র বাঘজী সূর্য্যমল্লের তনয়,
পূর্ব্বপুরুষের রাজ্য রক্ষা তরে কয়।
"শুনহ সামন্তগণ দিব আমি শির,
নিবাইব দেবী-ক্রোধ ঢালিয়া রুধির।
রাণা ব'লে যদি মোরে করহ স্বীকার,
অভিষেক তরে কর আয়োজন তার।"
কুম্ভের প্রপৌত্র বাঘ রাজযোগ্য বটে,
বসাইল সিংহাসনে সবে অকপটে।
বাঘজীর রণসজ্জা সত্বরে চলিল,
পুরীতে জহরব্রতে উদ্যোগ করিল।
গিরি-বক্ষে ভীম গর্ত্ত করিল খনন,
করে শুষ্ক কাঠে উগ্র বারুদে পূরণ।
অগ্নিদানে লক্ষ শিখা হেলিয়া পবনে,
হাসি মুখে ডাকিলেন যত সতীগণে।
যবনের অত্যাচার অসহ্য ভাবিয়া,
চলিল অনলকুণ্ডে সকলে মিলিয়া।
ধুন্দেরা নামেতে এক রাজপুত ছিল,
উদয়সিংহেরে তার করেতে অর্পিল।
অতঃপর কর্ণাবতী উদয়জননী,
সঙ্গে করি চলে তের হাজার রমণী।
চলিল যেমতি চন্দ্র-মণ্ডল মোহন,
সূর্য্য-মণ্ডলের মাঝে হইতে মগন।
একে একে দিল ঝম্প কূপের ভিতরে,
আনন্দে মরাল যেন ঝাঁপে সরোবরে।

যত রূপ যত গুণ নিঃশেষ হইল,
এক দীর্ঘশ্বাস শুধু জগতে রহিল।
নারীর সম্মানে শঙ্কা নাহি হেরি আর,
চলিল বাঘজী রণে বিক্রমে দুর্ব্বার।
এরণ মরণ তরে কি হবে বর্ণনে,
পতঙ্গ উড়িল যেন দীপ্ত হুতাশনে।
দেবীর খর্পরে বীর করি মুণ্ড দান,
অনন্ত স্বর্গের পথে করিল প্রস্থান।
বত্রিশ সহস্র বীর একাল সমরে
চলে গেল চিতোরের বক্ষ শূন্য করে'

বাহাদুরসাহের চিতোর প্রবেশ।

জয়ধ্বজা জয়সাজ ধরিয়া গুর্জ্জররাজ
চলিলেন পুরী অভ্যন্তরে,
এত রক্ত ক্ষয় করি কি লাভ হইল মরি
লিখিতেও পরাণ শিহরে।
শবপুঞ্জ শত শত, শোণিতে পঙ্কিল পথ,
নাহি শক্তি চালাইতে যান,
অশ্ব গজ নর মিলি করিতেছে কিলিবিলি,
—কেহ মৃত, কারো যায় প্রাণ।
সেলাম করিবে যেবা দিবে রাজপদে সেবা
কিবা দূরে পলাইবে ডরে,
বলিবে মর্ম্মের কথা কেহ আর নাই তথা :
ছিন্নমুণ্ড হাসে থরে থরে।
হরিবে সতীত্বধন ভয়ে ভীতা নারীগণ
মরেনি জহরব্রতে যারা,
কেহ বিষ দিয়ে মুখে কেহ ছুরি বিঁধে বুকে
স্মিত মুখে চেয়ে আছে তারা।
শোণিত সাগরপারে দাঁড়াইয়া আপনারে
বলে জয়ী "এত দুঃখ করে"
কি লাভ করেছ তুমি ?" উত্তরে শশ্মানভূমি
"মুষ্টি ভস্ম লও বুকে ভরে'।"

বিক্রমজিতের রাজ্যলাভ।

পিতা বাবরের সনে শিক্রীর সমরে,
ছিল সঙ্গে হুমায়ুন বহুদিন ধরে'।
সঙ্গের চরিত্র বল দেখি মহামতি,
রাজপুত বীর্য্য হেরি প্রীত হয় অতি।
কর্ণাবতী তাই তাঁরে পাঠাইয়া রাখি,
চাহে দয়া "রাখিবন্ধ-ভাই" বলি ডাকি।
মিবারের ভাগ্যদোষে সেই মহাশূর,
বঙ্গ বিজয়ের হেতু ছিল বহুদূর।
অতিক্রমি দীর্ঘ পথ আসিতে মিবারে,
বাহাদুর পূর্ণ ধ্বংস করিল তাহারে।
হুমায়ুন আসে শুনি জয়ী বাহাদুর
চিতোর ছাড়িয়া চলি গেল বহুদূর।
ক্রোধে মত্ত দিল্লীপতি আক্রমি গুর্জ্জর,
পূর্ণ প্রতিশোধ তাঁরে দিল অতঃপর।
রাজ্য ছাড়ি পলাইল গুর্জ্জর-ভূপতি,
দেশ অধিকার বীর করে শীঘ্রগতি।
মান্দুরাজ বাহাদুরে করেছে সহায়,
শুনি বীর হুমায়ুন তার পানে ধায়।
মান্দুরাজে পরাজিত করিয়া সমরে,
বসায় বিক্রমে তাঁর সিংহাসনোপরে।
বিক্রমের অভিষেকে বীর-চূড়ামণি,
কটিবন্ধে অসি তাঁর পরায় আপনি।
যাঁহার স্নেহের টানে হুমায়ুন আসে,
কোথায় সে ধর্ম্মভগ্নী, কে তাঁরে সম্ভাষে।
চিতোরে আসিয়া বীর দিলে দরশন,
প্রচণ্ড শ্মশান দেখে জ্বলে হুতাশন।

ভগ্নীর মরণ-কথা শুনি হুমায়ুন,
হৃদয় হইল ভগ্ন জ্বলিল আগুণ।
ভাগিনেয় উদয়ের করিয়া সন্ধান,
চিতোরের হিতত্বরে সঁপিলেন প্রাণ।
শাসাইয়ে মিবারের বিদ্রোহী সর্দ্দারে,
বিক্রমের রাজ্য পুনঃ দিলেন তাঁহারে।
প্রকৃত মহত্ত্ব হেরি বীর হুমায়ুনে,
যবন-বিদ্বেষ হিন্দু ভুলে বহুগুণে।
হায়রে সে ভাব যদি থাকিত জীবিত,
হইত ভারতবর্ষ জগত-পূজিত।

বিক্রমজিতের পরিণাম।

শাসন পালন দুই রাজ ধর্ম্ম কয়,
পিতৃরূপে দেবরূপে রাজা পূজ্য হয়।
হিন্দুর আদর্শ এই শাস্ত্রের বিধান,
রাজপুত রাজ্যেশ্বরে করিত সম্মান।
দানে প্রতিদান চাই, তাই রাজাগণ,
স্নেহে প্রেমে বাঁধি রাজ্য করিত শাসন।
রাজযোগ্য গুণ নাহি হেরিলে রাজায়,
মত্ত রাজপুতগণ তাড়াইত তায়।
রাজার বিচ্যুতি স্থিতি ছিল রাজস্থানে
প্রজার আপন করে রাজ্যের কল্যাণে।
আনন্দে করিত রাজা প্রকৃতি রঞ্জন,
ব্যত্যয় ঘটিলে তার সমূলে নিধন।
করিল বিক্রমজিতে রাণা হুমায়ুন,
বিক্রম প্রকাশে নহে কোন মতে ঊন।
পরবলে সিংহাসনে বসিয়া বিক্রম,
হইল দুর্দ্দান্ত অতি অতীব দুর্দ্দম।
বৃদ্ধমন্ত্রী সভাসদ সামন্ত সর্দ্দার,
ভাবিতেন অতি তুচ্ছ ঘৃণিত তাঁহার।

পিতার আশ্রয়দাতা প্রভুত্ব শ্বশুর
ছিল যে করিমচাঁদ বৃদ্ধ মহাশূর।
একদা সভায় তাঁরে কৈলে অপমান,
সর্দ্দার সামন্ত সব করিল প্রস্থান।
কানোজী সামন্তশ্রেষ্ঠ হেসে হেসে বলে,
"মুকুলের গন্ধমাত্র পেয়েছ সকলে।
আসিয়াছে কাল ফল করিবে ভক্ষণ,
প্রস্তুত হইয়া থাক যত ভ্রাতৃগণ।"
উত্তরে করিমচাঁদ "এত ব্যস্ত কেন ?
কালিকে ফলের স্বাদ পাওয়া যাবে যেন।
এত বলি রাজ্যচ্যুত করিতে রাণায়,
চলিল সকলে বনবীরের ছায়ায়।

বনবীর উপাখ্যান।

বনবীরের রাজ্যলাভ।

পৃথ্বীর শীতলসেনী নামে দাসী ছিল,
বনবীর তার গর্ভে জনম লভিল।
পৃথ্বীর ঔরসে জন্ম, ছিল মহাবীর,
অতিশয় যোগ্যপাত্র মেধাবী সুধীর।
ভাবিল সামন্তগণ সঙ্গের তনয়,
যতদিন নাবালেগ থাকিবে উদয়,
আনি বনবীরে রাজ্য করাবে শাসন,
এত ভাবি তাঁর পাশে করিল গমন।
বিক্রমের অশিষ্টতা বলিয়া তাঁহারে,
অনুরোধ করে আসি রাজ্য শাসিবারে
এহেন বিপদপূর্ণ রাজ সিংহাসন,
অস্বীকার করে বন করিতে গ্রহণ।
রাজ্য নষ্ট হবে বলি বুঝাইলে, বন
আসিল উদয় রাজ্য করিতে শাসন।
আনিয়া সামন্তগণ বনবীরে দেশে,
সিংহাসনচ্যুত করে বিক্রমেরে শেষে।





অতি দুঃখে রাজ্যহারা হইয়ে বিক্রম,
রাজপুরী-মাঝে থাকে হারায়ে সম্ভ্রম।
দিন দিন অনুতাপে ঝড়ে অশ্রুজল,
নীরবে করিছে ভোগ নিজ কর্ম্মফল।
বাপ্পার আসনে বসি শাসে বনবীর,
বাপ্পার সাধের রাজ্য গৌরবে গভীর।

বিক্রমজিতের মৃত্যু।

অয়ি সর্ব্ব শোভাময়ি, পূর্ণিমার শশী,
অয়ি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের ধাত্রী গরীয়সী;
যে দেখেছে একবার ওফুল্ল বদন,
কার সাধ্য তোর লোভ করে সম্বরণ।
তাই হে মিবার ভূমি বৎসরে বৎসরে
তোর সুধাবক্ষ ফাটি রক্ত ধারা ঝড়ে।
মিবার-সমৃদ্ধি বন করিয়া দর্শন,
সর্ব্ব সদগুণ তাঁর দিল বিসর্জ্জন।
মনে চিন্তে বনবীর কি উপায় করি,
মিবারের রাজছত্র নিতে পারে হরি।
বিক্রম উদয়সিংহ থাকিলে জীবিত,
রাজ্যলাভে আশা নাই জানিলা নিশ্চিত।
করিলা মনেতে স্থির নাশিয়া দুজনে,
নিষ্কণ্টকে বসিবেন রাজ সিংহাসনে।
ভীষণ তামসী নিশি ঘন অন্ধকার,
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে গ্রাসিয়া সংসার।
দুরন্ত শার্দ্দূল সম আসিয়া গোপনে,
বিক্রমে বধিল বন পশিয়া ভবনে।
শোণিত পিপাসা তাতে হল না নির্ব্বাণ,
চলিলা উদয়সিংহে করিতে সন্ধান।
মহত্ত্ব উড়িয়ে গেল লোভের ঝঞ্ঝায়,
দেহটী রহিল পড়ে শূন্য ভিটা প্রায়।

ধাত্রী পান্না।

উদয়সিংহের ধাত্রী ছিল পান্নাদেবী,
দেবতাও ধন্য হয় তাঁর পদ সেবি।
ভোজনান্তে বসি ধাত্রী শিশুর শিয়রে,
ঘুম পাড়াইয়া তারে হেরে স্নেহ ভরে।
হেনকালে রাজপুরে ক্রন্দনের রোল,
হাহাকার করে সবে উঠে গণ্ডগোল।
বাহির হইয়া ধাত্রী দেখে চারিধার,
কাঁপিতে কাঁপিতে আসি বলে ক্ষৌরকার।
"পশিয়া শয়ন কক্ষে লঙ্ঘিয়া প্রাচীর
বধেছে বিক্রমজিতে মাতঃ বনবীর।"
শুনিয়া ভৃত্যের কথা বুঝে বুদ্ধিমতী,
উদয়সিংহের আর নাহি অব্যাহতি।
এখনি আসিয়া পাপী রাজ্যকামনায়,
করিবে শিশুর রক্তে শান্ত পিপাসায়।
এখনি সঙ্গের বংশ হইবে নির্ম্মূল,
লাগিল ভাবিতে কিসে রাখে রাজকুল।
নিকটে নিদ্রিত ছিল আপন সন্তান,
শিশু উদয়ের মত বয়সে সমান।
নিজপুত্রে রাখি রাজপুত্রের শয্যায়,
রাজপুত্রে ধাত্রী দেবী লইল ত্বরায়।
ভৃত্য-করে দিল রক্ষা করিতে কুমারে,
বলিলা পলায়ে যেতে বীরা নদী পারে।
বিস্ময়ে কহিলা ভৃত্য "একি ব্যবহার,
পরপুত্র বাঁচাইতে নিজ পুত্র মার!
ক্রোধে কহে ধাত্রী "ত্বরা চলেযা অবোধ,
কেন করি এই কার্য্য নাহি তোর বোধ।
বাঁচিলে উদয়সিংহ মিবার পালিবে,
মরিলে আমার পুত্র কি ক্ষতি হইবে।
উদয় মরিলে বাছা মরিবে মিবার,
শত পুত্র দিতে পারি কল্যাণে তাহার।



ধাত্রী পান্নার প্রভুভক্তি। ১৫ পৃষ্ঠা।

(লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।)





এত বলি ভৃত্যে দূর করিল সত্বর,
হেনকালে পশে ঘরে পিশাচ পামর।
ধাত্রীরে বলিল কোথা সঙ্গের তনয়,
এখনি হইবে নতু জীবন সংশয়।
সঙ্কেত করিয়া মাতা দেখাইল সুত,
অকাতরে বধি তারে গেল যমদূত।
পাষাণ প্রতিমা বলি দেখেন যেমন,
নীরবে দেখিলা মাতা পুত্রের মরণ।
এইরূপে উদয়ের বাঁচায়ে পরাণ,
মন্দির ছাড়িয়া ধাত্রী করিল প্রস্থান।

বনবীরের লাঞ্ছনা।

ভৃত্য আর ধাত্রী বিনে কেহ নাহি জানে,
কুমার উদয়সিংহ বেঁচেছে পরাণে।
উদয়-বিক্রম-হত্যা হইলে প্রচার,
উঠিল রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার।
খাল কাটি আনিয়াছে কুম্ভীর ভীষণ,
সামন্ত সর্দ্দার সবে বুঝিল তখন।
বাপ্পার পবিত্র বংশ শূন্য আজি হায়,
কারে দিবে সিংহাসন কে বসিবে তায়।
না হইল বনবীর সিদ্ধ মনস্কাম,
রাজহন্তা বলি তাঁর রটিল দুর্নাম।
দুর্দ্দান্ত প্রতাপে রাজ্য লাগে শাসিবারে,
দাসীপুত্র বলে' কেহ নাহি মানে তাঁরে।
রাজার প্রসাদে দুনা বলে রাজস্থান,
যে পায় সে ভাবে তার মহৎ সম্মান।
কৌশলে লভিতে মান ছল করি বন,
একদা সর্দ্দারগণে করে নিমন্ত্রণ।
চন্দাবৎ নামে এক সর্দ্দারের করে,
বনবীর সসম্ভ্রমে দুনা দান করে।

অপমান ভাবি ক্রোধে জ্বলিল সর্দ্দার,
কহে বনবীরসিংহে করিয়া ধিক্কার।
"বাপ্পা বংশধর দুনা দিত যদি হাতে,
গৌরবে পাতিয়া কর লইতাম মাথে।
হেন নীচ কিসে মোরে ভাবিছ এখন,
দাসীর পুত্রের করি উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ।"
চলে গেল চন্দাবৎ ভাবি অপমান,
তার পাছে পাছে সব করিল প্রস্থান।
ঘৃণায় লজ্জায় বন হল অধোমুখ,
রাজা হয়ে ভাগ্যে নাহি ঘটে রাজসুখ
সামন্ত সর্দ্দারগণ লাগিল চিন্তিতে,
বুকের পাষাণ কিসে নামায় মাটিতে।

উদয়ের গুপ্তবাস।

কোথায় উদয়সিংহ চল খুজিবারে,
রাজপুত্র আছে আজি কাহার দুয়ারে।
বীরা নদী কূলে আসি ভৃত্যের সহিত,
কুমারে লইয়া ধাত্রী ছুটিল ত্বরিত।
বহু সামন্তের ঘরে ঘুরে রাজস্থানে,
না দিল আশ্রয় কেহ সঙ্গের সন্তানে।
যে বাঘজী দিল শির চিতোরের তরে,
উদয়ে না করে দয়া তার বংশধরে।
বনবীরে ডরি কেহ না হয় সম্মত,
কোথা নেবে শিশু, ধাত্রী হল মর্ম্মাহত।
আশাশা নামেতে ছিল বণিক প্রধান,
অবশেষে তার পাশে করিলা প্রয়াণ।
বিপদ ভাবিয়া সেও করে অস্বীকার,
জননী আসিয়া পরে বলিলা তাহার।
"হেন কাপুরুষ পুত্র তুমি কি আমার!
ডুবাইয়া দাও ধর্ম্ম কার ডরে ছার।





বিপন্নে বিপদে রক্ষা নরধর্ম্ম হয়,
প্রাণ দিয়ে আশ্রিতেরে দিবেক আশ্রয়।
রাজা দেবতার অংশ পিতার সমান,
নিরাশ্রয় রাজশিশু নাহি পাবে স্থান!
হেন পাপ কথা কিসে বলিলে বদনে,
দস্যুভয়ে সঞ্চয় কে নাহি করে ধনে।
দস্যু বনবীরসিংহ পাপী দুরাচার,
রাজসেবা নরধর্ম্ম ছাড় ভয়ে তার।
ধন প্রাণ যাক্, কর বিপন্নে উদ্ধার,
বলিও জননী তোর রেখেছে কুমার।"
জননীর বাক্যে আশা হইয়া লজ্জিত
উদয়ে রাখিলা তাঁর করিয়া আশ্রিত।
গোপনে রাখিয়া শিশু পান্না বুদ্ধিমতী,
চিতোর দুর্গের পানে চলে শীঘ্রগতি।
আশাশার ঘরে শিশু দিনে দিনে বাড়ে,
মাঝে মাঝে আসি ধাত্রী দেখে যায় তারে।
ভাগিনেয় বলি আশা দেয় পরিচয়,
আকৃতি দেখিয়া কারো প্রত্যয় না হয়।
একদিন শনিগুরু বণিকের ঘরে,
আসিলে উদয় তাঁর অভ্যর্থনা করে।
কুমারের শিষ্টাচারে তুষ্ট অতিশয়,
বুঝিল এ নহে কভু বণিক তনয়।
নিশ্চয় হইবে এই রাজার কুমার,
গোপনে জিজ্ঞাসে শনি গোচরে আশার।
সঙ্গের পরম বন্ধু ছিলেন সর্দ্দার,
কহে আশা সত্যকথা নিকটে তাহার।
শুনি শনিগুরু অতি সন্তুস্ট হইল,
কুমারে লইয়া কোলে শিরে চুম্ব দিল।
মুহূর্ত্তে একথা হল মিবারে প্রচার,
উঠিল ভরিয়া দেশ সুখের ঝঙ্কার।
দলে দলে আসে লোক দেখিতে উদয়ে,
সবে প্রীত হল পেয়ে সঙ্গের তনয়ে।

সুযোগ পাইয়া সভা করি আবাহন,
আশাশা সম্ভ্রান্ত জনে করে নিমন্ত্রণ।
ধাত্রী পান্না ক্ষৌরকার সভার গোচরে,
বলিলে বৃত্তান্ত, কেহ সন্দেহ না করে।
সে দিন কমল্মীরে সভার মাঝার,
রাজটিকা সামন্তেরা ভালে দিল তাঁর।
শনিগুরু কন্যা দিতে প্রতিজ্ঞা করিল,
বিবাহের শুভদিন নির্ণয় হইল।

বনবীরের বনবাস।

পাইয়া উদয়সিংহে রাজপুতগণ,
বনবীরে নাহি করে ভ্রুক্ষেপ এখন;
কিরূপে তাড়াবে তারে খুজিতেছে পথ,
কিরূপে উদয়ে আনি পুরে মনোরথ।
কন্যা বিয়ে দিতে বন করে আয়োজন,
ধারেও সামন্ত কেহ করেনা গমন।
কমল্মীরে উদয়ের বিবাহ সভায়,
সর্দ্দার সামন্ত প্রজা দলে দলে যায়।
পঞ্চ শত অশ্ব দশ সহস্র বৃষভ,
যৌতুক সামগ্রী কচ্ছ দেশ হতে সব,
বনবীর দুহিতার বিবাহের তরে,
বহিয়া আনিতে ছিল চিতোর নগরে।
গাড়োয়ানগণে পথে করি আক্রমণ,
মিলিয়া সর্দ্দার সব করিল লুণ্ঠন।
কমল্মীর দুর্গে দ্রব্য লুণ্ঠিয়া লইল,
বিবাহের উপহার উদয়েরে দিল।
এতেও সামন্তগণ হলনা সন্তোষ,
লাঞ্ছনা করিতে আরো করিলেন রোষ।
মাহোনী মালজী নামে সর্দ্দার দুজন,
উদয়ের বিবাহেতে না করে গমন।

বনবীর-পক্ষ হয়ে যায়নি বিবাহে,
রাজদ্রোহী বলি সবে আক্রমিল তাহে।
ধরে অসি বনবীর মিত্রের কারণ,
মালজী করিল রণে প্রাণ বিসর্জ্জন।
মাহোনী সর্দ্দারগণে শরণ লইল,
পুরে পশি বনবীর কপাট বাঁধিল।
সর্দ্দারেরা মন্ত্রীসনে ষড়যন্ত্র করি,
সহস্র সৈনিক সহ প্রবেশে নগরী।
উদয়সিংহের জয় ঘোষে সৈন্যগণ,
হতভাগ্য বন করে আত্মসমর্পণ।
না মারি শরণাগতে করিল আদেশ,
ত্যজিয়া মিবার আশু যেতে অন্য দেশ
দাক্ষিণাত্যে বনবীর করিল গমন,
নাগপুরী ভোঁসলারা তাঁর বংশ হন।

রাণা উদয়সিংহ।

মিবারের দুর্ভাগ্য।

বিক্রমে ও বনবীরে রাজ্যচ্যুত করি,
হইল মিবারবাসী বড় তুষ্ট মরি।
উদয়সিংহের রাজ্য অভিষেকে[১] হায়,
লক্ষ লক্ষ নর নারী রাজপুরে ধায়।
উঠিল আনন্দ-ধ্বনি ফাটিয়া আকাশ,
সকলের মনে জাগে নব নব আশ।
বুঝিল মিবার রাজ্যে ফিরিবে গৌরব,
ছুটিবে চৌদিকে পূর্ব্ব যশের সৌরভ।
নিরাশার মেঘে আশু ঢাকিল মিবার,
পড়িল বিষাদ-ছায়া বদনে তাহার।
রাজগুণ ক্ষত্রগুণ রাজ কলেবরে,
ভ্রমেও করেনি চেষ্টা প্রবেশের তরে।

১—১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে।

পিতৃমাতৃহীন শিশু বণিকের পাশে,
দেখে নাই ক্ষত্র বীর্য্য ছিল গুপ্তবাসে।
বিলাস চিন্তায় ছিল সদা নিমগন,
পায়নি উচিৎ শিক্ষা জনমে কখন।
আশক্ত হইল রাণা বেশ্যার কুহকে,
ধন প্রাণ রাজ্য তারে অর্পিল পুলকে!
রাজ্যের কল্যাণে তাঁর নাহি ছিল মন,
অবিদ্যার মোহে মগ্ন রহে অনুক্ষণ।
কিবা প্রজা ধনী দীন সামন্ত সর্দ্দার,
জন্মিল রাণার প্রতি বিরাগ সবার।
চিতোরঈশ্বরী দেবী ঘৃণায় লজ্জায়,
কোন দিগে যাবে পথ খুজিয়া না পায়।
দেবীর গমন পন্থা পরিষ্কার তরে,
আকবর লইল জন্ম মরুর প্রান্তরে।

আকবর।

কে ছিল আকবর সেই মহা বীর্য্যবান,
তার জন্ম কথা কিছু করিব বাখান।
বাবরের পৌত্র তিনি হুমায়ুন সুত,
মোগল সম্রাট ছিল বহুগুণ যুত।
ভ্রাতৃদ্বেষ বিনে কারো হয়না নিধন,
সেই দোষে হুমায়ুন হৃত-সিংহাসন।
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব হ'ল পাইয়া সন্ধান,
আক্রমিল রাজ্য তাঁর সের শা পাঠান।
হইল ভীষণ যুদ্ধ কান্যোজ নগরে,
হারাইল সিংহাসন সে-কাল সমরে।
রাজ্য ধন কেড়ে নিল শের মহাবীর,
পলাইল হুমায়ুন ভয়েতে অস্থির।
ঘুরিল অনেক রাজ্য আশ্রয়ের তরে,
নাহি দিল স্থান কেহ পাঠানের ডরে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলে' হয়ে মতিভ্রম,
হাটিয়া পাহাড় মরু করি অতিক্রম।
গর্ভবতী পত্নী সহ হইয়ে ব্যথিত,
আসিয়া অমর কোটে হ'ল উপনীত।
প্রমার বংশীয় সোদা হিন্দু নরপতি,
আশ্রয় দিলেন তাঁরে দয়া করে' অতি।
জন্মিল[১] অমর কোটে আক্‌বর সুমতি।
হতভাগ্য জনকের হরিতে দুর্গতি।
কিছুদিন বসবাস করি সেই দেশে
হুমায়ুন পিতৃরাজ্যে চলে অবশেষে।
পারস্য গান্ধার তাঁর পূর্ব্ব রাজধানী,
তথায় পেলনা শান্তি, জন্মে আত্মগ্লানি।
জয় পরাজয়ে কেটে দ্বাদশ বছর,
তাতার ছাড়িয়া আসে কাশ্মীর উপর।
এই স্বল্প দিন মধ্যে দিল্লীসিংহাসন,
উঠায় নামায় ক্রমে রাজা ছয় জন।
গৃহেতে বিচ্ছেদ হল পাঠান রাজার,
পাইলেন হুমায়ুন সুসম্বাদ তার।
অমনি ছুটিল সিন্ধু অতিক্রমি বীর,
শরহিন্দ্ নগরে আসি স্থাপিল শিবির।
শুনি মোগলের ভেরী পাঠান দুর্ব্বার,
সাজিল সমবে সবে ছাড়িয়া হুঙ্কার।
দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রে সেনাপতি করে'
পাঠাইলা হুমায়ুন পাঠান সমরে।
গর্ভে যে জন্মিল রণে, ভূমিষ্ঠ যে রণে,
রণলক্ষ্মী তারে মালা না দিবে কেমনে।
বালক অদ্ভুত তেজে জিনিল সমর,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অরাতি নিকর।
ঘটিল পাঠান-ভাগ্যে পূর্ণ পরাজয়,
গগন বিদারি উঠে "আক্‌বরের জয়"!

১—১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

মহোল্লাসে হুমায়ুন দিল্লিতে পশিল,
পাণ্ডবের সিংহাসনে আবার বসিল।
রাজকার্য্যে অবসর পাইত যখন,
গ্রন্থপাঠে করিতেন সময় যাপন।
আত্মহারা হয়ে ছাদে একদা পড়িতে,
মরিলেন অকস্মাৎ পড়িয়ে ভূমিতে!
আক্‌বর হইল রাজা পিতার মরণে,
বঞ্চিত হইল আশু দিল্লীসিংহাসনে।
দিল্লী আগ্রা হারাইয়া পঞ্চনদ দেশে,
ক্ষুদ্র রাজ্য মাঝে যেয়ে থাকে দীনবেশে
ভস্মে ঢাকা কতদিন থাকিবে অনল,
ফুটিল অদৃষ্ট সরে সৌভাগ্য কমল।
বৈরাম সহায় হল মন্ত্রী মহামতি,
আক্‌বর উদ্ধারে হৃত রাজ্য শীঘ্রগতি।
চান্দেরী বুন্দেলখণ্ড কাল্পী কালিঞ্জার,
মৈরতা ও মারবার করি অধিকার,
অষ্টাদশ বর্ষে করে সাম্রাজ্য স্থাপন,
হেন ভাগ্যধর কোথা সম্ভবে কখন!

ফাগোৎসব।

ফাল্গুনেতে ফাগোৎসব বহুদিন রহে,
পবিত্র আনন্দ স্রোত দেশমাঝে বহে।
অবরোধ-প্রথা লুপ্ত হয় সে পরবে,
রাজপথে হোলী খেলে কুলনারী সবে।
আবীর কুঙ্কুম বাণ ছুড়ে পরস্পরে,
রক্ত বৃষ্টি করে যেন রক্ত জলধরে।
লোহিতসাগর সম শোভিছে মিবার,
লোহিত তরঙ্গ প্রায় নর নারী তার।
চড়িয়া তুরঙ্গ পৃষ্ঠে অশ্বারোহীগণ,
মত্ত হয়ে' দলে দলে করে হোলীরণ।

যুদ্ধঅস্ত্র বহুদিন রক্ত পান করি,
আজি যেন রক্তরূপ ধরিয়াছে মরি।
কৃত্রিম সমর খেলা করে প্রদর্শন,
যথা বিধি হয় তাতে রক্ষা আক্রমণ।
উড়ে' আসি পড়ে কাক শোণিতের লোভে,
আঁচড়ে ঠোকরে মাটি ফিরে যায় ক্ষোভে।
অন্তঃপুরে রাণা রাণী সহচরী সহ,
ফাগোৎসবে মগ্ন হয়ে' রহে অহরহ।
যেই দিন হোলীখেলা হয় অবসান,
নাগরা ধ্বনিতে বিশ্ব করে কম্পমান।
চৌগা প্রাসাদের তলে সর্দ্দার সহিত,
সেই দিন মহারাণা হয় সম্মিলিত।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাদ্য করে,
হরিনাম সংকীর্ত্তন করে ভক্তিভরে।
সঙ্গে সঙ্গে হোলীলীলা চলে পুনর্ব্বার,
রাজা প্রজা ধনী দীন নাহিক বিচার।
নিশিতে চাঁচরপর্ব্ব করে নাগরিকে,
জ্বালায়ে প্রচণ্ড অগ্নি নগরে চৌদিকে,
প্রদীপ্ত অনলশিখা করিয়া বেষ্টন,
অবিচারে বাল বৃদ্ধ নর নারীগণ,
করিয়া তাণ্ডব নৃত্য রজনী গোঁয়ায় ;
কৃষ্ণের নামেতে লোক আপনা হারায়।
চৈত্রের অরুণোদয় হলে ভক্তিভরে,
স্নান অন্তে ছাড়ি বস্ত্র হোলী শেষ করে।

বেশ্যাকরে আক্‌বরের পরাজয়

সর্দ্দার সামন্ত বহু যত্নবান হয়ে
না পারে মানুষ তবু করিতে উদয়ে।
ক্রমে ক্রমে হ'ল তার এত অধোগতি,
গেলেন ভুলিয়া তিনি মিবারের পতি।
বারবনিতায় করে রাজ্য সমর্পণ,
পতিতা রমণী করে মিবার শাসন।
সর্দ্দার সামন্ত প্রজা কুপিত সবায়,
কি করিবে কোথা যাবে করে হায় হায়।
সে সুযোগ বার্ত্তা পেয়ে চতুর আক্‌বর,
আক্রমে মিবার দেশ সসৈন্যে সত্বর।
প্রেয়সীর সহ রাণা করে হোলীখেলা,
জানেনা তরঙ্গে ডুবে আনন্দের ভেলা।
বলিলেন মন্ত্রিবর দুর্যোগ ভীষণ,
ভ্রূক্ষেপ করে না রাণা, খেলায় মগন।
সামন্ত সর্দ্দারগণ বহু যত্ন করে'
নিয়ে গেল কোন মতে রণক্ষেত্রে ধরে'।
হৃদয়ে যাহার নাই মহত্ত্ব কি বল
তাহারে রক্ষিতে পারে কোন্ সেনাবল।
বন্দী হল মহারাণা আক্‌বরের করে,
বাপ্পার পবিত্র বংশ কলঙ্কিত করে।
উঠিল রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার,
করিল সহস্র কণ্ঠে সহস্র ধিক্কার।
বারনারী সেনানীরে করিল আদেশ
রাণার উদ্ধারে সজ্জা করিতে বিশেষ।
অপমান ভাবি, তার বাক্য, নাহি গণে,
সকলে হইল অতি ক্রুদ্ধ মনে মনে।
ধন্য সে মিবারভূমি বড় ভাগ্যবতী,
সহেনি সন্তান কভু তাহার দুর্গতি।
অন্য দোষে হোক্ কেহ হাজার পতিত,
কেবল সে কাপুরুষ উদয় ব্যতীত,
মাতৃরূপে ভক্তি সবে করিত তাহারে,
দেবতেজে ছুটে যেত তারে রক্ষিবারে!
বারবিলাসিনী শুনি মায়ের আহ্বান,
ছাড়িয়া বিলাস রণে করিল প্রস্থান।
ফুলধনু রেখে নিল অস্ত্রে ভরা তূণ,
চাঁদের মুখেতে আজি জ্বলিল আগুন।





পলায় সাপুড়ে হেরি কাল ফণী যথা,
মণিময় বেণী শিরস্ত্রাণে লুকে তথা।
দূর করি মণিহার বুকে পরে ঢাল,
পাখা ছাড়ি নিল করে দীপ্ত করবাল।
মণিময় বস্ত্র ছাড়ি কঞ্চুক পড়িল,
ত্যজিয়া কুসুমশয্যা তুরঙ্গে চড়িল।
বিবিধ বিলাস গন্ধে যে অঙ্গ সেবিত,
বলির রুধিরে রক্ত-চন্দনে চর্চ্চিত।
ধন্য হ'ত আঁখি রূপ দেখিয়া যাহার
দেখিতে তাহারে হয় ভীতির সঞ্চার।
অসুরমর্দ্দিনীরূপ করিয়ে ধারণ
পাঠানবিজয়ী বীরে করে আক্রমণ।
নারীর পশ্চাতে ছুটে নরসেনাদল,
শিখার পাছেতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সকল।
দাবাগ্নির রূপ ধরি যবন-কানন
দহিতে লাগিল মহাতেজে বিলক্ষণ।
হেরিয়ে নারীর বীর্য্য স্তম্ভিত আক্‌বর,
জীবনে দেখেনি কভু এহেন সমর।
পরাজিত হয়ে বীর লাজে অধোমুখে
মিবার ত্যাজিয়া পলাইল মন দুঃখে।
সমর জিনিয়া বীরা বিজয়-উল্লাসে
উদ্ধারি উদয়সিংহে পুরে ফিরে আসে।
বারাঙ্গনা কালবশে হল বীরাঙ্গনা,
সর্দ্দার সামন্ত সব সহিল গঞ্জনা।
মিবার করিল রক্ষা বলে বারনারী,
শত মুখে করে রাণা প্রশংসা তাহারি।
রাজপুত বীর তাতে ভাবি অপমান
প্রতিহিংসা নিল হরি বীরার পরাণ।
দেশ যে করিল রক্ষা শত্রুর কবলে,
হায় বিধি তার ভাগ্যে এই ফল ফলে!
সে দেশে কেমনে লক্ষ্মী রবে বল আর,
সহেনা পরাণে যথা যোগ্যে পুরস্কার।
জগতে পতিতা হোক্, প্রিয় দেবতার,
তার তরে অবারিত আছে স্বর্গদ্বার।
কেবল সতীত্বে নহে নারীর সম্মান,
তার তরে আছে আরো বিধাতার দান।

আক্‌বরের মিবার জয়[১]।

বারবিলাসিনী বধে অন্তরে রাণার
হইল রাজ্যের প্রতি বিরাগ সঞ্চার।
সর্দ্দার সামন্ত সনে হল মনোবাদ,
চিতোরে উঠিল জ্বলে' অন্তর বিবাদ।
সঙ্কল্প করিল রাণা যেতে রাজ্য ছাড়ি
হারায়ে উন্মত্ত হ'ল সেই বারনারী।
বারবনিতার করে হইয়ে লাঞ্ছিত
প্রতিশোধ দিতে রহে আক্‌বর চিন্তিত!
এহেন সুযোগ বার্ত্তা পেয়ে বীরবর
আবার মিবার পানে ছুটিল সত্বর।
শত্রুর ভীষণ গ্রাসে ত্যজি রাজপুরে
কাপুরুষ রাণা গেল পলাইয়া দূরে।
আহ্বান করিয়া সভা সামন্ত সকল,
দেশরক্ষা হেতু সব হইল বিকল।
বীর সহিদাস সূর্য্যতোরণ রক্ষায়
চন্দাবৎ সৈন্য সহ গেলেন তথায়।
আসিলেন জয়মল বেদনোর পতি,
কৈলবার হ'তে আসে পুত্ত মহামতি।
আসিল প্রমার ঝালা বহু বহু বীর,
সকলে রক্ষিতে দেশ হইল অস্থির।
বীরমদে শত্রু সৈন্য দ্বারে হানা দিল,
সহিদাস সৈন্য সহ রক্ষিতে লাগিল।
একে একে সর্ব্ব সৈন্য হইল নিধন,
না সরিল কেহ তবু ছাড়িয়া তোরণ।

১—১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে।

"মৈঁ ভুখা হুঁ" বলি কাঁদে চিতোরঈশ্বরী,
কে নিবারে ক্ষুধা, রাজ্য রাজাশূন্য মরি।
ক্রোধেতে চলিল দেবী ছাড়িয়া মিবার,
নৃত্য করে রণচণ্ডী ভীষণ হুঙ্কার।
স্বর্গে গেল সহিদাস চিন্তিত সকল,
তোরণ রক্ষিতে যাবে কোন্ মহাবল।
ষোড়শ বর্ষীয় বীর পুত্ত মহামতি,
দ্বাররক্ষাতরে স্থির হল সেনাপতি।
চিতোরের রক্ষাতরে পিতা দিল প্রাণ,
তনয় কুণ্ঠিত নহে দিতে আত্মদান।
মাতা কর্ম্মদেবী হেরি পুত্রের সম্মান
আনন্দে ভরিল বুক; নাহি কাঁপে প্রাণ।
সাজাইয়া অস্ত্রে শস্ত্রে অসি দিয়ে করে
আশীর্ব্বাদ করি মাতা বলে পুত্রবরে।
"দেশ ধর্ম্ম আজি বৎস কাতর নয়ানে
সকলে রয়েছে চেয়ে তব মুখপানে।
রাখহ হিন্দুর মান, পদের সম্মান,
অভয়া করুন তোমা অভয় প্রদান।"
বন্দিয়া মায়ের পদ পুত্র গেল রণে,
কি করিল মাতা তার শুন সর্ব্বজনে।
ঘরে বসি মাতা নাহি আর্ত্তনাদ ছাড়ে,
রণসাজে সুসজ্জিতা করে তনয়ারে।
কন্যারে সাজায়ে শেষে বধূরে সাজায়,
আপনি পরিয়া সজ্জা রণক্ষেত্রে যায়।
সেই শোভা হীনবল কি বর্ণিব আমি,
স্বর্গ হতে এল যেন রণচণ্ডী নামি।
ভগিনী জননী পত্নী সঙ্গে গেল রণে,
তার সম ভাগ্যধর কে আছে ভুবনে।
হেরি চিতোরের নারী বীরাঙ্গনাগণে,
করেতে সঙ্গীন ধরি চলিলেন রণে।
রাজা নাই, আত্মশির কে করিবে দান,
দেবীর পিপাসা তাই করিতে নির্ব্বাণ।

এক মুণ্ড বিনিময়ে শত মুণ্ড আজি,
দেবীরে করিতে তুষ্ট চলিয়াছে সাজি।
এ রণ কি রণ তাহা কি করি বর্ণন,
পাইয়াছে সবে যেন মহা নিমন্ত্রণ।
ঢালিতে রুধির রণচণ্ডীর খর্পরে
চলিয়াছে নর নারী দৃপ্ত অসি করে।
মহাপরাক্রমে পুত্ত করিয়া সমর
শয়ন করিল রণক্ষেত্রের উপর।
সমরে পড়িলে পুত্ত, বেদনোরপতি
জয়মল্ল চলিলেন হয়ে সেনাপতি।
মহাপরাক্রমী ছিল পুত্তের মতন,
বহু সৈন্য মোগলের করিল নিধন।
অনন্যউপায় হয়ে বীরেন্দ্র আকবর
বীরের ঘৃণিত কার্য্যে করিলেন ভর।
গোপনসন্ধানে গুলী করিয়া সন্ধান
আহত করিল সেই বীরেন্দ্র প্রধান।
জয়মল্ল তাতে অতি হয়ে উগ্রতর,
যবন-নিধনকল্পে হয় অগ্রসর।
শমন আসিয়া যার ধরিয়াছে কেশ,
কি আর করিবে বল ধরি ভীমবেশ।
যত বীর বীরাঙ্গনা করেছিল রণ,
একে একে সবে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
ধরে নাই অসি আজি যে রমণীকুল
জহরব্রতের তরে হইল আকুল।
এক দিকে পিয়ে রক্ত অসি খরশান,
অন্যদিকে লোলজিহ্বা অগ্নি কম্পমান
পঞ্চ রাজকন্যা আর রাণী নয় জন,
মরিল জহরব্রতে নারী অগণন।
অনলে অসিতে কত নারী দিল প্রাণ
কল্পনাও হেরে যায় করে অনুমান।
বহুবীর বীরাঙ্গনা সেই রণে মরে,
জয়মল্ল পুত্ত ছিল সবার উপরে।

প্রভাতে ছাড়িতে শয্যা আজো রাজপুত
বীরযুগলের নাম স্মরে ভক্তিযুত।
প্রাণ দিল কত বীর বিজয়ী আক্‌বর
গণনে তাহার করে কৌশল সুন্দর।
চারিসেরে মণ ধরি করি পরিমাণ
সার্দ্ধ চুয়াত্তর মণ উপবীত পান।
ভারতে সে শোক-স্মৃতি ঘোষিবার তরে
রক্তমাখা সেই অঙ্ক পত্র বক্ষে ধরে।
অপরের পত্র যেই খোলে মতিহীন,
চিতোর ধ্বংসের পাপ বহে নিশিদিন।
না থাকে না থাক্ সত্য তাহার ভিতর,
না চাপুক্ শিরে পাপবোঝা গুরুতর,
সহস্র পাপের জ্বালা সেই চিহ্ন হ'তে
না ভোগে, হৃদয়হীন কে আছে জগতে?
যেখানে আক্‌বরশাহ স্থাপিল শিবির
মর্ম্মরের স্তম্ভ তথা শোভে উচ্চশির।
বিচিত্র কৌশলে তাহা করেছে নির্ম্মাণ,
সকল জাতির ধর্ম্মমঠে শোভমান!
"আক্‌বরকা দেওয়া" নাম সেই স্তম্ভ ধরে,
পূর্ব্বেতে জ্বলিত বাতি তার শিরোপরে।
এখন্ দাঁড়ায়ে আছে সৃজিয়ে আঁধার,
দিতেছে পতিত বংশে নীরব ধিক্কার।

আক্‌বরের চিতোর প্রবেশ।

রবিবারে রবিবংশ সমূলে হইল ধ্বংস
বিষাদে ডুবিয়ে গেল রবি;
শোণিতে ভাসায়ে ভেলা জয়লক্ষ্মী করে খেলা,
শোণিত-তরঙ্গে দেখে ছবি।
ছিন্নহস্ত ছিন্নপদ ছিন্নমুণ্ড পরিচ্ছদ
রুধিরে রঞ্জিত শোভা করে,
দিতে চণ্ডিকার সেবা ভক্ত যেন রক্তজবা
সাজায়ে রেখেছে থবে থরে।
আক্‌বর বিজয়মদে ভাসিয়া শোণিত নদে
দুর্গম পুরীর মাঝে যায়;
চেতনের রক্তপানে সান্ত্বনা পায়নি প্রাণে,
অচেতনে আক্রমিল তায়।
ভাঙ্গে মঠ ভাঙ্গে কুঁড়ে, দেব দেবী ফেলে ছুড়ে,
লুটে সেনা, জ্বলে হুতাশন;
ভবানী-মন্দির হতে লুটে নিল মনোমতে
ঝাড় আদি বহুমূল্য ধন।
লজ্জা দিতে, বাধা দিতে, কাঁদিতে ব্যাকুল চিতে,
কেহ নাই, চলিল অবাধে;
চিতোর তোরণ-দ্বার জয়চিহ্ন রূপে তাঁর
আনিলেন আক্‌বরাবাদে।
জয়মল্ সংগ্রামবরে যে বন্দুকে বধ করে,
সংগ্রাম উপাধি দিল তারে;
এত মূর্ত্তি ভগ্ন করে' জয় পুত্ত মূর্ত্তি গড়ে'
সাধ করে' স্থাপিলা দুয়ারে।
শ্বেত প্রস্তরের করী ক্লান্ত দেহে আছে ধরি,
—জেতা বিজিতের কীর্ত্তি ভাষে;
কারো বংশধর ভুলে' নাহি চাহে চক্ষুতুলে'
অলক্ষ্যে বিধাতা বসি হাসে।

রাণা উদয়সিংহের মৃত্যু।

চিতোর নামেতে দেশ অতি মনোহর,
মিবারের রাজধানী প্রাচীন নগর।
নন্দনকানন আজি হয়েছে শ্মশান,
খুজহ উদয় কোথা করেছে প্রস্থান।
অরাতির আক্রমণে পেয়ে অতি ভয়,
অরণ্যেতে গোহিলের লইল আশ্রয়।
ভয়ে ভয়ে কতদিন রহিয়া তথায়,
আরাবলী গিরিমাঝে গিরাবোতে যায়।

যেই উপত্যকা মাঝে বাপ্পা বীরবর,
বহু সাধনার গুণে পায় দেববর,
সেই আশীর্ব্বাদ যেন ফিরাইয়া দিতে
বংশধর তথা তাঁর গেল ফুল্ল চিতে।
চিতোর ধ্বংসের পূর্ব্বে রাণা সেই বনে
উদয়সাগর নামে সরোবর খনে।
চিতোর ছাড়িয়া, তীরে সেই সরসীর
নচৌকি নামেতে বাঁধে সুন্দর মন্দির।
নির্ম্মায়ে তথায় আরও হর্ম্ম্য বহুতর
স্থাপন করিলা দেশ অতি মনোহর।
স্বনামে উদয়পুর নাম দিল তারে,
পরে রাজধানী তাহা হইল মিবারে।
দুগ্ধ ছাড়ি ঘোলে সাধ শুধু বর্ষ চারি,
মিঠাইয়া গেল রাণা ধরাধাম ছাড়ি।
জন্মিল রাণার পঞ্চবিংশতি কুমার,
জগমলে দিলা তিনি স্বীয় রাজ্যভার।
বেয়াল্লিশ বর্ষে তাঁর হইল মরণ,
গিহেলোটের বংশে করি কালিমা অর্পণ।
উদয়ে কলঙ্কোদয় হইল কেবল,
ভাগ্যলক্ষ্মী মিবারের গেল অস্তাচল।

রাজর্ষি প্রতাপসিংহ।

প্রতাপের অভিষেক।

মণিকার বিনে কেহ মণি নাহি জানে,
পণ্ডিতের কোথা মান মূর্খের বিধানে।
কাপুরুষ ছিল নিজে ভূপতি উদয়,
চিনে নেওয়া যোগ্যপাত্র তাঁর কর্ম্ম নয়
বীরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্র থাকিতে প্রতাপ,
জগমলে রাজ্যভার দিয়ে গেল বাপ।
উদয়ের অবিচারে সামন্ত সবার
মনে মনে ক্রোধানল হইল সঞ্চার।
প্রতাপের মামা ঝালাপতি রোষে জ্বলে',
প্রধান সামন্ত চন্দাবৎ কৃষ্ণে বলে।
"ধর্ম্মমতে জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন পায়,
কি দোষে প্রতাপ বল বঞ্চিত তাহায়।
বুঝিতে পারিনা তোমাহেন বিজ্ঞজন,
কেন এ অবৈধ কার্য্য কৈলে সমর্থন"।
হাসিয়া কহিলা কৃষ্ণ "শুন ঝালাপতি,
সম্মত হইয়ে বল কি করেছি ক্ষতি?
মৃত্যুকালে রোগী যদি দুধ খেতে চায়,
বাসনা পূরালে তার কিবা হানি তায়।
জানিতে পারিবে শীঘ্র কি মত আমার,
তার তরে এত চিন্তা কেনগো তোমার।"
কৃষ্ণের কথায় ঝালা হল হরষিত,
কি করে উপায় তার হইল চিন্তিত।
প্রতাপ বঞ্চিত হয়ে রাজসিংহাসনে,
রাজ্য ছেড়ে যেতে স্থির করিলেন মনে।
বিদেশযাত্রার তরে হইল সজ্জিত,
কৃষ্ণ সহ গোয়ালীর-পতি উপস্থিত।
বসে আছে জগমল সিংহাসনোপরে,
দুই জন যেয়ে তাঁর দুই বাহু ধরে।
কহিলা আসন হতে বসাইয়া নীচে,—
"মহারাজ হেন ভ্রম কেন কর মিছে।
জ্যেষ্ঠ সহোদর তব প্রতাপ সুজন,
ধর্ম্মমতে প্রাপ্য তাঁর এই সিংহাসন।
করিলাম রাণা তাঁরে আমরা সকলে,
চল সবে তাঁরে সেবি থাকি পদতলে"।
এত বলি প্রতাপের তুলে দিল করে
ভবানীর অসি, রাজছত্র শিরোপরে।
ভূমিস্পর্শে করে সবে শপথ গ্রহণ,
তিনবার রাণা বলি করে সম্বোধন।

জগ দেখিলেন চোখে জগত আঁধার,
নীরবে করিল সহ্য, কি করিবে আর।
রাজশিরে রাজছত্র ধরে প্রজাগণ,
কে রাখিবে বল, যদি সে করে হরণ।
জগমল হয়ে অতি বিষণ্ণ বদন
রাজ্য ছাড়ি করিলেন দূরে পলায়ন।
বিধাতার চক্র বল কে বুঝিবে হায়,
বনে গেল রাজা, বনবাসী রাজ্য পায়।
প্রতাপ হইলে রাণা আনন্দিত সবে,
চলিল মিলিয়া আহেরিয়া মহোৎসবে।
সেই শুভ মৃগয়ায় নবীন রাণায়
অমোঘ সন্ধানে সুখ হইল সবার।

প্রতাপের বৈরাগ্য।

প্রতাপ হইল রাণা, সামন্ত সর্দ্দার
সকলেই আনন্দিত হইল অপার।
প্রতাপের মনে কিছু শান্তি নাহি পায়,
বুঝিলা দুঃখের বোঝা এই রাজ্য হায়।
নাহি ধান্য নাহি ধন নাহি সৈন্যবল,
চৌদিকে কলঙ্কে ভরা কলঙ্ক কেবল।
বাপ্পারাও হামীরের রাজধানীমাঝে
চিতোরে জ্বলেনা আর সান্ধ্যদীপ সাঁঝে।
নাহিক মন্দির, নাহি মূর্ত্তি দেবতার,
নাহিক আনন্দ হাসি,—শুধু হাহাকার।
একাকী চড়িয়া অশ্ব ঘুরিত মিবারে,—
নগরে পল্লীতে মাঠে গহন কান্তারে।
পূর্ব্বকীর্ত্তি কিছু নাহি হেরে যথা যায়,
সকলি হয়েছে লুপ্ত শত্রুকরে হায়।
রাজ্যের দুর্দ্দশা হেরি ভাসে বক্ষস্থল,
কোথা যাবে কি করিবে ভাবিয়া বিকল।

একদিন ডাকি যত সামন্ত সকলে
অতি দুঃখে মহারাণা বলে সভাতলে।
"কি আর বলিব আমি শুন সভাসদ,
দেখিতেছ মিবারের কি ঘোর বিপদ।
জননী জনমভূমি দুই সমতুল,
জগতের কোন ধন নহে তার তুল,
জননী মরিলে দেখ ধরণী-মাঝার,
সকলে বিলাসসুখ করে পরিহার।
সন্ন্যাসীর মত থাকে হইয়া সংযত,
নাহি হয় কভু কোন পাপকর্ম্মে রত।
মায়ের অধিক জন্মভূমি ধরাতলে,
জননী পালেন পুত্র তার শস্য জলে।
হেন জন্মভূমি আজি আমাদের হায়,
নাহি জীবনের চিহ্ন, লুণ্ঠিত ধূলায়।
হেন নরাধম আমি দেখ বন্ধুগণ,
মৃতমাতৃবক্ষে আছি বিলাসে মগন।
এই করিলাম পণ নামে দেবতার,
যতদিন জন্মভূমি না করি উদ্ধার,
স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রে নাহি করিব ভোজন,
বিলাসশয়নে নাহি করিব শয়ন।
হইবে ভোজন পাত্র তরু পত্রদল,
তৃণরাশি হবে মোর শয্যার সম্বল।
সেনার অগ্রেতে আমি, রণবাদ্য আর
দিবনা বাজিতে, রবে পশ্চাতে তাহার।
বিলাস ব্যসন নাহি সেবিব কখন,
কেশ শ্মশ্রু নখ নাহি করিব ছেদন।
জনমভূমিরে যদি মাতৃজ্ঞান করে,
পালিবে এ পুণ্যব্রত মম বংশধরে।
না করিব মাতৃস্তন্যে কলঙ্ক অর্পণ,
যা করে করুন বিধি, এই মোর পণ।
কহিলা সামন্তগণ করি যোড় হাত,—
"পিতৃ পুরুষেরা করে বহু রক্তপাত

মিবার রক্ষার তরে, জান নরবর ;
মিবারের দুঃখে মোরা দুঃখী নিরন্তর।
প্রভু তুমি, তব পদ করিব শরণ,
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব বহন।"
প্রতাপের প্রাণ সনে প্রতিজ্ঞার প্রাণ
যদিও গিয়েছে, আছে শব বিদ্যমান।
এখনও তাঁহার যত বংশধরগণ,
পত্রে রাখি স্বর্ণপাত্র করেন ভোজন।
বিলাসশয়ন রচে তৃণ গুচ্ছ'পরে,
সকলেই তাঁর মত নখ শ্মশ্রু ধরে।
পাছে রণবাদ্য বাজে করিয়া ঘোষণা —
মিবারের অনুদ্ধার, রাণার সাধনা।

প্রতাপের নীতি।

করিল প্রতিজ্ঞা যবে সামন্ত সর্দ্দার,
হইল রাণার মনে আনন্দ অপার।
কহিলা প্রতাপসিংহ "শুন বন্ধুগণ,
মুক্তি ও রক্ষার চিন্তা করহ এখন।
হইবে না বাঞ্ছা পূর্ণ শুধু প্রতিজ্ঞায়,
কিরূপে হইবে কার্য্য চিন্তহ উপায়।
যত দিন মিবারের থাকিবে সম্পদ,
থাকিবে ঐশ্বর্য্য শোভা, জানিবে বিপদ
অরাতির করে যদি চাও পরিত্রাণ,
শ্রীহীন করিতে তারে হও যত্নবান।
গতরণে হারায়েছে বীরপুত্রগণ
দুঃখিনী মিবার, তার নাহি ধন জন।
তোমাদের সৈন্য হতে মোগলের বল
সহস্র গুণেতে বেশী, কি করিবে বল।
সমতলক্ষেত্রে যদি বহুসেনা সনে,
প্রতিদ্বন্দ্বী হও, জয়ী হইবে না রণে।
গিরিদুর্গ যত আছে কর দৃঢ়তর,
কমল্মীরে রাজপাট সরাও সত্বর।
ভূমিবৃত্তি কর দান যত সেনাগণে,
স্বেচ্ছায় সমর যেন করে প্রাণপণে,
প্রতাপের কথা শুনি সামন্ত সমাজ,
আদেশ পালনে তাঁর নাহি করে ব্যাজ
নগরে পল্লীতে প্রতি ঢক্কানাদ করি,
ঘোষণা করিলা যত প্রজার উপরি।
সপ্তাহের মধ্যে যেন ছাড়িয়া নগর
সকলে পর্ব্বতে আসি বাঁধে নিজঘর।
সমতলক্ষেত্রে কিম্বা রাস্তায় বাজারে
হইবে জীবন দণ্ড দেখা গেলে কারে।
গিরিদুর্গ যত আছে হইল সংস্কার,
রোধিতে শত্রুর গতি হইল যোগাড়।
পালন হইল কিনা তাঁহার আদেশ,
গোপনে ভ্রমিয়া রাণা দেখিত বিশেষ।
একদিন দৈবযোগে দেখিল ভূপাল,
শ্যামল ক্ষেত্রের মাঝে চরে মেষপাল।
অবাধ্য রাখাল সেই নিজ কর্ম্মদোষে,
হারাইল প্রাণ আশু প্রতাপের রোষে।
বৃক্ষডালে দেহ তার ঝুলায়ে রাখিল,
বিদ্রোহীর মনে ভীতি সঞ্চার করিল।
ভয়ে হাটে মাঠে কেহ নাহি চলে আর,
নির্জ্জন শ্মশান প্রায় হইল মিবার।
যেইখানে নিশিদিন ছিল কোলাহল,
নিশিতেও আলোভরা ছিল সমুজ্জ্বল।
হায় হায় কেহ নাই জ্বালাইতে বাতি,
ভরিল জঙ্গলে, ঘুরে পশু নানাজাতি।
শ্রীহীন হইল মরি কমলকানন,
বিধবা রমণী যেন শূন্য আভরণ।
মিবারের মধ্য দিয়া দূর সিন্ধুতীরে,
ভুলেও বণিক্ শ্রেষ্ঠ নাহি চলে ফিরে।





আদেশ লঙ্ঘিলে কেহ, রাজ-সৈন্যগণ
সর্ব্বস্ব হরিত তার করিয়া লুণ্ঠন।
সৌরাষ্ট্র বন্দরে আর মোগল সম্রাট,
পারেনা পাঠাতে পণ্য, ঘটিল বিভ্রাট।

আক্‌বরের রাজনীতি।

প্রতাপের শক্তিবৃদ্ধি হেরি ক্রমে ক্রমে,
আক্‌বর চিন্তিত হয় কিসে তারে দমে।
রাজনীতিজ্ঞানে বিজ্ঞ ছিল বিচক্ষণ,
জানিত কিরূপে হয় করিতে শাসন।
মিষ্ট বাক্য পেলে হিন্দু নাহি চায় কিছু,
চিরদিন ভ্রাতৃহিংসা আছে তার পিছু।
ব্রহ্মঅস্ত্র ভেদনীতি, মধুর বচন,
প্রতাপদমনে পাৎশা করিল ধারণ।
হাতী বিনে হাতী কভু ধরা নাহি যায়,
গৃহশত্রু বিনে পররাজ্য নাহি পায়।
মারবারপতি মল্লদেবের তনয়
উদয়, পাৎশার জালে প্রথম জড়ায়।
আক্‌বরের মোহমন্ত্রে ভুলি কুলাচার,
ভগ্নী যোধাবাই অর্পে করেতে তাঁহার।
বিবাহের পণ দিল নীতিজ্ঞ আক্‌বর,
বুধনগর উজ্জয়িনী আর গদম্বর,
দেবলপুরের সহ রাজ্য-চতুষ্টয়,
হইলেন তুষ্ট অতি শ্যালক উদয়।
বাড়ে বিশলক্ষ টাকা রাজস্বের আয়,
কে আছে প্রতাপ বিনে তুচ্ছ করে তায়?
পুকুরের মাছ যথা ভেঙ্গে গেলে বান,
উল্লাসে চলিয়ে যায় ধরি স্রোত টান।
একে একে ধরে সবে উদয়ের পথ,
দেশ ভুলি ধর্ম্ম ভুলি ছুটে অবিরত।

মারবার বিকানীর বিক্রমী অম্বর,
সকলে আক্‌বরশাহে নিল স্বয়ম্বর।
হায় হায় কি বলিব প্রতাপের ভ্রাতা
সাগরজীও গেল চলে' ছাড়ি নিজ মাতা
এইরূপে বহুবল করিয়া সঞ্চয়,
আক্‌বর ভাবিলা মনে প্রতাপে কি ভয়
পাৎশা ভুলিয়া গেলা বিশ্বের আঁধারে
একচন্দ্র হরে, লক্ষ তারা নাহি পারে।
পাইয়া প্রতাপসিংহ এই সমাচার
খেদে ও ঘৃণায় সবে করিলা ধিক্কার।
সর্দ্দার সামন্তগণে কহে বীরবর,
"জন্মিলে মরিতে হবে, নাহি কোন ডর
কাল নাহি করে শুধু আহার কাঙ্গাল,
প্রতাপী রাজার ঘরে সেও পাতে জাল।
কালের অজেয় শুধু নরের সম্মান,
কোন রত্ন নাহি বিশ্বে তাহার সমান।
দেশধর্ম্ম রক্ষা সদা করিবে মানব,
সেই মনুষ্যত্ব তার, সেই সে গৌরব।
প্রতিজ্ঞা করহ সবে নাহি দিবে কালি
জননীর স্তন্যে কভু, প্রাণ দিবে ডালি।
যত কুলাঙ্গার হিন্দু যবনের সনে
আহার বিহার করে সম্বন্ধ-স্থাপনে;
খাবে না তাদের সনে থাকিতে জীবন,
প্রতিজ্ঞা করিয়া দাও নিজ কার্য্যে মন।
যা ঘটে ঘটুক ভাগ্যে, করিও না ভয়,
দুর্ব্বলের বল বিধি আছেন নিশ্চয়।

মানসিংহের আতিথ্য।

বিধবা দেখিলে হার সধবার গলে,
করিতে নিজের মত চাহে, লোকে বলে।
—মুখপোড়া হনুমান মাগিলেন বর,
তার মত হয় যেন যতেক বানর।

করেছে আক্‌বর পদে আত্মসমর্পণ
যত রাজগণ, শুনে’ প্রতাপের পণ
উন্মাদ বলিয়া তাঁরে নিন্দে অকাতরে,
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিবে কিসে সদা চেষ্টা করে।
অম্বরভূপতি যেই নামে ভগবান,
আক্‌বরের করে করে ভগ্নী সম্প্রদান;
মানসিংহ নামে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রবর
সম্রাটের সেনাপতি প্রিয় সহচর।
সোলাপুর করি জয় ফিরিতে অম্বরে,
কমল্মীরদুর্গে গেল কুটিল অন্তরে।
সম্মানে প্রতাপ তাঁরে করিলা গ্রহণ,
অনুরোধ করে তথা করিতে ভোজন।
অমর রাণার পুত্র সেবা করে তাঁর,
বসিলেন মানসিংহ করিতে আহার।
খাইতে বসিয়া মান, করি বহুমান
করিলা প্রতাপসিংহে ভোজনে আহ্বান।
অমর বলিলা “পিতা রোগে শয্যাগত,
খাইলে অসুখ তাঁর বৃদ্ধি পাবে যত।”
মানসিংহ করে’ মান করিলেন জেদ,
আসিয়া প্রতাপ কহে করি বহুখেদ।
“যেই রাজপুত হায় কুলধর্ম্ম ভুলি
দিয়েছে দুহিতা ভগ্নী তুর্কী করে তুলি।
সূর্য্যবংশে জন্মি বল খেয়ে তার সনে,
রাজা হয়ে জাতি ধর্ম্ম ডুবাব কেমনে।”
মানের চাতুরী যত হইল বিফল,
না টলিল প্রতাপের প্রতিজ্ঞা অটল।
রাণার কথায় মান হইলা ব্যথিত,
আসন হইতে তিনি উঠিলা ত্বরিত।
ইষ্টদেবে যেই অন্ন করে নিবেদন,
উষ্ণীষের মাঝে তাহা করিল স্থাপন।
সগর্ব্বে কহিলা বীর “যদি হই মান,
দেখিব কেমনে তুমি রক্ষা কর মান।
উড়াইব সব গর্ব্ব খর্ব্ব করি রণে,
দেখিব এ রাজ্য ভোগ করহ কেমনে।”
উত্তরে প্রতাপ সিংহ “নাহি কোন ভয়,
রণেতে পাইলে দেখা তুষ্ট অতিশয়।”
“আসিতে সমরে নাহি ভুলো বীরবর
আনিতে আক্‌বরে ফুফা” কহিলা অমর।
এইরূপে মানসিংহ হইয়ে লাঞ্ছিত
চলিলা দিল্লীতে ক্রোধে হয়ে উদ্দীপিত।
বিষাদে সম্রাটপাশে কৈলে নিবেদন,
হইলা আক্‌বরশাহ চিন্তায় মগন।
এই সেনাপতি মান, কেহ নহে আর,
যার বাহুবলে রাজ্য হইল বিস্তার।
বিশাল স্তম্ভের মত পাতি নিজ শির
মোগল-গৌরব-চূড়া বহিছে যে বীর।
আবার শ্যালক-পুত্র,—মহিষীর ভয়,
তাহারে বিমুখ করা সহজ কি হয়?
নানাদিকে বুঝি শাহ করিয়া মন্ত্রণা
রাণার বিরুদ্ধে করে সমর ঘোষণা।
যত রাজপুত রাজা পক্ষ ছিল তাঁর
আনন্দিত হয়, শুনি রণ-সমাচার।

• হল্‌দিঘাটের প্রথম যুদ্ধ।[১]

কুরুপাণ্ডবের রক্ত করিয়া শোষণ,
কুরুক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতে এখন।
বহুরক্ত রাজপুত করিয়াছে দান,
করিবারে পুণ্যক্ষেত্র এই রাজস্থান।
উদয়পুরের মাঝে বৃহৎ আকার,
দীর্ঘে প্রস্থে দশ দশ যোজন বিস্তার
আছে সমতল ক্ষেত্র, হল্‌দিঘাট নাম,
কলির সে কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যধাম।

১—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে।

কুরুক্ষেত্রে ভ্রাতৃরক্ত ভ্রাতা করে পান,
হলদিঘাটে দেশহিতে আত্মরক্ত দান।
কুরুক্ষেত্র পতনের স্বখাত-নিখাত,
হলদিঘাট মহত্ত্বের মধুর প্রপাত।
চতুর্দ্দিকে গিরিমালা শোভে উচ্চতর,
বিধাতা নির্ম্মিত দুর্গ কৌশল সুন্দর।
মাঝে মাঝে গিরিপথ নামিয়াছে তায়
দুর্গের দুয়ার সম যেন শোভা পায়।
গিরিপদে তরঙ্গিণী খেলে কুল্ কুল্,
নাচায় ভুজঙ্গ যেন ধরিয়া লাঙ্গুল।
ঘন বনশ্রেণী উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে,
ছাদ সম আছে মেঘ বসি তদুপরে।
সেলিম নামেতে ছিল আক্‌বর নন্দন,
সেনাপতি করে পিতা তাঁহারে মনন।
প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র সাগর তনয়
মহব্বৎ নাম ধরে মুসলমান্ হয়।
মানসিংহ মহব্বৎ সেলিমের সনে,
রাণার বিরুদ্ধে সাজি আসিলেন রণে।
মোগল পাঠান হিন্দু সেনা অগণন,
বন্দুক কামান কত কে করে গণন।
দেশ জুড়ি ছুটিয়াছে কত শত যান,
চক্রের ঘর্ষণে ধরা ঘন কম্পমান।
দ্বাবিংশ সহস্র মাত্র বীর সৈন্য লয়ে
করিলেন রণসজ্জা প্রতাপ নির্ভয়ে।
একদিকে সম্পদের গর্ব্ব কোলাহল,
অন্যদিকে দারিদ্র্যের ভীম দাবানল।
হলদিঘাটে করি রাণা রণরঙ্গস্থল,
প্রতাপ প্রতীক্ষা করে পাতিয়া কৌশল
রাজপুত বীরগণ অস্ত্র-শস্ত্র-করে
রহিলেন শৈল-পদে শত্রু ধ্বংস তরে।
পর্ব্বতের শিরোদেশে পার্ব্বতীয় ভীল,
দলে দলে দাঁড়াইল করিয়া মিছিল।

করেতে কার্ম্মুক ধরে, পৃষ্ঠেতে তূণীর,
পাশে শিলাখণ্ড চূর্ণিবারে শত্রুশির।
এইরূপে নিজ সৈন্য করিয়া সজ্জিত.
কহিলা প্রতাপসিংহ বাক্য বীরোচিত।
"যবন-প্রসাদে অতি তুচ্ছ ভাবি মনে
ধরেছ দারিদ্র্যব্রত দরিদ্রের সনে।
শুক্তিগর্ভে মুক্তা জন্মে, শোভে রাজশিরে,
দারিদ্র্যের কি মহত্ত্ব দেখাও অরিরে।
মানের রাখিতে মান এই অভিযান,
আমরা রাখিব মান বলি দিয়ে প্রাণ।
পিতৃ পুরুষের রক্তে প্রতিষ্ঠা যাহার,
আমাদের রক্তে রক্ষা করিব তাহার।
জন্মিলে মরিতে হবে মহাজন ভণে,
মরণের কি গৌরব না মরিলে রণে।
মিবারবাসীর জন্ম রক্ষিতে মিবার,
মিবার হারায়ে বাঁচা কিবা ফল তার।
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা তরে ধরিলে কৃপাণ,
শমনও তাহার ভয়ে হয় কম্পমান।
ঐ দেখ শত্রুসৈন্য ঘেরে অগণন,
হর হর রব করি কাঁপাও গগন।"
এতবলি মহারাণা শার্দ্দুল বিক্রমে
আক্রমিল শত্রু-ব্যূহ ঘোর পরাক্রমে।
অজস্র বরষে গুলি গরজে কামান,
বাজাইছে কাল যেন প্রলয় বিষাণ।
হর হর রব করি করকার মত,
ছুটিছে তাহার মাঝে হিন্দু সেনা যত।
ব্যূহ ভেদ করি সবে মত্ত বাহু বলে,
ছুটে তপ্ত বজ্রসম, শত্রুসেনা দলে।
প্রবল ঝঞ্ঝার বেগে কদলীর বন
ভাঙ্গে যথা, তথা শত্রু পড়ে অগণন।
এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন করি শত্রুদলে,
সেনাপতি মানে রাণা খুজে রণ-স্থলে।

মৃগহারা সিংহ সম রণভূমে ঘুরে,
দেখিলা সম্রাটপুত্র সেলিমে অদূরে।
সজ্জিত মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে লৌহ-হাওদায়,
রাণী যোধাবাই-সুত পলাইয়ে ধায়।
অসির প্রহারে হত করি রক্ষিগণ,
সেলিমে বধিতে বীর করে আক্রমণ।
চৈতক নামেতে নীল অশ্ব বলবান,
করিকুম্ভে দিল পদ করি লম্ফ দান।
অশ্ব-পৃষ্ঠে থাকি রাণা দীপ্ত বর্ষা হানে,
হাওদায় ঠেকি ফিরে মাহুতের পানে।
হতভাগ্য গজপাল গেল যম-ঘরে,
সেলিম বাঁচিল প্রাণে ঈশ্বরের বরে।
ভয়েতে ছুটিল গজ ছাড়ি রণস্থল,
প্রতাপ ছুটিল পাছে চৈতকে প্রবল।
সেলিমে বিপদে হেরি যত সেনাগণ,
ধাইল প্রতাপসিংহে করি আক্রমণ।
অসংখ্য মোগলসৈন্য সাগরের প্রায়,
অতি ক্ষুদ্র হিন্দুসেনা দেখা নাহি যায়।
ব্যূহ ভেদ করি রাণা হইল বাহির,
'জয় প্রতাপের' বলি ঘোষে হিন্দুবীর।
রণে রাজছত্র রাণা পরিত তাঁহার,
সুযোগ পাইত শত্রু তাতে চিনিবার।
ভল্লের আঘাতে তিন, তিন তরবারে,
বন্দুকেতে এক ক্ষত, রক্ত বহে ধারে।
ভ্রূক্ষেপ করেনা রাণা; করিতেছে রণ,
চন্দন রঞ্জিত রণ-ভৈরব যেমন।
রাজছত্রে সমুজ্জ্বল চিনিয়া প্রতাপে,
আবার মোগলসৈন্য ঘেরে বীরদাপে।
ঝালাপতি মান্না দেখে ছত্র সুশোভন,
রাণারে সঙ্কটে ঘোর করেছে পতন।
দেখি জীবনের আশা নাহিক প্রভুর,
ছুটে মান্না সৈন্য সহ বিক্রমে প্রচুর।
রাণার আজ্ঞাতে রাজছত্র কেড়ে নিল,
বাঁচাতে প্রভুর প্রাণ শিরেতে পরিল।
প্রতাপে ছাড়িয়া আশু মোগল সৈনিক,
রাণাভ্রমে মান্না পানে ছুটিল নির্ভীক।
সার্দ্ধশত সৈন্য সহ মান্না মহাবীর,
আক্রমি মোগলসৈন্যে করিল অস্থির।
ঝঞ্ঝা কি রোধিতে পারে বস্ত্রের প্রাচীর?
দলে দলে দিল প্রাণ যত হিন্দুবীর।
রক্ষিতে প্রভুর প্রাণ দিয়ে আত্মপ্রাণ,
দেবস্বর্গে মান্নাদেব করিল প্রস্থান।
হেন রাজভক্তি প্রভুভক্তি অতুলন,
মাটির ধরাতে করে স্বর্গের সৃজন।
যোগ্য পুরস্কার তার কি আছে জগতে,
মান্নাবংশধরে রাণা তোষে বহুমতে।
ভূমিবৃত্তি রাজাখ্যাতি করিল প্রদান,
নাগরা বাজায়ে তাঁরা রাজদ্বারে যান[১]।
আর এক প্রভুভক্ত ছিল মান্না সম,
চৈতক নামেতে অশ্ব গুণে নিরুপম।
প্রভুর বিপদ হেরি বাঁচাইতে তাঁরে,
তীর বেগে ছুটে অশ্ব, রণক্ষেত্র ছাড়ে।
খোরাসানী মুলতানী দুই বীরবর,
প্রতাপের পাছে ছুটে অশ্বে দ্রুততর।
রাণার সঙ্কট হেরি শক্ত মহাবীর,
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে হইয়া অধীর।
না পারিল সৈন্যদ্বয় ধরিতে প্রতাপে,
চৈতক লঙ্ঘিল নদী এক মহালাফে।
না পারে তাদের অশ্ব লঙ্ঘিতে সে নদী,
শত্রু কিসে মারে, বিধি রক্ষা করে যদি।
হেনকালে আসি শক্ত সেই নদী-তীরে,
প্রচণ্ড বিক্রমে বধ করিল দু'বীরে।

১—আর কাহারো সেই অধিকার নাই। উচ্চ সম্মান জ্ঞাপক

না করিত শক্ত যদি তাদের নিধন,
হইত প্রতাপ ঘোর সঙ্কটে পতন।
শত্রু নাশ করি শক্ত ছুটিলা দুর্ব্বার,
ডাকিলা 'দাঁড়াও নীল ঘোরাকা সোয়ার
শক্তকে চিনিয়া রাণা হইল স্থগিত,
আক্রমিতে গেল শক্তে হয়ে উত্তেজিত
অশ্ব হ'তে নামি শক্ত প্রণমে চরণ,
ক্ষমা ভিক্ষা চাহে করি অশ্রু বরষণ।
আলিঙ্গন করি রাণা ঝাড়ে অশ্রুধার;
দুই অগ্নিশিখা যেন হল একাকার।
প্রভুরে নামায়ে রাখি তুরঙ্গ প্রধান,
ত্যজি অশ্বদেহ সুখে করিল প্রস্থান।
প্রতাপে আপন অশ্ব করিয়া অর্পণ,
সম্রাট-শিবিরে শক্ত করিল গমন।
এত দুঃখে যার কভু না কাঁপিল কেশ,
চৈতক হারায়ে রাণা কাঁদিল অশেষ।
অসি অশ্ব ভার্য্যা তিন ক্ষত্রিয়ের প্রাণ,
জানে সে করিতে তার উচিত সন্মান।
যেই স্থানে অশ্বরাজ ত্যজিল শরীর,
চৈতক-চাবুত্র নামে স্থাপিল মন্দির।
প্রতাপের চৈতকের চিত্র মনোহর,
ভক্তিভরে রাজপুত রাখে ঘর ঘর।

শক্ত-উপাখ্যান।

বাল্যলীলা।

বীরবর শক্তসিংহ কোন্ মহাজন,
তাহার চরিত্র কিছু করহ শ্রবণ।
রাণা উদয়ের তিনি দ্বিতীয় কুমার,
প্রতাপের ছোট ভাই বহু গুণাধার।
দৈবজ্ঞ কহিল কোষ্ঠী গণিয়া রাণারে,
এই পুত্র দিবে কালি পবিত্র মিবারে।

১—নীলবর্ণ অশ্বের আরোহী।

সে অবধি উদয়ের, কনিষ্ঠ তনয়
শক্তের উপরে অতি বিষ-দৃষ্টি হয়।
একদা বেচিতে অস্ত্র আসে অস্ত্রকার,
পরীক্ষা করিতেছিল রাণা অস্ত্রধার।
হেনকালে আসি শক্ত কহিলা পিতারে,
"মাংস কাটি ধার নাহি পারে দেখিবারে?'
এত বলি করে অস্ত্র বসায় অচিরে,
ভেসে গেল সিংহাসন পুত্রের রুধিরে।
হেরি চমকিত হল সভাসদ্‌গণ,
আদেশিলা রাণা পুত্রে করিতে নিধন।
বধ্যভূমে আনে যবে বধিতে কুমার,
করযোড় হয়ে বলে শালুম্ব্রা সর্দ্দার।
"বহুদিন রাজপদ করেছি সেবন,
করিনি প্রার্থনা কোন জনমে কখন।
বড়ই দুর্ভাগা আমি, পুত্রকন্যাহীন,
বংশলোপ-ভয়ে-ভীত কাঁদি নিশিদিন।
কি ফল কাটিলে প্রভু অবোধ বালকে,
দয়া করে' পুত্রদান কর অপুত্রকে।"
দুঃখিত সর্দ্দারে দয়া হইল রাণার,
অর্পিলেন শক্তসিংহে করেতে তাঁহার।
ধর্ম্মপুত্ররূপে শক্তে করিল পালন,
পশ্চাতে সর্দ্দারে জন্মে পুত্র একজন।
তাহাতে শালুম্ব্রা অতি হইল চিন্তিত,
কারে দিবে বিত্ত, কারে করিবে বঞ্চিত।
সর্দ্দার পাইল রক্ষা যন্ত্রণা হইতে,
প্রতাপ পাঠায় দূত শক্ত সিংহে নিতে।
শক্তসিংহ সর্দ্দারের লয়ে অনুমতি,
ভ্রাতার রাজ্যেতে চলি এল শীঘ্রগতি।

পুরোহিত।

প্রতাপ শক্তেরে স্নেহ করে অনুক্ষণ,
বাদ বিসম্বাদ কভু হয় না কখন।



পুরোহিতের আত্মোৎসর্গ ৯১ পৃষ্ঠা

ন্যাকস।

ভাগ্যদোষে একদিন ভ্রাতা দুইজন,
মৃগয়া করিতে সুখে গেল দূর বন।
লক্ষ্যহেতু বাক্যযুদ্ধ বাজিল দুজনে,
স্নেহ ভক্তি পরস্পরে পলাইল বনে।
প্রতাপ বলিল "লক্ষ্য অব্যর্থ কাহার",
এসনা, এখনি করি পরীক্ষা তাহার।
'সেই ভাল' বলি শক্ত করিল উত্তর,
আক্রমিতে সমুদ্যত হ'ল পরস্পর।
কারো সাধ্য নাহি দ্বন্দ্ব করে নিবারণ,
বাড়িতে লাগিল ক্রমে বাহু আস্ফালন,
গিহ্লোটের পুরোহিত ছিলেন নিকটে,
'ক্ষান্ত হও' বলি দ্রুত আসে এ সঙ্কটে।
উভয়ের মাঝে আসি দাঁড়ায়ে ব্রাহ্মণ,
বলিল কাতরে বহু প্রবোধ বচন।
সলিল সিঞ্চনে কোথা নিভে বজ্রানল,
তমের রাজ্যেতে সত্ত্ব সদা হীনবল।
ব্রাহ্মণ ভাবিলা মনে মিলিয়া দুজনে,
বাপ্পার বংশের বাতি নিভাবে এখনে।
রাজা প্রজা রাজ্য নাশ হইবে নিশ্চয়,
কিরূপে করিবে রক্ষা ভাবে সহৃদয়।
উপায় না দেখি বিপ্র, ছুরিকা ভীষণ
বিদ্ধ করি বুকে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
ব্রহ্মরক্তে বনস্থলী হইল রঞ্জিত,
যজমানে জ্ঞান-নেত্র হল বিকশিত।
অস্ত্ররাখি দুই ভাই শিরে হানি কর,
দ্বিজের চরণে পড়ে হইয়ে কাঁপর।
প্রাণ নাফিরিল আর বহু যত্ন করে,
মুখরিত করে বন কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে।
বুঝিলেন কেন দ্বিজ দিল নিজ প্রাণ,
রক্ষিতে বাপ্পার বংশ এই আত্মদান।
বুঝিলেন ক্রোধে মোহে দুই ভাই ভুলে',
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ দিল পিতৃকুলে।

শক্তেরে কহিলা রাণা ছেড়ে যেতে দেশ,
দ্বিজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলা বিশেষ।
পুরোহিত-পুত্রে করে ভূমিবৃত্তি দান
তথায় স্মারক-স্তম্ভ করিল নির্ম্মাণ।
ধন্য ধন্য দ্বিজবর নমি ও চরণে,
হেন পুরোহিত আর ফিরিবে ভুবনে!
সার্থক করিলে তুমি পুরোহিত নাম,
তুমি মূর্ত্তিমান হিত, তুমি পুণ্যধাম।

মোগল আশ্রয়।

বীর শক্তসিংহ, ভ্রাতা করিলে বর্জ্জন,
আকবরের পদে যেয়ে লইল শরণ।
সেনাপতি হয়ে শক্ত মোগল সম্রাটে,
ভ্রাতার বিরুদ্ধে রণে আসে হল্‌দিঘাটে।
লুপ্ত ভ্রাতৃস্নেহ, হেরি বিপত্তি ভ্রাতার,
শিলা ভেদি নির্ঝরের মত উঠে তার।
সেই স্নেহে করে রক্ষা জ্যেষ্ঠ সহোদরে,
খোরাসানী মুলতানী সৈনিকের করে।
সে হ'তে হইল তার উপাধি মোহন,
"খোরাসানী মুলতানী কা অগ্গল" [১] ভীষণ।
প্রতাপে বাঁচায়ে শক্ত ফিরিলে শিবিরে,
সেলিম সন্দেহ চিত্তে সুধাইলা বীরে।
"খোরাসানী মুলতানী সৈনিক কোথায়,
খোরাসানী অশ্বে কেন আসিলে হেথায়" ?
উত্তর করিলা শক্ত, "প্রতাপের করে
সেই দুই সেনা, মম অশ্ব গেছে মরে।"
সন্দেহ করিয়া পুনঃ সেলিম শুধায়,
সত্য কথা কহ দিনু অভয় তোমায়।
হইয়া নির্ভয়-চিত্ত কহে বীরবর,
"জান প্রভু, ভ্রাতা মম মহারাজ্যেশ্বর।

১—অগ্গল। খোরাসানী ও মুলতানী সৈনিকের সৌভাগ্যপথের কণ্টক স্বরূপ।

সহস্রের সুখ দুঃখ আছে করে যাঁর,
কি কর্ত্তব্য বল হেরি বিপত্তি তাঁহার।
রক্ষিতে ভ্রাতার সেনা করেছি সংহার,
কর শিরচ্ছেদ প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার।”
প্রতিজ্ঞা করিল রক্ষা সেলিম সুমতি,
রাজকার্য্য হতে শক্তে দিল অব্যাহতি।
বিদায় হইয়া বীর আসে উদপুর,
পথেতে ভিনসোরদুর্গ জয় করে শূর।
সেই দুর্গ দিল শক্ত নজর ভ্রাতারে,
ভূমিবৃত্তিরূপে রাণা অর্পিলেন তাঁরে।
শক্তবংশ করে ভোগ তাহা নিরন্তর,
শক্তাবৎ নামে খ্যাত তাঁর বংশধর।
চন্দাবতে দিল কবি উপাধি বাহার—
“দশ-সহস্র মিবারকা বড়া কেওয়ার।”[1]
শক্তসিংহ সেই কথা শুনিলেন যবে,
কবিরে বলেন “মোর কি রহিল তবে”।
“কেওয়ার কা অগগল”[2] খ্যাতি করিয়া প্রদান,
ভট্টকবি করিলেন তাঁহার সম্মান।

হল্‌দিঘাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ।[3]

আকবর করিল ব্যয় এত রক্ত ধন,
পারেনা প্রতাপসিংহে করিতে বন্ধন।
শ্রাবণের বারিধারা লাগিল ঝাড়িতে,
রণশ্রান্ত শত্রুসৈন্য ফিরিল দিল্লিতে।
বিধাতা বিশ্রামসুখ দিলেন রাণায়,
কেবল হাজার আট সৈন্য রক্ষা পায়।
শ্রাবণ মাসেতে কৃষ্ণা পঞ্চমী বাসরে,
রাজস্থানে মনসারে পূজে ভক্তিভরে।
নাগেশ্বরী বিষহরী যত সৈন্যগণ,
পূজা করে বিষভয় করিতে হরণ।
যে দারুণ বিষধর তাহাদের পাছে,
তাহারে করিবে তুষ্ট কোন্ পূজা আছে।
সে যা চায় তার নামে ছুটে ক্রোধভরে,
চাঁদ বাণীয়ার মত হেমতাল করে।
প্রতাপে না কৈলে বন্দী সম্রাটের মন,
কোন রূপে শান্তি নাহি পায় কদাচন।
ক্রমেতে থামিল বর্ষা নির্ম্মল আকাশ,
পথ ঘাট পরিষ্কার হ'ল চারি পাশ।
সাজ সাজ রব পুনঃ উঠিল দিল্লিতে,
ছুটিল মোগলসৈন্য মিবার দলিতে।
কে আছে, মিবারে, রক্ষা কে করিবে তায়,
বীরপুত্রগণ সব মিশেছে ধূলায়।
বীরেন্দ্র হাজার চৌদ্দ সে কাল সমরে
রাণার কুটুম্ব সহ আত্মদান করে।
নাহি মান্না খাঁদেরাও রামশা নৃপতি
কে দাঁড়াবে মিবারের হরিতে দুর্গতি।
অগণ্য মোগলসৈন্য, কে গণিতে পারে?
বালুকার চর যেন সাগরের পারে।
মুষ্টিমেয় সৈন্য লয়ে কে করিবে রণ,
বালক কৃষক সেও, কি করে এখন।
প্রতাপের শিক্ষাগুণে শিখিয়াছে সবে,
দাসত্ব হইতে শ্রেয় মরিলে আহবে।
শত্রুগতি রোধে যত্ন করে প্রাণপণে,
কে পারে বাঁধিতে সিন্ধু বালির বন্ধনে?
মহব্বৎ অধিকার করে উদপুর,
ধর্ম্মমতী গোগুণ্ডায় মানসিংহ শূর।
ফরিদ চম্পনে আসি পাতিল আসন,
কমল্মীরদুর্গে রাণা করিল গমন।
সাহাবাজ সেই দুর্গ করে আক্রমণ,
বহুবার রক্ষে রাণা করি প্রাণপণ।

১—মিবারের দশ হাজার [illegible] সিংহদ্বার কপাট।
২—সেই দ্বারের অর্গল।
৩—১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে।

দেশদ্রোহী দেবরাজ করিয়া কৌশল,
বিষাক্ত করিয়া দিল দুর্গ-কূপ-জল।
জল বিনে কিসে বাঁচে মানুষের প্রাণ,
সেই দুর্গ ছাড়ি রাণা করিল প্রস্থান।
কোথায় মিবারপতি যাবে আজি বল,
নাহি দাঁড়াবার স্থান পথের সম্বল।
আছে শুধু প্রতিজ্ঞার অক্ষয় ভাণ্ডার,
আত্মসমর্পণে ইচ্ছা হইল না তাঁর।
রাণার অদম্য তেজ হেরিয়া আক্‌বর,
সন্ধি করিবারে চেষ্টা করিল বিস্তর।
দুর্জ্জয় প্রতাপ বলে বীর গর্ব্বভরে—
"কি সন্ধি করিব বল তুর্কীর গোচরে।
যে আমার স্বাধীনতা করিবে হরণ,
সে মোরে তুষিতে পারে দিয়ে কোন্ ধন।
বন্দী হয়ে সন্ধি করি বল কিবা ফল,
দাসত্বের নামান্তর সে নহে কেবল ?
জীব-ধাত্রী এ ধরিত্রী দয়ার আধার,
আমার হবে না স্থান পদে কি তাঁহার ?
স্বাধীন অরণ্যবাস বুঝি শ্রেষ্ঠতর,
দাসত্বের রাজভোগ নহে তৃপ্তিকর।"
শয্যা যার তৃণগুচ্ছ, খাদ্য বনফল,
জগতে অভাব তাঁর কি হইবে বল।
দুর্গ ছাড়ি মহাবীর পশে বনবাসে,
প্রকৃতির প্রিয়পুত্র প্রকৃতির পাশে।

রাণার বনবাস।

অনুচর সহ রাণা পশিলেন বন,
সহায় হইল তাঁর যত ভীলগণ।
ভৃত্যরূপে বন্ধুরূপে কেহ সেনারূপে
রাজর্ষি প্রতাপে সেবে পিতৃঅনুরূপে
চিতোরের চিন্তা বিনে অন্য কোন দুঃখ,
না পারে করিতে তাঁর বিষাদিত মুখ।
রাজভোগ হয় কভু নানা বনফল,
তৃণ-বীজে রুটী কভু আহার সম্বল।
ক্ষুধা তৃপ্তি করে রাণা আনন্দিত মন,
দুনা পেয়ে হয় সুখী অনুচরগণ।
সম্রাটের হেন কোপ, অরণ্যের মাঝে
দুরাত্রও নাহি সাধ্য শান্তিতে বিরাজে।
হয় ত কখন বসি করেন আহার,
আক্রমে মোগলসৈন্য ছাড়িয়া হুঙ্কার।
কখন এ বনে যায় কখন ওবন,
শার্দ্দূল কবল-মুক্ত শিকার যেমন।
রমার কমলবনে যে করিত খেলা,
স্বর্ণথালে রাজভোগ মিলিত দুবেলা।
সেই রাণী রাজপুত্র কণ্টক-কাননে,
ঘুরিতেছে দিবানিশি অম্লান বদনে।
ধন্য হে সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রধান,
ধন্য ধন্য শিক্ষা তব আদর্শ মহান।
মানুষ সকলি পারে শিক্ষা যদি পায়,
যে রং ধরিবে কাঁচে তাই ফলে তায়।
ছোট ছোট শিশুগণে বন্য ভীলগণ,
যথা যায় নিয়ে যেত করিয়া বহন।
পূজার ফুলের মত বাঁশের খাঁচায়,
পূরিয়া রাখিত শিশু যত্ন মমতায়।
শত্রু শ্বাপদের ভয়ে উচ্চ বৃক্ষ ডালে,
দোলায়ে রাখিত খাঁচা ঘন বনজালে।
যবুরা চৌন্দের মাঝে গহন কানন,
এখনো যাহারা যায় করিতে ভ্রমণ,
হেরি বৃক্ষকাণ্ডে লৌহ কীলক বলয়,
প্রতাপের দুঃখে কাঁদে গলিতহৃদয়।
নাহি জানি প্রতাপের বংশগুরু রাম,
বনবাসে হেন কষ্ট ভোগে অবিরাম!

জানিনা অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডুর নন্দন,
ত্রয়োদশ বর্ষে ভোগে লাঞ্ছনা এমন।
চৌদিকে কানন, হিংস্র, শত্রু সৈন্যগণ,
ঊর্দ্ধে শিলা বৃষ্টি আর প্রখর তপন :
সকলের মাঝে রাণা অগ্নি-পিণ্ডসম,
ভয়ের জন্মায় ভীতি, নাহি ক্লান্তি শ্রম।
বহু গ্রীষ্ম বহু বর্ষা বহু শীত যায়,
পারেনা মোগলসৈন্য ধরিতে তাঁহায়।
গোপনে সম্রাট নিয়ে রাণার খবর,
শক্তির প্রশংসা তাঁর করিত বিস্তর!
এরূপে প্রতাপসিংহ ভ্রমে বনে বনে,
কোন দুঃখ নাহি ভাবে অশনে বসনে।
একদিন শুয়ে রাণা তৃণশয্যাপরে
মিবারের ভবিষ্যৎ মনে চিন্তা করে।
অদূরে মহিষী, তাঁর সন্তান সকলে
বেটে দেয় তৃণ রুটী বসি কুতূহলে।
কোথা হতে আসি বন্য বিড়াল ভীষণ
বালিকার রুটী খণ্ড করিল হরণ।
ক্ষুধায় আকুল বালা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,
কি দিয়ে তুষিবে মাতা কিছু নাই ঘরে।
গোপনে জননী করে অশ্রু বরষণ,
উঠিলা কাঁদিয়া বীর প্রতাপ তখন।
রাজ্য গেল ধন গেল দারুণ সমরে,
আত্মীয় কুটুম্ব পুত্র কত গেল মরে',
পড়েনি জীবনে যাঁর হতাশার ছায়া,
আকুল করিল তাঁরে বালিকার মায়া।
'এ হেন যন্ত্রণা যদি দেখিয়া নয়নে
রাজার সম্ভ্রম খুঁজি ফিরি বনে বনে,
নির্ব্বোধ পাষণ্ড ধিক্ জীবনে আমার' :
করিলা আপন মনে সহস্র ধিক্কার।
শত ধিক্ দিয়ে রাণা আকুল অন্তরে ;
লিখিলা আমূল কথা সম্রাট আকবরে।
মাগিলেন দয়া ভিক্ষা এত কষ্ট পেয়ে,
সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কৈল অভাগিনী মেয়ে।

পৃথ্বীরাজের পত্র।

প্রতাপের পত্র পেয়ে মোগল ভূপতি,
আনন্দ ধরেনা মনে, হল হর্ষ অতি।
আরম্ভিল নৃত্য গীত প্রতি ঘরে ঘরে,
ভাসিতে লাগিল দিল্লি আনন্দ-সাগরে।
কাপুরুষ জয়সিংহ বিকানীর পতি,
সম্রাটে শরণ লয় ভীত হয়ে অতি।
পৃথ্বীরাজ নামে কবি ছিল ভ্রাতা তাঁর,
অতীব স্বাধীন চিত্ত গুণের আধার।
বন্দী হ'য়ে ছিলা তিনি দিল্লির ভিতরে,
মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেন বাদিয়ার ঘরে।
প্রতাপের পত্র কথা শুনে পৃথ্বীরাজ,
আকবরের কাছে আসি বলে মহারাজ ?
"এত মহোৎসব কেন, বৃথা আয়োজন,
প্রতাপের পত্র এই নহে কদাচন।
প্রতাপসিংহেরে আমি জানি বিলক্ষণ,
প্রতাপ সে সিংহ, নহে শৃগাল কখন।
দিল্লির মুকুট যদি শিরে দাও তুলি,
নিবেনা কলঙ্ক আত্ম-মর্য্যাদা সে ভুলি।
হইয়াছ প্রতারিত, রাখিও স্মরণ ;
দিব পত্র, দূত এক করহ প্রেরণ।
তাহলে জানিতে পাবে সত্য কার কথা",
লিখিলা প্রতাপে পৃথ্বী এই পত্র যথা।

হিন্দুর সকল আশা ক্ষত্র তেজ ভালবাসা
নির্ভর করিছে হিন্দু-করে,
ভাবী আশা বুকে ভরি কারাগারে আছি পড়ি,
বর্ত্তমানে মনে নাহি করে'।



প্রতাপের বনবাস।

(৯৪ পৃষ্ঠা)

The Paragon Press

বুঝিনু প্রতাপসিংহ, সিংহ তুমি, শিবা নহ,
ক্ষত্রবীজ রক্ষা কর প্রাণে ;—
জন্মি মহীরুহ শত, মরু ভূমি এ'ভারত,
শীতলিবে শান্তি ছায়া দানে।
বীরের বীরত্ব ধন, সতীত্ব রমণীগণ,
কুল ধর্ম্ম মান অবিচারে
বেচিতেছে রাজপুত, দিবা নিশি কি অদ্ভুত !
মোহবশে মোগলের দ্বারে।
কেবল প্রতাপসিংহ গিহ্লোট কুলের সিংহ
সেই হাটে করেনি প্রবেশ,
পতিত ক্ষত্রিয় বীর সেই গর্ব্বে উচ্চশির,
সেই গর্ব্বে ঘুচাইছে ক্লেশ।
হৃদয় মহত্ত্ব, আর নিষ্কোষিত তরবার
প্রতাপের আজন্ম সম্বল,
এখনো তাহাই আছে, কি অভাব বাড়িয়াছে ?
হাটে কেন প্রবেশিল বল ?
এত সহি এত বহি, কি লজ্জা সরমে কহি,
সাধনার মহা হিমাচল
স্নেহ-ঝড়ে বালিকার ভেঙ্গে হল চুরমার
—সিঁড়ি দিতে কুড়ায় মোগল।
প্রতাপ অমূল্য ধন তারে কিনে কোন জন,
— অসম্ভব ডুবিবে সে ভেলা ;
প্রতাপ কি সাধ করে? নৌরোজার সে বাসরে
মিবার মহিষী করে খেলা।
রবে পণ্য অনুদিন, এই ক্রেতা চিরদিন
রবেনা রবেনা অবনীতে ;
পতিত ক্ষত্রিয় জাতি কার কাছে কর পাতি,
ক্ষত্রবীজ যাইবে মাগিতে ?

বন্দি মাতঃ বীণাপাণি ওপদ কমল,
জানি মা বীণাটি তোর মধুর কোমল
মনখুলে যবে মাতঃ ধর তুমি তান,
জগতে না উঠে নাচি আছে কোন্ প্রাণ।
সঙ্গীনে কামানে লক্ষ যা করিতে নারে,
শত গুণ কর তুমি একটী ঝঙ্কারে।
পত্রপাঠে প্রতাপের শিহরে অন্তর,
উদিল আঁধারে যেন দীপ্ত দিবাকর।
বীরত্ব মহত্ত্ব যাহা স্নেহের তিমিরে
ঢেকেছিল এত দিন, দেখা দিল ফিরে।
জন্মিল আপন মনে সহস্র ধিক্কার,
ভস্ম ঢাকা বহ্নি জ্বলে' উঠিল আবার।
দ্বিগুণ উৎসাহে রাণা সমর্পিল মন,
আবার সে তপস্যায় হইল মগন।
মগ্নমুখ তরণীর ধ্রুব কর্ণধারে—
পৃথ্বীরাজে ধন্যবাদ দিলা বারে বারে।
ভাবান্তর হেরি রাণী শুধাইলে বীরে,
অগ্নিমাখা-পত্র করে তুলে দিল ধীরে।
মহিষী পত্রিকা প'ড়ে জিজ্ঞাসে রাণায়;
নৌরোজ কি কহ শুনি, মনে ভয় পায়।

নৌ-রোজ।

হাসিয়া প্রতাপ বলে রাণীর গোচরে,
নৌরোজ কাহিনী শুনি উঠিবে শিহরে।
মেষে যবে আসে রবি মুসলমানগণ,
মহা মহোৎসবে সব হয় নিমগন।
নববর্ষারম্ভে সবে নৌরোজ বলে,
লিখিয়াছে পৃথ্বীরাজ অন্য কথা ছলে।
খোসরোজ নামে এক আনন্দ বাসর
আক্‌বর করেছে সৃষ্টি দিল্লির ভিতর।
সে প্রিয়ে চাঁদের হাট চাঁদের বাজার।
বেচা কেনা করে চাঁদ, কভু পণ্য তার
রাজপুত কলঙ্কিনী কামিনী সকল,
যবন ললনা সহ যায় দলে দল।

বেচে পণ্য নারীগণ নারী কেনে আর,
পুরুষ যাইতে তথা নাহি অধিকার।
ছদ্মবেশে নারীসেজে মোগল সম্রাট,
দেখি নেয় মনোমত রূপসীর হাট।
কি দরে কি দ্রব্য বেচে দেখেনে সন্ধানে,
রাজ্যের অবস্থা আর ব্যবস্থাও জানে।
প্রলোভনে ভুলি বহু কুলনারীগণ,
সম্রাটের কাছে বেচে সতীত্ব-রতন।
কেহবা আঁটিতে নাহি পারি পশুবলে,
অনিচ্ছায় বেচে রত্ন কেঁদে যায় চলে।
পৃথ্বীর বনিতা ভ্রাতা শক্তের নন্দিনী,
যায় তথা সহ রায়সিংহের গৃহিণী।
কি ঘটিল দশা তাতে নাহি সরে মুখে,
স্মরিতে পরাণ মম ফেটে যায় দুঃখে।
বহুরত্ন লভি রায়-পত্নী ফিরে ঘরে,
নূপুরের রবে পুরী মুখরিত করে।
রোষে প্রজ্বলিত পৃথ্বী কহে ভ্রাতৃপাশে,
"ঐ ধর্ম্মপত্নী বুঝি তব অঙ্কে আসে?
কত লীলা কত চিত্র দেখাইবে নব,
বদন হইতে গুম্ফ[১] কে হরিল তব?"
কি বলিব কত আছে ফেটে যায় বুক,
লজ্জায় রক্তিম হ'ল মহিষীর মুখ।
শক্তকুমারীর কথা সুধাইলে পরে,
বলিল প্রতাপসিংহ রাণীর গোচরে।
"প্রতিদিন পৃথ্বীজায়া যেই পথে আসে,
হঠাৎ প্রবেশি দেখে বদ্ধ চারি পাশে।
বিস্ময়ে সন্দেহে ভয়ে হইয়ে চকিত,
কি করিবে কোথা যাবে হেরে চারিভিত
আচম্বিতে খুলে গেল একটী কপাট,
দেখিলা প্রসারি বাহু রয়েছে সম্রাট।

১—গোপ রাজপুতদিগের গৌরবের চিহ্ন

কামবাণে বিদ্ধ হয়ে করে ধড়ফড়,
পিপাসায় ফাটে বুক আকুল অন্তর।
সতীর হৃদয়ে শক্তি দিলেন দর্শন,
দলিতা ফণিনী যেন করিল গর্জ্জন।
অঞ্চল হইতে অসি করিয়া বাহির,
স্থাপন করিল বালা বক্ষেতে কামীর
ঘন ঘন বলে "কর শপথ গ্রহণ,
না করিবে কোন কুলে কলঙ্ক অর্পণ
নতুবা এখনি প্রাণে করিব সংহার,
তৃপ্ত হবে অসি তব পিয়ে রক্তধার।"
চণ্ডিকার তেজে পাৎসা হারাইল জ্ঞান,
মুখেতে না সরে বাক্য ভয়ে কম্পমান।
পলাইল পাপবৃত্তি, হরিণী যেমন,
কুশাঙ্কুর ছাড়ি শুনি সিংহীর গর্জ্জন।
সতীর সতীত্ব-বীর্য্যে হয়ে হতমান,
আকবর শপথ করি পায় পরিত্রাণ।
নৌরোজের নিন্দা তাই করি কবিবর
লিখিয়াছে এই পত্র ঘৃণায় জর্জ্জর।

বিদায় ভিক্ষা।

প্রতাপ করিলা স্থির ঘটুক মরণ,
করিব না শত্রুপদে আত্মসমর্পণ,
প্রতাপের সে মহত্ত্ব ফিরে এল বটে,
কি করিবে রিক্তহস্ত সে মহা সঙ্কটে।
ক্রমে ক্রমে ফলশূন্য হয় বনস্থল,
নাহি মিলে তৃণবীজ—কুটীর সম্বল।
কভু অর্দ্ধাশন করে কভু অনশন,
ক্ষুধায় কাতর শিশু করেন ক্রন্দন।
অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ পুত্র কন্যাগণ,
সর্দ্দার সামন্ত সেনা সকলে তেমন।

পাছে পাছে শত্রুগণ দিবারাতি ধায়,
পূর্ণ দিন নাহি হয় বসতি কোথায়।
অসম্ভব ভাবি হেন জীবন ধারণ,
রাজ্য ছেড়ে যেতে রাণা করিল মনন।
মরুভূমি পার হয়ে সিগদি রাজ্যেতে,
সঞ্চয় করিতে বল ভাবিলা মনেতে।
আরাবলী গিরি-শিরে করি আরোহণ,
একদৃষ্টে জন্মভূমি করিছে দর্শন।
অনর্গল অশ্রুজল বহিছে ধারায়,
বক্ষ ভাসাইয়ে পড়ে মিবারের পায়।
মাতা পুত্র দুই যেন করে গলাগলি,
নাহি চায় একে ছেড়ে আর যেতে চলি।
যাত্রার সময় হেরি সমাগত প্রায়,
গাইলা প্রতাপসিংহ মর্ম্ম যাতনায়।

আশা ছিল মনে দেখিব নয়নে
রাজরাজেশ্বরী মূরতি তোর ;
মাগো ঐ বুকে মাথা রাখি সুখে
অন্তিমে মুদিব নয়ন মোর।
মিটিল না আশা প্রাণের পিপাসা,
—পারিলাম কই মুছাতে আঁখি,
দুঃখিনী মা মোর, কিবা ফল তোর
হেন অভাজনে চরণে রাখি।
তৃণগুল্মদলে রাখহ অঞ্চলে,
ছায়া দিবে তারা তাপিত বুকে,
রক্ত দিয়ে যেবা করে তব সেবা
রহ ভস্ম তার জড়ায়ে সুখে।
তোর স্তন্যপান করে যে সন্তান
পরপদ সে কি সেবিতে পারে?
হবে না আমায়, দাও মা বিদায়,
দিব না কলঙ্ক পীযূষ ধারে।
যেই খানে থাকি প্রাণভরে ডাকি
মা বলে মুদিব নয়ন মোর,
দীপ্ত চিতানল, প্রাণের অনল
নিবায় যেন মা বাতাসে তোর।

মন্ত্রী ভামসার দান।

মাগিয়া বিদায় ভিক্ষা মায়ের নিকটে,
প্রতাপ করিল যাত্রা দূর সিন্ধুতটে।
মিবারের যেই পুত্র রক্ষাতরে তার
করেছে সর্ব্বস্ব ক্ষয়, শক্তি আপনার,
হেন পুত্রে ছাড়িতে কি পারে সেই মাতা?
অজ্ঞাতে কৌশল পাতি বসিলা বিধাতা।
রাজ্য ছাড়ি যাবে রাণা শুনি প্রজাগণ,
পিতৃহীন শিশু সম করিল রোদন।
দেখিতে সে রাজর্ষিরে আসে দলে দলে,
সকলেই শক্তিহীন, রাখিবে কি বলে।
মিবার ছাড়িয়া আসি মরুর সীমায়,
জন্মতরে দেশপানে ফিরে ফিরে চায়।
হেনকালে আসি মন্ত্রী ভামসা সুমতি
রাণার চরণে বলে করিয়া প্রণতি।
"এ রাজ্য কাহার করে দিলে নরবর,
বিপদে প্রজার বল কে নিবে খবর!
এ হেন দরিদ্রা নহে মিবার তোমার,
ধনের অভাবে যেতে দিবে সিন্ধুপার।
মায়ের স্নেহের পুত্র ফির মার কাছে,
সঙ্গে করি আনিয়াছি যত ধন আছে।
সকলি চরণে তব করিনু অর্পণ,
করহ রাজ্যের প্রভু মঙ্গল সাধন।
পঁচিশ হাজার সেনা দ্বাদশ বছর
পোষিতে পারিবে এই ধনে নিরন্তর।"
স্তব্ধ হয়ে বলে রাণা মন্ত্রীর বচনে,
"সর্ব্বস্ব করিয়া দান চলিবে কেমনে।"

অমাত্য হাসিয়া কহে "শুন নরবর,
এই কি আমার ধন ? কেন চিন্তা কর।
যার ধনে ধনী আমি, সে আজি ভিখারী ;
কি করিব এই ধনে, কি পৌরুষ তারি।
বনফলে তুমি প্রভূ রাখিবে জীবন।
ভৃত্যের সোণার খাটে কিবা প্রয়োজন।
কত দীন হীন প্রজা আছে বিধাতার,
একটী বাড়িলে কিবা কলঙ্ক তাঁহার।
এ নহে তর্কের কাল, চল নিজ দেশ,
মিবার-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।"
মন্ত্রীরে করিয়া সঙ্গে হয়ে আনন্দিত,
মিবারের কোলে রাণা ফিরিল ত্বরিত।

দেবীরের যুদ্ধ ও দুর্গ-উদ্ধার।

প্রতাপ গিয়াছে বুঝি দূর নির্ব্বাসনে,
ভাসায় আনন্দ-স্রোত শত্রুর ভবনে।
মোগলের সেনাপতি শাবাজ-শিবিরে
নাচে গায় নারীগণ, ভাসে সুধানীরে।
মৃত্যু-ভয়, শত্রু-ভয়, ঈশ্বরের নাম,
চলিয়ে গিয়েছে দূরে ছাড়িয়ে সে ধাম
নারীর কটাক্ষ আর চরণ-চালন,
করেছে শাবাজে নব স্বর্গের সৃজন।
সঞ্চয় করিয়া বল ভামসার দানে,
করে রাণা অভিযান দেবীরের পানে।
শাবাজের সুখশশী হল অদর্শন,
আসিয়া প্রচণ্ড রাহু করিল গ্রহণ।
হিন্দু মুসলমানে রণ বাজিল আবার,
নির্ব্বাপিত হুতাশন ছাড়িল হুঙ্কার।
মোগলের বহু সৈন্য ক্ষয় হল রণে,
আত্মরক্ষা করে বহু পলায়ে তখনে।
মরিল শাবাজ বীর যুঝি বহুক্ষণ,
অদ্ভুত বীরত্ব রাণা করে প্রদর্শন।
দেবীরের মহাযুদ্ধ খ্যাত অবনীতে,
গৌরব বাড়াবে কিবা এই লেখনীতে।
বহুদিন পরে পুনঃ হিন্দু সেনাগণ,
"জয় প্রতাপের জয়" করে উচ্চারণ।
এই পরাজয়-বার্ত্তা পশিলে দিল্লীতে,
লাখে লাখে ছুটে সেনা প্রতাপে ধরিতে।
পারে না প্রতাপসিংহে ধরিতে মোগল,
মত্ত সিংহ প্রায় ছুটে, অব্যর্থ কৌশল।
দেবীর করিয়া জয় বীরমদে অতি,
আক্রমিল কমল্মীর আসি শীঘ্রগতি।
মোগলের সেনাপতি আবদুল্লা বীর
প্রতাপের আক্রমণে হইল অস্থির।
সৈন্য সহ বীরবরে করিয়া সংহার
করিল সে দৃঢ় দুর্গ রাণা অধিকার।
বহু গিরিদুর্গ-শ্রেণী মত্ত বাহুবলে
প্রতাপী প্রতাপসিংহ আনিল দখলে।
চিতোর মণ্ডলগড় আজমীর বিনে,
ক্রমেতে দ্বাত্রিংশ দুর্গ আনিল অধীনে।
বলবান হয়ে মানসিংহে দিতে শোধ,
আক্রমে অম্বর-রাজ্য লয়ে বহু যোধ।
মনের সে মালপুরা বাণিজ্য নগরে,
আক্রমণ করি রাণা ছারখার করে।
ফিরিল বিজয় লক্ষ্মী প্রতাপের কোলে,
ভীতির সঞ্চার করে সে নামে মোগোলে
মহব্বত উদয়পুর ছাড়ি অনায়াসে
ছুটিল দিল্লীর পানে পলাইয়া ত্রাসে।
এইরূপে হৃতরাজ্য করিয়া উদ্ধার,
বিস্তারে প্রতাপসিংহ আত্ম-অধিকার।
সর্দ্দার সামন্তগণ হল আনন্দিত,
মিবারের মুখে হাসি ফুটিল ত্বরিত।

প্রতাপের মনে শান্তি কিছুতে না পায়,
হেরি যবনের পদে চিতোর লুটায়।

হিন্দুস্থানে যত রাজা নোঁয়াইল শির,
রক্ষিল ক্ষত্রিয় গর্ব্ব কেবল সে বীর”
সম্রাট সেনানীগণে করিল আদেশ,
রাণার বিরুদ্ধে রণ করিবারে শেষ।

সাধনার পুরস্কার।

সাধনার গতিরোধ কে করিতে পারে ?
সাধকের স্তুতি কেবা না গায় সংসারে ?
মহত্বের পথ নহে নিষ্কণ্টক যথা,
মহত্ব দেখিলে মাথা কে না নোঁয়ায় তথা
যত রাজপুতগণ ছিল মোহভরে,
খেলার পুতুল হয়ে আক্‌বরের করে,
প্রতাপের এই তেজ দীপ্ত সূর্য্য প্রায়
মুক্ত করে’ দিল আঁখি ঘন কুয়াসায়।
মরিতে লাগিল সব আত্মগ্লানি ভরে,
বাহির করিতে শির লাজে ভেঙ্গে পড়ে।
বুঝিলা সকলে গর্ব্ব হইয়াছে হত,
সেই ক্ষত্র বিনে নাই উদ্ধারের পথ।
প্রায়শ্চিত্ত করিবারে হইল প্রস্তুত,
গ্রহণ করিলে রাণা হয়ে কৃপাযুত।
প্রতিজ্ঞা করিল সবে, বিপক্ষে তাঁহার
না যাইবে রণে, অস্ত্র না ধরিবে আর।
আক্‌বরের বাহুবল হিন্দু সেনাপতি,
বুঝিলা সুবুদ্ধি পাৎসা সকলের মতি।
হেরি প্রতাপের ত্যাগ অমিত বিক্রম
লাগিল করিতে তাঁরে স্তুতি ও সম্ভ্রম।
মহত্বের কাছে শত্রু মিত্র হয়ে যায়,
মহত্বের পদে রাজমুকুট লুটায়।
খানান বৈরাম পুত্র সামন্ত প্রধান,
প্রতাপের কীর্ত্তি-গাথা করিত বাখান।
বলিতেন তিনি “সবি জগতে নশ্বর,
থাকিবে প্রতাপ চির উজ্জ্বল অমর।

প্রতাপের মৃত্যু।

চিতোরের দুর্গশির দেখে’ দেখে’ ধীরে,
চলিয়াছে সূর্য্যদেব অস্তগিরি-শিরে।
কি যেন প্রাণের কার্য্য হয়নি সাধন,
ধীরে পাছে সরে, করে চিতোর দর্শন।
আপনার তেজরাশি খণ্ড খণ্ড করি
গিরিমূলে শিলাতলে তৃণে বৃক্ষোপরি,
রাখিয়া তপন দেব সহাস্য বদন,
অবশেষে অস্তাচলে করিল গমন।
উদয়পুরের উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে,
এহেন সময়ে রাণা বসি শিলা’পরে,
দেখিতেছে অনিমেষে চিতোরের মুখ,
অজ্ঞাতে ঝরিয়া অশ্রু ভাসাইছে বুক।
বনে বনে ভ্রমি পঞ্চবিংশতি বৎসর,
শত্রুর অসিতে হয়ে ক্ষত-কলেবর,
মিবারের বহুরাজ্য করি করতল,
চিতোর বিহনে ভাবে সকলি বিফল।
হেলিয়া বৃক্ষের গায়ে বহু চিন্তা করে,
ক্রমে অভিভূত তন্দ্রা করে বীরবরে।
স্বপনে দেখিলা বীর, বাপ্পা ভাগ্যবান
ভবানী হইতে পায় অভয় কৃপাণ।
দৃষদ্বতী-নদী-তীরে যোগীন্দ্র সমর,
দেশ-ধর্ম্ম-রক্ষাহেতু করিছে সমর।
ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি হইয়া সঞ্চার,
চিতোরের বক্ষস্থল করে অধিকার।

মেঘের আঁধারে দেবী বিলোল-রসনা,
মুক্ত অসি করে ধরি আরক্ত-নয়না,
"মৈ ভুঁখা হু" বলি ক্রোধে করিছে গর্জ্জন।
একাদশ পুত্রসহ ভূপতি লক্ষণ,
দেবীর খর্পরে মুণ্ড করিলেন দান,
শান্ত হল দেবী রাজ-রক্ত করি পান।
হামীরের পূজ্যপদে দিতেছে অঞ্জলি,
পূজিছে যবন হিন্দু মিলিয়ে সকলি।
দেখিলা পশ্চাতে পুত্ত জয়মল্ল-আদি,
সকল বীরেন্দ্র রণে নিতেছে সমাধি।
অসুরনাশিনীরূপে বামা বীর্য্যবতী
সংহারিছে শক্রসৈন্য, কাঁপে বসুমতী।
হতেছে জহরব্রতে মহা অনুষ্ঠান,
পলাইছে পিতৃদেব ভয়ে কম্পমান।
চিতোরঈশ্বরী দেবী উন্মাদিনী-বেশে,
মলিন বসনপরা আলুয়িত কেশে,
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় ছাড়িয়া চিতোর,
শিহরি উঠিল রাণা, গেল তন্দ্রা ঘোর।
কাঁদিয়া বলিলা কাঁপি সাঁঝের আঁধারে,
"কোথায় চলেছ মাগো ছাড়িয়া মিবারে
এখনো অর্পিনি শির তোমার চরণে,
তাই কি যেতেছ চলি বিষণ্ণ বদনে?
ফিরে এস মা আমার, কর রক্তপান।"
বলিতে বলিতে রাণা হইল অজ্ঞান।
ভাঙ্গিয়া পড়িল হৃদি, জন্মিল ধারণা,
অপূর্ণ রহিল চির প্রাণের সাধনা।
পেশোলা সরসী-তীরে রাজর্ষি-প্রধান,
করেছিল বহু পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ।
ছাড়িয়া উদয়পুর, জ্ঞান এলে ফিরে,
চলিলা প্রতাপ তথা ভাসি অশ্রুনীরে।
ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইল শরীর,
পড়িল চিন্তার রেখা বদনে গভীর।

শুয়ে আছে কুশাসনে মুখে নাহি ভাষা,
কবিরাজ বলে নাহি জীবনের আশা।
সর্দ্দার সামন্তগণ বসে' চারি ভিতে,
চেয়ে আছে মুখপানে বিষাদিত চিতে।
পলে পলে ছাড়ে রাণা সন্তপ্ত নিশ্বাস,
দুঃখে যেন ফাটে বুক, না করে প্রকাশ।
নয়ন বহিয়া ঝরে তপ্ত অশ্রুজল,
কি কষ্ট বুঝেনা কেহ, কাঁদিছে সকল।
কাঁদিয়া সালুম্ব্রাপতি বলে "মহারাজ,
অন্তিম সময়ে কেন এত দুঃখ আজ?
স্মরণ করহ হরে চিন্তা পরিহরি,
কিসে শান্তি পাবে বল দাসে দয়া করি"।
কাঁদিয়া কহিল রাণা "শুনহ সর্দ্দার,
মাতা পিতা পরমেশ চিতোর আমার।
প্রাণের সাধনা মম হলনা পূরণ,
চিতোর উদ্ধার পুত্রে হবেনা কখন।
বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হইবে অমর,
তোমরাও সেই পাপে ডুবিবে সত্বর।
এই তৃণ-শয্যাপরে এ পর্ণ-কুটীরে,
সুরম্য প্রাসাদরাশি উঠিবে অচিরে।
বীর কীর্ত্তি যাবে, রাজ্য হবে ছারখার,
মরিতে পারিনা সুখে, বহে অশ্রুধার"।
বলিতে বলিতে রাণা মূর্চ্ছিত হইল,
ক্ষণেক নীরব থাকি আবার কহিল।
"সবে মিলি কর যদি শপথ গ্রহণ,
তুর্কী করে জন্মভূমি দিবেনা কখন,
সাধিবে জীবনপণে চিতোর-উদ্ধার,
শান্তিতে মরিতে পারি, কি বলিব আর"।
শুনিয়া সর্দ্দারগণ বলে সমস্বরে—
"শপথ করিনু সবে 'একলিঙ্গ' স্মরে;
জীবন থাকিতে কভু যবনের করে,
দিবনা জনম ভূমি ভুলি অকাতরে।





যতদিন পূর্ব্ব কীর্ত্তি না হয় স্থাপন,
বিলাস-ব্যসনে কভু হব না মগন,
রাখিব গৌরব তব এই পর্ণ ঘরে,
প্রভুর আদেশ মত চালাব অমরে"।
শুনিয়া আশ্বাসবাণী, রাণার বদন
শোভিল শরতে শুভ্র চন্দ্রমা যেমন।
ছড়াইল দেব-জ্যোতিঃ সর্ব্ব কলেবরে,
শোকের অতীত, ভাসে সুখের সাগরে।
উজ্জ্বল নক্ষত্র সম চকিতে খসিল,
কোন পথে গেল, টের কেহ না পাইল।
মিবার-গৌরব-রবি গেল অস্তাচলে,
মধ্যাহ্নে আঁধার আসি ডুবায় সকলে।

রাণা অমরসিংহ।

অমরের অধঃপতন।

প্রতাপসিংহের পুত্র জন্মে সপ্তদশ,
অমর সবার জ্যেষ্ঠ ছিল মহাযশ।
পিতার মরণে রাণা হইয়ে[১] অমর
রাজ্যেতে নূতন বিধি করে বহুতর।
নূতন বিধানে কর করে নির্দ্ধারণ,
করিলা শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজ্য বিলক্ষণ।
উষ্ণীষ বন্ধনে করে নূতন বিধান,
"পাগড়ী অমর সাহী" আজো বিদ্যমান।
কোথা শিলা-বক্ষে কোথা স্তম্ভ-কলেবরে,
অমর-সংস্কার আছে অমর অক্ষরে।
রাজর্ষি পিতার বহু সাধনার ফল,
অমরসিংহের মাঝে ছিল অবিকল।
প্রতাপের করে লজ্জা পাইয়া আকবর,
সুবুদ্ধি হইল তাঁর, থামায় সমর।

১—১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে

মোগলের সনে নাই আর কোন রণ,
অমর সমর বিদ্যা হল বিস্মরণ।
বন্যায় ভাসায় ক্ষেত, করেও উর্ব্বর;
বিঘ্ন আর শত্রু লোকে করে দৃঢ়তর।
স্রোতহীন হ'লে নদী সলিলে তাহার,
ক্রমে ক্রমে হয় তৃণ শৈবাল সঞ্চার।
ধরণীর কোল কিম্বা মানুষের মন,
কিছুই পারে না শূন্য থাকিতে কখন।
পতিত রহিলে ক্ষেত্র জনমে জঙ্গল,
পাপবৃত্তি নিষ্কর্ম্মার হৃদয়ে প্রবল।
রণ-চর্চ্চা গেল যবে ভুলিয়া অমর,
বিলাসিতা এসে বসে মনের ভিতর।
অনুচর চাটুকার জুটিল বিশেষ,
ক্রমেতে ভুলিল রাণা পিতার আদেশ।
ত্যাগ শান্তি পরিপূর্ণ পেশোলার তীর,
প্রতাপের ছিল তাতে সাধন কুটীর।
সকলি করিয়া চূর্ণ, বাঁধে সুশোভন
অমরমহল নামে বিলাস-ভবন।
সুযোগ বাড়িল আরো, সম্রাট আকবর,
মিবারের মহাশত্রু ত্যজে কলেবর।
শত্রুর আশঙ্কা রাণা ভাবি তিরোহিত,
বিলাস সাগর মাঝে হল নিমজ্জিত।

অমরের নিদ্রাভঙ্গ।

মারবার রাজকন্যা যোধার গর্ভেতে,
আকবরের জন্মে পুত্র সেলিম নামেতে
জাহাঙ্গীর নাম ধরি পিতার মরণে,
বসিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডু সিংহাসনে।
চারি বর্ষ করি সুখে সাম্রাজ্য শাসন,
সবলে মিবার রাজ্য করে আক্রমণ।

বিলাসে ডুবিয়ে আছে মিবারের রাণা,
ভ্রূক্ষেপ করে না শত্রু দ্বারে দিল হানা।
চাটুকারগণ যত বুঝাইল তাঁরে—
"অসীম মোগল শক্তি, কে আঁটিতে পারে
অনর্থের মূল রণ, শক্তি অর্থ-ক্ষয়,
সন্ধি করে' সুখে থাকা যুক্তি-যুক্ত হয়।
নাহি সেনা নাহি বল, পশ যদি রণে,
জীবন ধরিতে হবে ঘুরি বনে বনে।
মোগলে সেবিছে যত রাজপুত-রাজ,
একক রহিলে পড়ে' কি হইবে কাজ।
প্রতাপের পুত্র বটে ভূপতি অমর,
মরিচা পড়েছে অস্ত্রে দ্বাদশ বছর।
পিতার আসন্ন-বাক্য না জাগিতে প্রাণে,
ডুবে যায় ভেসে যায় বিলাসের টানে।
সামন্ত সর্দ্দার যত ছিলেন পিতার,
সমরে সাজিতে তাঁরে বলে বার বার।
প্রতাপের শেষ কথা করায় স্মরণ,
নাহি ফিরে কোন মতে অমরের মন।
সন্ধি করিবারে রাণা হইল সম্মত,
পিতৃবন্ধুগণ যত হয় মর্ম্মাহত।
সর্দ্দার সামন্ত ক্ষুব্ধ হইল বিশেষে,
কি করিবে কোথা যাবে রাজ্য যায় ভেসে।
চন্দাবৎ সামন্ত-রাজ অগ্নি সম জ্বলে'
প্রবেশ করিয়া বলে রাজ-সভাতলে।
"প্রতাপসিংহের পুত্র তুমি কি অমর?
যে দিল শোণিত পঞ্চ-বিংশতি বছর,
রক্ষিতে মিবার রাজ্য যবনের করে।
এখনো নীরব তুমি মোগল শিয়রে?
নারীর সতীত্ব যাবে দেবতা মন্দির,
পড়িবে পিতার যশে কলঙ্ক গভীর।
ছারখার হবে রাজ্য, হারাইবে মান,
কেমনে সহিবে বল এত অপমান;
পিতৃ পুরুষের কীর্ত্তি না কর রক্ষণ,
কলঙ্কিত কর কেন বাপ্পার আসন?
পিতা হ'তে পিতামহে করিলে সম্মান,
কাপুরুষ, রাজ্য ছাড়ি করহ প্রস্থান।"
এত তিরস্কার করে সামন্তপ্রবর,
হেট মুখে আছে বসে' করে না উত্তর।
অধিক মরিচা পৈলে করে প্রয়োজন,
উজ্জ্বল করিতে তারে অধিক ঘর্ষণ।
কোন কথা নাহি বলে স্তম্ভিত অমর,
চন্দাবৎ ক্রোধে আরো হয় উগ্রতর।
আলস্যে বিলাসে তারে করেছে দংশন,
বুঝিয়া ব্যবস্থা করে ঔষধ ভীষণ।
সভাগৃহে ছিল এক সুন্দর মুকুর,
বিলাসের দ্রব্যরাজি রয়েছে প্রচুর।
চন্দাবৎ শিলাখণ্ড করিয়া প্রহার,
বহুমূল্য সে মুকুর করে চুরমার।
ক্রোধে ফেলাইয়া দূরে বিলাসের ধন
রাণার অগ্রেতে ছুটে আরক্ত নয়ন।
সবলে দক্ষিণ বাহু ধরিয়া রাণায়,
সিংহাসন হতে টেনে নীচেতে নামায়।
কহিলা সর্দ্দারগণে করিয়া গর্জ্জন,
"অমরে অশ্বের' পরে করহ স্থাপন।
বাঁচাও প্রতাপ-পুত্রে এ কলঙ্ক হতে,
হর হর রবে সব চল রণ-পথে।"
রাণার ফুটিল মুখ, রাজদ্রোহী বলে'
প্রধান সর্দ্দারে গালি দিল নানা ছলে।
কে শুনে তাঁহার কথা, আজি চন্দাবৎ
রাণার উপরে রাণা, মহত্ত্বে মহৎ।
উদ্দেশ্য থাকিলে সাধু কারে বল ডর,
অনল পোড়ায় সোণা নির্ভয় অন্তর।
অমরে বসায়ে অশ্বে চলে সবে রণে,
বর লয়ে যায় যেন বর-যাত্রিগণে।

যুগে যুগে কর হরি ক্লীবতা হরণ,
কুরুক্ষেত্রে পার্থে তেজ কর সঞ্চারণ।
তুমি বিনে অবসাদ কে ঘুচাবে আর,
দূর কর অমরের মোহ অন্ধকার।
জগন্নাথ মন্দিরেতে হলে উপনীত,
রাণার নয়ন যেন ফুটিল ত্বরিত।
দূরে গেল ক্রোধ, জ্ঞান হইল উদয়,
এতক্ষণে বুঝে তিনি প্রতাপ-তনয়।
যত মোহ অন্ধকার সবি গেল সরে',
ভাসিল পবিত্র জ্যোতিঃ বদন উপরে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে রাণা কহে চন্দাবতে,
"ক্ষম অপরাধ আমি দোষী বহুমতে।
দীপ্ত সূর্য্য সম নিলে অন্ধকার হরি,
ভাসায়ে তুলিলে আজি নিমজ্জিত তরী।
পিতার পরম বন্ধু ছিলে মহাশয়,
রক্ষিলে কলঙ্ক হতে বন্ধুর তনয়।
প্রতাপের পুত্রে আজি দিলে প্রাণদান,
প্রতাপের পুত্র আমি করিব প্রমাণ।
বহু ঋণে ঋণী আমি আছি তব পদে,
চলহ সমরক্ষেত্রে পশি বীরমদে।"
রাণার বাক্যেতে সুখী সামন্ত সর্দ্দার,
অমাতে হইল যেন পূর্ণিমা সঞ্চার।
চন্দাবৎ বলে "প্রভু কর্ত্তব্য রক্ষায়
গঞ্জনা করেছি বহু, ক্ষমহ আমায়।
শিরহীন হলে দেহ কাজে নাহি আসে,
রাজার পতনে প্রজা মরে' যায় ত্রাসে।
আমাদের রক্ত যাবে আমাদের শির,
হাল ধরে' তুমি প্রভু থাক শুধু স্থির।
কে বলেছে প্রতাপের হয়েছে মরণ ?
ডাকিছে শত্রুর ভেরী, চল বন্ধুগণ।"

দেবীর[১] ও রণপুরের[২] যুদ্ধ।

পাঞ্চজন্য তুমি যবে বাজাও কেশব,
মৃত্যু-শয্যা ছাড়ি উঠি রণে ধায় শব;
বাজিয়া উঠিল ভেরী দামামা নাদিল,
রাণারে লইয়া রণে সকলে ছুটিল।
আজি যেন রণদেবী মুক্ত অসি করে,
চালায় হিন্দুর সেনা যবন-সমরে।
দুর্ব্বার বিক্রমে শত্রু করে আক্রমণ,
বাজিল দেবীরক্ষেত্রে সমর ভীষণ।
গুড়ুম গুড়ুম গর্জ্জে মোগল কামান,
হর হর রবে রাণা হল ধাবমান।
হৃদয়ে জ্বলিলে অগ্নি, শত্রুর কামানে
কভু কি রোধিতে পারে সেই অগ্নিবাণে ?
কামানের অগ্নিময় গোলা কোথা গেলা,
কোথা গেল বীরদর্প অশনির খেলা।
ছিন্ন ভিন্ন শত্রুসৈন্য মৈল বহু রণে,
বহু রক্ষা করে প্রাণ দ্রুত পলায়নে।
রাণা আর খুড়া তাঁর কর্ণ বীরবর,
দেখাইল সেই রণে বীরত্ব প্রখর।
হইল মোগল সৈন্য সমূলে বিনাশ,
জয় অমরের বলি ফাটিল আকাশ।
যেই ক্ষেত্রে পিতা রাজ্য করিল উদ্ধার,
সেই ক্ষেত্রে যোগ্য পুত্র রক্ষা করে তার।
সর্দ্দার সামন্ত সহ বিজয় উল্লাসে,
ফিরিল অমরসিংহ আপন আবাসে।
পরাজয়ে সেলিমের না হল হতাশা,
মিবার-বিজয়তরে বাড়িল পিপাসা।
ঘটিল না শান্তি সুখ কপালে রাণার,
রণসজ্জা জাহাঙ্গীর করিল আবার।

১—১৬০৮ খৃষ্টাব্দে।
২—১৬১০ খৃষ্টাব্দে।

বসন্তে সাজিল তরু নবীন পল্লবে,
সেলিম নবীন সেনা পাঠায় আহবে।
প্রতাপের বীরপুত্র অমর এখন
জনকের মন্ত্রে দীক্ষা করেছে গ্রহণ।
শত্রুর সমর যাত্রা শুনি বীরবর,
সংগ্রহ করিয়া বল ছুটিল সত্বর।
বহু সৈন্য লয়ে বীর আবদুল্লা পশে,
রণপুরে ফাল্গুনের সপ্তম দিবসে।
থাকিয়া পার্ব্বত্য পথে বীরেন্দ্র অমর,
মোগলের সৈন্য সহ জুড়িল সমর।
কাঁপিল পর্ব্বত চূড়া বীর-পদ-ভরে,
বন ছাড়ি পশু পাখী পলাইল ডরে।
শোণিতে ভিজিল ধবা পাহাড় প্রান্তর,
করিতেছে রক্তবৃষ্টি যেন জলধর।
ভেদিয়া মোগল ব্যূহ মত্ত রাজপুত,
ছিন্ন ভিন্ন করে সেনা বিক্রমে অদ্ভুত।
পড়িল সমরে বহু, বহু পলাইল,
মোগলের বীরদর্প বিচূর্ণ হইল।
বাপ্পার লোহিত ধ্বজা বহুদিন পরে,
উড়িল গৌরবভরে রাজ্য গদবরে।
সূর্য্যমল্ল ঐশকর্ণ দুদো নারায়ণ,
পূর্ণমল্ল হরিদাস কেশব ভীষণ,
ভূপৎ মুকুন্দদাস আদি বীরগণ,
সেই মহাযুদ্ধে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
চঞ্চল জীবন দিয়ে কীর্ত্তি হিমাচল,
রেখে গেল ধরাবক্ষে করিয়া অচল।

সাগরজী উপাখ্যান।

সাগর উদয় পুত্র প্রতাপের ভাই,
কাপুরুষ পিতা বিনে তুল্য কেহ নাই
শিশোদীয় কুলে করি কলঙ্ক অর্পণ,
নিয়েছিল আক্‌বরের চরণে শরণ।
মুসল্‌মান হয়েছিল তনয় তাঁহার,
সেনাপতি ছিল, নাম মহব্বত খাঁর।
বহু ক্ষতি পুত্র-করে হইল মিবারে,
সেলিম ভাবিল দেখি পিতায় কি পারে।
ক্ষুদ্র রাজপুত সেনা কোন্ শক্তি বলে
দুইবার পরাজিল অসংখ্য মোগলে,
সম্রাট সন্দেহে ভয়ে খুজিছে কারণ,
কেমনে গৌরব-রক্ষা করিবে এখন।
বুঝিলেন অসি বলে রাজপুত বীর,
মোগলের পদে নাহি হবে নতশির।
অনেক ভাবিয়া দিল সুকৌশল করি,
পোষা করী দিয়ে ধরিবারে বন্য করী।
পালিত কুকুর সেই সাজাল সাগরে,
মুকুট পরায়ে শিরে অসি দিয়ে করে।
রাজবেশে করি হেন ঘোর অপমান,
চিতোরে যাইতে তারে করে আজ্ঞাদান
সাগরজী বলে "প্রভু এই কি করিলে,
বনবাস দণ্ড কেন আশ্রিতেরে দিলে।
সুখে আছি প্রভু তব সেবিয়ে চরণ,
অসি নিয়ে কোথা যাব খুজিতে মরণ।"
নিদয় সম্রাট নাহি মানে অনুরোধ,
পাঠায় চিতোরে, সঙ্গে দিয়ে বহুযোধ।
দিল্লীশ্বর ঢক্কানাদে করিল ঘোষণ,
রাণা-পদে সাগরের হইল বরণ।
চিতোর হয়েছে ধ্বংস আক্‌বরের করে,
প্রাণহীন শব মাত্র রহিয়াছে প'ড়ে।
মানবের চিহ্ন নাই, জঙ্গল ভীষণ,
নির্ভয়ে শ্বাপদকুল করে বিচরণ।
সাগর করিল সেই চিতোরে প্রবেশ,
একটী পশুর সংখ্যা বাড়িল বিশেষ।
পশুরাজ হয়ে' বসে রাজ সিংহাসনে,
পশু বিনে প্রজা আর দেখেনা নয়নে।

ছাড়িয়া অমরসিংহে রাজপুতগণ,
সাগরের কাছে কেহ করে না গমন।
শুনিলে তাঁহার নাম অতি ঘৃণাভরে,
মিবারের যত লোক চলে' যায় সরে'।
ক্ষেত্রেতে বিকট-মূর্ত্তি ক্ষেত্রপাল রাখে,
পশু পাখী ভয়ে যেন সদা দূরে থাকে।
সম্রাট বুদ্ধির ভুলে সেই মূর্ত্তি হায়,
চিতোরে স্থাপিয়া প্রজা ধরিবারে চায়।
সেলিমের মনোবাঞ্ছা হল না পূরণ,
মিবার হলনা তাঁর জালেতে পতন।
সাগর চিতোরে ক্রমে সপ্তবর্ষ ধরে'
পশু পাখী চৌকি দিয়ে দুঃখে কাল হরে
শান্তি নাহি পায় মন উড়ু উড়ু করে,
এহনে রাজত্বে ধিক্ বলে গ্লানিভরে।
মন্দিরে প্রাঙ্গনে ঘুরে, কভু উঠে ছাদে,
ভগ্ন-কীর্ত্তি-স্তম্ভ যত দেখেন বিষাদে।
পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি যেন অট্টহাসে,
চতুর্দ্দিক হতে তারে গ্রাসিবারে আসে।
তারা যেন বলিতেছে "ওরে নরাধম,
আমাদের পানে চাও নাহিক সরম!
ঝঞ্ঝা বহি বজ্র সহি আছি অকাতর,
রে দাস দৃষ্টিতে তোর বড়ই কাতর।"
রাজ্য-সুখ রাজদণ্ড হইল সাগরে,
চিন্তায় শরীর তাঁর ভগ্ন হয়ে পড়ে।
এক দিন নিশাকালে মন্দির ভিতরে,
সাগর আপন মনে নানা চিন্তা করে।
সম্মুখে ভৈরব-মূর্ত্তি দিল দরশন,
অগ্নিপিণ্ড সম তার জ্বলে দুনয়ন।
করেতে ত্রিশূল, শিরে গর্জ্জে বিষধরে,
গর্জ্জন করিয়া মূর্ত্তি কহিল সাগরে।
"রাজপুত কুলাঙ্গার ওরে পাপাশয়,
বাপ্পার আসন কভু তোর যোগ্য নয়।
এখনি চিতোর ছাড়ি করহ প্রস্থান,
মঙ্গল হবেনা নতু, হারাইবে প্রাণ।"
ভৈরব এতেক কহি দূরে গেল সরে',
সাগর চীৎকার ছাড়ি উঠিল শিহরে।
ঘোর অন্ধকার নিশি যাইবে কোথায়,
দুর্গা দুর্গা বলি ভয়ে রজনী গোঁয়ায়।
প্রভাত হইলে রাজ্যে নমস্কার করে',
চলিলা উদয়পুরে রাণার গোচরে।
সাগর অমরে কহে "শুন বাছাধন,
চিতোর তোমার করে করিনু অর্পণ।
নাহি চাহি রাজ্য নাহি চাহি রাজসুখ,
ঘৃণায় লজ্জায় মোর ফাটিতেছে বুক।
পিতৃ-পুরুষের রাজ্য করহ শাসন,
বনেতে পশিয়া শেষ করিব জীবন।"
এত বলি দ্রুতপদে ছুটে অকপটে,
অনুরোধ করে রাণা থাকিতে নিকটে।
বিজন পর্ব্বত এক স্কন্দ নাম ধরে,
সাগর যাইয়ে তথা বাসস্থান করে।
চিতোর দিয়েছে তুলে শত্রু-করতলে,
শুনি জাহাঙ্গীর পাৎসা অগ্নিসম জ্বলে।
আনিলা সাগরে তিনি পাঠাইয়া দূত,
তিরস্কার করে বহু হয়ে ক্রোধ-যুত।
পাৎসার গঞ্জনা শুনি বলিল সাগর,
"নিন্দার অযোগ্য আমি নহি নরবর।
রাজপুত কুলাঙ্গার পশুর অধম,
বুঝিলাম এতদিনে, ঘুচিয়াছে ভ্রম।
করিয়াছি বহু পাপ, প্রায়শ্চিত্ত তার
এখনি করিব প্রভু সম্মুখে তোমার।"
এত বলি তীক্ষ্ণ ছুরি বসাইয়া বুকে,
পড়িয়া মরিয়া গেল সবার সম্মুখে।
পাপী যদি নিজে দণ্ড দিতে নাহি পারে,
পাপের যন্ত্রণা তার শত গুণ বাড়ে।

অমরের চিতোর প্রবেশ।

দেবতার কৃপাবলে বহুদিন পরে,
চিতোর আসিল ফিরি গিহ্লোটের করে
মিবারের নর নারী হল আনন্দিত,
চিতোর দর্শনে সবে ছুটিল ত্বরিৎ।
আনন্দে অমরসিংহ চিতোরে পশিল,
যে দিকে ফিরায় আঁখি নয়ন ঝরিল।
ভগ্ন-পুরী দেখি মন হইল চঞ্চল,
সংস্কার করিতে তাঁর জন্মে কুতূহল।
পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি করিতে উদ্ধার,
সমর্পণ করে রাণা শক্তি আপনার।
ক্রমেতে অশীতিদুর্গ আসে করতলে,
নগর লইল বহু নিজ বাহুবলে।
রাণার হইল ভ্রম, জনক প্রতাপ
কোন্ শক্তি বলে এত দেখায় প্রতাপ।
মিবারের শক্তি ছিল গিরি-দুর্গ-তলে,
রাজর্ষি প্রতাপ রক্ষা করে তারে বলে।
অমর চিতোর পেয়ে আনন্দ অপার,
ক্রমে ক্রমে গিরি-দুর্গ ভুলিল তাঁহার।
দুর্গম পার্ব্বত্যদুর্গে থাকিয়া অমর,
রাখিত শত্রুর প্রতি দৃষ্টি খরতর;
দিল্লীর মোগল শক্তি হইত কম্পিত,
ভারতে হিন্দুর রাজ্য হইত স্থাপিত।
জাহাঙ্গীর সাজাহান না পাইত কূল,
হইত যবন-শক্তি সমূলে নির্ম্মূল।
বিধাতার চক্র বল কে পারে বুঝিতে,
নাহি হল সে ধারণা অমরের চিতে।
সেই ভ্রমে মিবারের হল সর্ব্বনাশ,
স্বকরে তুলিয়া দিল নিজ গলে ফাঁস।
দারিদ্র্যে প্রতাপ শক্তি করিল সঞ্চয়,
দারিদ্র্য ভুলিয়ে তাঁর বংশ হল ক্ষয়।

অন্তলা দুর্গ অধিকার।

ভ্রান্ত-পথে চলিলেও তথাপি অমর,
রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করে নিরন্তর।
দূর পল্লী হতে দূরে তাড়াতে যবন,
সমরযাত্রার রাণা করে আয়োজন।
সেনার সম্মুখভাগ রক্ষা করে যারা,
রাজস্থানে সম্মানিত বীরশ্রেষ্ঠ তারা।
সম্মুখরক্ষার নাম প্রসিদ্ধ হিরোল,
তাহা নিয়ে দুই দলে বাজে গণ্ডগোল।
আগে চন্দাবৎবংশে ছিল সে সম্মান,
শক্তাবৎবংশ এবে বীরত্বে প্রধান।
হিরোল চালন ভার দুই দলে চাহে,
সঙ্কটে পড়িল রাণা কারে দিবে তাহে।
চিতোর হইতে পূর্ব্বে নয়ক্রোশ দূর,
অন্তলা নামেতে দুর্গ করেতে শত্রুর।
আদেশ করিলা রাণা আক্রমি মোগোল,
যে আগে পশিবে দুর্গে সে পাবে হিরোল।
চারিদিকে ছিল উচ্চ পাষাণ প্রাকার,
পাদমূলে বহে নদী অতি খরধার।
তাহার মধ্যেতে রম্য পরিখাবেষ্টিত
দুর্গাধিপতির হর্ম্ম্য ছিল সুরক্ষিত।
শুনিয়া রাণার আজ্ঞা ছুটিল দুদল,
মোগলে তাড়ায়ে দুর্গ করিতে দখল।
শক্তাবৎগণ আসি দুর্গের তোরণে,
ভীমবেগে আক্রমণ করিল যবনে।
সঙ্গে করি দীর্ঘকাষ্ঠ-নির্ম্মিত সোপান,
চন্দাবৎ ও মহাবেগে হয় ধাবমান।
চন্দাবৎ সিঁড়ি তাঁর বসায়ে প্রাচীরে,
আয়োজন করে উঠিবারে দুর্গশিরে।
বিপক্ষের গোলা আসি শিরেতে পড়িল,
ভূমে পড়ি চন্দাবৎ অমনি মরিল।

সর্দ্দার মরণে বান্দাঠাকুর ভীষণ,
শব তাঁর উত্তরীয়ে করিয়া বন্ধন,
পৃষ্ঠে করি দুর্গশিরে লাগিল উঠিতে,
ভল্লের আঘাতে শত্রু মারিতে মারিতে।
শক্তাবৎ বুঝি বান্দা হিরোল লইল,
আগে পশিবারে দুর্গে কৌশল করিল।
ভাঙ্গিতে দুর্গের দ্বার, মদ-মত্ত গজে
অঙ্কুশ আঘাত করি সর্দ্দার গরজে।
লৌহের কীলক ছিল কপাটেতে গাঁথা,
আঘাত করিতে গজ ফেটে যায় মাথা।
ভাঙ্গিতে পারেনা দ্বার করী কোন মতে,
সর্দ্দার নামিল নীচে গজ-পৃষ্ঠ হ'তে।
কপাটে পাতিয়া বুক রহিল সর্দ্দার,
মাহুতে সক্রোধে করে আদেশ প্রচার।
"গজে আজ্ঞা কর মম পৃষ্ঠের উপরে
আঘাত করিয়া মাথা পশুক ভিতরে।
লৌহশঙ্কু যত মম বক্ষে রবে ফুটে',
কষ্ট না পাইবে গজ, না পলাবে ছুটে'।
না চাহি জীবন আমি, চাহিগো হিরোল,
চালাও চালাও হাতী নাহি কর গোল।
গজপাল, কর যদি আদেশ লঙ্ঘন,
এখনি করিব তব মস্তক ছেদন।"
চালাইল মত্ত-করী ভয়েতে মাহুত,
বক্ষ পাতি রহে বীর বিক্রমে অদ্ভুত।
অঙ্কুশ তাড়নে মত্ত হইয়ে বারণ,
আঘাত প্রভুর পৃষ্ঠে করে ঘন ঘন।
শক্তাবতে দেখি বান্দা প্রাণপণ করে,
সর্দ্দারের শব সহ উঠে দুর্গোপরে।
মোগলের সৈন্যগণে করিয়া নিধন,
পৃষ্ঠ হতে শব দুর্গে করিল ক্ষেপণ।
আনন্দে উঠিল শব্দ হিরোল হিরোল,
চন্দাবৎ হল জয়ী, গেল গণ্ডগোল।
শক্তাবতের হাতী ভেঙ্গে দিল দ্বার,
পশে শক্তাবৎ পরে দুর্গের মাঝার।
পশিয়া উভয় দল স্তব্ধ হয়ে রয়,
দাবা খেলে মোগলের সেনাপতিদ্বয়!
রাজারে মারিতে ব্যস্ত আছে দুই জন,
বলে শত্রুদলে অতি কাতর বচন।
"ক্ষণেক প্রতীক্ষা কর খেলা সাঙ্গ করি,
যাবে জীবনের জ্বালা পাছে যদি মরি।"
রাজারে মারিতে তারা উপযুক্ত বটে,
তা না হ'লে সংসারে কি রাজ্য-নাশ ঘটে?

বল্ল উপাখ্যান।

শক্তাবৎ সর্দ্দারের অদ্ভুত বিক্রম
শুনিয়া অমর যায় ঘুচাইতে ভ্রম।
শত ছিদ্রে বক্ষ ফেটে ছুটিছে রুধির,
মুমূর্ষু-শয্যায় বীর হয়েছে অস্থির।
কহিল কাতর স্বরে "শুন মহারাজ,
যশোলোভে দিনু প্রাণ, খেদে নাহি কাজ।
অনুগ্রহ কর যদি শক্ত-বংশধরে,
একে চতুর্গুণ তারা দিবে তব করে।
দেশের কল্যাণ আর যশের ভিখারী,
এ জগতে আর কারো ধার নাহি ধারি।"
এত বলি বীরবর ত্যজিল জীবন,
ফিরিল অমরসিংহ বিষাদিত মন।
শক্তাবৎ চন্দাবৎ কে সে বীরগণ,
তাহার বর্ণনা কিছু করিব এখন।
ভূপতি লক্ষের পুত্র চন্দ্রবংশধর,
চন্দাবৎ বলি খ্যাত ভারত ভিতর।
সপ্তদশ পুত্র জন্মে শক্তের গোচরে,
শক্তাবৎ-বংশ বলে তাঁর বংশধরে।

শক্তের মরণে তাঁর পুত্র ষোলজন,
পিতৃশ্রাদ্ধ করিবারে করিল গমন।
ভনজী তনয় জ্যেষ্ঠ দুর্গ ভিনসরে
রহিলেন, নাহি গিয়ে পিতৃ-কার্য্য তরে।
শ্রাদ্ধ সমাপনে ফিরি ভ্রাতা ষোলজন,
দেখেন দুর্গের দ্বার রয়েছে বন্ধন।
দ্বার খুলে দিতে যবে বলে বারে বারে
বিরক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ কহিল তাহারে।
"উদর পোষিতে এত পারিবনা আর,
স্থানান্তরে চলে যাও, যথা ইচ্ছা যার"।
অখিল কনিষ্ঠ তার কহিলা কাতরে,
"অসি অশ্ব জায়া পুত্র দুর্গের ভিতরে।
অনুগ্রহ করি দাদা খুলে দাও দ্বার,
আমরা মাগিব ভিক্ষা দ্বারে বিধাতার।"
সকলে চলিল তবে ছাড়ি ভিন্‌সর,
যাইতে ইদর রাজ্যে করে স্থিরতর।
অখিলের পত্নী ছিল পূর্ণগর্ভবতী,
পালোড়ে আসিয়া তাঁর কষ্ট হল অতি।
শনিগুরু সর্দ্দারের লইল শরণ,
আশ্রয় না পেয়ে ফিরে বিষণ্ণ বদন।
জাহ্নবীদেবীর মঠ হেরিয়া নিকটে,
প্রবেশ করিল তথা এ ঘোর সঙ্কটে।
আসন্ন-প্রসবা নারী আছে শয্যাগত,
ঊর্দ্ধ হ'তে ছাদ ভাঙ্গি পড়িতে উদ্যত।
অখিলের ছোট ভাই বল্ল নামে বীর,
বিশাল প্রস্তরখণ্ড ধরে পাতি শির।
বল্লের রক্ষার তরে অন্য ভ্রাতাগণ,
বনেতে বাবুলবৃক্ষ করিল ছেদন।
স্তম্ভরূপে রাখি তরু সেই শিলাতলে,
বল্লের জীবন রক্ষা করিল কৌশলে।
অখিলের পত্নী তথা প্রসবে কুমার,
নানা আশা করি আশা নাম রাখে তার।

তথা হ'তে ইদরেতে করিল গমন,
সম্মানে রাঠোর-রাজ করিল গ্রহণ।
শত্রুঞ্জয়[১] গিরি হ'তে ফিরিতে চিতোরে,
মিবারের রাজমন্ত্রী গেলেন ইদোরে।
ছুটিয়া ভীষণ ঝঞ্ঝা নিশিতে মন্ত্রীর,
জীবন-সংশয় করে উড়ায় শিবির।
যোধ বল্ল দুই ভাই আসিয়া তখন,
আশ্রয় প্রদানে করে, জীবন রক্ষণ।
পরিচয় তাঁহাদের পেয়ে মন্ত্রিবর,
চিতোরে আনিতে চেষ্টা করে বহুতর।
রাণার আদেশ বিনা নাহি গেল কেহ,
খবর পাইয়া রাণা নিল নিজ গেহ।
উচ্চ রাজপদ দিল করিয়া যতন,
রাণার কল্যাণে তারা করে প্রাণপণ।
কপাটে পাতিয়া বুক মরিল যে জন,
সেই শক্তাবৎ বল্ল শক্তের নন্দন।
ভীম বল্লভের মত বল্ল মহাবল,
তাহার বীরত্ব আর কি বর্ণিব বল।
কবে সে পাষাণ-দুর্গ মিশেছে ধূলায়,
বল্লের শোণিত ধারা আজো দেখা যায়।

ক্ষেমনরের যুদ্ধ[২]।

চন্দাবৎ শক্তাবৎ বীরদর্পভরে,
অন্তলা মোগল হতে নিল জোর করে।
বার বার লাঞ্ছনার পাইয়া খবর,
হইল মোগল-পতি ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর।
নব নব সেনাদল করিল সৃজন,
নব নব সেনাপতি করিল মনন।

১—জৈনদিগের পবিত্র পর্ব্বত।
২—১৬১১ খৃষ্টাব্দে।

পুত্র পারবেজে করি সেনানী প্রধান,
আপনি দেখিতে রণ করিল প্রস্থান।
এত সেনা সঙ্গে করি আসে জাহাঙ্গীর,
অমরের পরাজয় করিলেন স্থির।
অজমীরে আসি পুত্রে বলে দিল্লীশ্বর,
মোগলের গর্ব্ব আজি তোমাতে নির্ভর।
অমরের দর্প চূর্ণ করিতে হইবে,
বলের পরীক্ষা তব আজি দেখাইবে।
আর এক কথা বৎস রাখিও স্মরণ,
পরাজিত হয়ে যদি অমর-নন্দন,
অথবা অমরসিংহ কাছে আসে, তবু
রাজার সম্মানে ত্রুটি করিও না কভু।
করিও না মিবারেতে কোন অত্যাচার,
সাবধান ক'রে দিও সেনায় তোমার।"
উপদেশ দিয়ে পুত্রে দিল্লীর ভূপতি,
লাহোর নগরে চলে' গেলা শীঘ্রগতি।
চলিল মোগলসৈন্য বীর-দর্পভরে,
ধরণী হইয়ে ধূলি উড়ে যায় ডরে।
শত্রুর সম্বাদ পেয়ে বীরেন্দ্র অমর,
রণ-সজ্জা করি ছুটে বিক্রমে প্রখর।
ক্ষেমনরে আসি রাণা আক্রমে মোগলে,
খরস্রোতে পশে নদী যেন সিন্ধুতলে।
না পারিল সেই বেগ সহিতে যবন,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সেনা অগণন।
রণক্ষেত্রে বহু সৈন্য করিল শয়ন,
অজমীরে গেল কিছু করি পলায়ন।
কোন মতে পারবেজ বাঁচাইয়া প্রাণ,
লাহোরে পিতার কাছে পলাইয়া যান।
সেলিমের মনোবাঞ্ছা হল না পূরণ,
অমর অমর হয়ে রহে অনুক্ষণ।
ক্রোধ লাজে সেলিমের ফাটিছে হৃদয়,
কি করিবে বার বার হয় পরাজয়।
পারবেজ-সুতে পুনঃ সেনাপতি করে',
মহবত খাঁ সহ পাঠায় সমরে।
হায় হায় কি হইল একাল সমরে,—
মরে পারবেজ-পুত্র অমরের করে।
ক্রমে সপ্তদশ বার মোগলের পতি,
রাণা সহ করে রণ দর্প করি অতি।
লাজ পেয়ে বার বার ঘরে গেল ফিরে,
অমর বিজয়ী হয়ে ফিরে উচ্চশিরে,
মিবারের স্বল্পসেনা ক্রমে হল ক্ষয়,
কেহ না রহিল আর গাইবারে জয়।
মাছ ধরা গেল বটে, জাল গেল ছিঁড়ে
ভবিষ্যৎ আশা আর না রহিল ফিরে।

ক্ষুরমের রণসজ্জা।

শিকার ধাইলে যথা ব্যাঘ্র মহাবল
ক্রোধে অন্ধ হয়ে যায়, ঘুরে বনস্থল ;
মোগল সম্রাটে ক্রোধ জন্মিল দুর্ব্বার,
অমরে ধরিতে রাজ্য করে তোলপাড়।
সেনাগারে সৈন্য ভরা কোষাগারে ধন,
কি ক্ষতি তাঁহার যতবার হোক্ রণ।
রাজ্যের অধীনে যার যত সৈন্য ছিল,
সম্রাট সবার বল সংগ্রহ করিল।
কি ভীষণ রণ সজ্জা দেখি লাগে ডর,
মিবারে নাহিক স্থান ধরিতে লস্কর।
কত যোগ্য সেনাপতি, অস্ত্র অগণন,
বন্দুক কামান কত লইল ভীষণ।
অম্বরের কুশাবহ রাজকুমারীর
গর্ভেতে ক্ষুরম নামে জন্মে মহাবীর।
সম্রাট সে পুত্রে করি সেনানী মনন,
রাণার বিপক্ষে পুনঃ করিলা প্রেরণ।

উত্তাল তরঙ্গ তুলি একটি সাগর,
মিবারে ছুটিল যেন গর্জ্জি ভয়ঙ্কর।
অমরের সেই দিন রয়েছে কি আর!
কি দিয়ে রোধিবে সেই ভীম পারাবার।
সম্রাট অদম্য বলে না করি নির্ভর,
গর্ব্ব ত্যজি বিধি-পদে রহিল কাতর।
জাহাঙ্গীর বলে পুত্রে "শুন বাছাধন,
হয়েছে সর্ব্বস্বহারা মিবার এখন।
কৃপা করে' জয়-লক্ষ্মী বরিলে তোমায়,
জয়ে মনুষ্যত্ব যেন ডুবে নাহি যায়।
ভারতে গিহ্লোট-বংশ সম্মানিত অতি,
কখনো কাহারো পদে করেনি প্রণতি।
বিধাতা তোমায় দিলে শুভ অবসর,
রাখিতে রাণার মান হও যত্নপর।
তাঁহার বাসনা মত হইও চালিত,
ঘৃণা না করিও কভু ভাবিয়া বিজিত।
'উত্থান পতন বাছা ইচ্ছা বিধাতার,
মান নাহি বাড়ে, মান হরিলে কাহার।"

রাণার রণসজ্জা।

সৈন্যের সাগর সনে খুরম আসিছে রণে
মিবারেশ চিন্তায় মগন,
অস্ত্র শূন্য অস্ত্রাগার সৈন্যহীন দুর্গ তাঁর
কোষাগারে নাহি কোন ধন।
কি ক'রে রাখিবে দেশ কুলের গৌরব শেষ
চিন্তা ক'রে কূল নাহি পায়,
এত রক্ত দান করে' শেষে মোগলের করে
শির দিতে প্রাণ ফেটে যায়।
পিতা পুত্র দুই জনে মিবারের প্রতি জনে
প্রতি বনে প্রতি শিলাতলে,
যে মন্ত্র করেছে দান সঞ্চারিল যেই প্রাণ,
আজি তার কাম্য ফল ফলে।

যেই দেশ সেই রাজা যেই রাজা সেই প্রজা
সকলের ভাল মন্দ এক,
মিবারসন্তানগণ বুঝেছে তা বিলক্ষণ
আজি তাই চিন্তিত প্রত্যেক।
শুনি শত্রু-আগমন সকলে করিল পণ
"আমরা রাখিব নিজদেশ,
যতক্ষণ থাকে প্রাণ রাখিব আপন মান,
ধন পুত্র সবি হোক্ শেষ।"
নারী-অঙ্গ-আভরণ বিকায়ে কুড়ায় ধন
কৃষক হালের গরু বেচে,
যা আছে যাহার ঘরে বিক্রী ক'রে অকাতরে
অমরে আনিয়া দিল যেচে।
ছিন্ন করি স্নেহ-সূত্রে কেহ পতি কেহ পুত্রে
সৈন্য-সংখ্যা করিছে পূরণ,
হেরি নব জাগরণ রাণা আনন্দিত মন
রণ-সজ্জা করিল নূতন।

খুরমের মিবার জয় ১।

এইরূপে অর্থ সৈন্য করিয়া সঞ্চয়,
রণযাত্রা করে রাণা নির্ভীক হৃদয়।
নাহি সেই বীর আর মিবার ভিতরে,
পলাইত শত্রুসৈন্য যাঁহাদের ডরে।
অক্ষম দুর্ব্বল যত বালক স্থবির,
আজি অমরের সৈন্যে হইয়াছে বীর।
জানিত সকলে নাহি বিজয়ের আশা,
তথাপি মরিবে রণে প্রাণের পিপাসা।
না দেখিবে যবনের ভীম আস্ফালন,
শত্রু জয়ধ্বনি নাহি করিবে শ্রবণ।

১—১৬.৩ খৃষ্টাব্দে।

বিশাল সাগর সম মোগল শিবির,
শুনা যায় শব্দ, নাহি দেখা যায় তীর
ক্ষুদ্র তরী পশে যথা সিন্ধুর উদরে,
তেমতি ছুটিল রাণা শত্রু লক্ষ্য করে'
বাজিল উভয় দলে প্রচণ্ড সমর,
শত্রুর কামানরাজি গর্জ্জে ভয়ঙ্কর।
হর হর রব করি হিন্দু সেনাগণ,
কামানে উপেক্ষা করি খুঁজিছে শমন।
অদ্ভুত বীরের খেলা করি প্রদর্শন,
বীরের শয়নে সবে লভিল শয়ন।
বহু বেগ পেতে হল অগণ্য মোগলে,
বিজয় করিতে এই ক্ষুদ্র সেনাদলে।
বহুদিন পরে আজি মোগলের জয়,
ঘোষিল মিবার-বক্ষে যবননিচয়।

জেতার মাহাত্ম্য।

মিবারের রাণা-বংশ ভারত ভিতরে
অতি সম্মানিত ছিল, বহু গুণ ধরে।
এত অর্থরাশি এত রক্ত করি ক্ষয়,
ক্রমে সপ্তদশ বার লভি পরাজয়,
আজি সে অমরসিংহে হারায়ে সমর,
মোগল শিবিরে হল আনন্দ বাসর।
উদ্দাম আনন্দে কেহ হল না মগন,
নৃত্যগীতে সম্রাটের নাহি গেল মন।
পিতৃ-পুরুষের মত অনলে অসিতে,
হইল না অগ্রসর মিবার লুণ্ঠিতে।
গিহ্লোট বিজিত হল ঈশ্বর-কৃপায়,
বুঝি পাৎসা দিল মন তাঁহার সেবায়।
অমরের প্রিয় গজ আলমগোমান,
সমরে বিজয়ী হয়ে পায় ভাগ্যবান।
তার পৃষ্ঠে চড়ি দীনে বহু দান করে,
শুধু বিধাতার দয়া স্মরিয়া অন্তরে।
বাপ্পার পবিত্র বংশ মহত্ত্বে উজ্জ্বল,
শ্রদ্ধাবান ছিল তাতে সম্রাট প্রবল।
কুমার খুরম পিতৃবাক্য অনুসারে,
কোন অত্যাচার নাহি করিল মিবারে।
বিজিত অমরে মান করে বহুতর,
রণ-শেষে তাঁর পাশে পাঠায় খবর।
"আসিয়া অমর যদি ছাড়িয়া নগরে,
সম্রাটের সনে সন্ধি দস্তখত করে।
এই দণ্ডে যাব আমি ছাড়িয়া মিবার,
না রাখিব মোগলের চিহ্ন তথা আর।"
প্রতাপসিংহের পুত্র উন্নত হৃদয়,
স্মরিতে সে কথা হৃদি শতছিন্ন হয়।
সেই অপমান তাঁর সহেনা অন্তরে,
পুত্র কর্ণে পাঠাইলা সম্রাট গোচরে।
বাপ্পার লোহিত ধ্বজা সহস্র বৎসর,
উড়িল যাহার শিরে গর্ব্বে নিরন্তর।
যে বংশ অজস্র রক্তদানে রক্ষে তারে,
পারেনি অনল অসি নোঁয়াইতে যারে।
আজি খুরমের শুধু সাধু আচরণে,
নমে সে গৌরব-ধ্বজা তাঁহার চরণে!
কর্ণে হেরি মনোভাব বুঝিয়া রাণার,
সম্রাটে হল না কোন ক্রোধের সঞ্চার।
মহতের কাছে হয় মহতের স্থান,
সাগরে সাগরে চলে আদান প্রদান।
মহত্ত্বে মহৎ অতি ছিল জাহাঙ্গীর,
অমরের মনোভাব বুঝিলেন বীর।
অসম্ভব পশুবলে হিন্দুর দমন,
বুঝি মিত্র-ভাবে কর্ণে করিল গ্রহণ।
জাহাঙ্গীর আর নুরজাহান বেগম
করিলেন রাজপুত্রে উচিত সম্ভ্রম।

হয় হস্তী পোষাপাখী সুগন্ধ আতর,
অঙ্গুরী হীরক-হার অসি মনোহর,
কত রত্ন দ্রব্য দিল কি লিখিব আর,
দশ লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্য হবে তার।
জীরণ মণ্ডলগড় ফুলিয়া খৈরার,
বেদনোর ভীনসোর আর গদবার
জনপদ করে দান মিবার বিজেতা,
পঞ্চ সহস্রের করে কর্ণে অধিনেতা।
করিলা ঘোষণা আরো, যুবরাজগণ
সম্রাট সভায় শুধু করিবে গমন।
বসিবেন উচ্চাসনে দক্ষিণেতে তাঁর,
ছিলনা বসিতে যথা কারো অধিকার।
রাণা হয়ে সিংহাসনে বসিবেন যবে,
দিল্লীর সভাতে আর আসিতে না হবে।
অমর কর্ণের মূর্ত্তি গড়ি মনোহর,
আনন্দে স্থাপন করে আগ্রার ভিতর।
সম্রাট মিবার রাজ্য করে নাই জয়,
বলেন সাহেব রো,[১] করিলেন ক্রয়।
অমরের যেই মান করে দিল্লীশ্বর,
পায়নি বিজিত কভু জেতার গোচর।

রাণা কর্ণ।

মিবার পতন।

অয়ি মা মিবার ভূমি, সহস্র বছর,
গৌরবে তুলিয়া শির ছিলে নিরন্তর।
তব সম ভাগ্যবতী বীর্য্যবতী আর,
দেখা নাহি যায় হেন ঘুরিলে সংসার।
এতদিন রাজলক্ষ্মী এক গৃহতলে,
বাঁধিয়া রাখিতে কেহ পারেনি শৃঙ্খলে।
শুনিয়াছি থর্ম্মপলী[১] আর মেরাথন,[২]
সুপবিত্র রণক্ষেত্র দুই পুরাতন।
বীরেন্দ্র লিওনীদাস মিলিতিয়াদেশ,
তাহাতে বীরত্ব লীলা দেখায় বিশেষ।
কত থর্ম্মপলী তোর কন্দরে কন্দরে,
কত মেরাথন তোর বক্ষে আছে জড়ে।
কত না লিওনীদাস বলি দিয়া শির,
ধোয়ায় চরণ তব ঢালিয়া রুধির।
কে লয় খবর তার, কে পেয়েছে সীমা,
দেখায় জগতে মাগো কে তোর মহিমা।
তোর ছেলে বিনে, রাজা দেশরক্ষা তরে,
দেবীর আদেশে কোথা মুণ্ড দান করে।
একাধারে রাজা বীর সন্ন্যাসী প্রধান,
জগতে কোথায়, বিনে মা তোর সন্তান।
কি হবে থাকিলে আলো, ধরিতে উপরে
কেহ না থাকিলে, কিসে দেখা পাবে পরে।
তোর আলো আছে তোর অঞ্চলে ঢাকিয়া,
ধরিতে যে কেহ নাই[৩] উপরে তুলিয়া।
তোমার সন্তান মাগো চির বীর্য্যবান,
শিরে বিনে পায় হাত করে নাই দান।
রাজস্থান মাঝে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
কত রাজা প্রণমিত চরণেতে পড়ি।

১—ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের দূত স্বরূপ সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

১—গ্রীস দেশের অন্তর্গত একটী গিরিবর্ত্ম এই স্থানে গ্রীক্ বীর লিওনিদাস পারস্য-রাজ জারাক্ষেশের বহু সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন।

২—গ্রীস রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পল্লী। গ্রীকবীর মিলিতিয়াদেশ এই রণক্ষেত্রে পারস্যরাজের বহুসৈন্য সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

৩—প্রকৃত ঐতিহাসিকের অভাব। মিবারের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে গ্রীক ইতিহাসবেত্তা জিনোফনের মত উপযুক্ত লোকের দরকার।

তোমার স্বাধীন বুকে আজি মা প্রথম,
রোপিল দাসত্ব-বীজ বিধাতা নির্ম্মম।
মোগল জাগীর আজি হ'লে বীরমাতা,
এ দুঃখ তোমার ভাগ্যে লিখিল বিধাতা
ঐ দেখ কর্ণ তব অবনত মুখে
হইয়ে জাগীরদার আসে তব বুকে।

কর্ণের রাজ্যলাভ।

হইল মন্দের ভাল, অমরনন্দন
পাৎসা সহ সন্ধি করি ফিরিল ভবন।
প্রতাপসিংহের পুত্র তেজস্বী রাণার
হেন রাজ্যসুখে ইচ্ছা হইল না আর।
ছাড়িয়া সংসার ধর্ম্ম চলিল অমর,
রাজ্য ভার দিল [১] পুত্র কর্ণের উপর।
নচৌকী প্রাসাদ বাঁধে যথায় উদয়,
সে শৈলে অমর বৃদ্ধ লইল আশ্রয়।
থাকিত যোগীর বেশে করিত সাধন,
বহুকীর্ত্তি রাখি স্বর্গে করিল গমন।
পিতৃ-পিতামহ সম কর্ণ মহামতি,
রাজগুণে ক্ষত্রগুণে গুণবান অতি।
নাহি ধন নাহি সৈন্য কি করিবে আর,
মোগলের অধীনতা করিল স্বীকার।
সম্রাট করিত কর্ণে বিশেষ সম্মান,
অধীন বলিয়া নাহি করে হেয় জ্ঞান।
ভাবিত সুহৃদ বলি দিল্লীর ঈশ্বর,
করিলনা হস্তক্ষেপ মিবার উপর।
ভুলে' গেল কর্ণ তাই যবন-বিদ্বেষ,
লাগিল কাটা'তে দিন শান্তিতে অশেষ।
শ্রীহীন হয়েছে দেশ বহুবর্ষ-রণে,
ভাণ্ডারে নাহিক অর্থ সারিবে কেমনে।

১—১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে।

সৌরাষ্ট্র প্রদেশ বলে করি আক্রমণ,
সঞ্চয় করিল রাণা মনোমত ধন।
রাজ্যের কল্যাণ তাতে হইল অশেষ,
সংস্কার করিতে লাগে পুরী ভগ্নশেষ!

ভীম উপাখ্যান।

ভীম মহাবল ছিল কনিষ্ঠ রাণার,
বিক্রমে ভীমের মত ছিলেন দুর্ব্বার।
সম্রাটের প্রিয়পুত্র ক্ষুরমের সনে,
মিত্রতা করেন বীর অতি শুভক্ষণে।
তনয়ের অনুরোধে পাৎসা ভীম বীরে,
জনপদ দান করে বুনাসের তীরে।
ভূমি-বৃত্তি পেয়ে ভীম হয়ে হর্ষতর,
স্থাপন করিল রাজ-মহল নগর।
ক্রমেতে মিত্রতা বাড়ে ক্ষুরমের সনে,
সর্ব্বদা থাকিত ভীম তাঁহার ভবনে।
ক্ষুরম বুঝিল মনে সেই বীরবর,
সহায় হইলে তাঁর নাহি কোন ডর।
জ্যেষ্ঠ পারবেজে নাশি পিতৃ-সিংহাসনে
অক্লেশে পারিবে রাজ্য আনিতে শাসনে
ক্ষুরমের মনোভাব বুঝি জাহাঙ্গীর,
ভীমেরে রাখিতে দূরে করিলেন স্থির।
মোগল সম্রাট শেষে সুকৌশল করে,
গুজরাট রাজ্যভার অর্পে বীরবরে।
বন্ধু ক্ষুরমের সঙ্গ করি পরিহার,
দূরদেশে যেতে ভীম করে অস্বীকার।
কি করে সম্রাট আর বিপদ গণিল,
ক্ষুরম মনের বাঞ্ছা বন্ধুরে কহিল।
আক্রমিল পারবেজ মিবার যখন,
বহু উৎপীড়ন তথা করিল তখন।

সেই হেতু পারবেজে ভীম করে রোষ,
ক্ষুরমের বাক্য শুনি হইল সন্তোষ।
দুই বন্ধু মিলে শেষে ষড়যন্ত্র করে,
গোপনে সংগ্রহ করে বহু বীরবরে।
নাহি জানে পারবেজ, ঘুমাইছে সুখে,
পায়নি খবর অসি ঝুলিতেছে বুকে!
অকস্মাৎ পারবেজে করি আক্রমণ,
করিলেন মহাবলে তাঁহার নিধন।
সম্রাট হইল রুষ্ট ক্ষুরমের প্রতি,
নিজের বিপদ গণি ভয় পায় অতি।
পিতা হতে কেড়ে নিতে রাজ-সিংহাসন,
ক্ষুরম চক্রান্ত করে মিলে বন্ধুজন।
পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝি মোগল ভূপতি,
মির্জ্জারাজ জয়সিংহে করি সেনাপতি,
রণযাত্রা করিলেন তনয় দমনে,
ক্ষুরমও লইয়ে সৈন্য আসিলেন রণে।
নিরপেক্ষ রহে কর্ণ সে ঘোর সঙ্কটে,
বিশ্বাস করিত পিতা পুত্র অকপটে।
গজসিংহে সেনাপতি পদ নাহি দিল,
না আসিয়া রণে চক্রে দূরেতে রহিল।
তেজস্বী নির্ভীক ভীম বুঝিয়া চাতুরী
কহে গজসিংহে "বল একি লুকোচুরি?
পুত্রপক্ষে আস কিম্বা পিতৃপক্ষে যাও,
কাপুরুষ সম কেন পশ্চাতে দাঁড়াও?"
ক্রুদ্ধ হয়ে গজসিংহ ভীমের বচনে,
সম্রাটের পক্ষ হয়ে নামিলেন রণে।
শক্তাবৎ মানসিংহ বীরত্বে প্রখর,
মহাযোধ খ্যাতি যাঁরে দিলেন অমর;
ক্ষুরমের পক্ষ হয়ে ভীমের সনেতে,
আক্রমিল গজসিংহে মহাবিক্রমেতে।
আহত হইয়া মান শিবিরে ফিরিল,
বীর গর্ব্বে যুঝি ভীম সমরে মরিল।

ভীমের পরম বন্ধু ছিল বীর মান,
শয়নে ভোজনে সঙ্গী ছিল এক প্রাণ।
খাদ্য নিয়ে আসে যবে পাচক ব্রাহ্মণ,
কহে মান "কোথা ভীম, কি করে এখন?"
শুনিলে ভীমের কথা ক্ষত-দেহ মান,
বন্ধুর মরণ-শোকে হবে ম্রিয়মান;
কি বলে পাচক কিছু ভাবিয়া না পায়,
সন্দিহান হয়ে মান তার পানে চায়।
বুঝি মিত্রবর ভীম মরেছে সমরে,
ক্রোধে শোকে উঠি রুগ্ন বসে শয্যাপরে,
অমনি ফাটিয়া ক্ষত ছুটিল রুধির,
'ভীম ভীম' করি প্রাণ ত্যজিলেন বীর।

মিত্রতা বন্ধন।

জয়ী হ'ল পিতা রাজ্য-আশা গেল দূরে,
প্রাণ-প্রিয় বন্ধু ভীম গেল স্বর্গপুরে।
কি করে ক্ষুরম আর নাহিক সহায়,
মহব্বতে সঙ্গে করি ধায় নিরুপায়।
আসিল উদয়পুরে কর্ণের সদন,
রাখিলেন রাণা তাঁরে করিয়া যতন।
বিপন্নে আশ্রয় দেয় ক্ষত্রিয় সন্তান,
শত্রু মিত্র লাভ ক্ষতি নাহি করে জ্ঞান।
সম্রাট না করে দ্বেষ কর্ণের উপরে,
মহাত্মা মহত্ত্ব হেরি সুখ বোধ করে।
আপন প্রাসাদ-অংশ কর্ণ মহামতি,
ক্ষুরমে ছাড়িয়া দিল করিতে বসতি।
হিন্দুর সংস্কারে তাঁর অনুচরগণ
ভ্রুক্ষেপ না করে হেরি লজ্জা পায় মন।
ক্ষুরমের ভাব বুঝি কর্ণ মহাশয়,
স্বতন্ত্র রাখিতে তাঁরে মনে ইচ্ছা হয়।

উদয়পুরেতে আছে হ্রদ বৃহত্তর,
তার মাঝে বাঁধে দ্বীপে হর্ম্ম্য মনোহর।
খুরমে প্রাসাদ কর্ণ করিলেন দান,
সুলতান্ করিত তথা সুখে অবস্থান।
খুরমের অনুরোধে উঠান ভিতরে,
মাদারশা ফকিরের সমাধি উপরে,
সুন্দর মন্দির কর্ণ কবিল নির্ম্মাণ,
অতি প্রীত হয় তাতে খুরম সুলতান্।
সাক্ষী করি ফকিরের পবিত্র কবর,
মিত্রতা স্থাপন করে দুই বন্ধুবর।
বিনিময় করিলেন উষ্ণীষ দুজন,—
ভ্রাতৃভাব স্থাপনের মহা নিদর্শন।
অকৃত্রিম বন্ধুত্বের স্মৃতি রক্ষাতরে,
দিবা রাতি জ্বলে বাতি কবর উপরে।
খুরমের বংশধর যুগ যুগ ধরি
কত অত্যাচার করে মিবার উপরি।
তবু রাজপুত জাতি ভুলে নাই কালে
সেই স্নেহ স্মৃতি, তারা আজো বাতি জ্বালে।
খুরমের সে উষ্ণীষ পরম আদরে,
এখনো করিছে রক্ষা কর্ণ-বংশধরে।
কিবা ধর্ম্ম প্রাণ কিবা মহৎ অন্তর,
ছিল রাজপুত এই প্রমাণ সুন্দর।
কর্ণের উষ্ণীষ কোথা, কি দশা এখন
নাহি জানিলাম তার কোন বিবরণ।
কিছুদিন সেই দ্বীপে করিয়া যাপন,
খুরম পারস্য রাজ্যে করিল গমন।
হইল না দেখা আর কর্ণ সহ তাঁর,
অষ্ট বর্ষ করি রাজ্য ত্যজিল সংসার।

রাণা জগৎসিংহ।

খুরমের অভিষেক।

সুযোগ্য জগৎসিংহ কর্ণের মরণে,
মিবারে হইয়া রাণা বসে সিংহাসনে।১
মহামতি জাহাঙ্গীর মোগল সম্রাট,
চলে গেল স্বর্গপুরে ছাড়ি রাজপাট।
পিতার পরম বন্ধু খুরম তখন
সৌরাষ্ট্র দেশেতে ছিল চিন্তায় মগন।
সম্রাটের মৃত্যুকথা শুনি মিত্র-সুত,
ভ্রাতারে পাঠায় তথা সঙ্গে করি দূত।
খুরম মঙ্গল বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
আনন্দে উদয়পুরে দিল দরশন।
বাদলমহল নামে প্রাসাদ ভিতরে,
ভূপতি জগৎসিংহ মহা সভা করে।
মানিতেন যত রাজা মোগল শাসন,
রাজস্থানে গণ্য মান্য ছিল যত জন,
সকলে উদয়পুরে আনন্দে আসিল,
খুরমকে সাজিহান নাম সবে দিল।
সম্রাট বলিয়া তাঁরে করিল বরণ,
হইল সমস্ত দেশ আনন্দে মগন।
গৃহে গৃহে নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ,
মহোৎসবে মগ্ন, নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ।
অভিষেক দিনে কোন যবন রাজার
পায় নাই হিন্দু এত আনন্দ অপার।
পঞ্চ জনপদ পাৎসা করিয়া উদ্ধার,
দিলেন জগৎসিংহে প্রীতি উপহার।
চিতোরের ভগ্নদশা দেখি সাজিহান,
পদ্মরাগ মনি এক মহা-মূল্যবান
দয়া পরবশ হয়ে দিলেন রাণারে,
সংস্কার করিতে পুরী আদেশিলা তাঁরে।

১—১৬২৮ খৃষ্টাব্দে

এইরূপে কত দিন করিয়া যাপন,
আনন্দে সম্রাট করে দিল্লীতে গমন।
যতদিন সাজিহান ছিল দিল্লীশ্বর,
স্নেহদৃষ্টি ছিল তাঁর হিন্দুর উপর।
সেই হেতু শান্তি সুখে দুইজাতি থাকে,
দুই পাখী ছিল যেন এক বৃক্ষ শাখে।

রাণার কীর্ত্তি।

অতি শান্তিপ্রিয় রাণা ছিলেন জগৎ,
রাজস্থানে ছিল তাঁর সম্মান মহৎ।
রণক্ষেত্র-মিবারেতে রাজত্বে তাঁহার,
হয় নাই কোন যুদ্ধ বিদ্রোহ সঞ্চার।
স্থাপত্য শিল্পের চর্চ্চা করি অনুক্ষণ,
করেন রাজ্যের বহু উন্নতি সাধন।
চিতোর পুরীর ছত্রকোট সিংহদ্বার,
মালবুরুজ আদি ছিল গৌরব তাহার।
আকবর পাষাণ মনে কীর্ত্তি পুরাতন,
কামানে উড়ায়ে করে বিনাশ সাধন।
সেই ভগ্ন-কীর্ত্তি যত করিয়া যতন,
সুদৃশ্য করিয়া রাণা করেন গঠন।
বহু অট্টালিকা তিনি করেন নির্ম্মাণ,
তার মাঝে ছিল দুই সুন্দর প্রধান।
পেশোলা হ্রদের বক্ষে রম্য দ্বীপমাঝে,
সুরম্য প্রাসাদ 'জগ-মন্দির' বিরাজে।
তীরেতে তাহার "জগ-নিবাস" সুন্দর,
রেখেছে অক্ষয় নাম কীর্ত্তি মনোহর।
নির্ম্মিত মন্দির দুই মর্ম্মর প্রস্তরে,
বহু কারুকার্য্য তার শোভে কলেবরে।
গিহ্লোট জাতির যত কীর্ত্তি পুরাতন,
কক্ষ মাঝে সুচিত্রিত আছে সুশোভন।
মন্দিরের পাশে কত বৃক্ষ মরি মরি,
দাঁড়ায়েছে সূর্য্যতাপ অবরোধ করি।
মর্ম্মর নির্ম্মিত বহু ঘাট মনোহর,
পেশোলা হ্রদের তীরে শোভে থরেথর।
ঘাটে ঘাটে কুঞ্জবন, কুঞ্জের ভিতরে
সুন্দর আসন আছে বসিবার তরে।
তীরেতে সুগন্ধভরা ফুলের বাগান,
সলিলে কমল ভরা, গন্ধ করে দান।
গ্রীষ্মেতে সর্দ্দারগণ আসে কুঞ্জতলে,
বংশ-কীর্ত্তি গায় ভাট আসি দলে দলে।
প্রকৃতির চারুশোভা জুড়ায় নয়ন,
হৃদয়ে সঞ্চারে বল ভট্ট কবিগণ।
ছাব্বিশ বছর রাণা শাসিয়া মিবার
শান্তিময় কীর্ত্তি রাখি ছাড়িলা সংসার।

রাণা রাজসিংহ।

অভিষেক।[১]

জগতের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজসিংহ নাম,
বীরত্বে সিংহের মত সর্ব্ব গুণধাম।
পিতার মরণে পেয়ে রাজ-সিংহাসন,
শত্রু-রক্তে রাজটীকা করিল ধারণ।
মিবার-পতন সহ সেই বীরপ্রথা,
পূর্ব্ব রাজগণ লুপ্ত করিল সর্ব্বথা।
রাজসিংহ মানপুর করি আক্রমণ,
টীকাডোর বিধি পুনঃ করে আচরণ।
নগর লুণ্ঠন কথা পারিষদগণ
শুনি ক্রোধে সম্রাটেরে করে নিবেদন
মহামতি সাজিহান উদার হৃদয়,
হ'লনা তাঁহার তাতে ক্রোধের উদয়।

১—১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে।

মৃদুহাস্য করি কহে অনুচরগণে,
"নাতি মম রাজসিংহ জান সর্ব্বজনে।
পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি করিয়া স্মরণ,
বীরপ্রথা মতে করে নগর লুণ্ঠন।
বালক চঞ্চল বুদ্ধি কি করিব তারে,
বুঝোনা অবজ্ঞা সেই করিল আমারে।"
শুনি সম্রাটের বাক্য পারিষদগণ,
লজ্জায় হইল সব আনত বদন।

আরংজেব।

সাজিহানে চারিপুত্র ছিল বিদ্যমান,
দারা সুজা আরংজেব মুরাদ প্রধান।
ক্রমে জরাজীর্ণ যবে হইল সম্রাট,
পুত্রগণে বাজে দ্বন্দ্ব নিয়ে রাজপাঠ।
আরংজেব চাহে বঞ্চি সহোদরগণে,
পিতা না মরিতে বসে রাজ-সিংহাসনে।
রাজস্থানে রাজসিংহ অতি বলবান,
বীরত্বের কথা সবে করিত বাখান।
একে একে চারি ভ্রাতা গেল কাছে তাঁর,
রাণার সঙ্কট করে সাহায্য কাহার।
দারা ছিল জ্যেষ্ঠ ভাই, ধর্ম্ম অনুসারে,
সিংহাসন প্রাপ্য তাঁর ন্যায়ের বিচারে।
বুঝি রাণা রাজসিংহ তাঁর পক্ষ ধরে,
ক্রুদ্ধ হ'ল আরংজেব তাঁহার উপরে।
বাজিল ফতিহাবাদে ভ্রাতাগণে রণ,
জয়লক্ষ্মী আরংজেবে করিল বরণ।
সমর জিনিয়া সাধ মিটিল না মনে,
নিষ্কণ্টক হ'তে চেষ্টা করে প্রাণপণে।
একে একে ভ্রাতাগণে করিল সংহার,
বধিলেন অবশেষে তনয়ে তাঁহার।

একমাত্র শত্রু এবে পিতা সাজিহান,
দমন করিতে তাঁরে হ'ল ধাবমান।
সিংহাসন হতে বৃদ্ধে নামাইয়া বলে,
রাখিলেন বন্দী করি কারাগার-তলে।
রাজ-কারাগারে রাজা করিয়া গমন,
ভব কারাগার হতে আশু মুক্ত হন।
এইরূপে করি নিজ পথ পরিষ্কার,
আরঙ্গ লইল করে মহারাজ্য ভার।
আরঙ্গের আচরণে হিন্দু মুসল্‌মান,
সকলে হইল ক্রোধে ভয়ে কম্পমান।
বাহিরের শত্রু পাৎসা করিল দমন,
ভিতরে লাগিল চিন্তা করিতে দংশন।
মনে ভাবিলেন তিনি আত্মীয় স্বজন,
অমাত্য বান্ধব কিবা সভাসদগণ,
সকলে চক্রান্ত ক'রে বধিবে তাঁহারে,
রাজ্য কেড়ে নিয়ে দূরে তাড়াইবে তাঁরে
শয়নে স্বপনে দেখে পিতা ভ্রাতাগণ,
দেবতার সহ মিলি করে আক্রমণ।
ক্রমে জর্জ্জরিত হয়ে চিন্তার দংশনে,
কি করিলে হবে শান্তি খুজিলেন মনে।
মনে ভাবে আরংজেব, স্বজাতিরে তাঁর
না করিলে তুষ্ট, নাহি কল্যাণ তাঁহার।
মুসল্‌মান প্রজা যদি থাকে তাঁর বশে,
কারো সাধ্য নাহি আর সিংহাসনে বসে
যবনে রাখিয়া বশে হিন্দু প্রজাগণে
পীড়নে দমনতরে স্থির কৈল মনে।
পিতা পিতামহ তাঁর চলিল যে পথে,
ছাড়িয়া সে পথ ভ্রমে চলিলা বিপথে।
হিন্দুরে করিয়া স্নেহ উচিৎ সম্মান,
রক্ষিতে সাম্রাজ্য তাঁরা ছিল যত্নবান।
বুঝিতেন বশে হিন্দু না রাখি বিশেষে,
অসম্ভব রাজ্য রক্ষা আসি হিন্দুদেশে।

বুদ্ধি দোষে আরংজেব বুঝে বিপরীত,
বিপুল মোগল রাজ্য হারা'তে ত্বরিৎ।

প্রভাবতী উপাখ্যান।

মোগলের রাজ্যে রূপ-নগর নগর,
রাঠোরের বাসস্থান ছিল মনোহর।
দিল্লীশ্বর সাজিহান রাজধর্ম্ম মত,
রূপের সামন্ত-রাজে রক্ষিত সতত।
অদৃষ্টের দোষে তাঁর কন্যা জনমিল,
দোষের উপরে দোষ রূপবতী ছিল।
প্রভাবতী নামে কন্যা অতি সুলক্ষণা,
রূপ দিয়ে দিল বিধি অশেষ যন্ত্রণা।
আরংজেব শুনি তার রূপের বাখান,
লভিতে সে নারী-রত্ন করিল সন্ধান।
আত্মহারা হয়ে পাৎসা কন্যারে আনিতে,
দ্বিসহস্র অশ্বারোহী পাঠায় ত্বরিতে।
দেখিয়া সামন্তরাজ ভয়ে শিহরিল,
অকস্মাৎ বজ্র যেন মস্তকে পড়িল।
কি করি রাখিবে কুল কূল নাহি পায়,
রক্ষক ভক্ষক হ'ল কি আছে উপায়।
শুনি প্রভাবতী অতি হয়ে মর্ম্মাহত,
পিতারে করিতে বলে উদ্ধারের পথ।
'পিতা পিতা' বলি যত ডাকিছে সুন্দরী,
হতবুদ্ধি হয়ে আছে উত্তর না করি।
নাহিক পিতার কিছু সম্বল সহায়,
সম্রাটের কর হতে রক্ষা করে তায়।
কে করিবে রক্ষা তারে, মারবার পতি
সেবে দিল্লীশ্বরে নিত্য হয়ে সেনাপতি।
হেন রাজা কোথা আর আছে রাজস্থানে,
আসন্ন বিপদে রক্ষা করে কুলমানে।
নিরুপায় হয়ে বালা স্থির করে মন,—
অসিতে বিঁধিয়া বুক প্রাণ বিসর্জ্জন;
জীবন থাকিতে কভু যবনের করে,
কুলমান ধর্ম্ম নাহি দিবে অকাতরে।
এত ভাবি প্রভাবতী ধীরে অসি টানে,
কে যেন কহিয়া গেল তার কাণে কাণে।
"কি কর কি কর সতি, রাজসিংহ আছে,
উদ্ধার হইবে তব গেলে তাঁর কাছে।"
আনন্দে সতীর প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
লেখনী লইল করে অসিটি রাখিয়া।
লিখিলেন প্রভাবতী "নমে গুণধাম,
রাঠোর সামন্ত-কন্যা প্রভাবতী নাম।
মোগল সম্রাট বলে লইতে তাহারে,
দ্বিসহস্র অশ্বারোহী পাঠায়েছে দ্বারে।
রাজস্থানে নাহি কিগো হেন রাজপুত,
অঙ্কলক্ষ্মী করে তারে, কেমন অদ্ভুত!
যবনের ভোগ্যা হবে রাজপুত বালা,
রাজহংসী বকের কি গলে দিবে মালা?
সতীর সতীত্ব রক্ষা বিপন্নে আশ্রয়,
শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম বলি জানি মহাশয়।
দয়া করি এ দাসীর রাখ কুলমান
আত্মহত্যা করি নতু পাব পরিত্রাণ।"
এইরূপে লিখি পত্র কুলপুরোহিত
গোপনে রাণার পদে পাঠায় ত্বরিত।
পত্র পাঠ করি রাজসিংহ মহাবীর,
উদ্ধার করিতে কন্যা হইলা অস্থির।
কহিলেন রাণা "শুন সামন্ত সর্দ্দার,
কে রাখে হিন্দুর মান হিন্দু বিনে আর।
ধন রাজ্য যত ছিল দিয়েছ মোগলে,
কুল ধর্ম্ম সে ও তার দিবে পদতলে?
কি কাজ ধরিয়া তবে এ তুচ্ছ জীবন,
চল রণে, রণে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।"

এত বলি বহু সৈন্য সঙ্গে করি রাণা,
রূপনগরেতে আসি বলে দিল হানা।
আবার হিন্দুর অসি হ'ল জাগরিত,
সম্রাটের সৈন্যগণে কৈল পরাজিত।
এই রূপে প্রভাবতী পেয়ে পরিত্রাণ,
রাণার গলেতে করে বরমাল্য দান।
বুঝেছিল আরংজেব শুনি তাঁর নাম,
হাসিয়া আসিবে সতী ছাড়ি নিজ ধাম।
বিধাতার চক্র গেল অন্য দিকে ঘুরে,
ক্রোধান্ধ সম্রাট ক্রোধে মরিলেন পুড়ে'।

আরংজেবের অত্যাচার।

আরংজেব ভাবে আমি ভারত-ভূপতি,
তবু কেন হেন তুচ্ছ কৈল প্রভাবতী।
ধনে মানে পদে আমি সবার উপরে,
বিধর্ম্মী বলিয়া নারী মোরে নাহি বরে।
একধর্ম্ম পারি যদি করিতে স্থাপন,
ভারতে হইবে সবে সমান তখন।
হিন্দু-মুসল্‌মানে দ্বেষ থাকিবে না আর,
ভারতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম করিব প্রচার।
এরূপে মোগল পাৎসা স্থির করি মনে,
করিল উপায় চিন্তা সঙ্কল্প সাধনে।
যশোবন্ত নামে ছিল মারবার পতি,
জয়সিংহ অম্বরের সুযোগ্য ভূপতি।
সম্রাটের সেনাপতি ছিল দুইজন,
তাঁহাদের বলে রক্ষা হয় রাজ্য ধন।
অধীন হলেও তারা দেশ ধর্ম্ম ভুলি,
হয় নাই কভু তাঁর ক্রীড়ার পুতুলী।
অতীব স্বাধীন-চিত্ত হিন্দুর প্রধান,
ধর্ম্মের বিশাল স্তম্ভ ছিল বলবান।
না দিত কখন তাঁরা পাপের প্রশ্রয়,
সম্রাটে হেরিলে দোষ হ'ত ক্রোধময়।
সেই বীরদ্বয়ে ভয় করিত সম্রাট;
ধর্ম্মে হাত দিলে পাছে ঠেকায় বিভ্রাট,
ভাবি মনে আরংজেব করিলেন স্থির,
মারিতে হইবে আগে সেই দুই বীর।
অচিরে হইল তাঁর অভিষ্ট সাধন,
হারাইল রাজস্থান দুইটী রতন।
যশোবন্তে মারি তাঁর তৃপ্তি না হইল,
তনয় অজিত-বধে আগ্রহ জন্মিল।
যশোবন্ত-পত্নী ছিল অতি বুদ্ধিমতী,
শিশোদীয় কুলে জন্ম তেজস্বিনী অতি।
সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝিয়া নিশ্চয়,
পুত্র-রক্ষা-হেতু নিল রাণার আশ্রয়।
সৈন্য পাঠাইয়া রাণা বিক্রমে দুর্ব্বার,
করিলেন বাহুবলে অজিত-উদ্ধার।
তাতে আরংজেব আরো জ্বলে অগ্নিসম,
নাশিতে হিন্দুর ধর্ম্ম প্রকাশে বিক্রম।
রাজ্য মাঝে ঢক্কানাদে করিল ঘোষণ,
"মুসল্‌মান কর আছে হিন্দু যত জন।
দেব দেবী ফেল ভাঙ্গি, দেবতা-মন্দির
হিন্দুস্থানে যেন নাহি থাকে উচ্চশির।"
ছুটিল মোগল সেনা ভীষণ হুঙ্কারে,
প্রলয়ের অগ্নি যেন সৃষ্টি নাশিবারে।
ভাঙ্গে যত দেব দেবী মন্দির সুন্দর,
মজিদ নির্ম্মায় তথা গর্ব্বে ভয়ঙ্কর।
যথায় করিত হিন্দু যাগ পূজা দান,
গো-হত্যায় অপবিত্র করে সেই স্থান।
উঠিল রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার,
কে কোথা পলাবে নাহি কিনারা তাহার।
ধর্ম্ম-লোপ-ভয়ে কেহ করে বিষপান,
কেহবা দক্ষিণাপথে করিল প্রস্থান।

পলা'তে পারে না যারা, স্ত্রী পুত্র সকলে
সংহার করিয়া পরে অসি দিল গলে।
কেহ প্রাণভয়ে ধর্ম্ম পরিহার করি
মুসলমান্ হয়ে বাঁচে অত্যাচারে মরি।
হাটে মাঠে লোক নাই নগরে বাজারে,
ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হ'ল একিবারে।
'ত্রাহি ত্রাহি' রব করি কাঁদে হিন্দুগণ,
কে আছে তাহারে আজি করিবে রক্ষণ।
অপরে মারিতে এলে রাজা রক্ষা করে,
রাজায় মারিতে যায় বিধির গোচরে।
রাজার উপরে রাজা আছে রাজেশ্বর,
ভুলে গেছে সেই কথা মোগল-ঈশ্বর।
ন্যায়-দণ্ড করে সদা রহে ভগবান,
বিপন্ন দুর্গত জনে করিবারে ত্রাণ।
হিন্দুর ক্রন্দনে তাঁর আসন টলিল,
রোগ মত ঔষধের ব্যবস্থা করিল।
দাক্ষিণাত্যে মহাবীর শিবাজীর করে,
রাজস্থানে রাণা রাজসিংহ বীরবরে,
যশোবন্ত বিধবায়, বীর দুর্গাদাসে,
ভগবান দিয়ে অসি দাঁড়াইল পাশে।

নাথদ্বার।

অনেকে বিশ্বাস করে রাজপুতগণ,
ত্রিশূলীর সেবা শুধু করে অনুক্ষণ।
রণদেব ভৈরবের উপাসক যারা,
কেহ বলে সম্ভবে কি কৃষ্ণে ভজে তারা
নিষ্কর্ম্মা বৈষ্ণবদল কৃষ্ণের নামেতে
ক্লীবতা অর্পেছে বটে পতিত যুগেতে ;-
যিনি কৃষ্ণ তিনি বিষ্ণু তিনি চক্রধর,
সুদর্শনে সৃষ্টি রক্ষা করে নিরন্তর।

অশান্তি নাশিলে শান্তি হয় বিতরণ,
সংহারের শক্তি চায় করিতে রক্ষণ।
কুরুক্ষেত্র-রণে যেই নিয়োজে অর্জ্জুনে,
পার্থ বীরবর যাঁর অগ্নিমন্ত্র গুণে,
পরিত্যক্ত ধনুর্ব্বাণ টেনে নিল করে,
সে কি বীরপূজ্য নহে অবনী ভিতরে ?
শক্তির পরীক্ষা নাহি দিলে বার বার,
শত্রুর শোনিতে কভু না দিয়ে সাঁতার,
কোন দেব দেবী বল হিন্দুর সদন,
দেবতা বলিয়া পূজা পেয়েছে কখন ?
হিন্দুর ধর্ম্মের এই আদর্শ মহান,
তাঁহার উপাস্য যিনি সর্ব্ব শক্তিমান।
জগতে রাজার ধর্ম্ম থাকে কিছু যদি,
সে কেবল কৃষ্ণ-ধর্ম্ম সত্য নিরবধি।
মহাশক্তি ক্ষমা প্রেম মন্ত্রণা কৌশল,
বিচারে রক্ষণে পূর্ণ আদর্শের স্থল।
কৃষ্ণের ধর্ম্মের বুঝি মহত্ত্ব মোহন,
সুমতি আকবরশাহ করেন মনন,—
সেইরূপ এক ধর্ম্ম করিয়া স্থাপিত,
হিন্দু-মুসল্মান-দ্বেষ করে তিরোহিত।
সদাশয় জাহাঙ্গীর তাঁহার তনয়,
কৃষ্ণের সেবক ছিল ভক্ত অতিশয়।
পিতা পুত্র দুইজন মহৎ-অন্তর,
রক্ষিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছিল যত্নপর।
শিবভক্ত সাজিহান সে ধর্ম্ম ছাড়িল,
সিদ্ধরূপ যোগী হ'তে শিবমন্ত্র নিল।
রাজ অনুগ্রহ পেয়ে শিব-ভক্তগণ,
বৈষ্ণব ধর্ম্মেরে করে বহু জ্বালাতন।
দুঃখের উপরে দুঃখ হ'ল গুরুতর,
আরঙ্গ হইল যবে ভারত ঈশ্বর ;—
কিবা শৈব কি বৈষ্ণব রক্ষা নাহি আর,
আরম্ভিল হিন্দু ধর্ম্মে ঘোর অত্যাচার।

পবিত্র যমুনা-তটে পুণ্য ব্রজধাম
গো-হত্যায় অপবিত্র করে অবিরাম।
মামুদ লুণ্ঠনকারী করে নাই যাহা,
ধর্ম্ম-দ্বেষী সম্রাটের করে হ'ল তাহা।
তাহা দেখি রাজসিংহ রাণা ধর্ম্ম-প্রাণ
ধর্ম্ম-রক্ষা-তরে তাঁর খুলিল কৃপাণ।
ব্রজধাম হ'তে পূত কৃষ্ণের মুরতি,
আনিতে উদয়পুরে ছুটে ঝড়-গতি।
আরঙ্গের মহাশক্তি করিয়া বিফল,
মিবারে আনিল মূর্ত্তি রাণা মহাবল।
শিয়ারে আসিল যবে শ্রীকৃষ্ণের রথ,
ভূগর্ভে বসিয়া গেল রথচক্র যত।
বহু যত্ন করে রাণা পারে না তুলিতে,
কি করে উপায়, নানা চিন্তা করে চিতে
দৈবজ্ঞ শকুনবিদ বলিল রাণায়,
"এই স্থানে ভগবান রহিবারে চায়;
বৃথা করিও না প্রভু বিফল যতন।"
প্রত্যয় করিল রাণা তাঁহার বচন।
দৈলবারা সর্দ্দারের ছিল সেই দেশ,
দেব-অনুগ্রহ শুনি আনন্দ বিশেষ।
সর্দ্দার মন্দির তথা করিল নির্ম্মাণ,
উপযুক্ত ভূমি-বৃত্তি করিলেন দান,
স্থাপিলেন নাথজীরে; নামেতে যাঁহার,
শিয়ার হইল খ্যাত পুণ্য নাথদ্বার।
পূর্ব্বদিকে উচ্চ গিরি পরশে গগন,
অন্যদিকে বুনাসের করুণ ক্রন্দন।
কুল কুল স্বরে নদী অবিরাম ধায়,
নারদের বীণা যেন হরি-গুণ গায়।
নদীবক্ষে গিরি ছায়া হইয়া পতন,
গোপনে মর্ম্মের কথা করে অন্বেষণ।
ঐ নদী সম যেবা তব পদে জড়ে'
ঢালিয়া নয়ন-ধারা আর্ত্তনাদ করে।

ঐ ছায়াটীর মত চুপি চুপি হরি,
প্রাণের খবর বুঝি লও দয়া করি।
চাহেনা যে ফিরে, যার চোখে নাহি জল,
তার তরে করিয়াছ কি বিধান বল।
অশ্বত্থ তিন্তিলী বট প্রসারিয়া শাখা,
ঢাকিয়া রয়েছে গ্রাম যেন অঙ্গরাখা।
কোমল-কঠিনে বেড়া শিয়ার নগরে,
কোমল কঠিন হরি আনন্দে বিহরে।
রাজস্থানে নাথদ্বার পুণ্য তীর্থস্থান,
তাপিতের তপ্ত প্রাণে শান্তি করে দান।
সংসার জঞ্জালে লোক হয়ে জর্জ্জরিত,
নাথজীর শান্তি-পদে হয় উপনীত॥
সদায় আনন্দময় শান্তি নিকেতন,
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ বিষয় দংশন।
রাজপুত বলে, যেবা মরে নাথদ্বারে,
আসিতে হয় না তার ভবকারাগারে।
অপরাধী জন তথা লইলে শরণ,
শাস্তি দিতে রাজা নাহি পারে কদাচন।
যমদণ্ড নাহি পারে পশিতে যথায়,
রাজদণ্ড কিসে বল পশিবে তথায়।
অন্নকূট মহোৎসব হয় নাথদ্বারে,
ব্রজেতে বল্লভ,যাহা প্রথম প্রচারে।
শ্রীকৃষ্ণের সপ্তমূর্ত্তি ছিল ব্রজধামে,
পূজিত বল্লভ-পৌত্র গিরিধারী নামে।
জন্মিল তাঁহার কাছে পুত্র সপ্তজন,
সপ্ত মূর্ত্তি পায় তাঁরা করিয়া বণ্টন।
কালে সপ্ত মূর্ত্তি ভিন্ন রাজ্যমাঝে যায়,
বল্লভের বংশধর আজো সেবে তায়।
শ্রীকৃষ্ণের সপ্ত মূর্ত্তি এ মুহা পরবে,
নাথজীর মঠে মিলে বিপুল গৌরবে।
জয়পুর হতে আসে মদনমোহন
গোকুলচন্দ্রমা দুই মূরতি মোহন।

৩।।।৩

কোটার বেতালনাথ ও মথুরানাথ
সুরাট হইতে আসে দেব যদুনাথ।
কাঙ্কারাওলি দেশ করি পরিহার,
আসেন দ্বারকানাথ পুণ্য নাথদ্বার।
বহু যাত্রী সমাগম হয় সে বাসরে,
রাজা মহারাজা তথা আসে ভক্তিভরে।
নাথজীর পদে অর্পি বহু রত্ন ধন,
ধনের সার্থক করে যত ধনিগণ।
অন্ন ব্যঞ্জনের গিরি রচে মনোহর,
সেই দিন নাথজীর উঠান উপর।
মাধবের পদে সব করি নিবেদন,
ভক্ত সেবকেরা করে প্রসাদ গ্রহণ।
আকাশ বাতাস জল করি মধুময়,
মধুর হরির নাম সংকীর্ত্তন হয়।
দূরে থাকি গিরি নাম শুনে উর্দ্ধকাণে,
বনাস আনন্দে ছুটে গেয়ে কলতানে।

রাজসিংহের পত্র।

হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি মোহমদে,
আরঙ্গ কুঠার মারে আপনার পদে।
তাহাতে যে বিষক্ষত জন্মিল ভীষণ,
হইলেন তাতে পাৎসা সবংশে নিধন।
জ্বালিল শিবাজী যেই প্রচণ্ড অনল,
নারিল নিবাতে তাঁর সাম্রাজ্যের জল।
রক্ষিবে হিন্দুর ধর্ম্ম শিবাজীর পণ,
চতুর্দ্দিকে জ্বালি দিল রণ হুতাশন।
বিরাট হ'লেও হাতী কি করিবে বল,
দংশিলে মশক লক্ষ করে দে' পাগল।
শিবাজী আরঙ্গে দিল অনেক লাঞ্ছনা,
হারাইল রাজ্য বহু, পাইল যন্ত্রণা।

বহু রণযাত্রা করি বিরুদ্ধে তাঁহার,
একবারে ধনশূন্য হ'ল কোষাগার।
অত্যাচারে প্রজাগণ হয়েছে নির্ধন,
যায় না রাজস্ব তাঁর ভাণ্ডারে এখন।
সম্রাট করিল স্থির যত ব্যয় যায়,
হিন্দু প্রজাগণ হতে করিবে আদায়।
জিজিয়া নামেতে তিনি এক মুণ্ডকর,
স্থাপন করিল শুধু হিন্দু-মুণ্ডোপর।
হিন্দুর লাঞ্ছনা হেরি রাণা রাজসিংহ,
গর্জ্জিয়া উঠিলা ক্রোধে যেন মত্তসিংহ।
পারে না সহিতে কষ্ট হৃদয় বিদরে,
সম্রাটে লিখিলা পত্র জ্বলন্ত অক্ষরে।
"এক ভিন্ন দুই কভু নাহিক ঈশ্বর,
সকলের রক্ষাকর্ত্তা তিনি বিজ্ঞবর।
পুরাণ কোরাণ এক ঈশ্বরের বাণী,
হিন্দু মুসল্‌মান বৌদ্ধ তাঁর যত প্রাণী।
মজিদে খোদার নামে যেই স্তুতি কর,
শঙ্খ ঘণ্টা গায় সেই মন্দির ভিতর।
স্তুতি গানে যদি তাঁর জুড়ায় শ্রবণ,
চিত্র হেরি কেন নাহি জুড়াবে নয়ন ?
চক্ষু কর্ণ যথা ভাব করিতে গ্রহণ,
ভাষা আর চিত্র তথা প্রকাশে তেমন।
ভাষায় ফুটে না যাহা চিত্রে ফুটে বেশ,
দুই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, দোষ চিত্রে কি বিশেষ ?
জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ তাঁহার বিধান,
এক ফুলে শোভাকর হয় না উদ্যান।
এক বিশ্বেশ্বর, ভিন্ন পূজা উপহার,
শত নদী ছুটে এক সাগর মাঝার।
বিকৃত করিলে চিত্র রোষে চিত্রকর,
যে নিন্দে হিন্দুর ধর্ম্ম, নিন্দে সে ঈশ্বর।
তাই বলিয়াছে কবি, কাজে বিধাতার
সন্ধান যে করে দোষ অন্যায় তাহার।

মোগল কুলের চূড়া সুমতি আকবর,
হইল জগদ্‌গুরু প্রজার গোচর।
তব পিতামহ জাহাঙ্গীর গুণবান,
তেমতি জনক তব বিজ্ঞ সাজিহান,
সকলে সমান ভাবে করিত দর্শন,
হস্তক্ষেপ করে নাই ধর্ম্মেতে কখন।
সেই হেতু জাঁহাপনা তাঁহাদের ঘরে,
জয়লক্ষ্মী বাঁধা ছিল বহু বর্ষ ধরে'।
হইবে অপক্ষপাত রাজার শাসন,
প্রজার সে ধন ধর্ম্ম করিবে রক্ষণ।
সেই পূর্ব্ব পন্থা প্রভু করি পরিহার,
তুলেছ রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার।
দিন দিন রাজ্য তব হয় ক্ষীণকায়,
অনাহারে প্রজাগণ করে হায় হায়।
সঙ্কল্প সাধিতে বৃথা অর্থ করি ব্যয়,
সে বিপুল রাজকোষ করিয়াছ ক্ষয়।
মনন করেছ, অর্থ সঞ্চয়ের তরে
স্থাপিবে জিজিয়া কর হিন্দুর উপরে।
তাহা শুনি হাহাধ্বনি উঠেছে ভারতে,
বনবাসী তপস্বীও চিন্তে নানা মতে।
ন্যায় ধর্ম্ম বিগর্হিত এই মুণ্ডকর,
স্থাপন করিলে হবে কলঙ্ক বিস্তর।
দরিদ্র প্রজার রক্ত যেই করে পান,
কেমনে রক্ষিবে বল সে রাজ-সম্মান?
একান্ত করিলে ইচ্ছা, আগে ধার্য্য কর
হিন্দু-শ্রেষ্ঠ রাজা রামসিংহের উপর।
পরে অধীনের পাশে হও অগ্রসর,
স্বল্প কষ্ট হবে তাতে জেনো বিজ্ঞবর।
বড়ই বিচিত্র কথা মাছি বধ করে',
বীরের অযোগ্য কাজ কর অকাতরে।
ততোধিক বিচিত্র যে, তব মন্ত্রিগণ
সত্য সম্মানের পথে না করে চালন।
ভাগ্য দোষে জাঁহাপনা তব স্নেহ হ'তে
বিচ্ছিন্ন হইয়ে আমি আছি দূরপথে।
রাজভক্ত প্রজাসম কর্ত্তব্য পালনে
তোষিতে কুণ্ঠিত আমি ভাবিও না মনে।
চাহি আমি ধর্ম্ম-রক্ষা, দেশের উন্নতি,
সকলেই শান্তি সুখে করুক বসতি।
সঙ্কল্প সাধিতে সেই করেছি মনন,
জান তুমি, পদে তব এই নিবেদন।"
এহেন সরল পত্র লিখে মহারাজ,
মোহান্ধ সম্রাটে কিছু করিল না কাজ।
গর্ব্বভরে নাহি দিল পত্রের উত্তর,
মিবার করিতে ধ্বংস বদ্ধপরিকর।

দুর্ভিক্ষ।[১]

সুফলা মিবার দেশ ছিল না খাদ্যের শেষ,
রাজস্থানে নন্দনকানন,
রাজ-রোষ দেব-ক্রোধ দুই বলবান যোধ
মিবার করিল আক্রমণ।
আষাঢ় হইল শেষ নাহি বারি বিন্দুলেশ
শ্রাবণ ভাদর গত প্রায়,
চতুর্ভুজা মন্দিরেতে দেয় সেবা দিনে রেতে
দেবীর করুণা নাহি পায়।
দিবাতে রৌদ্রের ছটা নিশিতে মেঘের ঘটা,
বহে ঝঞ্ঝা হয় উল্কাপাত;
এদিকে খসিছে তারা ওদিকে অনলধারা
মাঝে মাঝে হয় বজ্রাঘাত।
নদ নদী সরোবর জলশূন্য থরে থর
তৃষ্ণায় না মিলে জলধার,

১—১৬৬১ খৃষ্টাব্দে।

ক্ষেতে নাহি শস্য-লেশ মরুভূমি যেন দেশ
চারিদিকে উঠে হাহাকার।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলে খাইতেছে কুতূহলে
লতা পাতা তৃণ বৃক্ষ ছাল,
উদ্ভিদ ফুরায়ে গেল পরে পশু পাখী খেল
নরে নর খায় শেষকাল।
পতিরে ছাড়িছে সতী প্রাণের ভার্য্যায় পতি
প্রাণপুত্র বিক্রি করে মায়,
ভক্ষ্যাভক্ষ্য না বিচারে জাতিধর্ম্ম না আচারে
দেশ জুড়ে শুধু হায় হায়।
এ নহে দুঃখের শেষ হইতে পশ্চিম-দেশ
আচম্বিতে বিষ-বায়ু বহে,
যাহারে পরশ করে তার প্রাণ লয় হরে
পশু পাখী কিছু নাহি রহে।
কাঁদে রাণা ক্ষুণ্ণমনে, প্রাণাধিক প্রজাগণে
কিসে রাখে, বিধি সাধে বাদ;
গোমতী পার্ব্বত্যনদ বাঁধিয়া করিল হ্রদ
দুর্ভিক্ষ দমনে করি সাধ।
পূজি দেবদেবীগণে পৌষের অষ্টম দিনে
ভৌমবারে নক্ষত্র হস্তায়,
প্রথম প্রস্তর তার, স্থাপে রাজা গুণাধার
বাঁচাইতে প্রজা মৃতপ্রায়।
পরিধি যোজনত্রয় বাঁধে হ্রদ শোভাময়,
বাঁধ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে,
তট হ'তে হ্রদতলে প্রশস্ত সোপান চলে
প্রস্তরে নির্ম্মিত শোভাধরে।
কৃষ্ণের মন্দিরতটে শ্বেত মর্ম্মরেতে গঠে
দুর্গ রাজনগর দক্ষিণে,
খোদিত মন্দির গায় নানা ছবি শোভা পায়,
বংশকীর্ত্তি আছে তাহা বিনে।
পূর্ণ সপ্ত বর্ষ ধরে খনে সেই সরোবরে,
ছিয়নব্বই লক্ষ মুদ্রা যায়,
দেব দেবী পূজা করে' প্রতিষ্ঠা করিলা পরে
রাজ-সমুন্দ[১] নাম দিয়ে তায়।
রাজকার্য্যে থাকি রত বাঁচে দুঃস্থ প্রজা যত
আশীর্ব্বাদ করিয়া রাণায়,
রাজা প্রজা কতদিন ধূলায় হয়েছে লীন,
কীর্ত্তি শুধু রয়েছে ধরায়।

রাজসিংহের মহত্ত্ব।

দুর্ভিক্ষে মিবার রাজ্য হয় ছারখার,
হেরি আরংজেব হয় আনন্দ অপার।
সম্রাট সুযোগ বুঝি করিল আদেশ,
"যত সৈন্য আছে মম কর সমাবেশ।
এহেন প্রচণ্ড সজ্জা কর আয়োজন,
অজেয় বলিয়া যেন বুঝে সর্ব্বজন।"
এহেন ভীষণ সজ্জা করে দিল্লীশ্বর,
কাঁপিয়া উঠিল ধরা ডরে থর থর।
বন্দুক কামান কত লইল ভীষণ,
অশ্বারোহী পদাতিক কে করে গণন।
প্রলয়-পয়োধি যেন গর্জ্জি ভয়ঙ্কর,
ছুটেছে নাশিতে সৃষ্টি ক্রোধে খরতর।
কোথায় মিবারপতি কোথায় সম্রাট!
সমুদ্রে গোষ্পদে দ্বন্দ্ব বাজিল বিরাট।
ক্ষুদ্র হোক্ তবু রাণা ক্ষত্রিয় সন্তান,
রয়েছে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য তাতে দীপ্তিমান।
তিলেক না করি ভয়, স্থির করি মন
রোধিতে শত্রুর গতি করে আয়োজন।
প্রতাপের বীরপ্রথা করি আচরণ,
আরাবলী পর্ব্বতেতে করিল গমন।
জনশূন্য করিলেন যত জনপদ,
শূন্য রাজপুরী, নাহি মানব সম্পদ।

১—রাজসমুদ্র।





বুদ্ধি-দোষে আরংজেব ধর্ম্মে দিল হাত,
ধর্ম্ম-রক্ষা-তরে হিন্দু মিলে একসাথ।
রাঠোর গিহ্‌লোট সহ বনবাসী ভীল,
রাণার পতাকাতলে আসিয়া মিলিল।
কহে রাণা রাজসিংহ "শুন বন্ধুগণ,
রাজ্যধন রক্ষা তরে নহে এই রণ।
মানুষে পশুতে ভেদ ধর্ম্মেতে কেবল,
না থাকিলে ধর্ম্ম নর-জন্মে কিবা ফল।
হিন্দুর হিন্দুত্ব যদি রাখিবারে চাও,
হর হর রব করি শত্রুমুখে ধাও।
ভয় নাই, অধর্ম্মের বিশাল কানন,
ধর্ম্মের অনলকণা করিবে দহন।
পঞ্চ পাণ্ডবের সনে শত দুর্য্যোধন
না পারিল রণে, শেষে হইল পতন।
মরণে কি দুঃখ বল, দুর্ভিক্ষের করে
দিন দিন দেখ কত মরে অকাতরে।
ধর্ম্ম-রক্ষা-তরে যদি এই প্রাণ যায়,
তা হ'তে সৌভাগ্য বল কি আছে ধরায়।'
বহু দিন পরে যেন চিতোরঈশ্বরী,
"মৈঁ ভুঁখা হু" বলি উঠে নিদ্রা পরিহরি।
সৈন্যের হৃদয়ে করি সাহস সঞ্চার
রণে চলে রাজসিংহ আনন্দে অপার।
অদ্ভুত কৌশল করি রাণা বীরবর,
সাজাইলা তিন ভাগে সৈনিক নিকর।
জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ে রাখে গিরি-কটিদেশে,
গিরি-শৃঙ্গে সৈন্য সজ্জা করিয়া সুবেশে।
পর্ব্বত-পশ্চিমভাগে কনিষ্ঠ তনয়
ভীমসিংহে সেনাপতি করিয়া স্থাপয়।
সঙ্গে করি বহু রণবিশারদ বীর,
নাইন গিরিপথ রক্ষা করে রাণা ধীর।
প্রতীক্ষা করিছে সব শত্রু-আগমন,
সেই পথে শত্রু নাহি দিল দরশন।

সম্রাট দোবারী চলে স্থাপিতে শিবির,
পাঠায় উদয়পুরে অর্দ্ধলক্ষ বীর।
চলিলেন আরংজেব দোবারীর মুখে,
গিরিপথে আসি ভ্রমে পড়ে মহাদুখে।
সম্মুখেতে উচ্চগিরি, গিরি দুই ধারে,
পায়না খুজিয়া পথ, ঘুরে অন্ধকারে।
যে পথে মোগল-সৈন্য করিল প্রবেশ,
গোপন সন্ধানে রাণা জানিলা বিশেষ।
নিশাকালে রাজপুত সেনাদল আসি,
বদ্ধ করে পথ কাটি বৃক্ষ রাশি রাশি।
দাঁড়ায়ে রাণার সেনা পর্ব্বত-শিখরে,
বর্ষিতে লাগিল অস্ত্র শত্রুর উপরে।
প্রাণপণে মোগলেরা করিলেন রণ,
রহিল আবদ্ধ জালে কুরঙ্গ যেমন।
নাহি খাদ্য নাহি সৈন্য করে হায় হায়,
সৈন্য সহ আরঙ্গের প্রাণ যায় যায়।
সম্রাটের অত্যাচারে ভারতে তখন,
দুর্ভিক্ষে মরিতেছিল প্রজা অগণন।
অনাহারে কি যন্ত্রণা ভোগে প্রজাদল,
বুঝিতে সম্রাট, রাণা করিল কৌশল।
রাখিলেন দুই দিন অবরোধ করে',
অনশনে কিবা কষ্ট বুঝাবার তরে।
তৃতীয় দিনেতে রাণা দয়ায় অপার,
পলায়ন-পথ তাঁর করে পরিষ্কার।
কোন মতে আরংজেব রক্ষা পেল বটে,
পতিত হইল পুনঃ বিষম সঙ্কটে।
মহিষীরে সঙ্গে পাৎসা নিয়েছিল রণে,
দেখাবে হিন্দুর ধ্বংস সাধ ছিল মনে।
হায় হায় উদপুরী বেগমে তাঁহার,
অন্যত্র করিল বন্দী সৈনিক রাণার।
মহিষীর রক্ষী দল হয়ে নিরুপায়,
আত্মসমর্পণ করি জীবন বাঁচায়।

রাণার নিকটে যবে লইল বেগমে,
গ্রহণ করিল তিনি বিশেষ সম্ভ্রমে।
কহিলেন মহামতি "নারীর সম্মান
রক্ষাতরে রাজপুত হবে যত্নবান।"
বিশ্বস্ত সৈনিক সহ সঙ্গে করি তাঁয়,
পতির গোচরে অতি যতনে পাঠায়।
প্রর্থনা করিলা রাণা সম্রাট-সদন—
যাইতে পথের মাঝে দেখিলে গোধন,
না করে মোগল-সৈন্য হত্যা যদি তারে,
অনুগ্রহ বলি রাণা ভাবিবে ইহারে।
এরূপে বেগম সহ মোগল-ভূপতি,
মিবারপতির করে পায় অব্যাহতি।
দোবারীতে যেয়ে পাৎসা স্থাপিল শিবির,
কহিল অমাত্যগণে গর্ব্বে নাড়ি শির।
"কেন রাজসিংহ বৃথা রক্তদান করে, ?
ধরিলেও ভয়ে কেঁপে এনে দেয় ঘরে।"
অপাত্রে করিলে দয়া এই প্রতিদান,
পাত্র বিচারের তাই রয়েছে বিধান।

আক্‌বরের পরাজয়।

সেনাপতি হয়ে আসে কুমার আক্‌বর,
টাইবার খাঁ আদি বহু বীরবর।
নির্ব্বিঘ্নে উদয়পুরে করিলা প্রবেশ,
নাহি মানবের চিহ্ন, জনশূন্য দেশ।
ভয়ে পলায়েছে হিন্দু ভাবিয়া যবন,
আনন্দে করিল তথা শিবির স্থাপন।
পিতার কি দশা পুত্র জানেনা খবর,
শরা সম ভাবে ধরা গর্ব্বেতে প্রখর।
ভাসিছে আনন্দ-স্রোতে মোগল শিবির,
কোথা নৃত্য, কোথা গীত, হাস্য রমণীর!
কোথায় খেলিছে দাবা সেনাপতিগণ,
কাহার শিবিরমাঝে মহা নিমন্ত্রণ।
সিঁধ কাটি চোর যেন প্রবেশিয়া ঘরে,
আরামে ঘুমায়ে আছে শয্যার উপরে।
নাহি চিন্তা গৃহস্থ যে আছে একজন,
পড়ে' আছে দিবা রাতি মোহে অচেতন।
বীরবর জয়সিংহ আসি অলক্ষ্যেতে,
আক্রমে মোগল-সৈন্য ঘোর বিক্রমেতে।
আক্‌বরের শিরে যেন ভাঙ্গিল আকাশ,
মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে গেল হইল হতাশ।
দলিল মোগল সৈন্যে হিন্দু সেনাগণ,
ছত্র ভঙ্গ হয়ে সবে করে পলায়ন।
পলাতে না পারে খুজে নাহি পায় পথ,
ক্ষত্রিয় অসিতে মুণ্ড ঝরে শত শত।
হর হর রব করি কাঁপায় গগন,
ভয়ে মূর্চ্ছা হয়ে গেল গর্ব্বিত যবন।
পিতার সহায় আশা করিয়া আক্‌বর,
দোবারীর অভিমুখে হয় অগ্রসর।
আসিয়া রাণার সৈন্য রোধে গিরিপথ,
পলাতে আক্‌বর হল ব্যর্থ-মনোরথ।
সেই পথ ছাড়ি বীর আত্মরক্ষাতরে,
গোগুণ্ডার মাঝে দিয়া ছুটে মারবরে।
উত্তপ্ত কটাহ হ'তে কুণ্ডের ভিতর,
পড়িল আক্‌বর যেন মরিতে সত্বর।
সেই গিরিপথে যেই প্রবেশ করিল,
সসৈন্যে আসিয়া জয় পশ্চাতে ঘেরিল।
পথের অপর প্রান্তে ভীলসৈন্যগণ,
রোধিয়ে দাঁড়ায়ে আছে, প্রচণ্ড শমন।
না পারে যাইতে আগে, পশ্চাতে সরিতে,
পার্শ্বে উচ্চগিরিমালা, বদ্ধ চারিভিতে।
কলসীর মাঝে যেন বদ্ধ আছে মীন,
মরণ প্রতীক্ষা করি গণিতেছে দিন।

হিন্দুর অসিতে কিছু যন্ত্রণা ফুরায়,
অবশিষ্ট অনাহারে হয় মৃতপ্রায়।
আক্‌বর-বিপদ-বার্ত্তা শুনিয়া দিলীর
বহু সৈন্য সঙ্গে করি ছুটে' আসে বীর।
বিক্রমশোলাঙ্কী রূপনগরাধিপতি,
বিক্রমী রাঠোর গোপীনাথ মহামতি,
গিরিসঙ্কটের মাঝে করি আক্রমণ,
করিলেন দিলীরেরে সবলে দমন।
আক্‌বরের যত আশা গেল রসাতল,
জয়ের করুণা এবে ভরসা কেবল।
কুমার আক্‌বর সহ যত সেনাগণ,
করিলেন জয়সিংহে আত্মসমর্পণ।
আক্‌বরের দুঃখে জয় হইয়া সদয়,
রক্ষিল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হয়ে কৃপাময়।
সঙ্কটে করিয়া মুক্ত কুমার আক্‌বরে,
প্রচুর পানীয় খাদ্য দিল দয়া করে'।
নিজ সৈন্য সঙ্গে দিল দেখাইতে পথ,
আক্‌বর বুঝিল ক্ষত্র-হৃদয় মহৎ।

আরংজেবের পরাজয়।[১]

দোবারী শিবিরে বসি মোগল সম্রাট,
হেরিতেছে সুখস্বপ্ন রমণীর নাট।
টাইবার দিলীর সহ তনয় আক্‌বর,
রাজসিংহে বেঁধে নিয়ে ফিরিবে সত্বর
সুখের চাঁদনী রেতে বজ্র সুভীষণ
রাজসিংহ দ্বারে আসি করিল গর্জ্জন।
বীরবর দুর্গাদাস রাঠোর প্রধান,
সদলে রাণার সহ করে অভিযান।

সম্রাটের সুখস্বপ্ন উড়ে গেল ঝড়ে,
সাজ সাজ রব উঠে শিবির ভিতরে।
ফিরিঙ্গী গোলন্দাজগণ দাগিছে কামান,
সহস্র অশনি ফাটে ধরা কম্পমান।
যশোবন্ত-মৃত্যু-শোধ দিতে দুর্গাদাস,
ছুটে দীপ্ত অগ্নিগোলা করি পরিহাস।
হর হর রব করি উঠে বীর নাদ,
গণিল ফিরিঙ্গীগণ মহা পরমাদ।
অসির আঘাতে পড়ে গোলন্দাজগণ,
করে কামানের লৌহশৃঙ্খল ছেদন।
যবনের ব্যূহ ভেদ করিয়া সত্বর,
ছিন্ন ভিন্ন করে শত্রু সৈন্য বহুতর।
সম্রাট বিপত্তি হেরি কাঁপি ভয়ে ভয়ে,
রণক্ষেত্র ছাড়ি গেল অধোমুখ হয়ে।
হস্তী অশ্ব অস্ত্র শস্ত্র পতাকা কামান,
সকলি লইল কাড়ি হিন্দু বলবান।
সম্রাট পলায়ে আসি চিতোরে নির্জ্জন,
ক্রোধান্ধ হইয়ে সজ্জা করে অগণন।
তনয় মৌজাম তাঁর শিবাজীর সনে,
বহুদিন গিয়াছিল মহারাষ্ট্র রণে।
পিতার সম্বাদ পেয়ে দাক্ষিণাত্য ছাড়ি,
মিবারের অভিমুখে ধায় তাড়াতাড়ি।
সম্রাটের মনোবাঞ্ছা হলনা পূরণ,
রাঠোর সুবল করে পথে আক্রমণ।
জয়মল্ল বংশধর সুবলের করে,
মৌজাম লাঞ্ছিত হয়ে পলাইল ডরে।
সম্রাট বিপন্ন হল কি করিবে আর,
আজমীরে পলায়ন মাত্র হল সার।
দ্বাদশ সহস্র সেনা করিল প্রেরণ,
রাঠোর সুবল দাসে করিতে দমন।
আসা মাত্র সার শুধু, বিক্রমী সুবল
পুরমণ্ডলেতে সবে দিল রসাতল।

[১]—১৬৮০ খৃষ্টাব্দে।

উড়িল হিন্দুর ধ্বজা বসন্ত-সমীরে,
সম্রাট পাইয়ে লজ্জা পলায় অচিরে।
না পারি রাণার সনে জিনিতে সমর,
মারবারে আরংজেব ছুটিল সত্বর।
পুত্র ভীমসিংহে করি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি,
পাঠায় রাঠোররাজ্যে রাণা মহামতি।
মারবার কাণ্ডে পাবে বর্ণনা বিশেষ,
ধৈর্য্য ধরি কর আগে মিবারের শেষ।

দেওয়ান দয়ালসা।

দমন করিতে নাহি পারে পশুবল,
বিপক্ষের বল বীর্য্য বাড়ায় কেবল।
আরঙ্গের অত্যাচারে হয়ে জর্জ্জরিত,
রাজপুত জাতি হল অতি উত্তেজিত।
বিজিতে ক্ষমার প্রথা করি পরিহার,
ধরিল বর্ব্বরোচিত ক্রূর ব্যবহার।
দয়ালসা নামে ছিল রাণার দেওয়ান,
রণপটু যোদ্ধা ছিল অতি বলবান।
অশ্বারোহী সৈন্য লয়ে দেওয়ান প্রবর,
লুণ্ঠিতে মালব রাজ্য ছুটিল সত্বর।
বেতোয়া হইতে দূর নর্ম্মদার তীর,
যত দেশ ছিল সব লুঠে নিল বীর,
ভয়েতে যবন-সৈন্য পলায়ে ছুটিল,
ক্রমে বহু দেশ তাঁর দখলে আসিল।
দেবল সারঙ্গপুর সারঙ্গ উজীন,
চান্দেরী-প্রদেশ মান্দু করিল অধীন।
মোগলের যত সেনা সেই দেশে ছিল,
দেওয়ানের অসি-মুখে কেহনা বাঁচিল।
নামেতে হইল তাঁর ভীতির সঞ্চার,
প্রজা পলাইল ছাড়ি পুত্র পরিবার।

মোগলের অত্যাচারে দিতে প্রতিশোধ,
লঙ্ঘিল হিন্দুর ধর্ম্ম দয়ালসা যোধ।
আগুনে অসিতে দেশ লাগিল লুণ্ঠিতে,
দয়া মায়া স্নেহ তাঁর না রহিল চিতে।
কাজীরে বাঁধিয়া আনি করিল বিব্রত,
মুণ্ডন করিয়া শ্মশ্রু নাকে লয় খত।
ভাঙ্গিল মজিদ, জলে ফেলিল কোরাণ,
না করিল এক জনে ক্ষমা ভিক্ষা দান।
অচিরে মালব রাজ্য করিয়া শ্মশান,
বহুধন সঙ্গে করি করিলা প্রস্থান।
না রাখিয়ে এক কড়া দিলেন রাণায়,
ধনে রত্নে রাজকোষ পূর্ণ হয়ে যায়।
লুণ্ঠিয়া মালব রাজ্য দয়ালসা বীর,
যবন দমনে চিত্ত করিলেন স্থির।
রাজপুত্র জয়সিংহে করিয়া সহায়,
আজীম সম্রাট-পুত্রে আক্রমিতে ধায়।
শক্তাবৎ চন্দাবৎ পুয়ার চৌহান,
ঝালা-খীচী-বংশধর বীরেন্দ্র প্রধান,
সকলে আসিয়া বীর দেওয়ানের ডাকে,
সকলে ছুটিল করি সেনাপতি তাঁকে।
আবার বাজিল যুদ্ধ চিতোরের কাছে,
মোগল বীরত্ব শেষ করিল যা আছে।
না পারি হিন্দুর বীর্য্য সহিতে যবন,
আজিম সহিত করে দ্রুত পলায়ন।
ক্ষেমিলনা রাজপুত, ছুটে পাছে পাছে,
মারিতে লাগিল শত্রু যারে পায় কাছে।
যবনের বহুরাজ্য করি অধিকার,
দয়ালসা ক্রোধ-শান্তি করিল তাঁহার।
আঘাতের প্রতিঘাত এই রূপে হয়,
ঘর্ষণে অনল উঠে নাহিক সংশয়।

রাণার মৃত্যু।

হিন্দুর নামেতে এবে মোগলভূপতি,
স্বপনে শিহরি উঠে, ভয় পায় অতি।
রাণা সহ সন্ধি করে ইচ্ছা হয় মনে,
পদমর্য্যাদার ভয়ে রাখেন গোপনে।
সম্রাটের ভাব বুঝি বিকানীর-পতি
শ্যামসিংহ কহিলেন "শুন মহামতি,
হিন্দু-যবনের দ্বন্দ্বে হল সর্ব্বনাশ,
অচিরে উভয় জাতি হইবে বিনাশ।
বল বীর্য্য ধন সব হয়ে গেল ক্ষয়,
সসম্মানে সন্ধি করা উচিত কি নয়?"
শ্যামের বচনে কহে মোগলভূপতি,
সন্ধিতে আমার কোন নাহি অসম্মতি।
রাণা সহ কর তুমি সন্ধির প্রস্তাব,
বলিও রাণার কাছে মোর মনোভাব।
মধ্যস্থ হইয়ে শ্যাম রাণা পাশে যায়,
সম্মত হইয়ে রাণা বলিলেন তাঁয়।
হইতেছে দুই পক্ষে সন্ধি আয়োজন,
হেন কালে অকস্মাৎ রাণার মরণ।
উঠিল ভারত জুড়ি বিলাপ ক্রন্দন,
না হল সম্রাট সহ সন্ধির বন্ধন।
হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুদেশ রক্ষা করিবার,
এহেন সাহস কেহ দেখায়নি আর।
হারাইল রাজস্থান অমূল্য রতন,
সে অভাব পূর্ণ তার হলনা কখন।
না থাকিলে রাজসিংহ আরঙ্গের করে,
মুসলমান হত সব ভারত ভিতরে।
যত দিন হিন্দু-ধর্ম্ম ভারতে থাকিবে,
রাণার পবিত্র নাম জাগ্রত রহিবে।

রাণা জয়সিংহ।

ভীম উপাখ্যান।

জ্যেষ্ঠপুত্র ভীমসিংহ ছিলেন রাণার,
সিংহাসন ভাগ্যে কেন ঘটিল না তাঁর;
তার বিবরণ কিছু করহ শ্রবণ,
বুঝিবে ক্ষত্রিয়-তেজ উজ্জ্বল কেমন।
রাণা রাজসিংহে দুই রাণী মহীয়সী,
একজন ছিল তাঁর প্রাণের প্রেয়সী।
প্রিয় রাণী জয়সিংহে প্রসবে যে দিন,
কিছু পূর্ব্বে ভীমসিংহ জন্মে সেই দিন।
রাজপুত প্রথা, পিতা জন্মিলে তনয়
পরায় অমরধব তৃণের বলয়।
জয়সিংহে তৃণবালা পিতা পরাইল,
ভীম রৈল শূন্য হাতে, কিছুনা করিল।
ভুলে পরায়নি বালা রাণা সবে বলে,
বুঝিলনা অভিসন্ধি কিবা মর্ম্মতলে।
ক্রমে ক্রমে দিন দিন দুই পুত্র বাড়ে,
বেশী স্নেহ করে রাণা কনিষ্ঠ কুমারে!
দুই পুত্র হইলেন বিক্রমী অশেষ,
মোগল-সমরে যুঝে বীরত্বে বিশেষ।
রাজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব হবে ভাবিয়া মনেতে,
মহারাণা রাজসিংহ পড়িল ভ্রমেতে।
একদিন ভীমসিংহে কহে নরবর,
"রাজ্যের কল্যাণ বৎস ইচ্ছা যদি কর;
এই লও অসি, কর কনিষ্ঠে সংহার,
তাহলে থাকিবে সুখে তুমি ও মিবার"।
বুঝিলেন ভীমসিংহ, পড়িয়া সঙ্কটে
কহিল জনক হেন তাঁহার নিকটে।
কহে ভীম "পিতৃদেব করি নিবেদন,
করিনু শপথ ছুঁয়ে তব সিংহাসন।

জয়সিংহ হবে পিতঃ এই রাজ্যস্বামী,
ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপ করিব না আমি।
প্রতিজ্ঞা করিনু তব পরশি চরণ,
না করিব দোবারিতে সলিল গ্রহণ"।
এত বলি পিতৃপদে করি নমস্কার,
চলিল মিবাররাজ্য ছাড়িয়া কুমার।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা, প্রচণ্ড তপন,
অনাহারে ভীমসিংহ করিলা গমন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাপে ক্লান্ত হয়ে অতি,
দোবারির গিরিপথে পশে মহামতি।
অশ্ব হতে নামি বীর বটের ছায়ায়,
বসিলেন শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম আশায়।
তৃষ্ণায় আকুল তাঁরে হেরি অনুচর,
আনিল শীতল বারি হইতে নির্ঝর।
পান করিবার আশে যেই পাত্র নিল,
অমনি প্রতিজ্ঞা তাঁর মনেতে জাগিল।
পান-পাত্র ফেলি বহু করিল ধিক্কার,
বন-দেবতারে কহে করি নমস্কার।
"ক্ষম দেবি ভুলিয়াছি প্রতিজ্ঞা আমার,
জলপানে হেথা মম নাহি অধিকার"
এত বলি ভীম অশ্ব চালায়ে ত্বরিত,
মোগল রাজ্যের মাঝে হল উপনীত।
মোগল-সম্রাট পুত্র বাহাদুর নাম,
গ্রহণ করিল ভীমে সর্ব্বগুণধাম।
সার্দ্ধ ত্রিসহস্র অশ্বারোহীর নায়ক
করিলেন ভীমসিংহে হইয়া পুলক।
সর্দ্দার সামন্ত তাঁর করিতে পোষণ,
দ্বিপঞ্চাশ গ্রাম ভীমে করিল অর্পণ।
মহাসুখে কতকাল সম্মানে রহিল,
পরে সেনাপতি সনে বিবাদ হইল।
ছাড়িয়া মোগলরাজ্য ভীম বলবান,
সিন্দুপার হয়ে করে কাবুলে প্রস্থান।
অশ্বারোহী ছিল ভীম অতি বিচক্ষণ,—
দ্রুতগামী অশ্ব হতে করি উল্লম্ফন,
ধরিয়া বৃক্ষের ডাল পারিত ঝুলিতে ;
হেন শিক্ষা কোথা আর আছেকি মহীতে ?
কাবুল হইতে ভীম ফিরিল না আর,
সেইস্থানে বীরলীলা শেষ হল তাঁর।

মোগল সন্ধি।

স্থানান্তরে গেল ভীম ছাড়ি সিংহাসন,
জয়সিংহ রাণা হল[১] আনন্দিত মন।
আজিম সম্রাটপুত্র দিলীরের সনে,
সন্ধি করিবারে আসে রাণার ভবনে।
সম্রাট-তনয়ে রাণা করিতে গ্রহণ,
মিবারে বিশাল ক্ষেত্রে করে আগমন।
সাদী দশ পদাতিক চল্লিশ হাজার,
সুসজ্জিত করি রাণা আসিল মিবার।
বহু দিন পরে আজি দেখিতে মিবারে,
ছুটিল মিবারবাসী কাতারে কাতারে।
রাজসিংহ আজ্ঞাতে যা হইল নির্জ্জন,
লোকে লোকারণ্য আজি হইল সৃজন।
ধরণী ধরে না লোক, উঠি বৃক্ষোপরে
হেরিছে মিলন সন্ধি সানন্দ অন্তরে।
আজিম করিল ভয় পশিতে সভায়,
দেখিয়া দিলীরখাঁ কহিল তাঁহায়।
"শুন যুবরাজ এরা ক্ষত্রিয় সন্তান,
বিশ্বাসঘাতক নহে, বীর গুণবান।
সরলে সরল তাঁরা রহে চিরকাল,
সতের রক্ষক হয় অসতের কাল।"
এতবলি সভাস্থলে করিলে প্রবেশ,
গ্রহণ করিল রাণা সাদরে অশেষ।

১—১৬৮১ খৃষ্টাব্দে।

জয়ের সৌজন্যে তুষ্ট হল যুবরাজ,
বলিল সন্ধির কথা না করিয়া ব্যাজ।
দুই পক্ষে এই সন্ধি হইল স্থাপন,—
তিন জনপদ রাণা করিল অর্পণ।
মিবার লোহিত ছত্র শিবির লোহিত,
না করিবে ব্যবহার হইল নিশ্চিত।
সম্রাট মিবারে হস্ত দিবেনা কখন,
জামিন দিলীর-পুত্র রহে দুইজন।
ফলতঃ হইল তাতে রাণা লাভবান,
নাম মাত্র দণ্ডে রক্ষে সম্রাটের মান।
ভগ্ন হল সন্ধি-সভা, জয় জয় রবে,
আনন্দে ঘরেতে ফিরে চলিলেন সবে।
বিদায়ের কালে জয়ে বলিল দিলীর,
"এক নিবেদন মম শুন রাণা ধীর।
পিতা তব বন্ধু মম ছিল গুণবান,
তাঁহার কৃপায় পাই গিরিপথে ত্রাণ।
নির্দ্দয় সর্দ্দার তব, মনে করি ভয়,
দেখিও রহিল মম দুইটী তনয়।
সম্রাট সন্ধির সর্ত্ত করিলে লঙ্ঘন,
পুত্র-শিরশ্ছেদ তুমি করিও তখন।
পূর্ণ স্বাধীনতা তব করিতে উদ্ধার,
পুত্র বিনিময়ে চেষ্টা হইবে আমার।
স্থির চিত্তে শাস রাজ্য, নাহি কোন ভয়,
থাকিলে দিলীর, সন্ধি থাকিবে নিশ্চয়।"

সন্ধি লঙ্ঘন।

দিলীর করিয়া সন্ধি করিল গমন,
না করিল দিল্লীশ্বর সর্ত্ত আচরণ।
পূর্ণ পঞ্চ বর্ষকাল না হইতে শেষ,
জড়িলেন জয়সিংহ বিপদে বিশেষ
পুনঃ পুনঃ আক্রমিল মোগল-ভূপতি,
দুর্জ্জয় কামোরী তাঁর ছিল সেনাপতি।
বহু আক্রমণে অর্থ বল হল ক্ষয়,
রাজধানী ছাড়ি লয় পর্ব্বতে আশ্রয়।
পাহাড়ে থাকিয়া রাণা পিতার মতন,
মাঝে মাঝে শত্রুগণে করে আক্রমণ।
মোগলের অত্যাচারে প্রজা নিঃসম্বল,
কোষাগারে অর্থ নাহি, নাহি সৈন্যবল।
প্রজারক্ষা তরে রাণা হইল কাতর,
করিল তাহার এক কৌশল সুন্দর।
সুবৃহত জলাভূমি ছিল এক দেশে,
চতুর্দ্দিকে উচ্চ বাঁধ দিলেন বিশেষে।
স্বল্প ব্যয়ে মহাহ্রদ করিলেন ভাল,
পঞ্চদশ ক্রোশ তার পরিধি বিশাল।
এত বড় হ্রদ আর নাহিক মিবারে,
নাম দিল রাণা জয়-সমুন্দ [১] তাহারে।
তাহাতে কৃষির বড় হল উপকার,
শস্যেতে ভরিল ঘর দরিদ্র প্রজার।
সেই হ্রদতীরে অট্টালিকা মনোহর,
নির্ম্মাণ করিল রাণা ব্যয়ে বহুতর।

———

রাণার স্ত্রৈণতা।

বহু বিবাহের ফলশ্রুতি বিষময়,
রাণা জয়সিংহ তাতে সর্ব্বনাশ হয়।
রাণার অনেক পত্নী ছিল বিদ্যমান,
বুন্দীর কুমারী ছিল মহিষী প্রধান।
জন্মিল অমরসিংহ গর্ভেতে তাঁহার,
সুচরিতা যোগ্যপত্নী সেই ছিল তাঁর।
সুন্দরী কমলা দেবী কনিষ্ঠা মহিষী,
"রুতা রাণী" নাম দেয় যত প্রজা মিশি

১—জয়সমুদ্র।

কমলা তাঁহার ছিল হৃদয়-কমল,
নিশি-বক্ষে শশী সম প্রাণের সম্বল।
ধন মান রাজ্য তাঁর কমলার পদ,
পলাইল রাজলক্ষ্মী গণিয়া বিপদ!
একে নাহি বাঁচে নারী, কমলায় তিন—
পতির সোহাগ, রূপ, যৌবন নবীন।
কমলা গর্ব্বিতা অতি পতি-সোহাগিনী,
চোখে পড়ে ধূলা তাঁর দেখিলে সতিনী।
তৃণভর নাহি মানে অমরের মায়,
দিবা নিশি করে দ্বন্দ্ব, গর্ব্বে ঠেলে পায়
তবু কমলার শান্তি নাহি পায় প্রাণে,
সাধ হল পুরী ছাড়ি যাবে অন্য স্থানে।
পরিহার করে' অমরের জননীরে,
চলিলেন রাণা জয়-সমুন্দের তীরে।
পাঞ্চোলি নামেতে মন্ত্রী ছিল বিচক্ষণ,
সরাজ্য অমরে তাঁরে করিল অর্পণ।
সুরম্য হ্রদের কূলে মর্ম্মর ভবনে,
রাণীরে সেবেন রাণা মন প্রাণ ধনে।
রাণী ধর্ম্ম রাণী কর্ম্ম রাণী মাত্র সার,
রাণী বিনে জগতের জগত আঁধার।
আসিল বসন্তে চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী,
মদনের করে পূজা যতেক রূপসী।
কামের পূজায় এই, কামিনী সকল
কুসুমিতা লতা সম পরে ফুলদল।
কুসুমে কুসুমশরে যে করে পূজন,
ব্যাধি বিঘ্ন যত তিনি করেন হরণ।
কন্দর্পের সুবিশাল সাম্রাজ্য মিবার,
কামের সম্মান এত নাই কোথা আর।
কমলা কামেরে পূজে নানা উপচারে,
রাজপুরে হরকোপ জ্বলিল হুঙ্কারে।

রাণার শেষ কাল।

একদা অমরসিংহ কৌতুকের তরে,
ছেড়ে দেয় মত্ত হস্তী নগর ভিতরে।
সুন্দর নগর হাতী করে ছারখার,
মন্ত্রিবর করে তাঁরে বহু তিরস্কার।
অমর ক্রোধান্ধ হয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রিবরে,
পদের অযোগ্য বহু অপমান করে।
বিলাস ভবনে রাণা শুনি বিবরণ,
আসিতে উদয়পুরে করিল মনন।
রাণার প্রতীক্ষা নাহি করিয়া অমর,
ধেয়ে গেল বুন্দী রাজ্যে মামার গোচর।
সঙ্গেতে করিয়া দশ সহস্র সৈনিক,
আসিলেন পিতৃরাজ্যে হইয়া নির্ভীক।
রাণার আলস্য আর স্ত্রৈণতা-কারণ,
দিন দিন রাজ্য নষ্ট হয় অনুক্ষণ।
দেখি মিবারের যত প্রধান সর্দ্দার,
রাণারে ছাড়িয়া পুত্র পক্ষে গেল তাঁর।
সঙ্কটে পড়িয়া রাণা করে পলায়ন,
গদবার রাজ্যে যেয়ে লইল শরণ।
গানোরের সামন্তেরে মীমাংসার তরে,
পাঠাইল জয়সিংহ পুত্রের গোচরে।
নব বলে বলীয়ান গর্ব্বিত অমর,
সামন্তের অনুরোধে হ'ল উগ্রতর।
সসৈন্যে কমলমীর করে আক্রমণ,
দেপ্রার সর্দ্দার যথা রক্ষক ভীষণ।
লাঞ্ছিত হইল শুধু সর্দ্দারের করে,
সেই দুর্গরাজ নাহি পাইল অমরে;
ঘরে ঘরে বেধে গেল ভীষণ সমর,
দিন দিন অর্থ রক্ত ক্ষয় বহুতর।
শেষে পিতা পুত্রে হয় সন্ধি সংস্থাপন,
একলিঙ্গ-মন্দিরেতে হইল মিলন।

যত দিন বাঁচে রাণা, রাজত্ব আপন
থাকিয়া উদয়পুরে করিবে শাসন।
নির্ব্বাসিত রবে জয়-সমুন্দে অমর,
রাজ্যভার নেবে পিতা মরণের পর।
এইরূপে দেশে শান্তি সংস্থাপন হয়,
রাজত্ব বিংশতি বর্ষ করিলেন জয়।
যে বীরত্ব ছিল তাঁর তরুণ বয়সে,
থাকিত তেমন যদি সিংহাসনে বসে'।
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইত তাঁহার,
স্বভাবের দোষে রাজ্য হ'ল ছারখার।

রাণা দ্বিতীয় অমরসিংহ

আরংজেবের শেষকাল।

পিতার মরণে রাণা হইল [১] অমর
অমরসিংহের মত বিক্রমী প্রখর।
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব করি মিবারের বল
পিতা পুত্র দুই জনে দিছে রসাতল।
থাকিলে পূর্ব্বের বল অমরের কাছে,
ভারতে মোগল-শক্তি সরে' যেত পাছে
বসিতে বসিতে রাণা পিতৃসিংহাসনে
বিবাদ আরম্ভ হল সম্রাটের সনে।
রামপুরে ছিল রাও গোপাল নৃপতি,
দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের ছিল সেনাপতি।
দুর্ম্মতি পুত্রের করে ছিল রাজ্যভার,
আত্মসাৎ করে যত রাজস্ব তাঁহার।
উচিত বিচারে পুত্রে করিতে শাসন,
গোপাল সম্রাট পদে করে নিবেদন।
সম্রাটে করিতে তুষ্ট পুত্র দুরাচার,
যবন হইয়ে গেল ধর্ম্ম ছাড়ি তার।
আরঙ্গ না করে ক্ষমা শুধু পাপাত্মারে,
পুত্রেরে অর্পিল রাজ্য বঞ্চিয়া পিতারে।
ক্রোধান্ধ গোপাল, পুত্রে দিতে প্রতিশোধ
সৈন্য লয়ে রামপুর করে অবরোধ।
কি করিবে পাছে যার পাৎসা মহাবল,
গোপাল বিপন্ন হল হয়ে হতবল,
অমরসিংহের কাছে লইল শরণ,
আশ্রয়ে রাখিল রাণা করিয়া যতন।
তাহাতে সম্রাট অতি হল ক্রোধ-মন,
দমিতে অমরসিংহে করিল মনন।
মনে সাধ হল বটে নাহি পায় কূল,
তাঁর অত্যাচারে জ্বলে ভারত বিপুল।
উঠেছে বিদ্রোহী হয়ে, চতুর্দ্দিকে রণ,
চতুর্দ্দিকে সেনাক্ষয় হয় অগণন।
আবার তনয়গণ সিংহাসন আশে,
সুযোগ খুজিছে সবে কিরূপেতে গ্রাসে।
প্রজা পুত্র কেহ আর মিত্র তাঁর নাই,
সকলে রয়েছে তাঁর মরণ তাকাই।
বিপদে পড়িয়া হল চৈতন্য সঞ্চার,
মনেতে জন্মিল তাঁর সহস্র ধিক্কার।
পুত্রহত্যা ভ্রাতৃহত্যা পিতার লাঞ্ছনা,
দিবা রাত্রি দেয় তাঁরে অশেষ যন্ত্রণা।
আজিম কম্‌বক্স নামে দুই পুত্র ছিল,
সম্রাট দুজনে পত্র বিষাদে লিখিল।
আরঙ্গ লিখিয়া পত্র মর্ম্মযাতনায়,
মরিল [১] আরঙ্গাবাদে করি হায় হায়।

১—১৭০০

১—১৭০৭ খৃষ্টাব্দে।





আরংজেবের পত্র।

এত সৈন্য এত বল যে সম্রাট মহাবল
আজি তারে আক্রমিল জরা,
যে দিত হুকুম নিত্য আজি সে ভৃত্যের ভৃত্য,
হুকুম এসেছে যেতে ত্বরা।
এসেছি অপরিচিত, যেতেছি অপরিচিত,
আনিনি নিবনা কিছু সনে ;
যা ছিল আমার বলে' সবি ফেলে যাই চলে',
কেহ নাই পথ প্রদর্শনে।
আত্মা ছেড়ে যায় দেহ দেখেনি সংসারে কেহ,
আমি দেখি প্রত্যক্ষ যেমন ;
ভব কারাগার ছাড়ি বুঝি যে যোগাই পাড়ী,
মহাযাত্রা সম্মুখে ভীষণ।
হৃদয়ে রক্ষক পদে ছিল যে বিবেক, মদে
শুনি নাই উপদেশ তার ;
কে আজি দেখাবে পথ, পাপ বোঝা শত শত
পারিনা বহিতে ভাঙ্গে ঘাড়।
যে দিকে ফিরাই আঁখি দে'খে কাঁপে প্রাণ-পাখী
দেবতার আরক্ত নয়ন।
করিয়াছি যত পাপ কে সংখ্যা করিবে বাপ
প্রায়শ্চিত্ত নাহিক কখন।
পিতা পুত্র ভ্রাতা যত আত্মীয় বান্ধবে কত
যন্ত্রণা দিয়েছি বাছাধন,
কে মোর উদ্ধার তরে এসে বল হাতে ধরে,
প্রভু পদ ভরসা এখন।
যন্ত্রণা দিওনা কারে তোষিও সুব্যবহারে,
মান্য কর বিবেকে সদায়,
অকূলে তুফানে মরি ভাসায়ে দিয়েছি তরী
এই শেষ বিদায় বিদায়।

শা আলম বাহাদুরশাহ।

সম্রাটের মৃত্যু কথা হইলে প্রচার,
শোক করিবারে নাই সময় কাহার।
শব দেহ দেখি যথা শকুনি গৃধিনী
পক্ষ বিস্তারিয়া আসে লইয়ে বাহিনী ;
সম্রাটের পুত্রগণ যে ছিল যেথায়,
সিংহাসন-লোভে সবে দিল্লীপানে ধায়।
ভ্রাতায় ভ্রাতায় বাজে সমর ভীষণ,
জ্যেষ্ঠ মোজামের পক্ষে রাজপুতগণ,
রাজপুত কুমারীর গর্ভে জন্ম তাঁর,
তাহারা সহায় তাই হইল তাঁহার।
জাজো রণক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষা হইল,
সপুত্র আজিম বীর সমরে মরিল।
অন্য ভ্রাতাগণ তাঁর ভয়ে পলাইল,
সুযোগ খুজিয়া সবে ঘুরিতে লাগিল।
শা আলম বাহাদুরশাহ নাম ধরি,
মোজাম বসিল পিতৃ সিংহাসনোপরি।
বাহাদুর ছিল অতি শান্ত গুণধন,
মধুর প্রকৃতি ছিল বড়ই সুজন।
বহু চেষ্টা করিলেন শাহ বাহাদুর,
মোগলে হিন্দুর দ্বেষ করিবারে দূর।
সম্রাটের দূতে সদা রাজপুত কয়,
"দেবতা বিমুখ হ'লে মতিচ্ছন্ন হয়।"
করেছিল আরংজেব যেই উৎপীড়ন,
ভুলিতে নারিল তাহা রাজপুতগণ।
মোগলের প্রতি নাই কাহার বিশ্বাস,
সকলে নিষ্ঠুর বলে' করে অবিশ্বাস।
মোগলের কুলে জন্মে রাজা বাহাদুর,
ভাবিল সকলে বড় হইবে নিষ্ঠুর।
রাজভক্তি ছিল বহু রাজপুতগণে,
বুঝাইল বাহাদুর পরম যতনে।





রাজপুত বলে "যদি প্রাণ করি দান,
তবু মোগলের করে নাহি পরিত্রাণ।
কেবল ছলনা আর প্রতারণা সার,
তত ভাল, যত দূরে থাকিব তাহার।"
প্রতারিত রাজপুত ভ্রান্ত ধারণায়,
মোজামের কথা কেহ শুনিল না হায়।
একেতে করিল দোষ, দুঃখ পায় আরে,
না মিলিয়া দুই বংশ গেল ছারেখারে।
কি করিবে বাহাদুর বিপদ গণিল,
চারিদিকে শত্রু শির তুলিতে লাগিল।
দাক্ষিণাত্যে কমবক্স স্থাপি রাজপাঠ,
ঘোষণা করিল তাঁরে বলিয়া সম্রাট।
গুরু নানকের শিষ্য পঞ্চনদ-তীরে,
স্বাধীন হইয়া শির তুলিলেন ধীরে।
বাহাদুর দেখিলেন বিপদ ভীষণ,
কারে ছাড়ি কারে আগে করিবে দমন।
যুদ্ধ সজ্জা করে আক্রমিতে পঞ্চনদ,
তাতেও হইল এক ভীষণ বিপদ।
শিখের স্বাধীন ভাব করিয়া দর্শন,
স্বাধীন হইতে সবে করিল মনন।
মারবার অম্বরের ভূপতি যুগল
শিবির ছাড়িয়া গেল নিয়ে সৈন্যদল।
করিবারে মোগলের শৃঙ্খল ছেদন,
মিলিতে করিয়া ইচ্ছা রাজপুত্রগণ,
মিবারে রাণার সহ হইয়া মিলিত
স্থাপিতে ত্রিবল সন্ধি করিলা নিশ্চিত।
কোন্ দুরাচার গুপ্তে করি বিষদান'
অকালেতে সম্রাটের হরে নিল[১] প্রাণ।

১—১৭১২ খৃষ্টাব্দে

সৈয়দ ভ্রাতা।

কাঠের সহায় বিনে পারে না কুঠার,
করিতে কাঠের বংশ সমূলে সংহার।
যেইদিন জ্ঞাতি শত্রু লাগিয়াছে পাছে,
সে দিন হইতে লক্ষ্মী নাহি থাকে কাছে।
যমুনার সহ যথা গঙ্গা মিশিয়াছে,
বেরা নামে সেই স্থানে রম্য দেশ আছে।
দুইটী সৈয়দ ভ্রাতা আবদুল্লা হোসেন,
তথা হতে দৈবচক্রে দিল্লীতে আসেন।
মরিলেন বাহাদুর, দিল্লী সিংহাসন
স্থবিরের দন্ত সম কাঁপে ঘন ঘন।
দিল্লীর মুকুট দুই সৈয়দের করে,
পণ্য হয়ে গেল, তারা বেচা কেনা করে।
যার কাছে অর্থ পায় তারে করে রাজা,
আজি যে হইল রাজা কালি পায় সাজা;
নাচায় পুতুল যথা বাজিকরগণ,
তেমতি দিল্লীতে হয় রাজার নাচন।
বাহাদুর মৈলে পুত্র পায় সিংহাসন,
বর্ষ না যাইতে ফিরি হইল নিধন।
ফিরকশিয়র পৌত্র হইল সম্রাট
সৈয়দ অদৃষ্টে তাঁর লিখে রাজপাট।

ত্রিবল সন্ধি।

কিবা সে ত্রিবল সন্ধি শুন অতঃপর,
ত্রিবল থাকিলে হিন্দু হ'তনা নফর।
মিবার অম্বর আর মারবার তিন,
রাজস্থানে তিন রাজ্য নিতান্ত প্রবীণ।
এই তিন রাজ্য যদি থাকে এক যোগ,
হত না হিন্দুর ভাগ্যে দুর্দ্দশার ভোগ।

দিয়াছিল কন্যা যারা যবনের করে
রাজর্ষি প্রতাপ ঘৃণা করিত অন্তরে।
নাহি ছিল খানাপিনা তাহাদের সনে,
কুলাঙ্গার বলি সবে ভাবিতেন মনে।
রাজপুতে শিশোদীয়-বংশ সম্মানিত,
তা হ'তে বিচ্ছিন্ন যারা হইল লজ্জিত।
এই ভ্রাতৃ-বিরোধের বিষময় ফল,
তাহাতে সকল হিন্দু হইল দুর্ব্বল।
আপনার দুর্ব্বলতা বুঝি অনুক্ষণে,
সবার হইল চেষ্টা একত্র মিলনে।
করিলেন তিন রাজ্য সন্ধি একমতে,
ত্রিবল বলিয়া যাহা বিদিত ভারতে।
রাজপুত-চূড়ামণি রাণা মহামতি,
খানাপিনা বিবাহেতে দিলেন সম্মতি।
মারবার মিবারের রাজা যুগপৎ,
ইষ্ট দেবতার নামে করিল শপথ।
যবনের করে কেহ দুহিতা না দিবে,
রাজনীতি সম্বন্ধও সকলে ছাড়িবে।
মোগলের পক্ষে কেহ না যাইবে আর,
করিবে সকলে অত্যাচারে প্রতিকার।
শিশোদীয়-রমণীর গর্ভে জন্মে যারা,
রাজসিংহাসন একমাত্র পাবে তারা।
জন্মিলে কুমারী কোন গিহ্লোট-কন্যায়
অর্পিতে হইবে উচ্চ রাজকুলে তায়।
শোবে জয়সিংহ ছিল অম্বর-ঈশ্বর,
কন্যা দিয়ে রাণা সন্ধি করে দৃঢ়তর।
ফিরকশিয়রে করি মোগল সম্রাট,
ঘটায় সৈয়দগণ বিষম বিভ্রাট।
হিন্দুগণে আরম্ভিল ঘোর অত্যাচার,
উঠিল রাজ্যের মাঝে মহা হাহাকার।
ত্রিবল-সন্ধির বলে রাজপুতগণ,
এক হয়ে গেল সব বিচ্ছিন্ন বন্ধন।
সম্রাটের বিপক্ষেতে দাঁড়াইল সব,
ভ্রূক্ষেপ না করে আর, করে পরাভব।
আঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হইল,
যবন বিদ্বেষে হিন্দু ক্ষেপিয়া উঠিল।
যবন মজিদ বাঁধে ভাঙ্গি দেবাগার,
ভাঙ্গিয়া মজিদ হিন্দু করে চুরমার।
কাজি দেওয়ানেরে করে ঘোর অপমান,
সম্রাট ভয়েতে হল অতি কম্পমান।
রাঠোর অজিৎসিংহ মারবারেশ্বর,
মোগলে স্বরাজ্য হতে তাড়ায় সত্বর।
সম্বর হ্রদের তীরে হয় সেই রণ,
তাহাতে হইল এক সন্ধি সংস্থাপন।
ত্রিরাজ্যের সীমা চিহ্ন হইল সম্বর,
হ্রদ উপসত্ব নিবে তিন রাজ্যেশ্বর।

ত্রিবল সন্ধি ভগ্ন।

ক্রমে রাজপুত-বল বাড়িতে লাগিল,
সৈয়দ দমিতে তারে কৌশল করিল।
আচম্বিতে আক্রমিল রাজ্য মারবার,
পাইল না অন্য রাজা খবর তাহার।
সৈয়দ হোসেন আসি বীরদর্প ভরে,
বহুসৈন্য লয়ে পুরী অবরোধ করে।
কি করে অজিতসিংহ ভাবিয়া না পায়,
অগণ্য মোগল-সৈন্য কোথা যাবে হায়।
সৈয়দ বলিল "যদি সম্রাটের করে
কন্যা দান কর, আমি ফিরে যাব ঘরে।
নিয়মিত কর তুমি করিবে অর্পণ,
তাহলে এখনি সন্ধি করিব স্থাপন।
নতু মারবার-রাজ্য দিব রসাতল,
কি ইচ্ছা অন্তরে তব শুনি শীঘ্র বল।"





দেশরক্ষা প্রজারক্ষা করিতে অজিত,
হোসেনের সহ সন্ধি করিল স্থাপিত।
তাহা শুনি ক্রুদ্ধ হল অম্বর মিবার,
ভাঙ্গিল ত্রিবল সন্ধি সৈয়দ দুর্ব্বার।
সৈয়দ বিবাহ দিন করি নির্দ্ধারণ,
মারবার রাজ্য ছাড়ি করিল গমন।

হেমিণ্টন সাহেব।

অজিত কন্যার বিয়ে সঠিক হইল,
সম্রাটের পৃষ্ঠে এক ব্রণ দেখা দিল।
বিফল হাকিম বৈদ্য ফিরে ফিরে যায়,
সম্রাট ঔষধে কারো আরোগ্য না পায়।
বিবাহের দিন ক্রমে হইল অতীত,
রাজার জীবন-আশা হল তিরোহিত।
বিবাহের সাজ সজ্জা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায়,
যাবেবলে অন্তঃপুরে উঠে হায় হায়।
বিধাতার চক্রবলে বণিক ইংরাজ
হেমিণ্টন আসিলেন রাজপুর মাঝ।
জানি তাঁরে সুনিপুণ ব্রণ-চিকিৎসক,
ডাকিল সম্রাট তাঁরে হইয়া পুলক।
ইংরাজ বণিক-করে বিধির কৃপায়,
সম্রাটের দুষ্ট ব্রণ আশু সেরে যায়।
মারবার রাজকন্যা সৈয়দ-ভবনে,
ফিরক বিবাহ করে আনন্দিত মনে।
পাইয়া পরের ধন সৈয়দ প্রবল,
রাজকোষ করে শূন্য আনন্দে বিহ্বল।
দেখে নাই বিবাহেতে হেন আড়ম্বর,
হিন্দুগণ কভু এই ভারত ভিতর।
নিভিতে আলোক যেন আঁধারের ডরে,
ত্রাসে চমকিয়া চক্ষু উন্মীলিত করে।

ফিরক অজিত-কন্যা বিবাহ করিল,
আগ্রহ করিয়া অতি সাহেবে কহিল।
"বল বিজ্ঞবর চাও কিবা পুরস্কার,
হইল জীবন রক্ষা কৃপায় তোমার।"
মহামতি হেমিণ্টন কহিলা "জনাব,
ধন রত্ন রাজ্য নাহি চাহি আসবাব।
আমরা বণিক জাতি বাণিজ্যের তরে,
শ্বেতদ্বীপ হতে আসি তব রাজ্যোপরে।
পদ রাখিবার নাহি তিল মাত্র স্থান,
যদি দয়া কর, দাও কিছু ভূমি দান।
বেচা কেনা ক'রে শুধু কাটাব জীবন,
বাণিজ্য করিতে স্বত্ব করহ অর্পণ।"
ইংরাজের ভাগ্য-শশী প্রসন্ন হইল,
সম্রাট বামন-ভিক্ষা পূরণ করিল।
ধন্য হেমিণ্টন ধন্য তব দেশ-প্রেম,
যার কাছে তুচ্ছ হল মণি মুক্তা হেম।
নাহ'লে সামন্ত রাজা, না চেলে বিভব,
স্বদেশের কাছে সব হল পরাভব।
ইংরাজ তোমার গুণে হইল সম্রাট,
হইল ভারতবর্ষ ইংরাজের হাট।
যে মহত্ব রেখে গেলে ধরায় অমর,
সাম্রাজ্যও তার কাছে অতি তুচ্ছতর।

সম্রাটের সহিত রাণার সন্ধি।

ক্রমেতে সৈয়দ এত হল বলবান,
সম্রাট ভয়েতে তার হল কম্পমান।
ফিরক সৈয়দ-বল করিতে হরণ,
ইনায়েৎউল্লায় করে মন্ত্রীত্বে বরণ।
আরঙ্গের মন্ত্রী ছিল সেই দুরাচার,
মন্ত্রীপদ পেয়ে পুনঃ করে অত্যাচার।

আবার জিজিয়া নামে সেই মুণ্ডকর,
স্থাপন করিলা তিনি হিন্দু মুণ্ডোপর।
রাজসিংহ-পৌত্র কি তা সহিবে নীরবে ?
আরম্ভিল প্রতিবাদ রাণা ঘোর রবে।
জিজিয়ার নামে হিন্দু জ্বলিয়া উঠিল,
সমরের সূত্রপাত আরম্ভ হইল।
সম্রাট হইল ভীত হেরি কুলক্ষণ,
রাণা সহ সন্ধি তরে করিল মনন।
অমরের কি বিক্রম ছিল রাজগণে.
প্রকাশ পাইবে তাহা সন্ধি-বিবরণে।
সন্ধি বলে মুণ্ডকর হইল রহিত,
কখন হবে না ধার্য্য হইল নিশ্চিত।
করিবে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম আচরণ,
দেবের মন্দির হিন্দু করিবে গঠন।
রাণার আত্মীয় কিম্বা বিপক্ষ সর্দ্দারে,
সম্রাট দিবে না কভু আশ্রয় কাহারে।
পাঁচ হাজারীর করে ছিল যে নগর,
সম্রাট অর্পিবে ভার তাদের উপর।
সামন্তে রবেনা তাঁর কোন অধিকার,
চলিবে এখন তারা আজ্ঞায় রাণার।
সপ্ত সহস্রের হল রাণা মন্সব,
উচ্চতম পদ এই— বিশেষ গৌরব।
মোগলের সহ সন্ধি হইলে স্থাপন,
কিছুদিন পরে স্বর্গে করিল গমন।
এখনো মিবারে বহু কীর্ত্তি-স্তম্ভ পরে,
রয়েছে তাঁহার কীর্ত্তি অমর অক্ষরে।
শিশোদীয় কুলে শেষ প্রদীপ. উজ্জ্বল,
ছিলেন অমরসিংহ রাণা মহাবল।

রাণা সংগ্রামসিংহ।

ফিরকশিয়ারের মৃত্যু।

অমরের মৃত্যু-পরে তনয় সংগ্রাম,
মিবারে হইল রাণা [১] বহুগুণ-ধাম।
তাঁহার রাজত্ব কালে দিল্লী সিংহাসন
কাঁপিতে লাগিল ঘন প্রলয় কম্পন।
সম্রাট সৈয়দ ভয়ে হইল অস্থির,
রাজ্যভোগ বিড়ম্বনা বুঝিলেন বীর।
ইনায়ৎউল্লারে মন্ত্রী করিয়া কুক্ষণে,
পরামর্শ দিল তাঁরে সৈয়দ দমনে।
নিজামউল্‌মুল্‌ নামে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি,
ডাকিল মুরদাবাদ হতে শীঘ্র গতি।
সম্রাট বলিল "কর সৈয়দ দমন,
সুন্দর মালব রাজ্য করিব অর্পণ"।
সম্বাদ সৈয়দগণ পারিল জানিতে,
মহারাষ্ট্র সেনা লয়ে আসিল দিল্লীতে।
সম্রাটে অম্বর আর বুন্দরি ভূপতি,
কহিলেন সৈয়দের রোধিবারে গতি।
না শুনিল নরবর তাদের বচন,
নারীর অঞ্চলে করে আশ্রয় গ্রহণ।
কাপুরুষ বুঝে মনে, ভিতরে পর্দ্দার
লজ্জায় সৈয়দ কভু ঢুকিবেনা আর।
সৈয়দ পর্দ্দার নাহি করিল সম্ভ্রম,
অমনি দুর্গের দ্বার বাঁধিল নির্ম্মম।
সম্রাটের সুখ-সূর্য্য করিবারে গ্রাস,
আসিল তামসী নিশি জন্মাইয়া ত্রাস।
ত্রাহি রবে কাঁদে সবে ভয়ে কম্পমান,
কি হয় পুরীতে কেহ জানেনা সন্ধান।

১—১৭১৬ খৃষ্টাব্দে।

পাপিষ্ঠ সৈয়দগণ নিশার আঁধারে,
ধনুর্গুণে বদ্ধ করি মারিল রাজারে।
ডাকিয়া উঠিল পাখী, নহবৎ বাজে,
বাহিরিল রাজলক্ষ্মী ভয়ঙ্কর সাজে।
এক করে গুণবদ্ধ ঝুলিছে ফিরক,
অন্য করে দিরাজত মুকুটে পুলক।
পদতলে শব সম ময়ূর-আসন,
কমলা হইয়ে কালী দিল দরশন।

সৈয়দ-দমন।

প্রভাতে সৈয়দগণ দিল্লী-সিংহাসন,
রবিউলদিরাজতে করিল অর্পণ।
সৈয়দ করিতে বশ রাজপুতগণে,
তুষ্ট করিবারে চেষ্টা করে অনুক্ষণে।
পদচ্যুত করি মন্ত্রী ইনায়েৎউল্লায়,
হিন্দুর রতনচাঁদে সে পদে বসায়।
হতভাগ্য দিরাজত তিন মাস পরে,
বিদায় লইল রাজ্যে, কফ রোগে মরে।
দুই তিন মাসে আরো রাজা দুই জন,
বসাইল সিংহাসনে সৈয়দ দুর্জ্জন।
বাহাদুর পৌত্র ছিল রসুলআকতার,
অবশেষে সিংহাসন মিলে ভাগ্যে তাঁর
মহম্মদশাহ নাম করিয়া ধারণ,
দিল্লী সিংহাসনে পরে করে আরোহণ।
মোগল সম্রাট এবে নাম মাত্র সার,
সিংহাসন বিভ্রাটের হইল আগার।
সৈয়দভ্রাতার করে সম্রাট পুতুল,
প্রাণ বাঁচাইতে তিনি সদাই আকুল।

১—১৭২০ খৃষ্টাব্দে।

কে শুনে প্রজার দুঃখ রাজ্যের খবর,
যেথায় যে প্রতিনিধি হতেছে ঈশ্বর।
গৃহস্থের ভাব বুঝি চুরি করে চোর,
ততই সুবিধা তার যত ঘুম ঘোর।
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিল সুদক্ষ নিজাম,
তিনিও মহম্মদশাহে হইলেন বাম।
নিজাম চলিয়ে গেল সম্রাটেরে ছাড়ি,
আশীর বুরানপুর দুর্গ নিল কাড়ি।
নিজাম স্থাপিল রাজ্য নর্ম্মদার পারে,
হায়দরাবাদ নাম অর্পিল তাহারে।
করিল ঘোষণা তাঁরে বলিয়া স্বাধীন,
ভ্রুক্ষেপ করে না আর সম্রাটে নবীন।
সৈয়দ নিজামে অতি করিতেন ভয়,
দমন করিতে তারে সম্রাটেরে কয়।
অবিলম্বে রণ-আজ্ঞা হইল প্রচার,
নিজাম-বিরুদ্ধে বল চলিল দুর্ব্বার।
কোটাও নিষধ-রাজে নিজাম দমনে,
পাঠাইল মহম্মদ বহু সৈন্য সনে।
পরাজিত হল সব নিজামের করে,
সেই যুদ্ধে কোটারাজ রণক্ষেত্রে মরে।
সৈয়দের চক্রবলে রাজ্য ডুবে যায়,
কি করে সম্রাট কিছু ভাবিয়া না পায়।
ফাঁপরে পড়িয়া পাৎসা করিলা আহ্বান,
বিয়ানার সেনাপতি সৈদৎ খান্।
সম্রাট সৈদতে বলে "করহ উপায়,
মোগলের রাজ্য দেখ আজি নাশ পায়।
দুরন্ত সৈয়দগণে করহ দমন,
শান্তি না পাইব দুষ্ট না হলে নিধন"।
সৈয়দ নিধন তরে মির হায়দরে।
কুচক্রী সৈদত খান্ নিয়োজিত করে।
সৈয়দ হোসেন যায় শিবিকা চড়িয়া,
আর্জ্জি দিল হায়দর সেলাম করিয়া।

সৈয়দ নিবিষ্ট মনে পড়ে আবেদন,
মির বসাইল বুকে ছুরিকা ভীষণ।
হোসেন শিবিকা হতে ধরাতলে পড়ে,
মিরে অনুচর তাঁর খণ্ড খণ্ড করে।
কনিষ্ঠ সৈয়দ হতে পেয়ে পরিত্রাণ,
সম্রাট দমিতে জ্যেষ্ঠে করে অভিযান।
আবদুল্লা শুনে যবে ভ্রাতার নিধন,
ইব্রাহিমে অভিষেক করিল তখন।
নব রাজা নিয়ে চলে পুরাণ দমনে,
ঘোর পরাক্রমে যাত্রা করিলেন রণে।
অমাত্যে সম্রাটে যুদ্ধ বাজিল ভীষণ,
রতনচাঁদ্‌ মন্ত্রী শির হইল ছেদন।
সৈয়দ হইল ধৃত সম্রাটের করে,
ধনুর্গুণে বেঁধে তার প্রাণ নাশ করে।
সৈদে নাশি সৈদত খাঁ পায় পুরস্কার,
বাহাদুরজঙ্গ হল উপাধি তাঁহার।
অযোধ্যার রাজ্যভার গেল তাঁর করে,
স্বাধীন হইল খাঁ মোগলের করে।
বহিত রামের পদ যেই সিংহাসন,
খোরাশানী বণিকের সেবিল চরণ।
রণে নিরপেক্ষ ছিল রাজপুতগণ,
তোষিল সম্রাট সবে করিয়া যতন।
মুণ্ডকর একবারে হইল রহিত,
হিন্দুগণ হল তাতে অতি আনন্দিত,
জয়সিংহে দিল আগ্রা মোগল ভূপতি,
গিরিধারী মাল্‌বের হয় নরপতি।
যোধপুর অধিপতি অজিতে প্রধান,
গুজরাট অজমীর করিলেন দান।
করিবারে সম্রাটের মন্ত্রিত্ব অর্পণ,
নিজামে স্বরাজ্য হতে করিল গ্রহণ।
মোগলের পতনের সূচনা দেখিয়া,
ব্যস্ত হল সবে রাজ্য নিতে বাড়াইয়া।

গিহ্লোট বংশের রীতি আছে চিরদিন,
পর-রাজ্য জয়ে তাঁরা সদা উদাসীন।
যবন-সংস্রবে পাছে ধর্ম্ম নষ্ট হয়,
সেই হেতু রাজ্য বৃদ্ধি তরে রত নয়।
সকলে লইয়া গেল নিজ নিজ ভাগ,
মিবার রহিল তাই হইয়া বিরাগ।
যা আছে তাহাতে তুষ্ট সদাই মিবার,
রাজ্য বাড়াইতে যত্ন হলনা রাণার।
শক্তাবৎ জেতসিংহ রাজ্য জয়তরে,
বাহির হইলে রাণা ফিরায়ে নে ঘরে।
সংগ্রাম রক্ষিতে রাজ্য ছিল যত্নবান,
প্রজার উন্নতি-চেষ্টা করেন বিধান।

সংগ্রামের গুণাবলী।

(১)

রাণা সংগ্রামেতে ছিল অনেক সুগুণ,
মিতাচারী দৃঢ়চিত্ত বিক্রমে নিপুণ।
ব্যয়ের শৃঙ্খলাতরে করেন বিধান,
করি সবে যথোচিত ভূমি-বৃত্তি দান।
সেই ভূমি বৃত্তি সব থুয়া নাম ধরে,
থুয়াদার বলে যারা বৃত্তি ভোগ করে।
আত্ম-প্রতিষ্ঠিত বিধি করিয়া লঙ্ঘন,
শর্করার বৃত্তি রাণা করেন হরণ।
একদা সর্দ্দার সহ করিছে ভোজন,
চিনি বিনা দধি দিল করিতে ভক্ষণ।
পরিবেশকেরে রাণা তিরস্কার করে,
কাঁদিয়া কহিল ভৃত্য রাণার গোচরে।
"মহারাজ! মন্ত্রিবর কহিয়াছে দাসে,
শর্করার বৃত্তি আর নাহি কারো পাশে।"
শুনিয়া কহিল রাণা "সত্য কথা তাঁর,
ভুলেতে করেছি তোমা বৃথা তিরস্কার।"

শর্করা বিহীন দধি করিল ভক্ষণ,
দেখা নাহি গেল কোন ক্রোধের লক্ষণ।

(২)

কোতারি চৌহান ছিল সামন্ত প্রধান,
রাজদ্বারে ছিল তাঁর অনেক সম্মান।
একদা বলেন তিনি রাণার সভায়,
"দীনহীন রাজসজ্জা শোভা নাহি পায়।"
সম্মত হইল রাণা সুসজ্জা বাড়াতে,
সামন্ত চলিয়া গেলে কহিলা পশ্চাতে।
"শুন মন্ত্রী চৌহানের যেই বৃত্তি আছে,
দুটী গ্রাম ছেড়ে দিতে বল তার কাছে।"
রাণার আদেশ মন্ত্রী করিলে জ্ঞাপন,
চৌহান বিস্ময়ে আসি করে নিবেদন।
"মহারাজ কোন দোষ করিয়াছে দীন,
অকারণ কৈলে কেন হেন দণ্ডাধীন।"
হাসিয়া কহিল রাণা সামন্ত প্রবর,
রাজ-সজ্জা বাড়াইতে হয়েছি তৎপর।
আয়ের হিসাবে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আমার,
কে বহিবে বৃথা আড়ম্বর ব্যয়ভার।
ও দুটী গ্রামের আয় না কৈলে অর্পণ,
কেমনে তোমার করি বাসনা পূরণ।
তাই করিয়াছি ঐ আদেশ প্রচার,
কোন দোষ কর নাই গোচরে আমার।"
শুনিয়া রাণার কথা সামন্ত প্রধান,
মাথা হেট করি রহে লাজে ম্রিয়মাণ।

(৩)

শুধু মিতাচারী নাহি ছিলেন সংগ্রাম,
দৃঢ়-চিত্ত ছিল তথা সর্ব্বগুণধাম।
নির্দ্দোষে কখন দণ্ড রাণা নাহি দিত,
দোষী হলে তারে নাহি করুণা করিত।
সর্দ্দার দেরিয়াবুদ করে বহু দোষ,
ক্রোক করে বিত্ত তার হয়ে অসন্তোষ।
অনুরোধ কেহ নাহি করে দোষী ব'লে,
সর্দ্দার পাইতে রক্ষা চলিল কৌশলে।
মাতৃভক্ত ছিল রাণা জানে সর্ব্বজন,
না নমি মায়েরে নাহি করিত ভোজন।
দুলক্ষ টাকার খত সহ আবেদন,
সর্দ্দার পাঠায় রাজমাতার সদন।
ভোজনের কালে গেল মায়ের গোচরে,
আবেদন পত্র মাতা দিল পুত্র-করে।
কি করে মাতার আজ্ঞা নাযায় লঙ্ঘন,
মন্ত্রীরে ডাকিয়া করে আদেশ তখন।
সর্দ্দারের যত বিত্ত দাও তারে ছেড়ে,
খত ফিরাইয়া দিতে বলিলা মায়েরে।
সে হইতে মাতৃপদ না করে দর্শন,
না পায় খুজিয়া মাতা তাহার কারণ।
সদাই পুত্রের কাছে খবর পাঠায়,
অবসর নাই বলি রাণা নাহি যায়।
সহচরীগণে মাতা জ্বালাতন করে,
কভু অনাহারে রহে পুত্রে ক্রোধভরে!
অবশেষে তীর্থে যেতে করিল মনন,
তথাপি না দেখে মাতা পুত্রের বদন।
বিষণ্ণা হইয়া মাতা তীর্থে চলে যায়,
কন্যার বাড়ীতে গেল মনোদুঃখে হায়।
জামাতা অম্বর-পতি শ্বশ্রূ-আগমনে,
কাঁধে করি নিয়ে গেল[১] আপন ভবনে।
শ্বশুরীর মনোব্যথা করিয়া শ্রবণ,
কহিলা করিতে শান্ত সংগ্রামের মন।
দর্শন করিয়া তীর্থ ফিরিতে মিবারে,
জামাতাও আসে সঙ্গে দেখিতে রাণারে
বুঝি জয়সিংহ কেন ক'র আগমন,
আগে যেয়ে মাতৃপদ করিল দর্শন।

১—রাজপুত-শিষ্টাচার।

নমিয়া মায়েরে রাণা কহিলেন ধীরে,
"উচিত ঘরের কথা না বলা বাহিরে।"

(৪)

যেমতি কর্ত্তব্যবান তথা বীর্য্যবান,
করিত সদাই রাণা বীরের সম্মান।
একদা সংগ্রামসিংহ বসেছে ভোজনে,
আসিল সম্বাদ দেশ লুণ্ঠে দস্যুগণে।
ছাড়িয়া ভোজন-পাত্র উঠিলা ত্বরিত,
করিয়া নাগরা ধ্বনি হইলা সজ্জিত।
রণবাদ্য শুনি সব আসে দলে দলে,
পাঠানে শাসিতে রাণা বলিলা সকলে।
কহিলা সর্দ্দার "তুচ্ছ শক্রর দমনে,
মহারাজ গেলে আর কি কাজ জীবনে।
আমরা যাইব, দুষ্টে করিব দমন,
তব যোগ্য শক্র নহে পাঠান কখন।
কানোড় সর্দ্দার বৃদ্ধ অতি রুগ্ন ছিল,
ক্ষণকাল পরে সেও হাজির হইল।
রণে যেতে রাণা রুগ্নে করিলা বারণ,
কহে সে "চরণে প্রভু করি নিবেদন।
এখনো রয়েছে শক্তি ধরিবারে অসি,
না যাইয়ে রণে কেন ঘরে থাকি বসি।
তোমার সেবায় যদি যায় এ জীবন,
তাহলে বুঝিব মম সার্থক মরণ।"
রাণারে রাখিয়া সবে চলিল সমরে,
পাঠানে করিয়া ধ্বংস ফিরে এল ঘরে,
কানোড় সর্দ্দার যুদ্ধে হারাইল প্রাণ,
আহত হইয়া ফিরে তাহার সন্তান।
কানোড়ের পুত্রে রাণা বীরা [১] দিল করে,
আনন্দিত হয়ে বীর কহে নরবরে।

১—বীরা=তাম্বুল, রাজা যাহাকে স্বহস্তে বীরা দান করেন তাহার সম্মান বৃদ্ধি হয়।

"পিতৃ বিনিময়ে দিয়ে অমূল্য রতন,
সার্থক করিলে আজি দাসের জীবন।"

(৫)

মালবে যবন সৈন্য করিয়া নিধন,
শালুম্ব্রা সর্দ্দার করে রাণারে দর্শন।
সর্দ্দার বিদায় হয়ে ফিরে গেলে ঘরে,
এক চাটুকার তাঁর বৃথা নিন্দা করে।
অবিশ্বাস করি দুষ্টে অতি ঘৃণাভরে,
পুরস্কার দিতে রাণা ডাকে বীরবরে।
রণ শ্রান্ত চন্দাবৎ না পশিতে পুরে,
রাজ-অনুচর যেয়ে পত্র দিল শূরে।
প্রভুর আহ্বান শুনি ব্যস্ত হয়ে অতি,
রাজপদে রাত্রিকালে আসে মহামতি।
রাণার রন্ধন গৃহ হইতে খাবার,
অনুচর সহ রাত্রে পাইল সর্দ্দার।
প্রভাতে উঠিয়া করি ভূমি-বৃত্তি দান,
শালুম্ব্রা সর্দ্দারে রাণা করিলা সম্মান।
সর্দ্দার বিস্ময়ে বলে "একি মহারাজ,
কেন এই পুরস্কার, কি করেছি কাজ!
মিবারের হিততরে চন্দ বংশধর,
প্রাণ দিতে নহে কভু কুণ্ঠিত অন্তর।
করেছি কর্ত্তব্য, নাহি চাহি পুরস্কার,
পুরস্কার যোগ্য নহে শালুম্ব্রা সর্দ্দার।
অনুগ্রহ কর দাসে হয় যদি প্রীতি।
মহারাজ কর আজ্ঞা হোক্ এই রীতি।
গত রাত্রে পাইয়াছি যে রাজ-প্রসাদ,
বংশক্রমে পাই যেন সেই আশীর্ব্বাদ।
মহামতি রাণা তাহে সম্মত হইল,
শালুম্ব্রা পতির তাতে গৌরব বাড়িল।
এখনো সে বংশধরে করিলে আহ্বান,
রাজ-খাদ্য পায় তারা, রয়েছে বিধান।

অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য করেন শাসন,
অষ্টাদশ বার তাঁরে আক্রমে যবন!
বাপ্পার বংশের তিনি রাখেন সম্মান,
শত্রু করে পায় নাই কভু অপমান।
পাঞ্চোলী বিহারী দাস ছিল মন্ত্রী তাঁর,
মিবারের মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বলি খ্যাতি যাঁর।
প্রজার অশেষ হিত করিয়া সাধন,
চারি পুত্র রাখি করে স্বর্গেতে গমন।

রাণা দ্বিতীয় জগতসিংহ

শিবাজী উপাখ্যান।

সংগ্রামের মৃত্যু-পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর,
জগৎ হইয়ে রাণা[১] শাসেন মিবার।
প্রবল মোগল আর দীপ্ত রাজপুত,
এতদিন ভারতেতে ছিল বলযুত।
বিধাতার চক্রবলে দ্বিশক্তি নাশিতে,
দাক্ষিণাত্যে মহাশক্তি জাগে আচম্বিতে
কেবা সে প্রবল শক্তি করিল সৃজন,
তাহার বর্ণনা কিছু করহ শ্রবণ।
রাণা লক্ষ্মণের পুত্র কেবল অজয়
চিতোর ধ্বংসের কালে প্রাণে রক্ষা হয়
সুজনশ্রী নামে ছিল তাঁহার নন্দন,
না পারিল মুঞ্জা দস্যু করিতে দমন।
হামীর দমিলে তারে মহাত্মা অজয়,
পরাইল রাজটীকা হইয়া সদয়।
সুজন তাহাতে অতি হয়ে হতমান,
মনদুঃখে দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া যান।
কালে তাঁর বংশ-তরু শাখা প্রশাখায়,
ছাইয়ে দক্ষিণাপথ ছায়া দিল তায়।

[১]—১৭৩০ খৃষ্টাব্দে।

সুজনের বংশে জন্মে সাহাজী সুমতি,
বিয়ে করে লুখজীর কন্যা বীর্য্যবতী।
আদিল নিজাম শাহী মোগল তখন,
ভারতে যবন পাৎসা ছিল তিনজন।
আদিলে জামাতা আর নিজামে শ্বশুর,
সেনাপতি রূপে সেবিতেন দুই শূর।
দুই রাজ্যে একবার বাজে মহারণ,
পিতার করেতে কন্যা রণে বন্দী হন।
শিউনারী দুর্গতলে রাখিল কন্যারে,
প্রসব করিল পুত্র সেই কারাগারে।
শিবাই চণ্ডিকা দেবী করি আরাধন,
লভিলেন জীজাবাঈ তনয় রতন।
শিবাজী রাখিল নাম প্রীত হয়ে অতি,
অচিরেতে জননীর ঘুচিল দুর্গতি।
স্ত্রী পুত্রে উদ্ধার করি শাহাজী প্রধান,
পুনা দেশে রাখিলেন হয়ে সাবধান।
শিক্ষক দাদোজী কোণ্ডদেবে নিয়োজিল,
রামায়ণ ভারতাদি শিখাতে লাগিল।
শিখাইত রণ-বিদ্যা, তুরঙ্গ-চালন,
রাজনীতি ধর্ম্মনীতি জ্ঞান বিলক্ষণ।
বালক সপ্তম বর্ষে বিজাপুরে যায়,
পিতার প্রভুর পদে মাথা না নোয়ায়।
শুধাইল কোণ্ডদেব ফিরিয়া ভবনে,
"কেন শিববা না নমিলি রাজার চরণে?"
শিষ্য বলে গুরুদেব "বলিছ কেমন!
ক্ষত্রের নমস্য কেবা বিনে গো ব্রাহ্মণ।
গো ব্রাহ্মণ হত্যা যেই করিছে নিয়ত,
সেই যবনের পদে হইব প্রণত?"
চুপ্ করিলেন কোণ্ড, মনে প্রীত হন,
বুঝিলা সুক্ষেত্রে শস্য হয়েছে বপন।
পূর্ণ শিক্ষা দিতে শিষ্যে ঘুরে গুরু তাঁর,
দেখাইয়া দেশে যবনের অত্যাচার।

দেবের মন্দির ভগ্ন, গোহত্যা ভীষণ,
যত দেখে শিবাজীর কেঁদে উঠে মন।
বন্দিনীর পুত্র শিবা বিধি করে মন,
ঘুচে যাক্ তার করে মায়ের বন্ধন।
দেশের জীবনী শক্তি রহে নিম্ন স্তরে,
বাণী-ভক্ত ধনী বাঁচে তার কাঁধে চড়ে।
বুঝি এই সার সত্য শিববা বিচক্ষণ,
প্রাণভরে' হীন জনে দিল আলিঙ্গন।
অসভ্য মবলা যারা থাকিত পাহাড়ে,
আজীবন কাটে যারা খাটিয়া সংসারে,
বীরমন্ত্র করি তার কর্ণে উচ্চারণ,
দুর্দ্দম প্রচণ্ড সৈন্য করিল সৃজন।
ঘোষণা করিলা বীর "দেশ ধর্ম্ম আর
যে দেখিবে শত্রুভাবে, শত্রু সে আমার
না করিব ভেদ আমি হিন্দু কি যবন,
দেশ ধর্ম্ম গো ব্রাহ্মণ করিব রক্ষণ।"
ভবানীর উপাসক ছিল বীরবর,
অসির ভবানী নাম রাখে মনোহর।
হামীরের রণপ্রথা করিয়া গ্রহণ,
প্রকাশ্য সমরে নাহি আসিত কখন।
বনে বনে ঘুরে, আর পাইলে সুযোগ,
আক্রমি যবনগণে ঘটায় দুর্যোগ।
অল্প দিনে আদিলের বহু দুর্গবল,
ধীরে ধীরে বালকের হয় করতল।
শুনিয়া পাৎসার মন কাঁপিয়া উঠিল,
পুত্রের দমন তরে পিতারে বাঁধিল।
বায়ুশূন্য কারাগারে করিল ক্ষেপণ,
পিতার বন্ধন বীর করিল মোচন।
আদিলের সেনাপতি আঝলখান,
শিববারে করিতে বন্দী বহু সৈন্যে ধা'ন
কৌশলে শিববারে বীর করিতে নিধন,
আপন শিবির মাঝে করে নিমন্ত্রণ।

চতুর শিবাজী বুঝি আব্‌ঝলের ছল,
গোপনে পরিয়া অস্ত্র যায় তাঁর স্থল।
আব্‌ঝল মারিতে তাঁরে করিলে যোগাড়,
ব্যাঘ্রনখে[১] বীরবরে করিলা সংহার।
ক্রমে ক্রমে আদিলের হইল পতন,
আরংজেব উগ্রমূর্ত্তি করিল ধারণ।
পুনা দুর্গে সায়েস্তা খাঁ মাতুল তাঁহার,
বীরগর্ব্ব করে' ছিল বিক্রমে দুর্ব্বার।
বরযাত্রী বেশে শিবা নিশির আঁধারে,
বিংশ অনুচর সহ আক্রমিল তাঁরে।
পলাইতে শায়েস্তার অঙ্গুলি ছিঁড়িল,
শিবাজীর করে তার তনয় মরিল।
কৌশলে ধরিতে সন্ধি করিয়া বন্ধন,
আরঙ্গ স্বরাজ্যে তাঁরে করে নিমন্ত্রণ।
দিল্লীতে যাইয়া শিবা দেখে বেগতিক,
কারাগারে বদ্ধ যেন চৌদিকে সৈনিক।
করিয়া রোগের ভাণ, রোগ শান্তি তরে,
মিস্টান্ন পেটীকা ভ'রে দ্বিজে দান করে।
পিতা পুত্র একদিন পশি পেটীকায়,
সম্রাটের হাত হতে কৌশলে পলায়।
সম্রাট জুড়িল রণ করি অতি রোষ,
শূন্য করে সৈন্যাগার পূর্ণ রাজকোষ।
বহু মতে শিবাজীরে করে অত্যাচার,
শির না নোয়ায় বীর চরণে তাহার।
তপ্ত লৌহ খণ্ড যথা বাড়ে দণ্ডাঘা'তে,
তেজোময় শিবাজীর শক্তি বাড়ে তাতে।
দুর্গ শিউনারী যার সূতিকা ভবন,
গর্ভে থাকি শুনে যেই কামান্ গর্জ্জন।
আরাধ্যা ভবানী যার, জন্ম যার রণে,
সেকি করে রণে ভয়?—যুঝে প্রাণপণে।

১—অস্ত্রবিশেষ

শিবার কুপুত্র জন্মে শম্ভুজী পামর,
আরঙ্গ ভুলায়ে নিল তাঁহার গোচর।
শম্ভূরে সম্মুখে ধরি জুড়িলেন রণ,
যুঝিবেনা ভাবি পিতা পুত্রের মরণ।
বীর বলে "দেশ ধর্ম্ম শত্রু যেবা হয়,
বধ্য সে নিশ্চয়, যুঝ নাহি কোন ভয়।"
ধন মান সম্রাটের সব হল শেষ,
পারিল না কাঁপাইতে শিবাজীর কেশ।
বিন্ধ্যগিরি পদ হতে দক্ষিণে সাগর,
স্থাপি হিন্দু-রাজ্য ধর্ম্ম রক্ষে নিরন্তর!
ভবানী না দিলে অসি শিবাজীর করে,
পশিত হিন্দুর ধর্ম্ম পাৎসার উদরে।
রামদাসস্বামী ছিল গুরু শিবাজীর,
যথা শিষ্য তথা গুরু জ্ঞানেতে গভীর।
স্বামীজী সহায় তাঁর ছিল অনুক্ষণ.
ধর্ম্মরক্ষা তরে মাতাইল হিন্দুগণ।
অভিষেক সভা স্বামী করে আবাহন,
ভারতের যত দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
'মুসলমান' 'পর্ত্তুগীজ' 'ইংরাজ' 'ফরাসী'।
ভেট নিয়ে উপস্থিত, প্রসাদ প্রয়াসী।
স্বামীজী মুকুট শিরে করিল স্থাপন,
'জয় শিবাজীর' বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
একদা শিবাজী বসি করে রাজকাজ,
অন্যদ্বারে "ভিক্ষাং দেহি" বলে যোগীরাজ।
শিবাজী শুনিয়া লাজে ছুটিল সত্বর,
রাজ্য-দান-পত্র দিল থলীর ভিতর।
যোগী বলে "কাগজে কি কারো ক্ষুধা হরে?
এই কি দিলিরে শিব্বা আসি চুপ্ করে?"
পত্র পাঠ করি স্বামী মাথে দিল হাত,
বলে "শিব্বা একি তুই ঘটালি উৎপাত।
প্রাণের সাধনা মম করিলি বিফল,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কেন করিলে নিষ্ফল।
ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, রাজ্যে নাহি মোর আশ,
কি করিবি ক্ষত্র তুই, রাজ্য হবে নাশ।"
ফিরে নাহি লয় দান গুরু কত বলে,
প্রতিনিধি হয়ে শেষে রহে রাজ্যতলে।
স্ব পতাকা ছাড়ি করে গুরুর সম্মান,
গৈরিক বসনে ধ্বজা করিল নির্ম্মাণ।
বহুদিন গুরু-সেবা ভাগ্যে না ঘটিল,
বায়ান্ন বছরে শিবা স্বর্গেতে চলিল।
আরঙ্গের বুক হ'তে নামিল পাষাণ,
হিন্দুর বুকের ঢাল করিল প্রস্থান।
ধন্য গুরু, ধন্য শিষ্য, চরিত্র মহৎ,
মাঝে মাঝে এসে কর পবিত্র জগৎ।
অশিক্ষিত অল্প সৈন্য, বিপক্ষে সম্রাট,
এত অল্প কালে রাজ্য স্থাপিল বিরাট।
হেন ভাগ্যবান হেন মহাশক্তিধর,
জগৎ পেয়েছে অতি অল্পই খবর।

মহারাষ্ট্র শক্তি।

আরঙ্গের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম যবে
কেঁদেছিল নিরুপায় 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে
ভবানী সদয়া হয়ে শিবাজীর করে,
তুলে দিল অসি তাঁর ধর্ম্মরক্ষা তরে।
রাখিল শিবাজী সেই অসির সম্মান,
যবনের মহা শক্তি করি খান খান।
সদর্পে যবন গর্ব্ব করিয়া চূর্ণিত,
সুবিশাল হিন্দুরাজ্য করিল স্থাপিত।
উত্তরে নর্ম্মদা নদী দক্ষিণে সাগর,
করিলেন করতল সেই বীরবর।
এই মহারাজ্যকেই মহারাষ্ট্র বলে,
সেই রাজশক্তি মহারাষ্ট্র নামে চলে।

দেশ ধর্ম্ম তরে কাঁদে শিবাজীর প্রাণ,
সহায় হইল তাঁরে তাই ভগবান।
নিরীহ কৃষক আর বন্য দস্যু লয়ে,
কার সাধ্য স্থাপে রাজ্য অত্যল্প সময়ে ?
শিবাজী বুঝিলা তিনি হিন্দুর সন্তান,
বিশাল ভারতবর্ষ হয় হিন্দুস্থান।
হিন্দু-দেশ হিন্দু-ধর্ম্ম হিন্দুর রক্ষণ,
জীবনের ব্রত করে সাধনার ধন।
দেবতার অবতার ভাবি তাঁরে মনে,
যেথায় যে হিন্দু আছে পূজে সর্ব্বক্ষণে।
তাঁর বংশধর যদি ধরিত সে ব্রত,
হিন্দু মহারাষ্ট্র হত সমগ্র ভারত।
হায় হায় কি বলিব ফেটে যায় প্রাণ,
তাঁর ভাব তাঁর সঙ্গে করিল প্রস্থান।
বহু হিন্দুবীর তিনি করেন সৃজন,
করিল না কেহ তাঁর পদাঙ্ক শরণ।
সংযম বিহীন শক্তি অতি ভয়ঙ্কর,
তাহাতে জগৎ ধ্বংস হয় নিরন্তর।
অনলশালায় বদ্ধ রহিলে আগুন,
তাহাতে প্রাণীর করে বহু বহু গুণ।
বিক্ষিপ্ত করিলে অগ্নি পোড়াইয়া দেশ,
আপনা আপনি শেষে হয় ভস্মশেষ।
বীরাচার দুরাচারে পরিণত করি,
বংশধর দিল কালি তাঁর যশোপরি।
দলে দলে আসি দেশ করে আক্রমণ,
হতশ্রী করিত তারে করিয়া লুণ্ঠন।
ধন রত্ন লয়ে শেষে পলাইয়া যেত,
বিজিত দেশের পানে ফিরিয়ে না চেত।
না করিত ভেদ তারা হিন্দু মুসলমান,
সাম্রাজ্য বিস্তারে নাহি ছিল যত্নবান।
শুধু অর্থ শুধু অর্থ করিয়া আকুল,
অনর্থ ঘটায়ে শেষে হইল নির্ম্মূল।

ভয়ে পলাইত লোক—নামের মহিমা,
এখনো ডাকের কথা "বর্গীর হাঙ্গামা।"
'হুল্কার' 'সিন্ধিয়া' আর 'পুয়ার' সকল,
নিরীহ প্রকৃতি ছিল সরসীর জল।
কেহবা কৃষক ছিল কেহ অজপাল,
শান্তি সুখে করে বাস চালাইয়া হাল।
শিবাজী বংশের করি দৃষ্টান্ত গ্রহণ,
ক্রমেতে হইল তারা দুর্দ্দান্ত ভীষণ।
সকলে মিলিয়া এক বেঁধে গেল দল,
করিল ভারতবর্ষ তারা রসাতল।
যবনেরা অত্যাচারী ছিল বহুমতে,
এ হেন অনিষ্টকারী আসেনি ভারতে।
হিন্দু যবনের বংশ করিয়া নিধন,
আপনার খাতে শেষে ডুবিল আপন।

মহারাষ্ট্রের দিল্লী আক্রমণ। [১]

হায়দারাবাদ রাজ্য করিয়া স্থাপন,
নিজাম স্বাধীন হয়ে করেন শাসন।
মোগলের সেনাপতি মোবারিজ খান,
নিজাম-বিপক্ষে করে যুদ্ধ অভিযান।
মোবারিজ-মুণ্ড কাটি রাজদ্রোহী বলে',
নিজাম সম্রাটে ডালি দিল কুতূহলে।
নিজামের মনোভাব বুঝিল সকল,
কি করিবে তারে আর সম্রাট দুর্ব্বল।
তাতেও নিজাম নাহি শান্তি পায় মনে,
করিল বিশেষ চেষ্টা সম্রাট-দমনে।
মহারাষ্ট্র বীরবর বাজীরাও ছিল,
পশিতে মালব রাজ্যে কুমন্ত্রণা দিল।

১—১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে।

নিজামের বল পেয়ে মহারাষ্ট্রগণ,
লইল মালব রাজ্য করি আক্রমণ।
মালব দখল করি পশিল গুর্জ্জরে,
রাঠোরে করিয়া দূর অধিকার করে।
এই রূপে মহারাষ্ট্র হয়ে বলবান
দিল্লীর দুয়ারে আসি ধ্বনিল বিষাণ।
ক্ষীণবল মহম্মদ মোগল সম্রাট,
দেখিল ঘটেছে তাঁর বিষম বিভ্রাট।
মহারাষ্ট্র অত্যাচারে বাঁচাতে পরাণ,
চৌথ-দানে মহম্মদ পায় পরিত্রাণ।
চৌথ পেয়ে বাজীরাও ফিরে গেল দেশে,
ভীষণ বিপদে পড়ে দিল্লী তার শেষে।

নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণ।

সম্রাট অযোধ্যা যারে করিলেন দান,
করে বাহাদুর জঙ্গ উপাধি প্রদান।
কৃতঘ্ন সৈদত খাঁ প্রতিদান দিতে,
নিষ্ঠুর নাদিরশাহে ডাকিল দিল্লীতে।
নাদির ইস্‌লাম ধর্ম্মী পারস্য ভূপতি,
আক্রমিতে দিল্লী-রাজ্য আসে ঝড়-গতি
হিন্দুসনে ঘোর দ্বন্দ্ব করি অবিরল,
মোগল সম্রাট আজি আছে হীনবল।
করিলেন মহম্মদ আকুল আহ্বান,
রাজপুত তাঁর ডাকে নাহি দিল কাণ।
নিজাম আপন সেনা করিয়া সজ্জিত,
সম্রাটের সেনা সহ হইল মিলিত।
দুদল মিলিত হয়ে ছুটিলেন ক্রমে,
নাদিরের গতিরোধ করিতে বিক্রমে।
পারশ্যের বীর তেজে তুলার মতন,
হইল কর্ণাল-ক্ষেত্রে সমূলে দহন।

১—১৭৪০ খৃষ্টাব্দে।

স্বমন্ত্রী সম্রাট বন্দী হইলেন রণে,
উভয়ে লইল বাঁধি জেতার চরণে।
কি করিবে নাহি কুল গেল নাম ধাম,
সন্ধি করিবারে দ্রুত ধাইল নিজাম।
অর্থ লয়ে দেশ ছেড়ে যাইতে নাদির,
নিজামের সহ সন্ধি করিলেন স্থির।
হায় হায় কি বলিব পরাণ বিদরে,
গোপনে সৈদত বলে নাদিরের তরে।
"রাজ-কোষে বহু অর্থ রয়েছে মজুত,
বঞ্চনা করেছে তোমা সম্রাটের দূত।
সেই অর্থ দিতে পারে একাকী নিজাম,
এত কম নিয়ে কেন ফির নিজ ধাম ?"
সৈদতের কথা শু'নে বিজয়ী নাদির,
সংগ্রহ করিতে অর্থ হইল অস্থির।
নিজামের সন্ধি পত্র উড়াইয়া দিল,
দুরাশায় মত্ত হয়ে পুরীতে ছুটিল।
অপমান করে যদি দিল্লীর ঈশ্বরে,
পাপিষ্ঠ নাদির অর্থ পাবে মনে করে।
সম্রাটে লইয়া সঙ্গে বন্দীর মতন,
শিবিরের মধ্য দিয়া করিলা গমন।
মোগলের সিংহাসনে গর্ব্বেতে বসিল,
ধন ভাণ্ডারের চাবি কাড়িয়া লইল।
হায় হায় এত দিনে ময়ূর-আসন,
মোগলের প্রতি স্নেহ দিল বিসর্জ্জন।
আপনার নামে মুদ্রা করিয়া বাহির,
লিখিলেন তার পরে বিজয়ী নাদির।
"সর্ব্বাধি-রাজার রাজ এ জগতীতলে,
নাদির রাজার রাজা শাসিবে সকলে"।
দিল্লী-কোষাগার হতে নিয়ে যত ধন,
সৈদত খাঁএর পরে পড়িল নয়ন।
আজ্ঞা দিলা সৈদতেরে যত বিত্ত আছে,
বিশুদ্ধ তালিকা এক দিতে তাঁর কাছে

শুনিয়া সৈদত খাঁ চক্ষু করে স্থির,
কোথা যাবে কি করিবে ভাবিয়া অস্থির।
কৃতঘ্নের জ্ঞান চক্ষু হল উন্মীলিত,
বুঝিলেন প্রায়শ্চিত্ত কাল উপস্থিত।
সদত সচিব সহ করি বিষপান,
নাদিরের কর হতে পায় পরিত্রাণ।
সম্রাটের সৈদতের লুন্ঠি যত ধন,
নাদিরের ধন-তৃষ্ণা বাড়িল ভীষণ।
ঢক্কা-নাদে দিল্লী মাঝে ঘোষণা প্রচারে,
সার্দ্ধ দুই কোটী টাকা আরো দিলে তারে,
তাহলে ভারত ছেড়ে করিবে প্রস্থান,
নতুবা করিবে নিজে আদায় বিধান।
সিন্ধাবাদ দৈত্য সম চেপে আছে কাঁধে,
কারো শক্তি নাহি দূর করিবে সে ব্যাধে।
হতশ্রী হয়েছে দিল্লী, নাহি কারো ধন,
নাদিরশাহের বাঞ্ছা কে করে পূরণ।
টাকা আদায়ের তরে করে যে উপায়,
শরীর রোমাঞ্চ হয় বুক ফে'টে যায়।

নাদিরের অত্যাচার !

আলাদিন আকবর দিল্লীপতি গুণধর
বাহাদুর মালব নরেশ,
চিতোরের বক্ষঃপরে যেই অত্যাচার করে
সে কাহিনী বলেছি বিশেষ।
বিধাতা করিয়া ক্রোধ দিতে পূর্ণপ্রতিশোধ
নাদিরে পাঠায় দিল্লী' পর,
তিন বীরে তিন বার করে যেই অত্যাচার
নাদির করিল একেশ্বর।
যমের দূতের মত নাদিরের সেনা যত
দণ্ড-করে করিছে লুন্ঠন,
নাহি মানে ধর্ম্ম-ভাই পর্দ্দার দোহাই নাই,
অন্তঃপুরে করিছে গমন।
পতি পুত্র ভ্রাতাগণে নাহি মানে নাহি গণে
নারী ধরে' করে অত্যাচার,
"মুদ্রা দাও মুদ্রা দাও" নতু রসাতলে যাও
পিশাচেরা ছাড়িছে চীৎকার।
চাহিছে পলাতে যেই শক্রুরা ধরিছে সেই
পাথেয় লইছে কেড়ে তার,
কিবা ধনী কিবা দীন সকলে সহায়হীন
মৃত্যু বিনে গতি নাহি আর।
দুহিতা ভগিনী জায়া সকলের ছাড়ি মায়া
নাগরিক বধে নিজ করে,
পরে আপনার বুকে অসি বিদ্ধ করি সুখে
ছাড়ে পাপ ধরা অকাতরে।
হঠাৎ উঠিল রোল পড়ে গেল গণ্ডগোল
নাদিরের হয়েছে মরণ,
ত্যজি শঙ্কা অসি করে নাগরিক রোষভরে
শক্রুগণে করে আক্রমণ।
উঠি মজিদের পরে নাদিরশা উচ্চৈঃস্বরে
আজ্ঞা দিল নিজ সৈন্যগণে,
"কিবা বাল বৃদ্ধ নারী আশু ধ্বংস কর তারি,
বেঁচে আছি নাহি ভয় মনে"।
পারসিক সৈন্যগণ হল আনন্দিত মন
নাগরিক ভয়েতে পলায়,
লাঠা লাঠি কাটা কাটি শোণিতে পঙ্কিল মাটি
ছিন্ন দেহ ধূলাতে গড়ায়।
দুরন্ত নাদির সৈন্য নাহি জ্ঞান পাপ পুণ্য
ঘরে ঘরে অগ্নি দিল জ্বালি,
কারে খণ্ড খণ্ড করে কাহারে জীয়ন্ত ধরে
প্রদীপ্ত অনলে দেয় ডালি।
অনাথের চীৎকার অনলের হুহুঙ্কার
পাষণ্ডের প্রলয় গর্জ্জন,

করেছে নরক সৃষ্টি, বিধাতার কোপদৃষ্টি
মূর্ত্তিমান জ্বলন্ত ভীষণ।
ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির মিলে ভাই পঞ্চবীর
অশ্বমেধ যজ্ঞ যথা করে,
হায় সেই পুণ্য দেশে কি ঘটিল অবশেষে
স্মরিতেও পরাণ বিদরে।
এক দিনে শত্রু-করে দেড় লক্ষ লোক মরে,
মরক দুর্ভিক্ষ পরে কাল
দেখা দিল ভীম বেশ, বাকী যা করিল শেষ,
টাকায় দুসের বেচে চাল্।
এরূপে নাদির হস্তে পাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থে
নরমেধ যজ্ঞ হল শেষ,
সম্রাটে শৃগাল করি রাখিয়া শ্মশানোপরি
পাপিষ্ঠ ফিরিল নিজ দেশ।
ধন রত্ন যত ছিল ময়ূর আসন নিল,
মহম্মদ শেষে সন্ধি করে,
সিন্ধুর পশ্চিম তীরে আর না যাইবে ফিরে,
দিল খত আত্মরক্ষা তরে।

মহারাষ্ট্রের মিবার আক্রমণ।

যখন নাদিরশাহ ভারতে পশিল,
ভীষণ অনৈক্য মাঝে দেশ ডুবে ছিল।
মহারাষ্ট্র রাজপুত মিলিলে মোগল,
নাদিরে ছিলনা শক্তি পশে দিল্লীতল।
নাদির চলিয়া গেল ভারত শীতল,
মহারাষ্ট্র বাহিরিল ছাড়ি শয্যাতল।
যেই দিন দিল্লীপতি আকুল হৃদয়ে,
বাজীরায়ে দিল চৌথ কাঁপি ভয়ে ভয়ে;
সেইদিন বুঝিলেন মহারাষ্ট্রগণ,
ভারতে তাদের পথ প্রসর এখন।
বাহুবলে মহারাষ্ট্র হইয়া গর্ব্বিত,
মিবারের দ্বারে আসি হয় উপস্থিত।
গজ-যুদ্ধ দেখে রাণা কাটাইত কাল,
আলস্যে বিলাসে মগ্ন ছিল চিরকাল,
গিহ্লোটের যোগ্য রাণা ছিল না জগৎ,
রাজগুণ বীরগুণ ছিলনা মহৎ।
অসম্ভব তাঁর পক্ষে মহারাষ্ট্রসনে,
পূর্ব্ব পুরুষের বলে প্রবেশিবে রণে।
শালুম্ব্র সর্দ্দারে রাণা আর মন্ত্রিবরে,
পাঠাইয়া দিলা বাজীরাওর গোচরে।
ষোড়শ অযুত মুদ্রা কর করি পণ,
মহারাষ্ট্র সঙ্গে হল সন্ধি সংস্থাপন।
দশবর্ষ মহারাষ্ট্র নিয়ে গেল কর,
শেষে করিলেন দাবী রাজস্ব-উপর।
ঘুম হতে রাজপুত পাইল চেতন,
আবার ত্রিবল সন্ধি বুঝে প্রয়োজন।
দেবতার নামে করি শপথ গ্রহণ,
তিন রাজ্যেশ্বর সন্ধি করিলা স্থাপন।
মারবার রাজপুত বিজয়ের করে,
মিবারের রাণা কন্যা সম্প্রদান করে।
তিন রাজা যত দিন ছিল এক হয়ে,
না আসিল মহারাষ্ট্র তাঁহাদের ভয়ে।
না রহিল সেই সন্ধি বহুদিন জুড়ে,
বালির বন্ধন সম গেল ভেঙ্গে চূরে।

ত্রিবল সন্ধির বিষফল।

ত্রিবল সন্ধিতে সত্য ডুবিল মোগোল,
আত্ম-পরিবার মাঝে বাজে মহা গোল।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজস্থানে সিংহাসন পায়,
ত্রিবল সন্ধিতে তাহা লুপ্ত হয়ে যায়।

ঘরে ঘরে অগ্নিশিখা জ্বলিল ত্বরিত,
সেই পথে মহারাষ্ট্র হল উপস্থিত।
তাতে রাজপুত-বংশ গেল রসাতল,
মহারাষ্ট্র কৈল যাহা করেনি মোগল।
নাদির চলিয়ে গেলে দ্বিবৎসর পরে,
অম্বরের অধিপতি জয়সিংহ মরে।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হয় নীতি পূর্ব্বতন,
অম্বরে ঈশ্বরীসিংহ পায় সিংহাসন।
ত্রিবল সন্ধির পরে অম্বর-ঈশ্বরে,
জয়সিংহে অমরের কন্যাদান করে।
মিবার দৌহিত্র মধুসিংহ জন্ম লয়,
সন্ধি মতে সিংহাসন তাঁর প্রাপ্য হয়।
ঈশ্বরী লঙ্ঘিয়া সন্ধি বসে সিংহাসনে,
অম্বরেতে দলাদলি হল সে কারণে।
একদল মধু-পক্ষ করে সমর্থন,
ঈশ্বরীরে তাড়াইতে করিল মনন।
করিলেন মিবারের সাহায্য গ্রহণ,
সেনা পাঠাইয়া দিল মিবার তখন।
কোটা-বুন্দি-অধিপতি রাণা-পক্ষ হয়ে,
ঈশ্বরীর বিপক্ষেতে গেল সৈন্য লয়ে।
ঈশ্বরীর বল শুধু ঈশ্বর কেবল,
মধু-পক্ষে মিলিয়াছে তিন রাজ-বল।
অন্যায়ের পক্ষ যেই করে সমর্থন,
বিবেক তাহার বল করেন হরণ।
দুই দলে বেঁধে গেল ভীষণ সমর,
ঈশ্বরী হইল জয়ী সবার উপর।
পরাজিত হয়ে সৈন্য ফিরিলে মিবারে,
ক্রোধেতে জগতসিংহ সবে তিরস্কারে।
গিহ্লোটকুলের অসি বেশ্যার করেতে,
অর্পণ করিয়া রাণা কহিলা ক্ষোভেতে।
"পতিত দশায় হেন, রমণীর করে
এই অসি দেখি যেন বেশ শোভা ধরে।"

শুনিয়া রাণার কথা সৈন্যগণ সবে,
অধোমুখে গৃহপানে ফিরিল নীরবে।
ঈশ্বরী হলনা তুষ্ট পেয়ে সিংহাসন,
হারাবতী দমনেতে গেল তাঁর মন।
আপ্পাজি নামেতে ছিল সিন্ধিয়া প্রধান,
ঈশ্বরীরে করে তিনি সাহায্য প্রদান।
কোটা বুন্দি দুইজনে মিলে আক্রমিল,
হাররাজ বিক্রমেতে ব্যর্থ করে দিল।
এক হস্ত সিন্ধিয়ার গেল সে সমরে,
ঈশ্বরী হারিয়ে শেষে ফিরে গেল ঘরে।
সিন্ধিয়ার করে কেহ না পাইল ত্রাণ,
দুই পক্ষ করে তাঁরে বহু অর্থ দান।
দুর্ব্বুদ্ধি জগতসিংহ মিবারের পতি,
ঈশ্বরীরে দিতে শাস্তি করিল যুকতি।
আপনার নাহি বল কি করে এখন,
মুলহর হুলকারে লইল শরণ।
এই সন্ধি হল স্থির মিবারের সনে,
হুল্কার ঈশ্বরী হতে দিলে সিংহাসনে।
চৌষট্টি লক্ষ মুদ্রা রাণা দিবে তাঁয়,
এইরূপে রাজপুত ডুবে গেল হায়।
শুনিয়া ঈশ্বরীসিংহ এ'সন্ধি বন্ধন,
ভয়ে বিষপানে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
বিনা বলে মধুসিংহ হইলেন রাজা,
মাঝেতে পড়িয়া রাণা পাইলেন সাজা।
কড়া গণ্ডা করে বুঝে লইল হুল্কার,
মিবারের বুকে হুল ফুটিল তাঁহার।
অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন,
অগৌরবে রাণা শেষে ত্যজিল জীবন[১]।

[১]১৭৫২ খৃষ্টাব্দে।

রাণা দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ।

প্রতাপ হইয়ে রাণা জগতের পরে
বসিলেন [১] মিবারের সিংহাসনোপরে।
শুনিলে প্রতাপ নাম মনে যে গৌরব,
যে বীরত্ব আত্মত্যাগ হয় অনুভব ;
ছিলনা প্রতাপসিংহে কোন গুণ তাঁর,
বাঘের চামড়া পরা মেষ মাত্র সার।
অক্ষম হেরিয়া অতি তাড়াইয়ে তাঁরে
পিতৃব্যে করিতে রাণা চাহিল সর্দ্দারে।
সেই সূত্রে হল দেশে বিবাদ সঞ্চার,
সুযোগ লইল তার চক্রী হুলকার।
মধ্যস্থ হইয়া বেশ মিবারে আসিল,
রাজ্যের কতেক অংশ চক্র করে নিল।
প্রতাপের হীন দশা হেরি মূলহরে
জাগিল রাজ্যের তরে পিপাসা অন্তরে।
সত্যজী জনকজী রাও রঘুনাথ,
তিনবার মিবারেতে ঘটায় উৎপাত।
রাণা হতে রণ-ব্যয় করিল আদায়,
মিবারের প্রাণ হল ওষ্ঠাগত প্রায়।
বিবাহ করিল রাণা অম্বর-কুমারী,
রাজসিংহ লভে জন্ম গর্ভেতে যাঁহারি।
তিন বর্ষ কলঙ্কিত করি সিংহাসন,
মরিল প্রতাপসিংহ জগতনন্দন ।

রাণা দ্বিতীয় রাজসিংহ।

প্রতাপ মরণে রাণা হল [২] রাজসিংহ,
সর্ব্বগুণে পিতৃসম, নামে মাত্র সিংহ।
পিতা পুত্র গিহ্লোটের প্রধান রাণার
কলঙ্কিত করিলেন দুটী নাম সার।
মিবারের কোন দুঃখ হলনা মোচন,
সপ্তবর্ষ রাজ্য তিনি করেন শাসন।
এই সপ্ত বর্ষে সপ্ত মহারাষ্ট্র বীর,
সপ্তবার আক্রমণে করিল অস্থির।
যাহা ছিল দেশে নিল করিয়া লুণ্ঠন,
করিল প্রজার প্রতি ভীষণ পীড়ন।
উঠিল দেশের মাঝে মহা হাহাকার,
বিবাহের ব্যয়ে শক্তি নাহিক রাণার।
দয়া করে' মন্ত্রী নিজে ব্যয় দিয়ে হায়,
রাঠোর-কুমারী তাঁরে বিবাহ করায়!
না জন্মিতে পুত্র তাঁর হইল মরণ,
প্রকাশ পিতৃব্য করে গোপনে নিধন।

রাণা অরিসিংহ।

হোলকার সন্ধি।

অপুত্রক রাজসিংহ রাণার মরণে,
বসিলেন অরিসিংহ রাজসিংহাসনে। [১]
মিবারের ধন রত্ন হয়ে গেছে শেষ,
ভূসম্পত্তি শুধু তার আছে অবশেষ।
অন্তর বিবাদবহ্নি মিবারে জ্বলিল,
মহারাষ্ট্র সে সুযোগে ফিরিয়া আসিল
মধুসিংহে দিতে' অম্বরের সিংহাসন,
হইল জগত রাণা সমূলে নিধন।
পিতৃ-ভাগিনায় রাণা অতি স্নেহভরে
রামপুর জনপদ সমর্পণ করে।
সে কৃতঘ্ন মধুসিংহ ডাকি হুলকারে,
বহু মূল্য রামপুর ছেড়ে দিল তাঁরে।

১—১৭৫২ খৃষ্টাব্দে।
২—১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে।
১—১৭৬২ খৃষ্টাব্দে।

চৌথ নিয়ে বাজীরাও তুষ্ট ছিল অতি,
সংগ্রহের ভার ছিল হুল্কারের প্রতি।
চৌষষ্টি লক্ষ মুদ্রা লইতে রাণার,
মুলহর বলে দাবী না করিবে আর।
ন্যায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে মুলহর,
আবার করিল দাবী মিবার উপর।
কলহের সূত্র করি আক্রমিতে দেশ,
অন্তলা দুর্গের দ্বারে করিল প্রবেশ।
কি করিবে অরিসিংহ পরাক্রান্ত অরি,
একপঞ্চাশত লক্ষ মুদ্রা পণ করি,
হুল্কারের সহ সন্ধি করিল স্থাপন,
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল দিতে সেই পণ।

অন্তর্বিবাদ।

বহু কষ্টে তুষ্ট রাণা করিল হুল্কারে,
বিধাতার কোপদৃষ্টি পড়িল মিবারে।
ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসি দিল দরশন,
অনাহারে প্রজাপুঞ্জ মরে অগণন।
এঘোর সঙ্কট মাঝে সর্দ্দার সকল
জ্বালাইল বিবাদের ভীষণ অনল।
শিশোদীয় রাজবংশে জনম রাজার,
এই ভিন্ন অন্য দাবী নাহি ছিল তাঁর।
ষোল সর্দ্দারের নিম্নে পাইত আসন,
তিরিশ হাজার মুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।
রাজবংশ বলে' আসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে,
লজ্জা বোধ করে সবে তাঁহারে মানিতে।
অতি রুক্ষভাষী ছিল কোপন স্বভাব,
তাতেও সবার হয় বিদ্বেষের ভাব।
তাহাতে সর্দ্দারগণ করিল মনন,
মিবারে নূতন রাণা করিবে সৃজন।

রাজসিংহ-পুত্র ব'লে রত্নসিংহে ধরি,
সর্দ্দার চাহিল স্থাপে সিংহাসনোপরি,
প্রকাশে, গোগুণ্ডা সর্দ্দারের দুহিতার
গর্ভে রাজসিংহ এই জন্মায় কুমার।
বেদনোর শক্তাবৎ বিজোল্লী আনিত
গণোর সর্দ্দার পক্ষ রাণা পক্ষাশ্রিত।
মিবারেতে আছে অন্য সর্দ্দার যাহারা,
রতনের পক্ষ সব হইল তাহারা।
রতনের সহ মিলি বিদ্রোহী সর্দ্দার,
কমল্মীর দুর্গ নিল করি অধিকার,
রাণা ব'লে করিলেন ঘোষণা প্রচার,
হইল বসন্তপাল সচিব তাহার।
তাতে অরিসিংহ নাহি হইবে দমন,
বুঝিলেন মনে মনে রত্ন পক্ষগণ,
পরে যে জঘন্য পথ করিল আশ্রয়,
হয়ে গেল মিবারের কলঙ্ক অক্ষয়।
মাধাজি সিন্ধিয়া কাছে যাইয়া রতন,
করিলেন এইরূপ সন্ধি নিরূপণ ;
অরিসিংহে রাজ্যচ্যুত করিলে মিবারে
সোয়া কোটী লক্ষ মুদ্রা পণ দিবে তাঁরে।

শিপ্রা নদীর যুদ্ধ।

কোটাতে জালিমসিংহ কর্ম্মচারী ছিল,
ঈশ্বরী সিন্ধিয়া সহ যবে আক্রমিল।
সুমতি জালিমসিংহ অতি বুদ্ধিমান,
জানিতেন মহারাষ্ট্র কৌশল সন্ধান।
রাজরোষে বীরবর কোটারাজ্য ছাড়ে,
রাণার আশ্রয় নিল দুর্ভগা মিবারে।
ছত্রখৈরী ভূমি-বৃত্তি করি তাঁরে দান,
করে রাণা "রাজরণ" উপাধি প্রদান।

অরির রক্ষায় নাহি হেরিয়া উপায়,
জালিম সুবুদ্ধি ক'রে মহারাষ্ট্রে যায়।
সিন্ধিয়ার সহ মিলি বিদ্রোহী রতন,
শিপ্রানদী তীরে করে শিবির স্থাপন।
রঘু দোলামিঞা মহারাষ্ট্র সেনাপতি,
মিবারে জালিম সহ আসে শীঘ্র গতি।
অরির সর্দ্দার আর মহারাষ্ট্রগণ,
সবে সিন্ধিয়ারে করে ঘোর আক্রমণ।
সিন্ধিয়া রতন সহ পলাইয়া শেষে,
সংগ্রহ করিল সেনা উজ্জয়িনী দেশে।
মহারাষ্ট্র রাজপুত জিনি সেই রণ,
করিতে লাগিল শত্রু-শিবির লুণ্ঠন;
মনেতে ভাবিল তারা, সিন্ধিয়া দুর্ব্বার
সহজে পলায়ে যাবে ছাড়িয়া মিবার।
লুণ্ঠনে নিযুক্ত আছে রাজ-সেনাগণ,
সিন্ধিয়া আসিয়া দ্বারে করিল গর্জ্জন।
না হতে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজ-সেনাদল,
আক্রমে সিন্ধিয়া আসি লয়ে বহু বল।
বহু বীর সেই যুদ্ধে দিল বটে প্রাণ,
তাহাতে রাণার কিছু হ'লনা কল্যাণ।
সিন্ধিয়া হইল জয়ী, জালিম আহত,
অশ্ব গেল মরে, হল শত্রু-কর-গত।
ত্র্যম্বকজী নামে এক শত্রু সদাশয়,
জালিমে সম্মানে নিয়া দিলেন আশ্রয়।

অমরচাঁদ উপাখ্যান।

জন্মিল অমরচাঁদ বণিকের ঘরে,
বহুদিন মন্ত্রী ছিল মিবার ভিতরে।
সচিব উন্নতমনা অতি বিচক্ষণ,
উদ্ধত প্রকৃতি ছিল বুদ্ধি বিলক্ষণ।
অন্তর্বিবাদ যবে হয় প্রজ্জ্বলিত,
অরিসিংহ মন্ত্রিবরে করিল তাড়িত।
রাজকার্য্য ছাড়ি যবে চলে গেল চাঁদ,
পড়িল মিবার যেন স্তম্ভহীন ছাদ।
দিনে দিনে নানারূপ অনর্থ ঘটিল,
মন্ত্রীর অভাব রাণা বুঝিতে পারিল।
সিন্ধিয়া উদয়পুর করি অবরোধ,
প্রতীক্ষা করিতেছিল সঙ্গে লয়ে যোধ।
তিন দিক করে বন্ধ, পশ্চিমে কেবল
রোধিতে পারে না,—উদ'সাগরের জল।
ভীলগণ হ্রদ-বক্ষে ভাসাইয়া তরী,
খাদ্য যোগাইছে দেশে প্রাণপণ করি।
পুরের দক্ষিণ দিকে একলিঙ্গগড়,
সুউচ্চ পর্ব্বতকূট অতি মনোহর।
পুরী-রক্ষা তরে রাণা হয় যত্নবান,
প্রাকারে বেষ্টিয়া শৈল সাজাতে কামান।
দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ বন্ধুর বিষম,
রাণার কৌশল যত হইল অক্ষম।
একদিন অরিসিংহ সেই গিরিদেশে,
আপনি দেখিছে, চিন্তা করিছে বিশেষে।
দেখিয়া অমরচাঁদ চলিছে নিকটে,
আগ্রহ করিয়া তাঁরে ডাকিলা সঙ্কটে।
বিহিত সম্মান রাণা করিয়া অমরে,
কহিতে লাগিল কথা তুষিবার তরে।
কথার প্রসঙ্গে তাঁরে সুধায় বিশেষ,
"কত দিনে কত ব্যয়ে হবে কার্য্য শেষ।
অমর কহিল তাঁরে "এ কার্য্য সাধনে,
কিছু শস্য ব্যয় কৈলে হবে অল্পক্ষণে।"
রাণা কহে "চাঁদ কর উপায় তাহারি,
তাহলে সঙ্কটে আমি ত্রাণ পেতে পারি।
রাণারে কাতর হেরি কহিলা অমর,
"এক নিবেদন মম শুন নরবর,

কাহারো আদেশ নাহি করিব পালন,
আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিব সাধন।
এহেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে মহাশয়,
নিঃসঙ্কোচে কার্য্যভার লইব নিশ্চয়।”
সম্মত হইলে রাণা কৌশলী অমর,
পর্ব্বতের দেহে পথ কাটিল সত্বর।
সাজাইয়া গিরিশৃঙ্গে কামান অমনি,
নমিল রাণারে চাঁদ করি তোপধ্বনি!
অমরের বুদ্ধি হেরি রাণা চমকিল,
আশু সাজাইতে সেনা আদেশ করিল।
বাঁচিল বিপদে এক, অন্য এসে পড়ে,
বিদ্রোহী হইল যত সেনা ছিল ঘরে।
অন্তর্ব্বিবাদ যবে ঘটিল মিবারে,
দেশী সৈন্য ছিল যত সবে কার্য্য ছাড়ে।
আনিল সৈন্ধবীসৈন্য দেশ-রক্ষা তরে,
মিবার রক্ষার ভার তাহাদের করে!
মহারাষ্ট্র উৎপীড়নে কোষে নাই ধন,
বাকী প’ড়ে রহে বহু সেনার বেতন।
বেতন না পেয়ে সবে হল ক্ষিপ্ত প্রায়,
ক্রোধান্ধ হইয়ে সবে আক্রমে রাণায়।
অন্তঃপুরে প্রবেশিতে ধরিয়া তাঁহায়,
গাত্র-বস্ত্র টেনে করে অপমান হায়!
টানাটানি করি বস্ত্র ছিঁড়ে সৈন্যগণে,
প্রাণ বাঁচাইয়া রাণা পশিল ভবনে।
চতুর্দ্দিকে দেখে রাণা ভীষণ আঁধার,
কি করিবে কোথা যাবে নাহি কূল তাঁর।
মন্ত্রিপদে ধাইভাই রঘুদেব ছিল,
পলাতে মণ্ডলগড়ে পরামর্শ দিল
অসন্তুষ্ট হয়ে রাণা শালুম্ব্রার তরে
শুধালে, সর্দ্দার বলে ডাকিতে অমরে।
বিপদে পড়িয়া রাণা হইয়া ব্যাকুল,
অমরে ডাকিয়া আনে করি দিতে কূল।

কহিল অমরচাঁদ “শুন মহীপাল,
আমাকে রাখিলে হয় ঘটিবে জঞ্জাল।
আমার চরিত্রদোষ জান মহাশয়,
না মানে শাসন কারো আমার হৃদয়।
কোষাগারে অর্থ নাই, সৈন্যাগারে সেনা,
ভাণ্ডারে রসদ নাই, সর্কারেতে দেনা।
এখন আমাতে যদি করেন নির্ভর,
আমার শাসন বড় হবে কষ্টকর।
ন্যায়পর বলে’ যেই বিখ্যাত অমর,
হইবে অন্যায়পর সেও অতঃপর।
শপথ করিয়া যদি বল নরবর,
আমার আজ্ঞাতে সব করিবে নির্ভর,
তা হইলে এ সঙ্কটে নিতে পারি ভার,
সাধ্য মতে করি চেষ্টা,—ইচ্ছা বিধাতার।”
একলিঙ্গ নামে রাণা করিল শপথ,
“সকলে চালাও তুমি দেখাইয়া পথ।
যা বল শুনিব তাই, যাহা চাও দিব,
রাণীর গহণা চাও, তাও পাঠাইব।”
প্রতিজ্ঞা করিলে রাণা সুমন্ত্রী অমর,
লইলেন সর্ব্বভার নিজ শিরোপর।
রঘুদেব পরামর্শ দিল পলাইতে,
দেখিয়া অমর তাঁবে লাগিল ভর্ৎসিতে।
“পলাতে মণ্ডলগড়ে বলিলে রাণারে,
বল শুনি কি উপায়ে রক্ষিতে তাঁহারে?
তব সম কাপুরুষে সাজে পলায়ন,
যেমন অবস্থা তব ব্যবস্থা তেমন।
রাজকার্য্য ছাড়ি তুমি পূর্ব্ববৃত্তি ধর,
মহিষ চরাও, দুগ্ধ বেচা কেনা কর।
তাহাতে তোমার বুদ্ধি খেলিবে সুন্দর,
এ কার্য্য তোমার যোগ্য নহে ভ্রাতৃবর।
তুমি কোন্ ছার, তব প্রভু নরবর
এ কর্ম্ম শিখিতে হবে অনেক বছর।”

তেজস্বিতা দেখি তাঁর সামন্ত সকল,
লাজেতে উন্নত শির অবনত হল।
রাজসভা ছাড়ি চাঁদ নামিয়া প্রাঙ্গণে,
আহ্বান করিল যত রাজসৈন্যগণে।
কহিলেন মন্ত্রিবর "এস সেনাগণ,
এখনই দিব আমি সবার বেতন।
না পার করিতে যদি স্বকার্য্য উদ্ধার,
পড়িবে আমার শিরে যত দোষভার।"
শুনিয়া সৈন্ধবীসেনা চাঁদের বচন,
নির্ব্বাক হইয়া লয় তাঁহার শরণ।
চাহিলে কোষের চাবি রক্ষকের কাছে,
অমরের ভয়ে সব স'রে গেল পাছে।
রাজকোষদ্বার চাঁদ করিয়া ভগন,
নিল সব মণি রত্ন রজত কাঞ্চন।
মুদ্রা ক'রে নিল স্বর্ণ রৌপ্য অগণন,
বন্ধক দিলেন যত মাণিক্য রতন।
এইরূপে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া,
অস্ত্র শস্ত্র খাদ্য যত লইল কিনিয়া।
করিলেন পরিশোধ সেনার বেতন,
সংগ্রহ করিয়া বল আনন্দিত মন।
ছয় মাস তাতে ব্যয় চলে নিরাপদে,
শত্রুগতি প্রতিরোধ করে বীরমদে।
সিন্ধিয়া উদয়পুর অবরোধ করে',
রহিলেন বহুদিন দূরদেশে পরে'।
প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে পারে না রতন,
মাধাজি হইল তাতে অতি ক্রোধ-মন।
নগদ সত্তর লক্ষ মুদ্রা দিলে গণে',
লিখিলা অমরে, যাবে ছাড়িয়া রতনে।
অমর প্রস্তাবে তাঁর হইল সম্মত,
সন্ধিপত্র লিখা পড়া হয় বিধিমত।
সিন্ধিয়া শুনিলা যদি করে আক্রমণ,
রাজকোষ হতে আরো পাবে বহুধন।
লোভেতে দুর্লোভী সন্ধি করিয়া লঙ্ঘন,
করিলেন দাবী আরও বিশলক্ষ পণ।
সন্ধি পত্র ছিন্ন ক'রে ক্রোধেতে অমর,
পাঠাইলা বীরগর্ব্বে সিন্ধিয়া-গোচর।
ভয়েতে অমাত্যবর না হইল ভীত,
সঙ্কটের সঙ্গে তেজ হইল বর্দ্ধিত।
ডাকিয়া সৈন্ধবী সেনা সামন্ত সর্দ্দারে,
মাধাজীর অত্যাচার বুঝায় সবারে।
পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি করিয়া বাখান,
করিলেন বীরগণে উৎসাহ প্রদান।
বুঝাইলা এত অর্থ দিলে সিন্ধিয়ারে,
মরে যাবে মিবারের প্রজা অনাহারে।
মরিতে হইলে, ভাল সমরে মরণ,
সঙ্কটের কালে কেবা ডরায় শমন।
রাজকোষে অনর্থক ছিল যা গোপন,—
রত্ন অলঙ্কার আদি বহুমূল্য ধন,
ভাগ করি দিয়ে সব সামন্ত সর্দ্দারে,
দ্বিগুণ উৎসাহ চাঁদ হৃদয়ে সঞ্চারে।
খাদ্য শস্য ছিল যত পল্লীতে নগরে,
সংগ্রহ করিয়া সব লইল অমরে।
ঢক্কা নাদে চারি দিগে করিলু প্রচার,
ছ' মাসের খাদ্য পাবে যত সেনা তাঁর।
সেনাগণ হল তাতে অতি আনন্দিত,
রাজপুরে আসি সবে হল উপনীত।
নামেতে আদিলবেগ সৈন্ধবী নায়ক,
আনন্দে রাণারে কহে হইয়া পুলক।
"করেছে সৈন্ধবী সেনা যত অপরাধ,
ক্ষমা কর মহারাজ, কর আশীর্ব্বাদ।
নিমক খেয়েছি তব বহুদিন ধরি,
পালন করেছ সবে বহু কৃপা করি।
প্রতিজ্ঞা করিনু সবে আজি তব পায়,
প্রভুপদ ছাড়ি নাহি যাইব কোথায়।

জানিব উদয়পুরে মাতৃ-ভূমি সম,
তার রক্ষাতরে প্রাণে হইব নির্ম্মম।
না চাহি বেতন, খাদ্য খাব যাহা আছে,
ফুরাইলে তাহা পশুমাংস খাব পাছে।
তাহাও হইলে শেষ, মুক্ত অসি করে
দস্যু দাক্ষিণীর সনে মরিব সমরে।"
বিস্মিত হইয়ে রাণা ঝারে অশ্রুজল,
পাষাণ গলিয়ে গেল দেখিল সকল।
কি সৈন্ধবী সেনা কিবা রাজপুতগণ,
উন্মত্ত হইয়া বলে "রণ রণ রণ।"
অমর যে দীপ্ত অগ্নি ঢালিল মিবারে,
চৌদিকে উঠিল জ্বলি প্রচণ্ড হুঙ্কারে।
অবরোধ মুক্ত তরে হল ধাবমান,
সিন্ধিয়ার সৈন্যপরে দাগিল কামান।
অর্দ্ধ সের শস্য মাত্র বিকায় টাকায়,
কি করে' অমর এত রসদ যোগায়,
কোথা হতে রাজপুত পায় এত বল,
ভাবিয়া সিন্ধিয়া বীর হইল বিকল।
আশঙ্কা করিয়া মনে লিখিল মাধাজী,
পূর্ব্ব-সন্ধি মত টাকা পেলে আছি রাজি
কহিলা অমর চাঁদ হইয়া উদ্ধত,
"ছয় মাস অবরোধে ব্যয় গেছে যত,
তাহা বাদ দিয়ে ইচ্ছা হয় সন্ধি কর,
নতুবা করেছি পণ করিব সমর"।
গতিক বুঝিয়া মন্দ সিন্ধিয়া চতুর,
সার্দ্ধ তেষষ্টি লক্ষ ভাবিলা প্রচুর।
ভূমিবৃত্তি অলঙ্কার করিয়া অর্পণ,
সর্দ্দার হইতে রাণা করিয়া গ্রহণ
নগদ তেত্রিশ লক্ষ সিন্ধিয়ারে দিল,
অবশিষ্ট তরে ভূমি বন্ধক রাখিল।
সিন্ধিয়া সন্তুষ্ট হয়ে দেশে গেল ফিরে,
বজ্রাঘাত করি মুগ্ধ রতনের শিরে।
সিন্ধিয়া সরিল দেখি বিদ্রোহী সর্দ্দার,
একে একে লইলেন শরণ রাণার।

রাণার মৃত্যু।

আহেরিয়া মহোৎসবে মৃগয়ার তরে,
অরিসিংহ পশিলেন বনের ভিতরে।
ফিরিয়া আসিতে রাণা গৃহের মাঝার,
অকস্মাৎ আসি বুন্দি-রাজার কুমার।
ভল্লাঘাত করিলেন তাঁর শিরোপরে,
"কি করিলি হায়?" অরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।
ইন্দ্রগড়ে ছিল এক দুরন্ত সর্দ্দার,
দ্বিখণ্ড করিল মুণ্ড অসিতে তাঁহার।
রাণারে নিহত হেরি আত্মীয় স্বজন,
সকলেই দ্রুতপদে করে পলায়ন।
উপপত্নী ছিল এক রাণার সহিত,
যতনে করিলা তিনি অন্ত্যেষ্টি-বিহিত।
সজ্জিত করিল চিতা বটবৃক্ষতলে,
আনিয়া চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত কুতূহলে।
রাণা-শব-বক্ষে চিতা করি আরোহণ,
কহিলা সে বৃক্ষরাজে করি সম্বোধন।
"বনস্পতি, বিনা দোষে স্বামীরে আমার,
বধিলে নিশ্চয় মাংস খসে' যাবে তার।
সকলের কাছে হবে ঘৃণার আস্পদ,
দুমাসের মধ্যে তার ঘটিবে বিপদ।
সাক্ষী থাক, অভিশাপ হবে না খণ্ডন,
সুরক্ষিত রক্ষিতার সতীত্ব রতন।
নাহি হই মন্ত্রপূতা, স্বামী সে আমার,
আজীবন করিয়াছি পদ-সেবা তাঁর।
সতীর সম্মান করে সেই তরুবর,
ভেঙ্গে দিল শাখা এক চিতার উপর।

মন্ত্র বিনে বিয়ে হয় সতীত্বও রহে,
হুঙ্কারি অনল-শিখা ঐ কথা কহে।
প্রাণের সহিত যদি কথা বলে নর,
আপনার বাক্য বলি মেনে নে' ঈশ্বর
অব্যর্থ সতীর শাপ হল না খণ্ডন,
দু'মাসের মধ্যে মরে হারের নন্দন।

রাণা হামীর।

অমর চাঁদের পরিণাম।

ভীম ও হামীর নামে পুত্র দুই জন,
রাখি রাণা অরি স্বর্গে করিল গমন।
বালক হামীর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল,
পিতার মরণে রাণা মিবারে হইল। ১
বালকের পক্ষে রাণী করেন শাসন,
শক্তাবৎ করে তাঁর পক্ষ সমর্থন।
শক্তাবতে চন্দাবতে দ্বন্দ্ব চিরদিন,
প্রাধান্য লভিতে কেহ নহে উদাসীন।
শালুম্ব্রা সর্দ্দারে এক, মহারাণা অরি
অজ্ঞাত কারণে দিল নির্ব্বাসন করি।
ক্ষমা না করিলে রাণা কহিল তাঁহারে,
"হইবে বিষম ক্ষতি তব পরিবারে"।
নির্ব্বাসন হ'তে আসি রাণার মরণে
হামীর-বিপক্ষে যোগ দিল প্রাণপণে।
বালক হয়েছে রাজা, নারীর শাসন,
দুই দলে দলাদলি লেগেছে ভীষণ।
সর্ব্বনাশ সর্ব্বশক্তি লইয়া তাহার
মিবারের বক্ষে আসি ছাড়িল হুঙ্কার।

অরাজক হ'ল রাজ্য কেহ নাহি গণে,
দস্যুও বিক্রমে আসে মিবার লুণ্ঠনে।
ধরিল সৈন্ধবী-সেনা মূর্ত্তি আপনার,
বলে আসি রাজধানী করে অধিকার।
শালুম্ব্রা সর্দ্দারে তারা বেতনের তরে,
নানামতে অত্যাচার উৎপীড়ন করে।
তপ্ত লৌহ-পাত্রে তাঁরে করিতে স্থাপন
দুর্দ্দান্ত সৈন্ধবীগণ করে আয়োজন।
আসিল অমরচাঁদ বুন্দিরাজ্য হ'তে.
সর্দ্দারের প্রাণ রক্ষা হ'ল কোন মতে।
দেশের দুর্দ্দশা দেখি কাঁদিল অমর,
রাজ্যভার নিজ করে নিল মন্ত্রিবর।
পশ্চাতে সন্দেহ কেহ করে অকারণ,
অমর হইল অতি চিন্তাযুক্ত মন।
সম্মান রক্ষার পথ করিলেন স্থির,
করিল তালিকা এক স্বীয় সম্পত্তির।
রাজপুরে আনি তাঁর যত ধন আছে,
অর্পণ করিল রাজ-জননীর কাছে।
হৃদয় মাহাত্ম্য তাঁর করি অনুভব,
বিস্মিত হইল যত রাজা প্রজা সব।
রাজমাতা ফিরাইয়া দিল ধন্ন তাঁর,
বস্ত্র ভিন্ন চাঁদ কিছু না রাখিল আর।
এই রূপে রাজ্য রক্ষা করে মন্ত্রিবর,
কপালে দুর্দ্দশা তাঁর ঘটিল সত্বর।
হামীর মাতার ছিল দুষ্টা সহচরী,
সর্ব্বময়ী কর্ত্রী রামপিয়ারী সুন্দরী।
দুষ্টারে চালাত এক যুবা কর্ম্মচারী,
পরোক্ষে যুবক হল মিবার-কাণ্ডারী।
পিয়ারীর মন্ত্রণায় মিবারের রাণী
লাগিল অমরচাঁদে করিবারে গ্লানি।
কি করে ধার্ম্মিকবর ভাবিয়া না পায়,
বালকের তরে সহে সর্ব্ব যন্ত্রণায়।

১—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে।

সৈন্ধবী সেনার বলে, মহারাষ্ট্র গণে
তাড়াইয়া রাজ্য রক্ষা করে প্রাণপণে।
একদিন সহচরী যেয়ে তাঁর ঘরে,
রাণীর নামেতে তাঁর বহু নিন্দা করে।
অমর বিরক্ত হয়ে করি তিরস্কার,
দুষ্টারে তাড়ায়ে দিল ঘর হতে তাঁর।
কেঁদে কেঁদে আসি প্যারী রাণীর গোচরে
অমর চাঁদের বহু নিন্দাবাদ করে।
অপমান ভাবি মনে রাজার জননী,
বাহক ডাকিয়া উঠে পাল্কীতে অমনি।
শালুম্ব্রা সর্দ্দার-গৃহে করিলে গমন,
বুঝিলা অমর হবে অন্যায় সাধন।
রাজসভা ছেড়ে পথে যাইয়ে অমর,
ফিরিতে বাহকগণে বলিল সত্বর।
অমরের আজ্ঞা শুনি কম্পিত পরাণে,
নীরবেতে ভৃত্যগণ ফিরে পুরীপানে।
অমর কহিল "দেবী করি নিবেদন,
রাজপথে কেন গেলে ছাড়িয়া ভবন।
ছয় মাস ধরি, পতি-বিয়োগেতে হায়,
কুম্ভকার-পত্নীও যে বাহিরে না যায়।
রাণার অশৌচ কালে শিশোদীয় রাণী,
রাজপথে বাহিরিতে নাহি ভাবে গ্লানি!
রাণার কি রাজকুলে কিবা আপনার,
জননি, বুঝহ মান বাড়িল কাহার।
অমর কৃতঘ্ন নহে বিশ্বাসঘাতক,
এত ঘৃণা সহি নষ্ট হইবে বালক।
প্রতিকূল না হইয়ে হও অনুকূল,
নতুবা কাঁদিবে শেষে বুঝি নিজ ভুল"।
অমরের বাক্যে নাহি করিয়া উত্তর,
বিনাশ করিতে তারে হল যত্নপর।
হায় হায় কি বলিব বুক ফেটে যায়,
বিষদানে পাপীয়সী মারিল তাঁহায়।

মিবার রাজ্যের যেই অমাত্য প্রধান,
নিস্ব হয়ে মরে সাধি দেশের কল্যাণ।
কড়াক্রান্তি নাহি ছিল তাঁহার সদন,
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় দেয় প্রজাগণ।
রিক্তকরে মন্ত্রিবরে দিয়েছে বিদায়,
ভেবোনা হৃদয়-হীনা মিবার তাহায়।
সে অবধি তার মত যত শক্তিমানে,
ডাকেন 'অমর চাঁদ' তাঁহার সম্মানে।

মহারাষ্ট্রের অত্যাচার।

অমর মরিল রাজ্যে ডর কারে আর,
বিদ্রোহী হইল বৈগু সর্দ্দার দুর্ব্বার।
মিবারের খাসজমি দুষ্ট নিল বলে,
ছিঁড়িতে উদ্যত হল শাসন-শৃঙ্খলে।
নিরুপায় রাজমাতা সিন্দিয়ারে ডাকে,
বৈগুর দমন তরে বলিল তাঁহাকে।
সিন্ধিয়া সর্দ্দার দুষ্টে করি আক্রমণ
তাঁহার সম্পত্তি যত করিল গ্রহণ।
বার লক্ষ মুদ্রা করি অর্থ দণ্ড তার,
কৌশলে পূরায়ে নিল আপন ভাণ্ডার।
ধন জমি কড়া ক্রান্তি রাণীরে না দিল,
সিন্ধিয়া সন্ধান ক'রে উদরে ভরিল।
সিঙ্গোলী রতনগড় খেরী জনপদে,
জামাতা বিরজীতাপে অর্পে নিরাপদে।
নাদোয়ী বীচোর জোথ ইরনিয়া দেশ,
সমর্পণ করে হুলকারে অবশেষ।
বার্ষিক তাহার ছয় লক্ষ মুদ্রা আয়,
মিবারে কেমনে লক্ষ্মী রবে বল হায়!
তাতেও না হ'ল শান্ত সিন্ধিয়ার মন,
আবার করিল দাবী তিন যুদ্ধপণ।

পণ না পাইয়া ক্রোধে জ্বলিল দুর্ব্বার,
মিবারের বহু অংশ গ্রাসিল আবার।
হামীর হতাশ হয়ে রাজ্য-আশা ছাড়ে,
অষ্টাদশ বর্ষে গেল ছাড়িয়া মিবারে।
বালক বাঁচিল ম'রে, কি করে এখন ;—
জগৎ প্রতাপ আর অরি তিন জন,
নগদ একাশী লক্ষ মুদ্রা কোটী এক
দাক্ষিণীর পেটে দিল, মনে গণে দেখ
চল্লিশ বছরে শুধু, কি বলিব আর,
ভূমিবৃত্তি যাহা গেল থাক্ কথা তার।

রাণা ভীমসিংহ।

মিবারের দুর্দ্দশা।

হামীর মরিলে ভীম কনিষ্ঠ সোদর,
বসিলেন মিবারের সিংহাসনোপর। ১
রাণা হল শিশু, রাজমাতা কর্ণধার,
দলাদলি আরম্ভিল কুটিল সর্দ্দার।
সবে মিলে ঘটাইল মিবার-পতন,
আর না উদিল তার গৌরব তপন।
ভীমের রাজত্ব কথা করিলে শ্রবণ,
মিবারের নামে অশ্রু হইবে বর্ষণ।
কিবা রাজা কিবা প্রজা সামন্ত সর্দ্দার,
মিবার-মাহাত্ম্য নাহি ভিতরে কাহার।
চন্দাবতে শক্তাবতে শত্রুতা আবার
আরম্ভ হইল নাশ করিতে মিবার।
রাজার মন্ত্রণাগৃহে শালুম্ব্রা পশিল,
প্রতাপ অর্জ্জুন দুই কুটুম্বেরে নিল।
রাণার সৈন্ধবী সেনা করি করতল,
দৃঢ় অধিকার রাজ্যে স্থাপে সেই দল।

ভীণ্ডীর নামেতে দুর্গ শক্তাবতে ছিল,
চন্দাবৎ অবরোধ বলেতে করিল।
সংগ্রাম নামেতে শক্তাবৎ-বংশধর,
অর্জ্জুনের পশুপাল লুণ্ঠিল বিস্তর।
সেলিম অর্জ্জুন-পুত্র বাধা দিলে তারে,
সংগ্রাম লইল পশু সংহারি তাহারে।
তাহাতে অর্জ্জুনসিংহ ক্রোধে উগ্রতর
প্রতিজ্ঞা করিলা যেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
"না পারি সংগ্রামে যদি করিতে শাসন,
এ জনমে না করিব উষ্ণীষ ধারণ"।
দুর্গম পর্ব্বতশিরে দুর্গ শিবগড়ে,
সংগ্রাম সপরিবারে তথা বাস করে।
ক্রোধেতে অর্জ্জুন দুর্গ কৈল আক্রমণ,
সংগ্রাম ভাগ্যের দোষে ছিল না তখন।
সপ্ততি বর্ষীয় পিতা লালজী তাহার,
বহুক্ষণ করি যুদ্ধ ত্যজিল সংসার।
দুর্গে পশি সংগ্রামের বধিয়া সন্তান,
করিল অর্জ্জুনসিংহ ক্রোধের নির্ব্বাণ।
শক্তাবৎগণ তাতে জ্বলিল ভীষণ,
রাণারও নাহিক শক্তি করেন দমন।
শালুম্ব্রার গর্ব্ব এত বাড়ে অনুক্ষণে,
ভ্রুক্ষেপ না করে ভীমে, রাজা নাহি গণে
ভাগ করি দিল জমি সৈন্ধবী সেনায়,
রাজ্যের রাজস্বে তাঁর উদর পূরায়।
দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া পুলকে,
চন্দাবৎ কন্যা বিয়ে দিলেন জমকে।
নিজের বিবাহ তরে রাণা করে ঋণ,
রাজ্যের দুর্দ্দশা এত বাড়ে দিনে দিন।
শক্তিহীন শক্তাবতে ডাকিয়া তখন,
রাজার জননী করে আত্মসমর্পণ।

১—১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে।

জালিম ও সিন্ধিয়ার আশ্রয়।

শক্তাবৎ রাজ্যভার পাইল যখন,
রক্ষা তরে তার হল চিন্তাযুক্ত মন।
জালিম সিন্ধিয়া রণে হলে শৃঙ্খলিত,
এ্যম্বকজী রাখে তাঁরে করিয়া আশ্রিত।
শক্তাবৎ-কন্যা বিয়ে করেন জালিম,
রাজনীতি-বিশারদ কৌশলী অসীম।
কুটুম্ব জালিমসিংহে শক্তাবৎগণ,
আনিলেন রাজকার্য্য করিতে চালন।
জালিম আসিলে পরে জাগিল মিবার,
মৃত দেহে হল কিছু চেতনা সঞ্চার।
জয়পুর মারবার হইয়ে মিলিত,
লালসন্তে সিন্ধিয়ারে করে পরাজিত।
তাহা দেখি মিবারের বাড়িল সাহস,
রাজ্য উদ্ধারের তরে করিল মানস।
মৌজিরাম মালদাস রাণার দেওয়ান
মেঘসিংহ আদি যত সর্দ্দার প্রধান,
তাড়াইতে মহারাষ্ট্রে ধাবিত হইল,
হৃত রাজ্য যত ছিল উদ্ধার করিল।
পরে মহারাষ্ট্র দেশ করি আক্রমণ,
রাজ্য বিস্তারের তরে করিল মনন।
অতি লোভে মিবারের হল সর্ব্বনাশ,
উদ্ধার করিল যাহা হইল বিনাশ।
সিন্ধিয়ার দশা দেখে হুল্কারের রাণী,
মিলিল অহল্যাবাই বিক্রমে ভবানী।
মুন্দিসরে দুই পক্ষে হল মহারণ,
মন্ত্রীসহ বহুসেনা হইল নিধন।
পূর্ব্বরাজ্য মহারাষ্ট্র কৈল অধিকার,
মিবারে ঢাকিল পুনঃ গভীর আঁধার।
চন্দাবৎ বিনে যত সামন্ত সর্দ্দার,
মহারাষ্ট্র-রণে সবে যুঝিল দুর্ব্বার।
দেশের দুর্দ্দশা আশু দূর করিবারে,
রাজমাতা ইচ্ছা মিলে শালুম্ব্রা-সর্দ্দারে।
সর্দ্দারের কাছে তাই পাইতে সহায়,
রামপিয়ারীরে রাজজননী পাঠায়।
পূর্ব্ব মন্ত্রী রণে সবে হইলে নিধন,
সোমজী নামেতে হয় সচিব নূতন।
উদয়পুরেতে আসি কপটী সর্দ্দার,
কহিল তাহার সঙ্গে কাজ করিবার।
শালুম্ব্রার কুউদ্দেশ্য কেহ না বুঝিল,
আগ্রহ করিয়া সবে তাহারে রাখিল।
সোমজী সচিব ছিল অতি বিচক্ষণ,
শালুম্ব্রার ইচ্ছা আগে তাহার দমন।
অর্জ্জুন সর্দ্দারসিংহ কুটুম্ব দুজনে,
সোমজীর কাছে দুষ্ট পাঠায় ছলনে।
একাকী বসিয়া মন্ত্রী রাজকার্য্য করে,
আসিয়া সর্দ্দারসিংহ কহে তীব্রস্বরে।
"মম ভূমি বৃত্তি কেন করেছ হরণ?"
এত বলি খুলিলেন ছুরিকা ভীষণ।
পাষণ্ড বসায়ে দিল মন্ত্রীর বুকেতে,
ধরাতে পড়িয়া সোম মরে পলকেতে।
রাণা ভীমসিংহ ছিল প্রমোদ কানন,
'রক্ষা কর' বলি ছুটে মন্ত্রি-ভ্রাতাগণ।
পশ্চাতে পশ্চাতে ক্রোধে সর্দ্দার ছুটিল,
মন্ত্রীর শোণিতে হস্ত সুরঞ্জিত ছিল।
বিশ্বাসঘাতক বলি করি গালি দান,
নির্ব্বাসন দণ্ড তাঁর করিলা বিধান।
তাতে চন্দাবৎগণ হয়ে ক্ষিপ্ততর,
সকলে ছাড়িয়া পুরী চলিল সত্বর।
চন্দাবতে শক্তাবতে বেজে গেল রণ,
রাজ্যের দুর্দ্দশা আর কি করি বর্ণন।
অরাজক হল রাজ্য চৌদিকে লুণ্ঠন,
স্থির নাহি কার প্রাণ যাইবে কখন।

যে পারে চড়িতে অশ্ব, ভল্ল ধরিবারে,
বীর বলে' খ্যাত সেই হইল মিবারে।
অনেকে করিল তার সাহায্য গ্রহণ,
রক্ষা করিবারে পুত্র পরিবার ধন।
বসাইল শুল্ক তারা প্রজার উপরে,
নূতন ব্যবসা এক খুলিল সত্বরে।
পলাইল প্রজা রাজ্য করি পরিহার,
ক্রমেতে অর্দ্ধেক প্রজা হারায় মিবার।
ঘরে ঘরে হল দ্বন্দ্ব করিয়া শ্রবণ,
দলে দলে আসে মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ।
অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়িল মিবার,
করিল শ্মশান তারে মিলে দুরাচার।
হতভাগ্য রাণা জালিমের উপদেশে,
সিন্ধিয়ার দয়া ভিক্ষা করে অবশেষে।
জালিম করিল আশা এই শুভযোগ,
হারাবতী মিবারেতে করি এক একযোগ
স্থাপিয়া নূতন রাজ্য হবে অধিপতি,
ঘুচাতে পারিবে তবে দেশের দুর্গতি।
সিন্ধিয়া পুষ্কর তীর্থে ছিলেন তখন,
পাশ্চাত্য সমর-নীতি শিখে সেনাগণ।
জালিম সিন্ধিয়া-পাশে করিয়া গমন,
করিল স্বীকার বিশ লক্ষ মুদ্রা পণ।
সংগ্রহ করিতে রাণা দৃঢ় সেনাবল,
কার্য্যভার অর্পিলেন জালিমে সকল।
জালিম বুঝিল এই বিদ্রোহ দমনে,
হইবে না সিদ্ধ কভু অর্থ-অনটনে।
চতুঃষষ্টি লক্ষ মুদ্রা বুঝে প্রয়োজন,
অন্য ব্যয় সহ দিতে সিন্ধিয়ার পণ।
জালিম করিলা স্থির বিদ্রোহী হইতে,
এ বিপুল অর্থরাশি সংগ্রহ করিতে।
অম্বোজীরে সেনাপতি করিয়া প্রধান,
বহু সেনা সঙ্গে করে চিতোরে প্রস্থান।
পথেতে বিদ্রোহীগণে করিয়া দমন,
জালিম সংগ্রহ করে বহুতর ধন।
চন্দাবৎ ধীরাজেরে করি আক্রমণ,
লইল হামীরগড় দুর্গ সুভীষণ।
বিজয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটিল সত্বরে,
সসৈন্যে চিতোরপুরী অবরোধ করে।
হেনকালে ব্যাঘ্রমেরু পর্ব্বতে আসিয়া,
উপস্থিত হইলেন বিক্রমী সিন্ধিয়া।
রাণারে দেখিতে ইচ্ছা করিল মাধাজী,
কি করে জালিম, ক্রোধে হইলেন রাজি
হায় হায় কি বলিব অদৃষ্ট লিখন,
কত রাজা পূজা যার করিত চরণ,
সামান্য কৃষক আজি গর্ব্ব সহকারে,
ডাকিছে পথের ধারে দেখিতে রাণারে।
অম্বোজীর করে ভার করিয়া অর্পণ,
জালিম রাণারে লয়ে করিল গমন।

অম্বোজী-উপাখ্যান।

অম্বোজী জালিম-বন্ধু ত্র্যম্বকু তনয়,
মহারাষ্ট্র কুলে জন্ম বীর উচ্চাশয়।
পরম সুহৃদ জ্ঞানে সেই বীরবরে,
জালিম মিবারে আনে সাহায্যের তরে,
জালিম চিতোর-ত্যাগে হল সর্ব্বনাশ,
মুহূর্ত্তে সাধনা তাঁর হইল বিনাশ।
বান্ধব অম্বোজী ছিল অতি সুচতুর,
বন্ধুর সঙ্কল্প তিনি বুঝিত প্রচুর।
জালিমের সে উদ্দেশ্য করিয়া বিফল,
অম্বোজী করিল চেষ্টা বৃদ্ধি নিজবল।
শালুম্ব্রা সর্দ্দার সহ মিলিয়া গোপনে,
ষড়যন্ত্র করিলেন জালিমে বঞ্চনে।

ফিরিল জালিমসিংহ চিতোরে যখন,
অম্বোজী কহিল তাঁরে বিষণ্ণ বদন।
"বিদ্রোহী সর্দ্দার ভীম হইয়াছে নত,
চিতোর ছাড়িয়া যেতে হয়েছে সম্মত।
বিশ লক্ষ মুদ্রা আরো দিবে সে রাণায়,
অধীন করিয়া তারে রাখে যদি পায়।
কেবল আপত্তি তুমি ছাড়িবে মিবার,
নতু সে অধীন কভু হবে না রাণার।"
শুনিয়া জালিমসিংহ করিল উত্তর,
"এখনি মিবার ছাড়ি যাইব সত্বর।
সম্মত হইলে রাণা, যাইতে আমার,
আপত্তি কি বন্ধুবর আছে বল আর?"
শুনিয়া অম্বোজী বলে হাসিয়া তাঁহারে,
"তোমার সঙ্কল্প বন্ধু যে না জানে তারে,
বলিলে এ কথা বড় হইত সুন্দর;
অনর্থক মোরে কেন প্রবঞ্চনা কর।"
গর্ব্বিত জালিমসিংহ করিল শপথ,
"সত্যই যাইব, নাহি কোন মনোরথ।"
শুনিয়া অম্বোজী কহে "তাহা যদি হয়,
মুহূর্ত্তে তোমার সাধ পুরাব নিশ্চয়।"
এত বলি অশ্বোপরে করি আরোহণ,
সিন্ধিয়া-শিবিরে তুষ্ট করিল গমন।
বুঝিলা জালিমসিংহ সিন্ধিয়ার পণ,
সাধ্য নাই তিনি বিনে করিবে পূরণ।
বাধ্য হয়ে সবে তাঁরে রাখিবে মিবারে,
অম্বোজীরে বলে তাই গর্ব্ব'সহকারে।
জড়েগেল রাজপুত মহারাষ্ট্র জালে,
রাজ্য-ভোগ তাঁর নাহি ঘটিল কপালে।
অম্বোজী সিন্ধিয়া-পণ শোধ ক'রে দিল,
প্রতিনিধি করি তারে সিন্ধিয়া চলিল।
বন্ধুবর আসি তবে কহিল তাঁহারে।
"সকলে সম্মত দিতে বিদায় তোমারে।
পাঠাইল প্রতিহারী অম্বোজী কৌশলে,
জালিমের কাছে আসি করযোড়ে বলে;
"বিদায়ের উপহার রাণার আজ্ঞায়,
প্রস্তুত করিয়া দাস আসিয়াছে পায়।"
অমনি জালিমসিংহ করিল প্রস্থান,
অম্বোজী লইল করে' আপনার স্থান।
জালিমের সব আশা করিয়া বিফল,
অম্বোজী মিবার-রাজ্য করে করতল।
মিবারবাসীরে তুষ্ট করিবার তরে,
স্থাপন করিতে শান্তি অতি যত্ন করে।
কমল্মীর হতে অপ-নৃপতি রতনে,
তাড়াইয়া আনে দুর্গ রাণার শাসনে।
বিদ্রোহী সর্দ্দারগণে করিয়া দমন,
দুরন্ত সৈন্ধবী সেনা করিল শাসন।
যত ভূমি মিবারের নিয়েছিল হরে,'
সকলি উদ্ধার ক'রে দিল রাজ-করে।
শুধু রাঠোরের করে রহে গদবার,
মহারাষ্ট্র পরে নাহি দিল হস্ত আর।
যে বিংশতি লক্ষ টাকা দিল সিন্ধিয়ায়,
বিদ্রোহী সামন্ত হ'তে করিল আদায়।
অম্বোজীর ব্যবহারে রাজা প্রজা সব,
তুষ্ট হয়ে সদাশয় করে অনুভব।
যখন দেখিলা তিনি আধিপত্য তাঁর,
মিবারের বক্ষদেশে হয়েছে বিস্তার;
মহারাষ্ট্র-মূর্ত্তি নিজে করিয়া ধারণ,
করিলেন সুবাদার উপাধি গ্রহণ।
কপটী সর্দ্দার যত ছিল মিবারেতে,
মিত্রভাব করি সবে নিলেন বশেতে।
বিদ্রোহী ছিলেন যত চন্দাবৎ সর্দ্দার,
রাজসভা প্রবেশের দিল অধিকার।
লাগিলা মিবার-রক্ত করিতে শোষণ,
অম্বোজী সংগ্রহ করে বহু রত্ন ধন।

ভারতে ধনীর শ্রেষ্ঠ হল পরিচিত,
মিবার-বাসীর নিদ্রা হল তিরোহিত।
ক্রমে ক্রমে ধনশূন্য হল কোষাগার,
কোথায় উড়িয়া গেল নাহি ঠিক তার।
রাজ-জননীর মৃত্যু হইল তখন,
আদ্যশ্রাদ্ধ করিবারে কোষে নাহি ধন।
ঋণ করে' মহারাষ্ট্র-সেনাপতি হতে,
বিবাহ দিলেন ভগ্নী রাণা কোন মতে।
দুঃখের উপরে দুঃখ দিলেন ঈশ্বর,
বলিতে তাহার কথা শিহরে অন্তর।
উদয় সাগরে হল ভীম জলোচ্ছ্বাস,
মিবারের হল তাতে ঘোর সর্ব্বনাশ।
ভেসে গেল নাগরিক সে ভীষণ বানে,
ঘর বাড়ী চিহ্ন নাহি রহে বহুস্থানে।
বহুমতে ভগবতী পূজে রাজস্থান,
রাণা ভীম করে এক নূতন বিধান।
নবগৌরী পূজা রাণা করিয়া প্রচার,
বৈশাখ মাসেতে পূজা করে অন্নদার।
অন্নপূর্ণা পূজা সম উৎসব মোহন,
পেশোলার তীরে বসে আনন্দ-কানন।
সে হইতে রাজ্যে তাঁর পরে দেবকোপ,
প্রজাগণ রাণা প্রতি করে দোষারোপ।
সোণার মিবার-রাজ্য অতলে ডুবিল,
হেনকালে অম্বোজীর উন্নতি হইল।
হিন্দুস্থানে আপনার প্রতিনিধি করে',
সিন্ধিয়া নিলেন তাঁরে এই দুর্বৎসরে।
গণেশপন্থরে করি প্রতিনিধি তাঁর,
অম্বোজী গেলেন চলি ছাড়িয়া মিবার।
গণেশের বড় পেট করিতে পূরণ,
না কূলায় কোন মতে মিবারের ধন।
শুনিয়া অম্বোজী তাঁরে পদচ্যুত করে,
রায়চান্দে প্রতিনিধি করিলেন পরে।
না মানিল কেহ রায়চাঁদের শাসন,
দেশেতে আরম্ভ হল ঘোর উৎপীড়ন।
ধন মান নিয়ে লোক বিপন্ন হইল,
হাহাকার চতুর্দ্দিকে রাজ্যেতে উঠিল।
ফিরিঙ্গি রোহিলা দস্যু মহারাষ্ট্রগণ,
দলে দলে আসি করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন।
চন্দাবৎ মহামতি চন্দ-বংশধর,
তারাও লুণ্ঠন কার্য্যে হইল তৎপর।
আজ্ঞা দিল রাণা ভীম ক্রোধান্ধ হইয়া,
তাহাদের ভূমি-বৃত্তি লইতে কাড়িয়া।
কোরাবার নিল বলে রাজ-সেনাগণ,
শালুম্ব্রা দুর্গেতে করে কামান স্থাপন।
সঙ্কটে পড়িয়া দুষ্ট চন্দাবৎগণ,
অম্বোজীর কাছে দূত করিলা প্রেরণ।
দশ লক্ষ মুদ্রা দিতে করি অঙ্গীকার,
অম্বোজীর পদে গেল লয়ে উপহার।
টাকা পেলে মহারাষ্ট্র নাহি চাহে কিছু,
দূতের পশ্চাৎ আজ্ঞা গেল পিছু পিছু।
সোমজী হত্যায় মন্ত্রী হইল রাণার
শিবদাস সতীদাস দুই ভ্রাতা তাঁর।
অম্বোজী-আদেশে তাঁরা পদচ্যুত হয়,
অগ্রজীমেহতা মন্ত্রী হইল নিশ্চয়।
প্রতিনিধি রায়চান্দে নিলেন তুলিয়ে,
রাজ্যে শালুম্ব্রার শক্তি দিল বাড়াইয়ে।
অম্বোজীর সহায়েতে চন্দাবৎগণ,
প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবতে করে আক্রমণ।
শক্তাবৎ তাহাদের প্রতাপে উড়িল,
ভূমি-বৃত্তি যত ছিল বলে কেড়ে নিল।
শক্তাবৎ হতে টাকা করিয়া আদায়
দশ লক্ষ মুদ্রা দিল অম্বোজীর পায়।
অম্বোজীর ভাগ্য আরো প্রসন্ন হইল,
নাবালেগ পুত্র রাখি সিন্ধিয়া মরিল।

সিন্ধিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাও বলে,
পিতৃব্যের সিংহাসন নিল করতলে।
রাজা হয়ে পাপী বধে শৈনবী ব্রাহ্মণে,
কলহ জুড়িল সিন্ধিয়ার পত্নী সনে।
মিবার-অদৃষ্ট ছিল সিন্ধিয়ার করে,
অম্বোজী সুযোগ খোজে লইতে স্বকরে।
সিন্ধিয়ার পত্নী আর লাকুবা প্রধান,
অম্বোজীর পথে করে কণ্টক প্রদান,
লাকুবা রাণীরে পত্র করিল প্রেরণ,
অম্বোজীর অধীনতা করিতে ছেদন।
শৈনবী বিপ্রের ছিল সম্পত্তি মিবারে,
পক্ষ সমর্থন করে লাকুবা তাহারে।
লাকুবার দোষে বীর অম্বোজী আদেশে,
ব্রাহ্মণের ভূমি-বৃত্তি হরিতে গণেশে।
মিবার-সর্দ্দারগণে ডাকিয়া গণেশ
সাহায্য করিতে তাঁর কহিলা বিশেষ।
গণেশের বাক্যে তারা সম্মত হইল,
গোপনে ব্রাহ্মণগণে কপটে বলিল ;—
গণেশে আসিয়া তারা কৈলে আক্রমণ,
মিবার করিবে বিপ্র পক্ষ সমর্থন।
শাবাতে বাধিল এক সমর ভীষণ,
দুর্ভাগা গণেশপন্ত হারিল সে রণ।
গণেশ হামীরগড়ে ভয়ে পলাইল,
অম্বোজী পাঠায়ে সৈন্য মুক্ত করি নিল।
গণেশ আজমীর-পানে হ'তে অগ্রসর,
মুসামুসি দেশে পুনঃ বাজিল সমর।
চন্দাবৎ সেই রণে লভিত বিজয়,
বিধাতার চক্রে হল গণেশের জয়।
শত্রুর তুরগী এক পলায়ে যাইতে,
"ভাগা ভাগা" বলি সেনা লাগিল ডাকিতে।
"মিল্ গিয়া মিল্ গিয়া" পরে উঠিল চীৎকার,
তাতে চন্দাবতে হল ভীতির সঞ্চার।

তাহারা বুঝিল স্বীয় সৈন্য হয়ে অরি,
মিলিয়াছে শত্রু সনে কৃতঘ্নতা করি।
ভ্রান্ত ধারণার বলে ছাড়ি রণস্থল,
গণ্ডগোল করি ধায় যত সেনাদল।
গণেশ সুযোগ পেয়ে করি আক্রমণ,
চন্দাবৎ সৈন্যগণে করিল নিধন।
মুসামুসি রণ যবে জিনিল গণেশ,
লাকুবা অম্বোজী দ্বন্দ্ব বাজিল বিশেষ।
দুর্ভাগা মিবার হল অভিনয় স্থল,
সম্পদ গৌরব তার গেল রসাতল।
লাকুবা হামির গড় কৈল আক্রমণ,
লাগিল করিতে বীর গোলক বর্ষণ।
অম্বোজীর পুত্র লয়ে সৈন্য বহুতর,
লাকুবার পাছে পাছে ছুটিল সত্বর।
শত্রু-আগমন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
লাকুবা চিতোরে করে আশ্রয় গ্রহণ।
শত্রু-অবরোধ গেলে পলায়ে গণেশ,
ত্বরিতে আসিল ধেয়ে গোসুন্দ প্রদেশ।
দুই দল কতদিন থাকিয়া নীরব,
আবার তুলিল ভীম 'রণ রণ' রব।
টমাস ইংরাজ বীরে করিয়া সহায়,
অম্বোজী অনেক সৈন্য গণেশে পাঠায়।
বনাস নদীর তীরে এল দুই দল,
মহা সমরের তরে আয়োজন হ'ল।
হঠাৎ ছুটিয়া এক ঝটিকা ভীষণ,
উড়াইল টমাসের শিবির শোভন।
লাকুবা সুযোগ পেয়ে শত্রু সৈন্যগণে,
বিদলিত করে' দিল ঘোর আক্রমণে।
বিপন্ন গণেশ গুপ্তে ধায় সঙ্গনারে,
মিবার সর্দ্দারগণ সেবে লাকুবারে।
করিল গণেশপন্থে পূর্ণ নিঃসম্বল,
না রহিল তার আর আশ্রয়ের স্থল।

তাহাতে অম্বোজী নাহি হল ক্ষুন্নমন,
আবার সমর-সজ্জা করিল ভীষণ।
বহু সেনা লয়ে পুনঃ আসি বীরমদে,
আক্রমিল চন্দাবতে আরাবলীপদে।
পৈশাচিক উৎপীড়ন আরম্ভ করিল,
অনলে লুণ্ঠনে দেশ জ্বালাইয়া দিল।
বিধাতার অভিশাপ পতন হইল,
দৈবচক্রে অম্বোজীর কপাল ভাঙ্গিল।
তানশিরা নারায়ণ শেনবী ব্রাহ্মণ,
সিন্ধিয়ার মন্ত্রী পদে হইল বরণ।
অম্বোজীরে পদচ্যুত করি নিরাপদে,
লাকুবারে বসাইল প্রতিনিধি-পদে।
এইরূপে অম্বোজীর হইলে পতন,
গণেশ নগর দুর্গ করে প্রত্যর্পণ।
সিন্ধিয়ার আদেশেতে বহু সৈন্য সহ,
লাকুবা মিবারে আসে করিয়া আগ্রহ।
জালিম জিহাজপুর বন্দক গ্রহণ
ক'রে লাকুবারে দেয় ছয় লক্ষ পণ।
তাহাতে না হয়ে তুষ্ট লাকুবা আবার
চতুর্বিংশ লক্ষ মুদ্রা চাহিল রাণার।
রাজকোষে অর্থ নাই দিবে কি হইতে,
লাকুবা লাগিল অর্থ সংগ্রহ করিতে।
মহারাষ্ট্র সৈন্যবৃন্দ করিয়া লুণ্ঠন,
লাকুবার সেই অর্থ করিল পূরণ।
যশোবন্ত রাও ভাও মিবারে রাখিয়া
জয়পুরে গেল আশু লাকুবা চলিয়া।

মন্ত্রীর কারাগার।

খিলিজী গজনী ঘোর মোগল পাঠান,
রাজস্থানে তুলে বহু ঝটিকা তুফান।
রাজপুত জাতি কভু ছাড়ে নাই হাল,
যেদিকে চালায় তরী চলে চিরকাল।
ডুবে যেতে ভয় তারা নাহি করে কভু,
মরিলে মরিবে হাল ছাড়িবেনা তবু।
জগতের এই নীতি প্রায় দেখা যায়,
বিজিত জেতার পদে আপনা হারায়।
জাতীয় চরিত্র ভাষা ধর্ম্ম ত্যাগ করে,
অক্লেশে পশিয়া যায় জেতার উদরে।
এই রূপে বহু জাতি জেতার চরণে,
মরিয়াছে জনে জনে আত্ম-বিসর্জ্জনে।
রাজস্থান চলে তার পূর্ণ বিপরীত,
পুরাণের স্নেহে তারা সদাই জড়িত।
পুরাণ ছাড়িতে বল, মনে করে রোষ,
কেহ বলে এই শুধু রাজপুতে দোষ।
দোষ হোক্ গুণ হোক্ রক্ষে পুরাতন,
এই সে জাতীয় ভাব ধর্ম্ম সনাতন।
লাকুবা অম্বোজী যবে করে অভিনয়,
ভারতে ইংরাজ জাতি হয়েছে উদয়।
পশ্চিমের রণ-নীতি সিন্ধিয়া হুল্কার
শিখায় শিক্ষক রাখি সেনা আপনার।
রাজপুত ঘৃণা তারে করে মনে প্রাণে,
নিঃশক্তির যুদ্ধ বলে পাশ্চাত্য বিধানে।
ইংরাজের রণ-নীতি করিয়া দর্শন,
মন্ত্রী করিলেন ইচ্ছা সে নীতি গ্রহণ।
রাখিয়া ইংরাজ সৈন্য শিখিবারে রণ,
তাহাতে অনেক অর্থ করে প্রয়োজন।
সাহায্যের তরে তিনি করিলে ঘোষণা,
তাহাতে সর্দ্দারগণ হয় উগ্রমনা।
না করিল অর্থ দান, ক্রোধে বিলক্ষণ
মন্ত্রী মৌজীরামে করে কারাতে ক্ষেপণ
পাইলেন মন্ত্রী-পদ পুনঃ সতীদাস,
কোটা হতে আসিলেন ফিরে শিবদাস।





হুল্‌কার ও সিন্ধিয়ার অত্যাচার।

হুলকার সিন্ধিয়ার পাপ পূর্ণ হয়,
উভয়ে বিবাদ ঘোর আরম্ভ করয়।
কুরুক্ষেত্র অভিনয় হইল ইন্দরে,[১]
দেড় লক্ষ সৈন্য বল মিলে সে সমরে।
সেই রণে হুল্কারের মুকুট খসিল,
মিবারের অভিমুখে পলায়ে আসিল।
পলাইতে যত দুর্গ সম্মুখেতে পড়ে,
একে একে লুটে' সব আসে অকাতরে।
যখন ভীণ্ডির দুর্গ করে আক্রমণ,
পাছেতে সিন্ধিয়া আসি করিল গর্জ্জন।
তথা হইতে পলাইয়া আসে নাথদ্বারে,
পূত হিন্দুতীর্থ রাজস্থানের মাঝারে।
নাথজীর সম্মুখেতে হয়ে উপনীত,
কৃষ্ণের বাপান্ত করে অতি ক্রোধান্বিত।
নিজ-কর্ম্মফল লোক ভোগে এসংসারে,
না বুঝি চাপায় দোষ বিধাতার ঘাড়ে।
হুল্কার আপন মূর্ত্তি ধরিয়া ত্বরায়,
নাথজীর অঙ্গে হুল ফুটাইতে চায়।
হিন্দু হয়ে দেব দ্বিজে করিবে পীড়ন,
ভাবে নাই মনে কভু পুরোহিতগণ।
পাপার লালসা যবে প্রকাশ পাইল,
উদপুরে কৃষ্ণ মূর্ত্তি পাঠাইয়া দিল।
রাজপুরে মূর্ত্তি রাখি চৌহান সর্দ্দার,
আসিতেছিলেন যবে ফিরে নাথদ্বার,
হুল্কারের সৈন্য পথে করি আক্রমণ,
"বলে অশ্ব দাও নতু বধিব জীবন"।
চোহান সর্দ্দার বড় ভাবি অপমান,
সক্রোধে কহিলা "অশ্ব না করিব দান"।
এতবলি অশ্ব হ'তে নামিয়া সদলে,
অশ্বের সম্মুখ পদ বাঁধিলা শৃঙ্খলে।
নির্ভয়ে দাঁড়ায় খু'লে অসি বিশ জন,
ঘেরিল অচিরে শত্রুসেনা অগণন।
একে একে সবে দিল প্রাণ বিসর্জ্জন,
তথাপি না দিল অশ্ব থাকিতে জীবন।
মরিল সর্দ্দারগণ, শূন্য নাথদ্বার,
প্রবেশিল পুণ্যক্ষেত্রে দুরন্ত হুল্কার।
দেববিত্ত যত ছিল করিল লুণ্ঠন,
বন্দী ক'রে নিল যত পুরোহিতগণ।
তিন লক্ষ মুদ্রা করি পীড়নে আদায়,
নাথদ্বার ছাড়ি শেষে অজমীরে যায়।
হরি নামে যেই দেশ ছিল মধুময়,
শ্মশান করিল তারে হুল্কার নির্দ্দয়।
অকর্ম্মণ্য রাণা, রাজ্যে নাহিক শাসন,
মূর্ত্তি সহ পুরোহিত ছাড়ে সে ভবন।
গাসিয়ার শৈলে আসি লইল শরণ,
বাঁধিল মন্দির উচ্চ প্রাকার বেষ্টন।
পুরোহিত দামুদর বুঝিলেন সার,
ব্রহ্মতেজে ধর্ম্ম রক্ষা হইবেনা আর।
আগ্রহেতে ক্ষত্র-বিদ্যা করি অধ্যয়ন,
করিলেন বর্ম্ম চর্ম্ম কৃপাণ ধারণ।
চারি শত অশ্বারোহী কৃষ্ণের সেবক,
আসিল তাঁহার দলে হইয়া পুলক।
বীর-সাজে গিরিশির হইতে ভূতলে,
নামিয়া সে বিষ্ণুপীঠ রাখিতেন বলে।
সিন্ধিয়া মিবারে আসি না পেয়ে হুল্কারে,
রহিলা রাণার রক্ত পান করিবারে।
তিন লক্ষ মুদ্রা দাবী করে দুরাচার,
অলঙ্কার বে'চে রাণা শোধ দিল তার।
সিন্ধিয়া হইল তুষ্ট, কর্ম্মচারী তার
অর্থাগম পন্থা নব করে আবিষ্কার।

[১] ১৮০২ খৃষ্টাব্দে।

যশোবন্ত তান্‌সিয়ারে করিল অর্পণ,
নূতন তালিকা এক কুড়াইতে ধন।
ভীষণ লগুড় হস্তে অনুচর তাঁর,
অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরে চারি ধার।
সর্দ্দার সামন্ত কিম্বা বণিক কৃষক,
কেহ নাহি এড়াইতে পারে সে শোষক।
কারে মারে কারে বাঁধে কুড়াইতে ধন,
কৃষকের হাল গরু করিল লুণ্ঠন।
এক উৎপীড়ন ঘোর না হইতে শেষ,
অন্য উৎপীড়ন পুনঃ করিল প্রবেশ।
লাঞ্ছিত লাকুবা আসি মিবার ভিতরে,
শালুম্ব্রা সর্দ্দার-গৃহে প্রাণ ত্যাগ করে।
অম্বোজীর ভ্রাতা বলরাও পেয়ে বল,
আবার করিল আসি মিবার দখল।
জালিমের সহ তিনি পরামর্শ করে',
কারারুদ্ধ করে দেবীচাঁদ মন্ত্রিবরে।
রাণার প্রাসাদ মধ্যে বলে প্রবেশিল,
সহ মন্ত্রী মোজীরামে দেখিতে চাহিল!
বল্‌রাও জুমন্‌কর উদাকুমার গণেশ,
বন্দী হয়ে সবে পেল লাঞ্ছনার শেষ!
পাষণ্ড উদার গলে দিল গজালান,
স্নানাগারে বন্দী বলরাও বলবান।
বলরাও জালিমের প্রিয় বন্ধু ছিল,
তাহার উদ্ধার তরে ধাবিত হইল।
পঞ্চদিন যুদ্ধ হল বৈজ্য গিরি-পদে,
উদ্ধার করিল বলরাওে বীরমদে।
সন্ধিতে জিহাজপুর জালিম লইল,
বহু যুদ্ধপণ রাণা মহারাষ্ট্রে দিল!
সিন্ধিয়ার অত্যাচার না হইতে শেষ,
আবার হুল্কার আসি করিল প্রবেশ।
আক্রমি ভীণ্ডির দুর্গ দুই লক্ষ নিল,
রাণায় চল্লিশ লক্ষ চাহিয়া বসিল।

বিকাইল দ্রব্যজাত যত ছিল ঘরে,
রমণীর অলঙ্কার তাও বিক্রী করে।
নগদ দ্বাদশ লক্ষ হুলকারে দিল,
বাকী তরে গণ্য লোক জামিন রহিল।
আক্রমিয়া দেবগড় চারি লক্ষ পায়,
অজিতে জামিন লয়ে দেশে ফিরে যায়

ইংরাজ জাতির বিবরণ।

অত্যাচারী অবিচারী দয়া ধর্ম্মহীন,
ধরণী চায় না বুকে থাকে বেশী দিন।
ধরার অসহ্য হলে তাদের পীড়ন,
মা যথা দুরন্ত পুত্রে, করেন শাসন।
মুসল্‌মান মহারাষ্ট্র সিন্ধিয়া হুল্কার,
সকলের বিষদন্ত করিতে সংহার,
ভারতে নূতন জাতি হইল উদয়,
কিঞ্চিৎ বর্ণনা তার শুন মহাশয়।
ইংরাজ নামেতে তাঁরা হয় পরিচিত,
অতি কর্ম্মশীল জাতি বহু গুণান্বিত।
পশ্চিমে রয়েছে এক বিশাল সাগর,
অতলান্ত নাম তার অতি ভয়ঙ্কর।
তার মাঝে আছে দ্বীপ—ইংলণ্ড সে দেশ,
শ্বেতদ্বীপ বলি খ্যাত ভারতে বিশেষ।
চৌদিকে বেষ্টিত তার নীল জলরাশে,
শোভে সেই দ্বীপ যেন শশী নীলাকাশে।
অতি শীত সেই দেশে কুয়াসা সদায়,
প্রভাতের শশী সম রবি দেখা যায়।
শীতেতে মানুষ সব শ্বেতবর্ণ হয়,
তাই সেই দেশে সবে শ্বেতদ্বীপ কয়।
ভারত দূরের কথা এই বাঙ্গালার,
অর্দ্ধেকের মত হয় পরিমাণ তার।

মৃত্তিকা শোধন মন্ত্রে অশ্বক্রান্তা[১] ধরা,
পাঠ করি সে নগরী বুঝি মনোহরা।
রাজস্থানে মুসল্‌মান মহারাষ্ট্রগণ,
করিয়াছে বহুদিন যথা জ্বালাতন;
রোম দিনেমার আদি সধর্ম্মী তাঁহার,
করিয়াছে তাঁহাদের বহু অত্যাচার।
ঠেকিয়া শিখেছে তাঁরা নীতি বিধাতার,
আত্মবল বিনে নাহি কাহারো উদ্ধার।
স্বাধীনতা একতার প্রিয় তাঁরা হন,
নির্ভীক শিক্ষিত কর্ম্মী জাতি বিচক্ষণ।
'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' হিন্দুর বচন,
তাঁহারাই মর্ম্ম তার বুঝে বিলক্ষণ।
আসিল ভারতে তাঁরা বাণিজ্য করিতে,
প্রথম লাগিল ধন কুড়াইয়া নিতে।

১—অশ্বক্রান্তের অপর নাম 'ইষুজাত,' রথক্রান্তের 'অংশুমানক' এবং বিষ্ণুক্রান্তের 'আসেচনক' হয়, যথা—

"অশ্বক্রান্তেষু জাতাখ্যো রথক্রান্তাংশুমানকঃ।
বিষ্ণুক্রান্তাসেচনক ইতি খণ্ডত্রয়ান্বিতঃ"॥

অশ্বক্রান্ত বা ইষুজাত খণ্ডের লক্ষণ, যথা—

"ইষুজাতে নরাঃ শুক্লাঃ শূরাঃ শিল্পবিশারদাঃ।
বাণিজ্যাদিরতাঃ ক্রূরা মায়ামোহবিমিশ্রিতাঃ"॥

রথক্রান্ত বা অংশুমানক খণ্ডের লক্ষণ, যথা—

"অত্র জাতা নরাঃ কৃষ্ণাঃ প্রায়শো বিকৃতাননাঃ।
আমমাংসভুজঃ সর্ব্বে শূরাঃ কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ"॥

বিষ্ণুক্রান্ত বা আসেচনক খণ্ডের লক্ষণ, যথা—

"অত্র জাতাঃ শাবরান্তা বিপুলাশ্চিত্রমানবাঃ।
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ ভাগনাঃ"॥

ভবিষ্যপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড॥

ভগবতীর সহিত যুদ্ধে মহিষাসুরের সেনাপতি বিড়ালাক্ষ অসুর অশ্বক্রান্ত দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, যথা যামলে বচনে—

"অশ্বক্রান্তাৎ সমায়াতো বিড়ালাক্ষো মহাসুরঃ,
সোঽয়মশ্বর্গনামা বৈ স্বানুরূপবলৈর্বৃতঃ॥"

ধন পেয়ে রাজ্য-লিপ্সা জাগিল অন্তরে
ভাবনার মত সিদ্ধি দিল বিধি ক'রে।
হিন্দু মুসল্‌মান মিলে পলাশী-প্রাঙ্গণে,
প্রথমে বসায় বাঙ্গালার সিংহাসনে।
ঘরে ঘরে করি দ্বন্দ্ব ভারত-নিবাসী,
ক্রমে ভাগ্য-শশী তাঁর দিল পরকাশি।
ক্রমে ধীর-পদক্ষেপে ভারতে বিরাট,
নিজ বুদ্ধি বলে শেষে হইল সম্রাট।
কেবল ভারতে কেন, বহু দূর দেশে,
বিজয়-পাতকা তাঁর উড়িছে বিশেষে।
তাঁহার রাজত্বে রবি অস্ত নাহি যায়,
হেন ভাগ্যধর জাতি আছে কি ধরায়?
যেমতি বাণিজ্য বুদ্ধি, সাম্রাজ্য শাসনে
যথোচিত রাজগুণ রয়েছে ব্রিটনে।
বিজিতের কীর্ত্তি তাঁরা করেনা বিনাশ,
বলে ধর্ম্ম-নাশে কারো নাহিক প্রয়াস।
গুণের আদর তাঁরা করে সর্ব্বক্ষণ,
দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন।
নারীর সম্মান রক্ষা করে প্রাণপণে,
উৎপীড়নে ঘৃণা তাঁরা করে সর্ব্বক্ষণে।
ভারতে স্থাপিয়া রাজ্য করিল প্রথম,
প্রজার শিক্ষার তরে নীতি উচ্চতম।
বহু ভাষা বহু জাতি পূর্ণ এ'ভারতে,
রাজভাষা সাধারণ হইল সে মতে।
ভাব বিনিময় তাতে হয় পরস্পরে,
হয়েছে কি উপকার বুঝহ অন্তরে।
হিন্দুর বিজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল প্রায়,
উদ্ধার হয়েছে তাহা ইংরাজ-কৃপায়।
হিন্দু যে হিন্দুর ধর্ম্ম বুঝিছে গৌরব,
ইংরাজের কৃপা বলে হইয়াছে সব।
না আসিলে এই জাতি ভারত-মাঝার,
বহু গ্রন্থ বহু জ্ঞান লুপ্ত হ'ত তার।

শাসন শৃঙ্খলা হেন পরিপাটী রূপে,
করিতে পারেনি কোন পূর্ব্বতন ভূপে।
যাতায়াতে কি সুবিধা হইয়াছে দেশে,
রমণী ও দেশান্তরে যায় বিনাক্লেশে।
ছমাসে দেখেনি যাহা দিনেতেই দেখে,
বছরে শুনেনি যাহা শুনিছে পলেকে।
সুবিচার মিলে তাঁর বিচার-আলয়ে,
রয়েছে বিশ্বাস দৃঢ় প্রজার হৃদয়ে।
আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করে অনুক্ষণ,
নিজ হাতে দণ্ড কভু করেনা ধারণ।
সর্ব্বোপরি সেই গুণে সিংহাসন তাঁর,
রহিয়াছে প্রতিষ্ঠিত ভারত-মাঝার।
ঘরে ঘরে পরস্পরে হিন্দু মুসলমান,
জ্বালায় ভারত-বক্ষে যে মহা শ্মশান,
হেন শক্তিধর জাতি বিধির কৃপায়,
না আসে তখন যদি এই দেশে হায়!
জগতের এই দুই জাতি পুরাতন,
বোধ হয় এত দিনে হইত স্বপন।
ভীম মহারাষ্ট্রগণে করিতে দমন,
চল্লিশ বছর তাঁরা করিয়াছে রণ।
বহু অর্থ বহু রক্ত ক্ষয় করি তাঁরা,
ভারত মাতার বক্ষে বর্ষে শান্তিধারা।
নাহি থাক্ অন্য কীর্ত্তি, শুধু রাজস্থান
যতদিন ধরাবক্ষে রহে বিদ্যমান,
ইংরাজ জাতির কীর্ত্তি রবে সমুজ্জ্বল,
ধ্রুব নক্ষত্রের মত অচল অটল।

শক্তি হীনের ধর্ম্ম জ্ঞান।

হুলকার সিন্ধিয়ার সে দুর্জ্জয় বল,
বিধাতার শাপে আজি গেল রসাতল।
বিষদন্ত ভেঙ্গে গেল ইংরাজের করে,
প্রাণ বাহিরিতে চায় ধড়ফড় করে'।
পারেনা সৈনিকগণে দিবারে বেতন,
ক্রোধে তারা উগ্রমূর্ত্তি করেছে ধারণ।
ঘুরিতেছে রাজস্থানে মিলে দলে দলে,
দুর্ব্বার অনলে দেশ দেয় রসাতলে।
ক্রমে দশ বর্ষ ধরি করি উৎপীড়ন,
দেশের সমস্ত শোভা করিল হরণ।
সোনার মিবার ভূমি হইল শ্মশান,
পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন হ'ল তিরোধান।
ইংরাজ করিবে পুনঃ যুদ্ধ অভিনয়,
ভাবি মহারাষ্ট্রগণ শঙ্কিত হৃদয়।
সাপ যথা পশে গর্ত্তে নকুলের ডরে,
সিন্ধিয়া হুল্কার পশে মিবার ভিতরে।
ধন রত্ন পরিবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে,
মিবারের দুর্গ মাঝে রয়েছে লুকিয়ে।
দুষ্টেরা দুষ্কর্ম্ম কভু পারেনা ছাড়িতে,
মরিতে ও বাঘ যায় শোণিত খুজিতে।
পলাতক সিন্ধিয়ার অমাত্য অম্বজী,
পদ পেয়ে আসি গর্ব্বে উঠিলা গরজি।
সাধ হল মিবারের ভূমি ভাগ্ ক'রে
বেঁটে দিতে মহারাষ্ট্র সৈনিকের করে।
মাধাজীর পত্নী ছিল রাজপুত বালা,
মিবারের দশা দেখি প্রাণে হ'ল জ্বালা।
অম্বজীর ভাব বুঝি বলে বাইজীবাঈ,
"যত রাজপুত আছ হও এক ঠাই।
এখনো না দেখ যদি মেলিয়া নয়ন,
অচিরে হইবে সব অতলে পতন।"
বীরাঙ্গনা বাইজীবাঈ করি উত্তেজিত,
চন্দাবতে শক্তাবতে করে একত্রিত।
পূর্ব্ব হিংসা ঘৃণা দ্বেষ ভুলে পরস্পরে,
হুল্কারে শুধায় সবে আসি গর্ব্বভরে।

"অনুমতি করেছ কি অম্বজীরে তুমি,
সেনারে বাঁটিয়া দিতে মিবারের ভূমি ?"
হুল্কার গম্ভীর স্বরে করিলা উত্তর,
"শপথ করিয়া বলি জানিনা খবর।
হবেনা আমাতে তাহা থাকিতে জীবন,
সবে এক হয়ে কর দেশের রক্ষণ।
মিবার বিপন্ন বড় দেখে আঁখি ঝরে,
এক হয়ে যাও, দ্বন্দ্ব ছাড় ঘরে ঘরে।
একেত্রেতে অহিফেন করিয়া সেবন,
একতার পরিচয় দেখাও এখন।"
হুল্কারের বাক্যে সব আশ্বস্ত হইল,
একত্র হইয়ে সবে আফিং সেবিল।
হুল্কার সন্তুষ্ট হয়ে সবে সঙ্গে করে',
আনন্দে চলিয়া গেল সিন্ধিয়া-গোচরে।
হুল্কার কহিলা তবে সিন্ধিয়ার কাছে,
"উচ্চবংশে জন্মে রাণা জানা তব আছে।
আমাদের প্রভু যিনি অতি মাননীয়,
আপনি জানেন, রাণা তাঁরও পূজনীয়।
রাণার সম্পত্তি বহু রাখিয়া বন্ধক,
পিতা পিতামহ ভোগে হইয়া পুলক।
সঙ্কটে রাণারে তাহা না করি অর্পণ,
আমরা কি তার রাজ্য করিব বণ্টন!
ধিক্ এই রাজ্যে, আমি করেছি শপথ,
রাণার বিপক্ষে আর না ধরিব পথ।
এই দেখ আজি সবে ফিরিঙ্গির ডরে,
আশ্রয় নিয়েছি তাঁর দুর্গের ভিতরে।
আমাদের পক্ষ হ'তে চলে গেলে ভীম,
পাবনা আশ্রয়, হবে দুর্দ্দশা অসীম।
রাণারে করিনু নীমবোয়া প্রত্যর্পণ,
আপনার যাহা ইচ্ছা করুন এখন।"
হুল্কারের বাক্য শুনি সিন্ধিয়ার মনে,
আসিল পবিত্র ভাব ভুলি উৎপীড়নে।

হুল্কারের বাক্যে করি সম্মতি প্রদান,
শিবিরে রাণার দূতে করে স্থান দান।
হুল্কার ফিরিয়ে গেল সানন্দ অন্তরে,
দূতগণ ফিরে গেল নিজ নিজ ঘরে।
ভীষণ বরষা কাল ভীম বৃষ্টি পরে,
ভৃত্য আসি দিল পত্র হুল্কারের করে।
কিঞ্চিৎ পড়িয়া পত্র বলে ক্রোধভরে,
"কোথায় রাণার দূত ডাক্ ত্বরা করে'।"
ভয়ে কাঁপি দূতবর দিলে দরশন,
অনেক ভৎর্সিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন।
"বিশ্বাসঘাতক দেখ এই পত্র পড়ি,
ভীরুবৎস ফিরিঙ্গিরে কি লিখেছে মরি।
সত্যই কি রাণা বল ছাড়ি হিন্দুগণে,
ষড়যন্ত্র করে মিলি ফিরিঙ্গির সনে ?
সিন্ধিয়া বান্ধব যত আত্মীয় স্বজন,
রাণার কারণে কেন ত্যজি অকারণ ?
এই প্রতিদান আশা করি অম্বজীরে,
মিবার করিতে ভাগ নিষেধিনু কিরে।
মোগলের অধীনতা করিনা স্বীকার,
বলি যে করিত গর্ব্ব, এই শেষ তার ?"
শুনিয়া কিষণদাস হুল্কার-বচন,
অস্বীকার করিলেন সব বিবরণ।
মন্ত্রী তান্‌সিয়া উঠি কহিলা "হুল্কার,
ভাল করে আচরণ বুঝ রঙ্গরার[১]।
সিন্ধিয়ার সহ তব বাধায়ে কলহ,
সর্ব্বনাশ করিবারে করেছে আগ্রহ।
অম্বজীরে রাখ, রাণা-পক্ষ পরিহরি,
শাসিতে মিবার রাজ্য সুবাদার করি।
নতু আমি তব পক্ষ ছাড়িব নিশ্চয়।"
ভাওভাস্কর বিনে সব একমত হয়।

১—মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুতকে রঙ্গরা বলিতেন

কিছুনা বলিয়া বীর চলিল উত্তরে,
ইংরাজ সেনার সহ পশিতে সমরে।
বিপাসা নদীর তীরে ইংরাজের সনে,
হুঙ্কার করিয়া সন্ধি ফিরিল ভবনে।
রাণার অনিষ্ট নাহি করিল সাধন,
আসিতে সিন্ধিয়া-পাশে করে নিবেদন
রক্ষিতে মিবার অম্বজীর আক্রমণে,
প্রতিশ্রুত হইয়াছি রাণার সদনে।
অনুরোধ রক্ষা যদি না হয় আমার,
তার জন্য দায়ী হতে হবে আপনার।
নীরবে সিন্ধিয়া করি কিছু দিন পাত,
আবার মিবারে আসি ঘটায় উৎপাত।

কৃষ্ণকুমারী-উপাখ্যান।

সহিয়াছে রাণা ভীম বহু অত্যাচার,
লইয়াছে শিরে বহু কলঙ্কের ভার।
বিধাতা তাহাতে যেন না পেয়ে সন্তোষ,
বাড়াইতে আরো কিছু করিলেন রোষ।
ভীমের তনয়া কৃষ্ণকুমারী মোহিনী,
পরমা সুন্দরী রাজস্থান-কমলিনী।
রাঠোর-পতিরে কন্যা করিতে অর্পণ,
বিবাহ সম্বন্ধ রাণা করে নিরূপণ।
ভীমের দুর্ভাগ্য দোষে মরে সেই বর,
শেষে মনোনীত হ'ল অম্বর-ঈশ্বর।
বিবাহের যৌতুকাদি করিতে বহন,
মিবারে অম্বর-সেনা আসে বহুজন।
মানসিংহ নামে, পূর্ব্ব রাজার মরণে,
বসিলেন মারবার-রাজ-সিংহাসনে।
রাণারে লিখিলা মান "করি নিবেদন,
কৃষ্ণকুমারীরে আমি করিব গ্রহণ।—
মারবারপতি-করে অর্পিতে কৃষ্ণারে,
করিয়াছ বাক্য দান জানে এ সংসারে।
মরিয়াছে ভীম বটে আছে মারবার,
জান আরো সিংহাসন শূন্য নহে তার।
আমি মারবার-পতি জান বিজ্ঞবর,
আমারে অর্পিয়া কৃষ্ণা বাক্য রক্ষা কর।
অর্পণ করিলে কৃষ্ণা জগতের করে,
ঘটাইব বহু বিঘ্ন বিবাহের তরে।"
সম্বাদ পাঠায়ে ক্ষান্ত না রহিল মান,
অজিতসিংহেরে করে উৎকোচ প্রদান।
সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য তিন সহস্র পাঠায়,
অম্বর-ভূপতি যেন কৃষ্ণা নাহি পায়।
অম্বরে ও মারবারে কৃষ্ণার কারণ,
মিবার নাশিতে দ্বন্দ্ব বাজিল ভীষণ।
মহারাষ্ট্র এ সুযোগ ছাড়িতে কি পারে?
মক্ষিকা পাইলে ক্ষত আনন্দ যে বাড়ে।
সিন্ধিয়া করেন আশা রূপসী কৃষ্ণায়
অঙ্কলক্ষ্মী করে' প্রাণ জুড়াইবে হায়।
বামনের ভাগ্যে বিধি না মিলায় চাঁদ,
ভগ্নমনোরথ হয়ে পাতিলেন ফাঁদ।
অম্বরপতির কাছে চাহিলেন পণ,
নাহি দিলে, মান-পক্ষ করে সমর্থন।
রাণারে কহিলা "মানে কন্যা দিতে হবে,
আদেশ লঙ্ঘিলে নাহি রহিব নীরবে"।
জগতেরে বাক্য দান করিয়াছে রাণা,
ধর্ম্মলোপ ভয়ে তাঁর না শুনিল মানা।
তাহাতে সিন্ধিয়া অতি ক্রোধান্ধ হইল,
গোলন্দাজ সেনা লয়ে মিবারে ছুটিল।
আরাবলী পদে রাণা বাধা দান করে,
হতভাগ্য পরাজিত হইল সমরে।
সিন্ধিয়া উদয়পুরে প্রবেশ করিল,
কি করিবে রাণা মহা বিপদে পড়িল।

জগতে না দিতে কন্যা স্থির করি মন,
সন্মত হইল সিন্ধিয়ারে দিতে পণ।
সিন্ধিয়া প্রভুত্ব তাঁর করিতে প্রচার,
একলিঙ্গ মন্দিরেতে ডাকে দরবার।
ইংরাজের দূত টডে নিমন্ত্রণ করে,
মিবার-ঐশ্বর্য্য দেখি পরাণ বিদরে।
কত আশা কত তৃষ্ণা করে মনে মন,
জানেনা অচিরে সব হইবে স্বপন।
হতভাগ্য ভীম শত-রাজ-বংশধর,
কাঁদিল দুঃখেতে তাঁর টডের অন্তর।
রাণার কল্যাণে তিনি সঁপিলেন প্রাণ,
তাহাতে মিবারবাসী পায় পরিত্রাণ।
সভা-শেষে নিজ দেশে সিন্ধিয়া ফিরিল,
অম্বরের সেনা রাণা ফিরাইয়া দিল।
মানসিংহে ক্ষমা নাহি করিল জগৎ,
অবিলম্বে সৈন্য সজ্জা করিল মহৎ।
হুল্কার-সামন্ত-পদে ছিল বিদ্যমান,
আমিরখাঁ নামে এক দুরন্ত পাঠান।
অম্বররাজের পক্ষ করি সমর্থন,
মানের বিরুদ্ধে আসে করিবারে রণ।
অন্তর্বিবাদ-বহ্নি জগতের দলে,
জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁরে নাশিল সবলে।
দলে দলে চতুর্দ্দিকে পলাইয়া যায়,
সুযোগে রাঠোর সৈন্য আক্রমিল তায়।
লুণ্ঠিত সামগ্রী যত লইল কাড়িয়া,
ভয়েতে জগৎসিংহ গেল পলাইয়া।
অর্থ দিয়ে করি বশ দুরন্ত আমীরে,
মানসিংহ লইলেন নিজপক্ষে ফিরে।
মানেরে করা'তে বিয়ে আসিয়া মিবার,
অজিৎসিংহের কাছে বলে দুরাচার।
"হয় মানসিংহে কর কৃষ্ণারে অর্পণ,
না হয় কৃষ্ণার কর জীবন হরণ।
অন্য পন্থা ধর যদি পড়িবে বিপদে,
নাশিব উদয়পুর আমি বীরমদে।"
আমীরের কথা রাণা করিয়া শ্রবণ,
লুপ্ত হল আত্ম বুদ্ধি, কি করে এখন।
পায় না ভাবিয়া কূল পড়িল ফাঁপরে,
কৃষ্ণা কি উদয়পুর কারে রক্ষা করে।
বাড়িল রাজ্যের স্নেহ অপত্য হইতে,
সঙ্কল্প করিলা শেষ কৃষ্ণারে বধিতে।
পাষণ্ড জনক সহ আত্মীয় স্বজন,
গভীর নিশিতে বসি করে নিরূপণ—
শমনের দূত আগে হইবেন নর,
না হয় যাইবে নারী কার্য্যে তারপর।
সামন্ত দৌলতসিংহে আত্মীয় রাণার,
সকলে মিলিয়া দিল পাপ কার্য্যভার।
দৌলত বলেন "ধিক্ সেই রসনায়,
এ কার্য্যে হইতে ব্রতী বলিল আমায়।
হেন রাজভক্ত আমি নহি কদাচন,
রাজারে তোষিতে করি পশু-আচরণ।
নরবলে রাজ্য যদি রক্ষিতে না পার,
ভেবেছ কি পশুবলে রক্ষা হবে তার?"
সামন্তের বাক্য শুনি মিলি পশুগণ,
যোয়ানদাসেরে করে সে ভার অর্পণ,
ভীমের পিতার এক ছিল বারনারী,
পাষণ্ড যোয়ান জন্ম লয় গর্ভে তারি।
হাস্যমুখে নিয়ে পাপী ছুরিকা ভীষণ,
চলিল সাহসে বালা করিতে নিধন।
গভীর রজনী, কন্যা আছে ঘুমঘোরে,
জানেনা শমন তার আসিয়াছে দোরে।
কৃষ্ণার রূপেতে যেন হইয়ে লজ্জিত,
রহিয়াছে ক্ষুদ্র আলো কোণে লুক্কায়িত।
সুরম্য স্বর্গের শোভা দেখিয়া যোয়ান,
হৃদয়ের নরকাগ্নি হইল নির্ব্বাণ।



কৃষ্ণকুমারীর বিষপান ৩ পৃষ্ঠ

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শিহরি উঠিল অঙ্গ, খসে' পড়ে অসি,
শিরে হাত দিয়ে পাপী রহে তথা বসি।
যে অসি পাষাণ কাটে, নারীর কোমল
হৃদয় কাটিতে আজি হল হীনবল।
পশুত্ব তাহার নাহি ফিরে এল আর,
কাঁদিয়া ফিরিল ছাড়ি কৃষ্ণার দুয়ার।
যোয়ান ফিরিয়া গেলে পাষণ্ডের দল,
পায় না উপায় কিছু, ভাবিয়া বিকল।
রাজপুর মাঝে এক পিশাচিনী ছিল,
বিষদানে বধিবারে নিযুক্ত হইল।
এই ষড়যন্ত্র কথা হইলে প্রকাশ,
রাণীর ক্রন্দন উঠে ফাটিয়া আকাশ।
কি করিবে রাণা যাতে দিয়েছে সম্মতি,
কে শুনে কাতর কণ্ঠে রাণীর মিনতি।
জননীর আর্ত্তনাদে মনে পেয়ে জ্বালা,
স্থির চিত্তে মাতৃপদে কহিলেন বালা।

কেন মাতঃ অকারণ কর অশ্রু বরষণ,
বীর কন্যা তুমিত জননি!
জন্মেছি তোমার গর্ভে গর্ব্বিত তোমার গর্ব্বে,
—মৃত্যুভয়ে ভীত কি এমনি!
অনিত্য মানব-প্রাণ দুঃখে শোকে মুহ্যমান,
মুক্ত হয়ে চলিতেছি হায়;
যাবে সব চলে' যথা, দুই দিন আগে তথা
গেলে কিবা ক্ষতি বল তায়?
জন্মেছি মা যেই স্থলে অসি অগ্নি হলাহলে
অপঘাত মৃত্যুলেখা ভালে,
কোন্ রাজপুত কন্যা তাতে মা হয়না ধন্যা,
তারে কভু ছুতে পারে কালে?
জন্মিলে মুহূর্ত্ত পরে না যেয়ে শমন ঘরে
এতদিন আছি অঙ্ক তলে,[১]

পতিনিন্দা কেন কর তুমি ভাগ্যবতী বড়,
তবু মাতঃ কাঁদিছ কি বলে'।
আমার মরণে যদি বাঁচে প্রাণ লক্ষাবধি
রক্ষা হয় বাপ্পা-সিংহাসন,
মোর সম ভাগ্যবতী তোমা হেন পুণ্যবতী
কোথা আছে ভেবে দেখ মন।
কোথা বিষ সহচরী নিয়ে এস ত্বরা করি
করি আশু বিপদ বারণ,
এত বলি হাসিমুখে বিষপান করি সুখে
রহিলেন অপেক্ষি মরণ।
সুধার সাগরে পড়ে' বিষ যেন গেল ম'রে
দেববালা হাসে কুতূহলে;
অজিত বিস্মিত হ'ল কতক্ষণ চেয়ে রল
আবার আবার দাও" বলে।
পুনঃ বিষ পিশাচিনী এনে দিলে, তেজস্বিনী
স্বকরে করিলা তাহা পান;
গরল অমৃত হ'ল, সুধামুখী বসে র'ল,
অজিত বলিল পুনঃ আন।
দুর্গা যথা দৈত্য-বাণে উপেক্ষিয়া মদ্যপানে
নববলে হল বলবতী,
তেমতি আবার পিয়ে, ডরে না কাঁপেনা হিয়ে,
ভয়ে ভীত যতেক দুর্ম্মতি।
পিশাচ অজিৎ তবু ব্রত না ভাঙ্গিল কভু
ক্রুদ্ধ হ'ল কৃষ্ণার উপরে,
আফিং কুসুম-রসে মিশাইয়া ক্রোধবশে
তুলে পুনঃ দিল তার করে।
আবার হাসিয়া কৃষ্ণা বিষেতে নিবারি তৃষ্ণা
শুইলেন অন্তিম শয্যায়,
চলিলেন হাসি মুখে সে বিশ্ব-পিতার বুকে
নির্দ্দয় পিতারে ছাড়ি হায়।
পাপিষ্ঠ অজিত হেসে চলিলেন বীর-বেশে
সিদ্ধকাম বলিতে রাণায়।

১—প্রকারান্তরে রাজপুতদিগের শিশু হত্যার কথা বলা হইতেছে।

উন্মাদিনী হয়ে রাণী বক্ষে করি তনুখানি
আত্মহারা ভূতলে লুটায়,
বিশুষ্ক কমল বুকে থাকে যথা ম্লানমুখে
এলোকেশী আঁধার রজনী।
আর না হইল জ্ঞান, কন্যারে খুজিতে প্রাণ
দেহ ছাড়ি ছুটিল অমনি।

পাপের পরিণাম।

শক্তাবৎ বংশধর তেজস্বী নির্ভীক,
ন্যায়নিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ত অতীব ধার্ম্মিক
সর্দ্দার সংগ্রামসিংহ নাহি ছিল দেশে,
যখন মিবারে এই কলঙ্ক প্রবেশে।
আসিয়া কৃষ্ণার কথা করিয়া শ্রবণ,
ক্রোধেতে রাণারে আসি করে সম্বোধন।
"কাপুরুষ, তুমিই কি মিবার-ঈশ্বর!
কেন বসেছিলে বাপ্পা সিংহাসনোপর?
শিশোদীয়-বংশ-রক্ত দূষিত করিলে,
পবিত্র বাপ্পার কুলে কলঙ্ক অর্পিলে।
পিতা হয়ে রাক্ষসের মত কৈলে কাজ,
এখনো দেখাও মুখ নাহি তব লাজ?
এই পাপে বাপ্পাবংশ বিনাশ হইবে,
কুলেতে যে দিলে কালি আর না উঠিবে।"
ঘৃণা লজ্জা শোকে মুখ ঢাকি করতলে,
অধোমুখে আছে রাণা, ভাসে অশ্রুজলে।
ক্ষণেক নীরব থাকি দেখিয়া অজিতে,
কহিলা তাহারে বীর অতি ক্রুদ্ধ চিতে।
"পাপিষ্ঠ এখনও তুই নিকটে আমার,
সর্দ্দার বংশের লজ্জা ওরে দুরাচার!
এরূপে কি বল পিতৃপিতামহগণ,
করেছিল দেশ রক্ষা গৌরব অর্জ্জন?
কোন্ ভয়ে এত শীঘ্র কৈলে হেন কাজ?
দেশের বংশের মুখে দিলে কেন লাজ?
পাঠান কি পশেছিল পুরীর ভিতরে,
করিলে সম্ভ্রম রক্ষা নারী হত্যা করে'?
রে পাপিষ্ঠ, হেন হত্যা ক্ষত্রিয় না করে,
চিতোর ধ্বংসের কথা দেখ মনে করে'।
বিপন্ন দেখিলে তারা নিজ কুল মান,
ভীষণ জহরব্রত করি অনুষ্ঠান,
প্রাণের ভগিনী কন্যা অর্পি হুতাশনে,
মুক্ত অসি করে পশি প্রাণ দিত রণে।
রে কুল-কলঙ্কী তোরা আত্মরক্ষা তরে,
করিলি রমণী-হত্যা বিষ দান করে'।
কোন্ সাধে রাখিয়াছ এই তুচ্ছ প্রাণ?
বিলাও কুক্কুরে দেহ করি খান খান।
প্রায়শ্চিত্ত তার নাহি হবে কোন মতে,
যে কলঙ্ক রেখে গেলি ক্ষত্রিয় জগতে।
তোরা কি ক্ষত্রিয়! ছি ছি তোরা রাজপুত!
সে পবিত্র বংশের কি তোরা যোগ্য সুত?
বিধাতা ক্ষত্রিয় বংশ না কৈল নির্ম্মূল,
হেন কাপুরুষ সৃজি করিত না ভুল।
এই পাপে বংশ তোর লুকাবে অচিরে,
পথেতে চলিতে লোক ধূলি দিবে শিরে।"
সংগ্রামের বাক্য শুনি কাঁদিতে কাঁদিতে,
অজিত চলিয়া গেল চিতোর হইতে।
এক মাসে জায়া পুত্র মরিল সকল,
অজিত ছাড়িল গৃহ হইয়া পাগল।
একগুণে বাপ্পা-বংশে কন্যাঘাতী রাণা,
সকলের শ্রেষ্ঠ বলি ছিল দেশে জানা।
পঞ্চ উনশত জন্মে সন্তান তাঁহার,
হায় কি বলিব বল সে কাহিনী আর!
কেবল যুবন বিনে কেহ না রহিল,
কালের উদর সবে পূরণ করিল।

ছিল যে যুবনসিংহ সেও অপুত্রক,
অচিরে রাণার লুপ্ত হয় পিণ্ডোদক।
সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি অম্বজী প্রধান,
মিবারের রক্ত যেই করেছিল পান;
পূরাইতে ইচ্ছা যার লক্ষ নর নারী,
কেহ মরে কেহ ধায় ছাড়ি ঘর বাড়ী।
কিবা পরিণাম তার করহ শ্রবণ,
দেখিবে পাপীর শাস্তি দেয় জনার্দ্দন।
প্রভুরে করিয়া তুচ্ছ গোয়ালীর দেশে,
অম্বজী স্বাধীন রাজ্য স্থাপে অবশেষে।
তাহাতে সিন্ধিয়া অতি হইয়ে কুপিত,
আনেন কুক্কুর সম করি শৃঙ্খলিত।
ধন রত্ন যত ছিল করিয়া লুণ্ঠন,
পটগৃহ মাঝে রাখে করিয়া বন্ধন।
হস্ত পদ দগ্ধ করি জ্বলন্ত উল্কায়,
অশেষ যন্ত্রণা করে সিন্ধিয়া তাহায়।
কষ্ট অপমান সহ্য না হইলে হায়,
আত্মহত্যা তরে বুকে ছুরিকা বসায়।
তাতেও না নিল বিধি পাপীর জীবন,
ইংরাজ ডাক্তার ক্ষত করিল সীবন।
পরেতে দারুণ দুঃখে মর্ম্ম যাতনায়
পাপিষ্ঠের পাপপ্রাণ দেহ ছাড়ি যায়।
যে জালিমসিংহে করি চক্রান্ত তাড়ায়,
ত্যজ্য বিত্ত যাহা ছিল সে জালিম পায়।

মিবারের শেষ দুর্দ্দশা।

পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতী আমীর পাঠান,
প্রবেশে দোবারী পথে হয়ে বলবান
অন্যপথে জামসিদ জামাতা তাহার,
পশিল যমের মত বিক্রমে দুর্ব্বার।
একাদশ লক্ষ টাকা চাহিল আমীর,
না দিলে ভাঙ্গিবে একলিঙ্গের মন্দির।
সর্ব্বস্বান্ত ভীমসিংহ কি করিবে আর,
বহু কষ্টে নয়লক্ষ করিল যোগাড়।
দুর্জ্জয় পাঠান সৈন্য পশিয়া নগরে,
নাগরিকে পৈশাচিক অত্যাচার করে।
কোথায় লুণ্ঠন কোথা জ্বলিছে অনল,
হায় হায় করে লোক ভাবিয়া বিকল।
ঘরের বাহিরে নারীগণ নাহি যায়,
পথে ঘাটে লোক চলা বন্ধ হল হায়।
মাথায় উষ্ণীষ থাক্ অঙ্গরাখা গায়,
পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র যদি দেখা যায়,
তবু পাঠানের করে নাহি পরিত্রাণ,
কেড়ে নেয় বস্ত্র, করে প্রহার বিধান।
সোমজী মন্ত্রীরে হত্যা করে যে সর্দ্দার,
জামসিদ বন্দী করি রাখে কারাগার।
তিরিশ হাজার টাকা করিয়া প্রদান,
শোমজীর ভ্রাতা কিনে লয় তাঁর স্থান।
ভ্রাতৃহত্যা দিল শোধ বধিয়া সর্দ্দারে,
ছিন্ন মুণ্ড রাখে রামপিয়ারীর দ্বারে।
এইরূপে চলিতেছে রুধিরে তর্পণ,
আসিল আবার বাপুসিন্ধিয়া তখন।
দুই জনে দুই ভাগে করে অত্যাচার,
রাজ্য অরাজক, শুধু উঠে হাহাকার।
জ্বলিল মিবার রাজ্যে প্রচণ্ড-শ্মশান,
পিশাচ করিছে নৃত্য ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
না পারি সহিতে রাণা অত্যাচার আর,
দুই পক্ষে ভাগ করে' দিতে রাজ্য তাঁর,
ধবল মেরুতে সভা করিয়া আহ্বান,
তাহাতে করিল রাজ্য ভাগের বিধান।
শব পেয়ে মহোৎসব হইল শিবার,
ঢাকে মিবারের মুখ ঘন অন্ধকার।

কোথায় ইংরাজ জাতি বিপন্ন-সহায়;
একবার দয়া করে' এস না হেথায়!
মুছাইয়া দাও তার নয়নের জল,
ধরাতে তোমার কীর্ত্তি রহিবে উজ্জ্বল।

সন্ধি।[১]

ভারতের বড়লাট হেষ্টিংসের কালে,
ভারত মরিতে ছিল দস্যুদের জালে;
মহারাষ্ট্র পর্ত্তুগীজ ফরাসী পাঠান,
দস্যুগণ হয়েছিল ভারতে প্রধান।
রাজস্থানে রাজপুত হীনবল হয়,
দস্যুর প্রভাব ক্রমে বাড়ে অতিশয়।
করিয়া হেষ্টিংস লাট দস্যুর দমন,
করিল ভারতে কিছু শান্তি সংস্থাপন।
দস্যুরা আবার যেন ফিরিতে না পারে,
মিলিতে হইল ইচ্ছা তাঁর রাজবারে।
রাজস্থানে যত রাজা করিয়া আগ্রহ,
জয়পুর বিনে মিলে ইংরাজের সহ।
দিল্লীতে মহতী সভা হইল মিলন,
সকল রাজ্যের দূত মিলিল তখন।
বুদ্ধিমান ভীমসিংহ করিয়া আগ্রহ,
এইরূপে করে সন্ধি কোম্পানীর সহ।
কোম্পানীর আধিপত্য করিয়া স্বীকার,
রহিবে মিবার-পতি বন্ধুরূপে তার।
অন্য রাজ্য সহ রাণা সম্বন্ধ ছাড়িবে,
বিপদে কোম্পানী তাঁর সহায় হইবে।

১—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বণিক সম্প্রদায় ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, পরে রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাণা ভীমসিংহের সহিত তাহার সন্ধি হয়। এই জন্য ব্রিটিস গর্ভনমেণ্টকে সাধারণ লোকে কোম্পানীর রাজ্য বলে।

না করিবে কারো প্রতি কোন অত্যাচার
কোম্পানী লইবে দ্বন্দ্ব মীমাংসার ভার।
আপনার রাজ্য রাণা করিবে শাসন,
না করিবে ইংরাজেরা তাতে হস্তার্পণ।
চারি বর্ষ রাজ্যে যত রাজস্ব উঠিবে,
টাকা প্রতি চারি আনা কোম্পানী পাইবে
পরে ছয় আনা হারে দিবে আজীবন,
প্রয়োজন মত সেনা করিবে পোষণ।
কোম্পানীর কৃপাবলে বেদখল দেশ,
দখল পাইলে রাণা কর দিবে শেষ।
ইংরাজের সহ সন্ধি করিয়া বন্ধন,
আশু রণসজ্জা রাণা করিল ভীষণ।
দুরন্ত সিন্ধিয়া আর বিদ্রোহী সর্দ্দার,
হরেছিল যেই দেশ করিল উদ্ধার।
সৈন্যের বেতন শোধ করিয়া ইংরাজ,
রাণা হ'তে নিল কমল্মীর দুর্গরাজ।
মিবারের মধ্য দিয়া আপনার দেশে,
সিন্ধিয়া পরাণ লয়ে ধায় অবশেষে।
অজস্র মিবারবাসী করি গালিদান,
থুথু দিয়ে গায়ে তার করে অপমান।
সপ্ত সিন্ধুপার হ'তে পূজা পায় এক,
অপর ঘরের লোক তার ভাগ্য দেখ।
স্বদেশী বিদেশী লোক করেনা তফাৎ,
যেখানে মহত্ত্ব দেখে করে প্রণিপাত।
মিবারের সে দুর্দ্দিনে ইংরাজ প্রবল,
সহায় না হলে সব যেত রসাতল।
ইংরাজ মিবারে করে কিবা উপকার,
বলিলে একটী কথা পার বুঝিবার।
কোম্পানীর সন্ধিকালে মিবারের আয়,
চল্লিশ সহস্র মুদ্রা মাত্র দেখা যায়।
সার্দ্ধ নব লক্ষ টাকা পঞ্চম বরষে,
ইংরাজের কৃপাবলে রাজ কোষে পশে।



টড্ সাহেব।

কে সেই সাহেব ছিল বলি বিবরণ,
শুনিলে হইবে পুণ্য, করহ শ্রবণ।
রাজপ্রতিনিধি হ'য়ে রাজপুতনায়,
বহুদিন রাজকার্য্যে থাকি শেষে যায়।
নির্ম্মল চরিত্র ছিল মহান্ হৃদয়,
রাজপুত-দুঃখে কাঁদে প্রাণ অতিশয়।
যথাসাধ্য সে জাতির করিতে কল্যাণ,
সঁপে দেয় সে মহাত্মা আপনার প্রাণ।
অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া বারণ,
দেশেতে করেন তিনি শান্তি সংস্থাপন।
রাজকর্ম্মচারী যথা ছিল বিচক্ষণ,
তেমতি শিক্ষিত ছিল অতি উচ্চমন।
রাজপুত-হৃদয়ের মাহাত্ম্য দর্শনে,
মুগ্ধ হয়ে মন দেয় তাহার কীর্ত্তনে।
লিখি যেই রাজস্থান অতি সুখে বসি,
মহাত্মা টডের এই কীর্ত্তি মহীয়সী।
যদি না আসিত টড ভারত মাঝারে,
রাজপুত-কীর্ত্তি যত থাকিত আঁধারে।
পড়ি যেই রাজস্থান ভারত-সন্তান,
মুগ্ধ হ'য়ে রহে শুনি বীর-কীর্ত্তিগান,
তাহাদের ভাগ্যে নাহি ঘটিত কখন,
না আসিলে টড সেই রস-আস্বাদন।
যত দিন রাজস্থান থাকিবে ভারতে,
মহাত্মা টডের কীর্ত্তি অক্ষয় জগতে।
সুদূর পশ্চিম হ'তে আসিয়া পূরবে,
মাতিল হৃদয় তাঁর পূর্ব্বের গৌরবে।
চিনে না কাহারে, কারো নাহি জানে ভাষা,
তবুও বাড়িল এত প্রাণের পিপাসা
রাজপুত-কীর্ত্তি-কথা করিতে প্রচার,
ভেবে দেখ হইয়াছে কত কষ্ট তাঁর।
এহেন হৃদয়বান সুমতি ইংরাজ,
কচিৎ ভারতবর্ষে করে রাজকাজ।
হেন দেব-তুল্য লোক দুর্ল্লভ জগতে,
বিধর্ম্মী হলেও তিনি পূজ্য এ ভারতে।

টডের অভ্যর্থনা।

হর-কোপ কামে যথা, মহারাষ্ট্র-কোপ,
মিবারে উৎসব প্রায় করেছিল লোপ।
রাজস্থানে ফুলদোল উৎসব মহৎ,
মধু মাসে মধুময় হইলে জগৎ।
খড়গপূজা করি শেষ পশ্চাতে তাহার
বাসন্তী উৎসবে মগ্ন হয় রাজবার।
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া নারী কুসুম ভূষণ,
কুসুমিতা লতা সম সুশোভিতা হন।
কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশিয়া রমণীনিকর,
কৃষ্ণলীলা অভিনয় করে মনোহর।
কেহ রাধা কেহ কৃষ্ণ কেহ সখী হয়,
নেচে গেয়ে কৃষ্ণলীলা করে অভিনয়।
তেমতি পুরুষগণ হইয়ে মিলিত,
অনুরূপ লীলা করে প্রেমে পুলকিত।
বহুদিন পরে আজি দুঃখিনী মিবার,
আনন্দ উৎসবে পায় আনন্দ অপার।
মধুর বসন্ত কালে টড মহামতি,
মিবার দেখিতে আসে প্রীত হয়ে অতি।
নাথদ্বারে আসি তিনি দিলে দরশন,
রাজপুতগণ যেয়ে করিল গ্রহণ।
নগর-সমীপে এক রম্য তালবনে,
হইল মহতী সভা তাঁর সম্ভাষণে।
মিবারের যুবরাজ নামেতে যুবন,
সভাতে টড়ের চিত্ত করিল রঞ্জন।

শিষ্টাচারে প্রতিনিধি এত তুষ্ট হন,
পারিল না মনোভাব করিতে গোপন।
কহে "কুমারের মুখ দেখি মনে হয়,
উচ্চবংশে জন্ম তাঁর নাহিক সংশয়।"
তথা হ'তে গেল টড উদয়পুরেতে,
সজ্জিত হয়েছে পুরী মোহন সাজেতে।
হয়েছে মিবারবাসী আনন্দে মগন,
"জয় ফিরিঙ্গিকা রাজ" বলে ঘন ঘন।
রাজপুত-বালা পূর্ণকুম্ভ শিরোপরে
গায় আগমনী গান, বন্দী স্তোত্র পড়ে।
সিংহাসন হতে রাণা উঠিয়া সত্বরে,
সসম্মানে লইলেন অভ্যর্থনা ক'রে।
কহিলেন ভীম সিংহ "শুন মহাত্মন্,
ইংরাজের কৃপা নাহি ভুলিব কখন।
এত দিন বহু কষ্টে করিয়াছি শেষ,
তব অনুগ্রহে এবে নিদ্রা যাই বেশ।"
সভা-ভঙ্গে টড যবে শিবিরে ফিরিল,
হস্তী অশ্ব মুক্তা হার শাল রাণা দিল।
রাণা ভীমসিংহ পুত্র সামন্তের সহ
টডের শিবিরে যায় করিয়া আগ্রহ।
সসম্মানে সকলেরে করিয়া গ্রহণ।
যোগ্য উপহার টড করেন অর্পণ।

মিবারে নূতন যুগ।

কোম্পানীর সহ সন্ধি করিয়া স্থাপন,
রাণা করিলেন রাজ্য সংস্কারে মনন।
মিবারে কতক ছিল বিদ্রোহী সর্দ্দার,
রাণার প্রভুত্ব নাহি করিত স্বীকার।
না আসিত সভা মাঝে জন্মেও কখন,
তাদেরে করিতে বশ রাণা দিলা মন।
কোন্ দৈব বলে নাহি জানি বা কেমনে,
মিলিল সর্দ্দার সব অতি শুভক্ষণে।
"নারীর করিব মান, তবু না রাণার,"
এ প্রতিজ্ঞা করেছিল অনেক সর্দ্দার।
মোহমন্ত্রে সকলেই আপনা ভুলিয়া,
রাজসভা মাঝে সব মিলিল আসিয়া।
জনশূন্য ছিল দেশ দস্যু-উৎপীড়নে,
জনপূর্ণ করিবারে রাণা করে মনে।
রাজ্যেতে হয়েছে শান্তি করিয়া ঘোষণ,
দেশচ্যুত প্রজা রাণা করে আবাহন।
শ্রাবণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া বাসরে,
শঙ্করী আসিয়ে পুনঃ মিলেন শঙ্করে।
পার্ব্বতীতৃতীয়া নাম ধরে সে পরব,
রাজস্থানে পূজে গৌরী যত নারী সব।
সেইদিন পরে' সবে লোহিত বসন,
দুহিতায় রক্তবাস করেন অর্পণ।
জয়পুরে সেইদিন অতি আড়ম্বর,
গ'ড়ে থাকে পার্ব্বতীর প্রতিমা সুন্দর।
পরাইয়ে মনোহর বসন ভূষণ,
নারীগণ কাঁদে করি' করেন বহন।
নাচে গায় নারীগণ আনন্দে অপার,
পাছে পাছে চলে রাজা সামন্ত সর্দ্দার।
মহোল্লাসে দেবীপূজা হ'লে অবসান,
সর্দ্দারে লোহিত সজ্জা রাজা করে দান।
ভূমি অধিকার কিম্বা পরিত্যক্ত ঘরে,
পুনরাগমনে এই শুভ দিন ধরে।
অর্দ্ধ শতাব্দের গ্লানি করি তিরোহিত,
পার্ব্বতীতৃতীয়া আজি হ'ল উপনীত।
মায়ের আহ্বান শুনি সবে পুলকিত,
মাতৃহারা বৎস সম ছুটিল ত্বরিত।
"জয় ফিরিঙ্গিকা রাজ" গেয়ে উচ্চৈঃস্বরে,
দলে দলে প্রজাপুঞ্জ ফিরে এল ঘরে।

পশু পাখী তাড়াইয়া আবাস হইতে,
সকলে লাগিল পুনঃ বসতি করিতে।
জঙ্গলে আবৃত ছিল যেই ক্ষেত্ররাশি,
আবার মুখেতে তার ফুটে শস্য হাসি।
দেশেতে ফিরিল বটে, অর্থহীন সব,
শিল্প বাণিজ্যের তরে নাহিক বিভব।
রাজকোষে অর্থ নাই রাণা করে দান,
বিদেশী বণিক শ্রেষ্ঠী করিলা আহ্বান।
পাছে কেহ অবিশ্বাস করেন রাণারে,
দিলেন প্রতিজ্ঞা-পত্র টড সবাকারে।
দিনে দিনে বণিকেরা আসিয়া মিলিল,
রাজ্যের উন্নতি ক্রমে বাড়িতে লাগিল।
মহারাষ্ট্র দস্যুগণ ভীলবারা দেশ,
পুনঃ পুনঃ উৎপীড়নে করে ধ্বংস শেষ।
হিংস্র জন্তু ভিন্ন নরনারী নাহি ছিল,
রাস্তার উপরে ঘোর জঙ্গল জন্মিল।
টডের কৃপায় হল বন্দর সুন্দর,
অল্পদিনে অট্টালিকা উঠিল বিস্তর।
সামন্ত প্রথায় অতি ছিল বিশৃঙ্খল,
তাহার সংস্কার বিনে সকলি বিফল।
রাণা করিলেন ইচ্ছা মিলায়ে সকলে,
রাজ্যের কল্যাণে বাঁধে একতা-শৃঙ্খলে।
সম্ভবে একত্রে বাঘে মেষে জলপান,
অসম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দ্দার মিলান।
নিরাশ না হ'য়ে রাণা, তবু দেশহিতে
লাগে পুনঃ পুনঃ সভা আহ্বান করিতে।
কোম্পানীর সন্ধি-সূত্র দিত বুঝাইয়া,
বহু তর্ক করি শেষে যাইত চলিয়া।
সর্ত্ত-পত্র লিখি রাণা দিলেন সভায়,
বার বার আলোচনা হইল তাহায়।
পরেতে বৈশাখ মাসে এক সভা হয়,
দিন গেল, রাত্রি গেল,—অরুণ উদয়।
উষাদেবী নব ভাব জাগাইয়া দিল,
সকলেই সর্ত্ত-পত্রে সাক্ষর করিল।
আসিল মিবারে আজি নব জাগরণ,
রাজা প্রজা সকলেই উল্লসিত মন।
মিবারের বহু জমি অনেক সর্দ্দার,
বলে নিয়েছিল হ'রে করি' অত্যাচার;
তাহার উদ্ধার তরে রাণা দিল মন,
মহামতি টড তাঁর সুসহায় হ'ন।

আর্জ্জা অধিকার।

আর্জ্জা নামে দুর্গ আর সেই জনপদ,
পূর্ব্বেতে রাণার ছিল খাসের সম্পদ।
পূরাবৎ সর্দ্দারেরা বলে নিল হ'রে
শক্তাবৎ রক্তদানে আনে নিজ করে।
রাণা হ'তে কিনে দশ সহস্র মুদ্রায়,
পঞ্চদশ বর্ষকাল ভোগ করে তায়।
ফতেসিংহ সে নগর করিত শাসন,
রাণা বলিলেন তাঁরে আত্ম-প্রয়োজন।
সর্দ্দার বলিল "বহু রক্ত বিনিময়
করিয়া উদ্ধারি দুর্গ জান মহাশয়।
ছাড়িতে হইলে তারে হারাব সম্মান,
কি আর কহিব প্রভু তব বিদ্যমান।"
শক্তাবৎ মিবারের প্রধান সহায়,
কি করিবে রাণা কিছু কুল নাহি পায়।
রাণা কহে "নিজ তরে দুর্গ নাহি চাই,
দেশের কল্যাণ হ'বে দাও যদি ভাই।"
মহামতি ফতেসিংহ দুর্গ দিল তাঁয়,
কহে "পুরাবৎ যেন পুনঃ নাহি পায়।"

বেদনোর অধিকার।

বেদনোর সর্দ্দারেরা অতি সম্মানিত,
জয়মল্ল-বংশধর সর্ব্বত্র পূজিত।
রাণা তাঁহাদের করে সম্মান হরণ,
তাই তাঁরা ভীমসিংহে ছিল ক্রোধমন।
জয়ৎসিংহের করে বেদনোর ছিল,
রাণা চাহিলেন তাহা, সর্দ্দার কহিল,—
"আজ্ঞা যদি কর দাস দেশ ছেড়ে যাবে,
ভূমিবৃত্তি যত আছে প্রভু তুমি পাবে।"
রাণার উত্তর আশে' প্রাসাদ প্রাঙ্গণে,
দাঁড়াইয়া রহে বীর বিষণ্ণ বদনে।
উপায় না দেখি রাণা, টডের উপরে
সমর্পণ করে ভার মীমাংসার তরে।
টড কহিলেন "শুন সর্দ্দার প্রধান,
জয়মল্ল-বংশধর তুমি মহীয়ান।
মিবার রক্ষার তরে মল্ল বীরবর,
আত্মপ্রাণ দিয়ে হয় জগতে অমর।
তাঁর বংশধর হ'য়ে আপনি জয়ৎ,
ত্যাগ-ধর্ম্মে কেন বল বিমুখ এমত।"
সর্দ্দার কহিল "জয়মল্ল-বংশধর,
চিরদিন রাজভক্ত, ত্যাগে তৎপর।
সমস্ত সামন্ত হ'লে বিদ্রোহী রাণার,
আমরাই ঢালি রক্ত রক্ষি বার বার।
বিবাহ যৌতুক যেই হরিল রাণীর,
শ্রেষ্ঠ পারিষদ আজি সে দস্যু হামীর।
আমাদের সেই কষ্ট মনে তাঁর নাই,
এ দুঃখ ফিরিঙ্গিরাজ কহি কার ঠাঁই।
তিন শত যাট গ্রাম মাত্র বেদনোরে,
ছেড়ে দিতে জয়মল্ল-বংশ নাহি ডরে।"
এত বলি বীর অশ্রু করি বরষণ,
দান পত্র টড-করে করিল অর্পণ।
লজ্জিত হইয়ে রাণা, উচিত সম্মানে
করিলেন পরিতুষ্ট বীরেন্দ্র প্রধানে।
সর্দ্দার হামীর শু'নে অবনত মুখে,
আপনার গৃহপানে চলে মন-দুঃখে।

ক্ষীরোদা ও ভাদেশর দুর্গাধিকার।

সোমজী মন্ত্রীরে হত্যা করে যে সর্দ্দার,
সোমজীর ভ্রাতা মুণ্ড কিনে লয় যার,
হামীর তাঁহার পুত্র ভাদেশর-পতি,
জয়ৎ বলিয়া দস্যু নিন্দে যারে অতি।
ক্ষীরোদা নামেতে দুর্গ সম্পত্তি রাণার,
হস্তগত করে সেই বিপদে তাঁহার।
ছেড়ে দিতে সব, মন্ত্রী করিল আদেশ,
হামীর উত্তর করে গর্ব্বেতে বিশেষ।
"সোমজীর কথা তব নাহি কি স্মরণ?
অনর্থক কেন বল হারাবে জীবন।"
ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাণা দুর্গ নিতে অধিকার,
পাঠাইয়া দিলা রাজ-কর্ম্মচারী তাঁর।
না দিল দুর্গের দ্বারে করিতে প্রবেশ,
অপমান করিলেন রাণারে বিশেষ।
একদা হামীর সহ অন্য সভাসদ
ব'সে আছে, রাণা তাঁর ভাবিছে বিপদ।
হেনকালে আসি' টড সুধাইলা তাঁরে,
"আসিয়াছে ক্ষীরোদা কি তব অধিকারে?
আপনার আজ্ঞা রাণা হইলে লঙ্ঘন,
লাট বাহাদুর মোরে হ'বে ক্ষুণ্নমন।
করিয়াছে যেই জন তব অপমান,
প্রতিফল দিতে তারে হও যত্নবান।"
টডের সাহসে রাণা উত্তেজিত হ'য়ে,
কহিলা সর্দ্দারগণে প্রফুল্ল হৃদয়ে।

"ইচ্ছা নহে কারো করি অহিত সাধন,
সম্মান রাখিতে চেষ্টা করি অনুক্ষণ।"
এত বলি উগ্রমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
হামীরের প্রতি কহে কঠোর বচন।
"এ মুহূর্ত্তে চ'লে যাও এ সভা হইতে,
নগর ঘণ্টার মধ্যে হইবে ছাড়িতে।"
রাণার আদেশ শুনি হামীরের মাথে,
আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে, কি করে তাহাতে
মহামতি টড বহু বুঝায়ে রাণারে,
নির্ব্বাসন দণ্ড হ'তে রক্ষা করে তারে।
অপহৃত দুর্গ সহ ক্ষীরোদা কেবল,
না দিল ছাড়িয়া শুধু হামীর দুর্ব্বল ;--
তাহার পৈতৃক দুর্গ ছিল ভাদেশর,
তাহাও দিলেন ছাড়ি মনে পেয়ে ডর।

আমলি দুর্গ অধিকার।

মহারাষ্ট্র-করে রক্ষা করিতে মিবার,
বিসর্জ্জে প্রতাপসিংহ প্রাণ আপনার ;
পুরস্কার দিল রাণা আমলি তাঁহারে,
অর্দ্ধশত বর্ষ ব্যাপি ভোগিছে ইহারে।
রাজ-ভক্ত সাধু পুত্র ফতেসিংহ তাঁর,
সুশীল সরল চিত্ত, ক্রোধীও আবার।
ছাড়িতে আমলি রাণা সিংহের নিকটে,
লাজ ভয়ে নাহি বলে পড়িল সঙ্কটে।
ভীমের উদ্দেশ্য নাহি রহিল গোপন,
শুনিলেন ফতেসিংহ সেই আলাপন।
একদিন গেল টড তাঁহার গোচরে,
বিরাট মন্দিরে বসে সভার ভিতরে।
পিতৃপুরুষের বহু বীর-মূর্ত্তি তাঁর,
প্রাচীরে শোভিতে ছিল গৃহের মাঝার।
বসিয়া রয়েছে টড সর্দ্দারের তরে,
হেনকালে পশে বীর মন্দির ভিতরে।
টডের সম্মুখে করি আসন গ্রহণ,
জানু'-পরে রাখি ঢাল বসে ক্রোধমন।
না করিল অভ্যর্থনা, নাহি বলে কথা,
দেখিয়া সাহেব টড মনে পেল ব্যথা।
পিতা প্রতাপের মূর্ত্তি সম্মুখে ধরিয়া,
কহে মহামতি টড হাসিয়া হাসিয়া।
"যেই বীর পুত্র-কুলে জনম তোমার,
এই যে জীবন্ত মূর্ত্তি বীরেন্দ্র সর্দ্দার,
আচরণ করি তাঁরা তোমার মতন,
হয় নি জগৎপূজ্য নিশ্চয় কখন!"
কহিলেন ফতেসিংহ মানিয়া বিস্ময়,
"এ চিত্র কোথায় তুমি পেলে মহাশয়!
স্বর্গীয় পিতার মম এই ছবি মরি!"
অজ্ঞাতে পড়িল বারি নেত্র হ'তে ঝরি'।
সুযোগ পাইয়া টড করিলা উত্তর,
"চিনেছি প্রতাপসিংহ এই বীরবর।
দেশের কল্যাণে দিল আত্ম-বলিদান,
সকলেই দেশে তাঁর গায় যশোগান।
আমি যে বিদেশী তাঁরে পূজি ভক্তিভরে,
গাই তাঁর যশোগান, মূর্ত্তি রাখি ঘরে।"
কোথা ক্রোধ কোথা দুঃখ সব গেল হরি,
সর্দ্দারে অপূর্ব্ব ভাব দিল মত্ত করি।
সাহেবের কথা শেষ না হতে সর্দ্দার,
আমলি গ্রহণ কর বলে বারবার।
সুযোগ পাইয়া টড ছাড় চিঠি নিল,
কৌশলে আমলি দুর্গ রাণারে অর্পিল।

কৃষকের কল্যাণ।

সর্ব্বকালে এক তৃণ জনমে মিবারে,
সকলে "অমরধব" ব'লে থাকে তারে।

সন্তান জন্মিলে পিতা সে তৃণ-বলয়,
পরাইয়া পুত্র-করে বড় সুখী হয়।
অমরধবের মত ভূমি-সত্ব তার
ভাবিয়া কৃষক বলে করি অহঙ্কার।
"ভাগরা ধনী রাজ হো,
ভূমরা ধনী মে ছো"।
"ভাগের মালিক রাজা, রাজস্ব তাঁহার,
ভূমি' পরে আমাদের নিত্য অধিকার।"
মৌরশী যে ভূমি নাম বাপোতা তাহার,
রাজস্ব আদায় দিয়ে ভোগে অনিবার।
যে কৃষক যুদ্ধজীবী ভুঁয়া তাঁর নাম,
রাজপক্ষে যুদ্ধকালে করেন সংগ্রাম।
পল্লী সুরক্ষার ভার ছিল তার করে,
রাজস্ব আদায় ক'রে দিত রাজ্যেশ্বরে।
কোম্পানীর সহ সন্ধি হইল যখন,
চৌদিকে শান্তির ছায়া হইল পতন।
ভুঁয়া হ'তে সেই কর উঠাইয়া দিল,
সামান্য বেতনে সবে সৈন্য করি' নিল।
পঞ্চ সপ্ত গ্রাম মিলে ছিল একজন
কৃষকের প্রতিনিধি, পেটেল সে হন!
শস্যের চতুর্থ ভাগ পেটেল পাইত,
রাজা প্রজা উভয়ের মধ্যে অবস্থিত।
উভয়ের মাঝে তার যথেষ্ট সম্মান,
কৃষকের কথা রাজা তার মুখে পান।
মহারাষ্ট্র-অত্যাচার হইল যখন,
পেটেলের করে চাষী ভোগিল লাঞ্ছন।
দস্যুরা পেটেলে দাবী কৈলে নির্দ্ধারিত,
কৃষক হইতে সে তা' আদায় করিত।
মিবারে পেটেল পদ হইত নিলাম,
যে পারে কিনিতে তার পূরে মনস্কাম।
কৃষকের দশা দেখে' টড মহামতি,
তা'দের কল্যাণ তরে যত্ন করে অতি।
ক্ষমতা দিলেন রাণা কৃষকের করে,
তাহারা পেটেল যেন মনোনীত করে;
তাহাতে কৃষকগণ পেয়ে পরিত্রাণ,
সহৃদয় ইংরাজের গায় যশোগান।

জয় জয় জয় 'ফিরিঙ্গিকা রাজ'।
মোরা মা'র ছেলে ছিনু মা'রে ফেলে
নাহি পারিলাম ঘুচাইতে লাজ,
দেবরূপে আসি' সুদূর প্রবাসী,
মুছাইলে তাঁর আঁখি হে ইংরাজ!
তোমারি কৃপায় মৃত নাচে গায়,
ধূ ধূ মরু ভূমে ফুটে গন্ধরাজ,
এক ঘাটে এসে বাঘে আর মেষে,
পান করে জল বাঁধিয়া সমাজ।
যুগ যুগ ধরি' রাম নাম করি,
রাম-রাজ্য ফিরে পাইলাম আজ,
রবি চন্দ্র তারা সসাগরা ধরা
বর্ষ সবে তাঁর শিরে শুভ লাজ।

মিবার কাণ্ড সম্পূর্ণ।

অম্বর

কুশাবহ-বংশের উৎপত্তি বিবরণ।

জগত-সবিতা সূর্য্য, জগত-জীবন,
জগত-পালক তুমি, জগত-নয়ন।
কত গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র সুন্দর,
কত কোটী সসাগরা ধরা মনোহর,
দিবা নিশি তব পদ প্রদক্ষিণ করে,
কি বিরাট তুমি দেব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে!
যে দিন পেয়েছে নর আঁখি আর ভাষা,
সে দিন হইতে কারো মিটেনি পিপাসা
গেয়ে তব গান, তত্ত্ব করি অন্বেষণ,
আমি কি করিব বল মহিমা কীর্ত্তন।
সকলে সকলি তুমি দেখাও জগতে,
দেখাও অম্বরে "কূর্ম্ম" আসে কোন্ পথে।
বাঁধিয়া রেখেছে বিশ্ব তব স্নেহ-ডোর,
তব বংশ-কীর্ত্তি-গানে বিশ্বজন ভোর।
শুনেছ মিবার কাণ্ডে লব-বংশ গান,
শুনহ অম্বরে কুশ-বংশের আখ্যান।
মিত্র সপ্তমীতে সবে পূজে দিবাকর,
অম্বরে সেদিন হয় বড় আড়ম্বর।
অষ্টাশ্ব-যোজিত সূর্য্য রথ মনোহর,
সূর্য্যের মন্দির হতে অম্বর ঈশ্বর
আনন্দে বাহিরে আনে, নাগরিকগণ
রথ চালাইয়া করে নগর ভ্রমণ।
অযোধ্যা নগর ছাড়ি' কুশ-বংশধর
শোমনদী তীরে স্থাপে বোতস নগর।
কয়েক পুরুষ রাজ্য করি সেই দেশে,
কুশ-বংশধর নল ছাড়ে তাহা শেষে।
পুরাণ নিষধে নল করি আগমন,
"নরবার" [১] নামে দেশ করিল স্থাপন।
তেত্রিশ পুরুষ তথা সুখে রাজ্য করি'
নল-বংশ খ্যাত হয় পাল নাম ধরি'।
"কুশাবহ" "কচ্ছবাহ", কুশ-বংশধর
"কূর্ম্ম" ও "কচ্ছপ" খ্যাতি ধরে মনোহর

আদিম জাতির বিবরণ।

বলেছি মিবারকাণ্ডে আর্য্য বীরগণ
পার হ'য়ে হিন্দুকুশ করে আগমন।
এ ভারতবর্ষ খানি ছিল আগে কা'র,
তাহার বর্ণনা কিছু শুনহ এবার।
কোলী ভীল মৈন মীন গণ্ড মহাবল,
সংখ্যাতীত অনার্য্যের ছিল রঙ্গস্থল।
বহুরক্ত করি' পাত আর্য্যবীরগণ,
শেষেতে ভারতবর্ষ করেন গ্রহণ।
হায় সে আদিম জাতি হারাইয়ে দেশ
গহন কাননে পরে করিল প্রবেশ।
অন্ধ জেতা না হেরিল তার গুণ জ্ঞান,
রাক্ষস বানর দৈত্য সংজ্ঞা করে দান।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে নরবার প্রতিষ্ঠা।

বেদে যা'রে বলে দস্যু, পুরাণে দানব,
অসুর রাক্ষস আদি সেই জাতি সব।
দুর্নাম র'য়েছে শুধু ভরিয়া জগৎ,
যত কীর্ত্তি তাহাদের আজি স্বপ্নবৎ।
মারিতে হইলে আগে রটাও দুর্নাম,
যুগ যুগ ধরি' নীতি চলে অবিরাম।
বিজিতের যতগুণ গণ্য হয় দোষে,
জেতার সহস্র দোষে গুণ বলি ঘোষে।
দানব রাক্ষস আদি বহু গুণবান,
ভারত কি রামায়ণ করে সাক্ষ্য দান।
সমর বিজ্ঞানে তা'রা ছিল বিজ্ঞতর,
শিল্পকলা বিদ্যা ধর্ম্ম জ্ঞানে মনোহর।
প্রহ্লাদ রাবণ বলি বালী ইন্দ্রজিত,
রাক্ষস বানর দৈত্য বলিয়া বিদিত ;—
দেবরূপে পূজ্য যা'রা, তা'দের গোচরে
কোন্ গুণে ছিল খাট বুঝিনা অন্তরে।
রাজসূয় যজ্ঞ যবে করে ধর্ম্মরাজ,
দানব নামেতে ময় রচে' সভাসাজ।
হারাল জেতার স্নেহ আদিম সন্তান,
কালেতে জ্ঞানের দীপ হইল নির্ব্বাণ।
দেশ তাড়াইল যারে, শৈল স্নেহময়
রাজ্যচ্যুত হতভাগ্যে দিলেন আশ্রয়।
অজ্‌মীর হইতে দূরে উত্তরে ত্রিবেণী,
কালিখো নামেতে যেই আছে শৈলশ্রেণী,
মীন নামে জাতি তথা করিতেন বাস,
পাঁচবড়া নামে তারা আছিল প্রকাশ।
সেই গিরিমূলে এক মীন-রাজ্যেশ্বর,
দেবতা অম্বার নামে স্থাপিল অম্বর।
ধুন্দর খোগঙ্গ মাচ আদি জনপদ,
পর্ব্বতের মাঝে মীন শাসে নিরাপদ।
বহুদিন বহুরাজ্য করে তারা ভোগ,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ শেষে ঘটায় দুর্যোগ।

আজি সে প্রাচীন জাতি হয়েছে স্বপন,
কি দশা হইল শুন কবির বচন।
"বাহান্ন কোট ছাপ্পান্ন দরয়াজা,
মৈন মরদ নাইনকা রাজা,
বুড়ো রাজ নাইন কো
যব ভুষ্‌মে ভুট্টো মাঁগো।"

অর্থ—

নাইন নগরে মৈন রাজার সদন,
আছিল বায়ান্ন কেল্লা ছাপ্পান্ন তোরণ।
নগর হইল ধ্বংস, রাজা দীনহীন
খাদ্যাভাবে ভুষি খেয়ে কাটাইল দিন।

ঢোলারায়।

ঢোলার বাল্যলীলা।

নরবারে শেষ রাজা সোরসিংহ ছিল,
ঢোলারায় নামে শিশু রাখিয়া মরিল।
সোরসিংহ মরণেতে সহোদর তাঁর,
কাড়িয়া লইল বলে নিষধ তাঁহার।
সোর-পত্নী নিরুপায় হ'য়ে অতিশয়,
বাঁচাইতে শিশুপুত্র চিন্তাযুক্ত হয়।
থলীর ভিতরে শিশু করিয়া গোপন,
ছদ্মবেশে পুরী ছাড়ি' করে পলায়ন।
বহুদূর এসে রাণী পথে শ্রান্তি পায়,
কাতর হইল অতি ক্ষুধা পিপাসায়।
ভূমিতলে ঝাঁপি তাঁর করিয়া স্থাপন,
অদূরে যাইয়া ফল করে অন্বেষণ,
আচম্বিতে দেখিলেন ভীম বিষধর
ফণা-বিস্তারিয়া আছে শিশুর উপর।
ঝরিয়া হাতের ফল পড়িল ভূমিতে,
চীৎকার করিয়া রাণী লাগিলা কাঁদিতে।



বিষধর—ছত্রধর। ১৮৪ পৃষ্ঠা

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ব্লক

ক্রন্দন শুনিয়া তাঁর ব্রাহ্মণ আসিল,
সাপ পলাইল, মাতা শিশু বুকে নিল।
ব্রাহ্মণ বলিল কেন কাঁদ অকারণ,
ভয় নাই, রাজা হবে তোমার নন্দন।
শুনিয়া কহিলা রাণী "শুন দ্বিজবর,
আগে ত বাঁচিতে হবে হ'তে রাজ্যেশ্বর।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ নাহি পাই দিশে,
বাঁচিয়া রবে না শিশু, রাজা হবে কিসে ?"
ব্রাহ্মণ রাণীরে কহে "শুনহ জননি,
উপায় করিয়া দিব বাঁচাতে বাছনি।"
বিপন্না নারীরে এত বলি দ্বিজবর,
পথ ব'লে দিল যেতে খোগঙ্গ নগর।
চৌদিকে পাহাড়ে বেড়া দেশ মনোহর,
রালুসিংহ মীন-রাজ তথা রাজ্যেশ্বর।
দ্বিজের আজ্ঞায় যেয়ে সোরের গৃহিণী,
আশ্রয় লইবে কা'র ভাবিছে দুঃখিনী।
মীন-রাজ-দাসী এক দেখিয়া গোচরে,
দুর্ভগা নিষধ-রাণী বলিল কাতরে ;—
"বড় নিরাশ্রয়া আমি শুনহ ভগিনী,
দুগ্ধপোষ্য শিশুকোলে ঘুরি অনাথিনী।
কাঙ্গাল শিশুরে যদি কেহ রক্ষা করে,
আজীবন দাসী হ'য়ে র'ব তা'র ঘরে।"
শুনিয়া রাণীর কথা দাসী স্নেহভরে,
পুত্র সহ নিল রাজ-পুরীর ভিতরে।
মীন-রাণী মাতা পুত্রে করে ছায়া দান,
পাচিকা হইয়া মাতা রহে সেই স্থান।
মীন-রাজ খেয়ে তা'র পকান্ন ব্যঞ্জন,
তৃপ্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসিলা কে করে রন্ধন।
মহিষী বলিলে কথা নব পাচিকার,
ডাকিয়া সুধায় রাজা পরিচয় তাঁর।
ঢোলার জননী কেঁদে রাজার নিকটে.
গোপন না করি সব বলে অকপটে।
সহৃদয় মীনরাজ ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস,
বলিলেন রাজপুত-মহিষীর পাশ।
"আজি হ'তে ধর্ম্ম-ভগ্নী হইলে আমার,
সসম্মানে থাক মম পুরীর মাঝার।"
রহিলেন মাতা পুত্র পরম যতনে,
মীনগৃহে ঢোলারায় বাড়ে অনুক্ষণে।

ঢোলার রাজ্যলাভ [১]।

দিল্লীতে তুয়ার-বংশ ছিল অধীশ্বর,
মীনরাজ শাসে রাজ্য দিয়ে তাঁরে কর।
রালসিংহ কর নিয়ে সম্রাট সভায়,
পাঠাইয়া দিল ভাগিনেয় ঢোলারায়।
দিল্লীতে যাইয়া ঢোলা নিজ বংশগান,
রাজপুত কাছে শুনে' মনে ব্যথা পান।
ক্রমে পঞ্চ বর্ষ কাল রহিল তথায়,
খোগঙ্গ নগরে নাহি ফিরে ঢোলারায়।
উচ্চ আশা অভিলাষ জাগিল অন্তরে,
কি রূপে স্থাপিবে রাজ্য সদা চিন্তা করে.
রাজপুত সনে হ'ল বন্ধুত্ব স্থাপন,
সহায় হইতে তাঁ'র সবে করে পণ।
পার্ব্বত্য জাতির সনে রাজপুত দলে,
চিরদিন অরিভাব আসিতেছে চ'লে।
রাজপুত সহ ঢোলারায় যুক্তি করে,
মীন হ'তে কেড়ে নিতে খোগঙ্গ নগরে।
সুযোগ তাহার এক হ'ল উপনীত,
মীন-রাজ-কবি যেয়ে হইল মিলিত।
কিরূপে সে মীন-রাজে করিবে সংহার,
ব'লে দিল কবিবর উপায় তাহার।

১—৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ঢোলা মীনরাজ্য অধিকার করেন।

বলিলেন কবি "পুণ্য দেওয়ালী পরবে,
মীন-রাজ সরোবরে স্নানে আসে তবে।
সঙ্কল্প সাধিতে যদি চাহ ঢোলারায়,
কিছুদিন থাক দেওয়ালীর অপেক্ষায়।"
দেওয়ালীতে মীন-রাজ আসে সরোবরে,
রাজপুত সহ ঢোলা আক্রমণ করে।
অন্নদাতা মীন-রাজে করিয়া সংহার,
রাজ্যলাভ পন্থা ঢোলা করে পরিষ্কার।
বিশ্বাসঘাতক হেন থাকে কবিবর,
ঢোলারায় বুঝে রাজ্য হারাবে সত্বর।
যে পারে করিতে বধ এক প্রভুবরে,
কি বিশ্বাস অন্য প্রভু বিনাশ না করে!
খোগঙ্গ নগর ঢোলা করি আক্রমণ,
করিলেন কবিবরে সমূলে নিধন।
রামগঙ্গা-তীরে দেবনশা রাজ্য মাঝে,
রাজপুত রাজা বীরগুজর বিরাজে।
ঢোলারায় কন্যা তাঁর বিবাহ করিল,
ঢোলার অদৃষ্ট তাতে প্রসন্ন হইল।
অপুত্রক ছিল বীরগুজর-ভূপতি,
জামাতার গুণে রাজা প্রীত হয় অতি।
আপনার রাজ্য তাঁরে কৈল সমর্পণ,
দেবনশা দেশ ঢোলা করিল গ্রহণ।
রাজ্যের পিপাসা তাঁ'র বাড়ে দ্রুততরে,
পড়িল নজর মাচ নগর উপরে।
রাওনাও মীন-রাজ সেই রাজ্য শাসে,
পরাজয় করি' বলে তা'র রাজ্য গ্রাসে।
ঢোলা রাজপাট মাচ নগরে স্থাপিল,
রামগড় বলি' দেশ বিখ্যাত হইল।
অজমীর-রাজকন্যা নামেতে মারুণী,
বিবাহ করিল ঢোলা রূপ গুণ শুনি।
রাজা রাণী পূজা দিতে জম্বাহী মাতার
পবিত্র মন্দির মাঝে গেল একবার।
পূজা সাঙ্গে গৃহে যবে করে আগমন,
এগার হাজার মীন করে আক্রমণ।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ রাজায় প্রজায়,
জয়ী হ'ল মীন, রাজা জীবন হারায়।

কঙ্কুল-কুন্তল।

অম্বরপ্রতিষ্ঠা।

ধুন্দ নামে যজ্ঞ-গিরি আছে মনোহর,
তা'র নামে খ্যাত হয় ধুন্দর নগর।
মারুণী বাঁচায় প্রাণ করি' পলায়ন,
গর্ভবতী ছিল রাণী, প্রসবে নন্দন।
কঙ্কুল তাহার নাম রাখিল জননী,
ধুন্দর প্রদেশ জয় করে বীরমণি।
কঙ্কুলের পুত্র হয় মৈদুলরাও,
অম্বরে শাসনকর্ত্তা ছিল রাওভাও।
মৈদুল সে মীন-রাজে করিয়া দমন,
লইল গাঠূরগাঠি অম্বর মোহন।
মৈদুল মরণে ধুন্দরের সিংহাসন,
পাইলেন হুনদেব তাঁহার নন্দন।
হুনদেব মরণেতে তনয় কুন্তল,
ধুন্দরে হইল নরপতি মহাবল।
ভুটবারে ছিল এক চৌহান ভূপতি,
কুন্তলে অর্পিতে কন্যা চাহে মহামতি।
কুন্তল বিবাহ-যাত্রা করে আয়োজন,
হেনকালে মীন-প্রজা করে নিবেদন।
"রাজ্য ছাড়ি চলিয়াছ দূরে মহারাজ,
নাগরা নিশান দাও আমাদেরে আজ।
পূর্ব্ব কথা কিছু মোরা ভুলিনি জানহ,—
কৃতঘ্নতা করি তব পিতৃ পিতামহ,

আমাদের এই রাজ্য ছলে বলে হরে,
হইব না ক্ষান্ত নহে প্রতিশোধ তরে।”
রাজ-নিদর্শন নাহি ছাড়িল কুন্তল,
সমরে মাতিল মীনসহ মহাবল।
এইবার মীনগণ হ’ল পূর্ণ শেষ,
কুন্তল লইল সব ধুন্দর প্রদেশ।
এইরূপে স্থাপে রাজ্য কুশ-বংশধর,
অম্বর নামেতে চলে প্রাচীন ধুন্দর।

রাজা পূজন।

কুন্তলের পরে রাজা হইল পূজন,
মহাবীর বলি’ খ্যাত অতীব সুজন।
দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ ভগিনী আপন,
বীর পূজা করে, করি পূজনে অর্পণ।
মহাবীর পূজনেরে করিয়া আশ্রয়,
মহোবার রাজ্য পৃথ্বী করিলেন জয়।
পৃথ্বীরাজ পূজনেরে দিল পুরস্কার,
অর্পিয়া শাসনে তা’র রাজ্য মহোবার।
জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজে কৈলে অপমান,
সংযুক্তারে নিয়ে বলে শোধ করে দান।
জয়চাঁদ ঘোরী-পদে লইল শরণ,
আপনার কুল মান করি বিসর্জ্জন।
কানোজে দিল্লীতে তাতে বাজিল সমর,
পঞ্চ দিন ব্যাপি চলে রণ ঘোরতর।
গিহ্লোট গোবিন্দসিংহ বীরেন্দ্র পূজন,
অদ্ভুত বিক্রম রণে করে প্রদর্শন।
সে রণের কথা আমি কি বলিব আর,
চাঁদ কবি করে এই বর্ণনা তাহার।
“গোবিন্দ পড়িলে রণে যত শত্রুকুল
লাগিল করিতে নৃত্য আনন্দে অতুল।
তাহা হেরি বজ্রনাদ ছাড়িয়া ভীষণ
কাঁপাইল রণস্থলী বীরেন্দ্র পূজন।
দুই করে দুই অসি ধরি খরধার
লাগিল যবনগণে করিতে সংহার।
চারি শত বীর তাঁরে করে আক্রমণ,
কচু নরসিংহ আদি ভ্রাতা পঞ্চজন
সঙ্গে করি’ শত্রুগতি পূজন রোধিল,
অবিরত ভল্ল অসি চালাতে লাগিল।
আবৃত হইল নরমুণ্ডে রণস্থল,
ছুটিল শোণিতনদী তরঙ্গে প্রবল।
ভৈরব কপালমালী ছিন্ন মুণ্ড ল’য়ে
লাগিল গাঁথিতে মালা আনন্দিত হ’য়ে।
ভয়ে সঙ্কুচিত গঙ্গা, শশাঙ্ক কাঁপিল,
ভীত হ’য়ে দিক্‌পাল চীৎকার ছাড়িল।
পূজন স্থাপিল পদ শিশুনাগ-শিরে,
জয়চাঁদ-গর্ব্ব চূর্ণ করিল অচিরে।
কানোজের বহু বীর করিল নিধন,
পৃথ্বীর বুকের ঢাল ছিলেন পূজন।
ইতিমাদ শিরে অসি চালাইল বীর,
চরণ চুম্বন করে তার ছিন্ন শির।
তাহাতে দুর্দ্দম খাঁ ক্রোধে খরতর,
পূজনের বুকে ভল্ল হানিল প্রখর।
বলিল পূজন বীর পড়িয়া সমরে—
“মানুষের পরমায়ু শত বর্ষ ধরে।
অর্দ্ধেক নিদ্রাতে তার ক’রে থাকে ক্ষয়,
শৈশবে চতুর্থ ভাগ করে অপব্যয়।
আর যে সামান্য কাল থাকে তা’র করে,
সে কেন কাটাবে তাহা সুখ-শয্যা’পরে।
জগদীশ দিল শিক্ষা চালাইতে অসি,
বীরধর্ম্ম রাখিলাম সমরেতে পশি’।”
বলিতে বলিতে কণ্ঠ হ’ল অবরোধ,
দেখিল তনয় তা’র দিল প্রতিশোধ।

অসিধারে শত্রুমুণ্ড ছিন্ন করি' দিল,
আনন্দে বীরের আঁখি মুদিয়া আসিল।
অমনি অপ্সরাগণে বাজিল বিবাদ,
কে লইয়া বীরবরে পূরাইবে সাধ।"
কানোজের সমরেতে মরিল পূজন,
পুত্র মেলিসিংহ তা'র পায় সিংহাসন।
বীরত্ব দেখায় বহু যুদ্ধে বীরবর,
রুন্ত্রাহিতে মান্দু সনে করেন সমর।
পঞ্চদশ অধস্তন পুরুষ তাঁহার,
লইলেন ক্রমে অম্বরের রাজ্যভার।
বর্ণনার যোগ্য কিছু ঘটেনি তখন,
আপনার দেশ তাঁ'রা ক'রেছে রক্ষণ।

রাজা বাহারমল ও ভগবানদাস।

ঐশকর্ণ পরলোকে করিলে গমন,
তনয় বাহারমল পায় সিংহাসন।
কুশাবহ রাজা মধ্যে প্রথম বাহার,
মোগলের দাস হ'য়ে দিলেন বাহার।
আক্‌বরে অর্পিল কন্যা আনন্দিত মনে,
প্রথম সম্বন্ধ এই হিন্দু ও যবনে।
পঞ্চ সহস্রের সেনাপতি পদে বরে,
সম্রাট বাহারে রাখে বহু মান ক'রে।
তাঁহার মরণে পুত্র ভগবানদাস,
অম্বর-সনন্দ পায় সম্রাটের পাশ।
করিতে মোগল সহ মিত্রতাবন্ধন,
সেলিমের করে কন্যা করেন অর্পণ [১]।
পিতার শ্যালক হন পুত্রের শ্বশুর,
ভগবানে ভাগ্য লক্ষ্মী জুটিল প্রচুর।

১—১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ভগবানদাসের কন্যার সহিত সেলিমের বিবাহ হয়।

ভগবানে সেনাপতি করি' অতঃপর,
পাঠায় কাশ্মীরজয়ে সম্রাট আক্‌বর।
ভগবানে সুসহায় হ'ল ভগবান,
লইল কাশ্মীর রাজ্য করি' অভিযান।
ভারতের মাঝে দেশ অতি সুশোভন,
ভূকৈলাস বলি' তারে ব'লে কবিগণ।
আসিলে দারুণ গ্রীষ্ম মোগল-ঈশ্বর,
বাস করিতেন সেই রাজ্যে মনোহর।
বহু দিন রাজ্য ভোগ করিয়া অম্বরে,
রাজা ভগবানদাস অপুত্রক মরে।

রাজা মানসিংহ।

মানের দিগ্বিজয়।

জগত, সুরতসিংহ, মধুসিংহ আর,
ভগবানে ছিল তিন ভ্রাতা গুণাধার।
ভগবানদাস ম'লে রাজা হয় মান,
জগতসিংহের পুত্র বহু গুণবান।
মানের অনেক কথা মিবারকাণ্ডেতে
শুনেছ, সংক্ষেপে তাই বলি অম্বরেতে।
রাজভক্ত প্রভুভক্ত ছিল অতি মান,
প্রভুর বিশ্বাসে সদা করিত সম্মান।
প্রভুর কল্যাণ তরে মান বীরবর,
স্বদেশের অকল্যাণে হ'ত না কাতর।
যেমতি বিক্রমী রাজা নীতিজ্ঞ তেমন,
সম্রাট সভায় তাঁ'র ছিল উচ্চাসন।
মানসিংহ আক্‌বরের ছিল বেড়াজাল,
যাহার সাহায্যে ধরে অন্য ভূমিপাল।
পাৎসা আক্‌বরের রাজ্য বিস্তৃতি শাসন,
মরণ অবধি মানে হয় সংঘটন।
পশ্চিমেতে সিন্ধুনদ পূর্ব্বে আরাকান,
আসাম উড়িষ্যা বঙ্গ বিহারাদি স্থান,

দক্ষিণেতে দাক্ষিণাত্য, জাহ্নবী উত্তরে,
মানসিংহ মোগলের রাজ্য ভুক্ত করে।
বিশ্বস্ত কঠোর কার্য্যে সম্রাট আক্‌বর,
মানের উপরে সদা করিত নির্ভর।
জয় করি' বঙ্গদেশ বীরবর মান
'যশোর-ঈশ্বরী কালী' সঙ্গে নিয়ে যান।
এখনো মায়ের পূজা হ'তেছে অম্বরে,
প্রত্যহ একটী ছাগ বলিদান করে।

কাবুল জয়।

আক্‌বরের ছোট ভাই নামেতে হাকিম,
শাসিত কাবুল-রাজ্য বিক্রমে অসীম।
দুরাকাঙ্খ্য হাকিমের দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিল,
স্বাধীন হইতে তা'র বাসনা হইল।
সম্রাটের অধীনতা করি' অস্বীকার,
কাবুলে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালিল দুর্ব্বার।
কি করে আক্‌বরসাহ চিন্তিয়া আকুল,
কাহারে পাঠায়ে করে হাকিমে নির্ম্মূল।
মোগল-রাজ্যের স্তম্ভ ছিল রাজা মান,
তাঁর কাঁধে দিয়ে ভর ছিল রাজ্যখান।
নীতিজ্ঞানে বিশারদ শ্রেষ্ঠ সেনাপতি,
সম্রাট যাইতে মানে করে অনুমতি।
কহিলেন মানসিংহ "নিবেদি জনাব,
হাকিমে দমিতে নাহি বলের অভাব।
জান প্রভু হিন্দু-শাস্ত্র হিন্দুর ধরম,
সদায় করিছ রক্ষা তাহার সম্ভ্রম।
সিন্ধুর পশ্চিমে হিন্দু করে না গমন,
আটক [১] তাহারে বলে শাস্ত্রকারগণ।
যে লঙ্ঘে শাস্ত্রের বাণী হয় সে পতিত,
ক্ষমা কর ধর্ম্ম-লোপ-ভয়ে অতি ভীত।"

১—আটক=সিন্ধুনদী। সিন্ধুর পশ্চিম তীরে আটক নামে এক নগরও ছিল।

শুনিয়া মানের কথা সম্রাট আক্‌বর,
বিষম বিপদে পড়ি হইল ফাঁপর।
আক্‌বরের নীতি প্রজা-হৃদয়-রঞ্জন,
কদাচ দমন-নীতি করিত গ্রহণ।
প্রজার ধর্ম্মেতে কভু নাহি দিত হাত,
ভক্তিভরে হিন্দু তাই করে প্রণিপাত।
সে গুণে 'জগদীশ্বর' বলি' হিন্দুগণ,
দিল্লীশ্বর আক্‌বরেরে করে সম্বোধন।
আক্‌বর ভাবিল মনে যদি করে জোর,
ধর্ম্মে হাত দিল বলে' জ্বলে অগ্নি ঘোর।
বিদ্রোহ-দমন তরে বিদ্রোহ জ্বালিবে,
সিঞ্চিলে সিন্ধুর বারি তাহা না নিভিবে।
চতুর আক্‌বরসাহ অতি সাবধানে,
লিখিল কবিতা এই মহারাজ মানে।

"সব হি ভুম্ গোপালকা
যিস্‌মে আটক কাহা,
যিস্‌কা মনমে আটক হ্যায়
সেই আটক হোয়েগা।"

অর্থ—

"এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বিধির সৃজন,
আটকও তাহার মাঝে আছে সুশোভন।
মনেতে আটক যা'র আছে বিদ্যমান,
আটক যাইতে তা'রে করে বাধা দান।"
পাঠ করি' আক্‌বরের কবিতা সুন্দর,
দ্বিধাশূন্য হ'য়ে গেল মানের অন্তর।
কাল-অনুরূপ-ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
অকাতরে সিন্ধুপারে করিল গমন।
বিদ্রোহী হাকিমে শাস্তি করিয়া প্রদান,
কাবুল করিয়া জয় ফিরে এল মান।
সম্রাট সম্মান বহু করে বীরবরে,
কাবুল বিহার বঙ্গে প্রতিনিধি করে।

সেলিমের অভিষেক।

মানের ক্ষমতা এত বেড়ে যায় ক্রমে,
আক্‌বর পড়িল তা'তে ভয়ে আর ভ্রমে।
মানের ভাগিনা ছিল সেলিম-কুমার,
নাম ছিল হতভাগ্য খসরু যাহার।
মোগলের সেনাপতি আজিজ প্রধান,
খসরুর করে কন্যা করে সম্প্রদান।
আজিজের ইচ্ছা, রাজ্য অর্পে জামাতায়,
মানসিংহ ভাগিনার হইল সহায়।
হিন্দু সহ করিবারে মিত্রতা বন্ধন,
হিন্দু-কন্যা নিতে হুমায়ুন করে মন।
ভগবান-ভগ্নী সহ তনয় আক্‌বরে,
বিবাহ দিলেন তাই বহু আশা করে'।
আক্‌বর সেলিমে তথা শান্তির আশায়,
ভগবান-দুহিতারে বিবাহ করায়।
বিধাতার চক্র গেল অন্য দিকে ঘুরে',
তাহাতে যে জ্বলে অগ্নি রাজ্য গেল পুড়ে'।
পাৎসারা করিত বিয়ে হিন্দু মুসল্‌মান,
সকল রাণীর ঘরে জন্মিত সন্তান।
বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণে মিল না হইত,
বিবাহের শুভ-ইচ্ছা বিফল করিত।
আত্ম-দ্বন্দ্ব-বীজ তাতে থাকে নিরন্তর,
আক্‌বর বুঝিয়া তাহা হইল ফাঁপর।
নাহি হয় এক যদি শিক্ষা দীক্ষা মন,
কি করিবে বল দুই দেহের মিলন।
মান আজিজের ভাব বুঝিয়া সুমতি,
সেলিমের অভিষেক করে শীঘ্রগতি।
জাহাঙ্গীর নাম পাৎসা করিল ধারণ,
খসরুরে মান নাহি করে সমর্থন।
হতভাগ্য খসরুরে দিয়ে কারাগার,
ভয়-মুক্ত হয় পিতা জাহাঙ্গীর তা'র॥

আকবর[১] ও মানের[২] মৃত্যু।

মিবারের শত্রু হোক্ ভট্ট কবিগণ,
আক্‌বরের কীর্ত্তি বহু করেছে কীর্ত্তন।
রাজনীতি-বিশারদ সমর-পণ্ডিত,
দূরদর্শী রাজা ছিল নানা গুণান্বিত।
ধন-তৃষ্ণা রাজ্য-লিপ্সা বিলাস বিভ্রম,
মানুষে করিতে পারে পশুর অধম।
আক্‌বর ভাবিল যদি বেঁচে থাকে মান,
পদচ্যুত করি' তাঁ'রে নিবে রাজ্যখান।
এ হেন কুচিন্তা জাগে সম্রাটের মনে,
সঙ্কল্প করিল মানসিংহের নিধনে।
মাজন নামেতে এক খাদ্য মনোহর,
প্রস্তুত করায় যত্নে দিল্লীর ঈশ্বর।
রাখিল অর্দ্ধাংশ তা'র মানসিংহ তরে,—
মিশ্রিত করিয়া বিষ তা'তে অকাতরে।
বিধির বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে হায়,
বিপরীত হ'ল পরিবেশন বেলায়।
বিষাংশ ভ্রমেতে নিজে খাইয়ে সম্রাট,
অচিরে গেলেন শূন্য করি' রাজপাট।
আক্‌বর মরিলে দেশে উঠে হাহাকার,
ভয়েতে আকুল পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁ'র।
কি করিবে মানসিংহ বহু বলযুত,
বিংশতি হাজার যা'র সেনা রাজপুত।
কৌশল করিয়া মানে বঙ্গে পাঠাইল,
সে যাত্রা অগস্ত্য যাত্রা আর না ফিরিল।
মানের চরিত্র কথা কুহেলিকাময়,
যত চিন্তা কর তত বাড়িবে বিস্ময়।

১—১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আক্‌বরের মৃত্যু।
২—১৬১৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের মৃত্যু।

মির্জারাজ জয়সিংহ।

রাওভাও পুত্র রাখি' মানসিংহ মরে,
সম্রাট অম্বররাজ্য অর্পে তা'র করে।
অত্যধিক মদ্য সদা করিত সেবন,
চারি বর্ষ রাজ্য শাসি' হইল মরণ।
মাহাসিংহ সিংহাসনে বসে তার পর,
লম্পট মাদক-প্রিয় মরিল সত্বর।
জাহাঙ্গীর বিকানীর-কন্যা বিয়ে করে,
জয়ে রাজ্য দিতে রাজ্ঞী বলে নরবরে।
মহিষীর অনুরোধ করিয়া পালন,
জয়সিংহে অম্বরের দিল সিংহাসন।
কহিলেন জাহাঙ্গীর "রাণীর চরণে
সেলাম করিয়া যাও আপন ভবনে।"
জয়সিংহ বলে "দাসে ক্ষম জাঁহাপনা,
আচার-বিরুদ্ধ-কাজ কভু পারিব না।"
রাণী কহিলেন হাসি "যাও বীরবর,
তা'তে কিবা আসে যায়, অর্পিনু অম্বর।"
জগতের পৌত্র জয় হইল ভূপতি,
তাঁ'র করে হয় বহু রাজ্যের উন্নতি।
রাওভাও মাহাসিংহ অম্বর প্রদেশে
কুশাবহ-যশে কালি অর্পিল বিশেষে।
জয়সিংহ সেই দোষ করেন মোচন,
মির্জারাজ নাম পায় উপাধি ভূষণ।
জয়সিংহ বহুগুণে ছিলেন ভূষিত,
বীরেন্দ্র সমাজে তিনি ছিলেন পূজিত।
রাজপুত অশ্বারোহী দ্বাবিংশ হাজার,
দ্বাবিংশ সামন্ত ছিল প্রধান তাঁহার।
দারা সুজা আরংজেবে বাধে যবে রণ,
তাঁহার চক্রান্তে দারা হইল নিধন।
আরংজেব দিল জয়ে বহু পুরস্কার,
সেনাপতি করে ছয় হাজার সেনার।
সামন্তের সহ জয় বসিলে সভায়,
দুই কাঁচখণ্ড কাছে রাখিত সদায়।
দিল্লী নাম দেয় একে সাতরা দ্বিতীয়ে।
আপনার মুষ্টি মাঝে দিল্লীরে রাখিয়ে,
নিক্ষেপ করিয়া বীর ধূলায় অপরে,
বলিত সভার মাঝে অতি গর্ব্বভরে ;—
"এই দেখ সাতরায় দিনু রসাতলে,
ইচ্ছা কৈলে অপরেও দিতে পারি জলে!"
মহারাষ্ট্রে শিবাজীরে করিতে দমন
আরংজেব জয়সিংহে করেন প্রেরণ।
শিবাজী তাঁহার বাক্যে করিয়া বিশ্বাস,
আসেন দিল্লীর মাঝে আরঙ্গের পাশ!
সম্রাট জয়ের মুখে দিয়ে চুণ কালি,
রাজ-ধর্ম্ম প্রভু-ধর্ম্ম সব দিল ঢালি।
শিবাজীরে দিল্লীমাঝে করে অবরোধ,
জাল ছিঁড়ে গেল সিংহ মনে করি' ক্রোধ।
কিরূপে শিবাজী বীর করে পলায়ন,
বলেছি মিবারকাণ্ডে তার বিবরণ।
জয়সিংহ শিবাজীর বুঝেছিল ভাণ,
না বলে সম্রাটে তাঁর রাখিতে সম্মান।
আরংজেব এই কথা করিয়া শ্রবণ,
ইচ্ছা করে জয়সিংহে করিতে নিধন।
জয়সিংহ বহু বলে ছিল বলবান,
সম্রাট তাঁহার ভয়ে হ'ত কম্পমান।
প্রকাশ্যে না করি' তাই শত্রুর দমন,
পদের অযোগ্য পথ করেন গ্রহণ।
কীরিত নামেতে ছিল জয়সিংহ-সুত,
পিতৃবধ হেতু করে শমনের দূত।
কহিলেন আরংজেব কীরিত-গোচর,
"পারিলে জনকে তব বধিতে সত্বর,,
তোমারে অম্বর-রাজ্য করিব প্রদান।"
রাজ্য-লোভে বালকের হরি' গেল জ্ঞান।

জয়সিংহ অহিফেণ করিত সেবন,
সিংহাসন আশে' পাপী কীরিত নন্দন,
আফিংএর সহ বিষ মিশাইয়া দিল,
তাহাতেই দুরাচার পিতারে বধিল।
জয়সিংহ বহুগুণে ছিল শোভমান,
হিন্দুর ধর্ম্মের স্তম্ভ ছিল বলবান।
না থাকিলে যশোবন্ত মারবার পতি,
জয়সিংহ, রাজসিংহ মিবার-ভূপতি,
প্রবেশিত হিন্দুধর্ম্ম উদরে পাৎসার,
হিন্দুর ভারতে হিন্দু থাকিত না আর।
পিতৃহত্যা মহাপাপ নিল দুরাচার,
কামা জনপদ পাৎসা দিল উপহার।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসিংহ পায় সিংহাসন,
সম্রাট আসামে তা'রে করেন প্রেরণ।
সেই যুদ্ধে রামসিংহ হারাইল প্রাণ,
অম্বরে বিষণসিংহ সিংহাসন পান।
জয় ও বিজয় নামে পুত্র দুইজন,
রাখি' রাজা স্বর্গপুরে করিল গমন।

রাজা শোবে জয়সিংহ

বিজয়-উপাখ্যান।

অম্বরের সিংহাসনে বসিলেন জয়,
বিমাতার মনে হ'ল সন্দেহ উদয়।
বিজয়েরে কীচিবারে মাতুল-আলয়ে
পাঠায় জননী তাঁ'র ভয় করি' জয়ে।
বিজয় বয়স্ক হ'লে জননী তাঁহার,
বহু ধন রত্ন তাঁ'রে দিল উপহার।

১—১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পুত্রে কহিলেন মাতা "শুন বাছাধন,
এই ধন ল'য়ে কর দিল্লীতে গমন।
পাৎসার উজীরে করি' উৎকোচ প্রদান,
অনুগ্রহ-লাভে তা'র হও যত্নবান।
জানিও, উজীর যদি শুভ দৃষ্টি করে,
বসাইতে সিংহাসনে পারিবে অম্বরে।"
মাতার আদেশ মত করি' ধন-ক্ষয়,
উজীরের সুনজরে পড়িল বিজয়।
নবাব সুধায় তাঁ'রে "কি প্রার্থনা কর?"
"বুসা জনপদ চাই" করিল উত্তর।
জননী তাঁহার তা'তে তুষ্ট না হইল,
চাহিতে অম্বররাজ্য পুত্রেরে বলিল।
উজীর নবাব কামরুদ্দিন-গোচরে,
মায়ের আদেশে পুনঃ বলিল কাতরে।
"পঞ্চ কোটী মুদ্রা দিব সম্রাটে নজর,
অশ্বারোহী ল'য়ে পঞ্চ সহস্র সুন্দর
সম্রাট সেবায় নিত্য করিব যাপন,
কৃপা করে' দিলে অম্বরের সিংহাসন।"
উজীর বিজয়ভিক্ষা কৈলে নিবেদন,
পাৎসা বলে "কি বিশ্বাস বিজয়ে এমন?
কে তা'র যামিন র'বে?" বলিল উজীর,
"তা'র জন্য দায়ী আমি জানিবেন স্থির।"
উজীরের বাক্যে তুষ্ট মোগল-ঈশ্বর,
বিজয়ে সনন্দ দিতে বলিল সত্বর।
জয়ের ধরম ভাই খাঁ খাঁদোয়ান,
সম্রাটের অভিসন্ধি পাইয়া সন্ধান,
দূত কৃপারামে এক পত্র লিখে দিল,
অবিলম্বে অম্বরেতে তা'রে পাঠাইল।
জয়সিংহ পত্রপাঠে হইল আকুল,
অন্তরের যত আশা হইল নির্ম্মূল।
হতাশ হইয়া পত্র নাজিরের পাশ,
লিখিয়া পাঠায় জয় ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস।

বার বার পত্র পাঠ করিয়া নাজির,
আপনার মনে মনে করিলেন স্থির।
এ বড় সহজ কাণ্ড মনে নাহি হয়,
ধনে বলে প্রতীকার হ'বে না নিশ্চয়।
বিশেষ কৌশল বিনে নাহিক নিস্তার,
করিব কৌশলে ষড়যন্ত্র ছারখার।
এত ভাবি' জয়সিংহে পাঠায় খবর,
প্রধান সামন্তগণে ডাকিতে সত্বর।
অচিরে ডাকিল সভা, আসিল সর্দ্দার,
কহিলেন জয়সিংহ নিকটে সবার,—
"সবার সাহায্যে আমি পাই সিংহাসন,
সবার সাহায্য বিনে হ'বে না রক্ষণ।
সন্তুষ্ট বিজয়সিংহ বুসা যদি পায়,
নবাব অম্বর-রাজ্য তা'রে দিতে চায়।
কি উপায় করি আমি বল সভাসদ,
হইয়াছি বুদ্ধিভ্রষ্ট সম্মুখে বিপদ।"
কহিলা সর্দ্দারগণ "ভয় নাই প্রভু,
উপায় করিব যদি প্রাণ যায় তবু।
বুসা জনপদ দাও তব ভ্রাতৃবরে,
মহারাজ, মোরা সত্য রাখিব অম্বরে।"
জয়সিংহ সভামাঝে করিয়া শপথ,
বুসার সনন্দ লিখি' দিল যথাযথ।
বলিলেন "যাহা ইচ্ছা করহ সবার,
তাহাতে আপত্তি কিছু নাহিক আমার"।
সর্দ্দার সনন্দ পত্র বিজয়ে পাঠায়,
বিশ্বাস না করে তিনি ভ্রাতার কথায়।
তাহাতে সর্দ্দারগণ পাঠায় খবর,
"প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘেন যদি তব ভ্রাতৃবর।
করিলাম তব পাশে শপথ গ্রহণ,
নিশ্চয় অর্পিব অম্বরের সিংহাসন।"
সর্দ্দারের বাক্যে হ'ল বিজয় মোহিত,
নবাব তাহাতে কিন্তু হইল না প্রীত।
খাঁদোয়ান কৃপারাম কহিল "বিজয়,
বুসা জনপদ দেখি চল মহাশয়।"
ভ্রাতাগণে সর্দ্দারেরা করা'তে মিলন,
বিজয়ের মতে সভা ডাকিল তখন।
মঙ্গলৈরে বিজয়ের শিবির স্থাপিল,
জয়সিংহ সসর্দ্দার তথায় চলিল।
তখন নাজির আসি' বলে "মহারাজ,
রাজ-জননীর এক নিবেদন আজ,
রাজ-মাতা বলিলেন অতি দুঃখ-ভরে,
ভ্রাতার মিলন দেখি আঁখি তৃপ্তি করে।
সর্দ্দারের মতে জয় করিল নির্ভর,
সকলে সম্মতি দিল সরল অন্তর।
নাজির ও জয় বিনে কেহ নাহি জানে,
কিবা সর্ব্বনাশ তা'তে হইবে সেখানে।
চতুর নাজির গুপ্তে করিয়া কপট,
সাজায় সখীর তিন সহস্র শকট।
কোথা সহচরী? প্রতি শকটে ভীষণ—
সুসজ্জিত অস্ত্রে শস্ত্রে বীর দুই জন,
রাজ-মাতা তরে মহা দোলা নির্ম্মাইল,
ভট্টিবীর উগ্রসেন তাহাতে চড়িল।
ক্রমেতে শকট যত আ'সে পুরীদ্বারে,
মিলন দেখিতে লোক ছুটিছে কাতারে।
জয়সিংহ মঙ্গলৈরে করিয়া গমন,
করিল ভ্রাতার করে সনন্দ অর্পণ।
কহিলেন জয়সিংহ ঘোর ছলনায়,
"নাহি কোন ভেদ ভ্রাতঃ তোমায় আমায়।
ইচ্ছা যদি কর তুমি লও হে অম্বর,
বুসার জাগীরে আমি যাইব সত্বর।"
সরল বিজয়সিংহ কহিলেন জয়ে,
"যথেষ্ট হ'য়েছে, আশা গেছে পূর্ণ হ'য়ে।"
হেনকালে আসি' বলে নাজির সভায়,
"সভা ছাড়ি' সর্দ্দারেরা যদি চলে' যায়।

রাজ-মাতা আসি' দেখে ভ্রাতার মিলন,
কিবা দুই ভাই পুরে করুন গমন।"
জয় বলে "কেন কষ্ট করিবে সর্দ্দার,
আমরা যাইব অন্তঃপুরের মাঝার।"
এত বলি দুই ভাই ধরি' পরস্পরে,
গলাগলি ক'রে চলে পুরীর ভিতরে।
দ্বারে আসি' দিল জয় অসি আপনার,
ক্লীব ভৃত্য-করে, হাসি' বলিল আবার,
"এখানে অসির আছে কোন্ প্রয়োজন ?"
বিজয় দৃষ্টান্ত তাঁ'র করিল গ্রহণ।
নিরস্ত্র বিজয়সিংহ পুরীর মাঝারে
প্রবেশিলে, ভট্টিবীর ধরিল তাঁহারে।
হস্ত পদ বাঁধি' করি' দোলায় স্থাপন,
অমনি অম্বর-মাঝে করিল প্রেরণ।
জয় আসি' সর্দ্দারের সহিত মিলিল,
বিজয়ে না হেরি' সবে বিস্মিত হইল।
"কোথায় বিজয়সিংহ ?" জিজ্ঞাসে সর্দ্দার,
উত্তর করিল জয় "উদরে আমার।"
বিজয়ে অর্পিতে রাজ্য কর যদি খেদ
সর্ব্বাগ্রে করহ তবে মোর শিরশ্ছেদ।
তাহারে অর্পিলে রাজ্য যত শত্রুগণ
অম্বরে প্রবেশ করি' করিবে পীড়ন।
ধন প্রাণ হারাইবে তোমরা সকল,
বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে করিয়াছি ছল।"
জয়ের বচনে সবে বিস্মিত হইল,
কি করিবে অধোমুখে শিবিরে ফিরিল।
বহির্দ্বারে আসি' জয় হ'লে উপনীত,
বিজয়ের সেনাপতি সুধায় ত্বরিত ;—
"মহারাজ, কোথা প্রভু করিল গমন,
এতই বিলম্ব কেন করে অকারণ।"
কহিলেন জয়সিংহ "তাহার খবর
তোমরা লইতে কেন এত যত্ন কর ?
অচিরে এ স্থান ছাড়ি' করহ গমন,
নতুবা সবার অশ্ব করিব গ্রহণ।"
শুনিয়া জয়ের কথা বুঝিল সকলে,
করেছে কি সর্ব্বনাশ জঘন্য কৌশলে।
রাজ-ব্যবহারে অতি হইয়ে দুঃখিত,
রাজ-পুরী ছাড়ি' সবে চলিল ত্বরিত।
বিজয় হইয়ে বন্দী গেলেন অম্বরে,
না জানিল কেহ কোথা গেল তারপরে।

দেবনশা বা দেউটী অধিকার।

দেউটী নামেতে রাজ্য অতি মনোহর,
রাজধানী ছিল তা'র রাজোর নগর।
লব-বংশোদ্ভব বীরগুজ্জর-বংশীয়
শাসন করিত তাহা, ছিল মাননীয়।
করেনি যবন সহ সম্বন্ধ গ্রহণ,
কুশাবহগণে ঘৃণা করে অনুক্ষণ।
জয়সিংহ সম্রাটের প্রতিনিধি হয়,
দেউটীর রাজা তাঁ'র আজ্ঞাধীন রয়।
জয়ের অধীনে গঙ্গা-তীরেতে গুজ্জর,
সম্রাটের কাজে ছিল অনুপসহর।
দেউটী করিত তাঁ'র কনিষ্ঠ শাসন
অনুপে দেউটী-রাজ ছিলেন যখন।
একদিন রাজ-ভ্রাতা মৃগয়ার তরে,
ভোজন করিতে বসি' তাড়াতাড়ি করে।
পরিহাসছলে ভ্রাতৃ-জায়া বলে হেসে—
"এহেন ব্যগ্রতা যদি দেখে কেহ এসে,
নিশ্চয় বলিবে শোবে জয়সিংহ সনে
হইয়াছ ব্যস্ত অতি পশিবারে রণে।"
পরিহাসে যুবকের ভেদে' অন্তঃস্থল,
পূর্ব্বকথা স্মৃতি-পথে জাগিল সকল।

বীরগুজরের রাজ্য দেবনশা ছিল
বহুদিন ঢোলারায়ে শ্বশুর অর্পিল।
যুবক গম্ভীর ভাবে কহিল তখন,
"ঠাকুরঝি, দিব্য আজি করিনু গ্রহণ,
পারিলে সাধিতে কাজ, তবে পুনর্ব্বার
তব করে খাব খাদ্য, নতু নহে আর।"
এত বলি দশজন অশ্বারোহী নিয়ে
আসিল অম্বর রাজ্যে বেগেতে ছুটিয়ে।
মৃণ্ময় প্রাকারতলে লইল শরণ,
জয়সিংহে বধিবারে চাহে অনুক্ষণ।
উদ্দেশ্য সাধন নাহি পারে করিবারে,
যুবক পড়িল অতি অভাব মাঝারে।
প্রথম বেচিল অশ্ব পরেতে ভূষণ,
তারপর বেচে অস্ত্র আপন বসন,
অতঃপর অনাহারে রহে তিনদিন,
চতুর্থে উষ্ণীষ অর্দ্ধ ছিঁড়ে বেচে দীন।
সেই দিন জয়সিংহ দুর্গ পরিহরি
প্রমোদ-উদ্যানে যায় বহু সজ্জা করি',
সুযোগ বুঝিয়া যুবা লক্ষ্য করি' তাঁয়'
নিক্ষেপিল মহাভল্ল রাজ-শিবিকায়।
শিবিকা ভাঙ্গিয়া গেল ভল্লের আঘাতে,
রক্ষা পাইলেন রাজা বিধির কৃপাতে।
শত সৈন্য ছুটে যায় ধরিতে তাহারে,
রাজা বলিলেন "কেহ বধিও না তা'রে,
বন্দী ক'রে, নিয়ে এস আমার গোচরে।"
আনিলে যুবকে রাজা জিজ্ঞাসিল পরে,
"কে তুমি, নিক্ষেপ কর ভল্ল কি কারণ?"
রাজারে বলিল যুবা নির্ভয়ে তখন।
"আমি দেউটীর বীরগুজর সুজন,
ভ্রাতৃ-জায়াপাশে আমি করেছিনু পণ,
অম্বর-পতিরে বধ করিব নিশ্চয়,
ছেড়ে দাও, বধ কর, যাহা ইচ্ছা হয়।
নাহি করিতাম চারি দিন অনশন
মম ভল্ল ব্যর্থ কভু হ'ত না রাজন্।"
জয়সিংহ করি' আশু বন্ধন মোচন
সজ্জা অশ্ব করে সেই যুবকে অর্পণ।
পঞ্চাশত সৈন্য সহ আপন নগরে
পাঠাইয়া দিল তা'রে বহুমান ক'রে।
যুবক ফিরিয়া ভ্রাতৃ-জায়ার গোচরে
আমূল বৃত্তান্ত সব কহে অকাতরে।
ভীতা হ'য়ে বলে রাণী "কি করিলে বল,
তাড়িত করিলে পদাঘাতে সর্প খল।
এতদিনে বিধাতার দয়া গেল উঠি'—
বুঝিলাম দেউটীর নিভিবে দেউটী।
দেউটী করিতে জয় খুজে কত ছল,
এইবার জয়সিংহ দিবে রসাতল।"
এতেক বলিয়া রাণী, রাজার নিকট
পাঠাইয়া দিলা দূত জানিয়া সঙ্কট।
কোন মতে পূর্ণ তিন দিন গত হয়,
প্রতিশোধ দিতে সভা ডাকিলেন জয়।
গুজরের অত্যাচার করিয়া বর্ণন
দেউটী-বিরুদ্ধে বীরা[১] করিলা অর্পণ।
চমূপতি অম্বরের প্রধান সর্দ্দার
গুজরের ভয়ে বীরা না লয় রাজার।
বলিল মোহনসিংহ "দেউটী বিজয়
এতই সহজ নহে জানিও নিশ্চয়।"
চমূপতি অস্বীকার করিল যখন,
কেহ না লইল বীরা, ভয়ে কাঁপে মন।
অবশেষে ফতেসিংহ বাড়াইল হাত,
সগর্ব্বে বলিল বীর করি' প্রণিপাত।
"মহারাজ বীরা আমি করিনু গ্রহণ,
গুজরের শির, পদে করিব অর্পণ।"

১—বীরা তাম্বুল। তাম্বুল দ্বারাই যুদ্ধে বরণ করা হইত

বিশাল বাহিনী আশু করিয়া সজ্জিত,
দেউটী করিতে জয় হইল ধাবিত।
গুজরের রাজ-পুত্র ছাড়িয়া রাজোর
দূরে অবস্থিত ছিল উৎসবে গাঙ্গোর।
ফতেসিংহ সেই দিকে হ'য়ে অগ্রসর
পাঠাইয়া দিল দূত বলিতে খবর।
বলিল গুজরে দূত "বীরবর ফতে
সাক্ষ্যাৎ করিতে চাহে, রহিয়াছে পথে।"
উদ্ধত গুজর দূতে করি' শিরশ্ছেদ
মিটাইল আপনার অন্তরের খেদ।
ক্রোধোন্মত্ত ফতেসিংহ উৎসব বাসরে
আক্রমণ করি' আশু সংহারে গুজরে।
রাজোরেতে আসি' পরে ল'য়ে বহু যোধ
বিক্রমে লইল দেশ করি' অবরোধ।
গুজরের পত্নী সেই সঙ্কটে ভীষণ
সূতিকা গৃহের মাঝে প্রসবে নন্দন।
কহিলেন ফতেসিংহে করি' সম্বোধন
"আমার পুত্রের ভাই রক্ষহ জীবন।"
যখন পড়িল মনে বিপদের মূল
রাণীই কেবল, তা'তে হইয়া আকুল
ছুরিকা লইয়া টেনে বসাইল বুকে,
কহিলা সখীরে সতী অতি মনোদুঃখে।
"কেন বল এ জীবন করিব বহন,
বিবাদ বাধায়ে করি অনর্থ ঘটন?"
গুজরের ছিন্নমুণ্ড বাঁধিয়া রুমালে
বীরবর ফতেসিংহ ফিরিল জাঁকালে।
কহিলেন জয় "কই গুজরের শির"?
রুমাল হইতে ফতে করিল বাহির।
মোহনের ভগ্নী ছিল গুজর-রমণী,
আত্মীয়ের মুণ্ড দেখে কাঁদিল অমনি।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে জয়সিংহ কহিল "মোহন,
অশ্রুজলে রাজদ্রোহ হ'তেছে বর্ষণ।
যখন আমার প্রাণ নাশিবারে কহে,
তখন তোমার চোখে অশ্রু নাহি বহে।
সর্দ্দারের যত বিত্ত করিয়া হরণ
অম্বর হইতে তা'রে করে নির্ব্বাসন।

শিখাবতী অধিকার।

পূজনের পরে যেই রাজা যোলজন
অম্বরের সিংহাসনে করে আরোহণ,
ছিলেন উদয়কর্ণ একজন তাঁ'র,
বালোজী নামেতে জন্মে তনয় যাঁহার।
অম্বর ছাড়িয়া সেই কর্ণের নন্দন
করিল অমৃতসর নগরে গমন।
শিখাবতী নামে রাজ্য স্থাপে মনোহর,
শাসন করিত তাহা তাঁ'র বংশধর।
শিখাবতী অম্বরের শাখা মাত্র হয়,
বিস্তৃত লিখিলে গ্রন্থ বাড়ে অতিশয়।
রাজপুত জাতি দীপ্ত অনলের কণা,
যেইখানে থাক্ নাহি নিভে বীরপণা।
শিখাবতী-বীর কথা বলিব কিঞ্চিৎ,
বুঝিবে আছিল কিনা বীর্য্য ক্ষত্রোচিত।
আরংজেব হিন্দুধর্ম্ম আক্রমে যখন,
কোন হিন্দু-দেশ রক্ষা পায়নি তখন।
শিখাবতী-ধ্বংসতরে সেনা পাঠাইল,
বাহাদুর দেশ ছাড়ি' দূরে পলাইল।
নামেতে সুজনসিংহ ভোজ-বংশধর,
বিবাহ করিতেছিল শ্বশুরের ঘর।
সম্বাদ পাইয়ে তা'র, নববধূ সনে
দেশে ফিরে, অবিলম্বে সাজিলেন রণে।
নিষেধ করিলে বন্ধু বলিল সুজন,
"বাহাদুর নহি আমি, করো না বারণ।

প্রবেশ করিবে তুর্কী ঠাকুরের ঘরে,
রাজপুত হ'য়ে আমি সহিব কি ক'রে ?"
ষষ্টি বীর সঙ্গে চলে হুঙ্কারি' সুজন,
ভ্রূক্ষেপ করে না শত্রুসেনা অগণন।
মোগলের সেনাপতি বিস্মিত হইল,
কি বিপদ ঘটে সন্ধি করিতে ডাকিল।
যে চাহে মরিতে, তা'রে কে না করে ভয় ?
ঘূর্ণ-বায়ু সম পারে ঘটাতে প্রলয়।
সেনাপতি বলে "আছে পাৎসার আদেশ,
চূর্ণ করি' দেবালয় ফিরে যেতে দেশ।
মন্দিরের চূড়া হ'তে সুবর্ণ কলস,
দাও যদি, রাখি' মঠ হ'তে পারি বশ।"
সাধ্যমত মুদ্রা দিতে কহিল সুজন,
না শুনিল সেনাপতি কাতর বচন।
পদতল হ'তে মাটি ল'য়ে ক্রোধভরে,
নকল কলস এক গড়িল সত্বরে।
টানিয়া লইয়া অসি কহিল সর্দ্দার,
"ভাঙ্গহ কলস দেখি সাধ্য আছে কা'র"।
শত্রু মিত্র তা'তে সব বিস্মিত হইল,
নির্ভয়ে সে বীরবর ফিরিয়া আসিল।
সন্ধি না হইল আর, জুড়িল সমর,
একে একে দিল প্রাণ ষষ্টি বীরবর।
মন্দির মিশিল ধূলে, দেবতা উড়িল,
অচিরে মজিদ তথা নির্ম্মিত হইল।
বাহাদুরের ছিল তিন তনয় দুর্ব্বার,—
কেশরী উদয়সিংহ ফতেসিংহ আর॥
ভ্রাতৃগণ গৃহদ্বন্দ্ব জ্বালায় ভীষণ—
কেশরীর করে ফতে হইল নিধন।
দিল্লীর সৈয়দ পুনঃ রাজ্য আক্রমিল,
কেশরী উদয়সিংহ বিক্রমে যুঝিল।
উদয় বলিল "দাদা আত্মরক্ষা কর,"
কেশরী কহিল "বংশ রাখ ভ্রাতৃবর
চারণে দিইনি দান বিবাহের কালে,
করিয়াছি ভ্রাতৃহত্যা দুই পাপ ভালে।
নিব না কলঙ্ক আর পলাইয়া রণে",
এত বলি' আরম্ভিল যজ্ঞ সমাপনে।
'অবনী মাতার' যজ্ঞ করিতে পূরণ,
রক্ত মাংস আর মাটি করে প্রয়োজন।
রক্ত মাংস নিতে বীর কাটিলেন কায়,
তাহাতে রুধির নাহি বাহিরিল হায়।
দেখিয়া মাকুমসিংহ খুল্লতাত তাঁ'র,
দেশ রক্ষা তরে দিল শোণিত তাঁহার।
আপনার মাংস আর খুড়ার শোণিত,
দেশের মাটির সহ করিয়া মিশ্রিত
পিণ্ড দিয়ে যজ্ঞে, মাগে কেশরী কাতরে,
'থাক মা জনমভূমি মোর বংশধরে'।
যজ্ঞান্তে কেশরী রণে করে প্রাণদান,
উদয় হইয়ে বন্দী অজমীরে যা'ন।
দেশের সর্দ্দারগণ মিলিয়া আবার,
কেড়ে নিল রাজ্য, তুর্কী করিয়া সংহার।
কি করে সৈয়দ আর, উদয়ের সহ
সন্ধি করি' দিল রাজ্য করিয়া আগ্রহ।
কৃতঘ্নতা করি' মনোহরপুর-পতি,
কেশরী উদয়ে দেয় অশেষ দুর্গতি।
উদয় পাইয়া রাজ্য শত্রুতা উদ্ধারে
বহু চেষ্টা করে, তা'তে গণ্ডগোল বাড়ে।
দীপসিংহ নামে ছিল ফতের তনয়,
অম্বর-পতির পদে লইল আশ্রয়।
একদিন গঙ্গাতীরে জয় করে দান,
ডাকিল লইবে যেই যেতে তাঁ'র স্থান।
কবি দীন পুরোহিত সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ,
অধিকার আছে দান করিতে গ্রহণ।
অঞ্চল পাতিয়া দীপ হ'লে উপস্থিত,
"কি ঠাকুর" বলি' জয় হয় চমকিত।

দীপ বলে "প্রভু তুমি হইলে সদয়,
পিতৃ-রাজ্য পেতে আমি পারিব নিশ্চয়"।
দীপের প্রার্থনা রাজা করিল পূরণ,
সম্রাটের সহ পরে জাঠে বাজে রণ।
জয়ের অধীনে কাজ করিত উদয়,
আজ্ঞা না মানিলে তাঁ'র হয় ক্রোধোদয়।
অপমান ভাবি' জয় আক্রমিল দেশ,
উদয় নারুতে ধায় পলাইয়া শেষ।
পুত্র শিবসিংহ নিল জয়ের শরণ,
লক্ষ মুদ্রা কর বর্ষে দিতে করে পণ।

জয়সিংহের কীর্ত্তি।

আরঙ্গের মৃত্যু পরে তাঁ'র পুত্রগণ,
সিংহাসন লোভে যবে বাধাইল রণ।
আজিমের পক্ষ জয় করেন গ্রহণ,
মৌজাম হইয়ে জয়ী পায় সিংহাসন।
জয়ে প্রতিশোধ দিতে মোগল-ঈশ্বর,
তাঁহা হ'তে বলক্রমে লইল অম্বর।
যবনের করে তাহা করিয়া অর্পণ,
শাসন করিতে সেনা করিল প্রেরণ।
বীরবর জয়সিংহ স্বীয় সৈন্য নিয়ে
সম্রাটের সেনাগণ দিল তাড়াইয়ে।
মারবার-পতি বীর অজিতের সনে,
আবদ্ধ হইল জয় মিত্রতা বন্ধনে।
সেই সূত্রে হয় সন্ধি নামেতে ত্রিবল,
বলেছি মিবার কাণ্ডে তাঁ'র ফলাফল।
তাহাতে সম্রাট অতি ভয়াতুর হ'ন,
জয়সিংহ সহ সন্ধি করিল বন্ধন।
বুন্দিসনে ছিল বহু শত্রুতা তাঁহার,
বধু ও উমেদে করে বহু অত্যাচার।

বাহাদুর মৈলে, যবে দুরন্ত সৈয়দ
দিল্লীতে প্রবেশ করি' ঘটায় বিপদ,
সৈয়দের কর হ'তে ফিরকসিয়রে,
রক্ষা করিবারে জয় বহু যত্ন করে।
না করিল পরামর্শ ফিরক গ্রহণ,
দিল্লী ছাড়ি' করে জয় অম্বরে গমন।
জ্যোতিষ চর্চ্চায় রাজা থাকি নিমগন
শাস্ত্রের উন্নতি বহু করেন সাধন।
সমরখন্দের রাজ-জ্যোতিষী উলুক,
তাঁ'র যন্ত্র ব্যবহারে না পাইয়া সুখ,
গ্রহ-দরশন যন্ত্র নির্ম্মাইল জয়,
জগত দেখিয়া যাহা স্তব্ধ হ'য়ে রয়।
উজ্জয়িনী জয়পুর কাশী মথুরায়,
গ্রহ-দরশন-গৃহ কৌশলে নির্ম্মায়।
দেশ দেশান্তরে লোক করিয়া প্রেরণ,
জ্যোতিষ চর্চ্চায় করে সাহায্য গ্রহণ।
পর্ত্তুগাল জ্যোতিষেতে শুনি' গুণান্বিত,
জয়সিংহ পর্ত্তুগালে পাঠায় পণ্ডিত।
পর্ত্তুগাল-অধিপতি, ডিসিল্‌ভা নামেতে
জ্যোতিষ-পণ্ডিতে পাঠাইল অম্বরেতে।
জয়সিংহ ডিসিল্‌ভারে করে পরাজিত,
তাঁর গণনায় ভুল হইল দর্শিত।
জ্যোতিষের গ্রন্থ জয় করে প্রণয়ন,
জিয়াজ মহম্মদ্‌সাহী নামেতে মোহন।
গ্রন্থের ভূমিকা লিখে মহারাজ জয়—
"মনীষী বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত নিচয়,
যাঁহার মহিমাকণা করিতে কীর্ত্তন,
আপনারে অকর্ম্মণ্য ভাবে অনুক্ষণ।
যাঁহার মহিমা গ্রন্থে গ্রহ বৃহত্তর,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্ররূপে শোভে নিরন্তর।
চন্দ্র সূর্য্য তারা রত্ন-ভাণ্ডারে যাঁহার,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রা ভিন্ন কিছু নহে আর।

সেই রাজ-রাজেশ্বরে করিয়া প্রণাম,
ধন্য হই চল তাঁ'র নিয়ে পুণ্য নাম।
অনন্ত গুণের পার না পাইয়ে তাঁ'র
পণ্ডিত হিপারকাস [১] সাজিলেন ভাঁ'র।
তত্ত্বনিরূপণে যেয়ে বাদুরের প্রায়,
টলেমি [২] সত্যের সূর্য্য দেখিল না হায়।
সৃষ্টির কৌশল তাঁ'র করিলে সন্ধান,
ইউক্লিডের [৩] জ্যামিতি কোথা পায় স্থান ?
স্রষ্টার ঐশ্বর্য্যরাশি করিয়া দর্শন,
শোবে জয়সিংহ তা'তে এত মুগ্ধ হ'ন,
যেদিন হ'য়েছে তা'র জ্ঞানের উন্মেষ,
সেদিন হইতে মন করেছে নিবেশ,
গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে লভিবারে জ্ঞান,
করিতে দুরূহ প্রশ্নে সদুত্তর দান।
সেই বিশ্বনিয়ন্তার অপার কৃপায়,
কৃতকার্য্য হইয়াছে জয়সিংহ তা'য়।"
এইরূপে বহু কথা লিখি' রাজা জয়,
পাৎসা মহম্মদে গ্রন্থ উৎসর্গ করয়।

১—খৃষ্ট জন্মিবার ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে হিপারকাস গ্রীস দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

২—টলেমি দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত মিশরের আলেক্জেন্দ্রিয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি একজন বিখ্যাত ভূগোলবিদ্ এবং অঙ্ক-বিদ্যাবিশারদ্ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীর ভূগোল প্রণয়ন করেন, তাঁহার মতে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

৩—ইউক্লিড খৃষ্ট জন্মিবার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত মিশরের আলেক্জেন্দ্রিয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যামিতি-বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। এখন যাবৎ তাঁহার রচিত ক্ষেত্র-তত্ত্ব সমস্ত পৃথিবীতে আদৃত ও পঠিত হইতেছে।

জয়ের পাণ্ডিত্য আর রাজভক্তি তাঁ'র,
রেখেছে অমর করি' জিয়াজ তাঁহার।
মহারাষ্ট্র-উৎপীড়ন সৈয়দ-বিপ্লব,
শাস্ত্রের চর্চ্চায় জয়ে বাধা দেয় সব।
সৈয়দে সম্রাট যবে করিল নিধন,
জয়সিংহে পুনঃ তিনি করেন গ্রহণ।
আগ্রা মালবের দিয়ে প্রতিনিধি পদ,
করিলেন জয়ে তিনি গৌরব আস্পদ।
মহম্মদ্‌সাহে জয় বুঝায়ে বিশেষে,
রহিত করিয়া দিল মুণ্ডকর শেষে।
যেই জয়পুর দেশ মানস মোহন,
ভারতের মাঝে শিল্প-কলা-নিদর্শন।
জয়সিংহ তাঁ'র নামে স্থাপে সেই দেশ,
বিদ্যাধর পণ্ডিতের সুকীর্ত্তি বিশেষ।
সহ মরণের প্রথা শিশু হত্যা আর
নিবারিতে চাহে জয়, বিবাহ সংস্কার,
অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে সঙ্কল্প করিল,
তাঁহার বাসনা কিছু পূর্ণ না হইল।
রম্য যজ্ঞশালা এক করেন নির্ম্মাণ,
স্তম্ভ ভিত্তি রৌপ্যময় সুন্দর বাঁধান।
দেশ দেশান্তর হ'তে করিয়া আগ্রহ
বহু শাস্ত্র গ্রন্থ তিনি করেন সংগ্রহ।
জয়সিংহে বহুগুণ ছিল সুশোভন,
কেবল অধিক মদ্য করিত সেবন।
বাধায় মদের ঝোঁকে শ্বশুরের সনে,
বিষম বিবাদ, তা'তে মজে ধনে জনে।
মারবার কাণ্ডে পাবে তা'র বিবরণ,
সবিশেষ তাই নাহি লিখিনু এখন।
চৌচল্লিশ-বর্ষ রাজ্য শাসিয়া অম্বর,
গমন করেন স্বর্গে জয় নরবর।[১]

১—১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে জয় সিংহের মৃত্যু হয়।





বহু উপপত্নী আর রাণী তিনজন,
জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ করে বিসর্জ্জন।

পণ্ডিত বিদ্যাধর।

জয় বঙ্গভূমি নমস্যা মা তুমি
ভারত-নয়ন-মণি,
মাগো তোর জলে স্থলে সোণা ফলে,
তুই মা রতন খনি।
তোর স্তন্যধারা অমৃতের পারা
জ্ঞান বীর্য্য করে দান,
যুগে যুগে তব সুকীর্ত্তি গৌরব
জগতে পেয়েছে স্থান।
মা তোর সন্তান ছিল লক্ষ্মীবান,
কলাবিদ্যা বিশারদ,
জ্ঞান ধন রত্নে আহরিয়া যত্নে
পূজিত তোমার পদ।
দ্বিজ বিদ্যাধর তব পুত্রবর,
পণ্ডিতের শিরোমণি,—
জ্যোতিষে পুরাণে শাস্ত্র নীতি জ্ঞানে,
ছিলেন বিদ্যার খনি।
অম্বর ভূপতি প্রীত হ'য়ে অতি,
মন্ত্রিপদ দান করে,
পণ্ডিত গোচর জয় নৃপবর,
জ্যোতিষ শিখিল পরে।
দিল্লীর পাৎসাহ মহম্মদসাহ,
বহু মান করে তাঁ'র,
বিজ্ঞ বিদ্যাধরে সমর্পণ করে,
পঞ্জিকা শোধন ভার।
যথা শাস্ত্রজ্ঞান স্থাপত্যে প্রধান,
ছিলেন পণ্ডিতবর।—
যেই জয়পুর সম স্বর্গপুর,
নয়ন-রঞ্জন কর,
দ্বিজ বিচক্ষণ করে চিত্রাঙ্কন,
স্থাপন করিতে দেশ,
তাঁ'র বুদ্ধিবলে যত শোভা ফলে,
গুণের ছিল না শেষ।
ও মা সোণার বঙ্গভূমি,
চির গৌরবিনী তুমি।
আজি বটে দীনা অন্ন-বস্ত্র-হীনা,
হ'য়েছ কঙ্কাল সার,
ছিলে না তেমনি আর।
অতীতের পানে চাহিলে সন্তানে
ঘুচিবে নয়ন ধার।

রাজা ঈশ্বরী সিংহ।

জয়সিংহ স্বর্গপুরে করিল গমন,
তনয় ঈশ্বরীসিংহ পায় সিংহাসন।
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁ'র মধুসিংহ ছিল,
সিংহাসন ল'য়ে দ্বন্দ্ব উভয়ে বাজিল।
জগৎ মিবার-পতি কুটুম্ব মধুর ?
সাহায্য তাঁহার পক্ষে করিল প্রচুর।
প্রথম ঈশ্বরা পক্ষে ছিলেন হুল্কার,
লইয়া চৌষট্টি লক্ষ মুদ্রা উপহার।
শেষেতে মধুর পক্ষ করে সমর্থন,
তাহাতে ঈশ্বরী গণে প্রমাদ ভীষণ।
বিষপানে আত্ম-হত্যা করিয়া ঈশ্বরী
চলে, গেল মায়াময় ধরা পরিহরি'।

ঈশ্বরীর কথা কিছু শুনেছ মিবারে
শুনিতে পাইবে আরো বুন্দি মারবারে।

রাজা মধুসিংহ।

মধুসিংহ অম্বরের পেয়ে সিংহাসন
বহু রাজগুণে করে প্রজার রঞ্জন।
জাঠপতি জবুহর কামুলা প্রদেশ
মধুসিংহ হ'তে ভিক্ষা করেন অশেষ।
দেশ নাহি দিল মধু, জাঠ ক্রোধভরে
অম্বরের মধ্য দিয়া চলিল পুষ্করে।
রোগে শয্যাগত ছিল অম্বরের পতি,
না পারিল তবে তাঁ'র রোধিবারে গতি।
দেখিয়া পুষ্কর তীর্থ ফিরে যবে ঘরে
নিষেধিল মধু নাহি পশিতে অম্বরে।
না মানি রাজার কথা জবুহর জাঠ
আসিয়া অম্বর-পথে ঘটায় বিভ্রাট।
সামন্ত সর্দ্দারগণ গতিরোধ করে,
তাহাতে বাজিল যুদ্ধ জাঠে ও অম্বরে।
নারুক প্রতাপসিংহে অম্বরের পতি
দেশান্তর করি' করে অশেষ দুর্গতি।
এই যুদ্ধে মধু-পক্ষ করি' সমর্থন
হইল রাজার অতি প্রসাদ-ভাজন।
প্রতাপে মাছেরি দেশ করি' প্রত্যর্পণ
মধু অপরাধ তাঁ'র করেন মার্জ্জন।
জাঠ-পতি অম্বরেতে হ'য়ে পরাজিত
ফিরিলেন নিজ রাজ্যে হইয়া লাঞ্ছিত।
সপ্তদশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন
মধু মধুময় স্বর্গে করিল গমন।

রাজা পৃথ্বীসিংহ।

পৃথ্বীর শৈশবে রাজা মধুসিংহ মরে,
শাসনের ভার ছিল বিমাতার করে।
বিমাতা ছিলেন ভ্রষ্টা অতি দুশ্চারিনী,
মাহুত ফিরোজ-প্রেমে ছিল পাগলিনী।
রাজার মৃত্যুর পরে ফিরোজের করে
অম্বরের রাজ্যভার সমর্পণ করে।
তাহাতে সর্দ্দারগণ হইয়ে কুপিত
রাজ-সভা ছাড়ি' দূরে রহে অবস্থিত।
অমাত্য আররুরাম ছিলেন প্রধান,
খোসওয়ালীরাম ছিল দ্বিতীয় দেওয়ান।
কোন শক্তি নাহি ছিল তাঁহাদের করে,
ফিরোজের মত বিনে কোন কার্য্য করে।
বয়প্রাপ্ত হ'য়ে পৃথ্বী চাহে রাজ্যভার,
বিমাতা তাঁহার তা'তে করে অস্বীকার।
এইরূপে নয় বর্ষ হইল অতীত,
পৃথ্বীর করেতে রাজ্য হয় না স্থাপিত।
রাক্ষসী বিমাতা গুপ্তে বিষ দান করি'
সংহারিয়া তা'রে হয় নিরাপদ মরি।
পৃথ্বীর মরণে তাঁ'র শিশু পুত্র মান
গোপনে মাতুলালয়ে করিল প্রস্থান।
নিরাপদ নাহি ভাবি' মাতুলের ঘরে
চলে' গেল মান শেষে মহারাষ্ট্র'পরে।

রাজা প্রতাপসিংহ।

পৃথ্বীর বৈমাত্র ভ্রাতা তাঁহার মরণে
বসিল প্রতাপসিংহ রাজ-সিংহাসনে।
খোসওয়ালীরাম হয় প্রধান দেওয়ান,
ফিরোজে তাড়াতে তিনি করেন সন্ধান।

আগ্রাতে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে জাঠগণ,
সম্রাট নাজিমে তথা করেন প্রেরণ।
নারুক প্রতাপসিংহে কহিল দেওয়ান,
"নাজিমে করুন রণে সাহায্য প্রদান।
ভবিষ্য মঙ্গল তা'তে হ'বে আপনার ;"
নারুক সহায় দান করিলেন তাঁ'র।
নাজিম প্রতাপসিংহে তুষ্ট হ'য়ে অতি
উপাধি দিলেন 'রাওরাজা' মহামতি।
মাছেরি সনন্দ দান করে তুষ্ট চিতে,
মাছেরি পৃথক হ'ল অম্বর হইতে।
প্রতাপের সেনাবল করিয়া গ্রহণ
দেওয়ান ফিরোজে চাহে করিতে দমন।
অম্বরের সৈন্য ল'য়ে দেওয়ান কৌশলে
মোগলের পক্ষে যেতে চাহিলেন ছলে।
রাজার বিমাতা করি' ফিরোজে নায়ক,
সৈন্য পাঠাইয়া দিল হইয়া পুলক।
মোগল শিবিরে সব হ'লে উপনীত
দেওয়ান ফিরোজ-বধে হইল চিন্তিত।
বধ না করিল তা'রে প্রকাশ্য সমরে,
বিষ দান করি তা'রে গুপ্ত হত্যা করে।
দয়িতের মৃত্যু-কথা শুনিয়া দুঃখিনী
কিছুদিন পরে হয় পশ্চাৎগামিনী।
তখন প্রতাপসিংহ বালক ভূপতি
রাওরাজ খোসওয়ালী প্রীত হ'ল অতি।
দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়ে দু'জন
করিল অম্বর রাজ্য সমূলে নিধন।
বালক প্রতাপসিংহ, কে রক্ষিবে দেশ ?
মহারাষ্ট্রগণ আসি' করিল প্রবেশ।
নিরীহ প্রজার রক্ত'করিয়া শোষণ
উদর করিছে পূর্ণ করিয়া লুণ্ঠন।
ক্রমেতে প্রতাপ যবে বয়স্ক হইল,
দেশের উদ্ধার তরে সঙ্কল্প করিল।
রাঠোর গিহ্লোট সহ একতা বন্ধনে
চাহিল প্রতাপসিংহ দুর্দ্দশা খণ্ডনে।
টঙ্গা-ক্ষেত্রে শত্রু সহ বাজিল সমর,
ত্রিবল একত্র হ'য়ে যুঝে ভয়ঙ্কর।
দীবন ফরাসী বীর হ'ল পরাজিত,
সিন্ধিয়া মথুরা ধায় হইয়ে লাঞ্ছিত।
তাড়াইয়া মহারাষ্ট্রে অম্বর হইতে
বহুদিন রাজ্য নাহি পারিল ভোগিতে।
আবার সিন্ধিয়া আসি' করে আক্রমণ,
প্রতাপ ডাকিয়া নিল দুর্দ্দশা আপন।
রাঠোরের সহ করি ক্রূর ব্যবহার
আপনি আপন পদে মারিল কুঠার।
সিন্ধিয়া পত্তন-ক্ষেত্রে রাঠোরে হটায়,
কুশাবহ সহ সন্ধি ছিন্ন হ'য়ে যায়।
সংক্ষেপে এ সব কথা কবিনু বর্ণন,
মারবার-কাণ্ডে সব করিবে শ্রবণ।
সিন্ধিয়া প্রবেশ করে নির্ভয়ে অম্বরে,
রাঠোর সহায় নাই, কেবা রক্ষা করে।
সিন্ধিয়ার সহ সন্ধি করিল বন্ধন,—
প্রতাপ প্রত্যেক বর্ষে দিবে তা'রে পণ
পঞ্চবিংশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন
করিল প্রতাপসিংহ স্বর্গেতে গমন।

রাজা জগৎসিংহ।[১]

অবিদ্যার মোহ।

প্রতাপের মৃত্যু হ'লে রাজ-গুণহীন
হইলেন সিংহাসনে জগৎ আসীন।
কৃষ্ণকুমারীরে বিয়ে করিবার তরে
মানসিংহ সহ যিনি ঘোর দ্বন্দ্ব করে,

১—১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহ রাজা হ'ন।

এই সে জগৎসিংহ, যাঁ'র কথা কিছু
শুনেছ মিবারে, পাবে মারবারে পিছু।
যবনী বেশ্যায় রাসকর্পূর নামেতে
জগৎ আসক্ত হ'য়ে পড়েন ফাঁদেতে।
বিবাহিতা পত্নীগণে করি' পরিহার
থাকিত জগৎসিংহ নিকটে তাহার।
কিরূপে তোষিবে তা'রে, বাড়াইবে মান,
দিবা নিশি নাহি ঘুম সদা চিন্তাবান।
আপনার নাম ছাড়ি' বেশ্যার নামেতে
প্রচলিত করে মুদ্রা রাজ্য অম্বরেতে।
জগৎ রাজ্যের মাঝে ঘোষণা প্রচারে,
কর্পূরে মহিষী সম সবে সেবিবারে।
সেবিতে কর্পূরে রাজা মুক্তহস্ত হয়,
কর্পূরের মত ধন পলে পলে ক্ষয়।
রাজ্যের রাজস্বে নাহি কুলাইল আর,
ধনাগমে নব পন্থা করিল প্রসার।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ তরে জয় মহামতি
নির্ম্মায় যে যজ্ঞশালা মনোহর অতি,
তাহা হ'তে বহু রত্ন করিয়া হরণ
জগৎ নির্ম্মাণ করে প্রিয়ার ভূষণ।
বহু অর্থ করি ব্যয় যে পুস্তকাগার
স্থাপন করিল জয় অম্বর মাঝার,
দ্বারে দ্বারে বেচে বহু গ্রন্থ মূল্যবান,
অর্দ্ধেকের বেশী করে বেশ্যা-করে দান।
রাজ-ব্যবহারে ক্ষুব্ধ সামন্ত সর্দ্দার
পদচ্যুত করিবারে করিল যোগাড়।
জগতের বন্ধু তাঁ'রে বলিল গোপনে,
"বিশ্বাসঘাতিনী-প্রেমে মজ অকারণে।
অপরের প্রেমে মুগ্ধ আছে বারাঙ্গনা
তোমার সর্ব্বস্ব হরে করিয়া ছলনা।"
তাহাতে জগৎসিংহ অতি ক্রোধভরে
প্রাণের কর্পূরে কারাগারে বদ্ধ করে।
রাজ্যচ্যুতি হ'তে বন্ধু রক্ষিল রাজায়,
অম্বরের রাজলক্ষ্মী ফিরিল না হায়!
লক্ষ্মী ও কর্পূর গেলে নাহি ফিরে আর,
বাঁধিয়া রাখিতে হয় কৌটার মাঝার।
দুর্ভগা অম্বর-পতি অপুত্রক মরে,[১]
করিতে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া কেহ নাই ঘরে।
লুপ্ত হোক্ পিণ্ডোদক তা'ও বুঝি ভাল,
কুম্ভীপাকে দগ্ধ হোক্ আত্মা চিরকাল,
বংশের কলঙ্ক হেন জন্মি' কুসন্তান,
না করুক জগতের শান্তির বিধান।

মোহন উপাখ্যান।

রাজস্থানে যত রাজা সবে ক্রমে ক্রমে,
মহাশক্তি কোম্পানীর চরণেতে নমে।
কুচক্রীর চক্রে শুধু হইয়া পতন
অম্বর করেনি তাঁ'র আশ্রয় গ্রহণ।
ভূপতি জগতে বিধি দিল দিব্য জ্ঞান,
কোম্পানীর সহ সন্ধি[২] করি' পায় ত্রাণ।
অল্পদিন পরে তা'র ছাড়িল সংসার,
সন্ধির সুফল ভাগ্যে ঘটিল না তাঁ'র।
নাজির মোহন নামে ছিল নপুংসক,
জগত করেন তাঁ'রে পুরীর রক্ষক।
অপুত্রক মরে রাজা রাজ্য নষ্ট হয়,
জুড়িল মোহন কূটচক্র দুরাশয়।
জগত মরিল যেই, প্রভাতে মোহন
নরবার রাজপুত্র আনে একজন।

১—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর জগতসিংহের মৃত্যু হয়।

২—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রেল তারিখে কোম্পানীর সঙ্গে জগৎসিংহের সন্ধি হয়।

স্থাপন করিয়া সেই শিশু সূর্য্য-রথে,
রাজার মুখাগ্নি-কার্য্য সারে কোন মতে।
জগতের ধাই ভাই মেঘসিংহ আর,
দুর্লোভে পড়িয়া হয় সহায় তাহার।
নাজির সে বালকেরে দিতে সিংহাসন,
কৌশলে কোম্পানী হ'তে অনুমতি ল'ন।
অভিষেক সভা ডাকি' নাজির মোহন,
কোম্পানীর পত্র পড়ে আনন্দিত মন।
সর্দ্দারের মত যবে নাজির সুধায়,
সকলে মিলিত হ'য়ে বলিল তাঁহায়।
"আদেশ করেন যদি সুহৃদ ইংরাজ,
পাটরাণী যদি ই'তে না হয় নারাজ,
রাজা বলে' বালকেরে করিব গ্রহণ,
না দিব আমরা তা'র সম্মতি এখন।"
কোম্পানীর পত্রে বাড়ে নাজিরের বল,
ভ্রূক্ষেপ না করে গর্ব্বে সর্দ্দারে প্রবল।
অমনি নহবৎ গর্ব্বে বাজিয়া উঠিল,
দলে বলে বালকেরে লইয়া ছুটিল।
প্রতাপ-মহলে আসি' অভিষেক করে,
বালক দ্বিতীয় মানসিংহ নাম ধরে।
মারবার রাজ-কন্যা পাটরাণী ছিল,
মানের সে অভিষেকে রাজি না হইল।
যতেক সর্দ্দারগণ হইয়া কুপিত,
আরম্ভিল রণসাজে হইতে সজ্জিত।
কোম্প্যানী বুঝিল এই কপটী নাজির,
প্রতারণা করি' ফেলে সঙ্কটে গভীর।
মহারাজ মানসিংহ মারবার-পতি,
ছিলেন রাণীর ভাই শক্তিধর অতি।
নাজির বুঝিল যদি বলে রাজা মান,
অভিষেকে ভগ্নী তাঁ'র মত করে দান।
শরণ লইয়া তাঁ'র বলে "মহারাজ,
মৃত রাজাদেশে আমি করেছি এ কাজ।
তব আজ্ঞা পেলে রাণী দিবে অনুমতি,
অম্বর রাজ্যের হ'বে সুমঙ্গল অতি"!
সুচতুর মানসিংহ করিল উত্তর,
"আপত্তি তাহাতে মম নাহি বন্ধুবর,
যদি বারকোটরির ঠাকুর [১] প্রধান
এই অভিষেকে করে সম্মতি প্রদান,
সম্মতি পত্রেতে আমি করিব স্বাক্ষর,
ভগ্নী ও সম্মত হ'বে, না করিও ডর"।
মানের উত্তরে ফাঁদে পড়িল মোহন,
কি করিবে নাহি পায় উপায় এখন।
মিবার-পতির এক নাতিনীর সহ,
বালকের বিয়ে দিতে করিয়া আগ্রহ,
মোহন নাজির লয় মিবারে শরণ,
সুফল না ফলে তা'তে, ঘটে অঘটন।
কি করে নাজীর রণ বাজে বাজে হয়,
এ সময়ে রটে কথা সর্ব্বদেশময়,—
জগতসিংহের ভার্য্যা ছিল যে ভট্টিণী
তিন মাস গত হয় হ'য়েছে গর্ভিণী।
নাজিরের শিরে ভাঙ্গি' পড়িল আকাশ,
পুরী-রক্ষী হ'য়ে তা'র পায়নি বাতাস।
বিপক্ষে যাহারা ছিল কাণাকাণি করে,
রাজ্ঞীর চরিত্রে দোষ দেয় অকাতরে।
কুকথা বলিতে নর হয় পঞ্চমুখ,
সুকীর্ত্তি ঘোষিতে তা'র ফেটে যায় বুক।
ঘুরিয়া বেড়ায় কথা রাজস্থানময়,
সন্ধ্যা-পূজা খানা-পিনা কারো নাহি হয়!
গর্ভের সত্যতা করিবারে নির্দ্ধারণ,
মহিলার সভা এক হইল গঠন।
ষোড়শ বিধবা রাণী সর্দ্দার গৃহিণী,
পরীক্ষা করিতে বসে রাণীরে গর্ভিণী।

১—অম্বরে দ্বাদশটী শ্রেষ্ঠ সর্দ্দার সম্প্রদায় ছিল, তাহাদিগকে "বার-কোটরি-বন্দ ঠাকুর" বলিত।

অন্তঃপুর-দ্বারে যত সর্দ্দার সকল,
উর্দ্ধ-কর্ণে আছে বসি', হয় কিবা ফল।
বলিলেন নারী-সভা "রাণী গর্ভবতী",
শুনিয়া সর্দ্দার হ'ল আনন্দিত অতি।
বলে সবে "জন্মে যদি রাজার নন্দন
সে পাইবে অম্বরের রাজসিংহাসন,
আর কা'রে রাজা নাহি করিব স্বীকার।"
নাজিরে বলিল সবে এই সমাচার।
বলে আরো "কোম্পানীরে খবর জানাও",
নাজিরে বলিল রাণী "দূর হ'য়ে যাও।"
রক্ষিছে রাজার আজ্ঞা বলি' দ্বারে দ্বার
ঘুরিল নাজির, দয়া করে না সর্দ্দার।

নিষ্ফল হইল সব, চারিমাস পর,
মহিষীর পুত্র এক জন্মে ভাগ্যধর।
মানের সৌভাগ্য-রবি হ'ল অস্তমিত,
পূর্ব্বরাজ্য নিষধেতে হইল প্রেরিত।
বিধাতা কৌশলে রক্ষা করে রাজস্থান,
কোম্পানীর হয় তা'তে অশেষ কল্যাণ।
কুকাণ্ডে অম্বর-কাণ্ড হ'য়ে গেল শেষ,
পূর্ব্ব ইতিহাস আর নাহিক বিশেষ।
ইংরাজের কৃপাবলে জয়পুর মাঝে,
এখন সৌভাগ্য-লক্ষ্মী গৌরবে বিরাজে।

অম্বর-কাণ্ড সম্পূর্ণ।

মারবার-কাণ্ড।

রাঠোর বংশের উৎপত্তি বিবরণ

চন্দ্র আর সূর্য্য যথা বিশ্বের নয়ন,
চন্দ্রসূর্য্যবংশ শ্রেষ্ঠ জগতে তেমন।
রবি-শশী-হীন সৃষ্টি যেমতি নিষ্ফল,
সেই বংশ কীর্ত্তি-শূন্য কাব্যে নাহি ফল।
তাহাদের কীর্ত্তি-গাথা যে করেনি পাঠ,
বুঝেনি মানব-আত্মা কতই বিরাট।
দুই যুগ সাক্ষী দুই মহর্ষি প্রধান,
তা'র সুধা-কীর্ত্তি রত্ন-ভাণ্ডে দিল স্থান;
সম্ভবে কি সেই পাত্র দরিদ্রের ঘরে?
যেথা থাক্ সুধা সঞ্জীবনী শক্তি ধরে,
অমৃতে অরুচি নাই,—সে সাহসভরে
সূর্য্যবংশ-কথা রচি মিবারে অম্বরে।
হে সুধাংশু! তব বংশ-কথা সুধাময়
মারবার বিকানীরে লিখি ইচ্ছা হয়।
গোষ্পদে সাগরে তুমি নাহি কর ভেদ,
পূর্ণ কর মনোবাঞ্ছা, দূর কর খেদ।
গাধি নামে রাজা ছিল চন্দ্রবংশধর,
স্থাপন করিল গাধিপুর মনোহর।
ঋষি বিশ্বামিত্র ছিল তাঁহার নন্দন,
সাধনার বলে যিনি হইলা ব্রাহ্মণ।
হারাইয়া সেই দেশ চন্দ্রবংশধর
আসিল পারলিপুরে গঙ্গার উত্তর।
কতদিন অজপাল নামে নরবর
শাসন করিল সেই গাধির নগর।
উজলে নয়নপাল শেষে চন্দ্রকুল,
আক্রমিয়া অজপালে করিল নির্ম্মূল।
কান্যকুব্জ দিল নাম গাধিপুর দেশে, ১
নয়ন হইল খ্যাত কামধ্বজ শেষে।
রাঠোরের বংশ বলে তাঁ'র বংশধরে,
মহা পরাক্রমী জাতি ভীম বল ধরে।
সপ্তশত বর্ষ নয়নের বংশধর
কানোজে করিল রাজ্য বিক্রমে প্রখর।
একবিংশ রাজা ক্রমে সিংহাসনে বসে,
ভারতে ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিক্রমে ও যশে।
তাঁহাদের সৈন্য সংখ্যা করিলে শ্রবণ,
ভয় ভক্তি বিস্ময়েতে ডুবে যায় মন।
ত্রিলক্ষ পদাতী, সাদী তিরিশ হাজার,
দ্বিলক্ষ ধানুকী, আশী সহস্র দুর্ব্বার
বীরেন্দ্র কবচ-ধারী ছিল বিচক্ষণ,
রণ মাতঙ্গের সংখ্যা কে করে গণন।
রাঠোর-বাহিনী "দল পাঙ্গোলা" নামেতে
ভারতে বিখ্যাত ছিল অশেষ গুণেতে।
হেন অরি নাহি ছিল জগত ভিতরে
দুর্দ্দম রাঠোর-ভয়ে না কাঁপিত ডরে।
প্রসিদ্ধ চৌহান-বংশ ক্ষত্র রাজপুত,
রাঠোরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলযুত।

১—৪৭০ খৃষ্টাব্দে নয়নপাল কানোজরাজ্য অধিকার করেন

রাঠোরের শেষ রাজা কান্যকুব্জ ধামে
বসেছিল সিংহাসনে জয়চাঁন্দ নামে।
নয়নের সিংহাসন জয়ের করেতে
বহুদিন পরে লুপ্ত হয় কানোজেতে।
কোন দোষে রাঠোরের গেল সিংহাসন,
বলেছি মিবার-কাণ্ডে তা'র বিবরণ।

মারবারে রাঠোর-রাজ্য স্থাপন।

পশ্চিমেতে সিন্ধুনদ, যমুনা উত্তরে,
পূর্ব্বে গারানদী যা'র ছুটে বেগভরে,
আরাবলী নামে গিরি দক্ষিণে যাহার,
রাজস্থানে খ্যাত সেই রাজ্য মারবার।
এ বিশাল রাজ্য শুধু মরুভূমিময়,
মরুবার, মরধর, মরুদেশ কয়।
পুরীহর কুশাবহ জারিজ্যা গোহিল,
সোদারা প্রমার ভট্টি শোলাঙ্কী মোহিল,
বহু রাজপুত, বহু অসভ্য বর্ব্বর
মারবার দেশ মাঝে ছিল থরেথর।
ডুবায়ে রাঠোর-রাজ্য ডুবে গেল জয়,
কান্যকুব্জ যবনের করগত হয়।
শিবাজী জয়ের পৌত্র মহা বলবান
ছাড়ি' জন্মভূমি বীর করিল প্রস্থান। ১
ক্ষুদ্র সৈন্য সঙ্গে করি' বিষণ্ণ অন্তরে
ঘুরিতে ঘুরিতে আসে' মরুর প্রান্তরে।
আগে পাছে ধূধূ মরু, মরীচি খেলায়,
জল দিবে বলি যত তৃষ্ণার্ত্তে ঠকায়।
শিবাজীর দগ্ধ প্রাণে জুড়েছে তেমন,
আশা মরীচিকা এক খেলা সম্মোহন।

১—১২১২ খৃষ্টাব্দে শিবাজী কান্যকুব্জ ছাড়িয়া মরুভূমির অভিমুখে যাত্রা করেন।

শোলাঙ্কী-রাজের রাজ্য কলুমদ দেশে,
সসৈন্যে শিবাজী আসি' উত্তরিল শেষে।
রাঠোরের রাজ-পুত্রে করি' বহু মান
রাজা করিলেন তাঁ'রে আশ্রয় প্রদান।
ক্ষত্র রাজপুত লাক্ষফুলান নামেতে,
তখন করিত বাস ফুলরা দুর্গেতে।
মহা পরাক্রমী বীর ছিল সে ফুলান,
মারবার তা'র ভয়ে ছিল কম্পমান।
শিবাজীর ভাগ্য আশু প্রসন্ন হইল,
সেই বীর কলুমদ-রাজ্য আক্রমিল।
শিবাজীরে সেনাপতি করিয়া বরণ
ফুলানের রণে রাজা করিল প্রেরণ।
রাঠোরের পরাক্রমে দুর্দ্দম ফুলান,
কোন মতে পলাইয়া পায় পরিত্রাণ।
শিবাজীর বীর ভ্রাতা নামে সত্যরাম,
বহু সৈন্য সহ রণে গেল স্বর্গধাম।
বিজয়-সংবাদ পেয়ে কলুমদ-পতি
শিবাজীর প্রতি হ'ল আনন্দিত অতি।
আপন ভগ্নীরে রাজা করি' সমর্পণ,
করিলা বীরের সনে বন্ধুত্ব স্থাপন।
কতদিন কলুমদে করিয়া বসতি,
সস্ত্রীক দ্বারকা-তীর্থে চলে মহামতি।
পথে অনহলবরাপত্তন দর্শনে
বিশ্রাম করিতে গেলা সে রাজ-ভবনে।
পত্তনের অধিপতি সানন্দ অন্তরে
গ্রহণ করিল যত্নে সেই বীরবরে।
কলুমদে পরাজিত হইয়া ফুলান
পত্তনের অভিমুখে করে অভিযান।
ভয়ে পত্তনের পতি কম্পিত-হৃদয়,
কেমনে রক্ষিবে দেশ চিন্তে অতিশয়।
অতিথি করিয়া তাঁ'রে অভয় প্রদান
কহিলা "কি ভয়? কেন এত চিন্তাবান?





জানিলে হেথায় আমি, সেই দুরাচার
আসিত না তব রাজ্য আক্রমিতে আর।
কে রাখিবে ধ'রে, তারে ডাকিছে শমন,
ভ্রাতৃহত্যা দিব শোধ লইয়া জীবন।
ভয় না করিও, আজ্ঞা কর সেনাগণে
সাজিতে সমর-সাজে, আমি যা'ব রণে।"
অতিথির বাক্য শুনি' পত্তনাধিপতি
নির্ভয় হইলা মনে, আনন্দিত অতি।
দুই পক্ষ উপস্থিত হইল সমরে,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে শিবাজীরে ডাকিল অপরে।
রণ-সাজে উপস্থিত হইল দু' বীর,
শোভিতেছে চারি ধারে সৈন্যের প্রাচীর।
অসি নিয়ে দুইজন জুড়িলেন রণ,
খেলে অসি মেঘ-পাশে বিদ্যুৎ যেমন।
দুইটী তরঙ্গ যেন গরজে গম্ভীর
ভাঙ্গিয়া সিন্ধুর তীর হইতে বাহির।
শৈল-শ্রেণীসম চেয়ে আছে সৈন্যগণ,
থর থর কাঁপে শুনি' বীরের গর্জ্জন।
অকস্মাৎ অসিঘাতে বীর শিবাজীর
উড়ে গেল সৈন্য মাঝে ফুলানের শির।
ভয়েতে ফুলান-সৈন্য পলাইল সব,
"জয় শিবাজীর" বলি' উঠে জয় রব।
ফুলানের মৃত্যু-কথা হইলে প্রচার,
আশীর্ব্বাদ করে সবে আনন্দে অপার।
মারবার রাজ্য-ভয় করিয়া হরণ,
শিবাজী অশেষ কীর্ত্তি করিলা অর্জ্জন।
বিজয়ে উন্মত্ত হ'য়ে ছাড়িয়া পত্তন,
লুনীনদী-তীরে বীর দিলা দরশন।
দেবী-রাজবংশগণে করিয়া নিধন,
অধিকার করে মিবো নগর মোহন।
গোহিল করিত রাজ্য ক্ষীরোধর দেশে,
আক্রমিয়া বীরবর নিল অবশেষে।
দুই রাজবংশ বীর করিয়া সংহার,
লুনী-তীরে ক্ষুদ্র রাজ্য করিলা বিস্তার।
পল্লী নামে ছিল এক নগর মোহন,
তথায় করিত বাস নিরীহ ব্রাহ্মণ।
মৈর মীন দুই বন্য জাতি সুভীষণ,
করিত ব্রাহ্মণগণে সদা উৎপীড়ন।
শিবাজীর নাম শুনি' শত্রুর দমনে,
তাঁ'র পাশে যেয়ে বলে যত দ্বিজগণে।
"রক্ষা কর মহারাজ দস্যুদের করে,
ধনে প্রাণে সদা শঙ্কা, মরিতেছি ডরে।
ফুলানে করিয়া বধ বহু রাজ্য-ভয়,
হরণ করিলে যথা হইয়া সদয়,
বীর ধর্ম্ম রাখ করি' দুষ্টের দমন,
ধনে জনে রক্ষা কর নিরীহ ব্রাহ্মণ।"
দ্বিজের লাঞ্ছনা কথা শুনি' বীরবর,
প্রতিজ্ঞা করিলা দস্যু দমিতে সত্বর।
বন্য দস্যুগণে বীর করিলা দমন,
তুষ্ট হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করিল ব্রাহ্মণ।
ভূমি বৃত্তি দান করি' দ্বিজ বীরবরে,
নিকটে রাখিল হর্ষে দস্যুদের ডরে।
ছায়া আশে' বৃক্ষ দ্বিজ করিল রোপণ,
বুঝেনি ডালের চাপে ঘটিবে মরণ।
শিবাজী দেখিয়া পল্লী দেশ মনোহর
কিরূপে গ্রাসিবে সদা আকুল অন্তর।
গোবিন্দের ফাগোৎসব দিল দরশন,
আনন্দে হইল মগ্ন যতেক ব্রাহ্মণ।
শিবাজী সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করি'
ব্রাহ্মণের দেশখানি লইলেন হরি'।
ভূমিলাভ ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্য উচ্চতর,
দয়া ধর্ম্ম খুজিবার নাহি অবসর।
এইরূপে ক্ষুদ্র রাজ্য করিয়া বিস্তার,
তিন পুত্র রাখি' বীর ত্যজিল সংসার।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বথামা পায় সিংহাসন,
আট পুত্র রাখি' তা'র হইল মরণ।
দুহর সবার জ্যেষ্ঠ পিতৃরাজ্য পায়,
সপ্ত পুত্র রাখি বীর স্বর্গ পুরে যায়।
রায়পাল হ'ল রাজা দুহরের পরে,
ত্রয়োদশ পুত্র রাখি' মরিল সমরে।
রায়ের মরণে রাজা হইল কহল,
কহলের পুত্র ছিল নামেতে জহ্লল।
জহ্ললের পুত্র চেদো, চেদোর তনয়
থিদো নামে ছিল অত্যাচারী অতিশয়।
শিলক হইল রাজা থিদোর মরণে,
বসিল বিরামদেব তা'র সিংহাসনে।
এতদিন বংশবৃদ্ধি করেছে রাঠোর,
রাজ্য-বৃদ্ধি তরে যত্ন করেনি কঠোর।
বহুভাগ হ'য়ে শিবাজীর বংশধর
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে থাকে রাজস্থানোপর।
সকলে হইলে বদ্ধ একতা-শৃঙ্খলে
স্থাপিতে পারিত মহারাজ্য বাহুবলে।
সে সাধনা তরে কেহ নাহি দিল মন,
ঘটেনি বর্ণন-যোগ্য কোন বিবরণ।
নয় পুরুষের কথা নয় পংক্তি-মাঝ
সংক্ষেপে লিখিয়া তাই সারিলাম কাজ।

রাও চণ্ড।

রাজ্য বিস্তার।

নয়ে না হইলে কভু নব্বইতেও নয়,
রয়েছে ডাকের কথা সর্ব্বদেশ ময়।
মনেতে বাসনা রাখি' যত্ন যদি করে
সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে শতবর্ষ পরে।

শিবাজী কানোজ ছাড়ি' যেই আশা করি'
আসিলেন মরুভূমি মারবারোপরি,
এতদিনে আশা তাঁ'র করিতে পূরণ
বিধাতা করিল এক বীরেন্দ্র প্রেরণ।
উত্তরে যোহিয়াগণে আক্রমণ করে'
লভিল বিরামদেব বিরাম সমরে।
রাজ্য তাঁ'র অধিকার করে শত্রুগণে
আশ্রয়ের স্থান নাই পুত্র পরিজনে।
চণ্ড নামে পুত্র তাঁ'র ছিল গুণবান,
রাজনীতি-বিশারদ বীরেন্দ্র প্রধান।
হারাইয়ে পিতৃ-রাজ্য অদৃষ্টে নির্ভরি'
রহিল অজ্ঞাতবাসে বহু দিন ধরি'।
কালু নগরেতে এক কবির ভবনে
ছদ্মবেশে ছিল, নাহি জানে কোন জনে।
রাজচক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব-পুরুষ যাহার,
যা'র পরাক্রমে ভয়ে কাঁপিত সংসার।
কেন সে বংশের আজি হইল পতন,
তাহার চিন্তায় চণ্ড রহিল মগন।
একতা বিহীন হ'য়ে রাঠোর-সন্তান,
বুঝিল এ সর্ব্বনাশ করেছে বিধান।
শিবাজীর বংশধর যে যথায় ছিল,
সকলে ডাকিয়া চণ্ড একত্র করিল।
পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি করিয়া কীর্ত্তন
সঞ্চার করিল এক নূতন জীবন।
তৃণগুচ্ছ বাঁধে যথা মত্ত করিবর,
সকলে মিলিয়া গেল লইতে মুন্দর।[১]
পরাক্রমী পুরীহর রাজপুত রাজ
মুন্দরের সিংহাসনে করিত বিরাজ।

১—মুন্দর মারবারের প্রাচীন রাজধানী। মুন্দর বলিলে সমগ্র মারবারকেও বুঝায়; চিতোর বা উদয়পুর বলিলে যেমন মিবারকে বুঝায়।

বিক্রমে রাঠোরগণ করে আক্রমণ,
বাজিল উভয় দলে সমর ভীষণ।
অনলের মুখে যথা শুষ্ক তৃণ জ্বলে,
ভস্ম হ'ল পুরীহর রাঠোরের বলে।
মুন্দরের সিংহাসনে করি' আরোহণ[১]
রাজ্য বৃদ্ধি তরে চণ্ড করিল মনন।
বিজয় বাহিনী ল'য়ে দক্ষিণে ছুটিল,
গদবার রাজধানী নাদোলে পশিল।
বাহুবলে সর্ব্বদেশ করিয়া বিজয়
স্থাপন করিল রাজ্য মারবারময়।
রাজলক্ষ্মী বীর চণ্ডে প্রসন্ন হইল,
বীর পরাক্রমে তাঁর ভারত ভরিল।

কবির সাক্ষাৎ।

একদিন সিংহাসনে বসি' মহারাজ
অমাত্যমণ্ডল সহ করে রাজকাজ।
শমনের দূত সম প্রহরী সকল
তৃণবৎ ভাবে সবে পেয়ে রাজবল।
না পারে পশিতে কেহ রাজ-সভাতলে
অনায়াসে লভিতেছে অর্দ্ধচন্দ্র গলে।
চণ্ডের দুর্দ্দিনে যেই কবি মহাপ্রাণ—
কাল্লুর চারণ—করে আশ্রয় প্রদান।
রাজদ্বারে উপনীত হইল সে জন
মারবার রাজ্যেশ্বরে করিতে দর্শন।
প্রহরী দেয় না তা'রে পশিতে ভিতরে,
বিপদে পড়িয়া কবি শ্লোক রচি' পড়ে।
"চণ্ড নাহি আব চিথ, কচ্চর কালু তিন্না
ভূপ ভৈও ভৈ ভিথ মন্দবাররা মালিয়া"

"বিধি এই কি করিলে! এতশীঘ্র ভুলাইলে
দীন চণ্ডে কালুর জনার[১]!
রাজদণ্ড নিয়ে করে মুন্দের বারান্দা'পরে
করিতেছে ভীতির সঞ্চার।"
নিরুপায় কবিবর পড়ে উচ্চৈঃস্বরে,
সিংহাসন হ'তে চণ্ড শুনে লজ্জাভরে।
দ্বারের বাহিরে কবি করিয়ে দর্শন
করিলেন মহারাজ সম্মানে গ্রহণ।
স্বীকার করিয়া ত্রুটী কবির গোচরে
বিনয় করিয়া অতি কহে লজ্জাভরে।
"জনার ভুলিনি তব শুন কবিবর,
তব অশীর্ব্বাদে আমি এই রাজ্যেশ্বর।
না চিনে প্রহরী দুঃখ দিল অকারণে,
কৃতঘ্ন বলিয়া চণ্ডে ভাবিও না মনে।
লভিয়াছি এই রাজ্য তোমার কৃপায়,
কাল্লু জনপদ তব অর্পিলাম পায়।"
শুনিয়া চারণ কহে চণ্ড নরবরে
"ধন লোভে আসি নাই তোমার গোচরে।
চারণ চাহে না ধন, চাহে রাজগণ
আপন চরিত্রে করে কাব্যের পোষণ।
হৃদয় মাহাত্ম্য তব চরিত্র সুন্দর—
গুপ্তবাস হ'তে রাজ্যলাভ মনোহর,
বর্ণন করিয়া সুখে কাটাইব কাল,
ধন দিয়ে কেন মোর ঠেকাবে জঞ্জাল।
এই ভিক্ষা মহারাজ করিছে চারণ—
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাব্য করিতে রচন
নাহি হয় যেন দুঃখ কবির অন্তরে,
মরণ অবধি কথা রেখো মনে ক'রে"।
এত বলি' কবিবর করিল গমন,
সকলে চাহিয়া রৈল বিস্মিত নয়ন।

১—১৩৮২ খৃষ্টাব্দে চণ্ড সিংহাসনারোহণ করেন।

১—জনার=শস্য বিশেষ।





বিবাহ বিভ্রাট।

যশল্মীরে মনোহর পুগল নগর,
সর্দ্দার রণঙ্গ শাসে ভট্টি-বংশধর।
রণঙ্গের পুত্র সাধু মহাবলবান,
রাজস্থান-মাঝে ছিল দ্বিতীয় ফুলান।
নাগোর হইতে দূর সিন্ধুনদ-পারে
সঞ্চয় করিত ধন আক্রমি' সবারে।
বহু বীর-কীর্ত্তি তা'র দেশেতে প্রচার,
নামেতে তাহার হ'ত ভীতির সঞ্চার।
বহু উষ্ট্র অশ্ব সাধু করি' অধিকার
একদিন আসে ফিরে রাজ্যে আপনার।
মোহিল মাণিকরায় ঐরীস্ত্যের পতি,
দেখি' নিমন্ত্রণ করে হর্ষ হ'য়ে অতি।
মাণিকের ঘরে সাধু করিয়া গমন
স্বীয় বীরত্বের কথা করে আলাপন।
মাণিকের কন্যা ছিল কর্ম্মদেবী নামে।
পরমা সুন্দরী খ্যাত মারবার ধামে।
ধন রত্ন আগে সাধু করিত লুণ্ঠন,
আজি রমণীর মন করিল হরণ।
অরণ্যকমল ছিল চণ্ডের কুমার,
কন্যা সম্প্রদান তরে করেতে তাহার
মাণিক সঙ্কল্প করে বহু দিন ধ'রে;—
সাধুরে আনিয়া ঘরে বিপাকেতে পড়ে।
শুনি বীর-কথা, বীরে করিয়া দর্শন
কর্ম্মদেবী আত্ম-প্রাণ করে সমর্পণ।
কাতরে কহিলা কন্যা সহচরীগণে
"সম্বন্ধ না হয় যেন অরণ্যের সনে।"
বিস্মিত হইয়া সখী ব্যথা পেয়ে মনে
বুঝাইতে লাগে তাঁ'রে প্রবোধ বচনে।
কন্যা বলে "শুন সখী কি করিবে ধন,
কি করিবে বল মোরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
রাঠোরের বধূ হ'লে কি হ'বে আমার?
প্রাণ যাহা চাহে, তাই শ্রেষ্ঠ ধন তা'র।
কূপোদক পাইলেও মীন বেঁচে রয়,
রত্ন-ভাণ্ডে রাখ যদি মরিবে নিশ্চয়।
পরের মহিষী হ'তে নাহি ভালবাসি,
যাঁ'রে দি'নু মন, হ'ব তা'র সেবাদাসী।"
জনক জননী শুনি দুহিতার পণ
মস্তকে হইল যেন অশনি পতন।
মনেতে ভাবিল কন্যা রাজ-বধূ হ'বে,
গৌরব বাড়িবে কত, কত সুখে রবে।
ডুবিল আশার তরী, চিন্তিয়া আকুল—
চণ্ডের কোপেতে হ'বে সবংশে নির্ম্মূল।
কি করিবে কন্যা বর করিল মনন,
অধর্ম্ম হইবে কৈলে অন্যত্র অর্পণ।
কহিল মাণিকরায় ভোজনের পরে,
কন্যার পণের কথা সাধুর গোচরে।
চণ্ডের কুমারে কন্যা না কৈলে অর্পণ
বিপদ ঘটিবে পাছে বলিলা তখন।
মৃদু হাস্যে সাধু বীর করিলা উত্তর,
"হৃদয় না জানে মম কারে বলে ডর।
যথারীতি নারিকেল করিলে প্রেরণ,
বিবাহ করিব আমি করিলাম পণ।
রাঠোরের ভয়ে হৃদি নহে কম্পমান;"
এত বলি' সাধু বীর করিল প্রস্থান্।

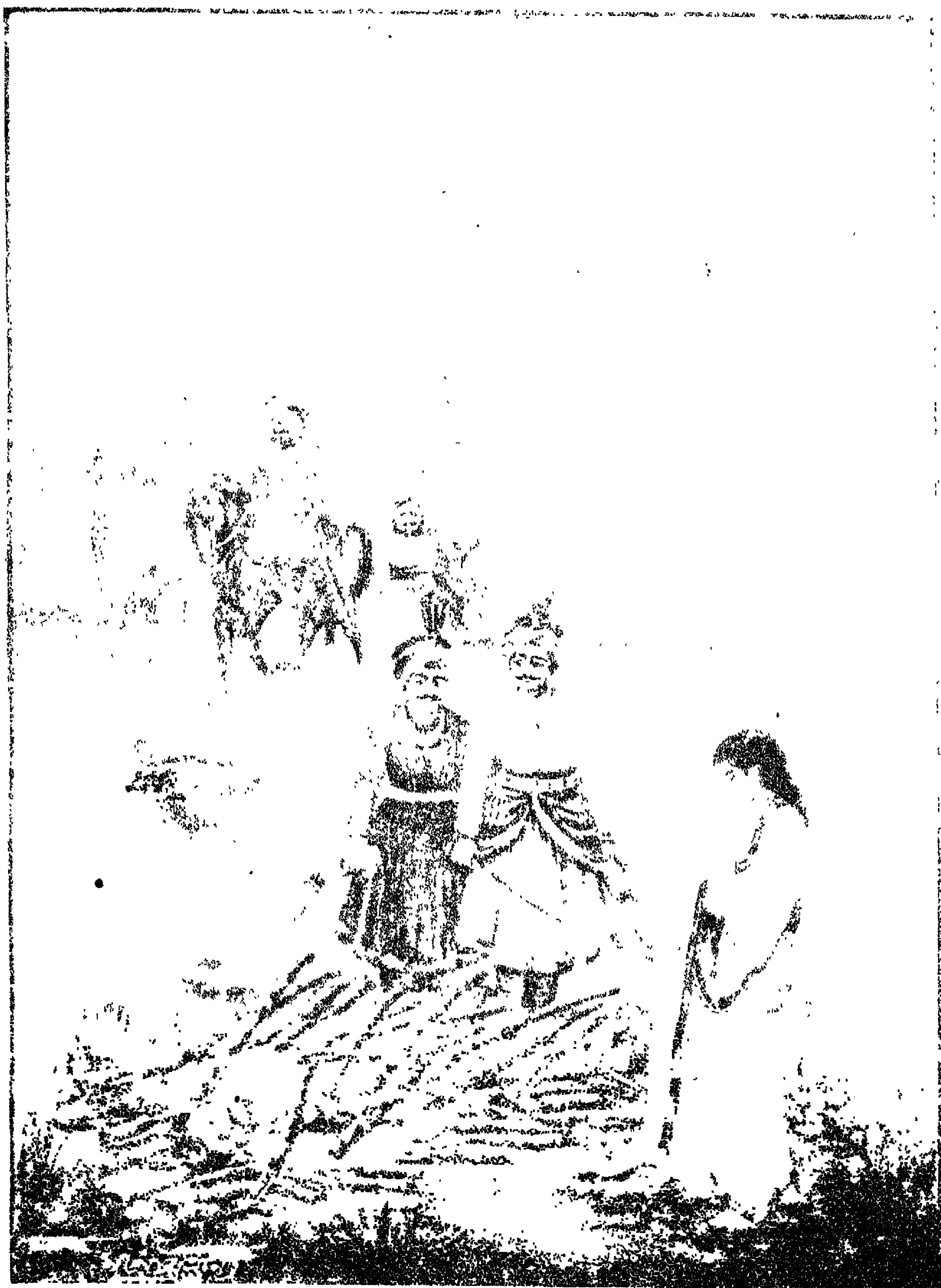
বিবাহ।

মাণিক অর্পিতে কন্যা করিয়া মনন,
যথাবিধি নারিকেল করিল প্রেরণ।
সপ্তশত সৈন্য সহ সাধু বীরবর
বিবাহ করিতে আ'সে ঐরীস্ত্য নগর।

করিল মাণিকরায় কন্যা সম্প্রদান,
জামাতারে করে বহু যৌতুক প্রদান।
কাঞ্চন-রজত পাত্র বিবিধ রতন,
ত্রয়োদশ নারী, স্বর্ণ বৃষ সুশোভন,
কর্ম্মদেবী সহ ল'য়ে যৌতুক সম্ভার
রাজ্যেতে ফিরিল সাধু বিক্রমে দুর্ব্বার।
আক্রমণ করে পথে অরণ্যকমল,
ভয়ে সে মাণিকরায় হইয়া বিকল
দিতে চাহে সৈন্য চারি হাজার প্রধান,—
গর্ব্বভরে সাধু বীর করে প্রত্যাখ্যান।
শালা মেঘরাজ নিয়ে সৈন্য পঞ্চশত,
চলিলেন আগে আগে দেখাইয়া পথ।
শুনিয়া শিকার তাঁ'র করিল হরণ,
অরণ্য উঠিল জ্বলি' দাবাগ্নি যেমন।
মেহরাজ-পুত্রে সাধু করেছিল বধ,
জু'ঠে সে রাঠোর সনে ঘটায় বিপদ।
উপনীত হ'য়ে সাধু চন্দননগরে,
পথ-শ্রান্ত হ'য়ে বসে বিশ্রামের তরে।
হেনকালে চণ্ড-পুত্র সহ সেনাগণ
করিলেন সাধু বীরে ঘোর আক্রমণ।
ত্রিগুণ রাঠোর সৈন্য রণ বিশারদ,
কি করিবে সাধু, মনে গণিল বিপদ।
প্রথম দুপক্ষে দুই যোদ্ধা মহাবল
আরম্ভিল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বিক্রমে প্রবল।
জয়টঙ্গা নামে ভট্টি-সেনানী ভীষণ
বিপক্ষ চৌহান যোধে করিল নিধন।
বিজয়ে উন্মত্ত বীর মুক্ত অসি করে
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে শত্রুর উপরে।
উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই তা'র,
আঘাতে আঘাতে শত্রু পড়ে অনিবার।
রাঠোর তাহার গতি রোধিতে না পারি'
দল-যুদ্ধ জুড়ে শেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ছাড়ি'।

অরণ্যকমলে সাধু কহে অনন্তর—
"দুই সখা মিলে এই সখের সমর।
উভয় পক্ষের সেনা কেন অকারণ
আমাদের তরে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
থামাও সমর এই, চল দুই জন
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে করি মোরা ভাগ্য নিরূপণ।
সাধুর বচন শুনি' 'সাধু সাধু' ব'লে
থামাইয়া দিল রণ অরণ্যকমলে।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ তরে সাধু করে আয়োজন,
পত্নীর নিকটে করে বিদায় গ্রহণ।
কহিলেন কর্ম্মদেবী "শুন বীরবর,
বীরাঙ্গনা আমি, চিত্তে নাহি কোন ডর।
সঙ্গিনী তোমার আমি জীবনে মরণে,
বীরধর্ম্ম রক্ষা কর প্রবেশিয়া রণে।
রথোপরে বসি' রণ করিব দর্শন,
শির পেতে মেনে নেব বিধির লিখন"।
রমণীর বাক্যে সাধু আনন্দিত মনে
চলিলেন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অরণ্যের সনে।
দুই বীরে বাজে যুদ্ধ [1] অতি ভয়ঙ্কর,
বীর পদভরে ধরা কাঁপে থর থর।
তুরঙ্গের পদাঘাতে অগ্নিকণা ধায়,
অসি কি বিদ্যুৎ খেলে চিনা নাহি যায়।
অশ্ব হ'তে দুই বীর পড়ে আচম্বিতে,
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি' যেন পড়িল মহীতে।
অরণ্যের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'ল কিছু পরে,
সাধুর হইল মূর্চ্ছা অনন্তের তরে।
সৈন্যগণ স্বস্ব রাজ্যে করিল প্রস্থান,
জ্বলিল সমর-ক্ষেত্রে প্রচণ্ড শ্মশান।

১—১৪০৭ খৃষ্টাব্দে সাধু ও অরণ্যকমলের যুদ্ধ হয়



উপহার।

উষার সোণার হাসি, গোধুলি ফেলিল গ্রাসি',
ফুল না ফুটিতে গেল ঝ'রে,
কাঁদিতেছে সখীগণ, কাঁদে সৈন্য ক্ষুব্ধ মন,
কর্ম্মদেবী বলে উচ্চৈঃস্বরে।
"হয়নি বিবাহ শেষ, কেঁদে কেন পাও ক্লেশ,
এই দেখ বর-বেশে নাথ;
ঘরের বাহির ক'রে, আনিল যে, যা'বে স'রে,
পাছে আমি যা'ব কা'র সাথ।
বর যা'বে কন্যা র'বে, কিসে ফুলশয্যা হ'বে,
কর আশু উপায় তাহার;
কেন কাঁদ অকারণ, কর চিতা আয়োজন,
কেন বৃথা ফেল অশ্রুধার।"
এত বলি' অসি ধরি', বামকর ছিন্ন করি'
দিল এক সৈনিক প্রবরে,
আদেশ করিলা তা'রে, "বধূর এ উপহারে,
শ্বশুরে অর্পিও ভক্তিভরে।
জানাইয়া নমস্কার, বলিও চরণে তাঁর
এইরূপ পুত্রবধূ ছিল।"
"ছিন্ন কর অন্য কর, মনেতে পেয়ো না ডর,"
সৈন্যে এক ডাকিয়া কহিল।
নাহি শক্তি বীরবরে আদেশ লঙ্ঘন করে,
ম্লান মুখে করিল পালন।
সখী সেনা সব মরি, উঠিল ক্রন্দন করি',
হেরি' দৃশ্য ঝরিল নয়ন।
দেবী বলিলেন পরে, "মোহিলের কবিবরে
এই কর করিও অর্পণ,"
এত বলি' ল'য়ে পতি, চিতায় শুইল সতী
বিবাহ হইল সমাপণ।

চণ্ডের মৃত্যু।[১]

কর্ম্মদেবী পতি সহ গেলে স্বর্গোপরে,
অরণ্যকমল মরে ছয় মাস পরে।
বধূ-দত্ত উপহার করিয়া দর্শন,
শোকার্ত্ত রণঙ্গ শোক হ'ল বিস্মরণ।
সম্মানে বধূর কর করিয়া দহন,
চিতার উপরে সর করিল খনন।
"কর্ম্মদেবী সরোবর" নাম করে দান
বীর রমণীর কীর্ত্তি নিখাত মহান।
শোকার্ত্ত রণঙ্গদেব প্রতিশোধ তরে
বহু সৈন্যে মেহরাজে আক্রমণ করে।
ছারখার করে রাজ্য করিয়া লুণ্ঠন,
শত্রুরে সমর-ক্ষেত্রে করিল নিধন।
চণ্ড না হইল মেহরাজের সহায়,
তনু মৈর পুত্র তাঁ'র ক্রুদ্ধ হ'ল তায়।
প্রতিশোধ দিবে চণ্ডে নাহি হেন বল,
জ্বলিছে হৃদয়ে প্রতিহিংসা দাবানল।
মুলতানে খিজির খাঁ ছিল অধিপতি,
মুসলমান হ'য়ে তাঁ'রে প্রীত করে অতি।
খিজির করুণা করি' দিল সেনাবল,
তনু মৈর তা'তে কিছু হইল সবল।
যশল্মীর পতি রাও পাপিষ্ঠ কীলন,
দুই ভাই সনে আসি' সম্মিলিত হ'ন।
বুঝিল সে পাপী এই ক্ষুদ্র সেনাবল,
পারিবে না চণ্ডে কভু দিতে প্রতিফল।
কৌশলে করিতে বধ চণ্ড বীরবরে
পাপিষ্ঠ কীলন এক পাপ বুদ্ধি করে।
আপন দুহিতা চণ্ডে করিতে অর্পণ,
প্রকাশ করিলা ইচ্ছা দুর্ম্মতি কীলন।

১—১৪০৯ খৃষ্টাব্দে চাণ্ডর মৃত্যু হয়

শক্র-কন্যা বলি' চণ্ড দ্বিধা করে মনে,
কহিলা পাঠাতে কন্যা তাঁহার ভবনে।
বিবাহ করিতে চণ্ড হয় স্থিরচিত,
নাগোর নগরে আসি' হ'ন উপনীত।
কীলন যে কূট পথ করিল আশ্রয়
শুনিতে অন্তরে হয় ঘৃণার উদয়।
যশল্মীর হ'তে অর্দ্ধশত অশ্বযান
কন্যাযাত্রী নিয়ে করে নাগোরে প্রস্থান
সপ্তদশ উষ্ট্রসহ অশ্বারোহী কিছু
বিবাহ সজ্জায় চলে শকটের পিছু।
খাদ্যসনে নিল অস্ত্র উষ্ট্র পৃষ্ঠোপর,
গোপনে সহস্র সেনা হ'ল অগ্রসর।
জানে না এ রণ-যাত্রা করেছে কীলন,
বর-বেশে আসে' চণ্ড করিতে গ্রহণ।
পুরী হ'তে কিছু দূরে করিয়া গমন,
বহু আচ্ছাদিত যান করিল দর্শন।
তাহাতে চণ্ডের মনে সন্দেহ জন্মিল,
ফিরিতে পুরীতে বীর উদ্যোগ করিল।
হেনকালে দুরাচার ভট্টি-সৈন্যগণ,
শকট হইতে নামি' করে আক্রমণ।
নারী নাই কেহ, সব অস্ত্রধারী বীর,
চতুর্দ্দিক হ'তে চণ্ডে করিল অস্থির।
কীলনের কপটতা হেরি' বীরবর
ক্রুদ্ধ হ'য়ে একেশ্বর জুড়িল সমর।
সহস্র সহস্র শক্র কি করিতে পারে,
বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে রক্ত বহে ধারে।
আর না পারিল পুরে করিতে গমন,
বর-বেশে রণক্ষেত্রে করিল শয়ন।
ভৈরব হুঙ্কারে মত্ত ভট্টি-সৈন্যগণ,
নাগোরে প্রবেশ করি' আরম্ভে লুণ্ঠন।

রাও রণমল্ল।

চতুর্দ্দশ পুত্র চণ্ড রাখি' বিদ্যমান,
পাপী কীলনের চক্রে হারাইল প্রাণ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রণমল্ল পায় সিংহাসন,
মারবার রাজ্য তিনি করেন শাসন।
যে নাগোরে চণ্ড প্রাণ করে বিসর্জ্জন,
হারাইল রণমল্ল নগর মোহন।
রাঠোরের মাঝে মল্ল শ্রেষ্ঠ বলবান,
রাণা লক্ষ্য করে তাঁ'রে সামন্ত প্রধান।
দুল্ল প্রদেশের সহ চল্লিশ নগর
শাসিতে নিযুক্ত করে মল্লে নরবর।
বিশাল চৌহান দুর্গ অধিকার করে,
রণমল্ল অর্পে লক্ষ্য মিবার-ঈশ্বরে।
কোটা জনপদ তাঁ'রে করি' প্রতিদান,
লক্ষ্য রাণা করে তাঁ'র বিহিত সম্মান।
রণমল্ল গয়াক্ষেত্রে তীর্থ-যাত্রা করে'
অনেক যাত্রীর ঋণ পরিশোধ করে।
বহু সদ্‌গুণ ছিল রণের সদনে,
সকল হইল নষ্ট শেষ আচরণে।
রাণা লক্ষ্যে করি' তিনি দুহিতা অর্পণ,
করিলেন চেষ্টা রাজ্য করিতে হরণ।
লক্ষ্য-পুত্র রঘুদেবে করিয়া বিনাশ,
দৌহিত্র মুকুল বধে করিল প্রয়াস।
দুহিতার সখী সনে প্রেম ফাঁদে পড়ে,
হারাইলা প্রাণ লক্ষ্য-পুত্র চন্দ-করে।
লিখেছি মিবার কাণ্ডে সব বিবরণ,
দ্বিরুক্তির ভয়ে নাহি করিনু বর্ণন।
রণমল্লে জন্মে চতুর্ব্বিংশতি তনয়,
সকলেই সুবিখ্যাত বীর অতিশয়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যোধরাও পায় সিংহাসন,
তাঁহার রাজত্ব কথা করহ শ্রবণ।

যোধরাও।[১]

যোধপুর নগর প্রতিষ্টা।[২]

রণমল্ল মিবারেতে হইলে নিধন,
যোধরাও বাঁচে প্রাণে করি পলায়ন।
বীর চন্দ অধিকার করে মারবার,
রাজ্য-হারা হ'য়ে রহে' কানন মাঝার।
হরবাশঙ্কল নামে যোগীর কৃপায়,
শুনেছ মিবার কাণ্ডে, হৃত-রাজ্য পায়।
পিতৃ পিতামহ দেশ ছাড়িয়া মুন্দর,
যোধরাও রাজধানী করে স্থানান্তর।
হেন কাজ যোধরাও করে কি কারণ,
তাহার বর্ণনা কিছু করহ শ্রবণ।
রাজস্থানে বহু যোগী ছিলেন তখন,
গহন কাননে যোগ করিত সাধন।
কিবা রাজা কিবা প্রজা ভক্তি সহকারে,
তা'দের আদেশ মানি' চলিত সংসারে।
দুই ক্রোশ দক্ষিণেতে ছাড়িয়া মুন্দর,
বাখরচিড়িয়া নামে পর্ব্বত সুন্দর।
কেহবা বিহঙ্গকূট বলেন তাহারে,
বানপ্রস্থ যোগী তা'র থাকিত মাঝারে।
শক্রুর দুর্গম গিরি দুরারোহ অতি,
তিন দিকে মরুভূমি ধূধূ বসুমতী।
আদেশ করিলা যোধে সেই যোগীবর,
রাজধানী নিতে সেই শৈল শৃঙ্গোপর।
যোগীর আদেশ যোধ করিল পালন,
স্থাপিল নগর তথা অতি সুশোভন।
বহু অট্টালিকা বাঁধি গিরি-শৃঙ্গোপরে,
রাজধানী নিল সেই নূতন নগরে।

১—১৪১৮ খৃষ্টাব্দে যোধের জন্ম।
২—১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে যোধপুর নগর প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রাসাদ উপরে উঠি করিলে দর্শন,
দেখা যায় মারবার সীমা বিলক্ষণ।
নাহি থাকে মেঘ যদি আকাশের গায়,
দক্ষিণেতে আরাবলী গিরি দেখা যায়।
যোধগিরি নাম যোগী দিল গিরিবরে,
যোধপুর নাম দিল নূতন নগরে।
শক্রুর দুর্গম দুর্গ অতি দৃঢ়বল,
জলের অভাব তা'র কলঙ্ক কেবল।
পর্ব্বতের পাদদেশে আছে জলাধার,
না মিলে পানীয় সেই দেশে কোথা আর
প্রাকার বেষ্টিত করি' সেই সরোবরে,
নির্ম্মল পবিত্র জল রাজা রক্ষা করে।
যোধপুরে জলাভাব হয় কি কারণ,
তা'র বিবরণ কিছু করহ শ্রবণ।
আসিলে স্থপতি দুর্গ স্থাপন করিতে,
পরিমাপ করি' তারা পারিলা জানিতে,
যোগীর সাধন-স্থান না কৈলে গ্রহণ,
হইবে না নব দুর্গ কভু সুশোভন।
সম্মত না হ'ল যোগী, দিতে সেই স্থান,
স্থপতি বলেতে দুর্গ করিল নির্ম্মাণ।
"না মিলিবে জল এই দুর্গের ভিতরে",
অভিশাপ দিয়ে যোগী গেল স্থানান্তরে।
যত দিন যোধপুর রহিবে অটল,
যোধ-কীর্ত্তি যোগী-শাপ বহিবে ভূতল।

যোধের রাজ্য শাসন।

শিবাজী হইতে তাঁ'র বংশধরগণ,
নব রাজ্য অধিকার করিত যখন,
প্রাচীন সামন্তগণে তাড়াইত বলে,—
না হইত বদ্ধ কভু মিত্রতা-শৃঙ্খলে।

রাজার রাজ্যের তা'তে হ'ত বলক্ষয়,
দিন দিন নব শক্র হইত উদয়।
যোধরাও সিংহাসনে করি' আরোহণ,
পূর্ব্বপুরুষের নীতি দেখিলা ভীষণ।
রাজ্যচ্যুত সামন্তেরে করিয়া আহ্বান
স্থাপিলা মিত্রতা করি' অভয় প্রদান।
তাহাতে যোধের বল বাড়ে অতিশয়,
সুকীর্ত্তি হইল তাঁ'র মারবারময়।
চণ্ডের নিধনে যেই রাজ্য গেল চ'লে,
অধিকার ক'রে নিল সামন্তের বলে।
রামদেব পাভুরায় হরবাশঙ্কল,
গোগা মাঙ্গলিয়া ছিল বীর মহাবল।
তাহাদের ভুজবলে রাজ্য মারবার,
গিহ্লোট হইতে যোধ করেন উদ্ধার।
সে বিক্রমী বীরগণে করিতে সম্মান
তাঁহাদের বীর মূর্ত্তি করিল নির্ম্মাণ।
কটিবন্ধে তীক্ষ্ণ অসি বর্ম্ম পরা গায়,
পৃষ্ঠদেশে তীরভরা তূণ শোভাপায়।
বামে অশ্বরশ্মি, শূল দক্ষিণে বিশাল,
আরূঢ় তুরঙ্গ পৃষ্ঠে, পাশে অশ্বপাল।
প্রস্তর হইতে মূর্ত্তি খোদিয়াছে সব,
দেখিতে জীবন্ত বলি হয় অনুভব।
সাজিয়া সমর সাজে শোভিছে সুন্দরে,
শিল্পী-কীর্ত্তি গায়, কালে উপহাস করে
প্রতিবর্ষে বীরপূজা করে রাজপুত,
প্রদক্ষিণ করে মূর্ত্তি হয়ে ভক্তিযুত।
এইরূপে করি যোধ গুণের আদর,
নিজ-কীর্ত্তি পর-কীর্ত্তি করিল অমর।
যত রাজা মারবার করেছে শাসন,
যোধ তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ একজন।
রাঠোর জাতির আদি পুরুষ দ্বিতীয়
বলি মারবার রাজ্যে হয় গণনীয়।
বহু কীর্ত্তি যোধরাও করিয়া স্থাপন,
একষষ্টি বর্ষে স্বর্গে করিল গমন।[১]

যোধের পুত্রগণ।

যোধের ঔরশে জন্মে পুত্রচতুর্দ্দশ,
যে যে যশোবন্ত ছিল বর্ণিব সুযশ।
সতল নামেতে ছিল তনয় প্রথম,
ভট্টী-রাজ্য বলে নিল প্রকাশি বিক্রম।
সতল্মীর নামে দুর্গ করেন স্থাপন,
বহু কীর্ত্তি আজো তাঁর ঘোষিছে ভুবন।
সাইরাস্ দেশের পতি জাতিতে যবন,
সতল তাহার সনে করে ঘোর রণ।
যবন রাজারে বধ করিয়া সমরে,
মরিলা আপনি এক সৈনিকের করে।
কুসুম নগরে হল দেহের সৎকার,
অনুমৃতা হল সপ্ত মহিষী তাঁহার।
সুন্দর মন্দির এক কুসুম নগরে
এখনও রয়েছে উচ্চ তা'র চিতা'পরে।
দুদো নামে ছিল যোধে চতুর্থ তনয়,
মৈরতা প্রদেশ তিনি করেন বিজয়।
মৈরতীয় বলি খ্যাত তাঁর বংশধর,
রাঠোর জাতির মাঝে বীর শ্রেষ্ঠতর।
মিবারের রাণা কুম্ভ-পত্নী ভাগ্যবতী,
মিরাবাই নামে যেই ছিল বিদ্যাবতী।
দুদোর দুহিতা তিনি বড় যশস্বিনী,
যথা পিতা তথা কন্যা অতি গৌরবিনী।
আক্‌বরের আক্রমণে রক্ষিতে চিতোর,
যেই জন দিল প্রাণ দেশপ্রেমে ভোর।

১—১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে যোধের মৃত্যু হয়।





আক্‌বর বীরত্ব যা'র হেরি' সুবিচারে,
স্থাপন করিল মূর্ত্তি আপন দুয়ারে।
সে বিখ্যাত জয়মল্ল বীরেন্দ্র প্রধান,
যোধের প্রপৌত্র, দুদোপৌত্র ভাগ্যবান
ষষ্ঠ পুত্র বিকা নামে ছিল যোধরাজে,
রাজস্থানে কীর্ত্তি তা'র এখনও বিরাজে
জাঠ-রাজ্য করি' জয় বিক্রমেতে বীর,
স্থাপন করিল দেশ নামে বিকানীর।

রাও সূর্য্যমল্ল।

যোধের দ্বিতীয় পুত্র সূর্য্যমল্ল নাম,
অতি পরাক্রমী ছিল সর্ব্ব গুণধাম।
পিতার মরণে সূর্য্য পায় সিংহাসন,
সপ্ত বিংশ বর্ষ রাজ্য করেন শাসন।
রাজ-ধর্ম্ম বীর-ধর্ম্ম রক্ষিবার তরে,
কেমনে মরিল সূর্য্য বলি অতঃপরে।
পার্ব্বতী তৃতীয়া দিনে পীপার নগরে
মহামেলা হয় প্রতি বছরে বছরে
দলে দলে রাজপুত-কুলবালাগণ,
যাইত সে মহামেলা করিতে দর্শন।
সূর্য্যমল্ল রাণা য'বে ছিল মারবারে,
পাঠান ভূপতি ছিল দিল্লীর মাঝারে।
মেলা দর্শনের ছলে করিয়া গমন,
করিল পাঠান সৈন্য অদ্ভুত ঘটন।
একশ' চল্লিশ জন রাঠোর যুবতী,
মেলা হ'তে হ'রে নিল [১] পাঠান দুর্ম্মতি।
কুলে কালি দিয়ে নারী হরিল দুর্জ্জন,
শুনি' সূর্য্যমল্ল ক্রোধে করিল গর্জ্জন।

সেনা সাজাইতে নাহি পায় অবসর,
শরীর-রক্ষক নিয়ে চলিল সত্বর।
পথেতে পাঠানগণে করি' আক্রমণ,
জুড়িলেন বীরবর সমর ভীষণ।
নারীগণে রাখি' মাঝে পাঠান সকল
ব্যূহ রচি' দাঁড়াইল হ'য়ে মহাবল।
সূর্য্যমল্ল বীর গর্ব্বে কহে "রক্ষীগণ,
রক্ষিতে আমারে যত্ন করোনা এখন।
রাক্ষস কবল হ'তে করি' পরিত্রাণ
সতী লক্ষ্মীগণে, রাখ কুলের সম্মান।
মরণের আগে যদি দেখিবারে পারি,
নিরাপদে অন্তঃপুরে পশে কুলনারী,
সুখেতে যাইব আমি ছাড়ি' মর্ত্ত্যধাম.
বুঝিব হইনু তবে পূর্ণ মনস্কাম।
নারীর সম্মান যদি না রাখে রাঠোর,
প্রায়শ্চিত্ত তা'র শেষে করিবে কঠোর।'
রাজার বচন শুনি' রক্ষক সকল,
আক্রমে যবন-সৈন্যে ধরি' বহুবল।
মূর্চ্ছা করি' কুরু-সৈন্য বিক্রমে দুর্ব্বার,
বিরাটের গাভী পার্থ করিলা উদ্ধার।
তেমতি সূরযমল করি' প্রাণপণ
উদ্ধার করিয়া নিল রমণী রতন।
হীনবল হেরি' সূর্য্যে দুষ্ট দস্যুগণ,
চতুর্দ্দিক হ'তে আসি' করে আক্রমণ।
চক্রব্যূহ মাঝে অভিমন্যুরে যেমতি,
নিঃসহায় হেরি' আক্রমিল সপ্তরথী।
নির্ভয় রাঠোর-রাজ যুঝে একেশ্বর,
আঘাতে আঘাতে পড়ে পাঠান নিকর।
হইল পাঠানগণ সমূলে নির্ম্মূল,
সূর্য্য পড়িলেন যেন তরু ছিন্নমূল।
প্রদক্ষিণ করি' তাঁ'রে বীরবালাগণ,
করিতে লাগিল তাঁ'র বীরত্ব কীর্ত্তন।

১—১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা রাঠোর কুমারী হরণ করেন।





শুনিতে শুনিতে সেই মধুর সঙ্গীত,
আনন্দে বীরের আঁখি হইল মুদিত।
পীপারে মেলায় আজো ভট্ট কবিগণ,
গায় সুখে সূর্য্য-কীর্ত্তি রমণী-হরণ।
প্রয়াগ বিরামদেব ভগ উদ সগ,
পঞ্চ পুত্র ছিল তাঁ'র সমরে পারগ।
উদে উদাবৎ, সগে সগবৎগণ,
প্রয়াগেতে প্রয়াগোৎ বংশের জনন।
বিরামে পঞ্চম পুত্র ছিল গুণবান,
নারু নামে জন্মে তাঁ'র তনয় প্রধান।
পুত্রক দেবতা রূপে পূজা পায় নারু,
সুজাতে স্থাপিত তাঁ'র প্রতিমূর্ত্তি চারু
নরবৎ যোধ নামে তাঁ'র বংশধর,
হারাবতী রাজ্যে বাস করে নিরন্তর।
সূর্য্যমল্ল বিদ্যমানে ভগ গেল ম'রে,
গঙ্গ নামে পুত্র বসে সিংহাসনোপরে।

রাও গঙ্গ।[১]

যেই গৃহবিচ্ছেদেতে সোণার মিবার,
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে শেষে হ'ল ছারখার,
সে অনল মারবারে উঠিল জ্বলিয়ে,
সূর্য্যের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে।
গঙ্গ রাজা হ'লে, সগ পিতৃব্য তাঁহার,
দুর্ল্লোভেতে সিংহাসন চাহে অধিকার।
কেহ না করিল তাঁ'র পক্ষ সমর্থন,
ক্রোধে রাজ্য ছাড়ি' তাই করে পলায়ন।
দৌলত খাঁ লোধী ছিল পাঠান ভূপতি,
তাঁহার শরণ নিল সগ হীনমতি।
পাঠানের দ্বন্দ্ব ছিল রাঠোরের সনে,
আশ্রয় দিলেন লোধী আনন্দিত মনে।
সম্বাদ পাঠায় লোধী—দুই ভাগ ক'রে,
অর্দ্ধরাজ্য গঙ্গ তাঁ'র দিতে সগ-করে।
নতুবা জ্বালাবে রাজ্যে সমর-অনল,
মারবার-সিংহাসন দিবে রসাতল।
লোধীর ধমকে গঙ্গ না পাইল ডর,
রাজ্য রক্ষা করিবারে হইল তৎপর।
ক্রোধেতে দৌলত লোধী ঘোষিল সমর,
পাঠায় রাঠোর-রাজ্যে পাঠান বিস্তর।
হিন্দু যবনের যুদ্ধ বাজিল ভীষণ,
রণে সগ করিলেন প্রাণ বিসর্জ্জন।
বুঝিল রাঠোর-বীর্য্য দুর্দ্দম পাঠান,
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে রণে করিল প্রস্থান।
এক শত্রু গঙ্গ রাও না করিতে জয়,
আবার ভীষণ শত্রু হইল উদয়।
বাবর লইয়া বলে দিল্লী-সিংহাসন,
রাজস্থান'পরে তাঁ'র পড়িল নয়ন।
মিবারে সংগ্রামসিংহ ছিল শক্তিমান,
রাজচক্রবর্ত্তী তাঁ'রে কৈল রাজস্থান।
তাঁহার পতাকামূলে হিন্দুরাজাগণ,
বাবর-বিরুদ্ধে অস্ত্র করিল ধারণ।
স্বীয় পৌত্র রায়মল্লে বহুসেনাসনে
পাঠাইয়া দিল গঙ্গ বাবরের রণে।
যুঝিল রাঠোরগণ বিক্রমে ভীষণ,
রায়মল্ল রণে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
সমর হইলে শেষ, চারি বর্ষ পরে
অকালেতে রাও গঙ্গ পৌত্রশোকে মরে।

১—১৫১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গ সিংহাসনারোহণ করেন

রাও মল্লদেব।[1]

মল্লদেবের রাজ্য বিস্তার।

গঙ্গের মৃত্যুর পরে তনয় তাঁহার
মারবারে মল্লদেব পায় রাজ্যভার।
ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিপতি বাবর তখন,
গঙ্গাতীরে নব রাজ্য করেন স্থাপন।
বাবরের যত দুর্গ ছিল মরুতলে,
মল্লদেব অধিকার করিল কৌশলে।
ভদ্রার্জ্জুন বেদনোর সুজাত ঝালোর,
রায়মুর বারমৈর মৈরতা নাগোর,
শিবানো সম্বর লৌহগড় বিকানীর,
পোকর্ণ কুশোলী জাজাবর অজমীর,
মুলার জিহাজপুর জয়কুলগড়,
দেবরা অমরশির নাদোল শঙ্কর
লোবৈণ বানীয়াপুর চাতসু জাবর,
রিবাস্পো ফিলোদী আদি দুর্গ বহুতর,
মল্লদেব বাহুবলে করে অধিকার,
ক্ষুদ্র নগরের সংখ্যা কি বলিব আর।
মারবারে যত জাতি ছিলেন স্বাধীন,
মল্লের বলেতে সব হইল অধীন।
রাঠোরের জয়ধ্বজা সর্ব্বত্র উড়িল,
রাজচক্রবর্ত্তী মল্ল মরুতে হইল।
এরূপে রাঠোর-রাজ্য করিয়া বর্দ্ধিত,
মারবারে বহু দুর্গ করেন নির্ম্মিত।
মৈরতা প্রদেশ তাঁ'র ছিল প্রিয় স্থান,
মল্লকোট দুর্গ তথা করেন নির্ম্মাণ।
মুদ্রা দুইলক্ষ আর চল্লিশ হাজার,
স্থাপিতে সে দুর্গ ব্যয় হইল তাঁহার।
ভদ্রার্জ্জুনে ভীমলোধ পর্ব্বত-শিখরে,
পীপার ধুনারে বহু দৃঢ় দুর্গ গড়ে।

১—১৫৩২ খৃষ্টাব্দে মল্লদেব সিংহাসনারোহণ করেন

বাঁধিল কুন্দলকোট শিবানো প্রদেশে,
কোটবুরুজ্ নামে দুর্গ অজমীর দেশে
ভাঙ্গিয়া সতলমীর, পোকর্ণ নগরে
গড়েন নূতন দুর্গ দৃঢ়তর ক'রে।
এত দুর্গ বাঁধে কোথা পেল ধন যত,
শুনিলে বুঝিবে স্বর্ণপ্রসূ এ ভারত।
সম্বর নামেতে হ্রদ আছে রাজস্থানে,
লবণ জনমে তা'তে বহু পরিমাণে।
কেবল তাহার আয়ে মল্ল লক্ষ্মীবান,
অল্প দিনে এত দুর্গ করিল নির্ম্মাণ।
নিশ্চিন্ত ছিল না রাজ্য করিয়া বিস্তার,
সর্ব্বত্র স্থাপন করে বংশধর তাঁ'র।
মিবার বিক্রমপুর চাতসু ধুন্দরে,
যশল্মীর আদি সব রাজ্যের ভিতরে।
এরূপে রাঠোরগণ যে'য়ে বহু দেশে,
সামন্ত হইয়ে তাঁ'রে সেবিল বিশেষে।
বহু খণ্ড হ'লে পাছে রাজ্য নষ্ট হয়,
সামন্তের শ্রেণী ভাগ করে মহাশয়।
মিবার হইল শূন্য সঙ্গের মরণে,
কাপুরুষ উদ' সিংহ বসে সিংহাসনে।
সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি হইল ঘোষিত,
রাজস্থানে মল্লদেব হইল পূজিত।
কিবা পূর্ব্বে কিবা পরে মল্লের মতন,
মারবারে হেন রাজা হয়নি কখন।

শেরসাহের মারবার আক্রমণ।

রাজা হ'য়ে মল্লদেব শুধু বর্ষ দশ,
বিস্তার করিলা রাজ্য বীর মহাযশ।
শান্তি সুখ বিধি নাহি লিখিল কপালে,
জড়িত হইল আশু বিপদের জালে।

বাবরের মৃত্যুপরে তাঁ'র পুত্রগণ,
পরস্পর দ্বন্দ্ব ক'রে গেল সিংহাসন।
শেরসা পাঠানবীর ঘোর আক্রমিল,
তাড়াইয়া হুমায়ুনে দিল্লী-রাজ্য নিল।
যোধপুরে হুমায়ুন নিয়েছে শরণ,
শুনি' শের মারবার করে আক্রমণ।
কান্যকুব্জ ছাড়ি' যবনের অত্যাচারে,
তাঁ'র পূর্ব্বপুরুষেরা আসে মারবারে।
বহু বলে বলীয়ান বহু দুর্গপতি,
দিতে শোধ যবনেরে মল্ল মহামতি,
উৎসাহে সমর-সজ্জা লাগিল করিতে.
না জন্মিল কোন ভয় রাঠোরের চিতে।
অশীতি সহস্রবীর দুর্জ্জয় পাঠান,
সঙ্গে করি' শেরসাহ হ'ল ধাবমান।
পঞ্চাশ সহস্র সেনা মল্ল নরপতি,
সাজাইয়া ছুটিলেন রোধিবারে গতি।
বীর পরাক্রম আর উৎসাহ অতুল
হেরি' রাঠোরের শের বুঝিলেন ভুল।
অনুতাপ করে শের বিষাদিত চিতে,
মরুভূমি মাঝে কেন আসিনু মরিতে।
বুঝিলেন শেরসাহ সম্মুখ সমরে,
নাহি সাধ্য তাঁ'র দমে' রাঠোর নিকরে।
কি করিবে আসিয়াছে, ফিরি' গেলে লাজ,
কূট পন্থা খুজিয়া লইল দিল্লীরাজ।
আত্ম-দ্রোহ জন্মাইয়া রাঠোরের মাঝে,
চেষ্টা করিলেন শের সিদ্ধ হ'তে কাজে।
স্থগিত রাখিতে যুদ্ধ কিছুদিন তরে,
মল্লদেব সহ শের নিল সন্ধি ক'রে।
ষড়যন্ত্র করি' পত্র লিখিলেন শেষে,
জন্মাতে মল্লের মনে সন্দেহ বিশেষে।
লিখিলেন পত্রে "শুন সামন্ত সকল,
ভাগ ক'রে দিব রাজ্য হইলে সফল।
তোমাদের যত রাজ্য মল্লদেব নিয়ে
রাজা হ'ল, আমি সব দিব উদ্ধারিয়ে।
যখন আমার পক্ষ করে আক্রমণ,
সাবধান, অস্ত্র নাহি করিও ধারণ।"
যবনের দূত পত্র অতি যত্ন ক'রে,
গোপনে রাখিল মল্ল-শিবির ভিতরে।
শিবিরে ঘুরিতে রাজা সেই পত্র পায়,
হতাশ হইল চিত্তে পাঠ করি' তা'য়।
চেষ্টা না করিল তা'র সত্যতা নিশ্চয়ে,
অবিশ্বাস করে রাজা সামন্তনিচয়ে।
ক্রমেতে সন্ধির দিন হইল অতীত,
সামন্তেরা রণসাজে হইল সজ্জিত।
কোন সেনা শানে অসি, কেহ বা সঙ্গীন,
সাজায় তুরঙ্গ কেহ, কেহ বাঁধে জিন্।
রণচণ্ডী রাঠোরের শিবির ভিতরে,
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলি' শেরে মধু পান করে।
দিন চ'লে গেল, তবু রাঠোর ভূপতি,
শত্রু আক্রমিতে নাহি করে অনুমতি।
কেবল বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিছে অন্তরে,
চোখে নাহি ঘুম, অন্ন যায় না উদরে।
আকুল সামন্তগণ হ'ল হতাশ্বাস,
জানে শেষে শেরসাহ কৈল সর্ব্বনাশ।
সকলে মিলিত হ'য়ে রাজার গোচরে,
সন্দেহ করিতে দূর কহে যোড় করে,—
"যবনের অত্যাচারে রাঠোর সন্তান,
কান্যকুব্জ ছেড়ে' করে মরুতে প্রস্থান।
ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে সব এই মারবরে,
আসিয়াছে দিতে প্রাণ জন্মভূমি তরে।
কেমনে বিশ্বাস প্রভু করিতেছ মনে,
বিকাইবে স্বাধীনতা পাঠান-চরণে!
মোরা রাজদ্রোহী নহি বিশ্বাসঘাতক,
অবিশ্বাস কর দূর, আমরা সেবক।

জড়িত হ'য়েছ প্রভু যে চাতুরী জালে,
আজ্ঞাকর রণে তাহা ছিঁড়ি' করবালে।
কি বলিব, জান তুমি, ধর্ম্মজ্ঞ বাবর,
হিন্দু সনে করি' চক্র জিনিল সমর।
সেই পন্থে শেরসাহ ক'রেছে গমন,
কেমনে বিশ্বাস তা'তে করিলে স্থাপন!
পারি না প্রবোধ দিতে মত্ত সৈন্যগণে,
আজ্ঞা কর করি দূর দুরন্ত যবনে।"
আদেশ না কৈল রাজা পশিতে সমরে,
বিষাদে সামন্ত ফিরে শিবির ভিতরে।
সন্দেহ করিতে রাজ-চিত্ত হ'তে দূর,
শত্রু আক্রমিতে স্থির করে যত শূর।
সামন্ত লইয়ে সেনা দ্বাদশ হাজার।
আক্রমে পাঠানগণে বিক্রমে দুর্ব্বার,
জন্মভূমি প্রীতি, আর অপ্রীতি রাজার
করিল রাঠোর-বক্ষে অনল সঞ্চার।
সকলে প্রাণের আশা করি' বিসর্জ্জন,
লাগিল পাঠান-সৈন্য করিতে নিধন।
ক্ষণকাল শত্রুব্যূহ ভেদি' হিন্দুবীর,
লইল শেরের সেই আবাস শিবির।
দেখিতেছে মল্লদেব থাকিয়া অদূরে,
তবু না পাঠায় সেনা, মাথা গে'ছে ঘু'রে।
অনলের মত সত্য হইল প্রকাশ,
তবুও রাজার নাহি ছিঁড়ে মোহপাশ।
কোথায় অশীতি, কোথা দ্বাদশ হাজার,
একে সপ্ত জনে বল কি করিবে আর।
একে একে সব প্রাণ দিল শত্রু-করে,
একটী সামন্ত সেনা না ফিরিল ঘরে;
করিয়া সকলে শত্রু-শোণিতে তর্পণ,
করিলেন আপনার কলঙ্ক মোচন।
সামন্ত শোনিতে মল্ল পে'ল চক্ষুদান,
দেখিলা সম্মুখে অনুতাপ মুর্ত্তিমান।

জয় আর ভয় দুই মিলে এক সনে,
উপনীত হ'ল শেরসাহের সদনে।
জয়ে ছাড়ি' ভয় নিয়ে ফিরিলেন দেশে,
অনুর্ব্বর মারবারে কহিলেন শ্লেষে।
"এক মুষ্টি গোধুমের আশা করি' মনে,
হারাইতেছিনু আজি দিল্লী-সিংহাসনে।"

আকবরের মারবার আক্রমণ।[১]

ভাগ্য-লক্ষ্মী য'বে নরে হয় বিপরীত,
সদলে বিপদ আসি' হয় উপনীত।
হুমায়ুন দিল্লী ছাড়ি' পলাইয়া যে'তে,
করিল আশ্রয় ভিক্ষা রাঠোর-রাজ্যেতে।
হুমার জনক বীর বাবরের সনে,
মল্ল-পুত্র রায়মল্ল মরিলেন রণে।
হারায়ে কানোজ-রাজ্য যবনের করে,
আসিল রাঠোরগণ মরুর প্রান্তরে।
সেই ক্রোধে মল্লদেব দুঃস্থ হুমায়ুনে,
না করে আশ্রয় দান আপন ভবনে।
গর্ভিণী মহিষী সহ হ'য়ে নিরাশ্রয়,
পলায় অমরকোটে কষ্টে অতিশয়।
আকবর হইলে রাজা, বলে মাতা তাঁ'রে,
দিতে পূর্ণ প্রতিশোধ রাঠোর রাজারে।
মায়ের বচনে পাৎসা বহু সৈন্য সনে,
আসিলেন মারবার রাজ্য আক্রমণে।
মরুভূমি হইয়াছে প্রচণ্ড শ্মশান,
কে আজ রক্ষিবে বল রাঠোরের মান?
যত শ্রেষ্ঠ বীর তা'র পাঠান সমরে,
মারবার করি' শূন্য রণক্ষেত্রে মরে।

১— ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে আকবর মারবার আক্রমণ করেন।

প্রাণপণে মল্লদেব করিলেন রণ,
জয়লক্ষ্মী তাঁ'রে নাহি করিল বরণ।
আক্‌বর নাগোর দেশ করিল দখল,
দুর্গরাজ মল্লকোট করে করতল।
কিছুই আক্‌বরসাহ নিজে না রাখিল,
বিকানীর-পতি রায়সিংহে সমর্পিল।
কেবল মিবার বিনে আক্‌বরের করে,
বহু হিন্দু রাজা আত্ম-সমর্পণ করে,
নিরুপায় মল্লদেব পুত্র চন্দ্রসেনে।
পাঠাইয়া দিলা শেষে সম্রাট-সদনে,
অপমান শ্রেষ্ঠ ভাবি' হইতে মরণ,
দিল্লী-দরবারে নাহি করিল গমন।
যোধপুর রাজ্য পাৎসা হ'য়ে ক্রোধবান
করিলেন রায়সিংহে সনন্দ প্রদান।
আবার বিপক্ষ আসি' আক্রমিল দেশ,
বৃদ্ধের সৌভাগ্য লক্ষ্মী হ'য়ে গেল শেষ
তনয় উদয়সিংহ আক্‌বরের পায়,
শরণ লইয়ে সেনাপতি পদ পায়।
ক্রীতদাস হ'য়ে সিংহ সেবিল আক্‌বরে।
অতি তুষ্ট হয় তিনি তাহার উপরে।
তনয়ের আচরণে বৃদ্ধ রাঠোরেশ
স্বজাতি রাঠোর সহ পায় মনে ক্লেশ।

মল্লদেবের মৃত্যু[১]।

জীবিত থাকিতে মল্ল মোগল-ঈশ্বর
তনয়ে করিল রাজা হ'য়ে ক্রোধপর।
গেল রাজ্য স্বাধীনতা রাঠোর-পতির,
নানা চিন্তা বৃদ্ধ রাজে করিল অস্থির।
সেই হ'তে অপমানে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
সংসারের মায়া ছাড়ি' করিল প্রস্থান।

১—১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে মল্লদেবের মৃত্যু হয়।

নরের অদৃষ্ট বহু র'য়েছে সংসারে,
ক্ষুদ্র নর-বুদ্ধি কিছু বুঝিতে না পারে।
ভবিতব্য ভাগ্যে তা'ই অদৃষ্ট বাখানে,
নমস্কার করি' নর শান্তি পায় প্রাণে।
কোথা রাজা মল্লদেব মারবার-পতি,
যা'র দর্পে একদিন কাঁপে বসুমতী।
আক্‌বর-জননী কোথা পলাইতে পথে,
পরগৃহে প্রসবিল পুত্র কোন মতে।
ভিক্ষারী সম্রাট হ'ল বিধাতার বরে,
সম্রাট ভিখারী হ'ল সেও তাঁ'র করে।
ধন্য বিধি ধন্য তব অদৃষ্ট বিধান,
বৃথা গর্ব্বে নর ধরা করে শরা জ্ঞান।

রাও চন্দ্রসেন।

রাও মল্লদেব দুঃখ পে'য়ে অতিশয়,
চ'লে গেল স্বর্গে রাখি' দ্বাদশ তনয়।
আক্‌বর উদয়সিংহে করিল ভূপতি।
স্বীকার না করে তাঁ'রে রাঠোর-সন্ততি
আক্‌বর-দাসত্ব সিংহ করিলে গ্রহণ,
রাঠোর ঘৃণার চক্ষে করিত দর্শন।
করিল রাঠোর জাতি রাজা চন্দ্রসেনে,
আনন্দে বসায় তাঁ'রে পিতৃ-সিংহাসনে
সপ্তদশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন
রাঠোরের স্বাধীনতা করিল রক্ষণ।
আক্‌বরের প্রিয়পাত্র ছিলেন উদয়,
সম্রাট তাহার প্রতি হইল সদয়।
মোগলের বহু সৈন্য করিয়া সহায়,
আক্রমিতে যোধপুর মহাবলে ধায়।
ভ্রাতা চন্দ্রসেন নাহি ছিল কাপুরুষ,
ক্ষত্রবীর্য্য ছিল তাঁ'র ক্ষত্রিয় পৌরুষ।

যেই সৈন্য ছিল, নিয়ে দাঁড়াইল রণে,
সমর হইল বহু উদয়ের সনে।
ক্ষুদ্র সেনা মহারণে হ'য়ে গেল ক্ষয়,
যোধপুর অধিকার করিল উদয়।
নিরুপায় চন্দ্রসেন আত্মরক্ষা ক'রে,
শিবানোর দুর্গে আ'সে আশ্রয়ের তরে।
উদয়ের মহাবল মোগল সহায়,
ভ্রাতারে দমিতে পুনঃ ছুটিল তথায়।
চন্দ্রসেন করে পণ বিসর্জ্জিব প্রাণ,
যবনের কাছে নাহি হ'ব হতমান।
যথা পণ তথা কাজ জুড়িল সমর,
বহু সৈন্য করে বধ বিক্রমে প্রখর।
অদ্ভুত বীরত্ব তাঁ'র করিয়া দর্শন,
বহু শত্রু রণ ছে'ড়ে করে পলায়ন।
যতক্ষণ ছিল শ্বাস করিল সমর,
শয়ন করিল শেষে রণ ক্ষেত্রোপর।
রাঠোরের স্বাধীনতা-চন্দ্রমা নির্ম্মল,
চন্দ্রের পতনে ঘেরে কলঙ্ক কেবল।
পঞ্চশত বর্ষ ধরি' যে রাঠোর জাতি,
জ্বালাইল মারবারে মহিমার বাতি।
অমরকোট্ গিরি হ'তে সম্বরের তীর,
গারা নদী কুল হ'তে আরাবলী শির।
বিশাল ভূখণ্ডে পঞ্চ-রঙ্গ-ধ্বজা যার,
উড়িত গৌরবে করি বীর অহঙ্কার।
হায় রে কালের গতি! আজি সেই দেশে,
মোগল পতাকা শুভ্র উড়ে হেসে হেসে।
স্বাধীনতা ক্ষেত্র মাঝে করিল রোপণ,
দাসত্বের হীন বীজ মল্লের নন্দন।
জনমে হয়নি যা'রা কভু নতশির,
চুম্বে মোগলের পদ সে রাঠোর বীর।
ধন মান পদ আজি মোগলের করে,
শুভাশুভ সব তাঁ'র ইচ্ছার উপরে।
প্রাণ পণে পর রাজ্য করিছে বিস্তার,
নিজ-ঘরে পর-ধনে আছে চৌকীদার।

রাজা উদয়সিংহ।[১]

কোন্ অভিশাপ জানি দিল বিধাতায়,
উদয় নামেতে কেন সব অস্ত যায়।
উদয়ের করে হয় দাসত্ব উদয়,
মনুষ্যত্ব ঘু'চে যায় পশুত্ব বাড়য়।
মিবার ডুবিল এক উদয়ের করে,
রাঠোর গৌরব অস্ত করিল অপরে।
"মোটা রাজা" মাথা হেট করি' দাসবৎ,
আক্‌বরের চরণেতে লিখে' দিল খৎ।
প্রভুরে করিতে তুষ্ট অর্পে' তাঁ'র করে,
যোধাবাই নামে ভগ্নী অতি সমাদরে।
শালার সহায় তা'ই হইয়া সম্রাট।
চন্দ্রসেন হ'তে নি'য়ে দি'ল রাজপাট।
মল্লদেব হ'তে যত রাজ্য নি'ল হ'রে,
শালার সন্তোষ তরে প্রত্যর্পণ করে।
শুধু অজমীর দেশ রাখিল আক্‌বর,
তাহার বদলে দিল মালব গুর্জ্জর;
বুধ্‌নগর উজ্জয়িনী আর গদবার,
দেবল পুরের সহ দিল উপহার।
বাড়ে বিশ লক্ষ টাকা মারবার-আয়,
কুল মান দেশ আর কিসে রাখা যায়।
ছিলেন উদয়সিংহ অতি স্থূলকায়,
ছিল না অশ্বের শক্তি বহিতে তাঁহায়।
কৌতুক করিয়া তাই কৌতুকী আক্‌বর,
"মোটা রাজা" খ্যাতি তাঁ'রে দি'ল অতঃপর।

১—১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে উদয়সিংহ রাজা হয়।

রাঠোর ভূপতিগণে 'রাও' খ্যাতি ছিল,
উদয় হইতে 'রাজা' উপাধি হইল।
কিরূপে করিতে হয় প্রভুত্ব স্থাপন,
কিরূপে করিতে হয় প্রজার রঞ্জন।
কিরূপে বিপক্ষে বশ করে অবশেষে,
নীতিজ্ঞ আক্‌বর তাহা জানিত বিশেষে।
জানিত হিন্দুর গুণ বুঝিত সম্মান,
অনায়াসে তা'তে বশ করে রাজস্থান।
সপ্তদশ পুত্র আর কন্যা সপ্তদশ,
জন্মায় উদয়সিংহ রাও মহাযশ।
রাজস্থানে বহুস্থানে সন্তান তাঁহার,
নিজ বাহুবলে রাজ্য করে অধিকার।
কিষণ কিষণগড় করেন রচন,
কেশব পাঠানগড় করিল স্থাপন।
পৌত্র গোবিন্দদাস আপনার নামে
নির্ম্মায় গোবিন্দগড় দূরে মরুধামে।
মানসিংহ মানপুর প্রতিষ্ঠা করিল,
মালবে রত্নামরাজ্য প্রপৌত্র স্থাপিল।
ত্রয়োদশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন,
ভয়ে পরলোকে রাও করিল গমন।
উদয় মরিল কিসে করিব বর্ণন,
শুনিলে পাইবে শিক্ষা দুশ্চরিত্রগণ।

উদয়সিংহের মৃত্যু।

রাজপুত্রে রাজস্থানে, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানে
চরিত্র করিত সুগঠন,
কিবা নারী কি বিলাস, যাইত না কারো পাশ
বিংশ বর্ষ না হ'লে পূরণ।
সংযম শিখিয়ে ভাল, সুখেতে কাটাত কাল,
সেই শিক্ষা ছিলনা উদয়ে;
সপ্তদশ রূপসীরে মহিষী করিয়া, ফিরে
বাহিরে ছুটিল মত্ত হ'য়ে।
স্বরাজ্যে ব্রাহ্মণ সুতা ছিল বহু রূপ যুতা,
হে'রি তা'রে ভুলিল নয়ন,
বিদ্ধ হ'য়ে কামবাণে, কামনা করিলা প্রাণে
বলে তা'রে করিতে হরণ।
আয্যাপন্থী পিতা তা'র, শুনি' রাজ-অবিচার
ক্রোধেতে জ্বলিল ভয়ঙ্কর।
কি করিবে রাজসনে, সগর্ব্বে কহিলা মনে,
"বৃথা সাধ ক'রেছ পামর।
ভু'লেছ ন্যায়ের মর্ম্ম, ভু'লেছ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম,
রাজধর্ম্ম দিলে বিসর্জ্জন;
বু'ঝেছ তোমার মত, পূরাইব পাপব্রত,
কুলে করি' কলঙ্ক অর্পণ"!
সঙ্কল্প করিয়া চণ্ড, জ্বালাইল হোম কুণ্ড,
পিতৃ স্নেহ দূরে বিসর্জ্জিল;
কুমারীরে নিজ করে খণ্ড খণ্ড করি', পরে
নিজ মাংস খণ্ড কেটে নিল।
জ্বলে অগ্নি ধূ ধূ করে, বসে বিপ্র অকাতরে
নিজ মাংস কন্যা মাংস নিয়ে;
দেহ খণ্ড যত খান, করিলা আহুতি দান
হোম মন্ত্র উচ্চে উচ্চারিয়ে।
সমাপ্ত হইল হোম, কেঁপে উঠে মহী ব্যোম,
প্রার্থনা করিলা বৈশ্বানরে।
"তিন দিনে ত্রিপ্রহরে, অথবা কি ত্রিবৎসরে
প্রতিহিংসা দাও পূর্ণ ক'রে।
যে রাজা ইন্দ্রিয়দাস, অন্তরীক্ষে করি' বাস
বার মাস করিব শাসন।"
এত বলি' কুতূহলে, জ্বলন্ত কুণ্ডের তলে
দ্বিজবর করিল শয়ন।
ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মশাপে শুনি' রাজা ভয়ে কাঁপে,
কণ্ঠ তালু শুখাইল তাঁ'র,

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হেরে' রুদ্র মূর্ত্তি ব্রাহ্মণেরে
আ'সে যেন করিতে সংহার।
অবসন্ন দেহ মন কাঁপে প্রাণ ঘন ঘন
ব্রহ্ম-শাপ হইল পূরণ,
তিন দিনে নরবর, ত্যজিলেন কলেবর,
শঙ্কিত হইল পুরজন।

রাজা শূরসিংহ'।

রাজ্যাভিসেক।

শূরসিংহ উদয়ের ছিল জ্যেষ্ঠ সুত
আকবরের সেনাপতি বহু গুণযুত।
যথা নাম তথা গুণে ছিল মহাশূর,
আকবর করিত তাঁ'রে সম্মান প্রচুর।
রাজা না হইতে শূর মহা বলবান,
লাহোর প্রদেশে ছিল সেনানী প্রধান।
এত যুদ্ধে মোগলের হইল বিজয়,
সম্রাট হইল তাঁ'রে তুষ্ট অতিশয়।
পিতা না মরিতে শূরে পাৎসা গুণবান,
উপাধি "সিপাহী রাজা" করিল প্রদান।
পিতার মরণকালে নাহি ছিল দেশে,
সম্রাট সম্বাদ দিয়ে আনিল বীরেশে।
বসিলেন মারবার-রাজ-সিংহাসনে,
সমর্পণ করে মন প্রকৃতি রঞ্জনে।

শিরোহী অধিকার।

অজেয় অভেদ্য দুর্গ ছিল শিরোহীর,
অধিপতি শূরতান রাও মহাবীর।
উদ্ধত প্রকৃতি ছিল, জাতিতে দেবরা,
ভ্রূক্ষেপ না করে কা'রে, বীর-গর্ব্বে ভরা।

১—১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে শূরসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন।

পর্ব্বতশিখরে দুর্গ অতি দৃঢ়তর,
শত্রু আক্রমণে তাঁ'র নাহি ছিল ডর।
রাজস্থানে যত রাজা নত করি' শির,
মোগল সম্রাটে সেবে' ভয়েতে অস্থির।
আকবরে শিরোহী-পতি না করে সম্মান,
অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে পাৎসা ভাবে অপমান।
মহাবীর শূরসিংহে করিলা আদেশ,
শূর্ত্তানের গর্ব্ব বলে করিবারে শেষ।
শূরের শত্রুতা ছিল শূর্ত্তানের সনে,
সুযোগ পাইয়া বীর সুখী হ'ল মনে।
লইয়া রাঠোর-সৈন্য দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ,
আক্রমে শিরোহী-রাজ্য করি' বীর-দাপ।
অজেয় শিরোহী-দুর্গ শূর করে জয়,
শূর্ত্তানের যত সৈন্য করিলেন ক্ষয়।
ধনরত্ন যত ছিল লুণ্ঠে সেনাগণ,
মোগলের আধিপত্য করিল স্থাপন।
শূর্ত্তানের বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল রণে,
পত্নীরে লইয়া সঙ্গে পলাইল বনে।
অতি প্রিয়তমা ছিল প্রাণের মহিষী,
তাহার সুখের তরে যত্ন দিবা নিশি।
রজনীতে প্রাণাধিকা করিত শয়ন,
শিয়রে বসিয়া করে যামিনী যাপন।
দিবাতে সূর্য্যের আলো না পড়িতে গায়,
রাখিত প্রিয়ারে ঘন বনের ছায়ায়।
এক দিন পত্র ভেদি' রবির কিরণ
মহিষীর কোমলাঙ্গ করে পরশন।
তপনের নিষ্ঠুরতা হেরি' ক্রোধভরে,
সদর্পে উঠিল গর্জ্জি' দীপ্ত দিবাকরে।
রবিরে করিতে বিদ্ধ নিয়ে ধনুর্ব্বাণ
ছাড়িলেন তীক্ষ্ণ শর ক্রুদ্ধ শূরতান।
পত্র ভেদ ক'রে বনে উড়ে গেল বাণ,
কাঁদিয়া উঠিল প্রিয়া, ফিরে এল জ্ঞান।

হত-দর্প হ'য়ে বীর সম্রাটের পায়'
শরণ লইলা শেষে মর্ম্ম-যাতনায়।
সুমতি আক্‌বর তাঁ'রে হ'য়ে কৃপাবান
করিলেন শিরোহীর সনন্দ প্রদান।
মারবার-পতি শূরসিংহের অধীন
শূর্ত্তান সামন্তরূপে র'বে চিরদিন।

গুজরাট বিজয়।

রাও শূরসিংহ করি' শিরোহী বিজয়
হইলেন সম্রাটের প্রিয় অতিশয়।
মজফরসাহ ছিল গুর্জ্জর-ঈশ্বর,
মোগলের সহ রণ বাজে' অতঃপর।
বীরবর শূরসিংহে করি' সেনাপতি
পাঠায় সাহের রণে মোগল-ভূপতি।
বহু সেনা সঙ্গে করি' বীরেন্দ্র প্রধান
গুজরাট অভিমুখে করে অভিযান।
দণ্ডক সমর-ক্ষেত্রে বাজিল সমর,
পরাজিত হইলেন সাহ মজফর।
সতর হাজার গ্রাম ছিল গুজরাটে,
সৈন্যগণ সর্ব্বনাশ করে লুটপাটে।
ধন রত্ন যত ছিল করিয়া লুণ্ঠন
সম্রাট সদনে সব করিল প্রেরণ।
কোটী মুদ্রা শূরসিংহ রাখে নিজ-করে,
ব্যয় করিলেন দুর্গ নির্ম্মাণের তরে।
শূরের শূরত্বে তুষ্ট হইয়ে আক্‌বর
বীরবরে পুরস্কার দিলেন বিস্তর।
সুবর্ণমণ্ডিত অসি রত্ন পরিচ্ছদ,
প্রদান করিল সঙ্গে বহু জনপদ।
বীরেন্দ্রের বীর-কীর্ত্তি ঘোষে সর্ব্বজন,
নানা ছন্দে নানা বন্দে গায়' কবিগণ।

ছয় জন কবিবরে শূর মতিমান
এক এক লক্ষ মুদ্রা করিলা প্রদান।
রাজপুত রাজা যত মিবারে মুন্দরে,
কবির সম্মান তাঁ'রা অদ্যাপিও করে

নর্ম্মদা জয়।

শিরোহী গুর্জ্জর দেশ করিলে বিজয়
সম্রাট হইল শূরে তুষ্ট অতিশয়।
অমরবলেচা নামে তেজস্বী চৌহান,
নর্ম্মদার কূলে ছিল রাজা বলবান্।
মোগলের অধীনতা করে না স্বীকার,
আক্‌বরের প্রাণে তাহা সহিল না আর।
কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার ছিল তাঁ'র মতি
অমরে দমিতে শূরে করে অনুমতি।
আজ্ঞা পেয়ে শূরসিংহ সাজে রণবেশে,
করিল অগস্ত্যযাত্রা দাক্ষিণাত্য দেশে।
অশ্বারোহী ত্রয়োদশ সহস্র প্রধান,
বিংশতি মাতঙ্গ আর দশটী কামান,
বহু পদাতিক সৈন্য মোগল-ঈশ্বর
সঙ্গে করি' পাঠাইলা শূরে বীরবর।
মহাবলে মহাবীর রেবা আক্রমিল,
রেবা-পতি হেরি' তাঁ'রে প্রমাদ গণিল।
অমর লইয়ে পঞ্চ সহস্র চৌহান
বিক্রমে রাঠোর-রাজে করে বাধা দান।
দুই যুদ্ধ শূরসিংহ করে প্রাণপণে,
না পারে অমরে জয় করিবারে রণে।
অগণ্য মোগল-সৈন্য, গর্ব্বিত অমর
না নোঁয়ায় শির, যুঝে' বিক্রমে প্রখর।
সসৈন্যে তৃতীয় রণে করি' প্রাণ দান
আপনার বীর-গর্ব্ব রাখিল চৌহান।

নর্ম্মদার জয়-বার্ত্তা দিল্লীতে পশিল,
সম্রাট রাঠোর-শূরে সম্মান করিল।
রেবা-রাজ্য বীরবরে করিল প্রদান,
আদেশ করিলা আরো পাৎসা গুণবান্ ;-
নহবৎ বাদ্যকর শূরের গোচরে,
রণেতে শান্তিতে হোক্, র'বে চিরতরে।

শূরসিংহের মৃত্যু[১]।

আক্‌বর চলিল স্বর্গে ত্যজি' কলেবর,
অস্ত গেল মোগলের গৌরব-ভাস্কর।
সম্রাট হইল পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁ'র,
রাঠোর-দৌহিত্র বহু গুণের আধার।
দাক্ষিণাত্যে শূরসিংহ করে অবস্থান,
জন্মভূমি তরে তাঁ'র কেঁদে উঠে প্রাণ।
জাগীর উপাধি বহু পাৎসা-করে পেয়ে
শূর নাহি পায় শান্তি তাঁ'র মুখ চেয়ে।
দেশেতে আসিতে মন সদা উচাটন,
পায় না প্রভুর আজ্ঞা, কি করে এখন।
যে দেয় গোলামী খৎ অপরের পায়',
জায়া পুত্র দেশ তাঁ'রে কেহ নাহি পায়।
বুঝে' শূর স্বাধীনতা অমূল্য রতন,
তা'র কাছে জগতের তুচ্ছ যত ধন।
জন্মিল আপন মনে সহস্র ধিক্কার,
হইল তাহাতে তাঁ'র রোগের সঞ্চার।
কহিলা মরণকালে অনুচর দলে—
"নির্ম্মাণ করিও স্তম্ভ মোর মৃত্যুস্থলে।
লিখিয়া রাখিও সেই স্তম্ভের উপর,
এই নর্ম্মদার কূলে ক্ষত্র বংশধর
নাহি করে যেন কভু কেহ পদার্পণ,
যে আসিবে অভিশাপ করিবে গ্রহণ"।

১—১৬২০ খৃষ্টাব্দে শূরসিংহের মৃত্যু হয়।

বহু বীর-গাথা বহু হর্ম্ম্য সরোবর
ধরাধামে রাখি' গেলা শূর বীরবর।
সরোবর মাঝে "শূরসাগর" বিখ্যাত,
এখনো র'য়েছে সেই কীর্ত্তির নিখাত।
শূরের নিষেধ-বাক্য করিয়া বহন,
বহুদিন সেই স্তম্ভ ছিল সুশোভন ;
বুন্দি-রাণী খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহায়,
নর্ম্মদা হইয়ে পার দাক্ষিণাত্যে যায়।

রাজা গজসিংহ[১]।

ছয় পুত্র সপ্ত কন্যা শূরসিংহে হয়,
গজসিংহ সকলের শ্রেষ্ঠ বলি' কয়।
লাহোর নগরে শূর সেনাপতি ছিল,
মোগল-শিবিরে গজ জনম লভিল।
পিতৃতুল্য পরাক্রম ছিল বীরবরে,
অবিলম্বে সম্রাটের পড়িল নজরে।
ঝালেন্দ্র নামেতে দুর্গ ঝালোর নগরে,
অভেদ্য অজেয় ছিল পাঠানের করে।
বহুদিন আলাদিন করি' বলক্ষয়
পারে নাই সেই দুর্গ করিতে বিজয়।
বিহারী পাঠান ছিল অতি শক্তিধর,
সকলেই তা'র নামে মনে পে'ত ডর।
গজসিংহ বিনে, বুঝিলেন জাহাঙ্গীর,
পাঠানে দমিতে পারে নাহি অন্য বীর।
সম্রাট করিলা আজ্ঞা গজের উপর,
পাঠান হইতে দুর্গ লইতে সত্বর।
গজের সমর-ভেরী বাজিয়া উঠিল,
কাঁপিল অর্ব্বুদ গিরি, পাঠান কাঁপিল।
ঝালোরে নির্ভয়ে গজ করিলা গমন,
দলিলা পাঠানে, গজ যথা পদ্মবন।

১—১৬২০ খৃষ্টাব্দে গজসিংহ রাজা হয়।

উদ্যত করিয়া অসি গজ বীরবর
দুর্গের প্রাচীর লঙ্ঘে নির্ভয় অন্তর।
বীরের অসিতে সপ্ত সহস্র পাঠান
মস্তক-বিহীন হ'য়ে করিল শয়ান।
ধন রত্ন যত গজ করিয়া লুণ্ঠন
সম্রাটের পদে আনি' করিলা অর্পণ।
অদ্ভুত বীরত্বে সব মোহিত হইল,
শত কণ্ঠে বীর-কীর্ত্তি চৌদিকে ঘোষিল
গজের কটিতে অসি করিয়া বন্ধন
সম্রাট স্বহস্তে করে বীরেন্দ্র পূজন।
পিতার মরণকালে গজ বীরবর
বুরহানপুরে ছিল দুঃখিত অন্তর।
দেরাব খাঁ সম্রাটের হ'য়ে প্রতিনিধি
আচরে শিবিরমাঝে অভিষেক বিধি।
মুকুট পরায় শিরে হইয়া পুলক,
কটিতটে তরবার, কপালে তিলক।
গুর্জ্জর মুসৌদা আর ঝুলাইনগর
অর্পণ করিল তাঁ'রে দিল্লীর ঈশ্বর।
দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি করিল বরণ,
আদেশ করিলা আরো সম্রাট তখন,—
সর্দ্দারের অশ্বে তাঁ'র হ'বে না অঙ্কিত
অর্দ্ধচন্দ্র রেখা আর, হইল বিহিত।
বাহ্যিক দাসত্ব চিহ্ন হইল মোচন,
তাহাতে রাঠোরগণ আনন্দিত হ'ন।
চিরদিন রাজ-ভক্ত ভারত-সন্তান,
পাইলে রাজার স্নেহ বলি দেয় প্রাণ।
অল্পদিনে গজসিংহ গজেন্দ্র-বিক্রমে
বাড়াইলা মোগলের রাজ্যসীমা ক্রমে,
গলকুণ্ড পারনাল আঁশোর গুঞ্জন
সাতরা কারকীগড় নিলেন কৈলন।
বহু রাজ্য বাহুবলে করিয়া বিজয়
গজসিংহ সম্মানের উচ্চ পাত্র হয়।

গুণজ্ঞ সম্রাট করি' গুণের আদর
দিল গজে "দলথাম্বা"[১] উপাধি সুন্দর।
মিবার-সমরকালে করি' সেনাপতি
পাঠাইল গজসিংহে মোগল-ভূপতি।
কুমার ক্ষুরম সঙ্গে করিল গমন,
গজের বিক্রমবলে জয়ী হ'ল রণ।
ক্ষুরমের জ্যেষ্ঠ ভাই পারবেজ ছিল,
নিধন করিতে তাঁ'রে বাসনা জন্মিল।
দুর্ল্লোভী ক্ষুরম গজে নিতে পক্ষে তাঁ'র
করিলেন বহু যত্ন, না হইল সার।
সামন্ত গোবিন্দদাসে করে অনুরোধ,
ক্ষুরমের পক্ষ নিতে গজসিংহ যোধ।
কি গোবিন্দ কিবা গজ ডুবায়ে ধরম
সম্মত না হ'ল কেহ তোষিতে ক্ষুরম্।
দুরাত্মা কিষণসিংহে লোভান্ধ কুমার
নিয়োজিল করিবারে গোবিন্দে সংহার।
কিষণ গোবিন্দদাসে করি' মুণ্ডহীন
ক্ষুরমেরে প্রিয়পাত্র, হইল স্বাধীন।
ঘৃণাভরে রাজ-পদ করি' পরিহার
চলিয়া আসিল গজ স্বরাজ্যে তাঁহার।
মিবারের ভীমসিংহে করি' পক্ষগত
ক্ষুরম করিল রণে পারবেজে হত।
পিতার দীর্ঘায়ু তাঁ'র সহিল না মনে,
ইচ্ছা হ'ল ব'সে আশু পিতৃ-সিংহাসনে।
ক্ষুরম সে পাপ-ইচ্ছা করিতে পূরণ
পিতার বিরুদ্ধে অসি করিল ধারণ।
বৃদ্ধ জাহাঙ্গীর পুত্র-ভয়েতে কাতর
বীরবর গজসিংহে ডাকিল সত্বর।
প্রভুর বিপদ হেরি' রাজ-ভক্ত রাজা
ছুটিল দিল্লীতে যুবরাজে দিতে সাজা,

১—দলথাম্বা = দলস্তম্ভ।




কাশীর নিকট হ'ল ভীষণ সমর
পিতা পুত্রে প্রজা ক্ষয় করিল বিস্তর।
গজের বীরত্বে বুদ্ধ জিনিলেন রণ,
ক্ষুরম স্বরাজ্য ছাড়ি' করে পলায়ন।
সম্রাটের প্রিয়পাত্র গজসিংহ হয়,
অনেক সম্মান তাঁ'রে করে মহাশয়।
অল্প দিন পরে হ'ল গুর্জ্জরের রণ,
রাজ-কার্য্যে গজ করে প্রাণ বিসর্জ্জন।
যশোবন্ত সিংহ আর উদ্ধত অমর,
গজসিংহে দুই পুত্র ছিল বীরবর।

অমর-উপাখ্যান।

গজের প্রধান পুত্র ছিলেন অমর,
কি কারণে গেল রাজ্য বলি অতঃপর।
অমর উদ্ধত অতি বিবাদে প্রবীণ,
প্রজার অপ্রিয় ছিল রাজ-গুণহীন।
বুদ্ধিমান গজসিংহ রাজ্য-রক্ষা-তরে
ডাকিয়া সামন্তগণে মহাসভা করে।
সভামাঝে যশোবন্তে অর্পে' রাজ্যভার,
নির্ব্বাসন দণ্ড দিল অমরে দুর্ব্বার।
রাজ-আজ্ঞা শুনি' সবে চমকি' উঠিল,
নির্ব্বাসন-সজ্জা ভৃত্য ত্বরায় আনিল।—
কৃষ্ণ অশ্ব কৃষ্ণ বাস কৃষ্ণ শিরস্ত্রাণ,
কৃষ্ণবর্ণ ঢাল কৃষ্ণবর্ণের কৃপাণ।
পিতার আজ্ঞায় সব হ'ল বটে কাল,
মুখ না মানিল আজ্ঞা, হ'য়ে উঠে লাল।
অমরের পক্ষ যাঁ'রা করে সমর্থন
রাজ্য ছাড়ি' সঙ্গে তাঁ'র করিল গমন।
তেজস্বী অমরসিংহ না করি' উত্তর
নির্ব্বাসন সজ্জা পরি' চলিল সত্বর।

কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে কৃষ্ণ অশ্বে চ'ড়ে
উপস্থিত হইলেন সম্রাট-গোচরে।
মরিয়াছে জাহাঙ্গীর, ক্ষুরম এখন
পাইয়াছে মোগলের রাজ-সিংহাসন।
গজসিংহ সনে ছিল শত্রুতা ভীষণ,
পুত্রেরে করিলা অতি সাদরে গ্রহণ।
ত্রিসহস্র সৈনিকের সেনাপতি ক'রে
অর্পিলেন জনপদ নাগোর অমরে।
উচ্চপদ রাজ্য-লাভ করিয়া অমর
বাড়িল তাঁহার গর্ব্ব উগ্রতা প্রখর।
মৃগয়া করিয়া কাল করিত যাপন
সম্রাট-সভায় নাহি করিত গমন।
দিন দিন বাড়ে হেরি' উগ্র ব্যবহার
সাজিহান করিলেন অর্থ দণ্ড তাঁ'র।
অমর শঙ্কিত নহে সম্রাটের ডরে,
সভায় কহিলা তাঁ'রে অতি তীব্র স্বরে।
"অর্থ দণ্ড কর প্রভু, রাখিও স্মরণ,
সম্বল আমার এই অসি সুভীষণ।"
সম্রাটের মনে হ'ল ক্রোধের আবেশ,
আদায় করিতে দণ্ড করিলা আদেশ।
সলাবৎ খাঁ নামে খাজাঞ্চি তাঁহার
অর্থের বদলে কিছু পাইল প্রহার।
হতমান ভাবি' অতি মোগল-সম্রাট
ডাকিয়া অমরসিংহে নি'ল রাজপাট।
করপুটে সলাবৎ র'য়েছে দাঁড়িয়ে,
সম্রাটের মুখে ক্রোধ উঠেছে ভাসিয়ে।
ক্রোধেতে অমরসিংহ জ্বলিল ভীষণ,
এক লম্ফে সলাবতে করে আক্রমণ।
খাজাঞ্চিরে করি' হত, সম্রাটের প্রতি
অমর নিক্ষেপে' অসি ক্রোধভরে অতি।
স্তম্ভেতে ঠেকিয়া অসি পড়িল ধরায়,
প্রাণে বাঁচি' অন্তঃপুরে সম্রাট পলায়।

১—১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরের যুদ্ধে গজের মৃত্যু হয়

রুদ্রমূর্ত্তি ধরি' ক্রোধে অমর ভীষণ
যা'রে পায় কাছে তা'রে করিছে নিধন।
সভাতে শোণিত-নদী হ'ল প্রবাহিত,
প্রাণ-ভয়ে সভাসদ্ পলায় শঙ্কিত।
অমরের শালা গৌরঅর্জ্জুন তখন
প্রবোধিতে ছলে করি' নিকটে গমন,
ভীষণ অসির ঘায়ে উদ্ধত অমরে
বধিয়া কৌশলে রাজ-পুর রক্ষা করে।
তাহা শুনি অমরের সর্দ্দার সকল
ক্রোধেতে উঠিল জ্বলি' যেন দাবানল।
আগ্রার লালকেল্লা করি' আক্রমণ
লাগিল মোগল-সৈন্য করিতে নিধন।
অসংখ্য মোগল-সেনা চৌদিক হইতে
ছুটিল সর্দ্দারগণে দমন করিতে।
রণেতে সর্দ্দার প্রাণ করি' বিসর্জ্জন
প্রভু-ভক্তি-বীরত্বের রাখে নিদর্শন।
যেই দ্বারে রাজপুত প্রবেশে কেল্লায়,
"অমরফটক" নাম সেই দ্বার পায়।
সম্রাট-আজ্ঞায় বন্ধ হইল তোরণ,
বহু দিন সেই দ্বার রহিল বন্ধন।
ষ্টিল নামেতে এক ফিরিঙ্গি যুবক
না মানি' নিষেধ ভগ্ন করে সে ফটক।
ভীম কৃষ্ণ সর্প তাঁ'রে করে আক্রমণ।
বহু পুণ্যবলে রক্ষা হইল জীবন।

রাজা যশোবন্ত সিংহ[1]।

ফতিহাবাদের যুদ্ধ[2]।

গজসিংহ স্বর্গপুরে করিলে গমন
যশোবন্ত পাইলেন রাজ-সিংহাসন।

১—১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত রাজা হয়।
২—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ফতিহাবাদের যুদ্ধ হয়।

আরঙ্গের অধীনেতে করি' সেনাপতি
রাখিলেন যশোবন্তে মোগল-ভূপতি।
গণ্ডবান-ক্ষেত্রে বীর প্রকাশে বিক্রম,
তাহাতে বাড়িল তাঁ'র অনেক সম্ভ্রম।
মোগলেশ সাজিহান হইল পীড়িত,
রাজ-প্রতিনিধি দারা হইলা নিশ্চিত।
দেখি' দারা যশোবন্তে রণে বিচক্ষণ
পাঁচ হাজারীর পদে করিল বরণ।
ক্রমে সম্রাটের পীড়া বাড়িতে লাগিল,
রাজ্য-লোভে পুত্রগণ ধাবিত হইল।
ষড়যন্ত্র করে নানা শাহাজাদাগণ,
কিরূপে কাহারে মারি কে নিবে আসন।
ভীষণ বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল,
বৃদ্ধ শাজিহান অতি বিপাকে পড়িল।
আত্ম-রক্ষা তরে পাৎসা হইয়া ফাঁপর
রাজ-ভক্ত রাজপুতে করিলা নির্ভর।
অম্বরের জয়সিংহে করি' সেনাপতি
সুজারে দমিতে পাঠাইলা নরপতি।
পুত্র-মধ্যে আরংজেব ছিল দুরাচার,
পাঠাইলা যশোবন্তে তা'রে দমিবার।
ত্রিংশৎ সহস্র সেনা রাজপুত হ'তে,
অগণ্য মোগল-সৈন্য অস্ত্র নানামতে,
লইয়ে নর্ম্মদাকূলে করে অভিযান,
বীরের হুঙ্কারে ধরা হ'ল কম্পমান।
নর্ম্মদা হইয়ে পার বহু সৈন্যবলে
দাক্ষিণাত্য ছাড়ি আরংজেব আ'সে চ'লে;
যশোবন্তে ডরি' নাহি হ'ল অগ্রসর,
নাশিতে পারিত রাজা জুড়িলে সমর।
ভাবিল রাঠোর-পতি আসিলে মুরাদ
আক্রমিয়ে দুইজনে পূরাইবে সাধ।
মুরাদ মিলিল আসি' আরঙ্গ সহিত,
দুই ভ্রাতা বহু সৈন্যে হইল সজ্জিত।

কপটী আরঙ্গজেব ষড়যন্ত্র করি'
রাজার মোগল-সেনা বশে নিল মরি!
কৃতঘ্ন মোগল-সৈন্য যশোবন্তে ছাড়ি'
চ'লে গেল রণকালে বিপক্ষে তাঁহারি।
আরঙ্গ মুরাদ তা'তে হ'য়ে বলবান
ফরাসী বীরের বলে দাগিল কামান।
তেজস্বী রাঠোর-পতি না পাইল ভয়,
ছুটিল চড়িয়া অশ্ব 'মাবুবে' দুর্জ্জয়।
করেতে ভীষণ শূল, মুখে "হর হর,"
স্বামী-ধর্ম্ম রক্ষা তরে হয় অগ্রসর।
মোগলের কৃতঘ্নতা হেরি' হিন্দুগণ,
দ্বিগুণ বিক্রমে শত্রু করে আক্রমণ।
জ্বলিল প্রচণ্ড তেজে ভীষণ সমর,
ছুটিতেছে কামানের গোলা নিরন্তর।
ভ্রূক্ষেপ করে না তা'তে রাজপুত বীরে,
ক্রমেতে সন্ধ্যার ছায়া নে'মে এ'ল ধীরে।
আসিল রজনী যেই, মোগলের বল
ভস্ম করে হিন্দুদের বীরত্ব-অনল।
কাল না হইল পূর্ণ, আরঙ্গ মুরাদ
প্রাণে বাঁচি' বিধাতায় দিল ধন্যবাদ।
রুধিরে রঞ্জিত যশো 'মাবুব' তাঁহার—
ক্ষুদ্ কাতর সিংহ যেন ছাড়িয়া শিকার,—
ক্রোধভরে রণক্ষেত্র করি' পরিহার
ফিরিলেন অবশেষে রাজ্যে আপনার।
সমরে মরিল দশ সহস্র যবন,
রাঠোর সতর শত হইল নিধন।
বৃদ্ধ শাজাহানে রক্ষা করিতে বিপদে,
বহু হিন্দু বীরগণ আ'সে বীরমদে।
পনর হাজার হিন্দু রণে দিল প্রাণ
সাধিতে কেবল বৃদ্ধ সম্রাট-কল্যাণ।
রাজস্থান হারাইল বহু বহু শূর,
হারাইল বহু নারী সীমন্ত-সিন্দুর।
কালেতে ফতিহাবাদ লুপ্ত হ'তে পারে,
রাজ-ভক্ত হিন্দু-কীর্ত্তি রহিবে সংসারে।

গিহ্লোট রমণী।

যশোবন্ত রণ হ'তে ফিরিলেন দেশে,
কি ঘটিল শু'ন তাঁ'র ভাগ্যে অবশেষে।
বিবাহ করেন রাজা বীর্য্যবতী নারী,
মিবারের শিশোদীয় বংশের কুমারী।
ভাগ্য-দোষে কোন দুষ্ট কহে রাণী-পাশে,
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে রাজা পলাইয়ে আ'সে।
শু'নে রাণী ক্রোধে হ'ল দলিতা-ফণিনী,
সহচরীগণে করে আদেশ মানিনী।
"বাঁধ দুর্গ-দ্বার আশু শু'ন সখীগণ,
পুরে প্রবেশিতে রাজা পারে না যেমন।"
চামুণ্ডার মত তাঁ'রে হেরি' ভয়ঙ্কর
মানি' আজ্ঞা সুধাইলা কারণ সত্বর।
ক্রোধেতে গর্জ্জন করি' কহে তেজস্বিনী,
"কি কথা সুধায়ে কেন জ্বালাও সঙ্গিনী?
রাজপুত-কুলে জন্মি' যেই কাপুরুষ
শত্রুরে দেখায় পৃষ্ঠ ছাড়িয়া পৌরুষ,
তা'র যোগ্য সখীগণ এই দুর্গ নয়,
সিংহের আবাস হ'বে শিবার আশ্রয়?
রক্ষিতে জীবন যেই ছেড়ে আ'সে রণ,
রাজপুত-নামযোগ্য নহে সে কখন।
জয়ী হ'বে রণে কিম্বা মরিবে সমরে,
এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ভারত ভিতরে।
শিশোদীয়-বংশ-কন্যা করিতে গ্রহণ,
এই ধর্ম্ম শিক্ষা ছিল উচিত তখন।
পিতৃ-কুল কলঙ্কিনী হইলাম আমি
বরণ করিয়া হেন কাপুরুষ স্বামী।

শৃগালের গলে' করি' বরমাল্য দান
সিংহের কুমারী আজি হ'ল হতমান"।
এত বলি' উচ্চৈঃস্বরে করিল ক্রন্দন,
ঝরিতে লাগিল অশ্রু, আরক্ত নয়ন।
এক পাত্রে অগ্নি জল হইল সম্ভব,
রাজা রাণী মিলনের হ'ল অসম্ভব।
উন্মাদিনী প্রায় রাণী কহিলা আবার—
"যাও সখীগণ বল নিকটে রাজার,
ফিরে যেতে রণে প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন,
তাঁ'র মুখ আর নাহি করিব দর্শন।
মরিতে হইবে তাঁ'র, জ্বাল চিতানল,
অনুমৃতা হ'য়ে করি' জীবন শীতল"।
ক্রমেতে রাণীর ক্রোধ বাড়িতে লাগিল
ক্রমে আট নয় দিন অতীত হইল।
রণশ্রান্ত হ'য়ে ফিরে গৃহের মাঝার,
পশিতে পারে না রাজা, বন্ধ দুর্গ-দ্বার।
সান্ত্বনা দিলেন আসি' জননী তাঁহারে,
"অকারণ কর রোষ মিথ্যা সমাচারে।
জামাতা পলা'য়ে কভু আ'সে নাই রণে,
করিয়াছে আত্ম-রক্ষা শত্রু পলায়নে।
পলাতক শত্রু-বধে রাজপুত দোষে,
বৃথা কেন বাছা তুমি জ্বলিতেছ রোষে।
হেন গুণী বীর্য্যবান যশোবন্ত পতি
পেয়েছে গিহ্লোট-কুলে কোন্ ভাগ্যবতী"
মায়ের বচন শুনি' ত্যজিলেন ক্রোধ,
সহসা খুলিয়া দিল দুর্গ অবরোধ।
শান্তি হ'ল গ্রহদোষ, বাঁচিলেন রাজা,
দৈবের বিপাকে কিছু ভুগিলেন সাজা।

জাজৌ যুদ্ধ।

নির্ব্বাহ করিল শান্তিসুখে কত কাল,
পুনরায় আরংজেব ঠেকাল জঞ্জাল।
ফতিহাবাদের রণে লভি' পরাজয়
যুবরাজ নব বল ক'রে উপচয়।
পিতার বিরুদ্ধে করি' সমর-ঘোষণ
আক্রমিতে আ'সে রাজ্য নিয়ে সৈন্যগণ।
বৃদ্ধ শাজিহান ভয়ে হইয়ে শঙ্কিত
যশোবন্ত সিংহে পুনঃ ডাকিলা ত্বরিত।
পিতৃ-পক্ষে দাঁড়াইলা মারবার-পতি,
পুত্রের সহায় হ'ল বহু সেনাপতি।
আগ্রার দক্ষিণে—পঞ্চদশ ক্রোশ পরে,
বাজিল ভীষণ যুদ্ধ জাজৌ নগরে।
প্রাণপণে যশোবন্ত করিলেন রণ,
বীরত্ব হেরিয়া শত্রু কাঁপে ঘন ঘন।
বিধাতার লিপি বল, কে করে খণ্ডন,
পুত্র-করে পিতৃদেব পরাজিত হ'ন।
পিতার মুকুট খসি' পড়িল যে রণে,
সে মুকুট পুত্র-শিরে উঠিল সে রণে।
রণ-দেবী এই খেলা খেলে অবিরাম,
রাজার মুকুটে কভু দেয় না বিশ্রাম।
বৃদ্ধ সম্রাটের যাহা ঘটিল ললাটে,
বলিতে না পারি তাহা, দুঃখে প্রাণ ফাটে।
রাজ্য পেয়ে আরঙ্গের বাঞ্ছা না পূরিল,
বৃদ্ধ পিতা শাজিহানে কারাতে ক্ষেপিল।
এইরূপে আরংজেব লভি' সিংহাসন,
নিষ্কটক'হ'তে শেষে করিলা মনন।
মনে করিলেন স্থির যে দাঁড়া'বে পথে,
যে হোক্ তাড়াবে তা'রে যেই কোনমতে।
শুনি' সুজা আরঙ্গের রাজ্য-অধিকার
অবিলম্বে আ'সে ছু'টে ছাড়িয়া হুঙ্কার।

আরংজেব সেনা-সজ্জা করি' অগণন
কাজবা নগরে আসি' জুড়িলেন রণ।
ন্যায়তঃ দারার প্রাপ্য ছিল সিংহাসন,
যশোবন্ত তাঁ'র পক্ষ করে সমর্থন।
সেই হেতু যশোবন্ত সম্রাট-সেনার
আক্রমিয়া পৃষ্ঠদেশ করে ছারখার।
সম্রাট-শিবিরে পশি' করিয়া লুণ্ঠন
স্বরাজ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য করিল প্রেরণ।
আচম্বিতে আগরায় হয় উপনীত,
হইল সম্রাট-সৈন্য ভয়েতে স্তম্ভিত।
ইচ্ছা কৈলে যশোবন্ত পশি' কারাগার
পারিতেন শাজিহানে করিতে উদ্ধার।
দারার আশায় বীর আশু আগ্রা ছাড়ে,
দারা রহিলেন প'ড়ে দূর মারবারে।
ভাগ্যে নাহি থাকে যদি এইরূপ হয়,
হাতেতে তুলিয়া দিলে ঝরিবে নিশ্চয়।
চতুর আরঙ্গ করি' সুজার দমন
যশোবন্ত-পাশে আসি' উপনীত হ'ন।
দূর করি' অসি-বল আরঙ্গ প্রবল
যশোবন্তে ধরিবারে পাতিলেন ছল।

যশোবন্তের সম্মান।

যশোবন্তসিংহ ছিল বীরেন্দ্র প্রধান,
তাঁ'র ভয়ে আরংজেব সদা কম্পমান।
বশ না করিতে পারে সেই বীরবরে,
বুঝিলেন রাজ্য তাঁ'র হারাবে সত্বরে।
হইলে ভ্রাতার পক্ষ মারবার-পতি
ভাবিল ঘটিবে তাঁ'র অশেষ দুর্গতি।
আরংজেব যশোবন্তে পাঠায় সম্বাদ,
না করিবে তাঁ'র সনে কোনই বিবাদ।
ভ্রাতার বিবাদে যদি নিরপেক্ষ রহে,
সর্ব্ব দোষ ক্ষমি' উচ্চপদ দিবে কহে।
কহিলা গুর্জ্জর-রাজ্যে করি' প্রতিনিধি
বিহিত সম্মান তাঁ'রে দিবে যথাবিধি।
দেখিলেন যশোবন্ত আরঙ্গের কাছে,
কোন ভ্রাতা বুদ্ধি-বলে না আঁটিবে পাছে।
তাঁ'র ভাগ্যে বিধি লিখিয়াছে সিংহাসন
যশোবন্ত বলে কিসে করিব খণ্ডন।
আরঙ্গের ভ্রাতৃ-পক্ষ করি' পরিহার
রহিলেন নিরপেক্ষ প্রস্তাবে তাঁহার।
যশোবন্ত হ'ল বশ, আরঙ্গ নির্ভয়,
একে একে ভ্রাতাগণে করিলেন ক্ষয়।
ধরিলেন রুদ্রমূর্ত্তি বধি' ভ্রাতাগণে,
হিন্দুরে দেখিতে লাগে বিদ্বেষ-নয়নে।
দাক্ষিণাত্যে শিবাজীরে করিতে দমন
আরংজেব যশোবন্তে করিল প্রেরণ।
সম্রাট করিলা মনে শিবাজীর সনে
ষড়যন্ত্র করে যশো তাঁহার নিধনে।
অবিলম্বে যশোবন্তে করি' স্থানান্তর
জয়সিংহে দাক্ষিণাত্যে পাঠায় সত্বর।
পাৎসার যশোরে ল'য়ে ঠেকিল জঞ্জাল,
রাখিতে ছাড়িতে নারে, হ'ল তাঁ'র কাল।
শাপেতে হইল বর, বহু মানাস্পদ
যশোরে গুর্জ্জরে দিল প্রতিনিধি-পদ।
হিন্দুর প্রধান স্তম্ভ রাঠোর-ঈশ্বর,
কি করিবে আরংজেব, মনে সদা ডর।
বুঝিলেন শেষে, তা'রে না করি' নিধন
কোন মতে মনোবাঞ্ছা হ'বে না পূরণ।
মুখেতে দেখায় প্রীতি, বহু মান করে,
বিনাশের চিন্তা সদা জাগিছে অন্তরে।
যেখানে জীবনাশঙ্কা যশোবন্তে তথা
পাঠাইত আরংজেব ছলেতে অযথা।

বিধাতা সহায় ছিল রাঠোর-ঈশ্বরে,
যথা যায় জয়ী হ'য়ে ফিরে আসে ঘরে।
কখন এ পদ দেয় কখন ও পদ,
কোন মতে নাহি পারে এড়া'তে বিপদ।
অবৈধ উপায়ে তাঁ'রে করিতে সংহার
আরংজেব করিলেন চেষ্টা বহুবার।
নাহুর খাঁ নামে ছিল সামন্ত প্রধান,
তাঁ'র বুদ্ধিবলে রাজা পায় পরিত্রাণ।

নাহুর উপাখ্যান।

উপাধি লাভ।

কুম্পাবৎ-বংশে জন্ম লভেন নাহুর,
রাজ-ভক্ত স্থির-বুদ্ধি ছিল মহাশূর।
রাঠোর সামন্ত-মধ্যে অতি সম্মানিত,
মারবার-মন্ত্রি-পদে ছিলেন ভূষিত।
প্রথম মুকুন্দদাস নাম ছিল তাঁ'র,
নাহুর বলিত কেন শুন একবার।
আরঙ্গের বিষচক্ষে মুকুন্দ পড়িল,
ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা তাঁ'র আদেশ হইল।
কৌশলে করিতে বধ সেই বীরবরে
নিরস্ত্র পশিতে বলে বাঘের পিঞ্জরে।
নির্ভয়ে মুকুন্দদাস পশিল খাঁচায়,
সদর্পে কহিল ব্যাঘ্রে সম্বোধিয়া তা'য়।
"মিঞার শার্দ্দূল দেখি হও অগ্রসর,
যশোবন্ত শার্দ্দূলের নাহি কোন ডর।"
শুনি' শব্দ হেরি' মূর্ত্তি আরক্ত নয়ন
পিঞ্জরের কোণে ব্যাঘ্র লইল শরণ।
গর্জ্জিছে মুকুন্দদাস ডাকি' গর্ব্বভরে,
বিড়ালের মত ব্যাঘ্র পলাইছে ডরে।
কহিলেন বীরবর "করি নিবেদন,
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণ-ভয়ে করে পলায়ন।
সমর-বিমুখ-শত্রু নাহি বধে রণে
এই রাজপুত-ধর্ম্ম, কি হ'বে এখনে?"
স্তম্ভিত হইয়ে পাৎসা আজ্ঞা দিল বীরে
পিঞ্জর ত্যজিয়া আশু আসিতে বাহিরে।
সম্রাট সুধায় তাঁ'রে হ'য়ে কৃপাযুত,
"বিক্রমের অধিকারী আছে কোন সুত?"
নির্ভয়ে মুকুন্দদাস করিলা উত্তর,
"এই নিবেদন মম শুন নরবর—
ধর্ম্ম-পত্নী হ'তে দূরে আটকের[১] পা'রে
রেখেছ আটক করি' বহু দিন যা'রে,
কেমনে জন্মিবে পুত্র সে দাসের কাছে,
দেখাতে বীরত্ব ভাবী সম্রাটেরে পাছে।"
মুকুন্দের বাক্যে পাৎসা হইল লজ্জিত,
বীরবরে পুরস্কার দিল সমুচিত।
নাহুর খাঁ অর্থ হয় শার্দ্দূলের পতি,
উপাধি দিলেন সেই মোগল-ভূপতি।

শূরতান দমন।

মুকুন্দের অন্য কীর্ত্তি করহ শ্রবণ,
বুঝিবে কি জাতি ছিল রাজপুতগণ।
একদিন যুবরাজ কহে বীরবরে
"চলৎ তুরঙ্গ হ'তে উল্লম্ফন ক'রে
বৃক্ষ-শাখা ধরি' যদি পার ঝুলিবারে,
তুষ্ট করি বীরবর বহু পুরস্কারে।"
পদের অযোগ্য কথা শুনি' বীরবর
অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে করে কুমারে উত্তর।

১—আটক = সিন্ধুনদী। সিন্ধুর পশ্চিম পা'রে আটক নামে এক প্রাচীন নগরও ছিল।

"আমি রাজপুত-জাতি, নহি ত বানর,
অসি-করে ক্রীড়া মোরা দেখাই সুন্দর।
থাকে যদি যোগ্য-স্থান করহ আদেশ,
অসি নিয়ে দেখাইব বীরত্ব বিশেষ।"
যুবরাজ চাপি' ক্রোধ রহিল নীরব,
মনেতে হইল চেষ্টা করে পরাভব।
শিরোহীর অধিপতি ছিলেন শূর্ত্তান,
উদ্ধত প্রকৃতি ছিল অতি বীর্য্যবান।
পারেনি সম্রাট তাঁ'র নোয়াইতে শির,
নাহুরে পাঠাতে মনে করিলেন স্থির।
যুবরাজ দিলে আজ্ঞা, বিক্রমী নাহুর
ছুটিলেন শিরোহীতে বিক্রমে প্রচুর।
শিরোহীর অধিপতি নাহুরের ডরে
আত্ম-রক্ষা হেতু উঠে গিরি-শৃঙ্গোপরে।
শূর্ত্তান ভাবিল মনে হ'ল নিরাপদ,
নাহুর খাঁ পারিবে না ঘটাতে বিপদ।
সসৈন্যে পড়িল ঘুমে দুর্গের ভিতরে,
নিশিতে মুকুন্দদাস উঠে গিরি'পরে।
জেগে ছিল সেনা এক শত্রুর শিবিরে,
বধিয়া তাহারে পশে শূর্ত্তান-মন্দিরে।
শিরের উষ্ণীষ খুলি' ঘুমন্ত শূর্ত্তানে
বাঁধিয়া খট্টার সহ ফিরে গৃহ পানে।
দুর্গ-দ্বারে আসি' বীর করিলা আদেশ,
করিতে নাগরাধ্বনি করিয়া বিশেষ।
শুনিয়া শিরোহী-সৈন্য শব্দ নাগরার
আচম্বিতে জেগে রণে ছুটিল দুর্ব্বার।
উচ্চকণ্ঠে নাহুর খাঁ কহিলা তখন,
"মম করে তোমাদের প্রভুর জীবন।"
কেমনে বাঁধিয়া নিই শিরোহী-ঈশ্বরে,
জাগায়ে দেখাই সবে বাদ্য-ধ্বনি ক'রে
ভয়েতে শিরোহী-সেনা না কৈল সমর,
শূর্ত্তানে লইয়া আ'সে যশোর গোচর।

শূরতানের গর্ব্ব।

যশোবন্তসিংহ আজ্ঞা দিলেন যখন,
শূর্ত্তান সম্রাট-পদে করিতে গমন,
সম্রাটের কর্ম্মচারী কহে বীরবরে—
"সেলাম করিতে হ'বে পাৎসার গোচরে।"
শুনিয়া শিরোহী-পতি কহে বীরমদে,
এ জনমে নোয়াইনি শির কারো পদে।
জীবন আমার বটে সম্রাটের করে,
সম্মান র'য়েছে মম আমার গোচরে।
আমাতে হ'বে না তাহা জানিও নিশ্চয়,
প্রাণ নিতে পারে পাৎসা, নাহি কোন ভয়।"
বিপদ গণিয়া যশোবন্ত মহারাজ
বুদ্ধি করি' কৌশলেতে সারিলেন কাজ।
সঙ্কীর্ণ দুয়ার এক ছিল সভাঘরে,
সেই পথে শূরতানে নি'ল চক্র ক'রে।
মাথা হেট করি' বীর করিল প্রবেশ,
সম্রাট পাইল তা'তে সম্মান বিশেষ।
আরংজেব বুঝিলেন, কূট চক্র করি'
দুর্জ্জয় শিরোহী-দুর্গ লইবেন হরি'।
সম্রাট হইয়া তুষ্ট কহিলা তখন,
"যেই পুরস্কার চাও অর্পিব এখন।"
নির্ভয়ে শিরোহি-পতি করে নিবেদন,
"মোর দুর্গ সম বিশ্বে আছে কোন্ ধন?
এই ভিক্ষা করি প্রভু কৃপা ক'রে তুমি,
প্রত্যর্পণ কর মোরে মোর জন্মভূমি।"
সম্রাট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কি করিবে আর,
অর্পিল শিরোহী-দুর্গ করেতে তাহার।

মৃত্যু।

কেমনে সে মুকুন্দের হইল মরণ,
তাহার বৃত্তান্ত কিছু করহ শ্রবণ।

যেই আয্যাপন্থী ব্রাহ্মণের অভিশাপে,
মরিল উদয়সিংহ আপনার পাপে।
মরিতে মাগিল বর তেজস্বী ব্রাহ্মণ,
'দুশ্চরিত্র রাজাগণে করিতে শাসন'।
যশোবন্তসিংহ সচিবের কন্যা সনে
আসক্ত হইল গুপ্ত প্রণয়-বন্ধনে।
মিলিয়া প্রণয়ীগণ প্রেম-কুঞ্জতলে,
একদিন প্রেমালাপ করে কুতূহলে,
হেনকালে ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা ভীষণ,
রুদ্রমূর্ত্তি ধরি' দিল সম্মুখে দর্শন।
প্রিয়ারে করিতে রক্ষা মারবার-পতি,
অসি খু'লে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে করিলেন মতি।
শূর্ত্তানের মত এই সূর্য্য সনে রণ,
ছায়ামূর্ত্তি কিসে বল করিবে নিধন ?
প্রাণ-ভয়ে যশোবন্ত ফিরিলেন ঘরে,
প্রেতের ভীষণ মূর্ত্তি সদা চক্ষে পড়ে।
উন্মাদের মত রাণা করেন চীৎকার,
ভূতগ্রস্ত ব'লে মনে হইল সবার।
একদিন পশি' প্রেত রাজ-কলেবরে,
কহে "যদি থাক কেহ রাজ্যের ভিতরে,
রাজা সম উচ্চ-পদে, কর প্রাণ দান,
তাহ'লে তাঁহারে ছাড়ি' করিব প্রস্থান।"
রাজ-ভক্ত মন্ত্রিবর শুনি' বিবরণ,
সম্মত হইল প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন।
তেজস্বী ব্রাহ্মণ এক মন্ত্রপূত জলে,
নামায়ে রাজার ভূত আনে মন্ত্রবলে,
পান করিবারে জল দিলেন মোকনে,[১]
অমাত্য করিল পান অকুণ্ঠিত মনে।
মুহূর্ত্তে রাজারে ছাড়ি' পলাইল ভূত,
মুকুন্দ স্বর্গেতে গেল বহু গুণযুত।

পৃথ্বীরাজের ও যশোবন্তের মৃত্যু।[১]

সম্রাট ভাবিল মনে যত হিন্দুগণ,
মুসল্‌মান কৈলে স্থায়ী হ'বে সিংহাসন।
যশোর ভয়েতে কার্য্য পারে না সাধিতে,
উপায় তাহার পাৎসা লাগিলা চিন্তিতে।
সুযোগ তাহার আসি' হ'ল উপস্থিত,
কাবুলে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিল ত্বরিত।
সম্রাট ভাবিলা যশোবন্ত বীরবরে,
কাবুলে পাঠালে শত্রু দূরে যা'বে সরে'।
বিদ্রোহ-দমন হেতু সেই মহাবীরে,
কাবুলে যাইতে বলে আরঙ্গ অচিরে।
সুহৃদ মুকুন্দদাস অমাত্য প্রধান,
নাহি, কে রক্ষিবে রাজ্য, হ'ল চিন্তাবান।
কাবুলের প্রতিনিধি সম্মানের পদ,
ছাড়িতে পারে না রাজা গৌরব সম্পদ।
সম্রাট প্রতিজ্ঞা কৈল রাজ্য-রক্ষা তরে,
পত্নী-সহ যায় যশোঃ কাবুল নগরে।
জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বীসিংহে দিল রাজ্যভার,
সমর্পণ করে তাঁ'রে করেতে পাৎসার।
কি করিল আরংজেব লিখিতে তাহায়,
হেট হ'য়ে যায় মাথা ঘৃণায় লজ্জায়।
যশোবন্ত চ'লে গেলে, পাৎসা পুত্রে তাঁ'র,
ডেকে নি'ল একদিন সভায় তাঁহার।
আদর করিয়া অতি ডাকিয়া গোচরে,
সম্রাট কহিলা পৃথ্বী সিংহে ধরি করে।
"শুনিয়াছি পিতৃ-বল করহ ধারণ,
দেখিব রাঠোর, তুমি কি কর এখন ?"
বিহিত সম্মানে পৃথ্বী করিলা উত্তর,
"পাৎসার অভয়-হস্ত যাহার উপর,

১—মোকন=মুকুন্দকে মোকন বলিয়া ডাকিত।

১—১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তের মৃত্যু হয়

তাহার অসাধ্য কিবা আছে এ সংসারে ?
সসাগরা ধরা জয় করিতে সে পারে।"
সম্রাট বিস্ময়ে কহে সভার সদনে,
"দ্বিতীয় খুতান১ এই করিতেছি মনে।"
মনোভাব চেপে রেখে পাৎসা গুণধর,
দেখাইলা পৃথ্বীসিংহে মৌখিক আদর।
বহুমূল্য পরিচ্ছদ করিয়া প্রদান,
করিলেন কুমারের অশেষ সম্মান।
শিষ্টাচার রক্ষাহেতু পরি' পরিচ্ছদ,
সরল অন্তর পৃথ্বী ঘটায় বিপদ।
নাহি জানে রাজ-পুত্র অজ্ঞাতে তাঁহার,
কালকূট মাখাবস্ত্র দিল উপহার।
না পশিতে দেশে পৃথ্বী বিষের জ্বালায়,
ডুবাইয়া মারবার চ'লে গেল হায়!
ইহাতেও আরংজেব না পাইল সুখ,
যশোবন্তে বধিবারে বাঁধিলেন বুক।
কাবুলেতে গুপ্তচর করিল প্রেরণ,
বিষদানে যশোবন্তে করিতে নিধন।
পূরিল তাঁহার আশা, রাঠোর-তপন,
সিন্ধুতীরে অস্তাচলে করিল গমন।
রণবিদ্যা-বিশারদ বহু গুণযুত,
যশোবন্ত ছিল যশোবন্ত রাজপুত।
যশোবন্ত পে'ত যদি সহায় সম্বল,
ভারতের ভাগ্যলিপি হইত বদল।
বুঝেছিল যশোবন্ত যদি প্রজাগণ,
শিক্ষিত না হয়, নাহি মঙ্গল কখন।
হরিতে রাজ্যের ঘোর অজ্ঞান-তিমির,
শিক্ষা প্রচারিতে বহু যত্ন ক'রে ধীর।
হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষা-তরে সঁপে প্রাণ মন,
বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ তিনি করেন রচন।

১—খুতান = আরংজেব যশোবন্তসিংহকে খুতান বলিয়া ডাকিতেন।

যথা শাস্ত্র-বিদ্যা তথা অস্ত্র-চালনায়,
যশোবন্ত সম বীর ছিল না তথায়।

সহমরণ।

রাজা যশোবন্ত স্বর্গে করিলে গমন,
করিল মহিষীগণ চিতা-আয়োজন।
শিশোদীয়-পত্নী সপ্ত মাস গর্ভবতী,
বারণ করিল তাঁ'রে উদা মহামতি।
কহিলা "রাজার মাতঃ নাহি বংশধর,
সবে আশা করে বংশ রক্ষিবে ঈশ্বর।
লুপ্ত হ'বে পিণ্ডোদক, একি কর ভুল,
জ্ঞানবতী হ'য়ে কেন ডুবাইবে কুল" ?
উদার সুযুক্তি শুনি' গিহ্লোট-কুমারী,
পশে না অনলে সেই তেজস্বিনী নারী।
অপর মহিষীগণ প্রবেশি' অনল,
নিবাইল চিরতরে পতি-শোকানল।
চন্দ্রাবতী রাণী ছিল মুন্দর নগরে,
পতির নিধন-বার্ত্তা শুনি' দুঃখভরে,
স্বামীর উষ্ণীষ বক্ষে করিয়া ধারণ,
করিলেন চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন।

রাজা অজিতসিংহ।

অজিত-উদ্ধার।

যশোবন্ত মরিবার তিন মাস পরে,
অজিতের জন্ম হয় কাবুল নগরে।
শিশু ও মহিষী সহ সর্দ্দারসকল,
দিল্লী নগরীতে আসি' উপনীত হ'ল।
পৃথ্বী যশোবন্তে পাৎসা করিয়া নিধন,
এখনো হয়নি তাঁ'র কামনা পূরণ।

শিশু অজিতের'পরে কুদৃষ্টি পড়িল,
সংহার করিতে তা'রে আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।
সম্রাট কহিল "শুন রাঠোরসর্দ্দার,
সমর্পণ কর মোরে তনয় রাজার।
মারবার-রাজ্য আমি করিয়া বণ্টন,
তোমাদের করে সব করিব অর্পণ"।
পাৎসার কামনা শুনি' সর্দ্দারসকল,
জ্বলিল ঘৃণায় ক্রোধে যেন দাবানল।
সকলে গম্ভীর স্বরে করিল উত্তর,
"রাজপুত জাতি মোরা ধর্ম্মে করি ডর।
কি করিবে রাজ্যে, যদি ধর্ম্ম নাহি থাকে,
জ্বলন্ত নরকে ডুবি' কে পড়ে বিপাকে?
দেবতা বলিয়ে সেবি আমরা রাজায়,
জড়িত জনমভূমি শিরায় শিরায়।
রাজা আর জন্মভূমি করিব রক্ষণ,
বিশ্বাসঘাতক প্রভু হ'ব না কখন।"
এতবলি 'আমখাস'[১] করি পরিহার,
আপন আবাসে চলি' আসিল সর্দ্দার।
সর্দ্দার সম্রাট-বাক্য করিলে লঙ্ঘন,
ক্রোধে অগ্নিসম জ্ব'লে উঠিল তখন।
অজিতে লইতে সৈন্য আ'সে দর্পভরে,
অচিরে সর্দ্দার-গৃহ অবরোধ করে।
বুঝিলা সর্দ্দারগণ পাৎসার কামনা,
রক্ষিতে শিশুরে সবে করিল মন্ত্রণা।
বিশ্বস্ত যবন-ভৃত্যে করিয়া আহ্বান
কহিলেন "রাজ-শিশু কর পরিত্রাণ।
যত্ন ক'রে মিষ্টান্নের টুকুরিতে ভ'রে,
শিশুরে লইয়া গুপ্তে পলাও সত্বরে।
সন্দেহ হ'বে না, তুমি জাতিতে যবন,
পারিবে করিতে রক্ষা শিশুর জীবন।
হিন্দু মুসলমান যত ধর্ম্ম ধরণীতে
সকলের একমত বিপন্নে রক্ষিতে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি' এই শিশু নিরাশ্রয়
তুলিয়া দিলাম করে, দাও হে আশ্রয়।
অদূরে অর্ব্বুদগিরি তা'র গুহাতলে
অপেক্ষা করিও গুপ্তে, আসিব সকলে"।
রাজ-পুত্রে ল'য়ে ভৃত্য করিল প্রস্থান,
পলাইল সাবধানে হ'য়ে যত্নবান।
কোন্ দেহে দয়া ধর্ম্ম করেন বসতি,
চিনিবে আকারে কারো নাহিক শকতি।
যিনি নর দেব, তিনি পশুর অধম,
পশু ব'লে বুঝি যারে দেব নিরুপম।
তার পর কি করিল রাঠোর-সর্দ্দার
শুন ভট্টকবি করে কি বর্ণনা তা'র।
"রাজ-পুত্রে সর্দ্দারেরা করিয়া প্রেরণ
সন্ধ্যাপূজা করি করে আফিং সেবন।
বীরেন্দ্র গোবিন্দ চন্দ্রভণ রণচর
ভরমল রঘুনাথ সর্দ্দার প্রবর,
সমর-তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে করি আরোহণ
কহিলেন সমস্বরে 'এস বন্ধুগণ,
এস এস ঝম্প দিই সমর-সাগরে,
আইস নির্ম্মূল করি অসুর-নিকরে।
রণে যদি মরি কিবা ক্ষতি আছে বল,
নিয়ে যাবে সৌরলোকে অপ্সরা সকল'।
অমনি কহিলা সুজা ভট্টকবিবর
'রাজার প্রসাদে সবে আজি ধন্য কর।
রাজা আর দেশ রক্ষা করিতে সঙ্কটে,
আজিকার মত দিনে সবে অকপটে
অসিধারে দিয়ে প্রাণ স্বরগে পশিতে,
এত দিন ভূমিবৃত্তি রয়েছ ভোগিতে।
খাইয়াছি এতদিন রাজার নিমক,
আজিকে করিব আমি তাহার সার্থক,

১—আমখাস=সাধারণ দর্শন-গৃহ।

রক্ষিব পিতার নাম, চালাব মরণ
নির্ভয়ে সমর-ক্ষেত্রে করি' বিচরণ।
ভাবী কবিগণ মম গাবে যশোগান,
হও অগ্রসর, রণে করি প্রাণ দান।"
কহিলেন দুর্গাদাস অশোর-নন্দন,
"হিন্দুদের রক্ত মাংস করিয়া চর্ব্বণ
যবনের দন্ত অতি হ'য়েছে ধারাল,
আজিকে ভাঙ্গিব সেই দশন করাল।
অসিতে বিদ্যুৎ-শিখা জ্বলিয়া উঠিবে,
সম্রাটের সেনাদলে ভস্ম ক'রে দিবে।
রাজপুত-বীর্য্য দিল্লী করিবে দর্শন,
স্তম্ভিত করিব মোরা ভূতল গগন।"
এরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রাঠোর,
রাখিতে নারীর মান হইল কঠোর।
অত্যুগ্র বারুদে কক্ষ করিয়া পূরণ,
করিল রমণীগণে তাহাতে বন্ধন।
ছিদ্র পথে অগ্নি জ্বেলে দিল সেই ঘরে,
মুহূর্ত্তে রমণীগণ শেষ হল ম'রে।
রক্ষা হল রাজ-পুত্র, নারীর সম্মান,
হইল নিশ্চিন্ত এবে রাঠোর-সন্তান।
আর কারো নাহি ভয়, 'হর হর' রবে,
কোষমুক্ত করি অসি ছুটিল আহবে।
অসংখ্য মোগল-সৈন্য, সামান্য সর্দ্দার
জুড়িল দিল্লীর পথে সমর[১] দুর্ব্বার।"
কি করিব আমি সেই সমর বর্ণন,
যা বলেছে ভট্টকবি করহ শ্রবণ।
"উদ্যত করিয়া শূল শমনের প্রায়
শত্রু আক্রমিতে সব বিক্রমেতে ধায়।
আরম্ভ হইল এক সমর ভীষণ,
চট্ চট্ করে ঢাল অসি ঝন্ ঝন্।

১—১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়।

রাজপথে রক্ত-নদী প্রবাহে ছুটিল,
নাহি সংখ্যা কত মুণ্ড খসিয়া পড়িল।
শঙ্কর সে রণ-ক্ষেত্রে করি বিচরণ
লাগিলেন মুণ্ডমালা করিতে পূরণ।
নয়টী হাজার শত্রু সেনার সহিত
রণ করি রত্ন রণে হইল পতিত।
রম্ভা আসি দেহ তাঁর লইয়া যতনে
প্রস্থান করিল সুখে অমর ভবনে।
দ্বারাবৎ বীরবর তুল্ল মহাজন,
মিশাইয়া দিল আজি প্রভুর লবণ
সেই রণ-সিন্ধু মাঝে সলিলে লোহিত,
উৎসর্গ করিয়া প্রাণ হয় পুলকিত।
আসিয়া অপ্সরাগণ বীর চন্দ্রভণে
নিয়ে গেল চন্দ্রপুরে পরম যতনে।
শত-ছিন্ন ভট্টি রহে অনন্ত নিদ্রায়,
শূর্ত্তান-তনয়-পার্শ্বে শস্ত্রের শয্যায়।
রক্ত-পদ্ম সম ভর প্রভু-পরায়ণ
চলে স্বর্গে যশোবন্তে করিতে দর্শন।
দুই করে দুই অসি সন্দ কবিবর
সেনার অগ্রেতে যুঝে তেজে ভয়ঙ্কর।
অবশেষে তনু-ত্যাগ করিয়া সমরে
চলিলেন চন্দ্রলোকে গর্ব্বিত অন্তরে।
প্রতি বীর রক্ত-স্রোতে করি সন্তরণ
সে দিন কর্ত্তব্য তাঁর করিল সাধন।
চূর্ণ করি শত্রু-গর্ব্ব জন্মাইয়া ত্রাস,
সম্মান করিল রক্ষা বীর দুর্গাদাস।"
শত্রু-ব্যূহ ভেদ করি' ক্ষত কলেবরে,
দুর্গা সহ ছুটে রাণী শিশুর গোচরে।
করে শোভে' অসি, বুকে ঘুমন্ত বালিকা,
নৃমুণ্ড-মালিনা যেন ছুটেছে চণ্ডিকা।
আড়ষ্ট হইল শত্রু ভয়ে জড়সর
অসি খুলিবারে নাহি পায় অবসর।

দুর্গাদাস সহ রাণী গর্ব্বে গেল ধেয়ে,
বিস্মিত মোগল-সৈন্য রহিলেন চেয়ে।
মিবারের রাণা রাজসিংহ মহাবল,
অজিত উদ্ধারে হয় সহায় প্রবল।
কিছুদিন রাজ-মাতা থাকিয়া মিবারে
চলিয়া গেলেন নিজ-রাজ্য মারবারে।
বিশ্বস্ত সর্দ্দার সহ অর্ব্বুদগিরিতে
গোপনে রহিল দুর্গা মঠে সাবহিতে।
ছদ্মবেশে থাকি' শিশু করেন পালন,
দুর্গাদাসে করে শিশু 'কাকা' সম্বোধন!
'ধনী' খ্যাতি করি' দান দ্রুণার সর্দ্দার
করিলেন পরিচিত কুমারে রাজার।

মুন্দর ও যোধপুর উদ্ধার।

পুরীহর বংশ ছিল মুন্দরের পতি,
মুন্দর লইল চণ্ড রাঠোর-ভূপতি।
আজি রাজাশূন্য হেরি' রাজ্য মারবার
করে পুরীহর মুন্দ দুর্গ অধিকার।
আরংজেব প্রতিহিংসা লইতে অজিতে
যোধপুর নিতে রত্নে লাগে উত্তেজিতে।
উদ্ধত অমর-পুত্র রত্ন মহাবল
যোধপুর-দুর্গ বলে করিল দখল।
মিবার হইতে আসি' তেজস্বিনী রাণী
উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে রাজধানী।
রাঠোরের যত প্রজা যতেক সর্দ্দার
সকলে ডাকিয়া করে তেজের সঞ্চার।
কহিলেন রাণী "শুন সামন্তসকল,
রাজাহীন রাজ্য রক্ষা কে করিবে বল।
যার বাহুবলে রাজ্য হইল বিস্তার,
রক্ষিতে সে দেশ নাই ভুজে বল তার?
পতিহীনা পুত্রহীনা করিল মোগল,
শেষে প্রজাহীনা হব এই কর্ম্মফল!
তুলে দিয়ে নিজ গ্রাস মোগলের মুখে,
অধম জীবন হেন বহ কোন্ সুখে?
এতদিন হিন্দু-রাজ্য গ্রাসেছে যবন,
গ্রাসিতে হিন্দুর ধর্ম্ম উদ্যত এখন।
মরিল শিবাজী আর মারবার-পতি,
এখনো হিন্দুর আছে অযুত সন্ততি।
না মরিতে দুই বীর, কেন এ ভারতে
হাহাকার করে প্রজা, চিন্তে নানামতে?
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ধর্ম্ম পরিহরে,
দলে দলে মুসল্‌মান হয় অকাতরে।
নাহি থাকে ধর্ম্ম যদি নাহি থাকে মান,
কি কাজ রাখিয়া বল এই তুচ্ছ প্রাণ?
শৃগাল কুক্কুর সম বাঁচিয়া কি ফল?
আত্ম-রক্ষা তরে সবে ধর মহাবল।
সমরে না মর যদি মরিবে তাড়নে,
মরিতে বীরের মৃত্যু কেন ডর মনে?"
রাণীর বচনে ক্ষিপ্ত হইল সকল
জ্বলে যথা শুষ্ক তৃণ পরশে অনল।
সর্দ্দার সামন্ত প্রজা একত্র হইল,
পুরীহর হ'তে বলে মুন্দর লইল।
তার পর রত্নসিংহে করি' আক্রমণ
কেড়ে নিল যোধপুর বিক্রমে ভীষণ।
আছে শুনি' যশোবন্ত-তনয় অজিত,
সকলে হইল মনে অতি আনন্দিত।

আরংজেবের মারবার ধ্বংস ও মিবার আক্রমণ।

রত্ন পুরীহর-যুদ্ধে সমূলে মরিল,
আরংজেব নিজে অসি ধারণ করিল।

বহু সৈন্য নিয়ে পাৎসা করে অভিযান
রাঠোর-সর্দ্দারে শাস্তি করিতে বিধান।
না ডরে রাঠোরগণ যুঝে প্রাণপণে,
দলে দলে প্রাণ দান করিতেছে রণে।
কলসীর জলে নাহি নিভে দাবানল,
পান ক'রে কে শুখাবে সমুদ্রের জল ?
কালানল সম জয়ী মোগল ভীষণ,
পশিল নগরে করি প্রলয় গর্জ্জন।
ধন রত্ন যত ছিল করিল লুণ্ঠন,
আগুনে পোড়ায়ে দিল পুরী সুশোভন।
দেবালয়ে দেবমূর্ত্তি হইল চূর্ণিত,
মন্দিরের স্থলে হল মজিদ স্থাপিত।
উঠিল দেশের মাঝে মহা হাহাকার,
অসহ্য হইল মোগলের অত্যাচার।
তাতেও পাৎসার সুখ হ'ল না অন্তরে,
স্থাপিল জিজিয়াকর হিন্দুর উপরে।
নাহি থাকে হিন্দু যেন হিন্দুর ভারতে,
সম্রাট সঙ্কল্প স্থির করে যথা মতে।
রাঠোর ছাড়িয়া দেশ হয়ে নিরাশ্রয়
আরাবলী শৈলে আসি লইল আশ্রয়।
মরুদেশ মরুভূমি হইল ভীষণ,
প'ড়ে আছে বালি রাশি নাহি লোকজন।
অজিতে সহায় হয় মিবারের রাণা,
আরঙ্গ ক্রোধান্ধ হয়ে বলে দিল হানা।
মিবারে বাজিল রণ মোগলের সনে,
রাঠোর নীরব নাহি রহিল তখনে।
পর্ব্বত হইতে গুপ্তে হইয়া বাহির,
আক্রমি যবন-সৈন্য করিত অস্থির।
ধান কে'টে স্তুপাকারে রাখে যথা চাষী,
তেমতি মোগল সৈন্য রাখিত বিনাশি।
কখন ঝালোরে পড়ে কভু শিবনারে,
কবে কোন্ দেশে যায় বলিতে না পারে
এরূপে মোগল-সৈন্যে করে জ্বালাতন,
রাঠোরের নামে পাৎসা কাঁপিল সঘন।

দুর্গাদাস-উপাখ্যান।

দুর্গাদাসের বীরত্ব ও মহত্ত্ব।

"এ মাতা পুত এসা জিন
যেসা দুর্গাদাস,
বান্দ মুর্দ্রা রোখিও
বিন থাম্বা আকাশ।"

অর্থ—

"জন্মাইতে পুত্র যদি কর অভিলাষ,
জন্মাও জননি, যেন এই দুর্গাদাস।
যে জন মরুর বাঁধ করিয়া রক্ষণ,
স্তম্ভ দিয়ে করিলেন আকাশ ধারণ।"
ভট্টকবিগণ যাঁর গায় এত গান,
শুনহ চরিত্র তাঁর করিব বাখান।
লুনী-নদীতীরে আছে দ্রুণার নগর,
দুর্গাদাস জন্মে সেই দেশে মনোহর।
রাঠোর সর্দ্দার ছিল, অশোর-নন্দন,
নীতিজ্ঞ সমরবিদ্ প্রভুপরায়ণ।
রাজা যশোবন্ত তাঁরে করিত আদর,
রাজার সেবায় রত ছিল নিরন্তর।
প্রাণপণে শত্রুসৈন্য করিয়া সংহার,
সম্রাটের গ্রাসে করে অজিত-উদ্ধার।
যজ্ঞের আগুন যথা অগ্নিহোত্রিগণ,
অজিতে করেন দুর্গা তেমতি রক্ষণ।
আরংজেব ভীমবলে আক্রমে মিবার,
দাঁড়াইল দুর্গাদাস পক্ষেতে রাণার।

আরঙ্গ লাঞ্ছনা পেয়ে ছাড়িয়া মিবার,
আদেশিলা আক্রমিতে রাজ্য মারবার।
সপ্ততি সহস্র সৈন্য লইয়ে আক্‌বর
চলিলেন রণে, সেনাপতি টাইবর।
নারীর রাজত্ব ব'লে গর্ব্বিত মোগল,
আক্রমণ করে রাজ্য লয়ে বহুবল।
যশোবন্ত-পত্নী ছিল অতি তেজস্বিনী,
রোধিতে শত্রুর গতি সাজায় বাহিনী।
রাণা রাজসিংহ বহু সৈন্য সঙ্গে ক'রে,
পুত্র ভীমসিংহে পাঠাইল মারবরে।
দুর্গাদাস ভীমসিংহ আসিয়া সমরে,
টাইবর আক্‌বরে আক্রমণ করে।
মোগলের পঞ্চশত উষ্ট্র মহাবল,
হ'রে নিল রাজপুত করিয়া কৌশল।
আসিলে আঁধার রাত্রি, প্রচণ্ড মশাল,
প্রত্যেক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে জ্বালায় বিশাল।
পঞ্চশত উট শত্রু-শিবিরেতে ছুটে,
দেখিয়া ভীষণদৃশ্য চমকিয়া উঠে।
ছত্রভঙ্গ ক'রি ব্যূহ পলায় মোগল,
কি করিবে কোথা যাবে ভয়েতে বিহ্বল
এহেন সুযোগ পেয়ে রাজপুতগণ,
ভীমবেগে শত্রু-সৈন্য করে আক্রমণ।
মোগলের বহু সেনা হইল বিনাশ,
আক্‌বর টাইবর ধায় ছাড়ি উর্দ্ধশ্বাস।
আরঙ্গ পাইল লজ্জা রাঠোরের করে,
জ্বলিল দ্বিগুণ ক্রোধে হিন্দুর উপরে।
কাল মেঘ করে যথা বারি বরষণ,
আরঙ্গ ঢালিল সেনা মরুতে তেমন।
কাঁপাইয়া জলস্থল ছাড়িয়া হুঙ্কার,
আক্‌বর টাইবর ছুটিল আবার।
ইন্দ্রভাণ দুর্গাদাস রাঠোর প্রধান,
নাদোলে রোধিতে শত্রু করে অভিযান।
রাণার তনয় ভীমসিংহ মহাবল,
রাঠোরের সনে আসি সম্মিলিত হ'ল।
মোগলের সনে বাধে সমর ভীষণ,
প্রলয়ের অগ্নি যেন হইল বর্ষণ।
যেরূপে করিল রণ স্বদেশের হিতে,
তাহার তুলনা আর নাহি এ মহীতে।
শত্রুর বীরত্ব দেখি কুমার আক্‌বর,
প্রশংসা করিল বহু, স্তম্ভিত অন্তর।
অনুতাপে কুমারের গ'লে গেল মন,
কহিলেন টাইবরে বিষণ্ণ বদন।
"হেন বীর জাতি কেন পিতা অকারণ,
না বাঁধিয়া স্নেহ-পাশে, করে নির্যাতন।
যার বলে রাজ্য রক্ষা হইত নিশ্চয়,
তাহার দমনে কেন করে শক্তি-ক্ষয় ?
থামাও সমর, আশু ডাক দুর্গাদাসে,
সন্ধি ক'রে ফিরে যাই আপন আবাসে।"
এইরূপে সন্ধি-কথা ঘোষণা হইল,
রাঠোর-সর্দ্দার নাহি বিশ্বাস করিল।
কেহ বলে মোগলেরা বিশ্বাসঘাতক,
কৌশলে ডাকিয়া সবে করিবে আটক।
কেহ বলে দুর্গাদাস স্বার্থসিদ্ধিতরে,
পাতিয়াছে ফাঁদ এই ডুবাতে দুস্তরে।
সর্দ্দারের মনোভাব বুঝি দুর্গাদাস,
কহিলেন বীর-তেজে সকলের পাশ।
"কেন অকারণ ভীত বল বন্ধুগণ,
বীরের উচিত নহে সন্দেহ পোষণ।
শত্রু-পক্ষ চাহে সন্ধি তোমাদের কাছে,
না কর দর্শন যদি নিন্দা হবে পাছে।
বলিবে যে কাপুরুষ রাঠোরের জাতি,
বীরত্ব-বিহীন ব'লে রটিবে অখ্যাতি।
বাহুতে কি নাই বল ? কেন এত ডর ?
এস হে সকলে যাই শত্রুর গোচর।

কূটচক্র হেরি, বলে করিব বিফল,
পারে কি রাখিতে বস্ত্রে বাঁধিয়া অনল" ?
সন্দেহ হইল দূর বীরের বচনে,
উপস্থিত হ'ল সব আক্‌বর-সদনে।
রাঠোরের সহ সন্ধি হইল বন্ধন,
আক্‌বরে সম্রাট বলি করে সম্বোধন।
অনন্ত বাসুকী দুর্গা আক্‌বর মন্দর,
মন্থনে আরঙ্গ-সিন্ধু করিল জর্জ্জর।
আক্‌বর রাঠোর সহ হইল মিলিত,
শুনি পাৎসা ভয়ে ক্রোধে হইল স্তম্ভিত।
বচন না সরে মুখে, আরক্ত নয়ন,
আপনার করে শ্মশ্রু করে উৎপাটন।
সহস্র বৃশ্চিক যেন করিল দংশন,
আকাশ ভাঙ্গিয়া মুণ্ডে হইল পতন।
কিরূপে রাখিবে রাজ্য ভাবিয়া অস্থির,
বহু চিন্তি পন্থা এক করিলেন স্থির।
বল হ'তে ছল পাৎসা বাসিতেন ভাল,
কৌশলে ধরিতে পুত্রে পাতিলেন জাল।
লিখিলেন টাইবরে "দিব পুরস্কার,
আক্‌বরে অর্পণ কর করেতে আমার"।
রাজ-অনুগ্রহ-লোভে সেনানী দুর্জ্জন,
নিশিতে সম্রাট-পদে করিল গমন।
রাঠোরের কাছে পত্র লিখে পাপাশয়,
'সন্ধিতে মধ্যস্থ আমি ছিনু মহাশয়।
ভিন্ন ক'রেছিল যেই বাঁধ জলধার,
ভেঙ্গে গেছে, পিতা-পুত্র মিলেছে আবার।
মনে ক'রে দেখ, রক্ষা করিয়াছি পণ,
নিজ নিজ দেশে সবে করহ গমন'।
মোহর-অঙ্কিত পত্র পাঠায়ে সত্বর,
প্রসাদের লোভে গেল পাৎসার গোচর।
বিশ্বাসঘাতকে পাৎসা দিল পুরস্কার,
অসির আঘাতে মুণ্ড ছিন্ন করি

এইরূপে শত্রু এক করিয়া দমন,
পুত্রের দমনে করে কৌশল নূতন।
সম্রাট লিখিলা পত্র 'ধন্য হে আক্‌বর,
শত্রু-নাশে করিয়াছ কৌশল সুন্দর।
রাজপুত সহ মম বাধে যবে রণ,
করিও রাঠোরগণে ভীম আক্রমণ'।
সম্রাট এ পত্র লিখি গুপ্তচরে দিল,
দুর্গার শিবিরে দূত গোপনে রাখিল।
দুর্গাদাস এই পত্র পড়িল যখন,
বিশ্বাসঘাতক বলি বুঝিল যবন।
সসৈন্যে চলিয়া গেল ছাড়িয়া আক্‌বরে,
যত রাজপুত-সৈন্য আসে পরে পরে।
এইরূপে ভেদ-বীজ করিয়া রোপণ,
সম্রাটের মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ।
নাচে গানে ডুবেছিল আক্‌বর তখন,
জানে না কি সর্ব্বনাশ হইল ঘটন।
বুঝিয়া পিতার চক্র হইল স্তম্ভিত,
কিরূপে বাঁচাবে প্রাণ হইল চিন্তিত।
আক্‌বর আকুল হয়ে পুত্র-কন্যা-সনে,
শরণ লইল আসি রাঠোর-চরণে।
বলিলেন "কোন দোষ নাহিক আমার,
বুঝিতে পারনি কেহ পিতৃ-ব্যবহার।
হেন নিরাশ্রয় করি ত্যজিলে আমারে,
পাইবে না শান্তি কভু ধর্ম্মের বিচারে।
করিবে জনক মোরে সবংশে নিধন,
পাল রাজপুত-ধর্ম্ম, রক্ষহ জীবন।"
বুঝিল রাঠোরগণ সম্রাটের ছলে,
প্রতারিত হয়ে সব আসিয়াছে চ'লে।
রক্ষিতে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম বলে সর্ব্বজন,
আক্‌বরে আশ্রয় দিতে করিল মনন।
বলিলেন দুর্গাদাস "নাহি কোন ভয়,
প্রাণপণে তব রক্ষা করিব নিশ্চয়।"

শোণিঙ্গের মৃত্যু।[১]

আক্‌বরে আশ্রয় দিয়ে বীরেন্দ্র প্রধান,
রাজ্যের পশ্চিমভাগে করে অভিযান।
আক্রমিতে আরংজেবে করিলেন স্থির,
সম্রাট ভয়েতে কাঁপি হইল অস্থির।
নূতন কৌশল এক করিল বিস্তার,
আপনার জালে পাৎসা জড়িল এবার।
ভুলাইতে দুর্গাদাসে মোগল-ঈশ্বর,
পাঠাইয়া দিল অষ্ট সহস্র মোহর।
না রাখিল কপর্দ্দক বীর দুর্গাদাস,
আক্‌বরের প্রয়োজনে করিল নিকাস।
সৈন্য-দল মাঝে কিছু করে বিতরণ,
যুবরাজ হ'ল তাতে অতি প্রীত মন।
বৃথা ধন গেল ব্যয় না হইল কাজ,
আরঙ্গের শিরোপরে পড়ে যেন বাজ।
পুত্র, আর দুর্গাদাসে করিতে দমন
সসৈন্যে আরঙ্গজেব করিল গমন।
ঝালোরে আসিয়া পাৎসা হইল আকুল,
না পাইয়া দুর্গাদাসে বুঝিলেন ভুল।
মহাক্রোধে দিল্লীশ্বর জ্বলিয়া উঠিল,
কোরাণ ফেলিয়া দূরে দুঃখেতে কহিল।
"কি করিব মাথামুণ্ড লইয়া কোরাণ,
দুর্গার করেতে দেখি গেল ধন মান"।
আজিমে করিলা আজ্ঞা "থাক্ দেশজয়,
আক্‌বরে করিয়া হাতে শত্রু কর ক্ষয়।"
মারবার মধ্যে নয় হাজার নগর
হইয়াছে জনশূন্য মরু ভয়ঙ্কর।
ইনায়েৎ খাঁ দশ সহস্র সৈনিক
সঙ্গে করি যোধপুরে প্রবেশে নির্ভীক।
শোণিঙ্গ নামেতে দুর্গাদাস-সহোদর
রাঠোরের শ্রেষ্ঠ ছিল বীরত্বে প্রখর।
অগ্রজের করে রাজ্য করিয়া অর্পণ
দাক্ষিণাত্যে দুর্গাদাস করিল গমন।
শোণিঙ্গ সুমেরু সম দাঁড়ায় অটল,
নির্ম্মূল করিতে শত্রু করিল কৌশল।
ক্ষেমকর্ণ শিবদাস ভীম জৈতমল,
একত্র করিল সেনা সুবল প্রবল।
আরঙ্গ আজ্মীর ছাড়ি এলে কিছুদূর,
খাঁ সাহেবে অবরোধ করে যত শূর।
বিংশতি সহস্র সৈন্য পাঠায় সম্রাট
ইনায়েতে মুক্ত করি ঘুচাতে বিভ্রাট।
শোণিঙ্গ ধরিল রুদ্রমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
জুড়িল প্রচণ্ড রণ রাঠোর নিকর।
কামানের গোলা বর্ষিতেছে চারিধার,
মাঝখানে পড়ি পাৎসা দেখিল আঁধার।
লোভে সর্প ধ'রে গন্ধমুষিক যেমন
নাহি পারে উদ্গারিতে করিতে ভক্ষণ,
সেই দশা সম্রাটের ঘটিল কপালে,
নাহি পায় কোন কূল ঠেকিল জঞ্জালে।
শোণিঙ্গের ভয়ে পাৎসা সন্ত্রাসিত মন,
সন্ধি ভিক্ষা করি দূত করিল প্রেরণ।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি পাঞ্জা করিয়া অঙ্কিত
লিখিলেন সন্ধিপত্র আরংজেব ভীত।
'সাত হাজারীর পদ পাইবে অজিত
জাতির সম্মানে তার করিনু বিহিত।
আজমীর রাজ্য করিলাম প্রত্যর্পণ,
বীরেন্দ্র শোণিঙ্গ তাহা করিবে শাসন'।
শোণিঙ্গ বলিল "সন্ধি যবনের করে
লবণের বাঁধ যেন সিন্ধুর উদরে"।
পাৎসার দেওয়ান ছিল আরমেদী নামে
লজ্জিত হইয়া বলে সেই বীরধামে।
'ধর্ম্মসাক্ষী করি আমি করিনু শপথ,
সম্রাট রক্ষিবে সন্ধি-সর্ত্ত যথাযথ।

১—১৬৮২ খৃষ্টাব্দে শোণিঙ্গের মৃত্যু হয়।



আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক শিবাজী ও দুর্গাদাসের চিত্র দর্শন। ২৪৫ পৃষ্ঠা। (লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।)

নাহি করে সন্ধি যদি ধর্ম্ম হানি হয়,
সম্মত হইল বীর, আরঙ্গ বাঁচয়।
বুঝিলেন আরংজেব, দুর্গাদাস হ'তে
ভীষণ কণ্টক এই রহিয়াছে পথে।
মুক্ত হয়ে দিল্লীশ্বর, শোণিঙ্গ-নিধনে
নিযুক্ত করিল এক পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।
উচ্চারি মারণ-মন্ত্র দুর্লোভী ব্রাহ্মণ
করিলেন হোম-কুণ্ডে মরিচ ক্ষেপণ।
সন্ধির পরের দিন সেই মন্ত্রজালে
বিক্রমী শোণিঙ্গ বীর মরিল অকালে।
এইরূপে মহাশত্রু করিয়া নিধন
আরংজেব দাক্ষিণাত্যে করিল গমন।

খণ্ড যুদ্ধ।

শোণিঙ্গ-মরণে রাজ্যে উঠে হাহাকার,
কে আজ রক্ষিবে বল রাজার সংসার।
আরঙ্গের অত্যাচারে রাঠোর সকল
আবার উঠিল জ্ব'লে যেন দাবানল।
সংগ্রাম মুকুন্দ ছিল উচ্চ রাজপদে,
দেশের কল্যাণে আসে ছাড়ি সেইপদে।
হিন্দু মুসল্‌মানে পুনঃ বাজিল সমর,
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয় বহুতর।
কখন মুসলমান কভু হিন্দু হারে,
প্রাণপণে যুঝে, কেহ যুদ্ধ নাহি ছাড়ে।
দুর্গার তনয় ছিল তেজসিংহ নাম,
ত্বরায় মিলিল যথা মুকুন্দ সংগ্রাম।
ভালোত্র শিবাঞ্চা বলে করি অধিকার
পঞ্চভদ্র লুঠে, করে যবন সংহার।
বিধ্বস্ত করিল পুরমণ্ডল সুন্দর,
বলেতে লইল কাড়ি প্রাচীন মুন্দর।
পল্লী আক্রমণ করি বিক্রমী আঝলে
বহু সৈন্যদল সহ মারে রণস্থলে।
সমর হইল জয়তারণে ভীষণ,
যবনের শবে হ'ল পর্ব্বত সৃজন।
এইরূপে শত্রুসৈন্য করিয়া সংহার
রাঠোরের জয়ধ্বজা উড়িল আবার।
সে সব রণের কথা কি বর্ণিব আর,
করিয়াছে ভট্টকবি বর্ণনা তাহার।—
'হারায়ে সমস্ত সৈন্য হয়ে হীনবল
সংযত করিল রশ্মি অসুরসকল'।

চিত্র দর্শন।

মোগলের পরাজয় করিয়া শ্রবণ
দাক্ষিণাত্যে আরংজেব বিষাদে মগন।
দুর্গাদাস শিবাজীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজালে,
নিজ দোষে ঘটে তাঁর লাঞ্ছনা কপালে।
দুই নামে সম্রাটের ভয় হ'ত মনে,
দেখিত সে বীরমূর্ত্তি জাগ্রতে স্বপনে।
চিত্রকরে বলে পাৎসা "দেখি একবার,
অঙ্কিত করহ চিত্র বীর দু'জনার"।
শিবাজীর চিত্র আঁকিলেন চিত্রকর,—
উপবিষ্ট রহিয়াছে আসন উপর।
বীরবর দুর্গাদাস অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়ি
গোধূম রুটিকা এক ভল্লে বিঁধে ধরি,
জ্বালিয়া জনার কাষ্ঠ উত্তাপিত করে;—
আনিলেন দুই চিত্র সম্রাট-গোচরে।
শিবাজীর চিত্র হেরি আরংজেব বলে,
"ইচ্ছা কৈলে পারি তারে ধরিতে কৌশলে"।
দেখাইয়া দুর্গাদাসে কহে নরপাল,
"ঐ যে কুক্কুর মম হইয়াছে কাল"।

রাজদর্শন।[১]

অর্ব্বুদ পর্ব্বত-মাঝে কুমার অজিতে
শত্রু-ভয়ে দুর্গাদাস রাখে সাবহিতে।

১—১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দারেরা রাজার সহিত মিলিত হয়।

রাঠোর-সর্দ্দারগণ বহু বর্ষ ধ'রে
আত্ম-রক্ত দিয়ে শিশু-রাজ্য রক্ষা করে।
শয্যায় পড়িয়া মরে নাই কোন বীর,
করিয়াছে দেশ রক্ষা ঢালিয়া রুধির।
পাৎসার প্রসাদে তুচ্ছ করিয়া সর্দ্দার
প্রবেশিল দলে দলে কানন-মাঝার।
অনাহারে অনিদ্রায় থাকি বনবাসে
পঞ্চবিংশ বর্ষ কষ্ট সহে অনায়াসে।
দেশ-রক্ষা ধর্ম্ম-রক্ষা রাজা রক্ষিবারে
হেন আত্ম-ত্যাগ অতি বিরল সংসারে।
সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে নিশ্চয়,
বিধাতা কাহারো কাছে ঋণী নাহি রয়।
প্রবল মোগল-শত্রু করিয়া দমন
চাহে সবে রাজ-পদ করিতে দর্শন।
কুম্পাবৎ উদাবৎ যোধ মৈরতীয়,
চম্পাবৎ আদি সব সর্দ্দার বংশীয়,
প্রতিজ্ঞা করিল নাহি খাবে অন্নজল,
নাহি দেখে যদি রাজ-চরণ-কমল।
হেন রাজ-ভক্তি অতি জগতে বিরল,
জানি না কোথায় আছে উপমার স্থল।
অগত্যা মুকুন্দ সঙ্গে করি বীরগণ
চৈত্র সংক্রান্তির দিনে করিল গমন।
রাজারে দেখিতে সবে হয়ে উল্লসিত
আবুগিরি মাঝে আসি হয় উপনীত।
রাজ-পদ দেখি সবে সানন্দ-হৃদয়,
সূর্য্য হেরি পদ্ম যথা বিকসিত হয়।
মণি মুক্তা অশ্ব গজ রাজার চরণে
বহু উপহার দিল ভক্তিযুক্ত মনে।
রাজারে লইয়া সঙ্গে চলিল সর্দ্দার,
আহোবে আসিয়া সবে করে দরবার।
টিকাডোর আয়োজন হইল সে দেশে,
রাজ্য জয় করিবারে ছুটে অবশেষে।

পথি-মাঝে রায়পুর বারুন্দ ভিলার
অধিকার করি পায় পূজা উপহার।
পোকর্ণ পুরীতে রাজা পশে ভাদ্রমাসে,
দক্ষিণাত্য হ'তে বীর দুর্গাদাস আসে।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যথা ভরা কূলে কূলে,
আনন্দ উচ্ছ্বাস তথা উঠে হিন্দুকুলে।

দুর্গাদাসের পরিণাম।

সেনাপতি ইলাবেৎ কহিল সম্রাটে,
"এইবার ঠেকিলাম বিষম বিভ্রাটে।
রাজাহীন ছিল, তবু বহু বর্ষ ধরি
যুঝিল সর্দ্দারগণ বিক্রমে নির্ভরি।
রাজা পেয়ে হ'ল তারা দ্বিগুণ প্রবল,
দমন করিতে সবে করহ কৌশল"।
মহম্মদশাহ নামে ছিল একজন,
যশোর তনয় বলি করিল মনন।
বহু সৈন্য সঙ্গে করি পাঠায় সম্রাট,
প্রবেশিয়ে যোধপুরে নিতে রাজপাট।
সাধের গুড়েতে বিধি শুষ্ক বালি ঢালে,
পথে মরে মহম্মদ অভিযানকালে।
দুর্গাদাস প্রতিশোধ লইতে তাহার
আক্রমিল আজমীর ছাড়িয়া হুঙ্কার।
সেফি খাঁ নামে তথা প্রতিনিধি ছিল,
অজিতের বাহু-বলে মাথা নোঁয়াইল।
ধন রত্ন অশ্ব বহু করিয়া অর্পণ
লইলেন অজিতের চরণে শরণ।
সংবাদ পাইয়ে তার বিষাদে ঘৃণায়,
সেফীরে নারীর বালা সম্রাট পাঠায়।
মহাবলে বলীয়ান দেখিয়া অজিত
ভয়েতে বিহ্বল পাৎসা হয় রোমাঞ্চিত।
আক্‌বরের কন্যা ছিল পরমা সুন্দরী,
দুর্গার আশ্রয়ে থাকে বিপদেতে পড়ি।

ক্রমেতে অজিতসিংহ বয়স্ক হইল,
পাৎসার নাতিনী হেতু আশঙ্কা বাড়িল।
এতদিনে না হইল তাহার উদ্ধার,
কি করিবে বৃদ্ধ কূল নাহি পায় তার।
লিখিলেন দুর্গাদাসে "শুন বীরবর,
নাতিনীরে অর্পি মোর মান রক্ষা কর।
ছেড়ে দিনু অজিতের পিতৃ-সিংহাসন,
সেনাপতি-পদে তোমা করিনু বরণ"।
উত্তরিলা দুর্গাদাস "নিবেদি জনাব,
কিসে বুঝ এত নীচ আমার স্বভাব।
রক্ষিতে নারীর মান নাহি চাহি দান,
করিব রমণী রক্ষা ধর্ম্মের বিধান।
আমি রাজপুত জাতি, না করিও ত্রাস,
নারীর সম্মান বুঝে ক্ষত্র দুর্গাদাস।
নাহি চাহি উচ্চপদ, তুষ্ট হলে তুমি,
শিবাঞ্চি ঝালোর দাও মোর জন্মভূমি"।
সযতনে নাতিনীরে পাৎসার গোচর
সম্ভ্রমে পাঠায়ে দিল দুর্গা বীরবর।
দুর্গার মহত্ব কথা নাতিনী-নিকটে
শুনিয়া প্রশংসা পাৎসা করে অকপটে।
রক্ত-দানে দেশ ধর্ম্ম রক্ষে দুর্গাদাস,
লোকে বলে শেষে তার হয় বনবাস।
নাহি জানি দুর্গাদাস কোন্ দোষ করে,
জানি না অজিত কেন সেই ভ্রমে পড়ে।
গ্রন্থপাঠে নাহি পাই কোনই প্রমাণ,
এক কবি-গাথা শুধু করে সাক্ষ্য দান।

"দুর্গা দেশ কারষিয়া
গোলা গাঙ্গনী"

অর্থ—

"দুর্গাদাস দেশ হ'তে হয় নির্ব্বাসিত,
গাঙ্গনী গোলাম-করে হইল অর্পিত।"

দুর্গারে অমর রাণা আশ্রয় প্রদানে,
দৈনিক পাঁচশ' মুদ্রা রাখে বৃত্তিদানে।

অজিতের রাজ্য লাভ [১]।

নাতিনী পাইল পাৎসা দুর্গার কৃপায়,
দুর্ভাগ্য অজিত তার রাজ্য নাহি পায়।
ভাণ্ডারীর ফাটে বুক দাতা করে দান,
হিংসাময়ী ধরণীর বিচিত্র বিধান।
জাফর খাঁ যোধপুরে প্রতিনিধি ছিল,
অজিতেরে রাজ্য তার ছাড়িয়া না দিল।
দ্রুণারে বাজিল যুদ্ধ হিন্দু ও যবনে,
অজিত হইল জয়ী সেই মহারণে।
বিজয়ী অজিত যোধপুরে প্রবেশিল,
নানা উপহারে পূজা দেবতারে দিল।
পঞ্চ দ্বারে পঞ্চ মেষ দিল বলিদান,
দেব-দ্বিজে করিলেন অশেষ সম্মান।
ষড়বিংশ বর্ষ ধরি করিয়া সংগ্রাম
অজিত হইল আজি পূর্ণ মনস্কাম।
হিন্দুর আনন্দ-দিন হ'ল উপনীত,
হইলেন মুসলমান ভয়েতে কম্পিত।
যবন পলায় ত্রাসে ধরি ছদ্মবেশ,
কেহ বা শরণ লয় কাতর অশেষ।
প্রাণের মায়ায় নরে করিলে আকুল,
কোথায় পালাবে ধর্ম্ম নাহি পায় কূল।
মোল্লাগণ শ্মশ্রুরাজি করিয়া মুণ্ডন
জপমালা করে করি করিছে ভ্রমণ।
জাহ্নবী সলিলে ধৌত করি যোধগড়,
পবিত্র করিল পুরী রাজা অতঃপর।

১—১৭১৬ খৃষ্টাব্দে অজিত যোধপুর অধিকার করেন।

কোথা সীতারাম, হর গোবিন্দ কোথায়,
উল্লাসেতে হিন্দুগণ নেচে নেচে গায়।
পড়িল আঘাত শেষ আরঙ্গের প্রাণে,
ভেঙ্গে চুরে গেল হৃদি ঘোর অপমানে।
মরিলেন অনুতাপে, বুঝিলেন সার—
রাজা প্রজা ক্রীড়নক বিশ্ববিধাতার,
সকলে তাঁহার ইচ্ছা করিছে পূরণ,
ভ্রান্তিবশে করে জীব বাহু আস্ফালন।

বাহাদুরশাহ।

মরিলেন আরঙ্গজেব, তাঁর পুত্রগণ
রাজ্যতরে জুড়িলেন সমর ভীষণ।
মৌজাম সমর-ক্ষেত্রে ভ্রাতৃ-বধ ক'রে,
সম্রাট হইল বাহাদুর নাম ধ'রে।
অজিত যবনগণে করি অত্যাচার
করিয়াছে মারবার-রাজ্য অধিকার।
বাহদুরশাহ তার দিতে প্রতিশোধ
আক্রমণ করে রাজ্য লয়ে বহু যোধ।
সসৈন্যে অজিতসিংহ হল অগ্রসর,
উদ্যত হইল হিন্দু যবনে সমর।
সন্ধি করিবারে দূত করিয়া প্রেরণ
বাহাদুরশাহ ছলে থামাইল রণ।
অজিত আনন্দপুরে সম্রাটের পাশে
আনন্দিত হয়ে সন্ধি করিবারে আসে।
সম্রাট মৈরব খাঁয়ে পাঠায়ে সদলে
গোপনেতে যোধপুর লইলেন ছলে।
সম্রাটের কুটিলতা করিয়া দর্শন
ক্রোধেতে অজিত হ'ল আরক্ত নয়ন।
কি করিবে নিরুপায় সময় অতীত,
চলিলেন দাক্ষিণাত্যে পাৎসার সহিত।

অম্বরের পতি জয়সিংহ-রাজ্য হ'রে,
তাঁহারেও বাহাদুর লয় সঙ্গে ক'রে।
নর্ম্মদার তীরে আসি হলে উপনীত,
অম্বর ও রাঠোর-পতি হইল মিলিত।
তুচ্ছ করি সম্রাটেরে স্ব স্ব সৈন্য নিয়ে
আপনার রাজ্যপানে আসিল চলিয়ে।
যার লাঠি তার মাটি সত্যকথা বটে,
সম্রাট চাহিয়ে রৈল পড়িয়ে সঙ্কটে।
ত্রিংশত সহস্র সৈন্যসহ রাজাদ্বয়
আসে শুনি মৈরবের কম্পিত হৃদয়।
যোধপুর ছাড়ি ভয়ে দ্রুত পলাইল,
আনন্দে অজিতসিংহ সিংহাসন নিল।
অজিত লইয়া বলে রাজ্য আপনার
ছুটিল মোগল-রাজ্য লইতে আবার।
অজমীরে রাজদ্বয় হ'লে উপনীত,
যবন শাসন-কর্ত্তা হয়ে সন্ত্রাসিত
মজিদে শরণ লয় ফকিরের পায়,
পণ দিয়ে অজিতেরে প্রাণে রক্ষা পায়।
অজমীর জয় ক'রে সম্বরের তীরে,
তথায় ভীষণ যুদ্ধ করিল দু'বীরে।
হোসেন হাজার ছয় সেনাসহ মরে
অবশিষ্ট প্রাণ নিয়ে পলাইল ডরে।
পলায় যবন ভয়ে ছাড়িয়া অম্বর,
বসাইল জয়সিংহে সিংহাসনোপর।
তার পর ইন্দ্রসিংহে করি আক্রমণ
লইলেন নাগোরের রাজ-সিংহাসন।
জয়ের পরেতে জয় দেখিয়া সম্রাট
গণিলেন মনে মনে বিষম বিভ্রাট।
দাক্ষিণাত্য ছাড়ি' পাৎসা আসিয়া অচিরে
অজিতে সন্ধির তরে ডাকিল অজ্মীরে।
রাজা ব'লে মানিলেন অজিতে ও জয়ে,
বন্ধুত্ব স্থাপন করি' মিলিল উভয়ে।

সম্রাটের সহ সন্ধি করিয়া বন্ধন
যাত্রা করে করিবাঁরে পুষ্কর দর্শন।
কুরুক্ষেত্র-তীর্থে আসি' পুষ্কর হইতে
ভীষ্মকুণ্ডে করে স্নান আনন্দিত চিতে।

ভীষ্মকুণ্ড।

সম্রাট ক্ষত্রিয়-কন্যা বিয়ে ক'রেছিল,
জায়া-সহ কুরুক্ষেত্র-তীর্থেতে আসিল।
ভীষ্মকুণ্ড-তীরে এক তরুর ছায়ায়
শিবির পাতিয়া পাৎসা রহিল তথায়।
চঞ্চুপুটে করি' অস্থি গৃধ্র মনোহর
উড়ে আসি' বসে তরু-ডালের উপর।
কুণ্ডমাঝে অকস্মাৎ প'ড়ে গেল হাড়,
মানুষের মত গৃধ্র হাসে চমৎকার।
চেয়ে রৈল রাজা রাণী স্তম্ভিত অন্তরে,
কহিতে লাগিল গৃধ্র সকরুণ স্বরে।
"জন্মান্তরে ছিনু আমি যোগিনী রাজন্,
কুরুক্ষেত্র-রণে খাই প্রাণী অগণন।
ছিন্ন হস্ত নিয়ে আসি' খাইবার তরে,
সুবর্ণ বলয় ছিল বেড়ি' সেই করে।
ত্রয়োদশ শিবলিঙ্গ ছিল সে বলয়ে,
মাংস খেয়ে বালা কুণ্ডে ফেলি সে সময়ে
গৃধ্র-কুলে তারপর হইল জনন
কুণ্ডে আসি' সেই কথা হইল স্মরণ।"
বিস্মিত হইয়া পাৎসা করিলা আদেশ,
সিঞ্চিতে কুণ্ডের জল করিয়া নিঃশেষ।
পালিত হইল আজ্ঞা, ভ্রম হ'ল দূর,
শিবলিঙ্গসহ বালা পায় বাহাদুর।
এক লিঙ্গ পাৎসা হ'তে লইল অজিত,
দুই লিঙ্গ জয়সিংহ হইল প্রার্থিত।

যোধপুরে গিরিধারী-মন্দির ভিতরে
স্থাপিল অজিতসিংহ মূর্ত্তি ভক্তিভরে।
গোবিন্দ-মন্দিরে এক জয়সিংহ রাখে,
শিলাদেবী-মন্দিরেতে অন্য লিঙ্গ থাকে।
এখনো সে লিঙ্গত্রয় আছে বিদ্যমান,
ভক্তিভরে রাজপুত পূজা করে দান।

অজিতের কন্যাদান।

বাহাদুরশাহ স্বর্গে করিলে গমন,
আসিল দিল্লীতে ভ্রাতা সৈয়দ দু'জন।
মোগলের সিংহাসন পণ্য কৈল তা'রা,
কে কবে বসেন কেহ নাহি পায় শাড়া।
ক'রেছি মিবার-কাণ্ডে বর্ণনা তাহার,
সৈয়দ ভ্রাতার কথা কি বলিব আর।
মহা পরাক্রমী ছিল সেই ভ্রাতাগণ,
কাঁপিত তা'দের ভয়ে দিল্লী-সিংহাসন।
সম্রাট করিল শেষে ফিরকসিয়রে,
অজিতের তেজ দেখি' সৈয়দ শিহরে।
সৈয়দ ভাবিল মনে সম্রাটের সনে
অজিত মিলিলে বিঘ্ন হ'বে অনুক্ষণে।
সম্রাটে অজিতে তাই বাধাতে বিবাদ,
কূটচক্রী সৈয়দেরা পাতিলেন ফাঁদ।
সৈয়দ লইয়া সঙ্গে সংখ্যাতীত যোধ
ভীম বলে যোধপুর করে অবরোধ।
ভীষণ সংগ্রাম ফলে বহু বর্ষ ধ'রে
করিয়াছে বীর-শূন্য রাজ্য মারবরে।
কি করে অজিতসিংহ হইল চিন্তিত,
মহা বলবান শত্রু দ্বারে উপস্থিত।
সৈয়দ বলিল "শুন মারবার-পতি,
মোর সনে দ্বন্দ্ব কৈলে হ'বে বড় ক্ষতি।

ভাল চাও, সম্রাটেরে কর কন্যা দান ;
শরীর বন্ধক রাখি' পুত্র গুণবান্
সম্রাট-সভায় যদি হয় উপনীত,
নগর ছাড়িয়া চ'লে যাইব ত্বরিত।"
কি করে অজিতসিংহ, যদি করে রণ
মারবার-রাজ্য মূলে হইবে নিধন।
জয়সিংহে অম্বরের দিল সিংহাসন,
সৈয়দের পদ ভয়ে করিছে লেহন।
নিরুপায় হ'য়ে রাজা সৈয়দ সহিত
প্রজার কল্যাণে সন্ধি করিলা বিহিত।
ফিরকসিয়রে কন্যা করিল অর্পণ,
তনয় অভয় করে দিল্লীতে গমন।
সম্রাট অভয়সিংহে করিয়া সম্মান
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি পদ করিলেন দান।
কিরূপে যবনগণে করিবে দমন,
প্রতিশোধ দিয়ে কিসে শান্ত করে মন,
অহরহঃ অজিতের সেই চিন্তা হয়,
পূর্ব্ব কথা স্মরি' তাঁ'র বিদরে হৃদয়।
শৈশবে রাঠোরগণ করি' আত্ম-দান
ক'রেছিল অজিতের রক্ষা ধন প্রাণ।
সে বীরের স্মৃতি-স্তম্ভ করিয়া দর্শন
অজিত অজস্র অশ্রু করে বরষণ।
অনিচ্ছায় কন্যাদান, গোহত্যা, জিজিয়া,
ধর্ম্মনাশ হেরি' ফাঠে অজিতের হিয়া।
সুযোগ তাহার আসি' হ'ল উপনীত,
স্বকার্য্য সাধিতে চেষ্টা করিল ত্বরিত।
সম্রাট সৈয়দ-করে হ'য়ে জ্বালাতন
ভাবিলেন বিড়ম্বনা দিল্লী-সিংহাসন।
কিরূপে পাইবে ত্রাণ তাহাদের করে,
ফিরকসিয়র বহু ষড়যন্ত্র করে।
সেই হেতু বাজে দ্বন্দ্ব সম্রাটে সৈয়দে,
সৈয়দ শরণ নি'ল অজিতের পদে।
অজিত-সৈয়দ সৃষ্টি করি' মহাবল
ফিরকের সিংহাসন দিল রসাতল।
মহম্মদশাহে তাঁ'রা দিল সিংহাসন,
সম্রাট তা'দের হ'ল আশ্রিত এখন।
অজিতের বাহুবলে করিয়া সম্মান
সম্রাট আমদাবাদ করিল প্রদান।
ফিরকের পক্ষে ছিল অম্বর-ঈশ্বর,
সৈয়দ তাঁহার প্রতি হয় ক্রুদ্ধতর।
জয়সিংহ ভীত হ'য়ে কাঁপে থর থর,
থালায় বাহিত জল সম পড় পড়।
অজিতে কহিল যত অম্বর সর্দ্দার,
"প্রভুরে না কর রক্ষা, মরণ তাহার।"
কৃষ্ণ করিলেন যথা অর্জ্জুনে রক্ষণ,
জয়সিংহে করে রক্ষা অজিত তেমন।
একেরে করিল রক্ষা, আরে সিংহাসন
দিলেন অজিতসিংহ, সবে তুষ্ট হ'ন।
সৈয়দ শাহারে করে মোগল-ঈশ্বর,
তিষ্ঠিতে না পারে সেও সিংহাসনোপর।
তা'দের জ্বালাতে পাৎসা হইয়ে জর্জ্জর,
ষড়যন্ত্র করি' বধে সৈয়দে পামর।
মোগলের মহাশত্রু হইল নিধন,
পাত্র কোথা রক্ষা করে দিল্লী-সিংহাসন ?

— —

অজিতের অজমীর অধিকার[১]।

বুদ্ধি-দোষে মহম্মদ বুঝে বিপরীত,
হারাইবে রাজ্য তাঁ'র থাকিলে অজিত।
সৈয়দে করিয়া হত মোগল-ঈশ্বর
অজিতে করিতে বধ হইল তৎপর।
শুনিয়া অজিতসিংহ সেই সমাচার
ক্রোধেতে জ্বলিয়া উঠে ছাড়িয়া হুঙ্কার।

১—১৭২১ খৃষ্টাব্দে অজিত অজমীর অধিকার করেন।

অসি নিষ্কোষিত করি' করিলা শপথ,
অজমীর নিয়ে শান্তি দিবে মনোমত।
দ্বাদশ দিনের মধ্যে বীর মহাবল
অজমীর-রাজ্য বলে করিল দখল।
পলাইল রাজ্য ছাড়ি' ভয়েতে যবন,
মোগলের প্রতিনিধি হইল নিধন।
মজিদ ভাঙ্গিয়া করে মন্দির স্থাপন,
কোরাণের স্থলে হয় পুরাণ পঠন।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে অজমীরের ভিতরে,
হোম কুণ্ড জ্বলে, দ্বিজ মন্ত্রপাঠ করে।
অজমীরে হিন্দুধর্ম্ম করিয়া স্থাপিত
রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিল অজিত।
দিদোবান অম্বরের লবণের হ্রদে
অধিকার করি' রাজা নি'ল বীরমদে।
মস্তকেতে রাজ-ছত্র করিল ধারণ,
স্বাধীন হিন্দুর রাজ্য করিল স্থাপন।
মরু হ'তে মুসলমান্-ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত,
ইরাণে মক্কায় হ'ল সর্ব্বত্র ঘোষিত।

অজিতের সন্ধি[১]।

অজমীর হিন্দু-রাজা করেন শাসন,
সম্রাট উঠিল জ্ব'লে ক্রোধেতে ভীষণ।
মজফরে সেনাপতি করি' মহম্মদ
অজমীরে পাঠাইল করি' বীরমদ।
বলেতে সম্রাট-সৈন্য করিতে দমন
অজিত অভয়সিংহে করিল প্রেরণ।
ত্রিংশত সহস্র অশ্বারোহী সেনা নি'ল,
সামন্ত সহায় করি' অভয় ছুটিল।

কাপুরুষ মজফর পলাইল ডরে,
ছুটিল অভয়সিংহ বীরমদভরে।
সাজিহানপুর সহ রেবারী পত্তন,
নারনোল আদি দেশ করিল লুণ্ঠন।
যবনের চিহ্ন নাহি রহে চারিপাশে,
পাদুকা ছাড়িয়া সবে পলাইল ত্রাসে।
গৃহে গৃহে অগ্নিরাশি করে প্রজ্জ্বলিত,
দিল্লী-সিংহাসন হ'ল ভয়েতে কম্পিত।
যবন-বিনাশী বলি' মুসলমানকুল
উপাধি দিলেন তাঁ'রে বলি' 'ধনকুল'।
এরূপে যবন-বংশ করিয়া ত্রাসিত,
পিতার চরণে আসি' হ'ল উপনীত।
কশ্যপের সহ সূর্য্য মিলিল যেমন,
হইল অজিত সহ অভয়-মিলন।
সম্রাট অভয়-করে হইয়া লাঞ্ছিত,
ভীষণ সমর-সজ্জা করিল ত্বরিত।
সাম্রাজ্যের দ্বাবিংশতি প্রতিনিধি-পাশে
যত সৈন্য ছিল যা'র সঙ্গে করি' আসে।
জয়সিংহ ইরাদৎ হাইদরকুলি
যত বীর ছিল রাজ্যে আ'সে ধ্বজা তুলি'
চারি মাস অজমীর করি' অবরোধ
রহিল চৌদিকে মোগলের যত যোধ।
অজিতের বাহুবলে শত্রু-সৈন্যগণ
না পারে পশিতে দুর্গে, চাহে অনুক্ষণ।
রক্ষিতে পাৎসার মান অম্বরের পতি
সন্ধি করিবারে আশু করিলেন মতি।
কোরাণ পরশ করি' ওমরাওগণ
বলিলেন সন্ধি-সর্ত্ত হ'বে না লঙ্ঘন।
সন্ধি-সূত্রে অজমীর সম্রাটের করে,
দিলেন অজিতসিংহ সমর্পণ ক'রে।

১—১৭২৩ খৃষ্টাব্দে অজিতের সহিত সম্রাটের সন্ধি হয়।

অজিতের মৃত্যু।[১]

সম্রাটের সহ সন্ধি হইলে বন্ধন
অভয়ে দেখিতে পাৎসা করিল মনন।
কহিলেন জয়সিংহ "শুনহ অভয়,
সম্রাট-শিবিরে যেতে হইবে নিশ্চয়।
প্রমাণ করহ কৈলে বশ্যতা স্বীকার,
কোন ভয় নাই, আমি প্রতিভূ তোমার।"
অভয় নির্ভয়ভাবে কহিলা তখন,
"অসিই প্রতিভূ মম, ভয় কি কারণ?"
অভয় সম্মত হ'লে, মোগল-ঈশ্বর
সম্মানে সভায় তাঁ'কে ডাকে অতঃপর।
করিল অভয় যেই কাণ্ড সংঘটন,
অমরসিংহেরে মনে পড়িবে এখন।
পাৎসার দক্ষিণে স্থান পাইত অজিত
পিতৃ-প্রতিনিধি বলি' হইয়া গর্ব্বিত,
সিংহাসন-সোপানেতে করি' পদার্পণ
পিতার আসনে পুত্র করিছে গমন,
আমীর দেখিয়া তাহা করিল বারণ ;—
অভয় অসিতে হস্ত করিল অর্পণ।
অভয়ের ক্রোধ দেখি' কাঁপিয়া সম্রাট
কৌশল করিয়া আশু থামায় বিভ্রাট।
সম্রাট হীরক-হার গলা হ'তে খুলি'
অভয়সিংহের গলে নিজে দিল তুলি'।
অভয় হইল শান্ত ঘুচিল আপদ,
সভায় না বহে আর শোণিতের নদ।
দিল্লী হ'তে পিতৃ-রাজ্যে করিয়া গমন
ডুবাইল রাঠোরের গৌরব-তপন।
রাজ্য-লোভে ভ্রাতা ভক্তে করি' উত্তেজিত
অকালে পিতার মৃত্যু ঘটায় ত্বরিত।
গর্ভ হ'তে মৃত্যুকাল রণে আর বনে,
অজিত করিল কত কষ্ট অনুক্ষণে।
জীবন-মধ্যাহ্নে পঁয়তাল্লিশ বছরে
ছাড়িল সাধের রাজ্য পুত্র-রোষে প'ড়ে
আর কত কাল যদি থাকিত অজিত
মারবার ইতিহাস হ'ত বিপরীত।
অজিত মরণে দেশে কত ক্ষতি হয়,
শুন কবি-গাথা, তবে হইবে প্রত্যয়।

"ভক্ত ভক্ত বৈরা
কেঁও মারা অজমল,
হিন্দুয়ানীকা শিওরা
তুর্কাণীকা শাল।"

অর্থ—

"রে ভক্ত, তুর্কীর শাল হিন্দুর তপন
কেন বল অজমলে[১] করিলি নিধন?"

অজিতের সৎকার।

চারিদিকে হাহাকার কাঁদে প্রজা অনিবার—
"ধর্ম্ম রক্ষা কে করিবে বল,
জন্মভূমি-রক্ষা তরে কে ডাকিবে উচ্চৈঃস্বরে
আমাদের রবি অস্ত হ'ল।"
সতর হাজার সৈন্য কাঁদে ভা'বি নিজ দৈন্য,
সামন্তেরা কাঁদিয়া আকুল,
পূর্ণিমায় অমানিশে, অমৃতে গরল মিশে,
বিধাতার কেন হেন ভুল।
বহিতে রাজার দেহ নির্ম্মায় তরণী কেহ
কেহ বহে কর্পূর চন্দন,
কেহ তুলা কেহ ঘৃত কেহ হরি-পদামৃত
গন্ধ দ্রব্য করে আয়োজন।

১—১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অজিতের মৃত্যু হয়।

১—অজমল=অজিত।

ভট্টি-রাণী দুই তাঁ'র তুয়ার মহিষী আর
চৌহানী সৌরাণী মৃগবতী
লইয়া হরির নাম ছাড়িল রাজার ধাম,
অনলে পশিতে ছয় সতী।
পতির চরণ ধরি' কহিলা মিনতি করি'
দয়া কর শ্রীমধুসূদন,
আজীবন যা'র সনে সেবিতে সে পতি-ধনে
পদে পদে করিব গমন।
তুমি বাঞ্ছাময় হরি দাও বাঞ্ছা পূর্ণ করি'
আনন্দে আনন্দ-ধামে যাই,
অকূলে কাণ্ডারী তুমি, পতিত-পাবন তুমি,
তব নামে তরিবারে চাই।
ধেয়ে উন্মাদিনীবৎ আরো অষ্টপঞ্চাশৎ
ভার্য্যা এসে পড়িল চরণে,
পূরী-রক্ষী হেরি' দুঃখে বলিলা বিষণ্ণ মুখে
শোকাতুরা যত রাণীগণে।
"মরণ সুখের নহে দুঃখ বহু তা'তে রহে,
সঙ্কল্প করহ পরিহার;
চন্দন শীতল অতি, অনল পরশে সতি,
অগ্নিসম হয় স্পর্শ তা'র।
রবির কিরণধারা সহিতে পারেনি যা'রা,
কেমনে সহিবে চিতানল!
পলাইলে পেয়ে ডর কলঙ্ক হইবে বড়,
চিন্তা কর জননি সকল।"
সকলেই সমস্বরে কহে পুরী-রক্ষীবরে
"কেন মিছে করিছ বারণ?
সকলি সহিতে পারি জগত ভুলিতে পারি
পতি-পদে লইতে শরণ।'
জগত যমের ভোজ্য কেহ তা'র নহে ত্যজ্য
দুই দিন আগে আর পরে,
তবে বল বাছাধন একা রহি কি কারণ
পতি-পদ পরিহার ক'রে?
আক্রমিবে ব্যাধি জরা শয্যায় রহিব মরা
ভুলি' ইষ্টমন্ত্র পতি-নাম,
এ সুযোগ কেন ছাড়ি? সজ্ঞানে মরিতে পারি
হরি ব'লে ছাড়ি' মর্ত্ত্যধাম।
বাছারে করোনা জেদ করিও না বৃথা খেদ,
রাজা যা'বে রাণী কি রহিবে?
আসিয়াছে ঘোর কলি আজ্ঞা কর যাই চলি'
অনলেতে অনল নিভিবে"।
হরি ব'লে উচ্চ রবে শ্মশানে চলিল সবে
রাজ-শব সম্মানে বহিয়া,
উঠে ঘন হরিবোল উঠিল ক্রন্দনরোল
শোক-বাদ্য উঠিল বাজিয়া।
তিলক কপালতলে তুলসীর মালা গলে
স্নান অন্তে হইয়া সজ্জিত,
প্রতীক্ষা করিছে সতী বুকে নিতে প্রাণ-পতি,
কবে অগ্নি হ'বে প্রজ্বলিত।
জ্বলে চিতা ব'লে হরি চরণে প্রণাম করি',
একে একে ঝাঁপে' রাণীগণ,
রঙ্গিল মেঘের বুকে তারাগণ হাসি মুখে
দীপ্তি ভরা লুকায় যেমন।

রাজা অভয়সিংহ।

অভিষেক।[১]

ভূপতি অজিতসিংহ গেলে স্বর্গপুরে,
তনয় অভয় রাজা হয় যোধপুরে।
অভিষেক মহোৎসব হ'ল হস্তিনায়,
ললাটেতে রাজটিকা সম্রাট পরায়।
স্বর্ণ-কোষ-বদ্ধ অসি বাঁধি' কটিদেশে
হীরক মুকুট শিরে পরাইল শেষে।

১—১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে অভয়সিংহ রাজা হয়।

নানা উপহার ছত্র চামর সুন্দর,
মণি মুক্তা আদি গন্ধদ্রব্য মনোহর,
নাগোর শাশন-ভার করি তাঁ'রে দান
সম্রাট করিল বীরে উচিত সম্মান।
অভিষিক্ত হ'য়ে রাজা রাজ্যে আ'সে ফিরে,
কুলবধূ সুহেলিয়া গায় কুম্ভ-শিরে।
বসিয়া অভয়সিংহ পিতৃ-সিংহাসনে
বহু ধন করে দান কবি ও চারণে।
রাঠোর সামন্তে বহু দিল উপহার,
পুরোহিতে ভূমি-বৃত্তি দিলেন অপার।

নাগদুর্গ বা নাগোর অধিকার।

অজিতের খুল্লতাত উদ্ধত অমরে
স্বভাবের দোষে পিতা রাজ্যচ্যুত করে।
অমর দিল্লীতে আসি' আশ্রয় লইল,
দয়া ক'রে পাৎসা তাঁ'রে নাগোর অর্পিল
সভা-মাঝে সাজাহানে করি' আক্রমণ
শু'নেছ করিল কিবা কুকাণ্ড ভীষণ।
মহামতি সাজাহান পিতৃ-দোষ ভুলি'
পুত্র-করে পিতৃ-রাজ্য দিয়েছিল তুলি'।
না হ'লে রাজার মন মহৎ এমন,
রাজপদে শান্তি সুখ থাকে না কখন।
ন্যায়-স্নেহ-তৈল যেই রাজা করে দান,
তাঁহার মুকুট-দীপ হয় না নির্ব্বাণ।
পশুবল হ'তে শ্রেষ্ঠ প্রীতি-আলিঙ্গন,
অসিতে দমন করে, মহত্ত্বে আপন।
সম্রাটের ব্যবহারে হ'য়ে লজ্জানত
রহিল অমর-পুত্র চির-অনুগত।
ইন্দ্রসিংহ নামে ছিল অমর-নন্দন,
ভোগিত নাগোর সেবি' পাৎসার চরণ।
অভয়ের অভিষেককালে মহম্মদ
অর্পিল ইন্দ্রের রাজ্য অভয়ে দুর্ম্মদ।
হোলীখেলা করি' শেষ মাববার-পতি
করিবারে রণ-সজ্জা করে অনুমতি।
চতুরঙ্গ সৈন্য ল'য়ে বীরেন্দ্র অভয়
যাত্রা করে নাগ-দুর্গ করিবারে জয়।
সসৈন্যে অভয়সিংহ আসে যবে দ্বারে,
দেখাইল ইন্দ্রসিংহ সনন্দ তাঁহারে।
অভয় সনন্দ-বলে করেছে গমন,
বাহুতে অসীম বল সেনা অগণন,
ভ্রুক্ষেপ না করি' ক্ষুদ্র ইন্দ্রের বচনে
প্রবেশিল রাজ্য-মাঝে স্বীয় সৈন্যসনে।
পলাইয়া গেল ইন্দ্র ছাড়ি' সিংহাসন,
নাগোর অভয়-করে করিয়া অর্পণ।
অভয় অনুজ ভক্তে অর্পি' রাজ্য-ভার
আসিলেন স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আবার

অভয়সিংহের বীরা [১] গ্রহণ।

দাক্ষিণাত্যে সাহাজাদী জঙ্গলী প্রবল
জ্বালিল প্রচণ্ড তেজে বিদ্রোহ-অনল।
ল'য়ে পরাক্রমী ষষ্টি সহস্র সৈনিক
মালব সুরাট-রাজ্য আক্রমে নির্ভীক।
গিরিধর বাহাদুর ইব্রাহিম্ রুস্তম
জঙ্গলীর করে সবে রণে গেল ঘুম।
কোটি মুদ্রা সঙ্গে দিয়ে বহু সৈন্য সনে
বুলন্দে পাঠায় পাৎসা বিদ্রোহ-দমনে।
কি করিল খাঁ সাহেব শুন অতঃপর,
জঙ্গলীর সহ সন্ধি করে বীরবর।

১—বীরা = পান।

বিদ্রোহ দমিতে যেয়ে বিদ্রোহী হইল,
আপনারে রাজা বলি' ঘোষণা করিল।
সতর হাজার দেশ সহিত গুর্জ্জর
শিরবুলন্দ্ করে ভোগ হ'য়ে অধীশ্বর।
যত প্রতিনিধি রাজ্য করিত শাসন,
সকলে খাঁএর পথে করিল গমন।
পূরবে সৈদৎ খাঁ, জগুরি উত্তরে,
দাক্ষিণাত্যে নিজামুল বিদ্রোহ আচরে।
ঘুম নাহি আ'সে চোখে, কি করে সম্রাট,
উদরে না যায় অন্ন, ঘটিল বিভ্রাট।
বুঝিলা অভয় ভিন্ন এ ঘোর বিপদে
আর কেহ নাহি রক্ষা করে বীরমদে।
সম্রাট আকুল হ'য়ে করিল আহ্বান,
বীরেন্দ্র অভয়সিংহ করিল প্রস্থান।
পথেতে বসন্ত-রোগে করে আক্রমণ,
শীতলারে দিল পূজা যত প্রজাগণ।
রোগ-মুক্ত হ'য়ে রাজা সানন্দ অন্তরে
হইলেন উপনীত দিল্লীর ভিতরে।
সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামন্তে সম্রাট
পাঠায়ে অভয়সিংহে নি'ল রাজপাট।
সম্মানে গ্রহণ করি' কহে দিল্লীশ্বর
"বহু দিন পরে দেখা হ'ল বন্ধুবর।
বাড়িল সভার শোভা তব আগমনে,
আনন্দিত হইলাম শুভ দরশনে"।
এইরূপে অভ্যর্থনা করি' মহম্মদ
আবাস ভবন দিল শোভার আস্পদ।
বিবিধ সুগন্ধি তৈল বহু স্বাদু ফল,
সম্রাট পাঠায় তাঁ'রে আনন্দে বিহ্বল।
অভয়ের আগমনে হ'য়ে আনন্দিত,
সম্রাট সমর-সভা ডাকিলা ত্বরিত।
করিলেন নিমন্ত্রণ সেনাপতিগণে,
ভ'রে গেল রাজ-সভা হিন্দু ও যবনে।
কে যাবে করিতে শিরবুলন্দে দমন,
সভাতে হইবে আজি তা'র নির্দ্ধারণ।
স্বর্ণ-থালে নিয়ে বীরা পাৎসার আজ্ঞায়
সকলের কাছে মীর ঘুরিয়া বেড়ায়।
বুলন্দের নামে ভয় করে সর্ব্বজন,
কেহ নাহি করে বীরা সাহসে গ্রহণ।
কেহ বলে বজ্র যেই পারে বক্ষে নিতে,
কেহ বলে বন্যা-মুখে যে পারে ডুবিতে,
কেহ কহে সর্প-মুখে দিতে পারে কর,
সে পারে বুলন্দ-রণে হ'তে অগ্রসর।
যত বীর বুলন্দের নামে পে'ল ভয়,
সম্রাট হইল অতি বিষণ্ণ হৃদয়।
পাৎসারে বিপন্ন হেরি' বাড়াইয়া কর
অভয় লইল বীরা নির্ভয় অন্তর।
উষ্ণীষের মাঝে বীরা করিয়া স্থাপন
কহিলা অভয়সিংহ সম্রাট-সদন।
"কি হেতু হতাশ প্রভু থাকিতে এ দাস,
করিব যেরূপে পারি বুলন্দে বিনাশ।
দূরাকাঙ্ক্ষ্য বুলন্দের শাখা প্রশাখায়
পত্র-শূন্য করি' শির লোটাব ধূলায়"।
অভয় লইলে বীরা সামন্ত-সকলে
কেহ উপহাস করে, কেহ রোষে জ্বলে।
সম্রাট হইয়ে অতি আনন্দিত মন
কহিলা অভয়সিংহে, "এই সিংহাসন
রাখিয়াছে তব পূর্ব্বপুরুষ সকলে,
বিশ্বাস হইবে রক্ষা আজি তব বলে।
ক্ষুরমে ভীমেরে যিনি করিয়া দমন
রক্ষা করে মোগলের রাজ-সিংহাসন,
সে বীর-প্রপৌত্র তুমি জানি বীরবর,
বিফল হ'বে না তব বাক্য তেজস্কর"।
শুধু বাক্য-দানে তুষ্ট নহে মহম্মদ,
বীর-পূজা করিলেন ডাকি' সভাসদ।—

অজ্মীর আমদাবাদ গুর্জ্জর প্রধান,
শাসন-সনন্দ তা'র করিলা প্রদান।
মহামূল্য সপ্ত রত্ন তু'লে দিল করে,
নানা উপহার আরো দিল বীরবরে।
একত্রিংশ লক্ষ মুদ্রা দিল রণ-ব্যয়,
অস্ত্রাগার হ'তে অস্ত্র কামান নিচয়।

গুর্জ্জর বিজয় [১]।

রাজ-সভা হ'তে করি' বিদায় গ্রহণ
অভয় অজ্মীরে আসি' দিল দরশন।
রাজপুতনার দ্বার অজমীর দেশ,
অধিকার করিলেন বিক্রমে অশেষ।
যোগ্য কর্ম্মচারীগণে নিযুক্ত করিয়া
যোধপুর-রাজ্য-মাঝে আসিল চলিয়া।
পথেতে সামন্তগণে করিয়া বিদায়
সাজিতে বুলন্দ-রণে কহিলা সবায়।
স্বরাজ্যে অভয়সিংহ করিয়া গমন
আফিং সেবিয়ে রহে আলস্যে মগন।
মীন নামে বন্যজাতি থাকে গিরি'পরে,
শিরোহী-রাজের মিত্র, বহু বল ধরে।
নীরব নিস্তব্ধ পুরী করিয়া দর্শন
অভয়ের পশুপাল হরে' মীনগণ।
খবর কহিলে দূত তাঁহার গোচরে
কহিল অভয়সিংহ মৃদু হাস্য ক'রে।
"মম পশুপাল মীন করেনি হরণ,—
খাদ্যাভাবে পায় কষ্ট করিয়া দর্শন
চরাইতে নিয়ে গেছে পর্ব্বত-ভিতরে,
ব্যস্ত না হইও, ফিরে' আনিবে সত্বরে।

১—১৭৩০ খৃষ্টাব্দে অভয়সিংহ গুর্জ্জর জয় করেন।

এত বলি' মহারাজ করিলা আদেশ,
বুলন্দ-সমর সজ্জা করিতে বিশেষ।
হইল নাগরাধ্বনি, রাঠোর সর্দ্দার
দলে দলে আ'সে ছু'টে বিক্রমে দুর্ব্বার।
"গোপাল সাগর" "রাণী তালাওর" তীর
আবৃত করিল যত সৈনিক-শিবির।
বীরপূজা আরম্ভিল যত বীরগণ
লাগিল সমর-সজ্জা করিতে ভীষণ।
কেহ পূজে অসি বর্ম্ম কেহ গজবরে,
কেহ খড়গ কেহ চর্ম্ম তুরঙ্গ নিকরে।
জ্বালামুখী-অবতারে [১] করি' তৈল দান
আনিয়া পবিত্র জল করায় সিনান।
ছাগ-বলি দান করি' লইয়া রুধির
আপন-শোণিতসহ মিশাইয়া বীর,
ভক্তিভরে সুরঞ্জিত করিল কামান,
'হর হর' রবে তা'রে সিন্দূর পরান।
কোথায় নাগরা বাজে কোথা শঙ্খ-ভেরী
নাচিতেছে রণদেবী রণ-সজ্জা হেরি।
চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজি' ভক্তিভরে
দশমীতে শুভক্ষণে রণ-যাত্রা করে।
বাজিলে সমর-ভেরী শুনে' মীনগণ
ভয়েতে আনিয়া পশু করে প্রত্যর্পণ।
হেরিয়া সৈনিকগণ বিস্মিত হইল,
বীরেন্দ্র অভয়সিংহ হাসিয়া কহিল।
"আমি ত ব'লেছি মীন বিশ্বস্ত আমার,
তোমরা করিলে শুধু দুর্নাম তাহার"।
'হর হর' ধ্বনি করি' হইল বাহির,
পথেতে শিরোহী-রাজ্য নিতে করে স্থির।
অজেয় শিরোহী-দুর্গ বহু নাম তা'র
তিন দিকে উচ্চ গিরি প্রাচীর আকার।

১—জ্বালামুখী-অবতার=ভট্টকবিগণ কামানকে জ্বালামুখীর অবতার বলিতেন।

রিবারো পশালী-দুর্গ করি' অধিকার
শিরোহীর মুখে শেষে হয় আগুসার।
অভয়ের পরাক্রমে কে রহিবে স্থির ?
ভয়েতে শিরোহী-পতি হইল অস্থির।
অধিপতি নারায়ণ করিয়া সন্ধান
সিংহের কবল হ'তে পায় পরিত্রাণ।
চারিটি হস্তীর মূল্য, আট অশ্ববর,
নারিকেল সহ দূত পাঠায় সত্বর।
চণ্ডিকার দূত সহ প্রজাপতি-দূত
একত্রে মিলিয়া কাণ্ড করিল অদ্ভুত।
বর্ম্ম ছাড়ি' বীরগণ পুষ্পমালা পরে,
ভেরী ছাড়ি' বীণা তুলি' লইলেন করে।
অভয় ধরিতে যেয়ে প'ড়ে গেল ধরা,
বিবাহের লগ্ন স্থির হয়ে গেল ত্বরা।
অভয়ের করে কন্যা করিলেন দান,
প্রজাপতি নারায়ণে করিলেন ত্রাণ।
বিবাহ করিয়া শেষ অভয় সত্বর
খবর পাঠায়ে দিল বুলন্দ-গোচর।
'সম্রাট ক'রেছে আজ্ঞা বন্দুক কামান
অর্পিয়া, গুর্জ্জর ছাড়ি' করিতে প্রস্থান'।
বুলন্দ কহিল দূতে "রাজা কে আমার ?
আমি বিনে রাজা কা'রে চিনি না ত আর"।
বুলন্দের গর্ব্বে ক্রুদ্ধ মারবার-পতি
ডাকিতে সমর-সভা করে অনুমতি।
প্রবীণ সামন্ত অষ্ট মিলিত হইল,
যে যাহার মনোভাব প্রকাশ করিল।
কানাইয়ারাম বলে "রণ-সিন্ধুতলে
মাছরাঙ্গার মত ঝম্প দিব কুতূহলে"।
উঠিল খানোয়া-পতি মধ্যাহ্ন-তপন
কহিলা "প্রথমে করি' রণে বিচরণ
লইব মন্দারমালা অপ্সরার করে,
চলচল বীরগণ পীতবাস পরে'।

শত্রুর শোণিত ভল্লে করাইব পান,
করিব বুলন্দ-শিরে কন্দুক নির্ম্মাণ"।
উঠিলেন ফতেসিংহ করি' প্রতিধ্বনি,
'রণ রণ' বলি' সবে গরজে অমনি।
কহিল দ্বিগুণ তেজে কর্ণ বীরবর
"নাহি থামে যেন এই উৎসাহের ঝড়।
সূর্য্যলোকে অপ্সরীরা সুধা-ভাণ্ড করে
র'য়েছে প্রতীক্ষা করি' লইতে সাদরে"।
প্রত্যেক সামন্ত-কবি, প্রতি সম্প্রদায়,
"রণ রণ" করি' পুনঃ নাচে আর গায়।
সৈন্যগণে বীর-তেজ করিয়া দর্শন
হইল অভয়সিংহ আনন্দিত মন।
কহিলেন ভক্তসিংহ অভয়ের পাশ,
"বৃথা কেন যাবে রণে থাকিতে এ দাস।
তব যোগ্য শত্রু নহে বুলন্দ কখন,
পারিব সবংশে তা'রে করিতে নিধন।"
অনুজের বাক্যে রাজা হ'য়ে ফুল্লমন
সেনাপতি-পদে তাঁ'রে করিল বরণ।
জল-পূর্ণ কুম্ভ এক কুঙ্কুম-বাসিত
ভক্তের সম্মুখে আনি' করিল স্থাপিত ;
পূত কলসীর বারি রণ-ভক্ত শিরে
সিঞ্চন করিয়া ভক্ত কহিলা গম্ভীরে।
"যে করিবে রক্ত দান বুলন্দের রণে,
হইবে তাহার বাস অমরভবনে"।
সভা ভঙ্গ হ'লে রণ-সজ্জা আরম্ভিল,
যে যাহার অস্ত্র শস্ত্র বাছিয়া লইল।
বীরেন্দ্র বুলন্দ আত্ম-রক্ষা করিবারে
কামান-সহিত সৈন্য রাখে প্রতি দ্বারে।
জাতিতে ফিরিঙ্গী হয় যত গোলন্দাজ,
দাঁড়াইল বীর-বেশে ধরি' রণ-সাজ।
ছুটিল রাঠোরগণ যেন দাবানল,
কি করিতে পারে তা'রে কামান-অনল।

বীরবর ভক্তসিংহ করি আক্রমণ
প্রথম বুলন্দ-পুত্রে করিল নিধন।
রাঠোরের শক্তি ঝঞ্ঝা ছুটিল প্রখর,
শত্রু উপাড়িয়া চলে প্রলয়ের ঝড়।
বুলন্দ লইয়া অসি হইল বাহির,
ভক্তের অসিতে তার উড়ে গেল শির।
রাঠোরের জয় নাদ উঠিল আকাশে,
উড়িল বিজয় ধ্বজা গুর্জ্জর বাতাসে।
যে বিজয়া দশমীতে দাশরথী রাম
রাবণে করিলা জয় করিয়া সংগ্রাম,
সে পুণ্য তিথিতে আজি বীরেন্দ্র অভয়
বুলন্দে বিনাশি করে গুর্জ্জর বিজয়।
সতর হাজার সেনা, সতর হাজার
গুর্জ্জর নগরে রাখি ফিরে মারবার।
চারি কোটি মুদ্রা, পঞ্চ সহস্র কামান,
সমর সম্ভার অন্য বহু মূল্যবান,
অভয় লইয়া সঙ্গে, ছাড়িয়া গুর্জ্জর
আসিল রাজ্যেতে করি শব্দ "হর হর"
সম্রাটের মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ,
লাগিল সুখেতে নিশি করিতে যাপন।

অম্বর ও মারবারের দ্বন্দ্ব।

ভক্তের বীরত্ব-কীর্ত্তি বাড়ে দিন দিন,
দেখিয়া অভয়সিংহ চিন্তায় মলিন।
কিরূপে অনুজে জ্যেষ্ঠ করিবে নিধন,
তাহার উপায় চিন্তা করে অনুক্ষণ।
অগ্রজের ভাব বুঝি ভক্ত বলবান
করিল তাঁহারে শত ধিক্কার প্রদান।
আত্মরক্ষা তরে স্থির করে বীরবর,—
আপনার বাহুবলে করিবে নির্ভর।
প্রাণ যাবে, রাজ্য যাবে, বিদেশীর পায়
শরণ নিবেনা, ইচ্ছা জন্মিল তাঁহায়।
নগর ত্রিশত ষষ্টি নাগোরেতে ছিল,
রক্ষিবারে ক্ষুদ্র রাজ্য যত্ন আরম্ভিল।
ভক্তের বিপদ শু'নে কর্ণ কবিবর
পরামর্শ দিতে আসে তাঁহার গোচর।
অম্বরে ও মারবারে দ্বন্দ যদি হয়,
তা হ'লে নাগোর রাজ্য হইবে নির্ভয়।
সুযোগ তাহার এক হল উপনীত,
বিকানীর দূত আসি হয় উপস্থিত।
ভক্তেরে কহিল দূত "মারবার পতি
আক্রমিয়া বিকানীর করিছে দুর্গতি"।
ভক্তের সাহায্য ভিক্ষা করে দূতবর,
ভক্ত পাঠাইয়া দিল জয়ের গোচর।
ব'লে দিল কূটমন্ত্র যাহা প্রয়োজন,
রহিল অপেক্ষা করি অভীষ্ট সাধন।
জয়পুর সভাতলে দূত যবে যায়,
অস্বীকার করে তারা হইতে সহায়।
সুকৌশলে বিদ্যাধর সেই দূতবরে
কৃপা ক'রে নিল জয়সিংহের গোচরে।
দূত বলে "নিবেদন করি মহারাজ,
আপনার দাস হয় বিকানীর রাজ,
রাঠোরের অধীনতা করেনা স্বীকার,
অভয় করিছে তাই দুর্দ্দশা তাঁহার"।
শুনিয়া দূতের বাক্য গর্ব্বে অন্ধ জয়
লিখিলা অভয়সিংহে পত্রিকা নির্ভয়।
"তুমি আর বিকানীর এক বংশোদ্ভুত,
তার উৎপীড়ন কভু নহে যুক্তিযুত।
বিকানীর অধিপের ক্ষমি সর্ব্বদোষ,
শিবির উঠায়ে আন ত্যজি বৃথা রোষ।"
অতি সুরাসক্ত ছিল অম্বর-ভূপতি,
পত্র দিয়ে দূতে, সুরাপানে দিল মতি।

মদিরা করিলে পান, কহে দূতবর.
'দয়া করে পত্র-নীচে লিখ নরবর'
"নতু আমি জয়সিংহ অম্বর ভূপতি"।
দূতের কথায় তাহা লিখে ভ্রষ্টমতি।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করে' দূত পলাইল,
শুনি মন্ত্রী রাজপদে তখনি আসিল।
অমাত্য কহিলা "প্রভু ঠেকালে জঞ্জাল,
এই পত্র হবে তব অম্বরের কাল।
ফিরায়ে আনিলে তাহা হইবে কল্যাণ"।
গেল বহুজন, দূত করেছে প্রস্থান।
অম্বর-পতির পত্র পড়িয়া অভয়
উত্তর দিলেন জয়ে হয়ে ক্রোধময়।
"বল কিবা অধিকার রয়েছে অম্বরে,
আমার কার্য্যের'পরে হস্তক্ষেপ করে ?
জয়সিংহ তব নাম জানি আমি ভাল,
আমি যে অভয়সিংহ অম্বরের কাল"।
পত্র পাঠে দীপসিংহ কহে "মহারাজ,
নীরবে বসিয়া থাকি আর নাহি কাজ"।
সর্দ্দার সামন্তদলে দিলেন খবর,
হইল নাগরা-ধ্বনি পুরীর ভিতর।
হার জাঠ খীচী আর যাদব সকল
আসিয়া অম্বর-রাজ্যে উপনীত হ'ল।
এক লক্ষ সৈন্য সজ্জা করিয়া অম্বর
মারবার অভিমুখে হয় অগ্রসর।
গঙ্গবাণী দেশে আসি হয়ে উপনীত,
অভয়ের প্রতীক্ষায় হইল স্থগিত।

ভক্ত করে অম্বরের পরাজয়।

অম্বরের রণ সজ্জা করিয়া দর্শন
ভক্ত হইলেন অতি বিষাদিত মন।
ভুলেও ভাবেনি কভু অন্তরে তাঁহার,
এ হেন সমরানল ছাড়িবে হুঙ্কার।
কিছু নাহি বুঝে লোক কি যে হয় কিসে,
আপনার কর্ম্মে মজে, নাহি পায় দিশে।
হাজার শত্রুতা থাক্ অগ্রজের সনে,
বিপন্ন হেরিয়া তাঁরে দুঃখ হ'ল মনে।
আপনার জন্মভূমি পর উৎপীড়নে
লাঞ্ছিত হইবে, নাহি সহে ভক্ত-মনে।
বিদ্বেষ ভুলিয়া বীর করিল গমন,
অভয়ের পদে বলে কাতর বচন।
"আজ্ঞা কর মহামতি লইয়ে সর্দ্দার
রণক্ষেত্রে যেয়ে করি দেশের উদ্ধার"।
সন্দেহ করিয়া তাঁরে মারবার-পতি
সমরে যাইতে নাহি করে অনুমতি।
ক্ষুব্ধ হয়ে ভক্ত বীর স্বরাজ্যে ফিরিল,
পুরে পশি তাড়াতাড়ি নাগরা ধ্বনিল।
কুঙ্কুম বাসিত জল এক পাত্রে নিয়ে,
বসিলেন অন্য পাত্রে আফিং গুলিয়ে।
কিঞ্চিৎ আফিং দেন যে আসে গোচরে,
জলেতে ভিজায়ে কর স্থাপে বক্ষোপরে।
কহিলেন "ঐ শুন মাতৃ-বক্ষস্থলে
ছুটেছে অম্বর-সেনা ভীম কোলাহলে।
হেন রক্তহীন বল রাঠোর সন্তান
দেশের দুর্দ্দশা স'বে, হবে হতমান ?
কোন্ সাধে বল তবে বহি এ জীবন ?
কে যাবে প্রস্তুত হও, করিব বরণ"।
শুনিয়া ভক্তের বাক্য রাঠোর সকল
হুঙ্কারি উঠিল যেন প্রদীপ্ত অনল।
রণ-ব্রতে করি অষ্ঠ সহস্রে বরণ
অম্বর-বিপক্ষে ভক্ত করিল গমন।
বিশাল জনার ক্ষেত্রে হয়ে উপনীত
এই বলি সৈন্যগণে করে উত্তেজিত।

"মরিতে সমরে কিবা লভিতে বিজয়
যে আছ প্রস্তুত, এস সে বীরহৃদয়।
নতু পলাবার এই শুভ অবসর,
দেখিতে পাবনা মুখ, পলাও সত্বর"।
এতেক কহিয়া ক্ষেত্রে করিল প্রবেশ,
কে আসে কে ধায় নাহি দেখিল বীরেশ।
ক্ষেত্র পার হয়ে পঞ্চ সহস্র যোদ্ধায়
আনন্দে দর্শন করি রণক্ষেত্রে ধায়।
ভীষণ বিক্রমে আক্রমিল শত্রুগণে,
মন্থিতেছে রণসিন্ধু প্রলয় গর্জ্জনে।
ঘূর্ণবায়ু সম ভক্ত করে তোলপাড়
অম্বরের সেনাসিন্ধু, বিক্রমে দুর্ব্বার।
ভক্তের বীরত্ব যাহা করেছে বর্ণন
বিপক্ষ অম্বর কবি, করহ শ্রবণ।
"নৃমুণ্ড-মালিনী একি কালীর হুঙ্কার!
কিবা বীর হনুমন্ত গর্জ্জে বারম্বার!
এই কি বাসুকী নাগ করিছে গর্জ্জন!
অথবা কি ভৈরবের নিনাদ ভীষণ!
নরসিংহ অবতার একি ভয়ঙ্কর!
অথবা কি মার্ত্তণ্ডের কিরণ প্রখর!
ঐ কি ভক্তের অসি করে লক্ লক্!
রুদ্রের ললাট বহ্নি কিবা ধক্ ধক্!
ভক্ত করে দিল কাল আপন কুঠার,
তার করে পরিত্রাণ কে পাইবে আর।"
এই রূপে শত্রু-সেনা করিয়া বিনাশ
ষষ্টি সেনা সহ আসে পর্ব্বতের পাশ।
বিপন্ন ভাবিয়া গজ বলে ভক্তবীরে
"পশ্চাতে যে দেখি ঘন পর্ব্বত প্রাচীরে।"
সদর্পে বলিলা বীর "নাহি কোন ভয়,
পশ্চাতে জঙ্গল যথা, আগে শত্রুচয়।
শত্রুসেনা ভেদ করি যেই পথে আসি,
সেই পথে চলে যাব শত্রু-সেনা নাশি।"

অম্বর-পতাকা ভক্ত দেখি কুতূহলে
কহিলা গম্ভীর স্বরে নিজ বীরদলে।
"প্রতিজ্ঞা করহ রক্ষা যত বীরগণ,
কলঙ্ক দিওনা কুলে করি পলায়ন।
ঐ দেখ স্বর্গে রম্ভা খুলিয়া দুয়ার
পারিজাত মালা করে ডাকে বার বার।"
শুনিয়া ভক্তের বাক্য বীর সৈন্যগণ
আবার আক্রমে, ছাড়ি প্রলয় গর্জ্জন।
এবার ভক্তের করে বুঝি রক্ষা নাই,
অম্বর-সর্দ্দারগণ মনে ভয় পাই
কহিলেন জয়সিংহে ছেড়ে যেতে রণ,
নতুবা বলিল সত্য সম্মুখে মরণ।
উত্তরিলা জয়সিংহ "প্রাণ যায় যাবে,
কোন মতে শত্রু পৃষ্ঠ দেখিতে না পাবে।
সম্মুখে করিয়া শত্রু পশ্চাতেতে স'রে,
ধীরে পলাইয়া জয় আত্মরক্ষা করে।
মর্ম্মাহত জয়সিংহ কহিলা তখন
"এ যাবৎ করিলাম সপ্তদশ রণ,
অসির সাহায্যে কারো মীমাংসা না হ'ল
হেন হতভাগ্য আমি, অজ্ঞ সেনাদল।"
উঠিল ভক্তের জয় বিদারি গগন,
ঘোষিল বীরের যশ শত্রু-মিত্রগণ।
রণজয় হ'ল বটে, প্রিয় অনুচরে
হারাইয়া ভক্তসিংহ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
অগ্রজ অভয়সিংহ হয়ে উপস্থিত
করিল প্রবোধদান ভ্রাতারে ত্বরিত।
বলিল রাঠোর-পতি "বীরত্বে তোমার
আজি ভাই বাড়িয়াছে গৌরব আমার।"
অভয়ের বাক্য শুনি বীরের বদন
উজ্জ্বল হইল তেজে, কহিল তখন।
"তব আশীর্ব্বাদে দাস এখনও পারে,
দুর্গ হ'তে সেই ভাক্তে টেনে আনিবারে।"

মিবারের রাণা করি বিবাদ ভঞ্জন
মারবার অম্বরের করায় মিলন।

অভয়সিংহের বল।

করিত সেনার কার্য্য কুশাবহগণ,
রাঠোর করিত তারে ঘৃণা প্রদর্শন।
অভয় শ্বশুর ছিল অম্বর-পতির,
শ্বশুরের বিদ্রুপেতে জামাতা অস্থির।
'কুশকুলে জন্ম তব," বলিত অভয়,
"ধারাল কুশের মত তব অসি হয়।"
শ্বশুরের শ্লেষ বাক্যে দগ্ধ হয়ে জয়
প্রতিশোধ দিতে সদা সুযোগ খুজয়।
কৃপারাম নামে এক দাবা খেলোয়ার
সম্রাটের প্রিয়, নিল শরণ তাহার।
কৃপারামে বলে জয় "দিব পুরস্কার,
শ্বশুরের গর্ব্ব খর্ব্ব কর যদি পার।"
সম্রাটের কাছে সদা বলে কৃপা বসি,
অভয় সবার শ্রেষ্ঠ চালাইতে অসি;
প্রকাণ্ড মহিষ, বীর অসীর প্রহারে
হাসিতে হাসিতে পারে ছিন্ন করিবারে;
কৃপার নিকটে পাৎসা সে কথা শ্রবণে,
আগ্রহ জন্মিল তাঁর কৌতুক দর্শনে।
একদা অভয়ে ডাকি মোগল ঈশ্বর
প্রকাশ করিল ইচ্ছা তাঁহার গোচর।
কি করে রাঠোর-পতি হয়ে নিরুপায়
সম্রাঠের প্রস্তাবেতে শেষে দিল সায়।
রঙ্গ দর্শনের তরে স্থির করি দিন
আনিল মহিষ এক প্রকাণ্ড প্রবীণ।
অভয় মল্লের বেশে ভীম অসি করে
আসিল সজ্জিত হয়ে রঙ্গভূমি'পরে।
প্রকাণ্ড মহিষ দেখি শৃঙ্গ সুবিশাল,
"জনাব, বিশ্রাম মোরে দাও কিছুকাল,"
এত বলি অহিফেন করিয়া সেবন
পুনঃ রঙ্গভূমে দিল অভয় দর্শন।
আক্রমণ করে শেষে ভীম অসি করে,
মহিষ গর্জ্জিয়া আসে তাঁহার গোচরে।
নির্ভয় অভয়সিংহ রহে স্থির হয়ে,
বীরমূর্ত্তি হেরি মৈষ দাঁড়াইল ভয়ে।
জামাতার চক্র বুঝি বীর ক্রোধে জ্বলে,
সেই দিকে দিল মৈষ ফিরায়ে কৌশলে।
সম্রাটের কাণে কহে অম্বরের পতি,
"আর অগ্রসর নাহি হও মহামতি।"
মহিষের মুণ্ডে করি প্রচণ্ড আঘাত
দ্বিখণ্ড করিয়া শত্রু করিল নিপাত।
অসির আঘাতে মুণ্ড ছুটে বহু দূরে,
পাৎসার জানুতে আসি পড়েছিল উড়ে।
মুণ্ডের ভারেতে পাৎসা পড়িল ভূমিতে,
বদন ফিরায়ে বীর লাগিল হাসিতে।
জামাতা পাইয়ে লাজ ফিরে গেল ঘরে,
সম্রাট হইল তুষ্ট সেই বীরবরে;
জনমে কখনও আর করেনি আদেশ
দেখাইতে হেন ক্রীড়া অভয়ে বীরেশ।
স্বরাজ্যে অভয়সিংহ করিল গমন,
অল্পদিন পরে তাঁর হইল মরণ

কবি কর্ণধন।

রাজস্থানে সম্মানিত ছিল কবিগণ,
ভূমি-বৃত্তি পে'ত তাঁরা রাজার সদন।
কর্ণধন নামে ছিল সুবিখ্যাত অতি,
মুন্দিয়াবারেতে কবি করিত বসতি।
বঞ্চিত ছিলনা কর্ণ লক্ষ্মীর কৃপায়,
লক্ষ টাকা ছিল বর্ষে সম্পত্তির আয়।

মসী নিয়ে শুধু নাহি কাটাত জীবন,
অসিতে ও অধিকার ছিল বিলক্ষণ।
কবিত্ব শূরত্ব নীতি-জ্ঞান একাধারে
কবিরে করিল পূজ্য রাজ্য মারবারে।
রাজনীতি জ্ঞানে কবি ছিলেন প্রখর,
উপদেশ নিত তাঁর যত রাজ্যেশ্বর।
প্রতি রণে কবিবর হইত সজ্জিত,
সমর করিত আর কবিতা লিখিত।
অনল বর্ষিত সদা কবির ভাষায়,
মদ্য সম উত্তেজনা ঢালিত শিরায়।
মর্ম্মে মর্ম্মে বীর-কীর্ত্তি জাগাইয়া দিত,
সমরে মরিতে আর কেহ না ডরিত।
অভয়সিংহের সহ বুলন্দ-দমনে
গিয়েছিল কবিবর সে ভীষণ রণে।
অম্বর বিরুদ্ধে ভক্ত করে যবে রণ,
দেখাইল বীর-কীর্ত্তি কবি কর্ণধন।
বীরত্বে কবিত্বে যথা ছিলেন অতুল,
স্বরূপ কথনে তাঁর নাহি ছিল ভুল।
অম্বরের জয়সিংহ অভয়ের সনে
গিয়েছিল একদিন পুষ্কর দর্শনে।
কবি কর্ণধন ছিল তাঁদের গোচরে,
বলে মারবার পতি কর্ণ কবিবরে।
"করহ সময়োচিত কবিতা রচন ;"
অমনি রচিলা গীতি কবি কর্ণধন।

"যোধপুর আউর অম্বর,
দুনো থাপ উথাপ,
কূর্ম্মমারা দিকরো
কামধ্বজ মারা বাপ।"

"অম্বর ও মারবার আসন হইতে
ইচ্ছা কৈলে পারে রাজা নামাইয়া দিতে
কুশাবহ রাজ্য-লোভে পুত্র হত্যা ১ করে,
সে লোভে রাঠোর বধে স্বীয় পিতৃবরে।"২
কবির কবিতা শুনি নরপতিগণ
জলৌকার মুখে চূণ পড়িল যেমন।
অধোমুখে রহিলেন জয় ও অভয়,
বলিয়াছে সত্য কথা কবির কি ভয় ?
কাব্য গ্রন্থ তাঁর 'সূর্য্য-প্রকাশ' সুন্দর
রাখিয়াছে কবিবরে করিয়া অমর।

রাজা রামসিংহ।

অভিষেক।

শিরোহী-কন্যার গর্ভে লভিল জনন
রামসিংহ নামে এক অভয়-নন্দন।
পিতৃকুল হ'তে গর্ব্ব, মাতৃকুল হ'তে
উগ্রতা রামের মাঝে ফলে ভাল মতে।
অভিষেকতরে তাঁর হল আয়োজন,
সর্দ্দার সামন্তগণে করে নিমন্ত্রণ।
সকলে আসিল নিয়ে বহু উপহার,
আসিল না ভক্তসিংহ পিতৃব্য তাঁহার।
আপন ধাত্রীরে ভক্ত প্রতিনিধি ক'রে
পাঠাইলা উপহার সহ মারবরে।
ক্রুদ্ধ হয়ে রামসিংহ বলিলা তাহায়,
"রাজটিকা পরাইতে ডাকিনী পাঠায়!
কাকা কি বানর বলে মনে করে মোরে,
না আসিয়া নিজে গর্ব্বে পাঠাইল তোরে।"
এতবলি উপহার দূরে নিক্ষেপিল,
ধাত্রীরে লাঞ্ছনা করি তাড়াইয়া দিল।

১—অম্বররাজ পুত্র শিবসিংহকে হত্যা করেন।

২—অভয়সিংহের প্ররোচণায় ভক্ত অজিতসিংহকে হত্যা করেন।

রাজস্থানে ধাত্রীগণ অতি সম্মানিতা,
নাগোরে ফিরিয়া গেল হইয়া লাঞ্ছিতা।
অভিষেক-অন্তে দূত করিল প্রেরণ
নাগোর ঝালোর করিবারে প্রত্যর্পণ।
পিতৃব্য বলিল "রাজ্য করে আপনার,
ইচ্ছা যদি কর প্রভু, ফিরে নিতে পার।"

রামসিংহের ব্যবহার।

রামসিংহ সিংহাসনে করি আরোহণ,
সাধু উপদেশ নাহি করিত গ্রহণ।
সর্দ্দার উমিয়া নামে অতি নীচমনা,
কুপথে চালিত করে দিয়ে কুমন্ত্রণা।
তদুপরি ছিল রাম উগ্রমূর্ত্তি অতি,
তাহাতে ঘটিল তাঁর কপালে দুর্গতি।
রাঠোর সর্দ্দারগণ অতি সম্মানিত,
একে একে তাঁহাদেরে করিল লাঞ্ছিত।
চম্পাবৎ কুলসিংহ প্রধান সর্দ্দার,
বদনে ব্রণের চিহ্ন ছিল খর্ব্বাকার।
অপনাম দিল 'গুর্জ্জি[1] গণ্ডক' সে জনে,
বালক বলিয়ে কিছু নাহি করে মনে।
একদিন সভামাঝে আসিলে সর্দ্দার,
গুর্জ্জি ব'লে অভ্যর্থনা করিল তাঁহার।
লাঞ্ছিত সর্দ্দার বলে হাসিয়া তখন,
"এ গুর্জ্জি করিতে পারে সিংহকে দংশন
অন্যদিন রাজা সহ পারিষদগণ,
উপবনে বসি করে নানা আলাপন।
হেন কালে চম্পাবতে সুধাইল রাম,
"এই কোন্ বৃক্ষ বল তার কিবা নাম।"
গুর্জ্জি বলে "মহারাজ চম্প নাম তার,
চম্পাবৎ বংশ যথা বহু গুণাধার,
সম্মানিত রাজস্থানে, বিক্রমে প্রখর,
উদ্যান গৌরব তথা এই বৃক্ষবর।"
রাজা বলে "আশু বৃক্ষ করহ ছেদন,
মারবারে চম্প নাম রবেনা কখন।"
যেই চম্পাবৎ বংশ প্রাণপণ করে
চিরদিন মারবার রাজ্য রক্ষাতরে;
রাজা তারে করে তুচ্ছ, তবুও সর্দ্দার,
দেখিয়া দেশের মুখ সহে অত্যাচার।
সকলে আপন গৃহে চলিল সত্বরে,
ভক্তের বিরুদ্ধে রাজা যুদ্ধসজ্জা করে।
দেখি কুলসিংহ ধীর বুঝিলা অন্তরে,
ধ্বংস হবে মারবার বালকের করে।
বিস্মৃত হইয়ে সব পূর্ব্ব অপমান,
রাজদ্বারে আসে চিন্তি রাজ্যের কল্যাণ।
কুলসিংহে দেখি রাজা বলিলা তখন,
"কি মনে করিয়া গুর্জ্জি গণ্ডক এখন।
যত কম দেখি তব ও বিকট মুখ,
কি আর বলিব গুর্জ্জি তত পাই সুখ।"
এই অপমান আর সহিল না তাঁর,
ধৈর্য্যের ও রয়েছে সীমা রাজ্যে বিধাতার
উল্টাইয়া রাখি ঢাল গালিচা-উপরে,
দন্তে দন্ত ঘর্ষি বৃদ্ধ কহে রোষভরে।
"বালক, যাহারে তুমি কর অপমান,
যার মর্ম্মে প্রতিদিন কর ব্যথা দান,
জাননা ? চাহিলে এই ঢালের মতন,
উল্টাইতে মারবার পারে সেই জন!"
এত বলি ক্রোধে বীর ত্যজিয়া আসন,
সসৈন্যে মুন্দিয়াবারে করিল গমন।
রাজার ভ্রূক্ষেপ নাই সর্দ্দার প্রধান,
ছাড়ি তাঁরে অপমানে করিল প্রস্থান।

১—গুর্জ্জি = কুক্কুর।

কুম্পাবৎ কানাইয়ারাম হয়ে চিন্তান্বিত,
রাজপদে গেল তার করিতে বিহিত।
অভ্যর্থনা করে রাজা সর্দ্দারে দেখিয়ে,
সভা মাঝে "আও বুড়ো বাঁদর" বলিয়ে।
কুম্পাবৎ অধোমুখে থাকি কিছুক্ষণ,
কহিলা গম্ভীর স্বরে রাজারে তখন।
"বালক, যখন বৃদ্ধ বানর নাচিবে,
কি আমোদ হবে তব তখন বুঝিবে।"
এত বলি সৈন্য সহ ছাড়ি যোধগড়,
চ'লে গেল ভক্ত-পদে নাগোর নগর।
বারণ করিতে রণ অনেক সর্দ্দার,
রামসিংহে অনুরোধ করে বার বার।
অপমান করে, কথা নাহি শুনে রাজা,
অনেকে চলিয়ে গেল দিতে তাঁরে সাজা।
তবুও করেন রাজা যুদ্ধ আয়োজন,
শিবিরে রহস্য এক হইল ঘটন।
দৈবযোগে কাক এক বসে পটঘরে,
বন্দুক ছুড়িয়া রাণী তারে বধ করে।
শব্দ শুনি করে আজ্ঞা রাজা ভ্রষ্টমতি,
"যে ছুড়ে বন্দুক তারে আন শীঘ্রগতি।"
ভৃত্যবলে "রাণী মাতা বধিয়াছে কাক,
রাজা বলে "পিতৃগৃহে বল চ'লে যাক্।
তার মুখ আর নাহি করিব দর্শন,
ঘুমাতেও নাহি পারি করে জ্বালাতন।"
বিস্মিত হইল রাণী রাজার বচনে,
অনেক মিনতি করে পতির চরণে।
এক ভিন্ন আর নাহি বলে মহারাজ,
"এখনি চলিয়া যাও নাহি মোর কাজ।"
জারিজা রাজার কন্যা অতি তেজস্বিনী,
ক্রুদ্ধ হয়ে বলে যেন দলিতা ফণিনী।
"বিনা দোষে মোরে ত্যাগ করিছ রাজন,
এই সূত্রে হারাইবে রাজ-সিংহাসন।"
এত বলি পতি-মুখ না দেখিল আর,
চ'লে গেল পিতৃরাজ্যে ছাড়ি মারবার।
অতি বলবান পঞ্চ সহস্র সেনায়,
জারিজা যৌতুক দেয় রাম জামাতায়।
জারিজা-নন্দিনী সহ পিতৃসেনা তাঁর,
চলে গেল রামসিংহে করি পরিহার।

ভক্তসিংহের দেশপ্রীতি ও রাজভক্তি

চম্পাবৎ কুম্পাবৎ সর্দ্দার প্রধান,
অনেক সর্দ্দার আরো করেছে প্রস্থান।
সকলে ভক্তের পদে করে নিবেদন,—
"সিংহাসনচ্যুত কর রামেরে ভীষণ।"
দেশ-ভক্ত ভক্তসিংহ করে না স্বীকার,
গৃহদ্বন্দ্বে পিতৃরাজ্য করে ছারখার।
ভক্তসিংহ বলে নানা প্রবোধ বচন,
সর্দ্দারেরা কোন মতে নহে শান্তমন।
বলিল সর্দ্দারগণ "শুন মহাশয়,
আমাদের কথা রাখ হয়ে কৃপাময়।
পিতৃ-সিংহাসনে তোমা করিব স্থাপন,
রাজা ব'লে আজ্ঞা তব করিব পালন।
রামসিংহে রাজ্য রক্ষা হইবে না কভু,
রাজপুত্র ছাড়ি মোরা কারে করি প্রভু।
আমাদের বাক্য যদি করহ লঙ্ঘন,
রাজ্য ছাড়ি অন্য দেশে করিব গমন।
যেই দেশ রক্ষাতরে পিতৃ পিতামহ
আপন হৃদয়-রক্ত ঢালে অহরহঃ,
এহেন লাঞ্ছনা সহি ঘোর অপমান
না পারিব আর তার সাধিতে কল্যাণ।
জীবনে রামের পদে যাবনা কখন,
কাননে থাকিব ফল করিব ভক্ষণ।"

ফাঁপরে পড়িয়া ভক্ত হইল চিন্তিত,
খুঁজিয়া না পায় কূল কি করে বিহিত।
যেমতি সর্দ্দার, তথা দুর্ব্বিনীত অতি
রাজা রামসিংহ উগ্র মারবার-পতি।
সর্দ্দারেরা ভক্ত-পদে নিয়েছে আশ্রয়,
শুনি রামসিংহ হ'ল অতি ক্রোধময়।
লিখিলেন পিতৃব্যেরে ভূপতি দুর্জ্জন,
"এখনি ঝালোর রাজ্য করহ অর্পণ।
নতু আযোজন কর সমরের তরে,
রামসিংহ কারে কভু ক্ষমা নাহি করে।"
ভক্ত লিখিলেন পত্র করিয়া বিনয়,
"গৃহ-দ্বন্দ্বে রাজ্য-নাশ মম ইচ্ছা নয়।
দীন-গৃহে প্রভু যদি কর পদার্পণ,
পূর্ণ কুম্ভ নিয়ে শিরে করিব গ্রহণ।"

খুড়া ভাইপোর যুদ্ধ।

ভক্তের কথায় রামসিংহ নাহি গলে,
দ্বিগুণ হইল ক্রোধ, পত্র পাঠে জ্বলে।
অচিরে সমর-বাদ্য উঠিল বাজিয়ে,
ছুটিল নাগোরপানে বহু সৈন্য নিয়ে।
কি করিবে ভক্তসিংহ, আকুল অন্তরে,
সর্দ্দার লইয়া সজ্জা করিল সমরে।
পাণ্ডবের প্রতিষ্ঠিত কালিকা দেবীর,
রাজস্থানে কুণ্ড এক আছে সুগভীর।
'মাতাজিকা স্থান' বলি লোকে তারে বলে,
শিবির স্থাপিল ভক্ত সেই ক্ষেত্র-তলে।
দুই দলে মহা যুদ্ধ বাজিল ভীষণ,
দিন গেল, রাত্রি এল, নাহি থামে রণ।
দাদু-পন্থী সন্ন্যাসীর আশ্রম ভিতরে,
অনিষ্ট করিতেছিল গোলা গুলি প'ড়ে।

অধ্যক্ষ কিষণদেবে করি পরিহার,
চলে' গেল যত ছিল মন্ত্র-শিষ্য তাঁর।
দুইপক্ষে বীরগণ শুনি বিবরণ,
সে নিশার তরে রণ করিল বারণ।
সকলেই স'রে যে'তে বলিল গুরুরে,
গুরু বলে "রক্ষা কর আশ্রম তরুরে।
অদৃষ্টে থাকিলে মৃত্যু গোলার আঘাতে,
হবে কি খণ্ডন তাহা তোমাদের হাতে ?
পরমায়ু থাকে যদি, সহস্র গোলায়,
মরিব না, কোন চিন্তা করিওনা তায়।
যা'বনা আশ্রম ছাড়ি, ইচ্ছা যদি কর,
পরিহরি এই ক্ষেত্র অন্য কোথা লড়।"
ছাড়েনা আশ্রম যোগী, ক্ষেত্র বীরগণ,
আবার প্রভাতে বাজে সমর ভীষণ।
জ্ঞাতি-ভ্রাতৃ-বন্ধু স্নেহ করি বিসর্জ্জন,
পরস্পর পরস্পরে করে আক্রমণ।
ভগ্নিপতি বধে শালা, শ্বশুর জামাই,
বন্ধু-রক্ত পিয়ে বন্ধু, ভাই মারে ভাই।
দয়া মায়া স্নেহ সরে' গেল দুরান্তরে,
শোণিতের তৃষ্ণা শুধু সবার অন্তরে।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পুনঃ হ'ল অভিনয়,
দুইপক্ষে বহু বল আশু হ'ল ক্ষয়।
মহাবীর ভক্তসিংহ বিক্রমে ভীষণ,
নাহি সাধ্য তার সহ করে কেহ রণ।
মৈরতীয় সর্দ্দারেরা রাজভক্ত অতি,
তাঁহাদের পরাক্রমে কাঁপে বসুমতী।
মৈরতীয় বংশধর মেহত্রী-নন্দন,
শ্বশুর বাড়ীতে ছিল বিবাহ কারণ।
তাড়াতাড়ি মন্ত্রপাঠ করি বীরবর,
উঠিলেন এক লম্ফে অশ্বের উপর।
অশ্বেতে অশীতি ক্রোশ করি অতিক্রম,
বর-বেশে আসে রণে প্রচণ্ড বিক্রম।

নববধূ কোন্ প্রেমে রাখে বীরবরে।
স্বর্গে সুর-সুন্দরীরা আছে মালা করে।
কপালে চন্দন, গলে না শুখাতে ফুল,
শুইলেন রণ-ভূমে বিক্রমে অতুল।
পতি আসিলেন চ'লে, সতী তার পরে,
পাছে পাছে আত্মহারা ছুটিল সমরে।
পতির উষ্ণীষ বক্ষে করিয়া ধারণ,
পথি মাঝে চিতানলে জুড়ায় জীবন।
মৈরতীয় সেরসিংহে করিয়া নিধন,
চম্পাবৎ গুর্জ্জি করে সমরে শয়ন।
ভগ্নোৎসাহ রামসিংহ দক্ষিণে ছুটিল,
আপ্পা সিন্ধিয়ার কাছে আশ্রয় খুজিল।
সেই দিন মারবারে প্রবেশিল শনি,
পড়িল বন্যার মুখে রাঠোর তরণী।

রাজা ভক্তসিংহ।

ভক্তের রাজ্যলাভ।

বিজয়ী হইয়া ভক্ত পশে যোধগড়ে,
বসিলেন মারবার সিংহাসনোপরে।
কাহারে মধুর বাক্যে, কারে অর্থদানে,
রাজ-পক্ষে ছিল যারা নিজ-পক্ষে আনে।
জগধর নামে ছিল রাজ-পুরোহিত,
রহিলেন তিনি শুধু রাজ-পক্ষাশ্রিত।
কোন মতে বশ নাহি হইল ব্রাহ্মণ,
রাজাসহ মহারাষ্ট্রে লইল শরণ।
সুকবি ছিলেন ভক্ত, দ্বিজ জগধরে
লিখিলা কৌশলে বশে আনিবার তরে।
"যেই কুসুমের গন্ধে হইয়া মোহিত,
এত দিন মধুকর ছিলেন আশ্রিত,
ঝটিকা-আক্রান্ত হয়ে ছিন্ন তার দল,
কণ্টক-আঘাত আর সহিয়া কি ফল।"

উত্তরিলা দ্বিজবর "ব'সে আছি আশে'
মঞ্জরিতে পারে তরু পুনঃ মধুমাসে;
নব পত্র নব ফুল ধরিয়া মোহন
হয়ত অলির বাঞ্ছা করিবে পূরণ।"
ব্রাহ্মণের অনুরাগ হেরি রামোপরে
প্রশংসা করিল ভক্ত সভার ভিতরে।
তিন বর্ষ রাজ্য তিনি করেন শাসন,
এখনো তাহার আছে বহু নিদর্শন।
আহামদাবাদ জয় করিলেন বলে,
দৃঢ় করে যত দুর্গ অদ্ভুত কৌশলে।
মজিদ ভাঙ্গিয়া বহু বাঁধে দেবালয়,
রক্ষা করে হিন্দু-ধর্ম্ম হইয়া নির্ভয়।
আদেশ করিলা, রাজ্যে কোন মুসলমান্
প্রাণদণ্ড হবে, যদি করেন আজান।
এখনো নিয়ম সেই আছে মারবারে,
যবন নমাজ তথা মনে মনে পড়ে।
অপঘাতে ভক্ত যদি নাহি দিত প্রাণ,
হইত রাজ্যের আরো অনেক কল্যাণ;
রাঠোর গৌরব পূর্ব্ব সগর্ব্বে ফিরিত,
রাঠোরের রাজ্য পুনঃ হইত স্থাপিত।
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র ভক্ত, কলঙ্ক কেবল
ভ্রাতৃ-অনুরোধে বধে পিতা মহাবল।

ভক্তের মৃত্যুবাণ।

রামেরে পাইয়া করে সিন্ধিয়া চতুর,
ছুটিলেন মারবারে লয়ে বহু শূর।
রোধিবারে শত্রুগতি ভক্ত মহাবল,
ছুটিল লইয়া সঙ্গে রাঠোর প্রবল।
অজমীরে উপস্থিত হয়ে দর্পভরে
সম্বাদ পাঠায় ভক্ত অম্বর-ঈশ্বরে।

"হয়ত আমার পক্ষ করিয়া গ্রহণ
দুরাচার সিন্ধিয়ারে করহ দমন।
না হয়, সমরে আসি অবতীর্ণ হও,
যার যাহা প্রাপ্য আছে বুঝে সুঝে লও।"
ঈশ্বরী অম্বরপতি পত্র পাঠ ক'রে
ভক্তের ভয়েতে ভীত উঠিল শিহরে।
জামাতা তাঁহার রাম, ভক্তও আবার
পত্নীর পিতৃব্য হয়, চাপে কোন্ ধার?
রামের বিপক্ষে গেলে লোকে যে হাসিবে,
ভক্তের বিপক্ষে হ'লে পরাণে মরিবে।
কি করে ঈশ্বরীসিংহ নাহি পায় কূল,
পত্নীর নিকটে গেল হইয়া আকুল।
মহিষীরে বলে "আমি যাব কোন্ পথে?
তুমি ভিন্ন গতি মম নাহি এ জগতে।
পিতৃহন্তা মহাপাপী ভক্ত দুরাচার,
তার পক্ষ হব নহি হেন কুলাঙ্গার।
তব পিতামহে পাপী করেছে নিধন,
কেড়ে নিল জামাতার রাজ্য সিংহাসন।
প্রেয়সি, করিয়া সহ্য রয়েছ কেমনে?
শেষে কি হইবে দাসী তাহার চরণে?
নাহি শক্তি বাহুবলে করিব দমন,
দ্বন্দ্ব কৈলে হারাইব যত ধন জন।
তুমি বিনে রক্ষা নাহি পাব করে তার,
পাবে না জামাতা তব, রাজ্য ফিরে আর।
বিষমাখা অঙ্গরাখা করেছি প্রস্তুত,
যোধপুরে যাও হয়ে শমনের দূত।
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করহ বিধান,
না হয় পাপীর করে নাহি পরিত্রাণ।"
আনন্দসিংহের কন্যা পতির বচনে
চলিলেন যোধপুরে পিতৃব্য-নিধনে।
কালকূট পূর্ণ জামা দিয়ে উপহার
পিতৃব্যের পদে রাণী করে নমস্কার।
শীলতার অনুরোধে পরিধান করি
মুহূর্ত্তে ভক্তের অঙ্গ উঠিল শিহরি।
বহু বৈদ্য আসি নাড়ী পরীক্ষা করিল,
কি হবে আসন্ন-কালে? ভিষক কহিল—
"আমরাত ক্ষুদ্র জীব, শিব যদি আসে
পারিবে না রক্ষিবারে, পলাইবে ত্রাসে।
ভক্ত কহিলেন "সুজা রক্ষা নাহি মোর
কোন্ কাজে আসে তবে আয়ুর্ব্বেদ তোর?
আরোগ্য করিতে যদি না পার আমায়,
কেন ভূমি-বৃত্তি ভোগ করিছ বৃথায়?"
ভক্তের কথায় বৈদ্য হয়ে ক্ষুণ্নমন
গৃহ মাঝে কুণ্ড এক করিল খনন।
জল পূর্ণ করি তাতে ঔষধ ক্ষেপিল,
দেখিতে দেখিতে জল বরফ হইল।
বৈদ্য কহিলেন তবে "দেখ মহারাজ,
মানুষে সম্ভবে এই অসম্ভব কাজ।
সাধ্যাতীত প্রভু তব এ রোগ ভীষণ,
আত্মার সদ্গতি চিন্তা করুন এখন।"
বুঝিলা এসেছে যবে শিয়রে শমন,
কহিলেন ভক্তসিংহ সর্দ্দারে তখন।

ভক্তের মৃত্যু।

"বহু কষ্ট বন্ধুগণ বহুত্যাগ অনুক্ষণ
করিয়াছ আমার কারণে,
পারি নাই দিতে তার সমুচিত পুরস্কার
চলিয়াছি শমন-ভবনে।
বহু আশা ছিল মনে খেদায়ে যবনগণে
হিন্দুরাজ্য স্থাপিব আবার,
প্রত্যেক সর্দ্দারবরে ক্ষুদ্র রাজ্য অর্পি করে
দিব উপযুক্ত পুরস্কার।

অখণ্ড অদৃষ্ট-লেখা, খণ্ডিতে যায় না দেখা
মেনে যাই কালের শাসন,
করিও না বৃথা শোক, ছেড়ে যেতে হবে লোক,
কেন অশ্রু কর বরষণ ?
নির্ব্বোধ বিজয় মম, রেখো তারে পুত্র সম,
সমর্পিনু তোমাদের করে ;
রামসিংহ আসি পরে, গর্ব্বে অত্যাচার ক'রে
রাজ্য যেন নাহি লয় হ'রে।
যেই স্নেহ বন্ধুগণ কর মোরে অনুক্ষণ,
বল তারে করিবে তেমন ;
এ পাপ সংসার ছাড়ি আনন্দে যাইতে পারি
বিজয়ে করিয়া সমর্পণ।"
শুনিয়া ভক্তের কথা সকল সর্দ্দার তথা
প্রতিজ্ঞা করিল জনে জন,
রাজার ঘুরিল আঁখি অজ্ঞান হইয়ে থাকি
দেখিতেছে ভীষণ স্বপন।
পিতার প্রেতাত্মা আসি হাসিছে বিকট হাসি,
মাতা বিমাতায় দেয় শাপ,
"প'ড়ে তো'র কোপানলে রাজ্য ছেড়ে গেছি চলে
আজি পূর্ণ হল সেই পাপ।
রক্ষা নাই রক্ষা নাই, পিতৃহন্তা হবে ছাই
রাজ্যের বাহিরে তোর দেহ,
রে পাপী রাজ্যের লোভে অকালে মারিলে ক্ষোভে,
মর তাই ছাড়ি নিজ গেহ।"
অসহ্য যাতনাভরে কাঁদে ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে
অভিশাপ-বাণী শুধু বলে,
স্থির হয়ে রহে আঁখি উড়ে গেল প্রাণ পাখী
কেঁদে উঠে সর্দ্দার সকলে।
তার ভস্মরাশি পরে সর্দ্দারেরা দিল গড়ে
স্মৃতি-স্তম্ভ অতি মনোহর,
পাপের মন্দির ব'লে অদ্যাপি ও লোকে বলে
তারে "বুরা দেউল" সুন্দর।

রাজা বিজয়সিংহ।

অভিষেক[১]।

ভক্ত যবে চলিলেন ছাড়িয়া সংসার,
মৈরতের পথে ছিল বিজয়কুমার।
পিতার নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
মারোট নগরে যায় বিষাদিত মন।
তথায় সর্দ্দারগণ হইয়ে মিলিত,
অভিষেক করে তাঁর হ'য়ে পুলকিত।
কার্য্যশেষে চলে' গেল মৈরতানগরে,
পিতার অশৌচ-কাল তথা বাস করে।
সম্রাট সহিত যত হিন্দু নরপতি,
রাজ্য অভিষেকে তাঁর দিল অনুমতি।
যোধপুরে আসি পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনে,
ধন দান করে দীনে অনাথে ব্রাহ্মণে।
মারবার সিংহাসনে বসিয়া বিজয়,
রাজ্যরক্ষা তরে হয় চিন্তিত হৃদয়।

মহারাষ্ট্র-আক্রমণ।

ভক্তের মরণ-বার্ত্তা হইলে প্রচার,
রামসিংহ আনন্দিত হইল অপার।
শ্বশুর অম্বর-পতি ঈশ্বরী সহিত।
মহারাষ্ট্রগণ সহ হইল মিলিত।
বুঝেছিল রামসিংহ, আগ্রহ করিয়া
সৈন্য দিয়ে করে তাঁরে সাহায্য সিন্ধিয়া।
বিনা স্বার্থে সে কি কভু রক্তক্ষয় করে ?
লুণ্ঠন আরম্ভ করে অজ্মীর ভিতরে।
তিরস্কার করে রাম, সে কথা কে শুনে ?
কি করিবে মাথা যবে দিয়েছে আগুনে।

১—১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়সিংহ রাজা হন।

আসিছে দাক্ষিণীগণ শুনিয়া রাঠোর,
রামসিংহে দিল শত ধিক্কার কঠোর।
সজ্জিত হইল রণে সামন্ত সর্দ্দার,
মাতৃভূমি রক্ষাতরে প্রতিজ্ঞা দুর্ব্বার।
অজমীর করি ধ্বংস আসিয়া পুষ্করে,
রামসিংহ লিখে পত্র বিজয়-গোচরে।
"পত্রপাঠ মাত্র কর সিংহাসন দান,
নতুবা জানিও আর নাহি পরিত্রাণ"।
বিজয় পড়িল পত্র ডাকিয়া সর্দ্দারে,
গর্জ্জিয়া উঠিল সব ভীষণ হুঙ্কারে।
"সিংহাসন নহে প্রভু, রণ রণ রণ,"
চতুর্দ্দিকে "রণ রণ" শব্দ অগণন।
বলিল সর্দ্দারগণ মিলে সমস্বরে,
"ভয় নাই মহারাজ, পশিব সমরে।
মহারাষ্ট্র দস্যু আসি যোধের আসন,
নির্ব্বিবাদে লয়ে যাবে থাকিতে জীবন?
জম্বুক পশিবে কিরে সিংহের বিবরে?
কে সে আপ্পা মহারাজ? কত বল ধরে?
দস্যু-ভয়ে মাতৃভূমি করিব অর্পণ,
আমরা কি নহি প্রভু রাঠোর-নন্দন?
হোক্ শত বজ্রাঘাত, পেতে নেব শির,
আকাশ পড়ুক ভেঙ্গে, হবনা অস্থির।
ভয় নাই মহারাজ, স্তম্ভরূপে থাকি,
বিপদ লইব শিরে বক্ষে তোমা রাখি।
অসি-স্পর্শে করিলাম শপথ গ্রহণ,
লঙ্ঘন হবেনা বাক্য থাকিতে জীবন।
কাপুরুষ রামে প্রভু লিখহ এখনে,
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি দিবে বিনা রণে"।
সর্দ্দারের বাক্য শুনি আনন্দে বিজয়,
ঘোষণা করিলা রণ বিক্রমে দুর্জ্জয়।
বিজয়ের পত্র পাঠে মহারাষ্ট্রগণ,
জ্বলিয়া উঠিল যেন দীপ্ত হুতাশন।

আরম্ভ করিল রণ প্রলয় গর্জ্জনে,
প্রথম দিবস গেল কামান বর্ষণে।
প্রলয়ে দ্বাদশ সূর্য্য উঠে লোকে বলে,
শত শত রবি যেন জ্বলে রণস্থলে।
উত্তপ্ত অনল-পিণ্ড ঘুরিয়া বেড়ায়,
উন্মত্ত সৈনিকগণ আহার যোগায়।
আরম্ভ করিল অসি-যুদ্ধ অনায়াসে,
চমকি উঠিল শত্রু রাঠোরের ত্রাসে।
অশ্বারোহী সৈন্য পঞ্চ সহস্র ভীষণ,
লইয়ে বিজয়সিংহ করে আক্রমণ।
বিপক্ষের লক্ষ লক্ষ সেনা হ'ল হত,
মন্থিছে সমুদ্র যেন মন্দার পর্ব্বত।
প্রাণপণে করে চেষ্টা মহারাষ্ট্র সেনা,
অটল রাঠোর বল টলাতে পারেনা।
অনলে পতঙ্গ যথা ভস্মীভূত হয়,
সিন্ধিয়ার বহুসৈন্য রণে হল ক্ষয়।
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে শেষে করে পলায়ন,
রাঠোর করিল রক্ষা আপনার পণ।
বিজয়ী বিজয়সিংহ ফিরে পট-ঘরে,
অদৃষ্ট হইলে মন্দ জয়েতে কি করে।
সমর হইলে শেষ, অদূরে নদীতে,
পশুপাল নিয়ে সেনা গেল জল দিতে।
অশ্ব-খুরধ্বনি দূরে করিয়া শ্রবণ,
শত্রু-সৈন্য ভাবি তেজে করে আক্রমণ।
"করিওনা আত্মহত্যা, ক্ষান্ত হও রণে,
আমরা বিপক্ষ নহি," ডাকিছে সঘনে।
শত্রুর ছলনা ভাবি রাঠোর সকল,
আক্রমণ করে আরো হয়ে উগ্রবল।
ক্ষণকাল পরে ভ্রম হয়ে গেল দূর,
শত্রু ব'লে মিত্র-হত্যা করেছে প্রচুর।
যে পঞ্চ সহস্র সৈন্য মত্ত বাহুবলে
অগণ্য সিন্ধিয়া সৈন্য দলে রণস্থলে,

শিবিরে ফিরিতেছিল রণক্ষেত্র হ'তে,
আক্রমে রাঠোর ভ্রমে, তাহাদেরে পথে।
চিনিয়া রাঠোরগণ করি আর্ত্তনাদ,
শিরে হাত দিয়ে বসে গণিয়া প্রমাদ।
শত্রুর অসিতে আত্মরক্ষা হল যার,
মিত্রের অসিতে মরে,—অদৃস্ট দুর্ব্বার।
বলিল আহতগণ-"কি হবে কাঁদিলে ?
নিজের চরণে নিজে কুঠার হানিলে"।
হতাহত সৈন্যগণ লইয়া শিবিরে,
কাঁদিয়া রাঠোরগণ ফিরে ধীরে ধীরে।
রাঠোর শিবিরে পড়ে মহা হুলুস্থুল,
কি করে বিজয়সিংহ ভাবিয়া আকুল।
অচিরে সমর-সভা করিল আহ্বান,
কি হবে উপায়, তার করিতে বিধান।
বহু তর্ক ক'রে বলে বিকানীর-পতি,
"ক্ষান্ত হও রণে, নতু নাহি অব্যাহতি।"
কিষণগড়ের পতি সেই কথা কহে,
কি করে বিজয়সিংহ, চুপ করি রহে।
জ্ঞান-বৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ হারা হয়ে আছে,
বালক বিজয়, বুদ্ধি নেবে কার কাছে।
চলিল নৃপতিদ্বয় নিজ-দল লয়ে,
রহিল বিজয়সিংহ হীনবল হয়ে।
দুষ্ট মহারাষ্ট্র বুঝি সুযোগ বিশেষ,
আক্রমণ করে পুনঃ বিক্রমে অশেষ।
আবার রাঠোরগণ দাঁড়াইল রণে,
দেখাবেনা পৃষ্ঠদেশ পণ করি মনে।
সল্প রাঠোরের তেজে মহারাষ্ট্রগণ,
রণছাড়ি চেষ্টা করে দ্রুত পলায়ন।
জয়লক্ষ্মী সমুদ্যত মাল্যদান তরে,
রাঠোরের ভাগ্যদোষে উড়েগেল ঝড়ে।
সে ঝঞ্ঝা কি ঝঞ্ঝা তাহা করিব বর্ণন,
ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ।

অদ্ভুত পরাজয়।

ছিলেন সামন্ত রূপনগরের পতি,
তনয় সর্দ্দার তাঁর অতি দুষ্টমতি।
কিষণ গড়ের রাজা সামন্তে বঞ্চিয়া,
সে রূপনগর নিল বলেতে কাড়িয়া।
দুর্ভাগা সামন্তসিংহ বৈরাগী হইয়ে,
বৃন্দাবন যাত্রা করে পত্নী পুত্র নিয়ে।
সর্দ্দারে সামন্ত বলে "শুন বাছাধন,
অনিত্য সংসার ছাড়ি চলহ এখন।
চ'লে যাব নিত্যধামে হরিপদ ভ'জে,
অসার সংসারে কেন রহি বৃথা ম'জে।"
পুত্র বলে "পিতৃদেব একি কথা বল,
সংসার আমার কাছে ফুল্ল শতদল।
ভরিয়া রয়েছে মধু, করি নাই পান,
ভোগ বিলাসের তব পূর্ণ অবসান।
রাজভোগে নানা সুখে কাটি চিরকাল,
বিতস্পৃহ হয়ে অতি ভাবিছ জঞ্জাল।
যাও বৃন্দাবনে, কাল এসেছে গোচর,
অনুমতি কর দাসে উদ্ধারি নগর।"
শুনিয়া পুত্রের কথা সামন্ত চলিল,
সর্দ্দার সিন্ধিয়া-পদে শরণ লইল।
রাঠোরের মহাবীর্য্য হেরিয়া সমরে,
সিন্ধিয়া আপন মনে ব'সে চিন্তা করে।
আসিয়া সর্দ্দারসিংহ এহেন কালেতে,
প্রার্থনা জানায় তাঁর ধরি চরণেতে।
সিন্ধিয়া কহিল "দেখি তুমি আর রাম,
একগ্রহ চক্রে ঘুর, বিধি হল বাম।
উদ্যত হয়েছি ফিরে দেশে যেতে চ'লে,
অসাধ্য বিজয়সিংহে পরাজিব বলে।"
চতুর সর্দ্দারসিংহ কহিল আপ্লারে,
"বলে না হইলে, ছলে হইতে ত পারে ?"

অনুমতি কর যদি দেখি একবার,"
সিন্ধিয়া হাসিয়া বলে "যে ইচ্ছা তোমার।"
আপন সৈনিকে এক ডাকিয়া সর্দ্দার,
"করে আজ্ঞা ধর বেশ রাঠোর সেনার।
যেখানে মৈনোট মন্ত্রী করিতেছে রণ,
বল তারে বিজয়ের হয়েছে পতন।"
আজ্ঞামত সেনা তার করিয়া গমন,
কাঁদিয়া বলিল "মন্ত্রী কেন কর রণ?
বিপক্ষের গোলাঘাতে রাজ্য শূন্য ক'রে,
শুয়েছে বিজয়সিংহ একাল সমরে"।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়,
ঝরিয়া পড়িল অস্ত্র, বক্ষ ভেসে যায়।
চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হ'ল মিথ্যা সমাচার,
উঠিল ক্রন্দন, কেহ নাহি যুঝে আর।
রাজ-ভক্ত রাঠোরের রাজা গেল ম'রে,
কার তরে যুদ্ধে আর প্রাণ পণ করে।
ফিরাইয়া দিল অশ্ব নিজ গৃহমুখে,
দলে দলে ফিরে সৈন্য রণ ছাড়ি দুঃখে।
শুনিয়া বিজয়সিংহ হইল দুঃখিত,
বুঝিলেন চতুরের চাতুর্য্যে জড়িত।
চেষ্টা করিলেন সৈন্য ফিরাতে সমরে,
সকলি হইল ব্যর্থ কপটীর করে।
রাজারে করিতে রক্ষা সেনা একদল
প্রাণপণে যুদ্ধ করি মরিল সকল।
এইরূপে পরাজয় হইল ঘটন,
আত্মরক্ষা করে রাজা করি পলায়ন।

বিজয়সিংহের পলায়ন।

রাঠোরের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হ'ল,
কি করে বিজয়সিংহ ভাবিয়া বিকল।
দিবাভাগে গুপ্তস্থানে থাকি লুক্কায়িত,
নিশাতে নাগোরপানে হইল ধাবিত।
পঞ্চজন অশ্বারোহী সঙ্গে ছিল তাঁর,
লালসিংহ নামে ছিল রৈণের সর্দ্দার।
পথ দেখাইয়া লাল চলে মনমতে,
পথভ্রান্ত হয়ে সব আসে রৈণ-পথে।
টের পেয়ে বলে রাজা "কি করিলে লাল!
বিপথে আনিয়া দেখি ঠেকালে জঞ্জাল।"
বলিলে সুপথে যেতে, লালসিংহ বলে,
"দে'খে আসি পরিবার অনুমতি হ'লে"।
কিছু না বলিয়া রাজা ধরে নিজ পথ,
ঠাকুর বাড়ীতে গেল পূর্ণ মনোরথ।
কিছু দূরে গেলে, নিজ অশ্ব গেল ম'রে,
সৈনিক আপন অশ্ব দিল নৃপবরে।
পঞ্চ সৈনিকের সহ হয় অগ্রসর,
চলিতে পারেনা অশ্ব শ্রমেতে কাতর।
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা ছাড়ি সৈন্যগণ
ছদ্মবেশে চলিবারে করিল মনন।
প্রায় নিশা শেষ হেরি ডাকি গাড়োয়ান,
বলিলা করিতে তারে নাগোরে প্রস্থান।
গাড়োয়ান বলে "চাহি শ্রম মত টাকা,"
রাজা বলে "পুরস্কার দিব গাড়ী হাঁকা"।
প্রাণপণে জাঠ বেটা গাড়ী হাঁকে মরি,
ত্যক্ত করে রাজা তবু "হাঁকা হাঁকা" করি।
বিরক্ত হইয়ে জাঠ বলে রুক্ষস্বর,
"কে তুমি হে বাপু এত হাঁকা হাঁকা কর।
দাক্ষিণীর ভয়ে বুঝি মনে পেয়ে ডর,
তাগিদ দিতেছ এত পলাতে সত্বর।
নাগোরে চোরের মত না পলায়ে ডরে,
বিজয়সিংহের কাছে মৈরতা-সমরে
গেলে মূর্খ ভাল হ'ত, চুপ্ করে থাক,
হাঁকাতে পারিনা বেশী যত কেন ডাক"।

চুপ্ করি রহে রাজা, কি করিবে তারে,
অদৃষ্টের লিখা বল কে খণ্ডাতে পারে।
প্রভাত হইলে নিশা ফিরাইয়ে মুখ
জাঠের রাজারে দেখি কেঁপে উঠে বুক।
গাড়ী হতে লম্ফ দিয়া পড়িল ভূতলে,
রাজার চরণে ধরি করযোড়ে বলে।—
"চিনিতে না পারি প্রভু করিয়াছি দোষ,
ক্ষমা কর, পায়ে ধরি, ত্যজ দাসে রোষ।"
শান্ত ভাবে বলে রাজা "ভয় নাই তোর,
ত্বরায় হাঁকাও গাড়ী, নিকটে নাগোর"।
উপনীত হয়ে রাজা নাগোরের দ্বারে
বিদায় করিল জাঠে বহু পুরস্কারে।
পরে পঞ্চ শত বিঘা ভূমি করে দান,
এখনো করিছে ভোগ জাঠের সন্তান।

বিজয়সিংহের লাঞ্ছনা।

পশিলে বিজয়সিংহ নাগোর নগরে,
আনন্দে ভাসিল পুরী হেরি নরবরে।
রাজার আজ্ঞায় রণ-ভেরী উঠে বেজে',
আসিল সর্দ্দারগণ রণ-সাজে সেজে'।
হেনকালে বলে দূত রাজার গোচরে
মহারাষ্ট্র আসে দুর্গ আক্রমণতরে।
অল্প সৈন্য লয়ে রাজা কি করিবে রণ,
বাঁধিতে দুর্গের দ্বার আদেশে তখন।
অবরোধ করে দুর্গ দাক্ষিনী প্রবল,
অবরোধ-যুদ্ধে দক্ষ নহে শত্রুদল।
মাঝে মাঝে দুর্গদ্বার করি উন্মোচন
শত্রুরে বিজয়সিংহ করে আক্রমণ।
নাহি পারে শত্রু দুর্গে প্রবেশ করিতে,
রাজাও পারেনা তারে বলে তাড়াইতে।

ফুরাইল খাদ্য তাঁর, ফুরাইল বল,
মনেতে জন্মিল চিন্তা, ভাবিয়া বিকল।
প্রতিজ্ঞা করিলা শেষে প্রাণ যায় যাবে,
মরিবনা দুর্গে বদ্ধ থাকিয়া এভাবে।
নাগদুর্গ শিরে উঠে' দেখে নরবর,
চৌদিকে বেষ্টিত আছে সেনার সাগর।
রজনী আসিলে দেখে শত্রু সৈন্যগণ,
কেহ নৃত্য গীতে, কেহ করিছে ভোজন।
পঞ্চ শত উষ্ট্র রাজা করিয়া সজ্জিত
শ্রেষ্ট সৈন্যগণে পৃষ্টে করিলা স্থাপিত।
চকিতে দুর্গের দ্বার করি উন্মোচন
শত্রুর শিবির ভেদি করে পলায়ন।
বিকানীর রাজ্যে আসি উপনীত হ'লে,
আশ্রয় দেবেনা বলি বিজয়েরে বলে।
নিরুপায় হয়ে রাজা গেলেন অম্বরে,
পিতৃহন্তা ঈশ্বরীর সহায়ের তরে।
পুরীর বাহিরে থাকি লিখিল তাঁহারে,
"অতিথি রাঠোর-পতি অপনার দ্বারে।
আশ্রিতে বিমুখ কভু নহে রাজপুত,
রক্ষা কর এ বিপদে, পাঠাইনু দূত"।
রাজপুত কুলাঙ্গার অম্বরের পতি
অতিথি-সৎকার তরে ধরে নবগতি।
সম্বাদ বলিলে দূত, আচ্‌রোল্ সর্দ্দারে
পাঠায় ঈশ্বরী অভ্যর্থনা করিবারে।
কৃতজ্ঞ যুবনসিংহ রাঠোর-সর্দ্দার,
আচ্‌রোল্-জামাতা ছিল বহু গুণাধার।
শ্বশুর আসিয়া গুপ্তে জামাতারে বলে,
"রাজারে করিতে বন্দী রাজ-আজ্ঞা বলে,
এসেছি হেথায় বৎস সুকৌশল ক'রে,
সাবধানে রহ তুমি আত্মরক্ষা তরে"।
শ্বশুরের বাক্য শুনি ঘৃণায় ধিক্কারে
যুবনের বীরহৃদি শতধা বিদারে।

প্রভুরে রক্ষিবে কিসে খুজিছে উপায়,
আসিল ঈশ্বরীসিংহ অতিথিশালায়।
রাজদ্বয় আলিঙ্গন করি পরস্পরে
একাসনে বসি নানা আলাপন করে।
জানেনা বিজয়সিংহ, প্রিয়বন্ধু তাঁর
কি রূপে করিবে শেষ অতিথি-সৎকার।
লম্বা অঙ্গরাখা ছিল ঈশ্বরীর গায়,
বিস্তৃত হইয়া পড়ে পশ্চাতে ধরায়।
যুবন কৌশল ক'রে সরিয়া পশ্চাতে
রাজ-পরিচ্ছেদোপরে বসিলা অজ্ঞাতে।
"ঠাকুর পশ্চাতে কেন" ? জিজ্ঞাসে ঈশ্বরী,
"প্রয়োজন না হ'লে কি বসি পাছে সরি" ?
যুবন বলিয়া এত বলিল বিজয়ে,
"এ নহে অতিথিশালা, পিশাচ আলয়ে
আসিয়াছ মহারাজ, উঠ ত্বরা ক'রে,
প্রাণ আর স্বাধীনতা হারাবে সত্বরে" ॥
যুবনের বাক্য শুনি বিপন্ন বিজয়
সত্বর উঠিল অশ্বে কম্পিত হৃদয়।
পাপিষ্ঠ ঈশ্বরীসিংহ আক্রমিতে তাঁরে
বহু চেষ্টা করে, কিন্তু উঠিতে না পারে।
যুবন খুলিয়া অসি বলে "সাবধান,
প্রভুর গমনে যদি কর বাধা দান,
করিবে আমার অসি আতিথ্য গ্রহণ—
হৃদয়-শোণিত তব পিয়ে এইক্ষণ"।
স্তম্ভিত হইল শুনি তাহার বচন,
সাহস করেনা কেহ করে আক্রমণ।
হঠাৎ বাহির হ'তে শুনিল চীৎকার,—
"ভূপতি অপেক্ষা করে যুবন তোমার।"
কোষেতে রাখিয়া অসি আসিয়া সম্মুখে
নমিয়া ঈশ্বরীসিংহে চলে দৃঢ় বুকে।
কহিলা অম্বর-পতি "দেখহে সকল,
কিবা প্রভুভক্তি দেখ যুবনে প্রবল।
অঙ্গরাখা হেন বীর যার অনুক্ষণ,
বিজয় করিবে তারে সম্ভবে কখন ?

সিন্ধিয়ার হত্যা।

বিজয় আশ্রয় নাহি পাইল কোথায়,
মহারাষ্ট্র-ভয়ে সবে দূরেতে পলায়।
নাগোরে আসিতে ফিরি করিলা মনন,
নির্ভর করিয়া শুধু অদৃষ্টে আপন।
নিশিতে গোপনে পশে পুরীর ভিতর,
চতুর সিন্ধিয়া তার পে'লনা খবর।
আরো ছয়মাস তথা কষ্টে বাস করে,
দুর্গ ছাড়ি তবু শত্রু নাহি যায় স'রে।
একাকী বসিয়া রাজা চিন্তে মনে মনে,
কিরূপে উদ্ধার পাবে শত্রু-আক্রমণে।
এক রাজপুত সৈন্য, আফগান্ অপর,
হেনকালে আসি বলে করি যোড় কর।
"আজ্ঞা কর মহারাজ বিপদে উতরি;"
নির্ব্বোধের বাক্যে রাজা উঠে হাস্য করি।
আবার সৈনিকদ্বয় বলিলা রাজারে—
"আজ্ঞা যদি কর প্রভু দুর্জ্জয় আপ্পারে,
শত্রুব্যূহ ভেদি পারি করিতে সংহার,
রক্ষা কর মহারাজ পুত্র পরিবার।"
আদেশ করিলে রাজা দুর্দ্দান্ত সৈনিক
মোদকের বেশ ধরি চলিলা নির্ভীক।
করিয়া কৃত্রিম দ্বন্দ্ব চলে দুইজন,
গালাগালি পরস্পরে করে অগণন।
সিন্ধিয়া স্নানেতে ছিল শিবির বাহিরে,
অদূরে কলহ শুনি দেখে উচ্চশিরে।
কাগজের খাতা এক রাখিয়া দুয়ারে,
সবিনয়ে মোদকেরা বলে সিন্ধিয়ারে।





"কৃপা ক'রে কর প্রভু বিবাদ ভঞ্জন,
তব পদে দুই জন লইনু শরণ।"
আপ্পা যবে খুলে খাতা নত করি শির,
আঘাত দক্ষিণ পার্শ্বে করিয়া অসির,
"নাগোরের জন্য এই" বলে রাজপুত ;
বামেতে আফগান্ সৈন্য শমনের দূত
বিঁধে অসি বলে "এই যোধপুর তরে,"
হুলুস্থূল পড়ে গেল শিবির ভিতরে।
'ধর ধর' করি আক্রমিল সৈন্যগণ,
খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলে যবনে তখন।
সুচতুর রাজপূত করি "চোর চোর"
পশে শত্রু সৈন্যে, কেহ না পাইল ত্তর।
নিরাপদে নাগোরেতে পলায়ে ছুটিল,
মহারাষ্ট্র শিবিরেতে ক্রন্দন উঠিল।
সিন্ধিয়ার সৎকার হ'ল তোষসরে,
নির্ম্মাইল চৈত্য এক চিতার উপরে।
মহারাষ্ট্র রাজপুত ভক্তি সহকারে,
অতীব পবিত্র তীর্থ জ্ঞান করে তারে।

সন্ধি।

সিন্ধিয়া হত্যার পরে মহারাষ্ট্রগণ—
প্রতিশোধ দিতে করে প্রতিজ্ঞা ভীষণ
আবার নবীন বলে হইয়া সজ্জিত,—
আক্রমিতে নাগদুর্গ হইল ধাবিত।
কি করে বিজয়সিংহ শত্রু অগণন,
আত্মরক্ষা তরে সন্ধি করিল মনন।
সন্ধিসূত্রে অজমীর দাক্ষিণীর করে
অর্পণ করিয়া রাজা প্রায়শ্চিত্ত করে।
ছাড়িয়া রামের পক্ষ মহারাষ্ট্রগণ,
আপনার দেশে ফিরে করিলা গমন।
রামের সকল আশা নিঃশেষ হইল,
শ্বশুর বাড়ীতে যেয়ে আশ্রয় লইল
কিছুদিন পরে রাম মরিল তথায়,
ফুরাইল সব জ্বালা ত্যজিয়া ধরায়।

সর্দ্দার দমন।

যেই দিন হ'তে মহারাষ্ট্র জাতিগণ,—
করিলেন মারবারে প্রভুত্ব স্থাপন।
সে দিন হইতে রাজ্য-নাশ সূত্রপাত,—
আরম্ভিল দাক্ষিণীর দারুণ উৎপাত।
দেখিতে দেখিতে দেশ শ্মশান হইল,
ঘর বাড়ী ছাড়ি সব ভয়ে পলাইল।
রাঠোরের কোষাগারে নাহি আর ধন,
সৈন্যাগারে নাহি আর বীর সৈন্যগণ।
বালক অদূরদর্শী ভূপতি বিজয়,
ধন সেনাবল সব হইয়াছে ক্ষয়।
মারবারে রাঠোরের সামন্ত সমাজ,
অতি সম্মানিত ছিল রাজস্থান-মাঝ।
রাজা হ'তে তাহাদের শক্তি ছিল বাড়া,
দেশের কল্যাণতরে ছিল আত্মহারা।
রাজা বিনে রাজ্যরক্ষা করিয়াছে যারা,
আজি সেই পুণ্যব্রত ভুলে গেল তারা।
চায়না দেশের মুখে, শ্মশান হুঙ্কারে,
ফকির হইল রাজা, নাহি চাহে তাঁরে।
চলিল দস্যুর পথে, দস্যুতা শিখিল,
রক্ষক ভক্ষক হয়ে সর্ব্বস্ব গ্রাসিল।
মহাসিংহ নামে ছিল পোকর্ণ-সর্দ্দার,
দত্তক নিলেন রাজা অজিত-কুমার।
দেবীসিংহ আপনার স্বত্ব ত্যাগ ক'রে,
সর্দ্দারের গৃহে আসে পোকর্ণ নগরে।





অজিতের পুত্র দেবী করিয়া বিশ্বাস,
মারবার-সিংহাসনে হ'ল তার আশ।
রাজা হীনবল, রাজ্যে ঘটেছে প্রলয়,
সংকল্প সাধিতে দেবী করে অভিনয়।
দেবী করিলেন ইচ্ছা বিজয়সিংহেরে,
হস্তগত করি শেষে কার্য্য নিবে সে'রে।
দুই ভাগ ক'রে দেবী নিজ সৈন্যগণে,
নিযুক্ত করিয়া দিল রাজার শাসনে।
একভাগ রাখে দেবী দুর্গের ভিতরে,
কৌশলে দুর্গের নীচে রাখিল অপরে।
সর্দ্দারের অভিসন্ধি বুঝেনি বিজয়,
একদিন অতিদুঃখে দেবীসিংহে কয়।
"বিদ্রোহ করিল সৃষ্টি রাজ্যেতে সর্দ্দার,
প্রজার দুর্দ্দশা হয়, কি উপায় তার।"
উত্তর করিলা দেবী "বৃথা চিন্তা ক'রে
কেন কষ্ট ভোগ নিজে মারবার তরে?
মারবার-ভাগ্য-লিপি আমার অসিতে,
কেন বৃথা চিন্তা করি কষ্ট পাও চিতে?"
দেবীর উত্তরে রাজা হইল ব্যাকুল,
কি করিবে কোথা যাবে নাহি পায় কূল।
কখন গোপনে বসি ঝরে অশ্রুজল,
কখন বিষন্ন মুখে ভাবেন কেবল।
ধাইভাই ছিল তাঁর, নাম জগধর,
অতি বিচক্ষণ ছিল তেজস্বী প্রখর।
মনদুঃখ জগধরে কহিলে বিজয়,
রাজার রক্ষার ত'রে মনোযোগী হয়।
জগধর চাটুবাক্যে দেবীসিংহে তোষে,
মিবারে সৈন্ধবী সেনা আনিলেন রোষে।
অতি বিচক্ষণ ছিল সেই সেনাগণ,
সপ্ত শত আনি রাজ্যে করিল স্থাপন।
সর্দ্দারের করে নাহি ছিল তার ভার,
রাজা সে সেনারে আজ্ঞা করিত প্রচার।
তাহাতে রাজার বল হইল সঞ্চয়,
পোকর্ণ সর্দ্দার হেরি চিন্তাযুক্ত হয়।
কিরূপে সে সেনাদলে করে তিরোহিত,
দেবীসিংহ সেই হেতু হ'ল চিন্তান্বিত।
জগধর সুপ্ত নাহি ছিলেন তখন,
সদাই করিছে চেষ্টা দেবীর নিধন।
ধাইভাই মাতৃপদে করিল গমন,
পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা মাগিল তখন।
বিজয়সিংহের ধাত্রী জননী তাঁহার,
বহু টাকা দেয় তাঁরে রাজ-পরিবার।
প্রথমতঃ ধাত্রীমাতা অস্বীকার করে,
জগধর বলে "মাতঃ তোমার গোচরে,
আত্মহত্যা করি প্রাণ করিব বর্জ্জন,
আমার প্রার্থিত মুদ্রা না কৈলে অর্পণ।"
পুত্রস্নেহে বদ্ধ হয়ে মুদ্রা দিল গণি,
টাকা এনে দিল জগ বিজয়ে অমনি।
রাজার সুখের আর না রহিল সীমা,
বিস্মিত হইল হেরি জগের মহিমা।
দমিতে পার্ব্বত্য দস্যু করিয়া ছলন,
নাগোরে পাঠায়ে দিল নিজ সৈন্যগণ।
দস্যুর বিরুদ্ধে করি সামান্য সমর,
ফিরিয়া আসিল রাজধানীর ভিতর।
ফিরিয়া আসিতে শীলবকরি নামেতে,
সর্দ্দারের দুর্গ কাড়ি লইল বলেতে।
বিজয়ের অভিসন্ধি বুঝিয়া সর্দ্দার,
সে দিন হইতে ভীত হইল অপার।
ভূপতি বিজয়সিংহে দমনের তরে,
মিলিয়া সর্দ্দারগণ ষড়যন্ত্র করে।
বিশ্বস্ত সাহসী বীর ছিল গরধন,
যার করে ভক্ত করে বিজয়ে অর্পণ।
ভয় পে'য়ে রাজা তার শরণ লইল,
রাজারে বিপন্ন হেরি সে বীর কহিল।

"কোন চিন্তা মহারাজ করিও না মনে,
স্নেহ চক্ষে সর্দ্দারেরে হের অনুক্ষণে।
আপনি একাকী যেয়ে তাহাদের ঘরে,
পরাজয় কর সবে যুক্তিতর্ক ক'রে।
করিবে না অসম্মান কাহারে কখন ;
আগে যেয়ে আমি তার করি আয়োজন।"
গরধন বলে প্রাতে সর্দ্দারের কাছে,
"রাজার সবার' পরে স্নেহ ভক্তি আছে।
এখনি আসিবে রাজা করিতে দর্শন,
অভ্যর্থনা তরে তাঁর কর আয়োজন।"
গরধন নানামতে সকলে বুঝায়,
কর্ণপাত নাহি করে তাহার কথায়।
হেনকালে মহারাজ আসে ধীরে ধীরে,
তাঁর মুখপানে কেহ নাহি চায় ফিরে।
কারে কিছু না বলিয়ে সঙ্গে করি তাঁরে
উপস্থিত গরধন আহোবের দ্বারে।
ক্রমে ক্রমে সর্দ্দারেরা আসিল তথায়,
হেটমুখে রহে সবে, রাজারে না চায়।
চম্পাবত সর্দ্দারেরে বলিল বিজয়,
"আমাকে করিলে ত্যাগ কেন মহাশয়?"
শুনিয়া রাজার কথা আহোব উত্তরে,
"একটী মস্তক বিধি দিল তুচ্ছ ক'রে।
থাকিলে অপর শির, অম্লানবদনে
বলি দিতে পারিতাম প্রভুর কারণে।"
রাজা অতি ক্ষুব্ধ চিত্তে সুধায় তখন,
"কি করিলে সকলের তুষ্ট হয় মন?"
সকল সর্দ্দারগণ বলে সমস্বরে,
"জগধর-সেনাগণে দাও দূর ক'রে।
দুর্গে না বসিবে সভা, নগরে বসিবে,
পাট্টাবহি আমাদেরে অর্পিতে হইবে।"
প্রথম দ্বিতীয় রাজা করিলা মঞ্জুর,
তৃতীয়েতে রাজ্যে ক্ষতি হইবে প্রচুর।
পালিতে সে সর্ত্ত রাজা করে অস্বীকার,
পশ্চাতে সম্মতি দিল, কি করিবে আর।
সভামাঝে সন্ধিপত্র হইল স্বাক্ষর,
সভা-শেষে চ'লে গেল নিজ নিজ ঘর।
ছিলেন রাজার গুরু আত্মারাম নামে,
কিছু দিন পরে তিনি যান স্বর্গধামে।
ধাইভাই রাজাসনে ষড়যন্ত্র ক'রে,
অন্ত্যেষ্টি উদ্যোগ করে দুর্গের ভিতরে।
সকল সর্দ্দারে রাজা করে নিমন্ত্রণ,
দুর্গের ভিতরে সভা করে আবাহন।
নিঃসন্দেহ চিত্তে সবে যায় যোধগড়ে,
উঠিতেছে গিরিপথে দুর্গের ভিতরে।
পথে দেবী কহে এক সর্দ্দার-গোচর,
"আজিকার দিন যেন ভাল নহে বড়"।
তোষামদ করি সেই সর্দ্দার উত্তরে,
"মারবার স্তম্ভ তুমি, তোমার উপরে
কার সাধ্য কূট দৃষ্টি করিবে বর্ষণ!"
এত বলি সঙ্গে সঙ্গে করিল গমন।
উপরে উঠিয়ে দেখে রুদ্ধ দুর্গদ্বার,
"বিশ্বাসঘাতক" ব'লে করিল চীৎকার।
আসিয়া সৈন্ধবী সেনা করে আক্রমণ,
সর্দ্দারেরা অসি খু'লে জুড়িলেন রণ।
পলাইতে চাহে, খু'জে পথ নাহি পায়,
ধাইভাই উচ্চৈঃস্বরে বলিল সবায়।
"বৃথা চেষ্টা করি কেন বল কর ক্ষয়,
ফুরায়েছে পরমায়ু জানিও নিশ্চয়"।
বলিল সর্দ্দারগণ নির্ভয় অন্তরে,
"মরণের নামে রাজপুত নাহি ডরে।
এক অনুরোধ রক্ষা করহ সবার,
সৈন্ধবীর গুলি যেন না করে সংহার।
অসি ভিন্ন অন্য অস্ত্রে হইলে নিধন
আত্মার সদ্‌গতি ভাই হবে না কখন"।

অনেকে হইল বন্দী জগধর-করে,
অনেকে মরিল রণে দুর্গের ভিতরে।
কিরূপেতে দেবীসিংহ ত্যজিল জীবন,
তার বিবরণ কিছু করহ শ্রবণ।
সকল বন্দীর দুর্গে হইল বিচার,
প্রাণদণ্ড দেবী'পরে হইল প্রচার।
অজিতের পুত্র ব'লে অসির প্রহারে
স্বীকার না করে কেহ বধিতে তাহারে।
মৃণ্ময় পাত্রেতে দ্রব করি অহিফেন,
সেবন করিতে ভৃত্য দেবীসিংহে দেন।
হেরিয়া মৃণ্ময় পাত্র দেবী কহে রোষে,
"স্বর্ণপাত্রে আন, পান করিব সন্তোষে।"
এতবলি মৃৎপাত্র দুরে নিক্ষেপিল,
তাঁর অনুরোধ পূর্ণ কেহ না করিল।
শ্লেষ করি কহে ভৃত্য, "সে অসি কোথায়
"মারবার-ভাগ্য যার ঝুলিত আগায়" ?
সগর্ব্বে উত্তরে দেবী "দেখা যাবে পাছে,
পোকর্ণেতে সুবলের কটিবন্ধে আছে"।
নাহি আনে স্বর্ণপাত্র, ছাড়ে বাক্যবাণ,
দেউলে আঘাতি শির ত্যজিল পরাণ।
শুনিয়া পিতার মৃত্যু কুমার সুবল,
রাজ্য আক্রমিতে আসে নিয়ে সেনাবল।
সমরে সুবলসিংহ হইল সংহার,
প্রতিশোধ-আশা নাহি পূর্ণ হ'ল তার।

বিজয়সিংহের বিজয়।

বিজয় সর্দ্দারগণে করিয়া দমন,
রাজ্যের উন্নতি তরে করিল মনন।
আবার হাসিল লক্ষ্মী মরুর প্রান্তরে,
আবার ফুটিল পদ্ম শুষ্ক সরোবরে।
বণিক বিপণী খু'লে বেচে পণ্যরাশি,
পতিত ক্ষেত্রের মুখে ভাসে শস্য-হাসি।
বিদ্রোহী সামন্তগণে করিয়া শাসন,
সন্তুষ্ট করিল সবে করিয়া যতন।
খোসা সহবত নামে মরুভূমি তলে,
দুইটী ভীষণ জাতি থাকিত সদলে।
তাদের দমন তরে করিয়া মনন,
রাজা বিজয়িনী সেনা করিলা চালন।
তাদের উপরে জয় লভিয়া বিজয়,
করে মারবার রাজ্য পূর্ণ শান্তিময়।
সেই সূত্রে সিন্ধুরাজ সহ বাজে রণ,
বলেতে অমরকোট করিলা গ্রহণ।
আক্রমিয়া যশল্মীর নিল বহুদেশ,
বিজয়-উল্লাস তাঁর বাড়িল বিশেষ।
গদবার জনপদ অতি মনোহর,
রাজস্থান-মাঝে হয় সমৃদ্ধ নগর।
'রাণা' খ্যাতি সহ নিল মিবার ঈশ্বর—
রাহুপ, সে শ্রেষ্ঠ দেশ হ'তে পুরীহর।
পঞ্চশত বর্ষ শাসে মিবার সে দেশ,
রাঠোর পারেনি নিতে চেষ্টায় অশেষ্।
রাণা অরিসিংহ গৃহ বিবাদে জর্জ্জর,
বিজয় সুযোগ পেয়ে নিল সে নগর।
ক্রমাগত বহুদেশ করিলেন জয়,
সুশাসনে প্রজাগণ তুষ্ট অতিশয়।
কারাগারে বন্দিগণ বলিত সদায়,
"এ সুখ জানিলে কেবা না আসে হেথায় ?
নাহি জুঠে শাক অন্ন আপনার ঘরে,
এথায় মিষ্টান্ন খাই, কি দুঃখ অন্তরে"।

টঙ্গা-যুদ্ধ।

মাধাজী সিন্ধিয়া নামে, আপ্পার মরণে
মহারাষ্ট্র অধিপতি হইল তখনে।

রাজনীতি বিশারদ অতি সুচতুর,
দাক্ষিণাত্যে আছে তাঁর সুখ্যাতি প্রচুর।
তখন ফিরিঙ্গি জাতি দস্যুর মতন—
ভারতে আসিয়া ধন করিত লুণ্ঠন।
ক্ষত্রিয়ের ঘৃণ্য তাহা ছিল অতিশয়,
যে রণ কৌশল তারা করিত আশ্রয়।
প্রাণান্তে ক্ষত্রিয় নাহি করিত গ্রহণ,
ফিরিঙ্গির রণনীতি সমরে কখন।
রাজপুত অশ্বারোহী প্রচণ্ড বিক্রম,
মহারাষ্ট্র সাদী তারে মনে ভাবে যম।
বুঝিল মাধাজী তাঁর পূর্ব্ব রণবল,
রাজপুতে পরাজিতে হবেনা সফল।
ফিরিঙ্গির রণনীতি করিয়া গ্রহণ,
শিখায় তদ্রূপ ক'রে নিজ সেনাগণ।
অনেক ফিরিঙ্গি বীর করিয়া সংগ্রহ,
মাধাজী আপন সৈন্য পোষে অহরহঃ।
এইরূপে বহু বল করিয়া সৃজন,
দেখে যবে রাজপুত বিবাদে মগন,
সিন্ধিয়ার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার তরে,
আপনার নব বল চালায় অম্বরে।
কি করে অম্বরপতি ভাবিয়া আকুল,
কাহার আশ্রয় নিবে নাহি পায় কুল।
ঈশ্বরী অম্বররাজ বিপন্ন বিজয়ে,
করেনি সাহায্য দান মহারাষ্ট্র-ভয়ে।
ভুলিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অতিথি সৎকার
না করিয়া, করেছিল বহু অত্যাচার।
ভাবিয়া প্রতাপসিংহ বহু লাজে ভয়ে,
দয়া ভিক্ষা করি দূত পাঠায় বিজয়ে।
মহামতি বিজয়ের নাহি সেই রোষ,
পালিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইয়ে সন্তোষ।
রাখিতে অম্বর-রাজ্য নিজ সৈন্যগণ,
সিন্ধিয়ার বিপক্ষেতে করিল প্রেরণ।

মহারাষ্ট্র-সেনাপতি হইল দিবন,
বিখ্যাত ফরাসী বীর সমরে শমন।
মারবার অম্বরের যুক্ত সেনাদল,
চালায় যুবনসিংহ বীর মহাবল।
টঙ্গাক্ষেত্রে দুই পক্ষে বাধে মহারণ,
ফিরিঙ্গি করেন শুধু গোলক বর্ষণ।
যুবন রাঠোর সাদী চালাইল মাঝে,
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল যত গোলন্দাজে।
কোথায় দিবন গেল, কোথায় কামান,
না রহিল কারো মাথা রাখিবার স্থান।
ফিরিঙ্গি-কৌশল ধ্বংস রাঠোরের করে,
মাধাজী পলায়ে গেল মথুরা নগরে।
এ সুযোগে জগধরে করিয়া প্রেরণ,
বিজয় দাক্ষিণীগণে করিল দমন।
অজমীর মহারাষ্ট্র হ'তে কেড়ে নিল,
রাঠোরের জয়ধ্বজা গৌরবে উড়িল।
সমর-সময়ে রাজপুত কবিবর—
বীর-গীতি গেয়ে সৈন্যে করে উগ্রতর।
বীণার ঝঙ্কারে রণ দামামা নাদিত,
কবির অনন্ত শক্তি জগতে ঘোষিত।
করিল রাঠোর কবি বীরত্ব বাখান,
"উদুল তিন অম্বর রা রাখে রাঠোরান।

অর্থ—

"টঙ্গার সমরক্ষেত্রে রাঠোর নিকর,
অঙ্গরাখা হয়ে রক্ষা করিল অম্বর।"
সহিল না সত্য কথা অম্বরের প্রাণ,
রাঠোরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল শ্রীমান।
তাহাতে যে সর্ব্বনাশ হয় সংঘটন,
অতঃপর তার কথা করিব বর্ণন।

পত্তনের যুদ্ধ।

মাধাজী সিন্ধিয়া সার্দ্ধ তিন বর্ষ ক'রে,
আসে নাই মারবারে টঙ্গা-যুদ্ধ ক'রে।
এতদিন মহাবল করি আয়োজন,
ছুটিলেন করিবারে রাঠোর দমন।
বিপুল বাহিনী হেন লয়ে ভয়ঙ্কর,
রাজস্থানে হয় নাই কেহ অগ্রসর।
পত্তনে সিন্ধিয়া আসি হল উপস্থিত,
রাঠোর অম্বর দুই হইল ধাবিত।
রাঠোরে সিন্ধিয়া সনে বাধিল সমর,
অবিরত বর্ষে গোলা দিবন প্রবর।
অগণ্য রাঠোর সৈন্য পড়ে রণস্থলে,
ভস্ম হয়ে যায় যেন প্রলয় অনলে।
রাঠোর বিচ্ছিন্ন হয়ে মনে ত্রাস পাই,
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে কুশাবহ নাই।
কবির শ্লোকের বাণে বিদ্ধ হয়ে মনে,
গোপনে করেছে সন্ধি সিন্ধিয়ার সনে।
অম্বরের ছলনায় হল পরাজিত,
অমনি অম্বর-কবি রচিল সঙ্গীত।

"ঘোড়া জোড়া পাগড়ি,
মোচা খড়্গ মারবার,
পাঁচ রেকমে মেলনিদা
পত্তন মে রাঠৌরী—"

"অশ্ব গুম্ফ রণসজ্জা অসি শিরস্ত্রাণ,
হারায়ে পত্তনে পঞ্চ, রাঠোর পলান।"

দমরাজ।

রাঠোরের পরাজয় শুনিয়া বিজয়,
ডাকিল সমর-সভা, মর্ম্মাহত হয়।
বিকানীর কিষণ্‌গড় রূপনগর পতি,
সকলে সে সভাস্থলে আসে শীঘ্রগতি।
অজমীর মহারাষ্ট্রে করিয়া অর্পণ
রাজা বলিলেন সন্ধি করিতে বন্ধন।
শুনিয়া রাঠোরগণ বলে ক্রোধমনে,
"এ জীবনে সন্ধি নাহি সিন্ধিয়ার সনে।
অদৃষ্ট পরীক্ষা হবে পুনঃ রণস্থলে,
নত না করিব শির দস্যু-পদতলে।"
কি করিবে রাজা, রণ ঘোষণা করিল,
যে জানে ধরিতে অস্ত্র সকলে ডাকিল।
ত্রিংশত সহস্র সৈন্য মৈরতা ভূমিতে,
আবার একত্র হয় দাক্ষিণী দমিতে।
রাঠোরের পণ হেরি সিন্ধিয়ার প্রাণ,
থর থর কেঁপে উঠে ভয়ে কম্পমান।
আবার সে কৃতঘ্নতা, রাঠোরের বল
একবারে পূর্ণরূপে দিল রসাতল!
বাহাদুরসিংহ ছিল কিষণ্‌গড়-পতি,
কুপথে চলিয়া করে রাঠোরে দুর্গতি।
বাহাদুর বলে রূপনগর গ্রাসিল,
বিজয় মধ্যস্থ হ'য়ে ফিরাইয়ে দিল।
সেই ক্রোধে বাহাদুর দিবন-গোচরে,
কৃতঘ্নতা করি গেল সাহায্যের তরে।
রাঠোরের যত গুপ্ত করিল প্রচার,
তাহাতে রাঠোর বংশ হইল সংহার।
বলেতে লইয়ে রূপনগর দিবন,
বাহাদুরসিংহে তাহা করিল অর্পণ।
বহু সৈন্য সহ অজমীরে অতঃপরে,
দিবন আসিয়া দুর্গ অবরোধ করে।
সিন্ধবী বংশীয় দমরাজ দুর্গপতি,
যথা রাজভক্ত তথা পরাক্রমী অতি।
অর্পণ করিতে দুর্গ মহারাষ্ট্র-করে,
লিখিলা বিজয় দমরাজের গোচরে।

দমরাজ কাপুরুষ নহে কদাচন,
দম থাকে, দুর্গ রাখে, ছিল তাঁর পণ।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে দম হইল বেদম,
কোন কূল রক্ষা করে সঙ্কট বিষম।
মান নাহি থাকে কৈলে আত্মসমর্পণ,
মহাপাপ হয় রাজ-আদেশ লঙ্ঘন।
মান যদি নাহি থাকে প্রাণে কিবা ফল,
রাজদ্রোহী যেই তার জীবন নিষ্ফল।
এত ভাবি হীরাচূর্ণ ভক্ষণ করিল,
কেহ না জানিল, দম মরিতে বলিল।—
"রাজারে বলিও আজ্ঞা করিতে পালন,
এই পথ দমরাজ করিল গ্রহণ।
আমি না মরিলে সাধ্য নাহি দাক্ষিণীর,
বলে প্রবেশিতে পারে দুর্গে অজমীর।
মরি তাই, পূর্ণ হোক্ রাজার আদেশ,
না দেখুক আঁখি দুর্গে শত্রুর প্রবেশ।"
দমরাজ মৈলে দুর্গ করি অধিকার,
দিবন মৈরতা-ক্ষেত্রে ছুটিল দুর্ব্বার॥

মৈরতার যুদ্ধ[১]।

রাঠোর মৈরতা ক্ষেত্রে আসিয়া যখন,
মহারাষ্ট্র দমনের করে আয়োজন,
মন্ত্রিবর খুবচাঁদ রাজার সহিত,
রাজধানী যোধপুরে ছিল উপস্থিত।
গঙ্গারাম ভীমরাজ মন্ত্রী দুইজন,
সেনার সহিত করে মৈরতা গমন।
ভীম-গঙ্গারামে, বিনে খুবের আদেশ,
রণআজ্ঞা দানে নাহি ছিল শক্তি লেশ।
জীবদাতা সদাশিব লাকুবা প্রধান,
মৈরতা ভূমিতে আসি করে অবস্থান।
দিবনের অপেক্ষায় নাহি জুড়ে রণ,
ফিরিঙ্গি পড়েছে এক বিপদে ভীষণ।
লুনী নদী তীরে তাঁর কামান শকট,
প্রোথিত হইয়ে গেছে, ঠেকেছে সঙ্কট।
সে সুযোগে রাঠোরেরা আক্রমণ তরে,
ভীমরাজ গঙ্গারামে বলিল কাতরে।
সেকালে দিবনে যদি করে আক্রমণ,
সিন্ধিয়ার অন্যগতি ছিলনা তখন।
খুবে আর ভীমে ছিল ঘোর মনোবাদ,—
ভীম জয়ী হ'লে পাছে ঘটায় প্রমাদ
আশঙ্কা করিয়া খুব, লিখে ভীম-পাশে,
"ইচ্‌মাইল্ নাগোর ছাড়ি যাবৎ না আসে,
দিবইনে আক্রমণ না করে যেমন";—
সেই হেতু ভীম, রণ করেন বারণ।
মহীদাস শিবসিংহ, সর্দ্দার প্রধান,
পীড়াপীড়ি কৈলে করে সেই পত্রদান।
বলিল "রাজায় ভক্তি থাকে যদি মনে,
এই পত্র মান্য করি ক্ষান্ত হও রণে।"
রাজভক্ত সর্দ্দারেরা মনে ব্যথা পেয়ে,
পড়িল ঘুমায়ে নিজ শিবিরেতে যেয়ে।
আচম্বিতে নিশাকালে আসিয়া দিবন,
করিল রাঠোর সৈন্যে গোলক বর্ষণ।
ছিলনা সমর-সাজে রাঠোর সকল,
হঠাৎ বিপদপাতে হইল বিকল।
ছত্রভঙ্গ হয়ে সৈন্য করে পলায়ন,
পারেনা ধরিতে অস্ত্র করিবারে রণ।
হেনকালে মহীদাস জেগে আচম্বিত,
"সর্ব্বনাশ হ'ল" বলে ডাকিল ত্বরিত।
"উঠ শিবসিংহ, সৈন্য গেছে পলাইয়ে,
একাকী আমরা ঘুমে রয়েছি পড়িয়ে।"

১—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মৈরতার যুদ্ধ হয়।

তাড়াতাড়ি উঠি, অশ্বে চড়ি দুই বীর,
করিল দামামা ধ্বনি হইয়ে বাহির।
কেবল হাজার চারি মিলিল আসিয়া,
বলিলেন শিবসিংহ তেজ সঞ্চারিয়া।
"পলায়ন-পথ আছে সম্মুখে প্রসর,
সেই পথে গেলে কুলে কলঙ্ক প্রখর।
লজ্জা দিবে শত্রুগণ কাপুরুষ ডাকি,
কি ফল সে তুচ্ছপ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকি।
বীরধর্ম্ম নহে কভু রণে পলায়ন,
শ্রেষ্ট-ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের সমরে মরণ।
স্ত্রীপুত্রের মায়া যদি ছাড়িতে না পার,
দূর হয়ে যাও ঘরে, আশু পথ ছাড়'।
যে আসিবে, পাছে পাছে হও অগ্রসর,"
এত বলি শত্রুগণে আক্রমে সত্বর।
"পত্তন রাখিও মনে" ডাকিছে সর্দ্দার,
দলে গোলন্দাজগণে বিক্রমে দুর্ব্বার।
একদিকে কামানের বিকট গর্জ্জন,
অন্যদিকে উঠে "মনে রাখিও পত্তন"।
অনেক ফিরিঙ্গি রণে করিল শয়ন,
দিবন করিল ভয়ে দ্রুত পলায়ন।
রাঠোর ছাড়িয়া তাঁরে অন্যদিকে ধায়,—
চতুর দিবন আসি কামান কুড়ায়।
আবার করিল ভীম গোলক বর্ষণ,
দেখাবে না পৃষ্ঠ কভু রাঠোরের পণ।
সম্পূর্ণ হাজার চারি বিসর্জ্জিয়া প্রাণ,
রাখিল মৈরতাক্ষেত্রে রাঠোরের মান।
পরাজয় বার্ত্তা শু'নে রাঠোর-ঈশ্বর,
মন্ত্রিবর ভীমে নিন্দা করে বহুতর।
নাগোরে পলায়ে ভীম করি বিষপান,
ত্যজি প্রাণ প্রায়শ্চিত্ত করিল বিধান।

শিবসিংহের মৃত্যু।

সমর হইলে শেষ ডুবিল তপন,
ঢাকিল সমরক্ষেত্র আঁধার ভীষণ।
তুরঙ্গের খুরধ্বনি, সেনার হুঙ্কার,
কামান গর্জ্জন নাহি, অসি ঝণৎকার।
রণদেব ভৈরবের বাজে না বিষাণ,
তাঁহার বাহনগণ ধরিয়াছে তান।
শত্রুর শোণিতপানে মত্ত ছিল যারা,
তাহারেই বক্ষে ক'রে পড়ে আছে তারা।
বানে ডুবাইলে ক্ষেত্র হয় যথা ধান,
একে অপরের শয্যা করেছে নির্ম্মাণ।
নরের উপরে হাতী, হাতীর উপরে
কোথায় চড়েছে ঘোড়া, রক্তধারা ঝরে।
বিশাল শোণিত-সিন্ধু হয়েছে সৃজন,
শোণিত-তরঙ্গ স্থির শোভিছে যেমন।
মশাল লইয়া সুখা ঘুরে রণস্থল,
দেখিতেছে শবরাশি হইয়া বিকল।
আপন প্রভুরে শেষে করিয়া দর্শন,
শব সরাইয়া লয় করিয়া যতন।
শিবসিংহ ক্ষীণ স্বরে কহিলেন তারে,
"কোন্ বন্ধু প্রাণদান করিলে আমারে।"
উত্তর করিল ভৃত্য "সুরয এ দাস,"
শিব না পারিল চক্ষু করিতে বিকাশ।
অস্ত্রাঘাতে অন্ধ বীর, শক্তি নাহি উঠে,
প্রভুরে লইয়া সুযা শিবিরেতে ছুটে।
পথিমাঝে দেখে লাকুবার ভৃত্যদল,
খুজিয়া আহতগণে ঘুরে রণস্থল।
শিবের দেহের ক্ষত চিকিৎসার তরে,
লাকুবা ভিষক এক পাঠায় সত্বরে।
শল্য-চিকিৎসকে বলে শিব মহামতি,
"লাকুবার দয়া হেরি প্রীত হনু অতি।

যাবৎ চিকিৎসা নহে আহত সেনার,
জানিও দিব না অঙ্গ ছুঁইতে আমার"।
শিবের মহত্ত্ব হেরি সবে চমকিল,
অবিলম্বে কথামত কার্য্য আরম্ভিল।
সারিল শিবের ক্ষত কিছু দিন পরে,
আকুল হইল রাজ-দর্শনের তরে।
বেঁচে আছে শিবসিংহ শু'নে নরবর,
আগ্রহে দেখিতে তাঁরে ছুটিল সত্বর।
আনন্দিত হ'য়ে শিব করিলেন স্নান,
ফেটে গেল যত ক্ষত, হইল অজ্ঞান।
রাজা ও সর্দ্দারে দেখা হইল না আর,
মৈরতা শিবিরে বীর ত্যজিল সংসার।

বিজয়সিংহের শেষকাল।

মন্ত্রীর দুর্ব্বৃত্তি আর বিদ্রোহী সর্দ্দার,
তদুপরি ভয়াবহ রণ সিন্ধিয়ার,
রাঠোরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে প্রায়,
অন্তর্ব্বিবাদ পুনঃ জ্বলে উঠে হায়।
তাহাতে যে মারবার গেল রসাতলে,
আর না পারিল শির তুলিতে ভূতলে।
আশোয়াল রমণীর প্রেমফাঁদে পড়ে,
মত্ত হয়ে রাজা রাজ্য ধন ত্যাগ করে।
অরাজক হ'ল রাজ্য অনর্থ বাড়িল,
রাজার পাপেতে দেশ অতলে ডুবিল।
উপপত্নী-গর্ভে জন্মে রাজার কুমার,
তারে সিংহাসন দিতে ছিল ইচ্ছা তাঁর।
ভাগ্যদোষে সেই পুত্র মরিল অকালে,
প্রিয়ারে তোষিবে কিসে ঠেকিল জঞ্জালে
জালিম শাবস্ত সের গুমান সর্দ্দার,
ফতে ভূমসিংহ সপ্ত তনয় তাঁহার।
ভূমের তনয় ভীম গুমানের মান,
শাবস্তের পুত্র শূর,—পৌত্র বিদ্যমান।
হতভাগ্য সেরসিংহ ছিল অপুত্রক,
ভ্রাতুষ্পুত্র মানে তাই লইল দত্তক।
রক্ষিতার পুত্র যবে হারাইল প্রাণ,
পৌত্র মানে আনি করে দত্তক প্রদান।
প্রেয়সী হইয়ে তুষ্ট দত্তক কুমারে,
ঝালোরে নির্ব্বিঘ্নে রাখে দুর্গের মাঝারে!
সেরসিংহে করি ভয় কুলটা আবার,
ফিরাইয়া আনে মানে নিকটে তাহার।
রাজারে করিয়া বশ ঘোষণা প্রচারে,—
"মানসিংহ রাজপদ পাবে মারবারে;
অভিষেক কালে যত সামন্ত সর্দ্দার,
সম্মান করিবে তারে, দিবে উপহার।"
তাহাতে সর্দ্দারগণ হইয়ে কুপিত,
বিজয়সিংহেরে দেয় সংবাদ ত্বরিত।
"প্রাণ দিতে পারি, তাহা অকাতরে দিব,
গোলামের পুত্রে কভু রাজা না মানিব"।
কুলটার আধিপত্য না পারি সহিতে,
মিলিল সর্দ্দারগণ মলকাশুনিতে।
ষড়যন্ত্র করে সবে হয়ে একমত,
পদচ্যুত করিবারে বিজয়ে অসৎ।
ভয়ে মারবার-পতি গণিয়া প্রমাদ,
সর্দ্দারের কাছে আসে মিটাতে বিবাদ।
কুলটা থাকিতে বাঁচি, বুঝিলা সর্দ্দার,
রাজা রাজ্যে মন নাহি দিবে কভু আর।
গোপনে সংবাদ দিল রাউত সর্দ্দারে,
দুর্গ হতে ভীমে সঙ্গে করি আসিবারে।
রাউত বলিল আসি কুলটার কাছে,
"শিবিরে লইতে তোমা দূত আসিয়াছে"।
প্রিয়ের সংবাদ পেয়ে প্রিয়া মত্তপ্রায়,
প্রাসাদ ছাড়িয়া দ্রুত উঠে শিবিকায়।





হেনকালে সেনা এক অসির প্রহারে,
মুহূর্ত্তে করিল বধ সেই কুলটারে।
রাউত সর্দ্দার ভীমে লইয়া সঙ্গেতে,
তাড়াতাড়ি ছেড়ে দুর্গ আসে নগরেতে।
প্রিয়ার নিধন-বার্ত্তা শুনি নরপতি,
আক্রমিতে ভীমসিংহে আসে শীঘ্রগতি।
নিঃসহায় ভীমসিংহ কি করিবে আর,
করিলেন বিজয়ের বশ্যতা স্বীকার।
সুযোধ শিবান দেশ করিয়া অর্পণ,
ভীমসিংহে রাজা তথা করিলা প্রেরণ।
ত্যাজ্যপুত্র করে আগে জালিমে চতুর,
সন্তুষ্ট করিতে তারে ডাকে নিজ পুর।
গদবার রাজ্য তারে করিয়া অর্পণ,
বলিলেন ভীমসিংহে কর আক্রমণ।
জালিমের ভয়ে ভীম পোকর্ণে পলায়,
তথা হতে পলাইয়ে যশল্মীরে যায়।
একত্রিশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন,
তার পরে বিজয়ের হইল মরণ[১]।

রাজা ভীম।

জালিম সিংহ।

জালিমের প্রাপ্য ছিল রাজ-সিংহাসন,
বহু গুণবান জ্যেষ্ঠ বিজয়-নন্দন।
পিতার মরণ-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
মৈরতার দ্বারে করে শিবির স্থাপন।
শুভলগ্ন প্রতীক্ষায় রাজ্যের ভিতরে
প্রবেশ না করে আশু অভিষেক-তরে।
যশল্মীর হতে ভীমসিংহ দুষ্টমতি
গোপনেতে যোধপুরে পশে শীঘ্রগতি।
অভিষেক-কার্য্য শেষ করিয়া গোপনে
বসিলেন মারবার-রাজ-সিংহাসনে।
শুভলগ্ন জালিমের অশুভ ঘটায়,
ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ভিলারেতে যায়।
রাজ্যের প্রধান শত্রু জানিয়া জালিম,
ভিলার হইতে তাঁরে তাড়াইল ভীম।
জালিম উদয়পুরে করি পলায়ন
মিবারে রাণার পদে লইল শরণ।
নিরাশ্রয় রাজপুত্রে করিয়া সম্মান,
রাণা করিলেন তাঁরে ভূমিবৃত্তি দান।
রাজ্য আশা একবারে করি পরিহার
বিদ্যার চর্চ্চায় প্রাণ সমর্পিলা তাঁর।
ধর্ম্ম-শাস্ত্র বৈদ্য-শাস্ত্র কাব্য-শাস্ত্র পড়ে,
সুকবি বলিয়া খ্যাত রাজস্থানোপরে।
খুলিতে দেহের শিরা জালিম আপনে,
ধমনী কাটিয়া মরে নবীন যৌবনে।

ভীমের দুর্বৃত্ততা।

শত্রু যারে ভাবে ভীম নাশিতে লাগিল ;—
পিতৃব্য পালক পিতা সেরসিংহ ছিল,
নয়ন যুগল তাঁর করি উৎপাটিত
অকর্ম্মণ্য করে এক শত্রু বলান্বিত।
আত্মহত্যা করে সের হারায়ে নয়ন,
ভীমসিংহ নিষ্কণ্টক হইল এখন।
পিতৃব্য সর্দ্দারসিংহ, পিতৃব্য-তনয়
শূরসিংহ ভীম-করে হইলেন লয়।
শুধু মানসিংহ পথে কণ্টক এখন,
অচিরে ঝালোর-দুর্গ করে আক্রমণ।
বহু সৈন্য ল'য়ে ভীম আসে দুর্গপদে,
ধরিতে না পারে মানে পশি বীরমদে।

১—১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়।





মাঝে মাঝে দুর্গ হ'তে হইয়া বাহির
ভীমেরে আক্রমি মান করিত অস্থির।
একদিন মানসিংহে ঝালোরের পথে,
অবরোধ করে ভীম বহু মনোরথে।
অশ্বে চ'ড়ে মানসিংহ পলায়ন করে,
অকস্মাৎ দৈবযোগে ভূমিতলে পড়ে।
আহোব সর্দ্দার তথা হয়ে উপস্থিত,
আপনার পাছে অশ্বে তুলিল ত্বরিত।
এক অশ্বে দুই জন করি পলায়ন
আত্মরক্ষা করে করি ঝালোরে গমন।
তা'তে ভীমসিংহ অতি হন ক্রোধান্বিত,
সর্দ্দার-দমনে দৃঢ় করিলেন চিত।
আজ্ঞা করে "ছাড় মানে সর্দ্দার নিচয়,
অশ্ব কে'ড়ে ষাঁড় দিব চড়িতে না হয়।"
অপমান ভাবে তা'তে সর্দ্দার সকল,
গানোরে আসিয়া চিন্তি উপায় বিকল।
মান আর ভীম দুই অযোগ্য নৃপতি,
কারো পক্ষ-সমর্থন নহে যুক্তমতি ;--
সঙ্কল্প করিয়া স্থির, ছাড়ি মারবার
পর-রাজ্যে চলিলেন বিপন্ন সর্দ্দার।
সর্দ্দারের ভূমিবৃত্তি করিয়া হরণ
ভীমসিংহ আধিপত্য করিল স্থাপন।

ঝালোর আক্রমণ ও মরণ।

বহু সৈন্য লয়ে ভীম আবার ঝালরে
হতভাগ্য মানসিংহে আক্রমণ করে।
মানসিংহ বহুদিন ভীম-আক্রমণে
আত্মরক্ষা করিলেন যুঝি প্রাণপণে।
সৈন্য খাদ্য সকলের অভাব ঘটিল,
মানের নয়নে ঘোর আঁধার দেখিল।
সামান্য যবের ছাতু সম্বল তাঁহার,
দুজনার একবেলা হইবে আহার।
কিসেতে বাঁচায় সেনা আত্মরক্ষা করে,
মানসিংহ দুর্গ মাঝে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
দেবনাথ নামে ছিল দীক্ষাগুরু তাঁর,
নিকটে আসিয়া বলে "কেঁদো না কুমার,
অনুকূল হবে বিধি, আশীর্ব্বাদ করি,
অচিরে তোমার দুঃখ নিয়ে যাবে হরি।"
এত বলি গেল গুরু ভীমের গোচরে,
সমুদ্যত মান আত্ম-সমর্পণ তরে।
ভীমসিংহ-সেনাপতি লিখে হেনকালে,
"রাজার হয়েছে মৃত্যু অপরাহ্ন কালে।
মারবার-সিংহাসন করিয়া গ্রহণ
আশু এসে কর প্রভু প্রজার পালন"।
প্রতারণা ভাবি মান করে না বিশ্বাস,
ক্রমেতে মনের মাঝে বাড়ে অবিশ্বাস ;
গুরু দেবনাথ এসে বলে শিষ্যবরে,
"কারো গুম্ফ নাই ভীম-শিবির ভিতরে ;
ভীমসিংহ পরলোক করেছে গমন,
বিধি তব অনুকূল বলেছি যেমন" ;
গুরুর কথায় মান হয়ে শান্তমন,
রাঠোর-শিবিরে দ্রুত করিল গমন।
সর্দ্দার সামন্তগণ নমি ভক্তিভরে
"জয় মহারাজ মান" ঘোষে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজা ভীমসিংহ যবে জীবন ত্যজিল,
ভীম-পত্নী সেই কালে গর্ভবতী ছিল।
আপনার আশীর্ব্বাদ করিতে সফল,
সকলেই বলে, গুরু করিয়া কৌশল,
অকালেতে ভীমসিংহে করিয়া নিধন
অর্পিলেন মানসিংহে রাজ্য সিংহাসন।
যথামান তথা ভীম অযোগ্য অসার,
ডুবাইতে মারবার জন্ম দুজনার।

প্রজা ও দেশের কিছু নাহি হয় সুখ,
দিন দিন বাড়িয়া চলিল মহা দুঃখ।

রাজা মানসিংহ

শোবে উপাখ্যান।

আঘন মাসের পুণ্য পঞ্চম দিবসে
মানসিংহ মারবার-সিংহাসনে বসে।[১]
যাহারা ভীমের পক্ষ কৈল সমর্থন
মানের হইল অতি অপ্রীতিভাজন।
সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারগণে হেরে ঘৃণাভরে,
অপমান করিতেও ক্রটী নাহি করে।
রাজকার্য্য মানসিংহ করে না দর্শন,
প্রজার কল্যাণে কভু নাহি দেয় মন।
আত্মীয় কুটুম্ব যত ছিলেন রাজার
ব্যথিত হইল সবে হেরি অত্যাচার।
মৃত্যুর সময়ে ক্রোধে দেবীসিংহ বলে,
ছিল অসি পুত্র সুবলের কটিতলে।
পৌত্র শোবেসিংহ তাঁর, পুত্রের মরণে
রক্ষিতে দেবীর বাক্য সাধ করে মনে।
রাজধানী ছাড়ি আসি চম্পাশূনী দেশে
রাজ্যের সর্দ্দারগণে ডাকে অবশেষে।
ডাকি সভা শোবেসিংহ তাহাতে কহিল,
"রাজ-মৃত্যুকালে রাণী গর্ভবতী ছিল।
আসন্নপ্রসবা রাণী হয়েছে এখন,
জন্ম যদি লয় কোন ভীমের নন্দন,
মারবার-সিংহাসন তারে দিতে হবে,
ধর্ম্মমতে প্রাপ্য তার জান তাহা সবে"।
সকলে প্রতিজ্ঞা-পত্রে করিয়া স্বাক্ষর
রাজধানী মাঝে চ'লে আসে অতঃপর।

মহিষীরে দুর্গ হতে আনিয়া নগরে
প্রহরী নিযুক্ত করি রাখে যত্ন ক'রে।
নগরে মহতী সভা করিয়া আহ্বান
আনিলেন মানসিংহে সভা বিদ্যমান॥
প্রতিজ্ঞা করিল মান পড়িয়া সঙ্কটে,
"জন্মিলে ভীমের পুত্র আমি অকপটে
মারবার সিংহাসন করিব প্রদান,
নাগোর শিবানো দুই নগর প্রধান
ভূসম্পত্তি রূপে তারে করিব অর্পণ,
রাজ্যে হস্তক্ষেপ নাহি করিব কখন"।
কিছু দিন পরে রাণী পুত্র প্রসবিল,
রাজ্য-মাঝে কেহ তাহা জানিতে নারিল।
গোপনে পোকর্ণ দুর্গে পাঠায়ে নন্দন
শোবের করেতে তাঁরে করে সমর্পণ।
ধনকূল নাম শোবে রাখিয়া তাহার
দ্বিবর্ষ গোপন রাখে দুর্গের মাঝার।
অনন্তর জন্মকথা বলিয়া সর্দ্দারে,
পাঠাইল শোবেসিংহ খবর রাজারে:—
"নাগোর শিবানো দুই করিয়া অর্পণ
আপন প্রতিজ্ঞা আশু করহ পালন"।
বলিলেন মানসিংহ "করিয়া সন্ধান,
ভীমের তনয় কি না লইব প্রমাণ"।
মহিষীর কাছে রাজা করিল গমন,
ভয়েতে হইল রাণী চিন্তাযুক্ত মন।
বিসর্জ্জিয়া পুত্রস্নেহ আত্মরক্ষা তরে,
ধনকূলে পুত্র বলি অস্বীকার করে।
সভা ডাকিলেন মান, তাহাতে জননী
সেই খাটি মিথ্যা কথা বলিল তখনি।
নাহি পারে শোবেসিংহ করিতে প্রমাণ,
ভীমের তনয় ধন, হ'ল হতমান।
সেই পথ শোবেসিংহ করি পরিহার
অন্য এক কূটপন্থা ধরিল আবার।

১—মানসিংহ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন।

ছত্রসিংহ-করে করি কুমারে অর্পণ
জয়পুর-রাজ্যে তিনি করিলা গমন।
বিলাসী জগৎসিংহ অম্বরের পতি,
শোবেসিংহ তাঁরে বলে করিয়া যুকতি ;—
"মিবার রাণার কন্যা পরমা সুন্দরী
রূপেতে পিতার রাজ্য আছে আলো করি
যে করে বিবাহ তারে সেই ভাগ্যবান,
অপাত্রে করিবে কৃষ্ণা কেন মাল্যদান ?
রাঠোর-ভূপতি মৃত ভীমসিংহ-করে
রাণা করিলেন স্থির কন্যাদান তরে।
শমন তাঁহার ইচ্ছা না কৈল পূরণ,
শুনিতেছি মানে হবে কৃষ্ণা-সমর্পণ।
আপনি থাকিতে প্রভু মানসিংহ-করে
যাবে কৃষ্ণা, সেই দুঃখ সহে না অন্তরে।
স্বর্গে পারিজাত ফুটে বিধির বিধান,
হয় কি কণ্টকবনে কভু তার স্থান ?"
শোবের কথায় মুগ্ধ হইয়া জগৎ
লভিতে কৃষ্ণার কর হল মত্তবৎ।
সৈনিক সহস্র চারি, দ্রব্য উপহার
পাঠাইল্য দূত সহ বিবাহ সম্ভার।
জগতে বিবাহযাত্রা করাইয়া শোবে
মানের পাশেতে আসি বলিল গৌরবে।
"একি কথা মহারাজ করিনু শ্রবণ!
জগৎ লভিতে কৃষ্ণা করেছে গমন!
রাঠোর-পতির করে অর্পিতে কৃষ্ণায়
বাক্যদান করে রাণা, কে না জানে তায় ?
কালচক্রে হ'ল ভীমসিংহের মরণ,
আপনি রাঠোর-পতি নহে কি এখন ?
তবে যে জগৎসিংহ কৃষ্ণা নিয়ে যায়,
এ'কলঙ্ক মহারাজ রাখিবে কোথায় ?"
মানসিংহ গর্ব্বে গুম্ফ করিয়া মর্দ্দন
"করিবে কৃষ্ণারে তুচ্ছ 'কচ্ছপ' গ্রহণ!"

বলিয়া নাগরাধ্বনি করিল ত্বরিত,
দলে দলে সর্দ্দারেরা হল একত্রিত।
অবিলম্বে বহু সেনা করিয়া প্রেরণ
জগতের যত দ্রব্য করিল লুণ্ঠন।
না হল বিবাহ, বৃথা হল অপমান,
জগৎ সঙ্কল্প করে প্রতিশোধ-দান।
অচিরে রাজ্যের মাঝে ঘোষণা প্রচারে—
"রণে যেতে হবে অস্ত্র যে ধরিতে পারে।"
হেনকালে শোবেসিংহ ধনকূলে নিয়ে
উপস্থিত হইলেন অম্বরে আসিয়ে।
বলে "মহারাজ, শুধু কৃষ্ণাতে কি হবে ?
কৌশল রয়েছে, পাবে রাজ্য ধন সবে।
এই ধনকূল পূজ্য ভীমের তনয়,
শাস্ত্রমতে সিংহাসন তার প্রাপ্য হয়।
কে সে মান মারবার-রাজ্য ভোগ করে ?"
এত বলি ধনকূলে অর্পে রাজ-করে।
জগতের ভগ্নী এক ভীম করে বিয়ে,
অম্বরে করিত বাস বিধবা হইয়ে।
ভগিনীর অঙ্কে ধনে করিয়া স্থাপন
ভীমের তনয় বলি করিলা ঘোষণ।
সভা ডাকি জন্মসত্ব করিল প্রমাণ,
জগত ভাগিনা বলি করিল সম্মান।
একপাত্রে এক সঙ্গে করিল আহার,
সন্দেহ করিতে আর সাধ্য আছে কার ?
ভাগিনার পক্ষ রাজা করি সমর্থন
প্রতিজ্ঞা করিল, নিয়ে দিবে সিংহাসন।
রাঠোরের যত ছিল সর্দ্দার প্রধান,
বিকানীর-পতি সহ যত মান্যবান
সবে ধনকূল-পক্ষ করে সমর্থন,
রাজা মানসিংহে কেহ করে না গণন।
অচিরে ভীষণ যুদ্ধ দুপক্ষে বাধিল,
বিধাতা শোবের বাঞ্ছা পূরণ করিল।

লক্ষাধিক সৈন্য লয়ে অম্বর-ভূপতি
ধনকূল-পক্ষ হয়ে করে যুদ্ধে গতি।
আমীর খাঁ নামে এক দুরন্ত পাঠান,
আনিলেন শোবেসিংহ করিয়া আহ্বান
করেছি মিবার-কাণ্ডে তাহার বর্ণন,
দুচারিটী কথা বলি সংক্ষেপে এখন।
সকলে ধনের পক্ষে, মানে কেহ নাই,
কেবল সর্দ্দার চারি আছে তাঁর ঠাঁই।
হুল্কারে বাঁচায় মান ইংরাজের করে,
বলিল সে যাবে রণে মান-পক্ষ ধ'রে।
দশলক্ষ মুদ্রা শোবে করে যবে দান,
হুল্কার মানেরে ছাড়ি করিল প্রস্থান।
আহোব ঝালোর নিমজ ও কুচামন—
চারিজন মান-পক্ষে করিল গমন।
সমরে হইল তাঁর ঘোর পরাজয়,
আত্মহত্যা তরে মান সমুদ্যত হয়।
বাঁচা'ল সর্দ্দারগণ দয়া করি তাঁয়,
পলাইয়া যোধপুরে প্রাণে রক্ষা পায়।
কেবল ফিলোদী বিনে রাজ্য মারবরে
যতদেশ বিপক্ষেরা করগত করে।
যোধপুরে আসি পঞ্চ সহস্র সৈনিক
সংগ্রহ করিয়া মান হইল নির্ভীক।
রক্ষক সর্দ্দারগণে নাহি মানে আর,
সদা ঘৃণা করে, মুখ দেখে না কাহার।
প্রাণপণে রক্ষা যারা করিলেন মানে,
তিরস্কার পুরস্কার পায় তাঁর স্থানে।
শোবেসিংহ যোধপুর অবরোধ করে,
সে চারি সর্দ্দার বলে সমরের তরে।
অতি ঘৃণাভরে মান দিলেন উত্তর—
"তোমাদের ইচ্ছা হয় রক্ষহ নগর।"
রাজপদে সর্দ্দারেরা হইয়ে লাঞ্ছিত
বিপক্ষের পক্ষে আসি হল উপনীত।

ক্রমাগত ছয়মাস দুর্গ যোধগড়
অবরোধ করি রাখে সৈনিক নিকর।
কি জগৎ ধনকূল শোবে দুরাচার
তাদের বেতন কেহ নাহি দেয় আর।
বহুদিন যায়, সেনা পায় না বেতন,
ক্রমে ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি করিল ধারণ।
কি করে জগৎসিংহ পড়িল সঙ্কটে,
বলিল বিরক্ত হয়ে শোবের নিকটে।
"সৈনিকের গণ্ডগোল নিবারণ কর,
নতুবা এখন যাব ছাড়ি যোধগড়।"
সর্ব্বস্ব করিল শোবে আপনার ক্ষয়,
পরিশোধ দিতে দেনা সক্ষম না হয়।
করিল সাহায্য ভিক্ষা সর্দ্দারের কাছে,
কেহ কেহ দিল বেচে' যার যাহা আছে।
মান-পক্ষ পরিহরি যেই চারি জন
স্বেচ্ছায় শোবের পক্ষে লইল শরণ;
তাহাদের কাছে অর্থ চাহিল যখন,
সেই সূত্রে গেল শোবে ডুবিয়া তখন।
সে সর্দ্দার চতুষ্টয় ক্রুদ্ধ হয়ে অতি
আমীরের শিবিরেতে চলে শীঘ্রগতি।
দুইলক্ষ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিল,
আমীর শোবেরে ছাড়ি মান-পক্ষ নিল।
হিন্দুর বাজিলে দ্বন্দ্ব মাঝে মাঝে আগে,
আমীর লুণ্ঠিত রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে।
এখন সর্দ্দারগণে পেয়ে নিজ-করে
আমীর ভাসিতে লাগে আনন্দ-সাগরে।
আক্রমে অম্বর-রাজ্য সঙ্গে বহু বল,
রাজ্যে কেহ নাই বাধা কেবা দিবে বল,
চারিদিগে নির্ভয়েতে চলিছে লুণ্ঠন,
সেনাগণ পর-ধন করিছে বণ্টন।
জগৎ-জননী ভয়ে করে হাহাকার,
পুত্রেরে পাঠায় দূত করিয়া ধিক্কার।

শোবেসিংহ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে আপন
জয়পুর অবরোধ করেন গোপন।
জগৎ পশ্চাতে শুনে' মাতঙ্গেতে চড়ে'
তাড়াতাড়ি ছুটিলেন স্বরাজ্য অম্বরে।
আপনি চালায় হাতী, চলে প্রাণপণে,
চীৎকারে ফাটায় দেশ অঙ্কুশ-তাড়নে।
তাতেও রাজার তৃপ্তি নাহি পায় মন,
স্বহস্তে সে গজরাজে করিলা নিধন।
আপন গরজে নর অন্ধ হয়ে যায়,
তার লক্ষ্য বিনে কিছু দেখে না ধরায়।
যাইতে জগৎসিংহ ছাড়ি যোধগড়
লুন্ঠিত সামগ্রী সঙ্গে নিল বহুতর।
সে সর্দ্দার চতুষ্টয় দেখি দ্রব্যচয়
আপন কলঙ্ক ব'লে মর্ম্মাহত হয়।
ভাবিল তাহারা, যদি তুচ্ছ কুশাবহ
রাঠোরের দ্রব্য লুটে কি কলঙ্ক অহঃ।
এত ভাবি সর্দ্দারেরা জুড়ে দিল রণ,
পথেতে লইল সব করিয়া লুণ্ঠন।
চল্লিশ কামান সহ লয়ে বহুধন
আসিল বিজয় গর্ব্বে মানের চরণ।
মানসিংহে করিলেন সমস্ত অর্পণ,
হইলেন রাজা অতি আনন্দিত মন।
তাহাদের ভূমিবৃত্তি ফিরাইয়া দিল,
রাজভক্ত সর্দ্দারেরে সন্তুষ্ট করিল।
লাঞ্ছিত জগৎ ফিরি অম্বরে অচিরে
মুক্তিপণ দিয়ে তুষ্ট করিল আমীরে।
আমীর খাঁ বহুধন পেয়ে এইবার
মানের রাশিতে আসি হইল সঞ্চার।
বহু উপহার মান করিয়া অর্পণ,
করিলেন আমীরেরে সাদরে গ্রহণ।
বিনিময় করে মানে আমীরে উষ্ণীষ,
তিনলক্ষ মুদ্রা মান দিলেন বক্‌শিশ।

তুষ্ট হয়ে বলে মান "শোবে দুরাচারে,
প্রতিফল দাও, তুষ্ট করিব তোমারে।"
বলিল আমীর খাঁ "লাগে কতক্ষণ,
দুষ্ট শোবসিংহে বন্ধু, করিতে দমন।"
জগৎ স্বরাজ্য মুখে করিলে প্রস্থান
শোবেসিংহ দেখিলেন আর নাহি ত্রাণ,
ধনকূলে সঙ্গে করি ছাড়ি যোধগড়
নাগোরে ফিরিল শোবে ভয়েতে কাতর।
আমীর মুন্দিয়াবারে করিয়া গমন
শোবের গোচরে দূত করিল প্রেরণ।
দূত বলে "চাহে খাঁ পড়িতে নমাজ
টর্কিন মজিদে, তুমি না হলে নারাজ"।
শোবেসিংহ অনুমতি করে দূতবরে,
আমীর প্রবেশ করে নাগোর নগরে।
ঈশ্বরের উপাসনা খাঁ করি শেষ,
সেতানের তুষ্টতরে মন দিল বেশ।
বলিল আমীর খাঁ "শুন শোবে ভাই,
বহুপুরস্কার লোভে মান-পক্ষে যাই।
স্বপ্নেও ভাবিনি মান হেন অবিশ্বাসী,
বড় দুঃখ পেয়ে মনে তারে ছেড়ে আসি"
আনন্দিত হয়ে শোবে করিল উত্তর—
"জুয়াচোর মানসিংহ জানি বন্ধুবর।
ধনকূলে পার যদি দিতে সিংহাসন,
বিশ লক্ষ মুদ্রা আমি করিব অর্পণ"।
শপথ করিল হাতে লইয়া কোরাণ,
স্বাক্ষর প্রতিজ্ঞা পত্রে করিলেন দান।
শিরস্ত্রাণ বিনিময় তখনি করিল,
আমীর শোবের সনে বন্ধুতা স্থাপিল।
মীরের [১] উষ্ণীষ যেন শুষ্ক পত্র হয়,
কখন কোথায় উড়ে নাহিক নিশ্চয়।

১—মীর=আমীর খাঁকে মীর খাঁও বলিত।

ফিরিতে মুন্দিয়াবারে আমীর দুর্জ্জন,
শোবে আর ধনকুলে করে নিমন্ত্রণ—
সাজায়েছে সভাগৃহ অতি মনোরম,
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ গায় অনুপম।
শিবিরের চতুর্দ্দিকে কামান ভীষণ
রহিয়াছে অগ্নিগর্ভ ঢাকিয়া বদন।
ধনকুল শোবেসিংহ বহুসৈন্য সনে
উপস্থিত হইলেন যাঁর নিমন্ত্রণে।
সসন্মানে সকলেরে করিয়া গ্রহণ
ধনকুলে দিল এক সুউচ্চ আসন।
গানেতে রয়েছে মুগ্ধ যত রাজপুত,
জানে না শিয়রে খাড়া শমনের দূত।
আমীর বিদায় নিল সভার গোচরে,
দাগ্‌গা দাগ্‌গা বলি শব্দ করে বাদ্যকরে
পঠগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল আচম্বিতে,
মৃগ যেন ব্যাধ-জালে জড়িল চকিতে।
উদ্গারে অনলরাশি ভীষণ কামান,
সকলেই সভাস্থলে হারাইল প্রাণ।
ধনকুল কোন মতে পলাইয়া যায়,
শোবে সহ সৈন্য সব রহিল সভায়।
মিবার অম্বর মারবার—রাজ্যত্রয়
শোবেসিংহ-করে হল সমূলেতে ক্ষয়,
স্বর্গের সুন্দরী কৃষ্ণা হারাইল প্রাণ,
কেবল আমীর শুধু হল ধনবান।

পুরোহিত দেবনাথ।

যাহার কৌশলে ভীম হারায় জীবন,
পুরোহিত দেবনাথ হয় সেইজন।
যেইদিন গুরুদেব ভীমসিংহে ব'ধে
শিষ্যের শিবিরে এল, শিষ্য কহে পদে-
"যেই ঋণ-জালে গুরো বাঁধিলে আমায়,
স্বর্গপুরী দিলে তার শোধ নাহি যায়"।
অর্দ্ধ রাজ্য দিতে তাঁরে চাহিলেন মান,
চতুর ব্রাহ্মণ তাহা করে প্রত্যাখ্যান।
বহু ভূমিবৃত্তি রাজা দিল তাঁর পায়,
কুবের ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ তার তুলনায়।
চতুর অশীতি দেব মন্দির মোহন,
এক এক মঠ সহ নির্ম্মায় ব্রাহ্মণ।
বিনা ব্যয়ে বহু শিষ্য মঠের ভিতরে,
অর্জ্জন করিত বিদ্যা গুরুর গোচরে।
সুপণ্ডিত সুচতুর ছিল দেবনাথ,
ভক্তিভরে সবে তাঁরে করে প্রণিপাত।
ধন পেয়ে ব্রাহ্মণের পিপাসা বাড়িল,
যতেক কুমতি আসি অন্তরে জাগিল।
সম্পদ প্রভুত্ব লাভ করিতে ব্রাহ্মণ
ধর্ম্ম ছাড়ি পাপ পঙ্কে হইল মগন।
ইন্দুরাজ নামে আরো এক নরাধম
ব্রাহ্মণের সহ জু'টে হইল বিষম।
শোবেসিংহে করি বধ আমীর দুর্জ্জন
মানসিংহে মুষ্টি-মাঝে করেছে স্থাপন।
কুচিলা মুন্দিয়াবার দুই জনপদে,
দশ লক্ষ টাকা সহ আমীরের পদে
অর্পণ করেছে মান, প্রত্যহ আবার
শত টাকা বৃত্তি হ'ল নির্দ্ধারিত তার।
একে একে রাঠোরের প্রিয় দেশ যত
আমীর করিয়া নিল নিজ-হস্তগত।
নাগোর মৈরতা-রাজ্য করিয়া বণ্টন
আপনার সেনাগণে করিল অর্পণ।
শম্বরে লবণ হ্রদ করি করতল
নাওয়ায় স্থাপিল এক শিবির প্রবল।
তদুপরি প্রতিদিন রয়েছে লুণ্ঠন,
প্রজাগণ নিত্য নিত্য হয় জ্বালাতন।

নাম মাত্র রাজা শুধু মান মারবরে,
কলের পুতুল যেন আমীরের করে।
ইন্দুরাজ দেবনাথ মন্ত্রী দুই জন,
রাজ-নামে প্রজা-রক্ত করেন শোষণ।
কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার করিবার আশে,
প্রজারা মিলিয়া গেল আমীরের পাশে
প্রজা বলে "দুই জনে করহ নিধন,
সাত লক্ষ মুদ্রা তোমা করিব অর্পণ।"
দেবনাথ ইন্দুরাজ মিলে দুই জনে
আমীরে দেখায় পথ রাঠোর-ভবনে।
আমীর টাকার নাম শুনিল যখন
মুহূর্ত্তে প্রজার পক্ষ করে সমর্থন।
কৃত্রিম কলহ এক করিয়া সৃজন,
পাঠানের করে করে উভয়ে নিধন।

মানসিংহের পাগল বেশ।

যেই দিন দেবনাথে বধিল পাঠান,
সেদিন হইতে রহে গুপ্তবাসে মান।
নাহি করে রাজকার্য্য, নাহি বলে কথা,
লাগিল নির্জ্জনে বাস করিতে সর্ব্বথা।
তাঁহার বৈরাগ্যভাব করিয়া দর্শন
সর্দ্দারেরা করে রাজ-পদে নিবেদন।
"নাহি থাকে প্রভু যদি রাজকার্য্যে মন,
যুবরাজে কর রাজা, করুক শাসন।
অরাজক হ'ল দেশ, বল কিবা হবে,
ছারখার হয় রাজ্য, দুঃখ পায় সবে।
সর্দ্দারের বাক্যে রাজা সম্মত হইয়া
পুত্র ছত্রসিংহে কাছে আনিল ডাকিয়া।
নিজ-হস্তে রাজটিকা পরায়ে ললাটে,
বসাইলা মানসিংহ নিজ-রাজপাটে।

ছত্রসিংহ শাসে রাজ্য, মন্ত্রী অখিচাঁদ,
সেলিমসিংহের সহ পাতিলেন ফাঁদ।
সেলিম শোবের পুত্র, অতি দুরাচার,
রাজ্য নিতে চাহে পিতৃপিতামহ যার।
ছত্রসিংহে পাপ-পথে করিয়া চালন
অখি ও সেলিম দেশ করে জ্বালাতন।
চারিদিকে হাহাকার, কে দেখে সে দুঃখ,
কারো সাধ্য নাই রাজ্য মাঝে খোলে মুখ।
মরিতেছে রাজপুত দুর্ব্বৃত্তের জালে,
আসিল ইংরাজ জাতি সে সঙ্কটকালে।
ছত্রসিংহ রাজ্য যবে করেন শাসন,
কোম্পানীর সহ সন্ধি [1] হইল স্থাপন।
হইত রাজ্যের তাতে অশেষ কল্যাণ,
বিপথে চলিয়া সব নষ্ট করে মান।
ছত্রসিংহ রাজকার্য্য কিছু নাহি করে,
হইয়ে ইন্দ্রিয়াশক্ত মোহে কাল হরে।
সর্দ্দার-কন্যার গেল সতীত্ব হরণে,
ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা তার বধিল তখনে।
পুত্রের নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
মানের পাইল বুদ্ধি উন্মাদ-লক্ষণ।
স্নান নাহি করে, অঙ্গে তৈল নাহি মাখে,
মস্তকে হইল জটা, অধোমুখে থাকে।
ক্ষৌরকার পাছে করে মস্তক ছেদন
কেশ শ্মশ্রু মানসিংহ করে না মোচন।
মন্ত্রী পারিষদ কারে করে না বিশ্বাস,
মহিষীও নাহি পারে যেতে তাঁর পাশ।
কেবল বিশ্বাসপাত্র পাচক ব্রাহ্মণ,
উষ্ণীষে করিয়া খাদ্য করিত বহন।
পাগলের অভিনয় যা করিল মান,
জগতে নাহিক তার উপমার স্থান।

১—১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি কোম্পানীর সহিত সন্ধি হয়।





ছত্রের মরণে পুনঃ আকুল সর্দ্দার,
কাহারে করিবে রাজা ভাবনা দুর্ব্বার।
মানসিংহ পুনঃ রাজ্য করিলে গ্রহণ,
বুঝে সবে সর্ব্বনাশ হইবে ঘটন।
ইদরের রাজ-পদে করিয়া গমন
বলিল তাঁহার পুত্রে দিতে সিংহাসন।
একমাত্র পুত্রে দিতে হইয়ে শঙ্কিত,
করিলা সর্দ্দারগণে কৌশলে জড়িত।
কহিলা ইদর-রাজ সমস্ত সর্দ্দার
সম্মতি প্রদান কৈলে দিবে পুত্রে তাঁর
সম্ভব একত্রে বাঘে মেষে জলপান,
অসম্ভব রাঠোরের একতা বিধান।
নিরুপায় সর্দ্দারেরা মানসিংহে শেষে
গ্রহণ করিতে রাজ্য বলিল বিশেষে।

মানসিংহের অত্যাচার।

মানসিংহ রাজ্যভার করিয়া গ্রহণ
কোম্পানীর সন্ধি-সর্ত্ত করিলা দর্শন।
দেখিলেন মানসিংহ অখি ও সেলিম
শাসন করিছে রাজ্য পরাক্রমে ভীম।
রাজার নিজের বিত্ত, প্রজাদের ধন,
সকলি সে দুই দুষ্ট করেছে শোষণ।
যত কর্ম্মচারী কার্য্য তাহাদের করে,
রাজার কেহই নাই বাহিরে ভিতরে।
কোম্পানীর প্রতিনিধি হেনকালে আসে,
করিতে সাহায্য দান বলে তাঁর পাশে।
কূটবুদ্ধি মানসিংহ স্বার্থসিদ্ধিতরে
কোম্পানীর আনুকূল্য অস্বীকার করে।
"আমিই আমার রাজ্য করিব উদ্ধার",
বলিয়া ইংরাজ-দূতে করে প্রত্যাহার।

অখি সেলিমের অত্যাচার দিন দিন
বাড়িতেছে মারবারে প্রজা দীন হীন।
ভাবে প্রজাগণ মান অপদার্থ অতি,
রাজ্য শাসনের কার্য্যে নাহি তাঁর মতি।
অচিরে প্রজার ভ্রম হইল খণ্ডন,
মানসিংহ নিজমূর্ত্তি করিলা ধারণ।
দল সহ অখিচাঁদে করি শৃঙ্খলিত,
সকলের প্রাণদণ্ড করিলা বিহিত।
রাজার প্রজার দুষ্ট শোষে যত ধন,
সুদে মূলে মানসিংহ করিল গ্রহণ।
যত পূর্ব্ব শত্রু ছিল করিতে দমন
নিত্য নিত্য প্রাণদণ্ড হয় আয়োজন।
কাহারে ধরিয়া মাথা করিয়া মুণ্ডন
দুর্গ-পরিখার মাঝে করিল ক্ষেপণ,
কাহারে সম্মুখে ডাকি করি বিষ দান
শমনের সম বসি হানে মৃত্যুবাণ।
দোষীর করিয়া দণ্ড থাকিলে নীরব,
বাড়িত মানের মান সুযশ গৌরব।
লোভের বন্যায় রাজা হইলে পতন
রাজ্য-তরী হয় আশু অতলে মগন।
ধন-তৃষ্ণা মানুষের মনুষ্যত্ব হরে,
মানুষ মানুষে তাতে ভুলে অকাতরে।
একবার জ্বলে যদি সে দাব-দহন,
ভস্ম করে মানবের মহত্ত্ব-কানন।
লুপ্ত হয় দয়া ধর্ম্ম, ভুলে সে ঈশ্বর,
ধরাখানি ভোজ্য তার ভাবে নিরন্তর।
দাবাগ্নির রুদ্রমূর্ত্তি ধরে রাজা মান,
চন্দনে কুবৃক্ষে তাঁর হ'ল সমজ্ঞান।
শত্রু হ'তে যত ধন করিয়া সংগ্রহ
হরিতে মিত্রের বিত্ত জন্মিল আগ্রহ।
কারো কারো সনে করি বন্ধুত্ব স্থাপন,
কেড়ে লয় ধন করি সমূলে নিধন।

সর্দ্দারের কোন বিত্ত না রাখিল আর,
সকলি হরিল নিজ পূরাতে ভাণ্ডার।
ভীম-আক্রমণে যেই আহোব-সর্দ্দার
আপনার অশ্বে তু'লে রক্ষা করে তাঁর,
রমণীর অলঙ্কার করিয়া বিক্রয়
ঝালোরের অবরোধে দেয় যে সদয়,
ধনকূল সহ যুদ্ধে যেই বীরবর
রক্তদানে মানসিংহে রক্ষে নিরন্তর,
দয়া ধর্ম্ম একবারে করি বিসর্জ্জন
তাহারেও হত্যা তরে করিলা মনন।
অত্যাচারে নাহি পারে তিষ্ঠিবারে দেশে,
ত্রাসে পলাইল প্রজা উন্মাদের বেশে।
জ্বালায়ে রাজ্যের মাঝে প্রচণ্ড শ্মশান
মুর্দাফরাসের মত রহিলেন মান।
মহামারী হ'তে ক্রূর রাজা ভয়ঙ্কর,
মরকে মানুষ মরে থাকে বাড়ী ঘর;
রাজা যবে রাজ-ধর্ম্ম করে বিসর্জ্জন,
রাজ্যখানি হয় এক শ্মশান ভীষণ।
ভস্ম ল'য়ে কাড়াকাড়ি করে ভূতদল,
পিশাচের নৃত্যে ধরা করে টলমল।
বিধাতা চাহিয়া থাকে বসিয়া উপরে,
আসে কি না কেহ শবসাধনার তরে।
মানের দৃষ্টিতে কিছু না রহিল আর,
শূন্য ভিটি অট্টহাস করে চারি ধার।
যেখানে রাঠোর-সিংহ জ্বালাইত বাতি,
শৃগাল কুক্কুর তথা ঘুরে দিবা রাতি।
বিবাদ মীমাংসা যথা করিত কৃপাণ,
কৃতঘ্নতা ছলনার আজি রম্যস্থান।
ঘাতকের অসি শুধু উঠে আর পড়ে,
চেয়ে আছে মরু, চোখে অগ্নিকণা ঝরে
সর্দ্দারের নাহি ধন নাহি সেনা-বল,
মানের বিপুল সেনা অত্যন্ত প্রবল।
রাজ-গোলন্দাজ দশ সহস্র ভীষণ,
তদুপরি সৈন্য কত আছে অগণন।
কি করিবে সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া,
দেশ ছাড়ি অন্য রাজ্যে চলিল কাঁদিয়া।

সর্দ্দার বিদায়।

পাপিষ্ঠের অত্যাচারে লয়ে পুত্র পরিবারে
কেঁদে কেঁদে চলেছে সর্দ্দার,
কারো কিছু নাহি আর, শুধু অস্থি চর্ম্ম সার,
সবি গেছে উদরে রাজার।
মা'র স্নেহকোল ছাড়ি শিশুরে লইলে কাড়ি
আকুল হইয়া যথা কাঁদে,
তেমতি সর্দ্দারগণ করে অশ্রু বরষণ,
কেঁদে কেঁদে বলিছে বিষাদে।—
"অয়ি মাতঃ জন্মভূমি, স্বরগের শ্রেষ্ঠ তুমি,
মরুভূমি পরে তোমা বলে;
পঞ্চশত বর্ষ ধ'রে যে আছে অঞ্চলে জ'ড়ে
সে দেখে তোমাতে হীরা ফলে।
যবনের নিষ্পীড়নে রহিয়াছি প্রাণপণে,
তবু ত ছাড়িনি কোল তোর;
মহামারী আক্রমণে মরিয়াছি জনে জনে,
তোর সুধা স্নেহে হয়ে ভোর।
মা তোর বালুকারাশে সতত অনল হাসে,
অগ্নিকণা ছিল তোর ছেলে;
মা তোর অনল আছে, নাহি আমাদের কাছে,
তাই আজি চলিয়াছি ফেলে।
যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সুখে ঘুমায় মা তোর বুকে,
রাখ তারে বুকের মাঝারে;
অধম অযোগ্য মুখ দর্শনে উপজে দুঃখ,
বিদায় বিদায় দাও তারে।
তুমি চির পূর্ণ লক্ষ্মী অতীত মা তার সাক্ষী,
অমৃতে পাব না কোথা সুখ,

আশীর্ব্বাদ কর তুমি, দাও তেজ মরুভূমি,
ফিরে যেন পাই তোর বুক"।
"বিদায় বিদায়" বোল, শত কণ্ঠে উচ্চ রোল,
উড়ে বালু সন্তপ্ত নিশ্বাসে ;
দীনের করুণ তান, জানি না পায় কি স্থান
বিধাতার শ্রীচরণ পাশে।

জন্মভূমি।

মাগিয়া বিদায়-ভিক্ষা বিপন্ন সর্দ্দার
দলে দলে চলে রাজ্য করি পরিহার।
কোটা বুন্দি বিকানীর মিবার অম্বর
কত রাজ্য ছিল রাজস্থানের ভিতর,
হতভাগ্য সর্দ্দারেরা লইল শরণ,
সকল রাজায় করে সাদরে গ্রহণ।
তাহাদের দুঃখে ছাড়ি সন্তপ্ত নিশ্বাস
বাসস্থান দিল সবে করিবারে বাস।
পূর্ণ অষ্টাদশ মাস করিয়া যাপন
অসহ্য হইল সেই দূর নির্ব্বাসন।
তাহাদের ভূমি ভোগ করিতেছে মান,
পর-অন্নে তাহাদের রক্ষা হয় প্রাণ।
পাপিষ্ঠ মানের তবু দৃষ্টি না পড়িল,
বীরেন্দ্র সর্দ্দারগণে আর না ডাকিল।
জন্মভূমি ছিল যার প্রাণের সাধন,
সম্ভব কি পর-দেশে সে থাকে কখন ?
শস্য ভরা পরক্ষেত্র রম্য উপবন,
স্বচ্ছ সরসীর বারি মানস মোহন,
না পারে তাদের মনে কোন শান্তি দিতে
তাহাদের মন ঘুরে উত্তপ্ত বালিতে।
যে করে মরুতে বাস, মরু স্বর্গ তার,
কি করিবে তারে পর সোণার সংসার।
মনে পড়ে তাহাদের লুনীর সলিল,
হোক্ লবণাক্ত হোক্ অসচ্ছ পঙ্কিল।
হোক্ অগ্নিকণা সম তপ্ত বালুরাশি,
পরাণ তাহার জন্য সতত উদাসী।
পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লুনী-স্রোতে গায়,
পূর্ব্বপুরুষের অস্থি মরুতে ঘুমায়।
কি আছে পরের ঘরে ভুলায়ে রাখিবে ?
মাতৃভক্ত হৃদয়েতে কিসে সুখ দিবে ?
ভূমিবৃত্তি চাহে পর-রাজা দিতে দান,
তাহাতে তাদের শান্তি নাহি পায় প্রাণ।
পূর্ব্বপুরুষের অস্থি শোণিত তাহার
ধরে যেই ভূমি, অহো কত মূল্য তার।
যেইস্থানে জীব বিশ্ব করেন দর্শন,
যেখানে মায়ার ডোরে প্রথম বন্ধন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাহি হেন স্নেহময় স্থান,
জীবের জনমভূমি বিধাতার দান।
দেখিতে মায়ের পদ আকুল সর্দ্দার
তুচ্ছ করি নৃপতির শত অত্যাচার,
উপস্থিত হইলেন কোম্পানীর পায়,
করিলেন আবেদন মর্ম্মযাতনায়।

সর্দ্দারের আবেদন।[১]

ধন্য টড্ গুণধন, ধন্য হে ইংরাজগণ,
ধন্য ধন্য ভারত-ঈশ্বর ;
বহু অত্যাচার হ'তে রাজপুতে ও ভারতে
করিতেছ রক্ষা নিরন্তর।
কে মোরা সর্দ্দারগণ জান তার বিবরণ
স্বীয় গুণে তুমি বিজ্ঞবর,
অতীত সকলি জান, জানাইতে বর্ত্তমান
তব পাশে হই অগ্রসর।
একই তরুর ফুল মান ও সর্দ্দারকুল
কেহ রাজা কেহ পরিষদে ;

১—১৮২১ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দারেরা এই আবেদন-পত্র লিখিয়াছিলেন।

মাতৃভূমি রক্ষাতরে সকলেই সেবা করে
এক ভাবে সম্পদে বিপদে।
গিয়েছে এমন দিন ছিল রাজ্য রাজাহীন,
রাজা কভু নারী ও বালক;
মোরা করি রক্ত দান রক্ষা করি ধন মান
সিংহাসন হইয়া পুলক।
সেবা করি যতক্ষণ রাজা তিনি ততক্ষণ,
চরণ-সেবক মোরা তাঁর;
কুটুম্ব বান্ধব পরে ভাই ভাই পরস্পরে
সম স্বার্থ সম অধিকার।
কুচক্রীর চক্রে পড়ি রাজা তা ভুলেছে মরি,
ঘটিয়াছে ভাব-বিপর্য্যয়;
জন্মভূমি মারবার মোদের সে নহে আর,
মাতৃহীন দীন নিরাশ্রয়।
কেহ ঘাতকের দ্বারে, কেহ বদ্ধ কারাগারে,
মোরা আছি বহু ব্যবধানে;
জগতে নাহি কি কেহ? নাহি দয়া নাহি স্নেহ?
চাহে আমাদের মুখ পানে?
হরিতে পরের ধন, বঞ্চিতেও কোন জন
ইংরাজ দেয় না সবে বলে;
রাখিতে মর্য্যাদা তাঁর সহিতেছি অত্যাচার,
শেষে নিবেদিনু পদতলে।
নাহি পাই প্রতীকার থাকিবে না ধৈর্য্য আর,
মরিব না সুদূর প্রবাসে;
কিছু নাই কিছু নাই, ঋণ ভিন্ন গতি নাই,
সম্মুখেতে উপবাস আসে।
ক্ষুধায় আক্রমে যারে, সকলি করিতে পারে,
আমরাও সরিব না পাছে;
কলঙ্কে হইতে মুক্ত নিবেদিছে অনুরক্ত
সহৃদয় ইংরাজের কাছে।

তুমি হে বিদেশীবর স্বমহস্তে নিরন্তর
পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি যত
খুজে তন্ন ক'রে রক্ষিবারে চিরতরে,
করিতেছ যতন সতত।
ওহে টড্ মহাপ্রাণ অতীতে করেছ মান,
বর্ত্তমানে চাও হৃষ্ট মনে;
কলঙ্কে করহ মুক্ত মোরা তব অনুরক্ত
এই ভিক্ষা তোমার চরণে।

মানের শেষ।

রাজা ও সর্দ্দার এই রাজ্য মারবরে
জান সবে এক জাতি এক স্বার্থ ধরে।
একেরে তোষিতে গেলে অন্য করে রোষ,
কোম্পানী ঠেকিল কারে করিবে সন্তোষ।
মধ্যস্থ হইতে তাই নাহি করে সাধ,
বিবাদ ভঞ্জনে যেয়ে বাড়ান বিবাদ।
কোম্পানী প্রতিজ্ঞা করে দুর্দ্দশা মোচন,
রাঠোর-সর্দ্দার তাই করে নিবেদন।
প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা রৈল, কার্য্য নাহি হয়,
দিন পক্ষ মাস ক্রমে বর্ষ গত হয়।
কেহ না করিল সেই শোকাশ্রু মোচন,
কেহ না শুনিল সেই কাতর রোদন।
ভিক্ষায় অবজ্ঞা কৈলে ঘটে যা জগতে,
এ ক্ষেত্রেও সেই দশা ঘটিল তন্মতে।
দুর্দ্দশা সহিতে নারি রাঠোর-সর্দ্দার,
ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আসে রাজ্যে আপনার।
পাপিষ্ঠ মানের লয়ে হৃদয়-শোণিত
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিল বিহিত।
ধনকূলে সিংহাসন অর্পিল সর্দ্দার
রাজ-রক্ত পিয়ে শেষ কাণ্ড মারবার।

মারবারকাণ্ড সম্পূর্ণ।

বিকানীর-কাণ্ড।

শিখ জাতির বিবরণ।

শাকদ্বীপ হ'তে এক জাতি পুরাতন,
সিন্ধুর পূরব পারে করে আগমন।
যখন ভারতে আসে পৌত্তলিক ছিল,
হিন্দুর ধর্ম্মের সহ নাহি ছিল মিল।
যুবতী রমণী এক পূজিত সকলে,
ভবানীর অবতার বলি কুতূহলে।
প্রথম পঞ্জাবে তারা বাসস্থান করে,
হিন্দু-রূপে পরিণত হ'য়ে গেল পরে।
অতি রণদক্ষ জাতি সমরে প্রধান,
ভারত রক্ষিতে করে বহু রক্ত দান।
যতবার সিন্ধুপার হইয়ে যবন
করেছে ভারতবর্ষ পূর্ব্বে আক্রমণ,
ভারত-প্রহরী রূপে সেই বীরদল
শত্রুগতি করে রোধ ধরি ভীমবল।
মামুদ গজনী কিম্বা তৈমুর বাবর
সকলের সহ যুঝে বীরত্বে প্রখর।
এইরূপে বহুবার করি রক্ত ক্ষয়,
হারাইয়া স্বাধীনতা হীন বল হয়।
আপনার ধর্ম্ম শেষে করি বিসর্জ্জন
অনেকে ইস্লাম-ধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
ভারত মরুতে কিছু করিয়া গমন
অবশেষে করে উপনিবেশ স্থাপন।
মরুর উত্তর ভাগে—সারণ পুনিয়া,
আসিয়াঘ, বেণীবল, গোদারা জোহিয়া,
ছিল তাহাদের উপনিবেশ মোহন
পশু পাখী পুষিয়াই ধরিত জীবন।
পশু ঘৃত দুগ্ধ লোম করি বিনিময়,
খাদ্য শস্য আদি যত করিত সঞ্চয়।
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন নাম ধরে সেই জাতি—
কোথা যুতি জিতি জিত কোথা জাঠ খ্যাতি।
ক্ষত্রকুলে জন্মে এক পুরুষ প্রধান
নানক [১] তাঁহার নাম অতি পুণ্যবান।
নানক শৈশব হ'তে চিন্তাশীল ছিল,
হিন্দু মুসলমান্ শাস্ত্র সকলি পড়িল।
কোন ধর্ম্মে শান্তি তাঁর না পাইল মনে,
সন্ন্যাস লইয়া যায় দেশ পর্য্যটনে।
বহুদিন নানাদেশ করিয়া ভ্রমণ
সন্ন্যাস ছাড়িয়া ধরে গৃহস্থ জীবন।
হিন্দু মুসলমান্ শাস্ত্র করিয়া মন্থন
নানক নূতন ধর্ম্ম করে প্রবর্ত্তন।
নানক বিশ্বের মাঝে করিলা প্রচার,
"ছাড় কুসংস্কার, এক ঈশ্বরই সার।
যেই গৃহী সেই যোগী বিধির গোচরে,
সন্ন্যাসের কাজ নাই বিভু-কৃপান্তরে।

১—১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে নানকের জন্ম এবং ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। নানকের পিতার নাম কালুবেদী।

জন্মান্তরে দেহান্তরে আত্মা শান্তি পায়,
তাহাতে জীবের পাপ মুক্ত হয়ে যায়।
যেই দিন দয়া তারে করে নিরঞ্জন,
হয় না তাহার দেহ করিতে গ্রহণ।
দেখেছ চলৎ ছায়া উড়ন্ত পাখীর,
জীবের জীবন তথা জানিও অস্থির।
কিন্তু আত্মা কুমারের চাকের মতন
দণ্ডের চৌদিকে সদা করে আবর্ত্তন।
যেই সত্য সে ইশ্বর, সত্য পথে রহ,
ক্ষমা সহিষ্ণুতা শিখি জীবন ধরহ।
ঈশ্বরের বাক্য ভিন্ন অস্ত্র নাহি আর,
সংসার সমরে সেই অস্ত্র কর সার।”
হিন্দু মুসলমান্ গণে করি তিরস্কার
বলিতেন “বিধর্ম্মীর দুটী অধিকার ;—
গরুর সেবায় একে রত নিরন্তর,
শুকরেতে জাতক্রোধ রয়েছে অপর ;
প্রাণি-হিংসা কভু নাহি করে যেই জন,
তারই প্রশংসা কিন্তু করে গুরুগণ”।
না করে নানক কোন বন্ধন বিহিত,
জাতিভেদ প্রথা তিনি করেন রহিত।
পূর্ণ স্বাধীনতা ধর্ম্মে পেয়ে উপাসক,
অল্পদিনে হয় তাঁর অনেক সেবক।
জ্ঞানের আলোক তাঁর জাঠের মাঝার
প্রথম পড়িয়া দূর করে অন্ধকার।
গুরু পদে তাঁরে সবে করিল বরণ,
জাঠের প্রথম গুরু নানক সুজন।
নানকের ক্ষত্র শিষ্য নামেতে অঙ্গদ,
তাঁহার মৃত্যুর পর পায় গুরুপদ।
শ্রীচাঁদ নামেতে ছিল নানক তনয়,
সন্ন্যাসী বলিয়া গুরু, গুরু না করয়।
ক্ষত্রিয় উমরদাসে অঙ্গদের পরে
শিষ্যগণ ভক্তিভরে গুরুপদে বরে।

উমর প্রথম বিধি করিলা বন্ধন,
না করিবে শিষ্য তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ।
উমরের পরে গুরু জামাতা তাঁহার
হয় ক্ষত্র রামদাস বহু গুণাধার।
আক্‌বর করিত তাঁরে ভক্তিও সম্মান,
দয়া ক'রে দিল কিছু ভূমি বৃত্তিদান।
তাহাতে ‘অমৃতসর’ খনে গুরুবর,
জাঠের পবিত্র তীর্থ ভারত-ভিতর।
রামের মৃত্যুর পর, তাঁহার তনয়
অর্জ্জুন হইল গুরু বহু গুণময়।
নানকের শিষ্য ছিল শান্ত সদাচার,
উচ্চ আশা অভিলাষ ছিলনা কাহার।
থাকিত নদীর তীরে, চালাইত হল,
প্রকৃতির শিশু ছিল স্বভাব সরল।
আক্‌বরের পথে তাঁর বংশধরগণ
মোহমদে কেহ নাহি করিল গমন।
জাঠে নাহি দিল সুখে করিবারে বাস,
প্রচার করিল সত্য তাঁহাদের পাশ।
সংসার সমর ক্ষেত্র—জড়ে ও অজড়ে,
জড়ে জড়ে নিত্য রণ অভিনয় করে।
তার বুকে নাহি কভু নিরীহের স্থান,
শোণিতে শোণিত পোষে, প্রাণে পোষে প্রাণ
লুণ্ঠিত মোগলসেনা জিতের কুটির,
কভু বেঁধে আনে করে পীড়নে অস্থির।
পশুবৎ ব্যবহার করে নিতি নিতি,
একের যন্ত্রণা হেরি আরে পায় প্রীতি।
মোগলের ভাব বুঝি গুরু বিচক্ষণ
আপন শিষ্যেতে করে সমাজ বন্ধন।
মোগলের অত্যাচার ক্রমে এত বাড়ে,
জাঠ-গুরু অর্জ্জুনেরে বধে কারাগারে।
কেঁপে উঠে বিধাতার পুণ্যসিংহাসন,
নিরীহ জাঠের তাতে ফুটিল নয়ন।

অভাবে জনমে শক্তি, গর্ব্বে লুপ্ত হয়,
এই বিধাতার নীতি নাহিক সংশয়।
অসি তুলে নিল জাঠ রাখিয়া পাঁচনী,
বেণু ছাড়ি ভেরী মুখে ধ্বনিল অমনি।
অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ দুর্জ্জয়,
এগার বর্ষের শিশু ষষ্ঠ গুরু হয়।
দু'করে দু'অসি ধরি বালক তখন
প্রতিজ্ঞা করিল বীর গর্ব্বে বিলক্ষণ,
"একে পিতৃহত্যা শোধে মিটাইব খেদ,
অপরে মোগল রাজ্য করিব উচ্ছেদ।"
জিতে ও মোগলে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল,
আত্মরক্ষা তরে জাঠ প্রতিজ্ঞা করিল।
তারি ফলে পূর্ব্ব তেজ ফিরিল আবার,
নির্ব্বাপিত হুতাশন ছাড়িল হুঙ্কার।
হরগোবিন্দের পরে পৌত্র হররায়,
প্রপৌত্র হরকিষণ্ গুরু-পদ পায়।
কিষণ মরিলে হরগোবিন্দ-তনয়
তেগবাহাদুর পরে জাঠ-গুরু হয়।
আরংজেব হ'ল যবে ভারত-ঈশ্বর,
নাশিতে হিন্দুর ধর্ম্ম বদ্ধপরিকর।
তখন জাঠের গুরু তেগবাহাদুর,
যথা ধর্ম্ম গুরু ছিল তথা মহাশূর।
আরঙ্গ তাঁহারে রণে বন্দী করি নিল,
কি তার ধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল।
তেগ বলে "জেতা তুমি প্রাণ নিতে পার,
বলিব না ধর্ম্ম, প্রাণ থাকিতে আমার।"
সম্রাট জীবন দণ্ড করিল বিধান,
বধ্য ভূমে গেল তেগ অকম্পিত প্রাণ।
পত্র এক লিখে গলে করিয়া বন্ধন
ঘাতকের পাশে বীর করে নিবেদন।
"প্রস্তুত হয়েছি আমি, অসি তব হান,
দেখিও কাটিবে পত্র, হও সাবধান।"

বধান্তে ঘাতক দেখে খুলিয়া পত্রিকা,
"শির দিয়া, সের নেহি দিয়া" [১] আছে লিখা।
রক্তবীর্য্য হ'তে শ্রেষ্ঠ সাধকের বল,
তার রক্তদান কভু হয় না নিস্ফল।
এক বিন্দু রক্তে তার হাজার হাজার
সাধক জন্মিয়া ধরে সাধনা তাহার।
অর্জ্জুন হইতে তেগ—যত গুরুগণ
ধর্ম্ম রক্ষা-তরে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
গোবিন্দ [২] নামেতে ছিল তেগের তনয়।
প্রতিশোধ নিতে স্থির করিল হৃদয়।
শিখের দশম গুরু গোবিন্দ ধীমান,
করে নাই আর কারে গুরুপদ দান।
নানক যে ধর্ম্ম-ভিত্তি করেন স্থাপন,
গোবিন্দ তাহার করে পূর্ণতা সাধন।
ধর্ম্মনীতি রাজনীতি করি একত্রিত
এক মহাশক্তি তিনি করেন স্থাপিত।
জাতিভেদ-প্রথা লুপ্ত করেন নানক ;
জন্মগত বর্ণভেদ শক্তি বিনাশক,
সমাজ দুর্ব্বল তাতে করে অনুক্ষণ,
বুঝিয়া গোবিন্দ করে রহিতে মনন।
আপত্তি করিল ঘোর ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ,
গোবিন্দ বলিল তবে "শুন বন্ধুগণ,
বিধির সৃষ্টির মাঝে সকলে সমান,
ভুলে যাও বর্ণভেদ হইবে কল্যাণ।
ছাড় যজ্ঞসূত্র, কর একত্রে আহার,
তুর্কীরে দমন কর, ভুল কুসংস্কার।
"ওয়াগুরু" [৩] বল, কর গুরু পদ সার,
'গ্রন্থেতে' অচলা ভক্তি রাখিও সবার।"

১—শির দিলাম, ধর্ম্মের রহস্য বলিলাম না।

২—১৬৬১ খৃষ্টাব্দে গুরু গোবিন্দসিংহের জন্ম এবং ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনিই শিখের শেষ গুরু।

৩—ওয়াগুরু=গুরুর জয় হউক।





চিনির সর্‌বতে অসি করি সঞ্চালন
পঞ্চজন শিষ্য শিরে করিল সিঞ্চন,
সকলেই খালসা [1] নাম করিলেন দান,
যত শিষ্যগণ তাঁর "শিখ" আখ্যা পান্‌।
অপূর্ব্ব বীরের জাতি হইল উদয়,
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা তরে প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয়।
মোগলের সহ বাধে সংঘর্ষ ভীষণ,
পাৎসা চাহে মুসলমান্ করে হিন্দুগণ।
বলিলেন গর্ব্বে গুরু গোবিন্দ নির্ভয়,
"তুর্কীরে করিব হিন্দু আমিও নিশ্চয়।
আমার শিক্ষার গুণে চালের চটক
পদাঘাত করি শ্যেনে ভাঙ্গিবে মস্তক।"
আপন প্রতিজ্ঞা গুরু করিল পালন,
বহু তুর্কী শিখধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
শিখের বীরত্ব কথা কি বলিব আর,
তাহাতে মোগল রাজ্য হয় চূরমার।
গুরু গোবিন্দের ধর্ম্মে প্রধান বচন,
"সস্ত্র আর শাস্ত্র দুই কর অধ্যয়ন।
জীবের উপাস্য দেব 'অলখ [2] নির্ম্মল,
এজড় জগতে পূজ্য লৌহই কেবল।
সংযমে জনমে শক্তি, বিলাসে পতন,
নিঃশক্তির ধর্ম্ম নাই জগতে কখন।
কোন্ জাতি কোন্ বর্ণ কোন্ ধর্ম্ম ধর
তাহার বিচার নাহি করিবে ঈশ্বর।
কিকরেছ তুমি জীব জগত-মাঝার ?
এই এক কথা শুধু হইবে বিচার।"
এই শিক্ষা জ্বালিল যে দীপ্ত হুতাশন,
বীরেন্দ্র সমাজে শিখ হইল বরণ।

১—খালসা—মুক্ত। সাধারণত স্বাধীন রাজ্য বা রাজ বুঝায়।

২—অলখ=শিখেরা ভগবানকে 'অলখ নিরঞ্জন' বলেন

পঞ্জাবে বিশাল রাজ্য করিল বিস্তার,
করিল জগত বক্ষে ভীতির সঞ্চার।
শিখ-বংশে শেষ রাজা ছিল রণজিৎ
কাবুল অবধি যার বিক্রমে কম্পিত।
ইংরাজের সহ যুঝি শিখবীরগণ
অদ্ভুত বীরত্ব সবে করে প্রদর্শন।
দলীপ রণজিৎ পুত্র নাবালেগ ছিল,
সন্ধি সূত্রে [1] ইংরাজেরা পঞ্জাব লইল,
রত্নরাজ 'কহিনুর' করে করতল,
ভারতেশ পরে যাহা মুকুটে উজ্জ্বল।
দলীপ খৃষ্টান ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
সুদূর ইংলণ্ডে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
গুরু গোবিন্দের শিষ্য, রণজিৎকুমার,
বিধির বিধানে এই পরিণাম তার!
শিখের ভাষার নাম 'গুরুমুখী' ধরে,
গুরুর প্রণীত গ্রন্থে [2] পূজে ভক্তিভরে।

১—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দলীপসিংহের সহিত ইংরাজের সন্ধি হয়।

২—শিখ দিগের অনেক ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে নানক প্রণীত 'আদি গ্রন্থ' এবং গুরু গোবিন্দ প্রণীত 'দশম পাদশা কা গ্রন্থ' ই প্রধান। উক্ত গ্রন্থদ্বয় সংস্কৃত, হিন্দী ও প্যারস্য ভাষায় পদ্যে বিরচিত। তাহাতে অন্যান্য গুরু ও ভক্তগণের রচনা ও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। 'আদি গ্রন্থ' পাঁচ ভাগে বিভক্ত, তাহার অধিকাংশই স্তোত্রে পরিপূর্ণ। অপর গ্রন্থ ষোল খণ্ডে বিভক্ত; তাহাতে স্তোত্র, বিচিত্র নাটক বা গুরু গোবিন্দের বংশ-কাহিনী ও ধর্ম্ম-সংস্কার এবং মোগলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত, দেবী চণ্ডী-মহাত্ম্য, জ্ঞানপ্রিয়বোধ বা প্রাচীন রাজ-কাহিনী ও মহাভারতে বর্ণিত চরিতাখ্যান, মৎস্য কূর্ম্মাদি চব্বিশ অবতারের কথা, স্ত্রী-চরিত্র, হিকায়ত বা গল্পগাথা শস্ত্রনামমালা ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে। শিখেরা বাহ্য বস্তুর মধ্যে 'গ্রন্থ' এবং 'লৌহ'কেই পবিত্র বলিয়া পূজা করেন।

রাজা বিকা।

বিকার রাজ্য লাভ।

চন্দ্রবংশ-কথা কিছু করেছ শ্রবণ
মারবারে, বিকানীরে শুনহ এখন।
শিবাজীর বংশধর মারবার-পতি,
যোধরাও নামে ছিল শ্রেষ্ঠ নরপতি।
বহু গুণবান রাজা বিক্রমী অশেষ,
মারবার কাণ্ডে তাহা শুনেছ বিশেষ।
চতুর্দ্দশ পুত্র তাঁর ছিল গুণধর,
বিকা নামে ষষ্ঠ পুত্র বীরত্বে প্রখর,
স্থাপিতে নূতন রাজ্যে করিয়া মনন
মুন্দর ছাড়িয়া করে উত্তরে গমন [১]।
ত্রিশত রাঠোর আর পিতৃব্য কুণ্ডল
সোদর বিদারে বিকা নিল মহাবল।
শঙ্কলাগণেরে বিকা করি আক্রমণ
লইল জঙ্গলু দেশ সমরে ভীষণ।
করন্দ শিরেতে দুর্গ করিয়া নির্ম্মাণ
রাজ্য বিস্তারের তরে হল যত্নবান।
অচিরে সৌভাগ্য লক্ষ্মী প্রসন্ন হইল,
দিন দিন রাজ্য তাঁর বাড়িতে লাগিল।
জোহিয়া গোদারা দুই শ্রেষ্ঠ জিত কুল,
উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব বাজিল তুমুল।
বিকার বিক্রম-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
জিতপক্ষ এক লয় তাঁহার শরণ।
শেখসর রোণিয়ার মণ্ডল প্রধান
বিকারে আসিয়া বলে "শুন মহীয়ান,
জোহিয়াগণেরে তুমি করিবে দমন,
রাজ্যের পশ্চিম সীমা হ'তে ভট্টিগণ
বলেতে করিবে রক্ষা কর যদি পণ,
আমাদের রাজ্য তোমা করিব অর্পণ।

১—১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে বীকা মুন্দর ত্যাগ করেন।

প্রত্যেক গৃহস্থ হ'তে এক টাকা কর,
প্রতি শত বিঘা ভূমে দুটাকা বছর
রাজস্ব পাইবে সত্য তুমি মহাশয়,
তাহা ভিন্ন অন্য কিছু পাবেনা নিশ্চয়।"
মণ্ডলের কথা বিকা করিয়া শ্রবণ
বলে "তোমাদের কথা করিব পালন"।
শুনিয়া বিকার বাক্য বলিল মণ্ডল,
"নাহি পাল সত্য যদি কি করিব বল"।
বিকা বলে "কোন চিন্তা করিও না ভাই,
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন সম কোন পাপ নাই।
জাতিতে ক্ষত্রিয় আমি, প্রতিজ্ঞা পালন
আমার প্রধান ধর্ম্ম, করিব রক্ষণ।
যুধিষ্ঠির আদি যত চন্দ্রবংশ-ধর
লঙ্ঘেনি প্রতিজ্ঞা কেহ জান বিজ্ঞবর।
কুলে কালি দিব নহি হেন অভাজন,
শিলালিপি সম জ্ঞান করিও বচন।
নাহি চাহি রাজ্য আমি প্রবঞ্চনা করি,
পাপেতে অর্জ্জিত ধন পাপ লয় হরি।
যে দিন ক্ষত্রিয় তার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিবে
সে দিন দুর্দ্দিন তার নিশ্চয় জানিবে।
রাজটিকা নাহি দিলে তোমরা দুজন
রাজা না হইব আমি রাজ্যেতে কখন।
তব বংশধরগণ, মম বংশধরে
যতদিন রাজটিকা দান নাহি করে,
ততদিন রাজা নাহি হবে সে কখন,
ততদিন রবে সত্য শূন্য সিংহাসন"।
প্রতিজ্ঞা করিলে বিকা, আনন্দে মণ্ডল
পরাইল রাজটিকা কপালে উজ্জ্বল।
এখনো রয়েছে প্রথা, অভিষেক কালে
মণ্ডলের বংশ টিকা দেয় রাজভালে।
পঞ্চবিংশ স্বর্ণ মুদ্রা করিয়া প্রদান
রাজা তাহাদের করে উচিত সম্মান।

বিকানীর প্রতিষ্ঠা।[১]

গোদারা রোণিয়া বল পাইয়া বিকার,
আক্রমে জোহিয়া রাজ্য বিক্রমে দুর্ব্বার।
বিকার বিক্রম সহ্য করিতে না পারি
জোহিয়া আপন রাজ্য দিল তাঁরে ছাড়ি
জোহিয়ারে করি জয় পশ্চিমে ছুটিল,
ভট্টগণ হ'তে বিকা ভাগোর লইল।
ভাগোর জিতের দেশ ছিল মনোহর,
বাসনা হইল তথা স্থাপিতে নগর।
নীর নামে জিত বাস করে সেই দেশে,
তার কাছে চাহে বিকা ভূমি অবশেষে।
নীর বলে "আমি প্রভু দেশ পরিহরি
স্থাপন করিলে মোর নামেতে নগরী।"
সন্তুষ্ট হইয়ে 'বিকা' জিতের বচনে
যোগ করি নিজনাম 'নীর' নাম সনে
'বিকানীর' নামে করে নগরী স্থাপন,
রাজা প্রজা উভয়ের কীর্ত্তি নিদর্শন।
মুন্দর ছাড়িয়া বিকা তিরিশ বছরে
স্থাপন করিল রাজ্য মরুভূমি' পরে।
চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ বালি অগ্নি পরশন,
তার মাঝে শোভে এই রাজ্য সুশোভন।
মরুর সাগর মধ্যে মরুদ্বীপ প্রায়,
নাহি সাধ্য শত্রুগণ আক্রমিবে তায়।
দু'হাজার সপ্তশত পল্লী মাঝে তার
ক্রমে ক্রমে বীর বিকা করে অধিকার।
পুগল দেশের ভট্টিরাজ সম্মানিত
বিকারে অর্পিল কন্যা হয়ে আনন্দিত।
নূনকর্ণ গরসিংহ নামে দুই সুত
রাখি স্বর্গপুরে গেল[২] বিকা গুণযুত।

১—১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বী… বিকানীর প্র…িষ্ঠা করেন।
১—১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে বীকার মৃত্যু হয়।

বিদাবতী-প্রতিষ্ঠা।

স্থাপিলেন বিকানীর বিকা মহাবল,
জাগিল বিদার মনে বাসনা প্রবল।
উত্তর মরুতে বিদা হয়ে অগ্রসর
চৌপুরেতে উপস্থিত হইল সত্বর।
মোহিল কুলের রাজা ছিল সেই দেশ,
ভট্টিরাজবংশ তাঁরা সম্ভ্রান্ত বিশেষ।
একশ চল্লিশ পল্লী করিত শাসন,
'ঠাকুর' উপাধি রাজা ধরিত শোভন।
রাজকর্ম্মচারী বিদা নিযুক্ত হইল,
গ্রাস করিবারে রাজ্য সুযোগ খুজিল।
ভূমিলাভ ক্ষত্রিয়ের প্রাণের সাধনা,
অভীষ্ট সিদ্ধির তরে করে কুমন্ত্রণা।
নিজপ্রভু সহ মারবার কুমারীর
বিবাহ সম্বন্ধ বিদা করিলেন স্থির।
দুইপক্ষে বিবাহের হয় আয়োজন,
আনন্দ সাগরে ভাসে মোহিল ভুবন।
ঠাকুরের সৈন্যগণ বিবাহ উচিত
সাজ সজ্জা পরি সবে হইল সজ্জিত।
কন্যাপক্ষ হয়ে বিদা শকটে চড়িয়া
বহু আড়ম্বরে আসে চৌপুরে চলিয়া।
শিবিকা শকট সঙ্গে আনে অগণন,
প্রতি যানে রণবেশে ছিল বীরগণ।
সসম্মানে মোহিলের সর্দ্দার নিকর
কন্যা-যাত্রিগণে নিতে হয় অগ্রসর।
অমনি বিদার সৈন্য খুলি তরবার
জানাইল বর-পক্ষে শুভ নমস্কার।
'বিশ্বাস ঘাতক' বলি মোহিল সর্দ্দার
"অস্ত্র আন্" করি সবে ছাড়িল চীৎকার।
কোথা সে সময় আর, দলে দলে মরে,
প্রবেশ করিল বিদা দুর্গের ভিতরে।

বহুদিন রহে বাঁধি দুর্গের দুয়ার,
ভয়েতে বাহিরে কেহ না আসিত আর।
মারবার-পতি যোধ শুনি বিবরণ
পুত্রের সাহায্যে সৈন্য পাঠায় নূতন।
তাহাতে সমস্ত রাজ্য করি অধিকার
স্বীয় নামে 'বিদাবতী' নাম দিল তার।
প্রাচীন মোহিল রাজ্য হইল স্বপন,
বিদার সৌভাগ্য শশী উদিল শোভন।
এখনো বিদার বংশ আছে বিদ্যমান,
দস্যুতাই তাহাদের ব্যবসা প্রধান।

রাজা নূনকর্ণ-কল্যাণসিংহ।

নূনকর্ণ ছিল জ্যেষ্ঠ তনয় বিকার,
বসিলেন সিংহাসনে মরণে তাহার।
গরসিংহ স্থাপিলেন দুইটী নগর,
'গরসিংহসর' ও 'অমরসিংহসর'।
রয়েছে চব্বিশ পল্লী প্রত্যেক নগরে,
গরের সন্তানগণ সুখে বাস করে।
গরসঠ বিকা বলে তাঁর বংশধরে,
রাঠোরের বীর্য্য রাখে বহুবল ধরে।
নূনকর্ণ করিলেন রাজ্যের বিস্তার
ভট্টির নগর বহু করি অধিকার।
বাড়াইয়া রাজ্য করে স্বর্গেতে প্রস্থান,
রাখি গেল চারি পুত্র বহু গুণবান।
অগ্রজ আপন সত্ব করি পরিহার
জৈতে করিলেন রাজা [১] রাজ্যেতে পিতার
গ্রেসিয়া সর্দ্দার ছিল বিক্রমে ভীষণ
নানৌট লইল জৈত করি বহুরণ।
জৈতপুত্র ঐশপাল শিবাজী কল্যাণ,
নানৌট করিল পুত্র শিবাজীরে দান।

১—১৫১৩ খৃষ্টাব্দে জৈত রাজা হয়।

বিদার সন্তানগণে করি পরাজিত
তাদের উপর করে কর নির্দ্ধারিত।
বহুদিন বিকানীর করিয়া শাসন
চতুর্দ্দিকে রাজ্য-সীমা করিল বর্দ্ধন।
জৈতসিংহ স্বর্গপুরে করিলে গমন
পাইল কল্যাণসিংহ [১] পিতৃ সিংহাসন
কল্যাণের তিন পুত্র ছিল গুণধাম
রায়সিংহ রামসিংহ পৃথ্বীসিংহ নাম।
সপ্তবর্ষ মাত্র রাজ্য করিয়া শাসন
করিল কল্যাণসিংহ স্বরগে গমন।

রাজা রায়সিংহ।[২]

জিত সংহার।

করিল কল্যাণসিংহ স্বরগে গমন,
পুত্র রায়সিংহ তাঁর পায় সিংহাসন।
রাজপুত-বংশ ক্রমে লাগিল বাড়িতে,
নাহি পারে রাজা আর রাজ্যে স্থান দিতে
প্রায় জিত-বংশ এবে হয়েছে নির্ম্মূল,
এখন পুনিয়া শুধু রক্ষা করে কুল।
তাহাদের রাজ্য রায় করিয়া হরণ
নিজবংশে দিতে স্থান করিল মনন।
রামসিংহ নামে তাঁর ভ্রাতা বলবান
পুনিয়ার রাজ্য নিতে করে অভিযান।
স্বাধীনতা রক্ষা হেতু সেই জিতগণ
রামসিংহ সহ জুড়ে সমর ভীষণ।
বলে জিত-রাজ্য রাম করে অধিকার,
রাজ্য ভোগ ভাগ্যে নাহি ঘটিল তাঁহার।

১—১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কল্যাণসিংহ রাজা হয়।
২—১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে রায়সিংহ সিংহাসনে বসেন।

রাম গেল নিজবংশ করিতে স্থাপন,
উত্তেজিত জিত তাঁরে করিল নিধন।
রায়সিংহ করি জিতে অশেষ দুর্গতি,
রাজপুতে দিল দেশ করিতে বসতি।
বিকার প্রতিজ্ঞা ডু'বে গেল রসাতলে',
জোহিয়ার চিহ্ন আর নাহি মরুতলে।
এরূপে আদিম জাতি যুগ যুগ ধরি
যারে দিল কোল, সেই প্রাণ লয় হরি।
জগতের মাঝে তার দৃষ্টান্ত অপার,
রাজস্থানও সে কলঙ্কে পায় নাই পার।

মোগল গ্রাস।

জোহিয়ার অভিশাপ করিয়া গ্রহণ
অচিরে হারায় রায় স্বাধীনতা ধন।
কিরূপে হইল লুপ্ত স্বাধীনতা তাঁর,
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুনহ এবার।
যশল্মীর রাজকন্যা ছিল দুইজন,
রাজা রায়সিংহ বিয়ে করে একজন।
মোগল সম্রাট সেই বিখ্যাত আক্‌বরে
অন্য কন্যা ভট্টিরাজ সমর্পণ করে।
পিতার দেহের ভস্ম দিতে বিসর্জ্জন
সুরধনী তীরে রায় করিল গমন।
রাজ-ভস্মে ভাগীরথী তৃপ্তি না পাইল,
গ্রাসিতে রাজ্যের ভস্ম বাসনা জন্মিল।
পিতৃকার্য্য কৈলে শেষ জাহ্নবীর জলে,
মানসিংহ নিল রায়ে দিল্লী সভাতলে।
এযে আর কেহ নয়, মহারাজ মান,
কে আছে তাহার জালে পাবে পরিত্রাণ
মারবারে সসম্মানে করিয়া গ্রহণ,
আক্‌বর সেনানী পদে করিল বরণ।

হিসার রাজ্যের ভার অর্পি স্নেহভরে
উপাধি দিলেন রাজা বহুমান ক'রে।
মল্লদেব হ'তে যেই নাগোর লইল,
সম্রাট আক্‌বর রায়ে প্রদান করিল।
আপনার স্বাধীনতা করি বিনিময়।
লভিলেন মূল্যবান উপহার চয়।
রায়সিংহ সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে
আনন্দে ফিরিল রাজ্যে বহু ধন লয়ে।

ভুটনের অধিকার।

মরুর উত্তরভাগে জাতি পুরাতন,
'নের' নামে খ্যাত বাস করিত তখন।
ভট্টিরাজ নের-দেশ 'ভাট' কবিবরে
উপহার দিল বাস করিবার তরে।
ভট্টিকবি দেখি দেশ অতি মনোহর
কবিগণে নিতে তথা হয় যত্নপর।
স্বীয় নাম 'নের' সহ করিয়া যোজন
'ভাটনের' নাম তার করিল অর্পণ।
দেশের সমৃদ্ধি গেল দিন দিন বে'ড়ে
যত কবি যায় তথা স্বীয়দেশ ছে'ড়ে।
সুন্দর নগর অতি করিয়া দর্শন
যবন লইল বলে করি আক্রমণ।
চিগাঠ খাঁ নামে এক যবন ভূপতি
কালক্রমে হয় সেই দেশ অধিপতি।
মারোট ফুলরা দেশ পরিহার করি,
একদল ভট্টি যায় সেই রাজ্যোপরি।
বীরসিংহ নামে ছিল ভট্টিদলপতি,
চিগাঠ হইতে দেশ নিল শীঘ্রগতি।
বীরসিংহ রাজ্য তথা করিয়া স্থাপন
সাতাশ বছর দেশ করিল শাসন।

বীরের মরণে ভীরু তনয় তাঁহার
বসিলেন সিংহাসনে পেয়ে রাজ্যভার।
চিগাঠের দুইপুত্র রাজ্য হারাইয়ে
সম্রাটে শরণ লয় দিল্লীতে আসিয়ে।
দিল্লীপতি দয়া করি দিল সেনাগণ,
দুইবার ভাটনের করে আক্রমণ।
ভীরুর বিক্রমে তারা দূরে পলাইল,
অন্য সেনাপতি লয়ে পুনঃ আক্রমিল।
এবার ভীরুর আর নাহি পূর্ব্ববল,
পারেনা রক্ষিতে দেশ, হইল বিকল।
সন্ধি করিবারে ভীরু করিলে মনন,
জেতা বলে "কন্যা তব কর সমর্পণ,
অথবা ইস্লাম-ধর্ম্ম করহ স্বীকার,
নতুবা করিব তব রাজ্য ছারখার।"
ভয়েতে আপন ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন
মুসল্‌মান্ হয়ে দেশ করিল রক্ষণ।
ভীরুর মরণে ক্রমে রাজা ছয়জন
ভুটনের সিংহাসনে করে আরোহণ।
ধর্ম্মচ্যুত ভট্টিগণ 'ভূট্টিনাম' ধরে,
ভাটনের 'ভূটনের' হয় তারপরে।
আক্‌বরের সহ করি মিত্রতা বন্ধন
ভূটনের রাজ্যনিতে রায় করে মন।
ভূট্টিরাজ হিয়াতেরে করিয়া নিধন
ভূটনের রাজ্য রায় করিল হরণ।

রায়সিংহের শেষকাল।

ভারতে হয়েছে পাৎসা যত মুসল্‌মান্,
আক্‌বর সবার চেয়ে ছিলেন প্রধান।
এহেন গুণজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদ
পায়নি ধরায় বহুজন রাজপদ।
বিজিতে করিত পাৎসা যথেষ্ট বিশ্বাস,
শ্রেষ্ঠরাজ-বিধি তাঁর ছিল স্নেহ-পাশ।
বিজিতের গুণে অন্ধ ছিলনা কখন,
উচিত সম্মান তারে করিত অর্পণ।
খ্যাতি আর পদ শুধু না করিত দান,
করিতেন বহুমূল্য সম্পত্তি প্রদান।
আহামদাবাদে ছিল মির্জ্জা মহম্মদ,
সম্রাট আক্‌বর তার ঘটায় বিপদ।
আহামদাবাদ জয় করিলেন রায়।
আক্‌বর করিল রায়ে বিহিত সম্মান,
বহু উপহার তাঁরে করিল প্রদান।
রায়সিংহ স্বীয় কন্যা সেলিমের করে
অর্পণ করিয়া তুষ্ট করিল আক্‌বরে।
হতভাগ্য পারবেজ জন্মে সেই ঘরে,
সাজিহান নিল রাজ্য যারে বধ করে।
আঠাশ বছর রাজ্য করিয়া শাসন
পুত্র কর্ণে রাখি হয় রায়ের মরণ।

রাজাকর্ণ[১]

ও

তাঁহার পুত্রগণ।

রায়ের মরণে কর্ণ পায় সিংহাসন,
সাজিহান দিল্লীশ্বর ছিলেন তখন।
দু'হাজার সৈনিকের সেনাপতি করে
সম্রাট দৌলতাবাদ অর্পে স্নেহভরে।
আরংজেব সহ যত সম্রাট নন্দন
রাজ্যহেতু বাধাইল বিবাদ ভীষণ,
জেষ্ঠপুত্র দারাপক্ষ করি সমর্থন
বিকাণীর-পতি কর্ণ করেছিল রণ।

১—১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কর্ণরাজা হয়।

চারিপুত্র জন্মে রাজা কর্ণে মহামতি
কেশরী মোহন পদ্ম অনুপ সুমতি।
অনুপ বিনেতে আর পুত্র তিনজন
কর্ণের জীবিত কালে হইল নিধন।
তিনজন ছিল বীর বিক্রমে ভীষণ
কিরূপে মরিল তারা করহ শ্রবণ।
মোগলপতির পুত্র-শ্যালকের সনে
মৃগশিশু নিয়ে দ্বন্দ্ব বাজিল মোহনে।
কুমারের শালা তারে করে অপমান,
ঘৃণায় লজ্জায় ফাটে মোহনের প্রাণ।
তেজস্বী মোহন তাই দিতে প্রতিশোধ
জুড়িলেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করি অতি ক্রোধ।
মরিল মোহনসিংহ যবনের করে,
শু'নে ভ্রাতা পদ্মসিংহ ছুটে ক্রোধভরে।
রয়েছে মোহনসিংহ লুন্ঠিত ধূলায়।
শিয়রে যবনবীর গর্ব্বেতে বেড়ায়।
পদ্মের ভীষণ-মূর্ত্তি দেখিয়া অদূরে
যবনের দেহ হ'তে প্রাণ গেল উড়ে।
উপায় না দেখি বীর, শঙ্কিত অন্তরে
লুকাইল- স্তম্ভ পার্শ্বে আত্মরক্ষা তরে।
শোকোন্মত্ত পদ্ম অসি খুলি অকস্মাৎ
করিল তাহারে হেন প্রচণ্ড আঘাত,
স্তম্ভসহ ভ্রাতৃহন্তা দ্বিখণ্ড হইল,
প্রতিশোধ নিয়ে বীর আবাসে ফিরিল।
যত রাজপুত ছিল সম্রাট শিবিরে,
ক্রুদ্ধ পদ্মসিংহ সবে ডাকিল গম্ভীরে।
বলিলেন "দেখ ভ্রাতা প্রাণের মোহন
বৃথা দ্বন্দ্ব জুড়ে বধ করেছে যবন।
হিন্দুর জীবন যদি যবনের করে
হেনমতে দেহ ছেড়ে যায় অকাতরে,
অচিরে ক্ষত্রিয়শূন্য হবে রাজস্থান,
না রহিবে রাজপুতে আর কুল মান।
ভাল যদি চাও, আশু কর প্রতীকার,
নতু এ লাঞ্ছনা সত্য ঘটিবে সবার।"
পদ্মের বচন শুনি রাজপুত বীর
যবন-বিদ্বেষে ক্রোধে হইল অস্থির।
সদর্পে বলিলা সবে করিয়া ধিক্কার
"এত সেবা করি এই শেষ পুরস্কার!
নদী পার হয়ে তরী ডুবাইতে চায়,
ছাদে উঠে' শেষে মই ঠেলিছে কি পায়?
ছাড়িয়া সম্বন্ধ সব চলহ সকল,
দেখা যাবে কত বল ধরেন মোগল।
আপনার মানপ্রাণ আপনার করে,
নিজে না রক্ষিলে তাহা রক্ষিবে কি পরে"?
এতবলি সম্রাটের ছাড়িয়া শিবির
চলে সবে গৃহপানে ক্রোধেতে অধীর।
কুমার মোজাম শু'নে এই বিবরণ
আপন ওমরাত্ত আশু করিলা প্রেরণ।
নাহি করে কর্ণপাত তাঁহার কথায়,
যত রাজপুত ক্রোধে গৃহপানে ধায়।
বিপদ গণিয়া মনে মৌজাম সুমতি
তুরঙ্গে আরোহি পরে চলে ঝড়গতি।
মৌজাম বিংশতি ক্রোশ করিয়া ভ্রমণ
ক্রুদ্ধ রাজপুত সহ সম্মিলিত হন।
বিনয়ে প্রবোধ বাক্য বলিয়া বিশেষ
রোষানল নির্ব্বাপিত করিলেন শেষ।
উপাস্য দেবতা যার শিব আশুতোষ,
কতক্ষণ তার মনে থাকে বল রোষ।
থেমে গেল ঝড়বৃষ্টি—শান্ত পারাবার,
ফিরিলেন রাজপুত শিবিরে আবার।
মৌজামের সহ দ্বন্দ্ব না হইতে শেষ,
বাজিল বিজয়পুরে সমর বিশেষ।
পদ্ম ও কেশরীসিংহে করি সেনাপতি
পাঠাইল সেইরণে সম্রাট সুমতি।





সাধন করিতে নিজ প্রভুর কল্যাণ
দুইভ্রাতা রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জিল প্রাণ।
হেন রাজভক্ত জাতি আছে কোনস্থানে,
তুচ্ছ করে আত্মপ্রাণ রাজার কল্যাণে ?
পুত্রশোকাতুর কর্ণ মরিল অচিরে,
তনয় অনুপ রাজা হয় বিকাণীরে।
ভ্রাতাদের রাজসেবা করিয়া দর্শন
সম্রাট অনুপে হয় অতি তুষ্টমন।
আরঙ্গাবাদের আর বিজয়পুরের
অর্পিল শাসনভার করে অনুপের।
সম্রাট আজেলী দুর্গ দিল প্রীতিভরে
পঞ্চ সহস্রের'পরে সেনাপতি করে।
আফগান্ বিদ্রোহীগণে করিতে দমন
সেনাপতি করি তাঁরে করিল প্রেরণ।
বিদ্রোহ দমন করি বিজয়ীর বেশে
চলিল অনুপসিংহ দাক্ষিণাত্য দেশে।
সুদূর প্রবাসে তাঁর হইল মরণ
সুরূপ সুজন রাখি দুইটী নন্দন।

রাজা গজসিংহ[১]।

অনুপের মৃত্যুপরে সুরূপ প্রথমে,
পশ্চাতে সুজন জোরাবর যথাক্রমে
বসিলেন বিকাণীর রাজ-সিংহাসনে,
বর্ণনীয় নাহি কিছু তাঁদের শাসনে,
রায়সিংহ জয় করে ভুটনের দেশ,
অযোগ্য সুজন তাহা হারাইল শেষ।
অনন্তর গজসিংহ হয় নরবর,
তাঁহার বৃত্তান্ত কিছু বলি অতঃপর।

১—১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে গজসিংহ রাজা হয়।

অতীব তেজস্বী রাজা বীরত্বে প্রধান,
বহু যুদ্ধ করে সেই গজ বলবান।
ভট্টিসনে দীর্ঘ কাল করিয়া সমর
সত্যসর বুন্নিপুর কৈলা রাজসর।
রণৈর প্রভৃতি দেশ নিল বাহুবলে,
আক্রমে ভাওলপুর পরে কুতূহলে।
দাউদ খাঁ নামে ছিল ভাওল ঈশ্বর,
'দাউদ পুত্র' বলি খ্যাত তাঁর বংশধর।
দাউদের পুত্রগণ ভয়ে জড়সড়,
ছাড়িয়া দিলেন তাঁরে দুর্গ অনুপ্গড়।
রোধিতে গজের গতি দাউদ নন্দন
নূতন কৌশল এক করিল সৃজন।
দুর্গের পশ্চিম দিকে যত কূপ ছিল,
জলশূন্য করিবারে মাটিতে পূরিল।
কৃত্রিম উপায়ে মরু করিয়া সৃজন,
রোধিয়া গজের গতি বাঁচায় জীবন।
এক ষষ্ঠি পুত্র জন্মে গজ বীরবরে,
রাজসিংহ বসে তাঁর সিংহাসনোপরে।
রাজা হয়ে ত্রয়োদশ দিনেতে মরিল,
গুপ্তে বিষদান করি বিমাতা বধিল।

রাজা সুরতসিংহ।

ষড়যন্ত্র।

সুরতে করিতে রাজা জননী তাঁহার
অকালেতে রাজসিংহে করিল সংহার।
প্রতাপ ও জয় নামে রাজ্রের তনয়
পিতার মরণ কালে শিশু অতিশয়।
বলে সিংহাসন নাহি করি অধিকার,
সুরত করিল এক কৌশল তাহার।

প্রতিনিধি হ'য়ে রাজ্য করেন শাসন,
তুষ্ট করিবারে সবে করে প্রাণপণ।
বৃত্তি দান করি সব সর্দ্দারে প্রধান
আনিলেন আপনার বশে বুদ্ধিমান।
এইরূপে শাসি রাজ্য অষ্টাদশ মাস,
সর্দ্দারের কাছে ইচ্ছা করিল প্রকাশ।
বক্তিয়ার নামে ছিল রাজার দেওয়ান,
সুরতের অভিসন্ধি বুঝিল ধীমান।
বিফল করিতে ষড়যন্ত্র সুভীষণ
বক্তিয়ার প্রাণপণে করিল যতন।
পাপিষ্ঠ সুরথ তারে কারারুদ্ধ ক'রে
রাখিলেন স্বীয় পথ পরিষ্কার তরে।
আপনার পাপ কথা হইলে প্রকাশ
বাহুবলে নিতে রাজ্য করে অভিলাষ।
সুরত কতেক সেনা সংগ্রহ করিল,
তবুও কুমারে নাহি ধরিতে পারিল।
শেষেতে সুরত এক ঘোষণা প্রচারে
"আমার আজ্ঞায় সব এস রাজদ্বারে।'
দুইটি কৃতঘ্ন ভিন্ন কেহ না আসিল,
সুরত লইয়ে সেনা বাহির হইল।
নাহুর নগর বলে করিয়া লুণ্ঠন
শঙ্কুর সামন্ত গণে করে আক্রমণ।
বাণিজ্য বন্দর চুরু অবরোধ ক'রে
দুই'লক্ষ মুদ্রা পণ লয় গর্ব্বভরে।
এইরূপে বহু মুদ্রা করিয়া সঞ্চয়
রাজধানী অভিমুখে ফিরে পাপাশয়।
রাজ্যেতে আসিল তবু পায় না কুমার,
কেন না পাইল তাহা বলিব এবার।

সুরতের রাজ্যাভিষেক।

সুরত দুর্লোভে মাতি চাহে বহু ফাঁদ পাতি
করগত করিতে কুমারে,
পাপীর ছলনা যত আগুনে তুলার মত
ভস্মীভূত হয় বারে বারে।
সেই পিশাচের ঘরে সতত উজ্জ্বল ক'রে
দেববালা বর্ষে সুধাধারা,
কাল ফণী থাক্ জড়ে বিষেতে আকুল ক'রে
চন্দন হয় না গন্ধ হারা।
সুরতের ভগ্নী সতী সুশীলা পবিত্র অতি
পাপ তৃষ্ণা বুঝি পাপাত্মার,
অনাথ কুমার গণে রক্ষা করে প্রাণপণে,
ছায়াসম সঙ্গে অনিবার।
কুমারের রক্ষা তরে মনে লক্ষ্মী স্থির করে
কুমারী রহিতে চিরকাল,
রাহু নাহি পায় চাঁদে পড়িল বিষম ফাঁদে
রাজ্য লাভে ঠেকিল জঞ্জাল।
যে থাকে অমৃত সরে গরলে তারে কি করে
সুরতের বাঞ্ছা নাহি পূরে;
পাপিষ্ঠ করিল মনে নিষধ রাজার সনে
ভগ্নীরে বিবাহ দিতে দূরে,
বুঝি তার পাপ মতি কাঁদিয়া কহিল সতী
"সঙ্কল্প করহ পরিহার;
মিনতি চরণে তব আজন্ম কুমারী রব,
জান দাদা প্রতিজ্ঞা আমার।
হইও না নির্মম ডুবায়ো না ধর্ম্ম মম,
এবয়সে বিবাহে কি সাধ!
দাসী হয়ে রব ঘরে খাব নতু ভিক্ষা করে'
কেন বৃথা ঘটাও প্রমাদ।"
এত বলি গুপ্তে সতী লিখিলা "নিষধপতি,
কেন দ্বন্দ্বে আস অকারণ

অরিসিংহে মহাভাগে মিবার ঈশ্বরে আগে
সম্বন্ধ হয়েছে নিরুপণ
ভ্রাতার কথায় ভু'লে কলঙ্ক দিওনা কুলে
বিপদে না হও আগুসার ;"
পত্র পাঠে নরবর শঙ্কিত হইল বড়
বিবাহ করিল অস্বীকার
নিষধের ব্যবহারে ডুবে ঘোর পারাবারে
সুরতের আশার তরণী,
শিরেতে পড়িল বাজ লিখিলেন "মহারাজ,
কেন ভাঙ্গ প্রতিজ্ঞা এখনি ?
কি হবে উপায় মোর ভগ্নীর কলঙ্ক ঘোর,
কুলমান করহ রক্ষণ ;
করিয়াছ বাক্য দান অঙ্কে তারে দাও স্থান
তিন লক্ষ মুদ্রা দিব পণ।"
ধন লোভে নরবর হইলেন অগ্রসর
বিবাহের হ'ল আয়োজন ;
কুমারী আকুল হয়ে বলে "দাদা কোন্ ভয়ে
কিবা ইষ্ট করিতে সাধন,
দাসীরে তাড়াতে সাধ নাহি শুন প্রতিবাদ
অবলার প্রতি কর বল ;
ভেঙ্গোনা আমার পণ ডুবায়ো না ধর্ম্মধন,
দিব প্রাণ পিয়ে হলাহল।"
এত বলি কাঁদে সতী, বলে ভ্রাতা পাপমতি
সান্ত্বনা করিতে তারে দান,--
"বুঝেছি তোমার মন দুঃখ কর অকারণ,
প্রতাপের ভাবি অকল্যাণ।
প্রতাপ ভ্রাতার পুত্র আমার স্নেহের সূত্র,
তার স্নেহে ধরা স্নেহময় :
স্নেহাধার যথা তোর প্রাণাধিক তথা মোর,
আমি তার অন্য কেহ নয়।
কেমনে বুঝিলে বল হবে তার অমঙ্গল
আমা হ'তে—পাষণ্ড আমায়.
সাক্ষী রবে ভগবান যতক্ষণ থাকে প্রাণ
কুশাঙ্কর ও ফুটিবে না পায়
এত বলি পাপাচার অনিচ্ছায় অবলার
সমর্পিল নিষধ পতিরে,
নাহি চিন্তা বাঁচে মরে চিন্তে কিসে দূর করে,
নিষ্কণ্টক হইল অচিরে
বেঁচে আছে রাজপুত্র নাহি পায় কোন সূত্র,
সিংহাসন করিতে হরণ,
মহাজিন বীরবরে সুরত আদেশ করে
প্রতাপেরে করিতে নিধন।
দিয়ে শত অভিশাপ বলিল সে "মহাপাপ
আমি নাহি করিব গ্রহণ,
যেই দেব সেই রাজা তাহারে বধিবে প্রজা
ধিক্ তরে এ ছাড় জীবন!"
সুরত আপন করে রোধি শ্বাস অকাতরে
বধি শিশু নিষ্কণ্টক হয়,
রাজবলি করি দান রাজসিংহাসন পান,
রাজলক্ষ্মী স্তব্ধ হয়ে রয়

সুরতের রাজ্যশাসন।

রাজসিংহে করি বধ সুরত জননী
পুত্রের বিজয় পথ করিল যখনি,
সুরত আপন সত্ব করি দৃঢ়তর
ভ্রাতাগণে দেশ হ'তে তাড়ায়ে সত্বর।
সুর্তান আজীব নামে দুই সহোদর
জয়পুরে পলাইয়া ছিল নিরন্তর।
শিশু হত্যা করি রাজা হইলে সুরত
ঘৃণায় বিদ্বেষে তারা হয় মর্ম্মাহত।
সুরতে করিতে দূর রাজ্য হ'তে বলে
ভট্টি সৈন্যসহ তারা আসিল সদলে।





বহু সৈন্য সঙ্গে করি আক্রমে রাজায়,
জয়লক্ষ্মী দিল মালা পাপীর গলায়।
নির্ভয় সুরত রাজা হইয়ে তখন
বিদাবতগণে তিনি করে আক্রমণ।
পঞ্চাশ সহস্র টাকা করিয়া লুণ্ঠন
বহু বিদাবতে তিনি করেন নিধন।
বাহাদুর খাঁয়ে জয় করিয়া সুরত
ভূটনের রাজ্য পুনঃ করে করগত।[১]
তার পর চুরু দেশ অবরোধ করি
বহু ধন তথা হ'তে বলে লয় হরি।
এইরূপে ধন রাশি সংগ্রহ করিয়া
বিজয় উল্লাসে রাজা আসিল ফিরিয়া।
শান্তি সুখে কত দিন রহিলে সুরত,
আবার সুযোগ এক আসে মনোমত।
খোদাবক্স নামে ছিল কেরাণী সর্দ্দার,
বাজিল তাহার দ্বন্দ্ব ভাওলের খাঁর।
কেরাণীর পক্ষ রাজা করি সমর্থন
দাউদের পুত্রগণে করে আক্রমণ।
হিন্দুসিংহ নামে ছিল ভট্টি সেনাপতি,
তাহার বিক্রমে দুর্গ লয় শীঘ্রগতি।
অতঃপর সাজাইয়ে নব সেনা দল
দেশ জয় করিবারে জন্মে কুতূহল।
দেওয়ানের পুত্র মেথো করিয়া নায়ক
পাঠায় ফুলরা দেশে হইয়া পুলক।
দেড়লক্ষ টাকা সহ নয়টী কামান
ফুলরা লুণ্ঠিয়ে পেয়ে করিল প্রস্থান।

ক্ষীরপুর নগরেতে সিন্ধু নদ-তীর
লইয়া বিজয়ী সেনা গেল মেথো বীর।
ভাওলের পতি করে কপট কৌশল,
বহু রাজপুত সৈন্য পক্ষগত হ'ল।
ফিরিয়া আসিল মেথো আপনার দেশে
রাজা পদচ্যুত তাঁরে করিলেন শেষে।
ধনকুল আক্রমিল মানসিংহ যবে
মানের বিপক্ষে গেল সুরত গৌরবে।
সুরত চব্বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় ক'রে
অপমান পেয়ে দেশে ফিরিল কাতরে।
অর্থনাশে মনস্তাপে হইল কাতর,
সুরতে বিষম রোগ করিল জর্জ্জর।
কখন মরিবে পাপী রাজ্যে প্রজাগণ
ঈশ্বরের পূজা দেয় ভক্তিযুত মন।
মরিয়া মরে না দুষ্ট আরোগ্য হইল,
প্রজাগণ মনে অতি বিপদ গণিল।
নিরাশ্রয় প্রজাগণে করি জ্বালাতন
লাগিল তাদের রক্ত করিতে শোষণ।
যত ধন ব্যয় হল করিল আদায়
পাপীর পীড়নে প্রজা করে হায় হায়।
অরাজক হল রাজ্য, ভট্টি দস্যুগণ
প্রজার সম্পত্তি হল হরিল গোধন।
সদাশয় ইংরাজের লইয়া শরণ
হাসিতে আসিল প্রজা করি পলায়ন।
শত্রু আক্রমণে ধ্বংস হয়নি যে দেশ
পাপিষ্ঠ রাজার করে হয়ে গেল শেষ।
বিকার পবিত্র নাম কলঙ্কিত হল
রাজ্যের গৌরব গর্ব্ব গেল রসাতল।

১—১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সুরতসিংহ ভুটনের অধিকার করেন

বিকানীরকাণ্ড সম্পূর্ণ।

যশল্মীরকাণ্ড।

যদুবংশের বিবরণ।

চন্দ্র সূর্য্য বংশ-কথা করেছ শ্রবণ,
কিঞ্চিৎ শুনহ যদুবংশ বিবরণ।
যেই বংশকীর্ত্তি মহাভারত সাগরে
ধরেনা, ধরিবে কি এ গোস্পদ ভিতরে?
যেই বংশে কৃষ্ণরূপে বিষ্ণু ভগবান
জনমিল জগজনে করিবারে ত্রাণ।
সমগ্র ভারত যার অঙ্গুলি সঙ্কেতে
চলিয়াছে একদিন ত্রাসিয়া জগতে,
কত সে পবিত্র কুল কত সে মহৎ
চিন্তা কৈলে সুখে দুঃখে ডুবি যুগপৎ।
ভারত গৌরব সেই বংশ গেল কই,
ভক্তিভরে শুন তার বিবরণ কই।
ভারতে মৌষল পর্ব্ব করেছ শ্রবণ,
জানিয়াছ যদুবংশ ধ্বংস বিবরণ।
ভারত সাগর তীরে দ্বারকা নগর,
শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল মনোহর।
তাহার পশ্চিমে সিন্ধু করে গরজন,
অনেক পশ্চিমে গ্রীস দেশ সুশোভন।
আত্মদ্বন্দ্বে যাদবেরা হয়ে হীনবল
রাজ্য ছাড়ি চতুর্দ্দিকে ছুটে দলে দল।
বলরাম মহাসিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন
গ্রীস দেশে নবরাজ্য করেন স্থাপন।
নাম হল তাঁর হরিকুলেশ[১] সে দেশে
যদুকুল হরিকুল জানহ বিশেষে।
মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে রয়েছে ভারতে,—
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতে
রাজ্য ছাড়ি পাণ্ডবেরা করিল প্রস্থান
কুক্কুর দেখায়ে পথ আগে আগে যান।
কুক্কুর যাদব এক,—সারমেয় নয়,
যদুর ছাপ্পান্ন কুলে এক শাখা হয়।
লোহিত সাগর তীরে হয়ে উপনীত
পাণ্ডব পশ্চিম দিকে হইল ধাবিত।
বিখ্যাত লবণ সিন্ধু—ভূমধ্য সাগর,
তাহার উত্তর তীরে যায় অতঃপর।
চিন্তা করে দেখ এবে খৃষ্ট শিষ্য সব,
কে উহারা! কোথা হ'তে হয়েছে উদ্ভব?
কৃষ্ণের মহিষী অষ্ট ছিলেন প্রধান,
রুক্মিণী ও জাম্বুবতী ছিল দুই জন।
শাম্ব জনম ধরে জাম্বুবতীর উদরে,
সিন্ধুর উভয় তীরে নব রাজ্য করে।

১—হরিকুলেশ=হারকিউলিস। গ্রীকপুরাণ মতেও 'হারকিউলিস' পূর্ব্বদিক হইতে সমুদ্র পথে গ্রীসে উপস্থিত হন। হিন্দুর 'বলরামের' এবং গ্রীকের 'হারকিউলিসের' মূর্ত্তিও একরূপ।

শাম্বে শ্যাম কেহ শম কেহ জাম বলে,
সিন্ধু শ্যাম রাজবংশ বিদিত ভূতলে।
ভারত আক্রমে যবে বীর সেকন্দর
করেছিল শাম্ব বংশ যুদ্ধ ঘোরতর।
যমুনার তীর হ'তে কশ্যপ সাগর,
যত রাজা ছিল সব যদু বংশধর।
পারশ্য ভূপতি যেই ছিল জামসিদ,
যদুবংশ বলি বলে ভাষাতত্ত্ববিদ।
আফগান্ যহুদি নামে হয় পরিচিত,
যুদিয়ার ইহুদিরা ভুবন বিদিত।
'যহুদি' 'ইহুদি' 'যুদি' 'যাদুন' উপাধি,
মনে ভাবি দেখ যদু সকলের আদি।
কোথা গেল হরি, কর পাইবে সন্ধান,
যেইখানে যায় ভক্ত তথা ভগবান।
ভারতে যে কৃষ্ণরূপে ঘটায় প্রলয়,
য়ুরোপে সে খৃষ্টরূপে করে অভিনয়।
নিশিতে জন্মিল কৃষ্ণ কারাতে গোপনে,
অশ্বশালে জন্মে খৃস্ট অতীব নির্জ্জনে।
একেরে নাশিতে কংশ বদ্ধপরিকর,
অন্যেরে বধিতে রাজা হিরড পামর।
যেমতি হিরড তথা কংশ দুরাচার,
শত্রুনাশ হেতু শিশু করিল সংহার।
বহু কষ্টে দুজনার রক্ষা পায় প্রাণ,
কাম্য পথে দুজনেই বহু বাধা পান।
দুজনেই জগতের ছিলেন রাখাল
গোপাল ছিলেন কৃষ্ণ খৃস্ট মেষপাল।
দুই জনে ধর্ম্ম-রাজ্যে ঘটায় প্রলয়,
উভয় প্রেমিক--ধরা করে প্রেমময়।
মূল মন্ত্র উভয়ের সেই এক কথা,
যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ভগবান তথা।
যথা নাম জন্ম কর্ম্ম তেমতি মরণ,
উভয়ের এক মতে হয় সংঘটন।
ব্যাধ বাণে বিদ্ধ কৃষ্ণ ত্যজে কলেবর,
শুলেতে চড়ায় খৃষ্টে পাষণ্ড পামর।
অবতার-ক্ষেত্র শুধু নহে এ ভারত
তাঁর তরে অবারিত সমগ্র জগত।
স্বার্থান্ধ যাচকে স্বার্থ পিপাসা প্রবল,
ধর্ম্মের নামেতে জ্বালে অধর্ম্ম অনল।
কারো ধর্ম্মে হাত কভু দেয়নি ভারত,
সে জানে মানব-ধর্ম্ম এক—ভিন্ন পথ।
"যে মোরে যে ভাবে ডাকে পায় দরশন,
সকলে আমার পথে করিছে গমন" [১]
এই ভগবৎ বাক্য, এই কথা সার,
না বুঝিয়া ধরা-বক্ষে ছুটে রক্তধার।

পঞ্চনদে যদুবংশ।

যদুর গৌরব গর্ব্ব হল ছারখার,
হয় নাই বংশ লোপ ভারতে তাহার।
রুক্মিণী দেবীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন জন্মিল,
বিদর্ভনন্দিনী যিনি বিবাহ করিল।
বিদর্ভকুমারী-গর্ভে জন্মে দুই সুত,
অনিরুদ্ধ বজ্র নামে বহু গুণ যুত।
ঘরে ঘরে করি দ্বন্দ্ব পূজ্য যদুকুল,
কেহ রাজ্য ছাড়ে কেহ হইল নির্ম্মূল।
পিতারে দেখিতে বজ্র মথুরা হইতে
করিলেন যাত্রা যবে দ্বারকা পুরীতে,
পথমাঝে শুনি পিতা হয়েছে নিধন,
পিতৃভক্ত বজ্র প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
নবক্ষীর দুই পুত্র জনমে তাঁহার,
ক্ষীর দ্বারকাতে নব রাজা মথুরার।

১—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা

জারিজা ও যাদভান দুই পুত্র ক্ষীরে,
বাস করে দ্বারকায় সাগরের তীরে।
যাদভান তীর্থযাত্রা ক'রে অবশেষে
উপনীত হইলেন পঞ্চনদ দেশে!
এক দিন রহে পথে ঘুমে অচেতন,
কুলদেবী আসি তাঁরে কহিল স্বপন,
"বল বাছা, কেন তব ব্যথিত অন্তর?"
ইচ্ছা যদি কর, বল চাহ কোন্ বর"।
যাদব কহিলা "দেবি, দয়া যদি হয়,
ভূমিদান দাও মোরে হইয়া সদয়।"
বরদা বলিলা "এই পার্ব্বত্য প্রদেশে
রাজা হয়ে থাক সুখে" চলে গেল শেষে।
শুনিয়া দেবীর বাক্য চিন্তে যাদভান,
অদূরেতে কোলাহল শুনিবারে পান।
যাদব যাইয়ে তথা অবগত হন,—
অপুত্রক রাজা তার হয়েছে নিধন।
সিংহাসন লয়ে তাই হয় গোলযোগ,
কে হইবে রাজা, রাজ্য কে করিবে ভোগ
মন্ত্রী বলে "স্বপনেতে পেয়েছি খবর,
এসেছে বিহারে এক কৃষ্ণ-বংশ-ধর।
বসাইব সিংহাসনে পাইলে নিশ্চয়,"
যাদভান হেনকালে দিল পরিচয়।
তুষ্ট হয়ে রাজা তারে করিল সকলে,
সে দেশ 'যদুকাডাঙ্গা' তদবধি বলে।
রাজ্য করে তথা যাদভান বংশধর,
'যুদ্ধ' ও 'জোহয়' খ্যাতি ধরে অতঃপর।

মরুভূমে যদুবংশ।

কোথা গেল নব সেই বজ্র-বংশধর,
তাহার বর্ণনা কিছু শুন অনন্তর।
যাদব প্রতাপী ছিল শ্রীকৃষ্ণের কালে,
ভারতেতে আধিপত্য করে সেই কালে।
গৃহদ্বন্দ্বে হলে যদুবংশের পতন,
নবকে দমিতে চেষ্টা করে ক্ষত্রগণ।
আক্রমিল রাজপুত মথুরানগরী,
পলাইল নবরাজ্য পরিত্যাগ করি।
ভারত মরুর মাঝে হয়ে অগ্রসর
স্থাপন করিল নব রাজ্য মনোহর।
নবপুত্র পৃথ্বীবাহু করিল ধারণ
শ্রীকৃষ্ণের রাজ-ছত্র রাজ-নিদর্শন।
মরুতে রাজত্ব করে পৃথ্বী-মহাবল,
জনমিল পুত্র তার নামে বাহুবল।
ছিলেন বিজয়সিংহ মালবের পতি,
দুহিতা কমলাবতী যার রূপবতী।
বহু মণি মুক্তা রথ শত গজবর,
সহস্র তুরঙ্গ স্বর্ণ খট্টা মনোহর,
পঞ্চশত দাসী সহ কন্যা সম্প্রদান
করি বাহুবলে, করে বিজয়সম্মান।
কমলার গর্ভে বাহুনামে পুত্র হয়,
জন্মিল সুবাহু নামে বাহুর তনয়।
অজমীরে চৌহান রাজা মুণ্ড নামে ছিল,
সুবাহু তাহার কন্যা বিবাহ করিল।
সুবাহুর রিঝ নামে জন্মিলে নন্দন,
বিষদানে পত্নী তাঁরে করিল নিধন।

রাজা রিঝ।

সুবাহুর পুত্র রিঝ পিতার মরণে
বসিলেন মরুভূমে পিতৃসিংহাসনে।
অতি পরাক্রমী রাজা রিঝ বলবান,
যাদব বংশের তিনি সুযোগ্য সন্তান।
বীরসিংহ মালবের অধিপতি ছিল,
সুভগা নামেতে কন্যা রিঝেরে অর্পিল।



গর্ভকালে একদিন সুভগা সুন্দরী
স্বপন দেখিল প্রসবিছে শ্বেত করী।
দৈবজ্ঞ বলিল রিঝে বড় সুলক্ষণ,
কুলের তিলক তব জন্মিবে নন্দন।
কালেতে জন্মিল তাঁর সুন্দর তনয়,
গজনাম রাখে পিতা রিঝ মহাশয়।
দিন দিন রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল,
গজের সুকীর্ত্তি গানে জগত ভরিল।
পুর্ব্বদেশ অধিপতি যাদভান বীর,
গজেরে অর্পিতে কন্যা করিলেন স্থির।
পুত্রের বিবাহ রাজা করিলে মনন,
হেনকালে ঘটে এক দুর্যোগ ভীষণ।
চারি লক্ষ সৈন্য লয়ে মরু আক্রমিতে
আসিল যবনগণ পশ্চিম হইতে।
বিবাহ উৎসব রিঝ করিয়া বারণ
দেশরক্ষা তরে আশু করে আয়োজন
গজেরে করিয়া সঙ্গে রিঝ মহাবল
শত্রুর বিপক্ষে চলে লয়ে সৈন্যদল।
হরিয়ু নগরে রিঝ শিবির স্থাপিল,
কুঞ্জসহরের কাছে বিপক্ষ আসিল।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাজিল ভীষণ,
সমরে মরিল ত্রিশ হাজার যবন।
চতুর সহস্র হিন্দু রণে দিল প্রাণ,
দেশরক্ষা তরে রিঝ করে মুণ্ড দান।
বিজয়ী হইল হিন্দু পলায় যবন,
রিঝের সুকীর্ত্তি গানে ভরিল ভুবন।

রাজা গজ।

দুলাপুরের যুদ্ধ।

দেশরক্ষাহেতু রিঝ রণে দিল প্রাণ,
রাজা হইলেন পুত্র গজ বলবান।
সমর হইল শেষ, গজ মহামতি
বিয়ে করে যাদভান-কন্যা হংসাবতী।
খোরাসানপতি যুদ্ধ হারে বারে বারে,
রুমরাজ পরামর্শ দিলেন তাঁহারে।
"কাফেরে ইস্লাম-ধর্ম্ম করাও গ্রহণ,
তাহা হলে হবে তারা সত্বর দমন।"
চিন্তিত হইল গজ শু'নে সেই বাণী,
রাজ্যেতে নাহিক দুর্গ কিসে বাঁচে প্রাণী।
উত্তর পর্ব্বতে দুর্গ করিতে স্থাপন
ভক্তিভরে কুলদেবী করেন পূজন।
প্রীত হয়ে বলে দেবী যাদব-পতিরে,
"হিন্দুবলক্ষয় বৎস হইবে অচিরে।
না করিও ভয়, দুর্গ করহ স্থাপন,
গজনী তাহার নাম করিও অর্পণ।"
দেবীর আদেশ পেয়ে গজ যদুপতি
নির্ম্মাণ করিতে দুর্গ লাগে শীঘ্রগতি
অচিরে বিরাট দুর্গ হইল প্রস্তুত,
হেনকালে বলে গজে আসি রাজদূত।
"রুমপত, খোরাষাণপত, হয়, গয়, পাখুর, পায়,
চিন্তা তেরা চিত লেগে শুন যদপত রায়।"

অর্থ

"হয় হস্তী রণসাজে সজ্জিত সুন্দর,
সঙ্গে করি অগণিত পদাতি লস্কর,
রুম খোরাষাণ পতি এসেছে নিকটে,
চিন্তা কর যদুপতি কি হবে সঙ্কটে।
করিল নাগরা-ধ্বনি শুনি নরবর,
আরম্ভিল রণসজ্জা করিতে সত্বর।
দৈবজ্ঞ যাত্রার দিন ক'রে দিল ঠিক,
দামামা বাজায়ে গজ চলিল নির্ভীক।
দুলাপুরে আসি করে শিবির স্থাপন,
রাত্রে হল খোরাষাণ পতির মরণ।

শুনি সেকন্দর রুমী মৃত্যু কথা তার
ভীত হয়ে কহিলেন সৈন্যে আপনার।
"মর্ত্তের মানব মোরা এসেছি মরিতে
মহৎ সঙ্কল্প শুধু করে থাকি চিতে।
সবার উপরে যেই আছে সর্ব্বেশ্বর,
তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নিরন্তর।"
হতাশ না হয়ে রুমী সেনা চালাইল,
সাগর তরঙ্গ যেন গরজি ছুটিল।
চলৎ পর্ব্বত সম মাতঙ্গ চলিছে,
পর্য্যাণ শৃঙ্খল তার পৃষ্ঠেতে বাজিছে।
রণভেরী তুরী মর্ত্ত সৈনিক ফুকরে,
মাঝে মাঝে অশ্বদল হ্রেষা রব করে।
ধূলিমেঘে রবি আর দেখা নাহি যায়,
সেনার উষ্ণীষ যেন বিজলী খেলায়।
স্নান সন্ধ্যা করি শেষ হিন্দুবীরগণ
যোগিণী পশ্চাতে রাখি জুড়িলেন রণ।
দুইটী সবজ্রমেঘ যেমতি ভাদরে
এ উহার পানে ছুটে গর্জ্জি পরস্পরে।
বীরপদভরে ধরা কাঁপে থর থর,
দুইপক্ষে ছাড়িতেছে পক্ষযুক্ত শর।
ধরণী হইল সিক্ত বীরের শোণিতে,
রক্ষাপায় রবি—ধূলি পারেনা উঠিতে।
ক্ষুধিত শার্দ্দূল সম মত্ত বীরগণ
শত্রুর শোণিতে তৃষ্ণা করিছে পূরণ।
শোণিত সাগর মাঝে ভাসায়ে তরণী
জয়লক্ষ্মী মালা করে করিছে বাছনি।
দেশরক্ষাতরে যেই করে রক্তদান,
তারে শ্রেষ্ঠ ভাবি, গজে করে মাল্যদান।
ভয়পেয়ে শত্রুসৈন্য করে পলায়ন,
সমরে মরিল বিশ হাজার যবন।
হয় হস্তী সিংহাসন করি পরিহার
রুমী পলাইল ভয়ে, রক্ষা নাহি আর।

বীরের মতন সপ্ত সহস্র যাদব
প্রাণদানে দেশ ধর্ম্ম রক্ষিল বিভব

খোরাষাণের গজণী অধিকার।

রণজয়ী হয়ে গজ আনন্দিত মন,
গজনীর সিংহাসন করে আরোহণ।
জয়লাভে হ'য়ে রাজা আনন্দ অপার,
পশ্চিমদিকেতে রাজ্য করিল বিস্তার।
কাশ্মীরে কন্দর্পকেল ছিল নরপতি,
সভায় আসিতে আজ্ঞা করে মরুপতি।
কহিলা কাশ্মীররাজ "কি সাহস ভরে,
রণে না করিয়া জয় হেন আজ্ঞা করে
আদেশ পালন করি যদি আমি তাঁর,
কাপুরুষ ব'লে হবে কলঙ্ক আমার।"
শু'নে গজ রোষভরে করে আক্রমণ,
সমরে কাশ্মীর-পতি পরাজিত হন।
গজের করেতে কন্যা অর্পিল তাঁহার,
যাঁর গর্ভে জন্মে শালিবাহন কুমার।
পুত্রের বয়স যবে দ্বাদশ বছর,
আবার সম্বাদ এক আসে ভয়ঙ্কর।
পরাজয়ে হতমান হয়ে খোরাষাণ
বহুসৈন্যে যদুরাজ্যে করে অভিযান্।
শু'নে গজ শত্রুগণ করে আগমন,
কুলদেবী-পদে যেয়ে লইল শরণ।
তিনদিন রহে বদ্ধ দেবীর মন্দিরে,
চতুর্থ দিনেতে দেবী কহে যদুবীরে।
"যবনের করে যাবে গজনী এবার,
তোমার ভবিষ্য বংশ করিবে উদ্ধার।
স্বনামে নগর সেই করিবে স্থাপন,
পঞ্চদশপুত্র তার লভিবে জনন।

তাহাতে তোমার বংশ সুবিস্তৃত হবে
আয়োজন কর আশু পশিতে আহবে"।
দেবীর আজ্ঞার কথা বলি বন্ধুগণে,
তীর্থ দর্শনের ছলে আত্মীয়ের সনে
দ্বাদশবর্ষীয় শালিবাহন তনয়ে,
পূর্ব্বদেশে হিন্দুপাশে পাঠাইলা ভয়ে।
অচিরে আসিয়া শত্রু করিল গর্জ্জন,
করিল সমর সজ্জা গজ সুভীষণ।
খুল্লতাত সহদেবে দুর্গেতে রাখিয়া
সৈন্য লয়ে গেল গজ সমরে সাজিয়া।
সমর হইল পঞ্চ প্রহর ভীষণ
দুইপক্ষে বহুবীর ত্যজিল জীবন।
লক্ষবীর রাজপুত ত্রিংশত হাজার
গজের সৈনিক রণে হইল সংহার।
গজ ও যবনরাজ মরিলেন রণে,
গজনীর অধিকার করিল যবনে।
খোরাষাণ রাজপুত্র দুর্গ আক্রমিল,
একমাস সহদেব সবলে রক্ষিল।
পশ্চাতে জহরব্রতে করি আয়োজন
ন'হাজার সৈন্যসহ ত্যজিল জীবন।
হুতাশন করে গ্রাস কুলনারীগণে,
যবন বসিল গজনীর সিংহাসনে।

রাজা শালিবাহন।

শালিবাহনপুর প্রতিষ্ঠা।

স্বর্গে গেল-গজ, রাজা হইল যবন,
পূর্ব্বদেশে শুনে শালিবাহন যখন,
বারদিন থাকে শু'য়ে মাটির উপর,
পিতৃশোকে পুত্র অতি হইল কাতর।
কতদিন পরে শালি ছাড়ি পূর্ব্বদেশ
পঞ্চনদে উপনীত হয় অবশেষ।
সুবৃহৎ জলাভূমি দেখি মনোহর
স্থাপন করিতে দেশ হয় যত্নপর।
জ্ঞাতি বন্ধু যত ছিল ডাকিয়া লইল,
আপনার মনোভাব সবারে বলিল।
ভাদ্রের অষ্টমদিন শুভ রবিবার
আপন নামেতে পুর স্থাপিল তাঁহার।
জিত তক্ষকের রাজ্য ছিল পঞ্চনদ,
অধিকার করে শালিবাহন দুর্ম্মদ।
অনেক ভূগিয়া তাঁর লইল শরণ,
সমস্ত পঞ্জাবদেশ করিল গ্রহণ।
এইরূপে নবরাজ্য করিয়া বিস্তার
মনদিল পিতৃরাজ্য করিতে উদ্ধার।
মহাপরাক্রমী ছিল গজের নন্দন,
মিত্রের গলার মণি শত্রুর শমন।
আটক হইয়ে পার আক্রমি জিল্ললে
পিতার গজনী রাজ্য আনে করতলে।
শালিবাহনের জন্মে পঞ্চদশ সুত,
বলন্দ তাহার মাঝে ছিল গুণযুত।
বলন্দে অর্পণ করি পিতৃসিংহাসন
আপনার রাজ্যে শালি করে আগমন।
তেত্রিশবছর রাজ্য করিয়া শাসন
সগৌরবে স্বর্গপুরে করিল গমন।

রাজা চাকিতো।

দিল্লীর তুয়াররাজ জয়পাল ছিল,
বলন্দ তাহার কন্যা বিবাহ করিল।
বলন্দের সপ্তপুত্র-ভট্টিগুণধন,
দ্বিতীয় পুত্রের তাঁর চাকিতো নন্দন।
বলন্দ করেন যবে গজনী শাসন
তুলিতে লাগিল শির যত তুর্কীগণ।





গজনীর চতুর্দ্দিকে রাজ্য ছিল যত,
একে একে তুর্কীগণ করে করগত।
পিতার মরণ-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
চাকিতোর করে করি গজনী অর্পণ,
বলন্দ পিতার রাজ্যে উপনীত হয়,
চাকিতো গজনী-রাজ্য শাসন করয়।
যবনের পরাক্রম বাড়িতে লাগিল,
চাকিতো তাদের সব সেনা করি নিল।
ক্রমে ক্রমে সেনাপতি সামন্ত সর্দ্দার
সকলেই মুসল্‌মান্ হইল তাঁহার।
বলিল তাহারা "যদি তুমি মহাত্মন,
স্বেচ্ছায় ইস্লাম-ধর্ম্ম করহ গ্রহণ,
বালিচ বোখরা রাজ্য অর্পিব তোমায়"।
সম্মত হইল রাজা তাদের কথায়।
উজাবেগ রাজকন্যা বিবাহ করিল,
মুসল্‌মান হয়ে রাজ্য চাকিতো পাইল।
বালিচ বোখরা মধ্যে আছে মহানদ,
চাকিতো সমস্তদেশ পায় রাজপদ।
বালিচ স্থানের দ্বার হ'তে হিন্দুস্থান,
সর্ব্বদেশ-অধিপতি চাকিতো প্রধান।
এইরূপে রাজ্য তিনি স্থাপিলেন নব,
চাকিতো মোগলবংশ তাঁহাতে উদ্ভব।
বলন্দে তৃতীয়পুত্র ছিলেন কল্লর,
অষ্টপুত্র জন্মে তাঁর বিক্রমে প্রখর।
সিন্ধুর পশ্চিমতীরে করে বাসস্থান,
এখনো রয়েছে তথা তাদের সন্তান।
সকলে ইস্লাম-ধর্ম্ম করেছে গ্রহণ,
দস্যুতাই তাহাদের জীবিকা ভীষণ।

রাজাভট্টি।

বলন্দ মরণে ভট্টি পায় সিংহাসন,
বহুদিন পিতৃরাজ্য করেন শাসন।
আক্রমিল টিকাডোর উৎসবে লাহোর,
রাজা বীরভানে তার বধে রণে ঘোর।
চতুর্দ্দশরাজ্য জয় করে মহাবল,
বহুধন তাতে তাঁর হয় করতল।
বহুদিন চতুর্ব্বিংশ হাজার বৎসর
বহি আনে সেই ধন রাজ্যের ভিতর।
অশ্বারোহী-সৈন্য যাটহাজার তাঁহার,
কত পদাতিক সেনা কি বলিব আর।
পরাক্রমী রাজা ভট্টি ছিলেন বিখ্যাত,
তাঁরনামে যদুবংশ 'ভট্টিবংশ' খ্যাত।
দুইপুত্র রাখি, নাম মঙ্গল মসূর,
সগৌরবে স্বর্গধামে চ'লে গেল শূর।
ভট্টিসিংহাসনে পুত্র বসিল মঙ্গল,
অদৃষ্টে ঘটিল তাঁর ঘোর অমঙ্গল।
পিতার বিজিত রাজ্য লাহোর নগর
আক্রমে গজনীপতি ঢুণ্ডি বীরবর।
না রোধিয়া শত্রুগতি লয়ে সৈন্যবল,
জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গে করি পলায় মঙ্গল।
লাহোর লইয়া ঢুণ্ডি বীরদর্প ভরে
আক্রমিতে আসে শালিবাহন নগরে।
যেমতি মঙ্গল, ভ্রাতা তেমতি মসূর,
শত্রুভয়ে রাজ্য ছাড়ি বনে হ'ল দূর।
অরণ্যের নাম লক্ষ্মী—জঙ্গল সুন্দর
অধিবাসী কৃষিজীবি ছিল বহুতর।
মসূর লইল দেশ করি অধিকার,
হইল কৃষক জাঠ-বংশধর তাঁর।
মঙ্গলের পঞ্চপুত্র করি পলায়ন
মণিকার শ্রীধরের লইল শরণ।

সতীদাস নামে ছিল জাতিতে তক্ষক,
ঢুণ্ডীরে সম্বাদ বলে হইয়া পুলক।
সতীদাসে হল আজ্ঞা আনিতে শ্রীধরে,
সদলে আসিয়া সতী তারে নিল ধ'রে।
রাজা ব'লে "মণিকার শুনহ শ্রীধর
শুনেছি রয়েছে গুপ্ত তোমার গোচর।
মঙ্গল রাজের পুত্র, অর্পহ এখন,
নতুবা সবংশে তোমা করিব নিধন।"
শ্রীধর বলিল "প্রভু নিবেদি চরণে,
রাজপুত্র নাহি সত্য আমার ভবনে।
ভূমিয়ার পঞ্চপুত্র আছে মোর ঘরে
আদেশ করিলে সবে অর্পি তব করে"।
রাজার হইলে আজ্ঞা শ্রীধর তখন,
বাঁচাতে উপায় করে রাজপুত্রগণ।
কল্মরিয়া মুণ্ডরাজ শিরাজে শ্রীধর
কৃষকের বেশে আনে রাজার গোচর।
জাঠ-সঙ্গে দিল ঢুণ্ডি করিতে আহার,
জাঠ-কন্যা এনে দিল বিয়ে করিবার।
তিন জাঠবংশ তাতে হইল উদ্ভব,
তাহাদের বংশধরে জাঠ বলে সব।
ফল ও কেবল অন্যপুত্র দুইজন
কুম্ভকার ব'লে তথা পরিচিত হন।

রাজা মঙ্গল কেহূড়।

মঙ্গল পলায়ে গেল গারানদী তীর,
জ্যেষ্ঠপুত্র মাজুমেও সঙ্গে নিল বীর।
বাঁরাহা জাতির বাস ছিল নদীতটে,
সোদা রাজপুত রাজু থাকিত নিকটে।
বুটা লোড্র প্রমারাদি রাজপুতগণ
রাজত্ব করিত তার অদূরে তখন।
সোদারাজ্য বারাহার মাঝেতে মঙ্গল,
স্থাপিলেন নবরাজ্য হয়ে কুতূহল।

মঙ্গল মরিলে তাঁর মাজুম তনয়
পিতার নূতন রাজ্যে অভিষিক্ত হয়।
অমরকোটের সোদা-কন্যা রূপবতী
মাজুম বিবাহ করে প্রীত হয়ে অতি।
তিন পুত্র মূল রাজ গোগলি কেহূড়,
কেহূড় ছিলেন বীর বিক্রমী প্রচুর।
পঞ্চশত অশ্ব লয়ে বণিক প্রধান
আরোর হইতে ক্রমে আসে মুলতান।
উষ্ট্র বিক্রেতার বেশ করিয়া ধারণ।
কেহূড় আক্রমি করে সর্ব্বস্ব হরণ।
এইরূপে বহুধন করেন সঞ্চয়,
মহাবলে বলী, তাঁর খ্যাতি অতিশয়।
ঝালোরের দেবরাজ কন্যা আপনার
সমর্পণ করিলেন কেহূড়ে দুর্ব্বার।
পিতার মরণে বীর পেয়ে সিংহাসন
বহুদিন করিলেন রাজ্যের শাসন।
ভগবতী তনুদেবী আরাধ্যা তাঁহার,
তাঁর নামে স্থাপে দুর্গ ইচ্ছা হল তাঁর।
বারাহের রাজ্য সীমা করিয়া লঙ্ঘন
কেহূড় দুর্গের ভিত্তি করিল স্থাপন।
তাহাতে বারাহা রাজ্য আক্রমিল তাঁর
তাড়াইল মূলরাজ বিক্রমে দুর্ব্বার।
শুভ মাঘী পূর্ণিমায় মঙ্গল বাসরে
স্থাপিল তনোট দুর্গ [১] বহু আড়ম্বরে।
প্রতিষ্ঠা করিল তনু মাতার মন্দির
তনোট দুর্গের পাশে কেহূড় প্রবীর।
বারাহের সঙ্গে সন্ধি করিয়া স্থাপন
মূল কন্যা বারাহেরে করিল অর্পণ।
কেহূড়ের পঞ্চ পুত্র জন্মে মহাবল,
চুন্নারাজপুত রাজ্য করে করতল।

১—৭৩১ খৃষ্টাব্দে কেহূড় তনোট-দুর্গ স্থাপন করেন

রাজপুত দিতে তার প্রতিশোধ দান
মৃগয়ার কালে হরে কেহূড়ের প্রাণ।

রাজা তনু।

কেহূড়ের মৃত্যুপরে তনু নামে সুত
বসিলেন সিংহাসনে বহু গুণ যুত।
বারাহা লঙ্গহা রাজ্য করি আক্রমণ
পরাজিত করি দেশ করিল গ্রহণ।
বারাহেরা যুদি খীচি মোগল খোকুর
সৈয়দ জোহর জুড় লইয়া প্রচুর।
আক্রমিল যদুরাজে বহুসৈন্য সনে,
তনু রক্ষা করে দুর্গ লয়ে ভ্রাতাগণে।
চারি দিন রক্ষি দুর্গ পঞ্চম দিবসে
উন্মুক্ত করিয়া দ্বার বাহিরে হরষে।
তনু ও বিজয় রায় তনয় তাঁহার,
পরাজিল শত্রুগণে বিক্রমে দুর্ব্বার।
ভয় পেয়ে শত্রুগণ করে পলায়ন,
পাইল যাদবগণ জয়ে বহুধন।
বহু গুপ্তধন পেয়ে রাজা ভাগ্যবান,
বীজনোট দুর্গ তাতে করিল নির্ম্মাণ।
ভগবতী মুর্ত্তি দুর্গে করিয়া স্থাপন[১]
বহু ব্যয় করি দেবি করিল পূজন।
শাসিয়া অশীতি বর্ষ রাজ্য আপনার
যায় তনু স্বর্গ ধামে ছাড়িয়া সংসার।

রাজা বিজয়রাজ।[২]

পিতার মরণে রাজা হইয়া বিজয়
বুটা কুমারীর সনে বিবাহিত হয়।
টিকাডোর বিধি বীর করে আচরণ
বারাহা লঙ্গহা রাজ্য করি আক্রমণ।
বার বার বারাহেরা পরাজিত হয়ে
কৌশল করিল শেষে নাশিতে বিজয়ে।
দেবরাজ নামে ছিল বিজয়-কুমার,
বহু গুণবান পুত্র বিক্রমী অপার।
বারাহা পতির কন্যা দেবরাজ-করে
অর্পিতে বারাহা রাজ স্থিরতর করে।
বিজয় করিয়া সজ্জা সঙ্গে করি বর
বিবাহ উৎসবে গেল বারাহের ঘর।
পুরীতে প্রবেশ করি বর যাত্রিগণ
দেখিলেন বিবাহের নহে নিমন্ত্রণ।
অমনি বারাহাগণ রুদ্রমূর্ত্তি ধরে'
রাজাসহ একে একে বধে চক্র ক'রে।
দেবরাজ কোন মতে করি পলায়ণ
পুরোহিত-পদে করে আশ্রয় গ্রহণ।
বারাহেরা দেবরাজে করিয়া সন্ধান
বধিতে তাহারে তথা করিল প্রস্থান!
দেবেরে বিপন্ন হেরি আকুল ব্রাহ্মণ
গলে উপবীত দিল করিতে রক্ষণ।
দেবরাজ সহ দ্বিজ বসিল ভোজনে,
সন্দেহ না হল আর বারাহের মনে।
না পাইয়া রাজ পুত্রে ব্রাহ্মণের ঘরে।
বিক্রমে তনোট দুর্গ আক্রমণ করে।
বিজয় রাজের রাজ্য নিল শত্রু কুল,
ভট্টি-বীর কুল প্রায় করিল নির্ম্মূল।

রাবল দেবরাজ।[১]

দেবগড় দুর্গ স্থাপন ও বারাহা লঙ্গহা দমন।

দেবরাজ দ্বিজ গৃহে রহে বহুদিন,
তথায় থাকিত এক সন্ন্যাসী প্রবীন।

১—৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তনু ভগবতী মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।
২—৮১৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়রাজ রাজা হয়।

১—দেবরাজ ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

একদিন যোগীবর স্থানান্তরে যান,
দেবরাজ দেখে তাঁর জীর্ণ কন্থা খান।
দৈবযোগে বিন্দুরস সেই কন্থা হ'তে
দেবেল অসিতে পরে ঝ'রে কোন মতে।
দেখিতে দেখিতে অসি সোনা হয়ে যায়,
দেবরাজ দে'খে অতি মনে প্রীতি পায়।
সন্ন্যাসীর রসপাত্র করিয়া হরণ
দ্বিজ গৃহ ছেড়ে দেব করে পলায়ন।
আসিল মাতুল-গৃহে বুটা নগরেতে,
জননী পাইয়া কোলে ভাসিল সুখেতে।
পুত্রের মস্তকোপরে ঘুরায়ে লবণ
জলের ভিতর তাহা করিল ক্ষেপণ।
আশীর্ব্বাদ করে মাতা "লবণের মত
গলে যাক্ বাছা তোর শত্রু আছে যত।"
কতদিন থাকি দেব মাতুলের ঘর
চাহিল মামার কাছে একটী নগর।
মাতুল করিতে তার বাসনা পূরণ,
বারণ করিল যত আত্মীয় স্বজন।
কি করে মাতুল আর, বলে "বাছা দেখ,
এক মহিষের চর্ম্ম রজ্জুতে যতেক
মরুর মাঝারে স্থান পারহ বেষ্টিতে
অর্পিলাম তত ভূমি তোমা হৃষ্টচিতে।"
কেকয়ে স্থপতি ছিল অতি গুণবান,
তারে দিয়ে দেব দুর্গ করিল নির্ম্মাণ।
ধনের অভাব নাই লৌহ সোণা করে,
'দেবগড়' নামে দুর্গ দেবরাজ গড়ে।[২]
মাঘের পঞ্চম দিন শুভ সোমবার,
প্রতিষ্ঠা করিল পুষ্যা নক্ষত্রে তাহার।
দুর্গ ছে'ড়ে দিতে, মামা সেনা পাঠাইল,
দেবরাজ সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিল।
দুর্গের কুঞ্চিকা সহ পাঠায় মাতারে
অভ্যর্থনা করি নিতে দুর্গেতে সবারে।
বুটার সর্দ্দারগণ অতি হর্ষভরে
প্রবেশ করিল সেই দুর্গ দেবগড়ে।
মন্ত্রনা করিবে বলি দশ দশ জন
গুপ্ত কক্ষে নিয়ে দেব করিল নিধন।
দুর্গের বাহিরে শব ফেলাইয়া দিল,
তাহা দেখি সৈন্যগণ ভয়ে পলাইল।
এইরূপে দেবরাজ হয়ে বলবান
পিতৃহত্যা দিতে শোধ করে অভিযান,
প্রথম বারাহা দেব করিল সংহার
তার পর সর্ব্বনাশ করে লঙ্গহার।
বিবাহের প্রতিশোধ করিয়া পূরণ,
বারাহা লঙ্গহা রাজ্য করিল গ্রহণ।

লোড্র জয়।

দেবের সুযোগ পুনঃ হল উপনীত
লোড্ররাজ সনে দ্বন্দ্ব করে পুরোহিত।
প্রতিশোধ দিতে তার ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ,
করিলেন দেবগড়ে আশ্রয় গ্রহণ।
বলিলেন পুরোহিত দেবের গোচরে,
"পরমা সুন্দরী কন্যা আছে লোড্র-ঘরে।
বিবাহ করিতে তারে করিয়া স্বীকার
রাজার নিকটে কর প্রস্তাব তাহার।
তাহাতে হইবে তব অভিষ্ট সাধন,
ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হবে না কখন।"
লোড্রপতি নৃপভান হইলে সম্মত,
পুরোহিত বলে "সেনা লও মনমত।
দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বল,
সঙ্গে করি লোড্রে বর উপনীত হল।

২—৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দেবরাজ দেবগড় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন

নৃপভান জামাতারে করিতে গ্রহণ
দুর্গের যতেক দ্বার করে উন্মোচন।
সদলে প্রবেশি দুর্গে বর খোলে অসি,
শ্বশুর মাথায় হাত দিয়ে রহে বসি।
ভেরীনাদে বিবাহের মন্ত্র পাঠ হয়,
লোদ্রুর্ব্বা করিল দেব হেন মতে জয়।
পশ্চাতে নৃপের কন্যা বিবাহ করিয়া
সেনা রাখি নিজ রাজ্যে আসিল চলিয়া।

ধারা জয়।

দেবগড়ে যশর্কণ বণিকের বাস,
ধারাপতি আজ্ঞা তার করে কারাবাস।
বণিক হইয়ে মুক্ত দিয়ে বহু ধন,
দেবরাজে আসি দুঃখ করিল বর্ণন।
প্রতিজ্ঞা করিল দেব হয়ে ক্রোধবান,
"জল না ছুঁইব বিনে প্রতিশোধ দান"।
সাম্য হয়ে বুঝিলেন ধারা বহুদূর,
পান না করিলে জল বাঁচিবে না শূর।
কৃত্রিম নির্ম্মাণ ধারা করিয়া নির্ম্মাণ,
ধ্বংস করি তারে, ইচ্ছা করে জলপান।
রাজার আদেশে ধারা হইল প্রস্তুত,
রণযাত্রা করিলেন বিক্রমে অদ্ভুত।
রাজার অধীন ছিল প্রমারের সেনা,
তারা বলে "মহারাজ তাহাত হবে না।
"যাঁহা পুয়ার তাঁহা ধার হিঁ,
আওর ধরি তাঁহা পুয়ার,
ধার বিনা পুয়ার নাহিঁ
আওর নাহিঁ পুয়ার বিনা ধার"।

যেখানে প্রমার আছে ধারা প্রভু তথা
যেই ধারা সে প্রমার জানিও সর্ব্বথা।
রাখিব মাটির ধারা করি প্রাণপণ,
আমাদেরে করি ধ্বংস করহ গ্রহণ"।
এতবলি একবিংশ পুয়ার সৈনিক,
রক্ষিতে কৃত্রিম ধারা দাঁড়ায় নির্ভীক।
প্রতিজ্ঞা পালিতে রাজা বিপদে ঠেকিল,
আক্রমে কৃত্রিম ধারা প্রমারে নাশিল।
রক্তদানে রাজতৃষ্ণা করিলেন দূর,
জগতের চক্ষুদান করিলেন শূর।
অতঃপর মহারাজ করি জলপান
আক্রমিতে ধারা রাজ্য করে অভিযান।
পঞ্চদিন যুঝি ব্রজভাণ ধারাপতি
সমরে মরিয়া করে আত্মার সদগতি।
বীরবর দেবরাজ ধারা করি জয়।
ফিরিল আপন রাজ্যে গর্ব্বে অতিশয়।
রক্ষিতে কৃত্রিম ধারা যেই বীরগণ
করিল অম্লান চিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন,
বীরের বীরত্ব দেব করিয়া সম্মান
পরিজনে করে তার ভূমি বৃত্তি দান।
মাটির ধরায় আছে কোন পুরস্কার,
ধারার সন্তানে দিবে যোগ্য উপহার ?
'যেই ধারা সে প্রমার' অমূল্য বচন,
যে দিন শুনিল ধরা অতি শুভক্ষণ।
জ্ঞান ধ্যান ভাষা এই রাজ্যে অবসান,
এই বাক্য জগতের জীবন্ত কল্যাণ।
এই সার সত্যে যেই করে অনাদর,
দুর্গতি তাহার হয় নিত্য অনুচর।

দেবরাজের শেষ কাল।

বহু দিন রাজ্যসুখ করে দেবরাজ
বিপদ ঠেকায় আসি সেই যোগীরাজ।
সন্ন্যাসী বলিল "পাত্র করিয়া হরণ
রাজসুখে আছ তুমি হইয়া মগন।

যোগীবেশ ধর যদি রাজ বেশ ছাড়ি,
অপরাধ ক্ষমা তব করিবারে পারি।
নতুবা করিব আমি কর্ত্তব্য আমার,
সত্বর বলহ শুনি কি ইচ্ছা তোমার"।
সন্ন্যাসীর ভয়ে রাজা ধরিল সন্ন্যাস
ভিক্ষা পাত্র নিল করে পরি ক্ষৌম বাস।
'আলখ' 'আলখ' বলি ভিক্ষা পাত্র করে
রাজধানী মাঝে রাজা ফিরে ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা পাত্রে স্বর্ণ মুক্তা পড়ে বহুতর,
সন্ন্যাসী করিল এক বিধান সুন্দর।
যোগীবর খ্যাতি দেবে দিলেন 'রাবল,'
রাজটিকা কপালেতে পরায় উজ্জ্বল।
যোগীরাজ বলে "যদি করহ শপথ
ধরিবে উপাধি মম তব বংশ যত,
তা হ'লে যাইতে পার রাজ সিংহাসনে";
সম্মত হইল দেব যোগীর বচনে।
সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হয়ে যায় অন্যস্থল,
তদবধি ভট্টিরাজে উপাধি "রাবল"।
যোগীবেশ ছাড়ি দেব লয় সিংহাসন
শাসন করিল রাজ্য করি প্রাণপণ।
তনুসর দেবসর আদি যত সর
প্রতিষ্ঠা করিল দেব রাজ্যের ভিতর।
ছাপ্পান্ন বৎসর রাজ্য করিল শাসন,
মৃগয়ার কালে শত্রু হরিল জীবন।

রাবল মুণ্ড-ভোজদেব

দেবরাজ শত্রু-করে হইলে নিধন
পুত্র মুণ্ড পাইলেন রাজ সিংহাসন।
টিকাডোর উৎসবেতে পিতৃহন্তাগণে
বধিতে চলিল মুণ্ড বহু সৈন্য সনে।
অষ্টশত শত্রু মুণ্ড করিয়া ছেদন
প্রতিশোধ লয়ে রাজ্যে করে আগমন।
শোলাঙ্কী বল্লভ-কন্যা বিবাহ করিল,
বাছেরা নামেতে তাঁর পুত্র জনমিল।
মুণ্ডের মৃত্যুর পর কিছু কাল পরে
পঞ্চপুত্র রাখি বীর বাছেরাও মরে।
দুশজ[১] বাছের পুত্র অতি বলবান,
সিন্ধুনদ অতিক্রমি আক্রমে পাঠান।
লক্ষ মুদ্রা মূল্য ধরে এক অশ্ববর,
সিন্ধু পারে ছিল সেই পাঠান-গোচর।
রণেতে করিয়া জয় অশ্ব নিয়া বলে
আপনার রাজ্যে বীর আসিলেন চ'লে,
খাঁঠী-বীর ছিল এক খাটো নগরেতে
জ্বালাতন করে দেশ সদা লুণ্ঠনেতে।
সদলে সে মহাদস্যু করিয়া নিধন
করেন দেশের বহু মঙ্গল সাধন।
আক্রমিয়া সোদরাজ হামীর তাঁহায়
দেশ হ'তে বহুধন লুণ্ঠিয়া পলায়।
দুশজ হইয়া ক্রুদ্ধ আক্রমিল ধাত,
হামীরে সমরে বীর করিল নিপাত।
মিবার-রাণার কন্যা বিবাহ করিল,
তার গর্ভে দুশজের তিন পুত্র ছিল।
যশল বিজয়রাজ অতি গুণবান,
বিজয়, দুশজ মৈলে রাজপদ পান।
মরিলে বিজয়রাজ তনয় তাঁহার
ভোজদেব সিংহাসনে বসে লোদ্রুর্ব্বার।
পিতৃব্য যশল তাতে হয়ে রাগান্বিত
ভোজ হ'তে রাজ্য নিতে হইল ধাবিত।
মহম্মদ ঘোরী ছিল পঞ্চনদ দেশে,
যশল শরণ তার লয় অবশেষে।

১—১০৪৪ খৃষ্টাব্দে দুশজ রাজা হয়।

ঘোরী অধীনতা পাশ করিয়া স্বীকার
যশল শপথ কৈলে, দিল সেনা তাঁর।
যশল সে সেনা লয়ে ভোজে আক্রমিল,
পিতৃব্যের করে ভোজ প্রাণ হারাইল।
যশল বলিল "শুন নাগরিকগণ
দুদিনে ছাড়হ দেশ লয়ে ধনজন"।
তৃতীয় দিনেতে আজ্ঞা করিলে যশল,
ঘোরী সৈন্যগণ দেশ দিল রসাতল।
ঘরে পরে করে নাশ লোদ্রুর্ব্বা নগর,
যশল হইল রাজা শ্মশান উপর।

রাবল যশল।

যশল্মীর প্রতিষ্ঠা।[১]

নয়নের প্রীতিকর রমনীয় গিরিবর
পঞ্চক্রোশ দূরে লোদ্রুর্ব্বার,
পুণ্যকুণ্ড ব্রহ্মসর শোভে অতি মনোহর
সেই গিরি গুহার মাঝার।
ততোধিক গুহাতলে সাধনার ধন ফলে,
খনির ভিতর যথা মণি;
রাজপথে গাড়ী ক'রে মানুষের কাঁদে চ'ড়ে
যেতে তথা পারে না কখনি।
সে অতি দুর্গম স্থান সর্ব্বস্ব করিলে দান
মিলে তাঁর পুণ্য দরশন,
ঐশল নামেতে ঋষি বহুযুগ দিবা নিশি
কুণ্ডতটে করিত সাধন।
দুর্গ নির্ম্মাণের তরে যশল সে-গিরিবরে
করিতেছে স্থান অন্বেষণ,
ঘুরে ঘুরে চারিধারে ঋষির আশ্রম দ্বারে
অকস্মাৎ উপনীত হন।

১—১১৫৬ খৃষ্টাব্দে যশল যশল্মীর প্রতিষ্ঠা করেন।

ভক্তিভরে যোগীবরে ভূপতি প্রণতি ক'রে
আশীর্ব্বাদ মাগে যোড় করে,
অন্তর্যামী তপোধন বুঝিয়া তাঁহার মন
কহিলেন ভট্টি নরবরে।
"ঐ যে অদূরে বৎস সৌন্দর্য্যের মহা উৎস
শোভিতেছে শৈল কূটত্রয়,
পূর্ব্ব পুরুষের তব যত পুণ্যকীর্ত্তি সব
স্তরে স্তরে বিজড়িত রয়।
ত্রিকূট পর্ব্বত নাম সে অতি পবিত্র ধাম
পুণ্যময় ঋষি পদরজে,
ত্রেতাযুগে মহাভাগ যোগীবর নামে কাগ
সেই কূটে ভগবান ভজে।
বেষ্টিয়া সে গিরিবরে অবিরাম কলস্বরে
যেই নদী হয়েছে ধাবিত
'কাগের' জাগায়ে স্মৃতি গাইয়ে মহিমা গীতি
'কাগা' নামে হয় পরিচিত।
বৎস নর-নারায়ণ করেছিল পদার্পণ
দ্বাপরেতে এই নদীকূলে,
গোবিন্দ সদয় হয়ে কহিলেন ধনঞ্জয়ে
'মহাত্মা জন্মিবে মম কূলে।
আসি হেথা বন্ধুবর সুনগর মনোহর
নদীতীরে করিবে স্থাপন,
ত্রিকূট পর্ব্বত শিরে দুর্গ নির্ম্মাইয়া বীরে
দেশ ধর্ম্ম করিবে রক্ষণ'।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অর্জ্জুন কহিল তথা
'একি সখে বলিতেছ তুমি।
পঙ্কিল নদীর জল দেখি যেন হলাহল,
কিসে হবে নর বাস ভূমি'!
কেশব কহিল হাসি 'সুপেয় সলিল রাশি
যোগাইব, করিও না ভয়';
এত বলি চক্রধর ত্রিকূটের বক্ষোপর
ক্ষেপে চক্র সানন্দ হৃদয়।

৩২১

পর্ব্বত হইয়া দীর্ণ হইলেন অবতীর্ণ
এই নদী পবিত্র সলিলা,
অর্জ্জুন চমকি ত্রাসে মাধবের পদ পাশে
বহু স্তুতি আনন্দে গাইলা।
কল্লোলিনী কলস্বরে হরিগুণ গান করে
তীরে বসি শুনি কুতূহলে,
আমি নাহি জানি গান সে গানে ভরিয়ে প্রাণ
দীনের জীবন-নদী চলে।
কোথা সে অকূল সিন্ধু পাব কিনা কৃপাবিন্দু
নাহি জানি হবে কি মিলন,
চলিয়াছি তাঁর বুকে সে বিশ্বাসে আছি সুখে
সেই মম সাধন ভজন।
সৃজি নদী নারায়ণ রচিলেন ফুল্লমন
শ্লোক তিন পাষাণ ফলকে,
ঐ সেই পদত্রয় অমর অক্ষরে রয়
দেখ বৎস পড়িয়া পুলকে।"

শ্লোক।

১

লোদ্রুর্ব্বা বিধ্বস্ত, তার পঞ্চ ক্রোশ পর
যিশানো সংস্থিত আছে অতি দৃঢ়তর।

২

ওহে যদুবংশ-পতি, ত্রিকূট শিখরে
স্থাপহ ত্রিকোণ দুর্গ মহাশক্তি ভরে।

৩

ছাড়িয়া লোদ্রুর্ব্বাপুর যশস্বী যশল,
এই নদী তীরে তব কর বাসস্থল।

এই নদী শ্লোক-কথা কেহ না জানিত তথা
সবিস্ময়ে দেখিল যশল,
পূর্ব্বের গৌরব স্মৃতি অন্তরে সঞ্চারে প্রীতি
নয়নে ঝরিল অশ্রুজল।
কহে ঋষি "নরবর, ত্রিকূট পর্ব্বতোপর
দৃঢ় দুর্গ করহ স্থাপন,
পশ্চিমে যে ভূমি রবে 'ঐশলের ক্ষেত্র' হবে
মোর নাম করিবে কীর্ত্তন।
বহিবে শোণিত ধার এই দুর্গ দুর্নিবার,
সার্দ্ধ দুইবার ধ্বংস হবে;
তব বংশধরগণ কিছু দিন বাছাধন
বঞ্চিত হইয়ে তাতে রবে।"
ঐশলের আজ্ঞা পেয়ে ত্রিকূট পর্ব্বতে যেয়ে
গড়িল ত্রিকোণ দুর্গ বীর।"
ছাড়িয়া লোদ্রুর্ব্বাপুর আসিল যাদব শূর,
সেই দেশ খ্যাত "যশল্মীর"।

রাবল দ্বিতীয় শালিবাহন—চাচিকদেব।

যশল মরিলে যশল্মীর-সিংহাসন
পাইলেন তাঁর শালিবাহন[১] নন্দন।
কাথি নামে জাতি ছিল আরাবলী-পদে,
রাজা হয়ে তার ধ্বংস করে বীরমদে।
অশ্ব উষ্ট্র যত ছিল করিল লুণ্ঠন,
বীরত্বের গানে তার ভরিল ভুবন।
বিজিল বানার হংস তিন পুত্র বর
জন্মিল দ্বিতীয় শালিবাহন-গোচর।
আদি শালিবাহনের বংশধরগণ
ছাড়িয়া গজনী রাজ্য করে পলায়ন।
বদ্রিনাথ পর্ব্বতেতে নবরাজ্য ক'রে,
বাস করিতেন তথা বহুবর্ষ ধ'রে।
অপুত্রক হয়ে রাজা মরিল সে দেশে,
চাহিল তনয় শালিবাহনের শেষে।
কনিষ্ঠ হংসেরে রাজা করিলেন দান,
বদ্রিনাথে আসি হংস হারাইল প্রাণ।

১ – ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে শালিবাহন রাজা হয়।

গর্ভবতী হংস-পত্নী পথের মাঝারে
প্রসবে তনয় এক গুরু শোক ভারে।
পলাশ তরুর মূলে জন্মিল কুমার
পালশীয় নাম তাই রাখিল তাহার।
তদবধি সেই দেশ প্লাশয়ো নামেতে
বিখ্যাত হইল এই ভারতবর্ষেতে।
অতঃপর ভট্টিরাজ শিরোহী আসিল,
বিজিলের হাতে রাজ্যভার সমর্পিল।
বিজিলের ধাইভাই করিল প্রচার
করেছে ভীষণ ব্যাঘ্র রাবলে সংহার।
ধাইভাই বিজিলেরে দিল সিংহাসন,
ফিরে এসে রাজা শুনে ক্রোধান্বিত হন।
স্বরাজ্য ছাড়িয়া শালি খাড়ালে আসিল,
বেলুচের সহ তাঁর সমর বাজিল।
ভট্টিরাজ্য মাঝে শালি ফিরিল না আর,
সে ঘোর সমরে বীর হইল সংহার।
দুই ভাই বিজিলেরে করিল প্রহার,
অপমানে আত্মহত্যা করিল কুমার।
বিজিলে ছিলনা পুত্র, পিতৃব্য কৈলুন
বসিলেন সিংহাসনে বিক্রমে নিপুণ।
বালোথ খিজির খাঁ খাড়াল আক্রমে,
সংহার করিল শত্রু কৈলুন বিক্রমে।
ঊনবিংশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন
ছয়পুত্র রাখি স্বর্গে করিল গমন।
কৈলুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন চাচিক [১]
বীর খ্যাতি ছিল তার, বিক্রমী নির্ভীক।
আক্রমি চাচিকদেব চুন্না রাজপুত
গোধন হাজার চৌদ্দ হরে বলযুত।
সোদা নৃপতিরে পরে করে আক্রমণ,
রাজ্য ছাড়ি সোদারাজ করে পলায়ণ।
অমর কোটের মাঝে লইল শরণ,
মুক্ত পায় করি কন্যা চাচিকে অর্পণ।
বত্রিশ বছর রাজ্য শাসনের পরে
রাবল চাচিকদেব মৃত্যু মুখে পড়ে।

রাবল কর্ণ [১]

চাচিকের পুত্র তেজ পায় রাজ্য ভার,
অকালে বসন্ত রোগে হইল সংহার।
তেজরাও মৃত্যুকালে বলে যত বীরে
প্রিয় পুত্র কর্ণ রাজা হবে যশল্মীরে।
তনয় জয়ৎসিংহ জ্যেষ্ঠ ছিল বটে,
হারায় অগ্রজ স্বত্ব পিতার নিকটে।
জন্ম ভূমি করি ত্যাগ, জয়ৎ গুর্জ্জরে
যবন ভূপতি মুজাফরে সেবা করে।
বারাহা ভূমিয়া ছিল ভগবতী দাস,
পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল তার পাশ।
মুজাফর সেই কন্যা প্রার্থনা করিল,
ভয়েতে ভূমিয়া রাজ্য ছাড়ি পলাইল।
পরিবার সহ দাস চলে যশল্মীর,
মুজাফর পথে করে আক্রমি অস্থির।
দুই পক্ষ বহুক্ষণ করিলেন রণ,
জয়ী মুজাফর কন্যা করিল হরণ।
রাবল কর্ণেরে বলে ভগবতী দাস
"রক্ষা কর কূল, করে মুজাফর-গ্রাস।"
রাবল হইয়ে ক্রুদ্ধ লয়ে সেনাবল
আক্রমিয়া মুজাফরে দিল রসাতল।
শান্তি হ'ল দেশে, দুষ্ট হইল দমন,
না রহিল রাজ্যে আর দস্যুতা লুণ্ঠন।

[১]—১২১৯ খৃষ্টাব্দে চাচিকদেব রাজা হয়

[১]২৪৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণ রাজা হয়

অষ্টাবিংশ বর্ষ রাজ্য করিয়া শাসন
স্বর্গে গেল কর্ণ, পরে রাবল লক্ষ্মণ।

রাবল লক্ষ্মণসেন।

হেন মুর্খ রাজা, রাজধাত্রী রাজবার,
লক্ষ্মণসেনের মত দেখে নাই আর।
নিশাকালে শৃগালেরা করে ফেউ রব,
শুনিলেন নরবর শীতে কাঁদে সব।
শৃগালের দুঃখে রাজা করে অনুমতি,
শীতসজ্জা শিবাদলে দিতে শীঘ্রগতি।
রাজ আজ্ঞা ভৃত্যগণ করিল পালন,
তথাপি শৃগাল দল করেন ক্রন্দন।
ভৃত্যগণ বলে "প্রভু পেলেছি আদেশ,
তথাপি ও কাঁদে শিবা কি করি বিশেষ।"
রাজা বলে তা'হবে না, "বেঁধে দাও ঘর,
কাঁদিবে না আর, সুখে রবে নিরন্তর"।
রাজার আদেশ আশু হইল পালিত,
শত শত শিবাগৃহ হইল নির্ম্মিত।
লক্ষ্মণের দুর্বুদ্ধির প্রিয় নিদর্শন,
এখনও দেখা যায় উদ্যানে শোভন।
সোদাকন্যা করেছিল বিবাহ লক্ষ্মণ,
যশল্মীরে আনে রাণী স্বীয় ভ্রাতাগণ।
উন্মত্ত লক্ষ্মণ সবে করিয়া নিধন
দুর্গের বাহিরে দেহ করিল ক্ষেপণ।
ক্রমেতে দুর্বুদ্ধি তাঁর দিন দিন বাড়ে,
হেরি পদচ্যুত তাঁরে করিল সর্দ্দারে।
সকলে করিল রাজা পুত্র পুনপালে,
রাজ্য সুখ তার নাহি ঘটিল কপালে।
পুনপাল ছিল উগ্র ক্রোধন প্রকৃতি,
রাজ্যচ্যুত করে তাঁরে সর্দ্দার-সমিতি।

রাবল জয়ৎসিংহ।[১]

হারায়ে অগ্রজ স্বত্ব জয়ৎ কুমার
গুর্জ্জরে ছিলেন রাজ্য করি পরিহার।
উপযুক্ত রাজা নাহি পেয়ে ভট্টিগণ,
ডাকিয়া জয়ৎসিংহে দিল সিংহাসন।
মূলরাজ রত্নসিংহ দুইটী তনয়,
জয়তের কাছে ছিল বীর তেজোময়।
যশল্মীরে রাজা হয় জয়ৎ যখন,
ভারত আক্রমে আলাউদ্দিন তখন।
টাটা মুলতানের রাজে করি পরাজিত
বহু রত্ন ধন আলা করেন সঞ্চিত।
পনরশ অশ্ব শত পনর খচ্চর
দিল্লীতে বহিতেছিল ধন বহুতর।
তুরঙ্গ হাজার সপ্ত উষ্ট্র বারশত
গোপনে জয়ৎপুত্র লয়ে মনোমত,
শস্য বিক্রেতার বেশ করিয়া ধারণ
পঞ্চনদ দেশে আসি করে আক্রমণ।
আলার যতেক ধন লুণ্ঠিয়া লইল,
যবনের বহু সৈন্য নিধন করিল।
তাতে আলাদিন অতি হয়ে ক্রোধান্বিত
ভট্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিল ত্বরিত।
ভট্টিরাজ করিলেন রণ আয়োজন,
খাদ্য শস্যে দুর্গ তাঁর করিল পূরণ।
দুর্গশিরে শিলাখণ্ড স্থাপিল প্রচুর,
নিক্ষেপি শত্রুর মুণ্ড করিবারে চুর।
বাল বৃদ্ধ রোগী নারী যা ছিল নগরে
পাঠাইয়া দিল রাজা মরুর ভিতরে।
জয়ৎ দ্বিপুত্র তাঁর, বীর পঞ্চশত
রহিলেন দুর্গ মাঝে ধরি রণ-ব্রত।

১—১২৭৬ খৃষ্টাব্দে জয়ৎসিংহ রাজা হয়।

পৌত্র দেবরাজ আর প্রপৌত্র হামীর
দুর্গের বাহিরে রহে সঙ্গে করি বীর।
ভট্টিযুদ্ধ কালে আলা রহে অজমীরে
পাঠাইল খোরাষাণী সেনা যশল্মীরে।
পরিখা খনন করি শিবির ভিতরে
রহিলেন যবনেরা নির্ভয় অন্তরে।
সপ্তাহে মারিল সপ্ত সহস্র সৈনিক
যবন রাজের, হিন্দু সমরে নির্ভীক।
দেবরাজ হামীরের বীরত্বে ভীষণ
পরিখাতে রহে বদ্ধ বিক্রমী যবন।
পারে না যবন সেনা বাহির হইতে,
আসিতে আবদ্ধ সৈন্য উদ্ধার করিতে।
ক্রমে অষ্ট বর্ষ কাল হইল অতীত,
পলায়নে যবনেরা হইল বঞ্চিত।
অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য করিয়' শাসন
রণকালে জয়তের ঘটিল মরণ।

রাবল মুলরাজ।

দুই বন্ধু।

মুলরাজ হলরাজ সমরের কালে,
দুই পক্ষ প্রতিদিন রণে রক্ত ঢালে।
রতন নামেতে ভ্রাতা রাবলের ছিল,
যবন সেনানী সহ মিত্রতা জন্মিল।
সমর থামিত যবে, দুই বন্ধু যোধ
খেজুর বৃক্ষর তলে করিত আমোদ।
কখন খেলিত পাশা কভু গল্প করে,
সময় হইলে পুনঃ প্রবেশে সমরে।
ভ্রাতৃ অভিষেক হয় পিতৃ সিংহাসনে,
আমোদ আহ্লাদে পুরী ভাসিছে তখনে।

১—১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুলরাজ রাজা হয়।

ভ্রুক্ষেপ করেনা রত্ন, বন্ধুর সহিত
খেজুর গাছের তলে হয়েছে মিলিত।
অভিষেক কথা রত্ন বলে বন্ধুবরে,
যবন সেনানী কহে তাহার গোচরে।
"সুতলান্ হয়েছে ক্রুদ্ধ শুন বন্ধুবর,
বন্ধুতা করেছি তোমা সহ বীরবর।
বিশ্বাস তাঁহার, এই বন্ধুতা কারণ
অবরোধ হ'তে মুক্ত হয় না যবন।
বৃথা এ কলঙ্কভাগী কেন হই বল,
কল্য চালাইব ভীম বেগে সেনাদল।
যাই আমি, যাও তুমি কর আয়োজন,
জানিনা কে হই কল্য সমরে নিধন।
এতেক মাবুব খাঁ বলে গেল চ'লে,
আসিল রতন সিংহ ফিরে সেনাদলে"।
জুড়িল মাবুব খাঁ সমর দুর্ব্বার,
হারায় যবন তাতে সেনা ন'হাজার।
আবার নূতন বল সংগ্রহ করিল,
আবার হিন্দুর করে লাঞ্ছিত হইল।

———

যশল্মীর ধ্বংস।[১]

যশল্মীর দুর্গ মাঝে দুর্ভিক্ষ হইল
অনশনে বহুসেনা মরিতে লাগিল।
বলিলেন মুলরাজ "শুন বীরগণ
এতদিন জন্মভূমি করিলে রক্ষণ,
শেষ হয়ে গেছে খাদ্য কি করি উপায়"।
সে বীরবিক্রমী বীর উত্তরিল তাঁয়—
"জহরব্রতের আশু কর আয়োজন
আমরা সমরে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
করিব না শত্রুপদে আত্ম সমর্পণ,
মরিতে হয়েছে জনম, হইবে মরণ।

১—১২৯৫ খৃষ্টাব্দে যশল্মীর ধ্বংস হয়।





তার জন্য চিন্তা কেন কর মহারাজ,
মরিব বীরের মত করি বীর কাজ"।
নাহি জানে এই দশা দুর্গের ভিতরে,
সেই দিন শত্রুগণ পলাইল ডরে।
যখন যবন সেনা পলাইয়া গেল,
মাবুবের ছোট ভায়ে রত্ন নিয়ে এল।
খাল কেটে ঘরে রত্ন আনিল কুম্ভীর,
তাহার দংশনে শেষে হইল অস্থির।
যশল্মীর দুর্গমাঝে পশি বন্ধুবর
গোপনে লইল তার সমস্ত খবর।
গোপনে সে দুর্গ হতে আশু পলাইল,
যবন সেনানী কাছে সকলি বলিল।
ঘরের সন্ধান পেয়ে লয়ে বহু যোধ
যশল্মীর দুর্গ পুনঃ করে অবরোধ।
মুলরাজ রতনেরে করি তিরস্কার
কহিলা "উপায় বল কি হবে এবার।
এই সব অনর্থের তুমি শুধু মূল
তোমা হ'তে ভট্টিবংশ হইল নির্ম্মূল।"
উত্তরে রতন সিংহ "পাপিষ্ঠ যবন
বিশ্বাস ঘাতক হেন ভাবিনি কখন।
এ মাত্র উপায় আমি করিয়াছি মনে,
বধিতে হইবে আগে কুলনারীগণে,
অনলে ও জলে ধ্বংস হয়ে যায় যাহা,
মহারাজ আগে চল ধ্বংস করি তাহা।
অবশিষ্ট ধরাগর্ভে করিয়া প্রোথিত,
অতঃপর চল অসি করি নিষ্কোষিত।
জন্মভূমি রক্ষা তরে করিয়া সমর
যাইব অক্ষয় স্বর্গে যথায় অমর"।
এত বলি রণভেরী করিল ফুৎকার,
দলে দলে উপস্থিত হইল সর্দ্দার।
কহিলা রাবল তবে "শুন বীরগণ,
তোমরা বীরের জাতি বীর বিচক্ষণ।

দেশ আর ধর্ম্ম রক্ষা তরে চিরদিন
তোমাদের বাহু সদা আছে ভীতিহীন।
তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে আছে জগতে,
তোমরা চলিছ সদা ক্ষত্রিয়ের পথে।
সমরে পারে না গজ দাঁড়াতে সম্মুখে,
পশিতে হও না ভীত শমনের মুখে।
আমার সম্মান রক্ষাতরে ধর অসি
রক্ষা কর যশল্মীরে সমরেতে পশি"।
বীরগণে বীরবাক্যে করিয়া বিদায়,
অন্তঃপুরে যেয়ে রাজা বলে বনিতায়।
প্রিয় সম্ভাষণে আর নাহিক সময়,
যশল্মীর আর প্রিয়ে রক্ষা নাহি হয়।
সময় হয়েছে শেষ আশু স্বর্গোপরে
মিলিতে প্রস্তুত হও সোহাগুণ [১] করে"।
বলিলা মহিষী তাঁরে সহাস্য বদন—
"নিশিতে প্রস্তুত হয়ে রব সর্ব্বজন।
প্রভাতে যখন রবি দিবে দরশন
আমরা করিব তবে স্বর্গেতে গমন"।
রজনী আসিল যবে সাজ সজ্জা ক'রে
নারীরা প্রস্তুত হয় সোহাগুণ তরে।
পিত্রালয়ে যেতে যথা করে আয়োজন,
তেমতি উদ্যোগ করে কুল নারীগণ।
নাহিক বিষাদ চিহ্ন কাহারো বদনে,
জানিনা কোথায় যাবে ভাবিয়াছে মনে।
আকাশে উঠিল ধীরে আরক্ত তপন,
ভূমিতলে শত সূর্য্য চিতাগ্নি ভীষণ।
ডাকিলেন যদু রাণী সঙ্গিনী সকলে,
"এস এস ভগ্নীগণ কাল যায় চ'লে।
আমরা না করি যদি পথ পরিষ্কার,
পতিগণ কোন্ পথে হবে আগুসার ?

১—পতি বর্ত্তমানে চিতানলে প্রাণত্যাগ করাকে 'সোহাগুণ' এবং মৃত পতির অনুগমন করাকে 'দোহাগুণ' বলে।

চল যাই স্বর্গে করি মন্দার চয়ন,
প্রাণেশের পদযুগ করিতে পূজন।
শত্রু আলিঙ্গন হতে অগ্নি আলিঙ্গনে
শতগুণে শ্রেষ্ঠ ভাবি শঙ্কা কি মরণে” ?
এত বলি পশে চিতা চব্বিশ হাজার,
রাজহংসী সরে যেন দিলেন সাঁতার।
বীরার কর্ত্তব্য শেষ হলে বীরগণ
গরীব কাঙ্গালে ধন করে বিতরণ।
গলদেশে শালগ্রাম কর্ণেতে তুলসী,
মস্তকে মুকুট দেহে পীত বস্ত্র কসি
অসি নিষ্কোষিত করি ‘হর হর’ রবে,
চলিলেন বীরগণ সে ঘোর আহবে।
গর ও কনক দুই তনয়ে রতন,
যবন মাবুব খাঁয়ে করে সমর্পণ।
নবাব সদয় হয়ে রাখে দুইজনে,
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে রক্ষণাবেক্ষণে।
এইরূপে করি স্থির রাবল রতন,
সমরেতে দিল ঝম্প আনন্দিত মন।
সপ্তশত যদুবীর পড়ে রণস্থলে,
জয়োল্লাসে যবনেরা পশে দুর্গতলে।
শবের উপরে শব শুধু শবরাশি,
শোণিত সাগরে যেন চলিয়াছে ভাসি।
ঐশল যোগীর কথা হইল সফল,
যদুপরী যশল্মীর গেল রসাতল।
দুই বর্ষকাল তথা করি অবস্থান,
দ্বার বেঁধে যবনেরা করিল প্রস্থান।

রাবল দুদু।

যশল্মীর মরুভূমে হল পরিণত,
বহুবর্ষ এইরূপে হয়ে গেল গত।
জগমল নামে এক রাঠোর সন্তান
এই ধ্বংস পুরে করিবারে অবস্থান,
সৈনিক সামন্ত সহ এসে যশল্মীর
লাগিল করিতে বাস প্রবেশিয়া বীর।
যশির নামেতে ছিল ভট্টিবীরবর
দুদু ও তিলক যার তনয় প্রবর।
জাতি বন্ধুগণে দুদু একত্র করিল,
রাঠোরে নগর হ’তে তাড়াইয়া দিল।
বীরত্ব হেরিয়া তাঁর যত ভট্টিগণ
করিলেন রাবলের পদেতে বরণ।
সোদর তিলক তাঁর ছিল বলীয়ান,
চতুর্দ্দিকে করিলেন যুদ্ধ অভিযান।
বেলুচ মেহবো আদি মাঙ্গোলীয়গণে
ঝালোরের বীরগণে আনিল শাসনে।
বহুদূর রাজ্য তাঁর করিলা বিস্তার,
অজয় মেরুর পদে গেল সেনা তাঁর।
অবশেষে তিলকের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল,
ফিরোজ সাহেব অশ্ব বলে হ’রে নিল।
তাহাতে যবনরাজ ভাবি অপমান
আক্রমিতে যশল্মীর করে অভিযান।
আবার জহরব্রত হল আয়োজন,
ষোড়শসহস্র নারী হারাল জীবন।
সতরশ’ সেনাসহ রণে দিল প্রাণ
দুদুও তিলক, দেশ হইল শ্মশান।

রাবল গরসিংহ।

সেনানী মাবুব খাঁ গেল লোকান্তরে
দুই পুত্র জুল ফিকার গাজীনাম ধরে
রতনসিংহেরপুত্র গর ও কানর,
মাবুবতনয়-পাশে রহে অতঃপর।
কানর যশলমীরে করে আগমন,
গরসিংহ পশ্চিমেতে করিল গমন।

রূপসী রাঠোর বালা বিমলার সনে
বিবাহ সম্বন্ধস্থির হয় অন্য জনে।
না হল বিবাহ, শেষে বিমলাদুঃখিণী
বিধবা হইয়া গণ্য রহে অনাথিনী।
গরসিংহ সেই কন্যা বিবাহ করিল,
কুটুম্ব শোণিঙ্গ আসি তাঁরে নিষেধিল।
না শুনি তাঁহার কথা গর বিয়ে করে,
চলিল শোণিঙ্গ রোষে দিল্লীর ভিতরে।
শোণিঙ্গের বীর খ্যাতি ছিল বহুতর,
লৌহ ধনু ছিল এক দিল্লীর ভিতর।
সে ধনুকে গুণ দিতে বলে দিল্লীশ্বর,
গুণ যোজি ভাঙ্গে ধনু শোণিঙ্গ প্রবর
তুষ্ট হয়ে দিল্লীপতি বাহুবলে তাঁর
দিল সেই বীরবরে বহু পুরস্কার।
তৈমুর ভারত যবে আক্রমণ করে,
গরও শোণিঙ্গ দেবে গতিরোধ তরে
পাঠাইল দিল্লীশ্বর করিতে সমর,
রণেতে হইল জয়ী গর বীরবর।
সন্তুষ্ট হইয়ে তাতে যশল্মীর দেশ
গরসিংহে দিল পাৎসা সম্মানে বিশেষ।
সর্দ্দারেরা অধীনতা করিল স্বীকার
যশিরের পুত্র নত হইল না তাঁর।

কেহূড় উপখ্যান।

মুন্দরাধিপ রাণা রূপকন্যা ছিল,
মূলরাজপুত্র দেব বিবাহ করিল।
রাণার কন্যার গর্ভে জন্মিল কেহূড়,
দুর্গতি জনমে তার ভোগেছে প্রচুর।
যশল্মীর ধ্বংস যবে করিল সুলতান্,
মাতাসহ মন্দরেতে পলাইয়া যান।
কেহূড় দ্বাদশবর্ষ ফিরে বনে বনে,
রাখালের সহ সদা যেত গোচারণে।
গোষ্ঠেতে রাখালগণ খেলিয়া বেড়ায়,
কেহূড় থাকিত রত নিজ সাধনায়।
ইক্ষুদণ্ডে অবরোধ করিয়া গোপাল
অশ্ব অবরোধ বিদ্যা শিখিতেন ভাল;
একদিন ক্লান্ত হয়ে ঘুমাইছে সুখে,
সূর্য্যের আলোক পড়ে কেহূড়ের মুখে।
গর্ত্তহতে বাহিরিয়া কাল বিষধর
ফণা প্রসারিয়া রহে মস্তক উপর।
সে পথে চারণ এক করিতে গমন,
দেখিয়া রাণার পাশে করিল বর্ণন।
আনন্দেতে মাতামহ হয়ে উপস্থিত
দেখিয়া অদ্ভুত দৃশ্য হইল স্তম্ভিত।
দৌহিত্র সৌভাগ্য রাণা বুঝিলেন মনে,
আনন্দিত হয়ে অতি ফিরিল ভবনে।
বিমলা দেবীর কোন পুত্র না জন্মিল,
দত্তক গ্রহণ তরে বাসনা হইল।
বহুরাজ পুত্র তাঁর আনিল গোচরে,
কাহারেও বিমলার মনে নাহি ধরে।
শেষেতে কেহূড়ে যবে করে আনয়ন,
করিল বিমলাদেবী দত্তক গ্রহণ।
কেহূড়ে দত্তক নিলে, যশির তনয়
গরসিংহ প্রতি হ'ল ক্রুদ্ধ অতিশয়।
গরেরে করিয়া বধ নিতে সিংহাসন
ষড়যন্ত্র করে মিলি যশির নন্দন।
প্রজাদের জলকষ্ট করিতে বারণ
আরম্ভ করিল গর সরসী-খনন।
দেখিতে সে সর রাজা করিলে গমন,
যশিরের পুত্রগণ করে আক্রমণ।
একাকী পাইয়া গরে নিধন করিল,
তাহাতে বিমলা অতি ক্রোধান্ধ হইল।

অমনি কেহুড়ে রাণী দিল সিংহাসন
সম্পূর্ণ করিতে সর করিল মনন।
কার্য্যশেষ করি রাণী ছয়মাস পরে
স্বর্গে গেল চিতানলে দেহত্যাগ ক'রে।

জৈত-উপাখ্যান।

দেবরাজ পুত্র ছিল বীরেন্দ্র হামীর,
জৈতলুনকর্ণ তাঁর পুত্র মহাবীর।
কেহুড়ে আদেশ করে বিমলা মরিতে,
হামীরের দুই পুত্র দত্তক লইতে।
কেহুড় তনয় সম পালেন দুজনে,
রাখিলেন স্নেহ ক'রে আপন ভবনে।
মিবারের রাণা কুম্ভ কন্যার সহিত
বিবাহ করিতে জৈত হল নিমন্ত্রিত।
আরাবলী গিরি ছাড়ি শঙ্কলার দেশে,
উপনীত হইলেন জৈত অবশেষে।
শঙ্কলা শ্যালকে জৈত নিল সঙ্গে ক'রে
চলিলেন মিবারেতে বিবাহের তরে।
অরণ্য কপোত এক সে শুভ যাত্রায়,
উড়িয়া দক্ষিণপার্শ্বে ডেকে ডেকে যায়।
শঙ্কলা শ্যালক বলে "বর কুলক্ষণ
এখন এ যাত্রা নহে উচিত কখন।"
তাহা শুনি সেই দিন করিল বিশ্রাম,
পরদিন অশ্বেচড়ে চলে গুণধাম।
বাঘিনী ছাড়িল তবে ভীষণ চিৎকার,
আবার পড়িল বাধা বিবাহযাত্রার।
বলিল শাকুনবিদ করিয়া গণন,
"মিবার গমন নহে কর্ত্তব্য এখন।
প্রকাশ উচিত নহে বড়ঘর কথা,
নাপ্তিনী বেশে গুপ্তে যাও এক তথা।
জানিয়া ঘরের কথা ফিরিয়া আসিলে,
করিব বিবাহ যাত্রা তবে সবে মিলে।"
ছদ্মবেশে পশি দূত মিবার ভিতরে
সম্বাদ বলিল আসি জৈতের গোচরে।
গুঢ় অভিসন্ধি মনে রয়েছে রাণার,
ভাল নাহি বুঝি নামি যাইবে মিবার"।
মারুনী নামেতে জৈত শঙ্কলা কন্যারে
বিয়ে ক'রে ফিরে ঘরে, না যেয়ে মিবারে।
ভ্রাতা নুনকর্ণ সহ কিছুদিন পরে
পুগল করিতে জয় জৈত যাত্রা করে।
শালা সহোদর জৈত সহ বীরগণ
রণঙ্গ দেবের করে হইল নিধন।

রাবল-চাচিক।

কেহুড়ের আট পুত্র ছিল বিদ্যমান
যখন করেন বীর স্বরগে প্রস্থান।
তনয় কীলন যেয়ে বিপাশার তীরে,
পিতৃনামে কেরো দুর্গ গড়িল অচিরে।
লঙ্গহার সনে তাঁর বাজে একরণ,
কীলন বিজয়ী হয় বিক্রমে ভীষণ।
বাহুবলে বহু রাজ্য করিল বিস্তার,
পঞ্জাব অবধি বাড়ে রাজ্য সীমা তার।
জোহিয়া মোহিল কিবা বীর লঙ্গহার
কীলনের নামে হ'ত ভীতির সঞ্চার।
শ্যাম-বংশধর জামরাজ তনয়ারে
কীলন বিবাহ করে, রাজ্য তাতে বাড়ে।
অপুত্রক হয়ে জাম হইলে মরণ,
নির্ব্বিবাদে রাজ্য তাঁর করিল গ্রহণ।
বায়াত্তর বর্ষে বীর কীলন মরিল,
বিক্রমী চাচিকদেব ভূপতি হইল।

মলুতান হতে রাজ্য রক্ষিতে আপন
মারোটে চাচিকদেব স্থাপে সিংহাসন।
লঙ্গহা জোহিয়া খীটী ভট্টি শত্রুগণ
মুলতান-পতি সহ মিলিল তখন।
দমন করিতে তারে বিক্রমী চাচিক
উত্তরি বিপাসা নদী চলিলা নির্ভীক।
পদাতি হাজার চৌদ্দ, সতের হাজার
অশ্বারোহী সৈন্য লয়ে আক্রমে দুর্ব্বার।
চাচিক হইল জয়ী সমরে ভীষণ,
অশ্বিনী কোটেতে দুর্গ করিল স্থাপন।
আপন তনয়ে রাখি বিপাশার তীরে,
পুগলে চাচিক দেব আসিলেন ফিরে।
ঢুণ্ডিপতি মহীপালে করি আক্রমণ
পরাজিয়া যশল্মীরে করিয়া গমন।
পথি মাঝে দেখে এক জিঞ্জ রাজপুত
চরাইছে অজপাল হয়ে ভয়যুত।
সুন্দর সবল অজ করিয়া অর্পণ
রাখাল চাচিকদেবে করে নিবেদন।
"মহারাজ, বীর জঙ্গ রাঠোর প্রবল
অত্যাচার করি দেশ দিল রসাতল।
ধন রত্ন কারো কিছু রহিল না ঘরে,
সদলে আসিয়া হরে লুটপাট করে।
শতল্মীর দুর্গ বলে করেছে গ্রহণ,
ভট্টি বণিকের ধন করেছে লুণ্ঠন।
অসহ্য হয়েছে প্রভু উৎপীড়ন তার,
সদয় না হ'লে প্রাণ নাহি বাঁচে আর"।
অভিযোগ করি জিঞ্জ ফিরে গেল ঘরে,
পর দিন আসি পুনঃ বলে নরবরে।
"এ দেশে বসতি প্রভু হ'ল দেখি ভার,
কাল করিয়াছে জঙ্গ ঘোর অত্যাচার।
যেই অজ তব পদে করিনু অর্পণ,
দুরন্ত তাহাও কল্য করেছে হরণ"
চাচিক জিঞ্জের কথা করিয়া শ্রবণ,
দমিবারে বীরজঙ্গ করিল মনন।
বাহুবলে রাঠোরের করিল দমন,
ধন দিতে চাহে শত্রু করে না গ্রহণ,
চাচিক বলিল "আমি নাহি চাই ধন,
পরিবার সহ সঙ্গে করহ গমন।
নতু কারাগার মাঝে করিব ক্ষেপণ
আজীবন দুঃখে তাতে করিব যাপন
উপায় না দেখি জঙ্গ স্বীয় গোষ্ঠি নিয়ে
আসিলেন যশল্মীর রাজ্যেতে চলিয়ে।
আসে তিনশত পঁয়ষট্টি পরিবার,
পুগলাদি দেশ পায় বসে করিবার
পুনঃ সেই ধ্বংস পুরী করিল নির্ম্মাণ,
চাচিক উন্নতি তার করিল বিধান।
শ্মশানের মাঝে পুনঃ ফুটে শতদল,
কমলা বিহার করে গন্ধে নিরমল।
মাবুবখাঁ নামে ছিল সেঠা-অধীশ্বর,
চাচিকে করেন রণে সহায় বিস্তর।
সেঠা গতি পৌত্রী তাঁর মোলান দেবীরে
অর্পিল যৌতুক সহ জয়ী যদুবীরে।
পঞ্চাশ তুরঙ্গ পঞ্চত্রিংশ কৃতদাস,
দ্বিসহস্র উষ্ট্রি, বহু শিবিকা ও রাম
শ্বশুর হৈবত হ'তে পাইয়ে চাচিক
ফিরিলেন স্বীয় রাজ্যে মারোঠে নির্ভীক।
দু'বৎসর পরে তার খোকুর দুর্জ্জন
ভট্টির তুরঙ্গ এক করিল হরণ,
চাচিক হইয়ে ক্রুদ্ধ করি আক্রমণ
কেড়ে নিল রাজ্য দেশ করিয়া লুণ্ঠন।
চাচিকের নবরাজ্য লঙ্গহা চতুর
অজ্ঞাতে তাঁহার কেড়ে নিল ধুনীপুর।
লঙ্গহারে দিতে শাস্তি করে আয়োজন,
হেনকালে রোগে তাঁরে করে আক্রমণ।

বহু রাজ্য করি জয় রাজা বীরবর
অবশেষে রোগে তনু হইল জর্জ্জর।
লঙ্গহার কাছে দূত করিয়া প্রেরণ
চাচিক সংবাদ দিল তাহার সদন।
"দিন দিন রোগ মম ক্রমে বেড়ে যায়,
ইচ্ছা নহে মরি তাতে পড়িয়া শয্যায়।
অসি বলে বেঁচে আছি, অসি নিয়ে করে
মরিতে হয়েছে ইচ্ছা পশিয়া সমরে।
স্বর্গপুরে যেতে পারি রণে দিলে প্রাণ
বীরবর আসি আশু কর যুদ্ধ দান"।
অতঃপর করে রাণা যুদ্ধ আয়োজন,
পুত্র বীরশীল করে দিল সিংহাসন।
সপ্ত শত সৈন্য সহ ধূনিয়া নগরে
রাবল চাচিকদেব রণযাত্রা করে।
অচিরে বাজিল যুদ্ধ লঙ্গহার সনে,
চাচিক পূরায় আশা প্রাণ দিয়ে রণে।
রাবলে পাগল পুত্র কুম্ভ-নামে ছিল,
পিতৃ হত্যা দিতে শোধ প্রতিজ্ঞা করিল।
প্রশস্ত এগার গজ চতুর্দ্দিকে গড়,
লঙ্গহা শিবির ছিল তাহার ভিতর।
কুম্ভেরে লইয়া পৃষ্ঠে তুরঙ্গ তাঁহার
লজ্ঘি গড় পাশে সেই শিবির মাঝার।
রজনীতে অন্তঃপুরে করিয়া গমন
কুম্ভ করিলেন কাল্লু সাহের নিধন।
ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে তার ভ্রাতৃ পাশে এসে
উপহার দিয়ে কুম্ভ শান্ত হল শেষে।
আবার লহঙ্গা আক্রমিল যশল্মীরে,
যাদবের করে তাঁর মরে মহাবীর।
বীরসিংহ যশল্মীরে হইল রাবল,
কলনের বংশধর চলে নানাস্থল।
গরোর তীরেতে করে বসতি বিস্তার,
শাখা প্রশাখায় বহু বৃদ্ধি হল তাঁর।
মোগল বাবর সাহ ভারতে পশিল,
লঙ্গহা হইতে বলে মুসলমান নিল।

রাবল সুবলসিংহ।

বিক্রমী বাবর সাহ অতি শুভক্ষণে
পদার্পণ করে এই ভারত ভুবনে।
শুভক্ষণে পৌত্র তাঁর জন্মিল আকবর
রাখিতে বংশের কীর্ত্তি অবনী ভিতর।
আকবরের নীতি ছিল রাজপুতগণে
মিত্র ব্যবহারে তুষি রাখিতে শাসনে।
পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁর পৌত্র সাজিহান
গ্রহণ করেন সেই নীতি মূলজ্ঞান।
চাচিকের পুত্র বীরসিংহের মরণে
ক্রমেতে পুরুষ পঞ্চ বসে সিংহাসনে।
রাবল নাথুরে হত্যা করি মনোহর
বসিলেন যশল্মীর সিংহাসনোপর।
রাম চাঁদ মনোহর দাসের নন্দন,
পিতার মরণে নাহি পায় সিংহাসন।
করিল সুবল সিংহে রাবল সর্দ্দার,
রামে তাড়াইয়া তাঁরে দিল রাজ্যভার।
রাবল সুবলসিংহ প্রথম পরায়
দাসত্ব শৃঙ্খল দৃঢ় যাদবের পায়।
মোগলের অধীনতা করিয়া স্বীকার
রহিলা সামন্তরূপে গণ্য হয়ে তাঁর।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু রাজত্বে তাঁহার
ঘটেনি বর্ণন যোগ্য, কি বর্ণিব আর।

রাবল অমরসিংহ।

কুমার অমরসিংহ, সুবল মরণে
রাবল হইয়ে বসে পিতৃ সিংহাসনে।

টিকাজের উৎসবেতে বেলুচ সকলে
আক্রমিয়া পরাজিত করিলেন বলে।
কুণ্ডলের বংশধর কুণ্ডলোট নামে
রাঠোর করিত বাস বিকানীর ধামে।
কুণ্ডলোট যশল্মীর করি আক্রমণ
ভট্টিদের করে বহু নগর লুণ্ঠন।
তাহাতে উভয় দলে সমর বাজিল,
রাঠোরেরা ভট্টি করে বিজিত হইল।
রাঠোর অনুপসিংহ বিকানীর পতি
দাক্ষিণাত্যে মোগলের ছিল সেনাপতি।
রাঠোর দুর্দ্দশা রাজা করিয়া শ্রবণ
করিলেন মন্ত্রিবরে আদেশ প্রেরণ।
"যে পারে ধরিতে অস্ত্র কুণ্ডলোট মাঝে
সাজ রণে প্রতিশোধ দিতে ভট্টরাজে"।
অচিরে ঘোষণা কর রাজ্যেতে আমার
যে লঙ্ঘে আদেশ লব জীবন তাহার"।
সাজ সাজ বলি রব উঠে বিকানীরে,
অমর দমনে সজ্জা হইল অচিরে।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ দুই হিন্দু দলে,
রাঠোর পরাস্ত হ'ল ভট্টি বাহুবলে।
অষ্ট পুত্র রাখি স্বর্গে চলিল অমর
যশোবন্ত বসিলেন সিংহাসনোপর।
যশোবন্ত পঞ্চ পুত্র রেখে গেল ম'রে,
জগত তনয় জ্যেষ্ঠ আত্মহত্যা করে।

রাবল অখিসিংহ।

জগত মরিলে অখি তনয় তাঁহার।
লইলেন স্বীয় করে ভট্ট রাজ্যভার।
খুড়া তেজসিংহ দূরে তাড়ায়ে অখিরে,
ভট্ট সিংহাসন বলে লইল অচিরে।
অখিসিংহ গেল চলি দিল্লীর ভিতর,
পিতার পিতৃব্য হরিসিংহের গোচর।
হরিসিংহ ভ্রাতুষ্পৌত্রে হইয়া সহায়
তাড়াইতে তেজসিংহে যশল্মীরে যায়।
'লাস' নামে পর্ব্ব এক আছে ভট্টিদেশে,
তাহার বর্ণনা কিছু শুনহ বিশেষে।
গরসিংহ সরোবর করেন খনন,
প্রতি বর্ষে পুণ্য দিনে ভট্টিরাজগণ।
প্রথমতঃ সরগর্ভে ডুবি ভক্তি-ভরে
লইয়ে কর্দ্দম মুষ্টি উঠে তটোপরে;
অতঃপর প্রজাগণ ডুবিয়া সলিলে
উঠাইয়া আনে পঙ্ক মহানন্দে মিলে।
গর সরসীর পঙ্ক উদ্ধারের দিন—
'লাস' পর্ব্ব নামে ভট্টি উৎসব প্রাচীন।
সর্ব্বদিনে তেজসিংহ যায় সরোবরে
পথে আক্রমিয়া হরি তারে বধ করে।
শিশু শোবে বসিলেন পিতৃ-সিংহাসনে
অখিসিংহ আক্রমিয়া বধিল তখনে।
চল্লিশ বছর রাজ্য করিয়া শাসন
অখিসিংহ পরলোক করিল গমন।

রাবল মূলরাজ[১]।

রাবলের কারাগার।

মুলরাজ রাজা হ'ল অখির মরণে,
বহু দুঃখ তাঁর ভাগ্যে ঘটে অনুক্ষণে।
অমাত্য স্বরূপসিংহ ছিলেন তাঁহার,
জাতিতে বণিক, ধর্ম্মে জৈন দুরাচার।
অত্যাচারী সর্ব্বনাশা সচিবের সহ
সর্দ্দার সিংহের নিত্য বাজিত কলহ।

১—১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মুলরাজ রাজা হয়।

রাজা না করিত কিছু তার প্রতীকার,
যুবরাজ রায়সিংহে বলিল সর্দ্দার।
রায়সিংহ স্বরূপেরে করিতে দমন
প্রত্যেক সর্দ্দার তাঁরে বলে অনুক্ষণ,
একদা সভায় রায় ক্রোধেতে অধীর
অস্ত্রাঘাতে কাটে দুষ্ট সচিবের শির।
আহত স্বরূপসিংহ ভয়াকুল হয়ে
ধরিল রাজার গলা কাঁপি ভয়ে ভয়ে।
বলিল সর্দ্দারগণ "কি চেয়েছ রায়?
রাবলে না কৈলে বধ দুঃখ নাহি যায়।"
পিতৃহত্যা নাম শুনি শিহরিল বুক,
ভূমিতে ফেলিয়া অসি রহে অধোমুখ।
রাবল ভয়েতে পশে পুরীর ভিতরে,
সর্দ্দারেরা মিলে তাঁরে পদচ্যুত করে
বলিল সর্দ্দারগণ "শুন যুবরাজ,
বস সিংহাসনে করি অভিষেক আজ"।
উত্তরিল রায় "নাহি বল হেন কথা,
তাহাতে অন্তরে দুঃখ দিওনা অযথা।
পিতা বর্ত্তমানে নাহি রাজ্যে অধিকার,
খট্টাতে বসিয়া আমি করিব বিচার।"
পদচ্যুত রাবলেরে ছাড়ে না সর্দ্দার,
অন্তঃপুর হ'তে এনে দিল কারাগার।

রাজার যন্ত্রণা আর সহেনা আমার,
প্রতিদিন জ্বলে অগ্নি বক্ষের মাঝার।
দেবরূপে নিত্য পূজা করিয়াছে যারে
কত কষ্ট হয় তার বুঝ কারাগারে।
বাহুবলে কর বৎস রাজার উদ্ধার,
রাজভক্তি নিদর্শন থাকিবে তোমার।
মানিওনা কোন বাধা, জনক তোমার,
দাঁড়ায় বিপক্ষে যদি করিও সংহার।
মৃতদেহ লয়ে কোলে অনুমৃতা যাব,
এ অসহ্য দুঃখ বৎস তাহাতে নিভাব।
বড় পুণ্য কাজ বাছা দাও তাতে মন,
মনেতে পাইব শান্তি হলেও নিধন"।
জননীর আজ্ঞা পেয়ে পুত্র জোরাবর
পিতৃব্য অর্জ্জুন সহ চলিল সত্বর।
নিশিতে ভাঙ্গিয়া দ্বার কারাগারে পশি
রাজার সম্মুখে কহে জোরাবর বসি,
"উঠ মহারাজ, দাস নমিছে চরণে
উদ্ধার করিতে তব এসেছি গোপনে।"
জোরাবর মুলরাজে লইয়া অচিরে,
করিল নাগরাধ্বনি আসিয়া বাহিরে।
পুনঃ পদচ্যুত মুলে অভিষেক করে
জোরাবর মাতৃ-আজ্ঞা পালে অকাতরে।

রাবলের মুক্তি।

তিন মাস রহে বদ্ধ রাজা কারাগারে,
মনে নাহি করে কেহ তবুও তাঁহারে।
যাদব অনুপসিংহ ভট্টীর সর্দ্দার
অতি দয়াবতী পত্নী ছিলেন তাঁহার।
বলিল অনুপ পত্নী ডাকি পুত্রবরে
"জোরাবর বাছা মোর এসহ গোচরে

রায়সিংহের দুর্দ্দশা।

মুলরাজ সিংহাসনে করি আরোহণ,
যুবরাজ রায়সিংহে দিল নির্ব্বাসন।
নির্ব্বাসিত হয়ে রায় চলিল কোটারে,
অভ্যর্থনা করি তাঁর বলিল সর্দ্দারে,
"আজ্ঞা কর যুবরাজ করিব এখন,
যশল্মীর রাজ্য রসাতলে নিমগন।

অথবা করহ আজ্ঞা যত্ন-সিংহাসন,
বসাইয়া দিই অর্ঘ্য কমল চরণে।"
কহিলেন রায়সিংহ "কি বল সর্দ্দার,
হেন পাপকথা মুখে না আনিও আর।
যশল্মীর কোন্ দোষ করিয়াছে মম,
সে মোর জনমভূমি স্বর্গ নিরূপম।
কুশাঙ্কুর কভু যদি লাগে তার পায়,
আমার ফাটিয়া বুক রক্তধারা ধায়।
জন্মভূমি প্রতিকূলে অস্ত্র ধরে যারা,
নরকের কীট ভিন্ন কিছু নহে তারা।
যে আমার মাতৃভূমি করিবে লাঞ্ছনা,
সে মোর পরম শত্রু করহ ধারণা।
পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেল বন,,
পিতা হতে আমি কেড়ে নিব সিংহাসন।
ধিক্ সেই রাজ্যে ধিক্ সেই রাজসুখে,
হেন পাপ কথা আর আনিওনা মুখে।
নির্ব্বাসনে যেতে মম নাহি কোন ভয়,
ইহাতে পিতার যদি মনে সুখ হয়।"
এত বলি রায়সিংহ জন্মভূমি ছাড়ে,
বিজয়সিংহের কাছে যায় মারবারে।
কোটারে আসিয়াঁ তাঁর আশ্রিত সর্দ্দার
লুণ্ঠন ব্যবসা নিয়ে করে অত্যাচার।
মুলরাজ শু'নে তাহাদের আচরণ
ধন বিত্ত যত ছিল করিল হরণ।
আকুল হইয়ে সবে ফিরিল দেশেতে,
ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন রাজ চরণেতে।
ছাড়িবে ব্যবসা হেয় করিলে শপথ,
স্বীয় স্বীয় বৃত্তি রাজা দিল পূর্ব্বমত।
আড়াই বছর রায় রহে মারবারে,
দেখিত বিজয় সিংহ পুত্র সম তাঁরে।
একদিন চলে রায় করিতে শিকার,
বেণে আসি চাহে টাকা ধরি অশ্ব তাঁর।
রায়সিংহ বলে "মুলরাজের দোহাই,
ছেড়ে দাও অশ্ব আমি শিকারেতে যাই"।
কথা না মানিয়া বেনে বলে গর্ব্বভরে—
"কেবা সেই মুলরাজ আমায় কি করে"?
কথা না হইতে শেষ, অসি খুলে রায়,
বণিকের ছিন্ন মুণ্ড ভূতলে গড়ায়।
যশল্মীর পানে অশ্ব ফিরাইয়া কহে,
"দাস হওয়া ভাল, যেবা পর ভাগ্যে রহে"।
অকস্মাৎ যশল্মীরে হন উপনীত,
আসিল দেশের লোক দেখিতে ত্বরিত।
জনক না দিল তাঁর পশিতে নগরে,
নিরস্ত্র করিল তাঁর যত অনুচরে।
দীব দুর্গে রাখে রায়ে করিয়া বন্ধন
পত্নী সহ পুত্র হত্যা কাটায় জীবন।

সলিম উপাখ্যান।

অমাত্য স্বরুপসিংহ নিজ কর্ম্ম ফলে
প্রাণ হারাইল জান রাজ সভাতলে।
সলিম স্বরূপ পুত্রে পুনঃ রাজা মুল
মন্ত্রী করিলেন বংশ করিতে নির্ম্মূল।
রাজপুত যোগ্যগুণ ছিল না তাহার,
জৈন ছিল, জৈন ধর্ম্মে ধারিত না ধার।
তার মত কাপুরুষ নাহি ছিল দেশে,
ব্যবহারে দেখাইত সরল বিশেষে,
মুখেতে অদেয় কিছু রাখিত না তার,
কার্য্যকালে কেহ কিছু পাইত না আর।
করিত সাপের মত গোপনে দংশন,
বাঘের মতন রক্ত করিত শোষণ।
তার জ্বালাতনে দেশ হইল অস্থির,
পাপিষ্ঠে করিতে দূর করিলেন স্থির।





ভীমসিংহ রাজা যবে হয় মারবারে,
পাঠাইলা মুলরাজ প্রতিনিধি তারে।
সলিম আসিতে দেশে মারবার হ'তে
সর্দ্দারেরা মিলে তারে আক্রমিল পথে।
প্রাণদণ্ড আজ্ঞা সবে করিল প্রচার,
উদ্যত হইল অসি মস্তকে তাহার।
জোরাবর পদে, মন্ত্রী রাখি শিরস্ত্রাণ
মাগিল কাতরে "কর প্রাণ ভিক্ষা দান"।
জোবাবর রাজপুত মহৎ অন্তর,
শরণাগতের প্রাণ রক্ষে বীরবর।
সেলিম পাইয়ে প্রাণ সর্দ্দারের করে,
ঘোর প্রতিহিংসা তার জাগিল অন্তরে।
পত্নীপুত্রসহ রায় দীবো দুর্গে ছিল,
পাপিষ্ঠ সে দুর্গ মাঝে অগ্নি জ্বেলে দিল।
পত্নিসহ রায়সিংহ পুড়ে হয় শেষ,
পলাইল পুত্র তাঁর কষ্টেতে অশেষ,
অভয় ও ধনকুল রায়ের নন্দন
না পাইল ত্রাণ, পুনঃ সেলিম দুর্জ্জন
রামগড় দুর্গে রাখে অবরোধ করি,
সদাই করিছে চেষ্টা প্রাণ নিতে হরি।
পিতামহ মুলরাজ না করে বিধান,
জোরাবর সিংহ তাঁরে অনেক বুঝান।
প্রাণদাতা জোরাবরে করিতে নিধন
পাপী ষড়যন্ত্র এক করিল ভীষণ।
কায়স্থী নামেতে ছিল ভ্রাতা জোরাবরে,
পত্নীরে তাহার পাপী ধর্ম্ম-ভগ্নী করে।
সেলিম ভগ্নীরে বলে, "জিঞ্জিনালী-পতি
করিতে পতিরে তব, চাহ যদি সতি,
জোরাবর সিংহে আগে করহ নিধন।"
এত বলি বিষ তারে করিল অর্পন।
রাজাও মন্ত্রীর যেই রক্ষা করে প্রাণ,
মরিল সে জোরাবরে করি বিষদান।

ভট্টির প্রধান বল করিয়া হরণ
পাপিষ্ঠ ধরিল উগ্রমূর্ত্তি সুভীষণ।
কাহারে অসিতে কারে করি বিষদান
বধিতে লাগিল যত সর্দ্দার প্রধান।
এত রক্ত করে পান তৃপ্তি নাহি হয়,
নাশিতে রায়ের পুত্রে চাহে পাপাশয়
কায়স্থীরে এই কথা বলিল যখন
বলে সে "আমাতে তাহা হবে না কখন,
প্রভুর বংশের রক্ত করিবারে পাত,
যে চাহে আমার সেই অরাতি সাক্ষাৎ'।
কায়স্থীর কথা তার ফু'টে রহে মনে,
প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিছে গোপনে।
জানেনা পাপীর ইচ্ছা কায়স্থী কখন,
বিবাহ উৎসবে করে ভালোত্রে গমন।
দেশ মধ্যে কথা এক হইল প্রচার,
কায়স্থী পড়িবে আশু বিপদে দুর্ব্বার
পত্নী তাঁর শু'নে তাহা ভয়ে জড়সর
শরণ লইল ধর্ম্ম ভ্রাতার গোচর।
পাঁচ দিন দিল খাদ্য ভগ্নী ভাগিনায়,
ষষ্ঠ দিনে বলে ভৃত্য কর্কশ ভাষায়,
''পিতৃ পুরুষের সহ পতি আপনার,
বিরক্ত করিলে বৃথা কিবা ফল আর।"
নাহি জানে অভাগিনী ধর্ম্মভ্রাতা হায়,
করিয়াছে বহুদিন বিধবা তাহায়।
পতির মরণ বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
প্রতিশোধ দিতে নারী করিল মনন।
ভগ্নীরে সান্ত্বনা দিতে করি উপহাস
সেলিম পাঠায় এক অসি, তার পাশ।
কায়স্থীরে করি বধ মন্ত্রী দুরাচার,
বিষদানে নাশে শেষে রায়ের কুমার।
পতঙ্গ মরিবে ভয়ে, যেই জৈনগণ
দীপ নাহি জ্বালে, করে আধারে যাপন;

সে জৈন সেলিম, কীটে অতি দয়াবান,
অনেক ভিটার দীপ করিল নির্ব্বাণ।
শত্রুর অসিতে যত যশল সন্তান,
যশলের কাল হ'তে হারায়নি প্রাণ,
ততোধিক মন্ত্রিবর স্বরূপ-নন্দন
অকাতরে যমলোকে করিল প্রেরণ।
মুলরাজ সেলিমের হাতের পুতুল,
দেখেনা জ্বলিছে দেশ ভেসে যায় কুল।
কোম্পানীর সহ সন্ধি করে যত রাজা,
সেলিমের চক্রে মুল পাইতেছে সাজা।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে রাজা শেষে সন্ধি করে,[১]
সুখ না'পাইলে, মরে[২] দুই বর্ষ পরে।
তিন পুত্র সপ্ত নাতি জন্মিল রাজার,
সেলিমের করে হল বংশ রক্ষা ভার।
কারে নির্ব্বাসন, কারে করে বিষদান,
একমাত্র গজসিংহ পায় পরিত্রাণ।
রাজপৌত্র গজে মন্ত্রী দিল রাজ্যভার,
সুবিধা মতন রাজা করেছে তৈয়ার।
সেলিম প্রকৃত রাজা, গজের মতন
আলানে পড়িয়া গজ করে রোমন্থন।
মন্ত্রী দিলে খানা পায়, না দিলে শুখায়,
পরাইলে পরে বাস ঘুমালে ঘুমায়।
কোম্পানীর সহ সন্ধি হইলে বন্ধন
কিছু দিন রহে শান্ত সেলিম দুর্জ্জন।
পাপির কামনা ছিল, তার বংশধর
ভট্টির মন্ত্রীত্বে যেন থাকে নিরন্তর,

১—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সহিত মূলরাজের সন্ধি হয়।

২—১৮২০ খৃষ্টাব্দে মূলরাজের মৃত্যু হয়

ইংরাজের সন্ধিপত্রে সর্ত্ত লিখে নিবে,
বিধিমতে রক্ত তবে শুষিতে পারিবে।
চতুর ইংরাজ তার বুঝি মনোরথ
প্রার্থনা করিতে পুনঃ হলনা সম্মত।
তাহাতে সেলিমসিংহ বিক্রমে দুর্ব্বার
আপনার রুদ্র মূর্ত্তি ধরিল আবার।
কারো প্রাণ লয় কারে করে নির্ব্বাসন,
কাহারো সর্ব্বস্ব পাপী করিছে লুণ্ঠন।
স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সবে দেশ ছাড়ি ধায়,
ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি বন্ধ হ'ল হায়।
দেশের সমস্ত ধন এল তার ঘরে,
রাজার মুকুট মণি তাও নিল হ'রে।
দেশে হ'তে নিয়ে যেতে পুত্র পরিবার
লিখিছে ইংরাজ দূতে হাজার হাজার।
লিখে বটে, কেহ নাহি হয় অগ্রসর,
পাছে মরুভূমে বধে সেলিম পামর।
দেশের শাসন নাই কোম্পানীর হাত,
কি করিবে সহিতেছে ভীষণ উৎপাত।
সহৃদয় দূত ভাবি কলঙ্ক আপন,
কোম্পানীর কাছে লিখে সব বিবরণ।
না পারি সহিতে আর ঘোর অত্যাচার
প্রজাগণ নিল করে বিচারের ভার।
দুরন্ত সেলিম সিংহে করিয়া নিধন
দেশের বিষম ব্যাধি করেন হরণ।
সহৃদয় ইংরাজেরা হইল সহায়,
দেশেতে ফিরিল শান্তি উন্মাদিণী প্রায়
রাজবংশে যতদিন না জন্মে মুষল,
তত দিন থাকে রাজ্য ধন ধর্ম্ম বল।
ভারতে মৌষল পর্ব্ব সেই কথা কয়,
মুসলের করে যদুবংশ ধ্বংস হয়।

যশল্মীর কাণ্ড সম্পূর্ণ

বুন্দি-কাণ্ড।

অগ্নিকুলের উৎপত্তি বিবরণ।

চন্দ্র সূর্য্য আর যদুবংশ-বিবরণ
গত পঞ্চ কাণ্ডে সব করেছি বর্ণন।
বুন্দি আর কোটা কাণ্ডে অগ্নিকুল-কথা,
শ্রবণ করহ, হবে মঙ্গল সর্ব্বথা।
ছয়ত্রিশ রাজবংশে পূর্ণ রাজস্থান,
অগ্নিকুল তার মাঝে রয়েছে প্রধান।
কি রূপে হইল অগ্নিকুলের উদ্ভব,
তাহার বর্ণনা শুন সবিস্তারে সব।
নর্ম্মদা নদীর তীরে মাহিষ্মতী ধামে,
রাজত্ব করিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে।
জমদগ্নি মুনিবর জাতিতে ব্রাহ্মণ,
কার্ত্তবীর্য্য করে তাঁর মস্তক ছেদন।
তেজস্বী পরশুরাম তনয় তাঁহার,
ক্ষত্রিয়ের'পরে ক্রোধ জন্মিল দুর্ব্বার।
নিঃক্ষত্র করিতে ধরা ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ
এক বিংশ বার করে ক্ষত্রিয় নিধন।
ক্ষত্রিয় হইলে শূন্য দানব অসুর
চতুর্দ্দিকে অত্যাচার করিত প্রচুর।
ব্রাহ্মণ পারে না রাজ্য করিতে শাসন,
আপনার যাগ যজ্ঞ তপ অধ্যয়ন।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ-অস্ত্র বলে আর
মরে'না ডরে না দৈত্য দানব দুর্ব্বার।
কি করে ব্রাহ্মণগণ, ফাঁপরে পড়িল,
আপন দুর্ব্বুদ্ধি ভাবি অস্থির হইল।
অর্ব্বুদগিরির শিরে বহু তপোধন,
নিরাপদে জপ তপ করিত সাধন।
হয়েছে ক্ষত্রিয় শূন্য, দৈত্য ও দানব
আক্রমি অর্ব্বুদগিরি করে পরাভব।
বিপদ গণিয়া মনে বিষণ্ণ অন্তরে
ক্ষীরোদ সাগরে গেল শ্রীহরি-গোচরে।
বলিল ব্রাহ্মণগণ "বল ভগবান,
কি করি রক্ষিব দেশ, কিসে বাঁচে প্রাণ,।"
বলিলেন নারায়ণ "শুন ঋষিগণ,
অচিরে করহ সবে ক্ষত্রিয় সৃজন।"
হরির বচনে দ্বিজে দূর হল ভীতি,
দেবগণ সহ গেল অর্ব্বুদে ঝটিতি।
অগ্নিকুণ্ড করি তথা দেব-দ্বিজগণ,
ক্ষত্রিয় বাঁচাতে মন্ত্র করে উচ্চারণ।
তৃণের পুতুল ইন্দ্র করিয়া নির্ম্মাণ
অমৃতকুণ্ডের জলে করায় সিনান।
হোমকুণ্ড মাঝে তাহা করিলে ক্ষেপণ,
অপূর্ব্ব মূরতি এক দিল দরশন।
দক্ষিণ করেতে গদা মুখে 'মার মার',
দেবগণ নাম তার রাখিল 'প্রমার'।
ব্রহ্মা পুত্তলিকা এক করিলে ক্ষেপণ,
কুণ্ড হ'তে দিব্য মুর্ত্তি উঠিল তখন।

বেদ অসি দুই করে, যজ্ঞসূত্র গলে,
'শোলাঙ্কী' বলিয়ে নাম দিলেন সকলে।
তৃতীয়েতে রুদ্রদেব করিলে ক্ষেপণ
উঠে ধনুর্দ্ধর এক অসিত বরণ,
দেবগণ নাম তাঁর রাখে 'পুরীহর'।
চতুর্থে সৃজিল বিষ্ণু মূর্ত্তি মনোহর,—
চতুর্ভুজ ধরে, অস্ত্রে শস্ত্রে শোভা পায়,
'চৌহান' বলিয়া দেব নাম দিল তাঁয়।
এই চারি বংশধরে বলে 'অগ্নিকুল',
মহাবীর বলি খ্যাত বিক্রমে অতুল।
কেহ বলে এই সৃষ্টি কল্পনা কেবল,
সম্ভবে না নরে কভু হেন মন্ত্রবল।
আদিম নিবাসী কিম্বা বীর বংশ হ'তে
সংস্কৃত করিয়া ক্ষত্র করে বিধিমতে।
যে হোক্ সে হোক্ নাহি বিচারের কাজ,
অসম্ভব নাহি কিছু এই ধরা-মাঝ।
একটী নিখুঁত সত্য রয়েছে গোপনে,
চলেনা সংসার কভু ক্ষত্রিয় বিহনে।
রক্ষিতে সকল শক্তি চাহি বাহুবল,
বাহুবল মানবের প্রধান সম্বল।
দেব দ্বিজে মিলে সৃষ্টি করি বীরগণ,
রাজ্য দিল সবে, দৈত্য করিতে দমন।
আবুধারা উজ্জয়িনী দিলেন প্রমারে,
অনহলপুরপত্তন্ শোলাঙ্কীর করে।
পুরীহরে দৈত্যরণে করিতে প্রেরণ,
ভাগ্যদোষে হয় তাঁর চরণ স্খলন।
দ্বার-রক্ষকের পদ তাঁহারে অর্পিল,
সেইবীরে মরুভূমে নয় দেশ দিল।
মকাবতী নামে রাজ্য অর্পিল চৌহানে,
দ্বাপরেতে যারে গড়মণ্ডল বাখানে।
'শঞ্চের' 'কিয়ঞ্চমাতা' ও 'গাজনমাতা'
'আশাপূর্ণা' চারি কুলে আরাধ্যা দেবতা

চৌহান বংশের বিস্তৃতি।

চৌহান বংশের আদি ছিল অনহল,
অগ্নিপাল নাম তাঁর খ্যাত ভূমণ্ডল।
আপনার বাহুবলে সেই বীরবর
স্থাপন করিল রাজ্য দূর দূরান্তর।
মুলতান, ভদ্রগিরি, হস্তিনা, লাহোর,
কাবুল, নেপাল আদি, সুদূরে পেশোর।
চৌহান অজয়পাল ছাড়ি মকাবতী
অজয় মেরুতে আসে বীরদর্পে অতি।
তাড়াগড় দুর্গ তথা করিয়া নির্ম্মাণ,
'অজমীর' নাম রাজ্যে করিলা প্রদান।
বিখ্যাত মাণিকরায় অজয়ের নাতি,
এখনো রয়েছে যাঁর বহু বীর-খ্যাতি।
অজমীর রাজ্যে রাজা মাণিক যখন,
মহম্মদ নবধর্ম্ম করে প্রবর্ত্তন।
মল্লাগণ ধর্ম্ম তাঁর প্রচারে জগতে,
ফকির রোষণআলী আসেন ভারতে।
অজমীরে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল,
রাজার মাখন নিতে গোপেরে ছুঁইল।
দূর করি নবনীত ক্রোধে মহীপাল,
আলীর আঙ্গুল কাটে, ঠেকিল জঞ্জাল।
ইস্লাম-ভূপতি শুনি, দিতে প্রতিশোধ
ছদ্মবেশে পাঠাইয়া দিল বহু যোধ।
অশ্ব বিক্রেতার বেশ করিয়া ধারণ,
পার হয়ে সিন্ধুনদ আসে শত্রুগণ।
অজমীর দুর্গদ্বারে আসি অতর্কিতে,
অসি খুলে আক্রমণ করে চারিভিতে।
মাণিকের ভ্রাতা ছিল দুলারায় নাম,
প্রাণ দিল শত্রু সহ করিয়া সংগ্রাম।

১· —মা´ৰ [illegible] ৮৫ খৃষ্টাব্দে অজমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দুর্গ শিরে খেলে পরি রৌপ্য আভরণ
দুলার তনয় লোট, বধিল যবন।
চৌহান শিশুরে কভু সে অবধি আর
না দেয় পরিতে কেহ সেই অলঙ্কার।
পুত্রক দেবতারূপে লোট পূজা পায়,
পূজে রাজপুত-নারী পুত্র কামনায়।
অজমীর দুর্গ ছাড়ি মাণিক পলায়,
শরণ লইল কুলদেবতার পায়।
শাকম্ভরী দেবী তাঁর তপে তুষ্ট হয়,
বলিল মাণিকরায়ে "করিও না ভয়।
এই স্থান হ'তে অশ্বে চ'ড়ে যত ভূমি
আজিকার মধ্যে বাছা ঘু'রে আস তুমি,
তত দূর রাজ্য তব হইবে বিস্তার,
সাবধান, দেখিও না পাছে ফিরে আর।"
মাণিক ছুটায় অশ্ব দেবীর বচনে,
কিছু দূর এসে ফিরে দেখিল পেছনে।
লঙ্ঘিল দেবীর আজ্ঞা, দেবী অদর্শন,
পশ্চাতে লবণ-হ্রদ হয়েছে সৃজন!
মাণিক 'শম্ভর হ্রদ' নাম করি দান,
শাকম্ভরী মূর্ত্তি তথা করিল নির্ম্মাণ।
সংগ্রহ করিয়া বল বিক্রমী মাণিক,
আক্রমিল অজমীরে যবনে নির্ভীক।
দেশ হ'তে শত্রুগণে তাড়াইয়া দিল,
মাণিক বিশাল রাজ্য স্থাপন করিল।
মাণিকের বহুপুত্র, বীর্য্যবান সব,
তাহাতে অনেক বংশ হয়েছে উদ্ভব।
মাণিকের পরে হয় রাজা বহুজন,
হর্ষরাজ তার মাঝে সুবিখ্যাত হন।
আরাবলী গিরি হ'তে চর্ম্মণ্বতী তীর,
স্থাপিল বিশাল রাজ্য সেই মহাবীর।
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু হর্ষ বীরবর,
পঞ্চগ্রামে করিলেন সত্তর সমর।

বহু যুদ্ধে অসুরের করিয়া সংহার,
উপাধি হইল 'অরিমর্দ্দন' তাঁহার।
তার পর অজমীরে রাজা কুজগণ,
যবন শবক্তগীনে করিল দমন।
'সুলতান গ্রহ' খ্যাতি তাতে হয় তাঁর,
ভূটনের অবধি রাজ্য করিল বিস্তার।
পরেতে বীলনদেব চৌহান-ঈশ্বর,
ধর্ম্মগজ নামে খ্যাত হয় বীরবর।
গোগা নামে ছিল বীর মিহিরের পতি,
শতদ্রু নদীর তীরে করিত বসতি।
পুত্র-লাভ তরে গোগা দেবীরে পূজিল,
কুলদেবী তাঁরে দুই যব-বীজ দিল।
একটী রাণীরে, অন্য ঘোটকীরে তাঁর,
বহু আশা করি গোগা দিল খাইবার।
গোগার অনেক পুত্র জন্মে গুণধাম,
ঘোটকী প্রসবে অশ্ব 'যবদীয়া' নাম।
বীলনের সহ মিলি গোগা বীরবর,
মামুদ গজনী সহ করিল সমর;
যেমতি বীলন তথা গোগা বীরধন,
বীরতেজে রণে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
যবদীয়া অশ্ব মরে বীরেন্দ্র গোগার,
ষষ্টি ভ্রাতষ্পুত্র, পঁয়তাল্লিশ কুমার।
গোগার মরণ দিন পুণ্যতিথি বড়,
ছত্রিশ কুলের পূজা পায় বীরবর।
যুদ্ধ-অশ্বে 'যবদীয়া' নাম করি দান,
রাজপুত করে বীর গোগার সম্মান।
পশ্চাতে বিশালদেব হয় রাজ্যেশ্বর,
যবনের সহ করে অনেক সমর।
যত হিন্দুরাজা তাঁরে চক্রবর্ত্তী করে,
দাঁড়ায় অধীনে তাঁর যবন-সমরে।
বিশাল 'বিশালা' নামে খনে সরোবর,
সেলিম বেঁধেছে যথা হর্ম্ম্য মনোহর।

অনুরাজ নামে ছিল বিশাল-তনয়,
'অসি' দুর্গ পায় সেই বীর মহাশয়।
গোলকুণ্ডা পতি ছিল নাম রণধীর।
অনুরাজ-পুত্র ইষ্টপাল মহাবীর,
রণের বিরুদ্ধে রণ করিলে উদ্যোগ,
হেনকালে উপস্থিত ভীষণ দুর্যোগ।
গজনীবন্ধের বন হইতে অসুর
আক্রমিল দুইরাজ্য বিক্রমে প্রচুর।
রণধীর দিল প্রাণ করি ঘোর রণ,
মরিল জহরব্রতে নারী অগণন।
কন্যা সুরাবাঈ তাঁর ভয়ে আর দুঃখে,
পলাইয়া আসিলেন 'অসি' অভিমুখে।
ইষ্টপাল বাহুবলে দমিল দানব,
পলাইল শত্রুগণ ছাড়িয়া আহব।
শত্রুর পশ্চাতে ইষ্ট হইল ধাবিত,
রণশ্রান্ত হয়ে পথে হইল মূর্চ্ছিত।
অদূরে অশ্বত্থ মূলে সুরা অভাগিনী
যমালয়ে যেতে পথ খুজিছে দুঃখিনী।
হেনকালে তরু দ্বিধা বিভক্ত হইল,
তাহা হ'তে 'আশাপূর্ণা' দেবী বাহিরিল।
নমিয়া দেবীরপদে বলে সুরাবাঈ,
"মা আমার এ জগতে আর কেহ নাই।
পিতাও দ্বাদশ ভ্রাতা হয়েছে নিধন,
কোন্ সাধে বল আর রাখি এ জীবন?"
আশাপূর্ণা দিয়ে আশা বলে তার কাছে,
"ভয় নাই এস বৎসে মোর পাছে পাছে।"
কুমারীরে লয়ে ইষ্টপালের গোচর
হইলেন উপনীত কানন-ভিতর।
কহিলেন আশা "এই মূর্চ্ছিত কুমার,
তব পিতৃহন্তায় মা করেছে সংহার।
শুশ্রূষা করিয়া তার কর গ্লানি দূর,
ইষ্টসিদ্ধি তোর মাগো করিবে সে শুর"।

সুরার সেবায় সুস্থ হয়ে বীরবর,
সুরা সহ 'অসি' দুর্গে পশিল[১] সত্বর।
ইষ্টপাল হতে 'হার' বংশের উদ্ভব,
রাজস্থানে আছে যার অক্ষয় গৌরব।
ইষ্টপাল-পুত্র-চাঁদকর্ণ মহাবীর,
যার পুত্র ছিল খ্যাত হামীর গম্ভীর।
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সহ বীরদ্বয়
ঘোরীর বিরুদ্ধে করে যুদ্ধ অভিনয়।
হামীরের কালকর্ণ, কর্ণের তনয়
রাওবাচা, যার পুত্র রাওচাঁদ হয়।
আক্রমিল রাওচাঁদে রাহু আলাদিন,
হইল অসির দুর্গ সর্ব্ব শোভাহীন।
রণসিংহ নামে তাঁর শিশু একজন,
চিতোরে মাতুলালয়ে লইল শরণ।
রণসিংহ করি জয় দুর্গ ভীনসর,
ভীলে তাড়াইয়া রাজ্য স্থাপিল সুন্দর।
কঙ্কল কলুন তাঁর দুইটী নন্দন,
কলুনে ভীষণ ব্যাধি করে আক্রমণ।
কলুন নীরোগ হ'তে আশা করি মনে,
চলিল 'কেদারনাথ' তীর্থ দরশনে।
সাস্টাঙ্গে প্রণমি সর্ব্ব পথে পথে বীর,
যাইতে কেদারনাথ করিলেন স্থির।
সেইরূপে বিন্ধ্যগিরি পথেতে আসিল,
'বাণগঙ্গা' নদীমাঝে সিনান করিল।
পারেনা ভক্তের কষ্ট স'তে ভগবান,
যেইখানে ভক্তি তিনি তথা মূর্ত্তিমান।
দূর হয়ে গেল ব্যাধি বিধির কৃপায়,
যাইতে কেদারনাথে হইল না তাঁয়।
সাক্ষ্যাতে আসিয়া বর দিল বিশ্বেশ্বর
"হইবে তোমার রাজ্য সমস্ত পথর।"

১—১০২৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টপাল অসি দুর্গ প্রাপ্ত হয়।

পথর[১] গিহ্লোট-রাজ্য ছিল পূর্ব্বতন,
মীনগণ তাহা বলে করেন হরণ।
কলুনের পুত্র রাওবাঙ্গ মহাবল,
বিক্রমে পথরদেশ করিল দখল।
বৈমুদা নামেতে দুর্গ করিল স্থাপন,
পূর্ব্বদিকে ভিনসর রহিল শোভন।
বিজোল্লী মণ্ডলগড় বৈগু রত্নগড়
চোরৈটা দখল করে সেই বীরবর।
দ্বাদশ তনয় বাঙ্গ রাখি বিদ্যমান
বহুযশে স্বর্গধামে করিল প্রস্থান।

রাওদেওয়া

বীরত্ব।

রাজস্থান-পূর্ব্বভাগ 'হারাবতী' নাম,
শাসন করিত রাজ্য 'হার' গুণধাম।
বহিছে চম্বল নদ সেই রাজ্যমাঝে,
উত্তরেতে বুন্দি, কোটা দক্ষিণে বিরাজে।
বাঙ্গের মৃত্যুর পর তনয় তাঁহার
রাওদেওয়া, পাইলেন সেই রাজ্যভার।
সেকন্দরলোধী ছিল দিল্লীর সম্রাট,
নিমন্ত্রণ করি রাওয়ে নিল রাজপাট।
হাররাজে ছিল অশ্ব অতি বিচক্ষণ,
লোধীর পড়িল দৃষ্টি ঘোটকে শোভন।
ক্ষুব্ধ হয়ে রাও তাতে,* অনুচরগণে
পাঠাইয়া দিল আগে আপন ভবনে।
ভল্লহাতে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ি হাররাজ
লোধীর গোচরে যেয়ে বলে "মহারাজ,
চলিলাম রাজ্যে ফিরি, রাখিও স্মরণ,
অসি, অশ্ব, ভার্য্যা—তিনদ্রব্য কদাচন
চাহিও না কভু রাজপুতের গোচরে,
তিন ছাড়া যাহা চাও দেবে অকাতরে।"
এতবলি দ্রুতে অশ্ব চালাইয়া দিল,
মুহূর্ত্তের মাঝে হার অদৃশ্য হইল।
সম্রাট বিস্মিত হয়ে রহে হতজ্ঞান,
আর না পাইল কেহ তাহার সন্ধান।
বৈমুদা ভ্রাতার করে করিয়া অর্পণ,
বান্দুনালে দেওয়া হার করিল গমন।

রাওগাঙ্গ উপাখ্যান।

রাওগাঙ্গ নামে ছিল খীচী রাজপুত,
রামগড় দুর্গ গড়ে বিক্রমে অদ্ভুত।
দুর্গের চতুর দিকে হইয়া বাহির
আদায় করিত কর সেই মহাবীর।
গিরিরাজ্যে মীনগণ করিত বসতি,
গাঙ্গ করিতেন মীনে অশেষ দুর্গতি।
বান্দুনাল নামে ছিল মীনের নগর,
সামান্য কাঠের দুর্গ ছিল তদুপর।
ভল্লাঘাতে রাওগাঙ্গ করে ছারখার,
পারে না করিতে মীন আত্মরক্ষা আর।
শেষে করিলেন সন্ধি—প্রতি পূর্ণিমায়,
ঝুলায়ে রাখিবে চৌথ প্রাচীরের গায়।
রাওগাঙ্গ সুনিয়মে করিবে গ্রহণ,
দুর্গেতে প্রবেশ নাহি করিবে কখন।
এইরূপে গাঙ্গ কর করেন আদায়,
এক দিন রাওদেওয়া বিপদ ঠেকায়।
বান্দুনালে হাররাজ করিয়া গমন
প্রাচীর হইতে চৌথ করিল হরণ।
গাঙ্গ আসি নাহি দেখে প্রাচীরেতে থলী,
গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রোধে "কে হরিল"? বলি।

১—পথর=মধ্যভারতের সমগ্র উন্নত ভূমির নাম পথর।

আড়ালে বলিল দেওয়া "চিন, আমি হার"।
"এস হাড় ভাঙ্গি" গাঙ্গ গর্জ্জে বারম্বার।
অসি খু'লে দুইবীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ জুড়ে,
পরাজিত হয়ে গাঙ্গ স'রে যায় দূরে।
খীচীর পশ্চাতে হার করিল গমন
চম্বলের কূলে আসি মিলিল দুজন।
দেওয়ারে দেখিয়া পাছে, সভয় অন্তরে
অশ্ব সহ ঝাঁপে গাঙ্গ নদীর ভিতরে;
ডুবিয়া মরিল খীচী বুঝিলেন হার,
উদ্যোগ করিল রাজ্যে ফিরিতে তাহার।
হেনকালে নদীকূলে দেখে কুতূহলে,
অশ্বে চ'ড়ে শত্রু তাঁর যাইতেছে চ'লে।
বীরত্বে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসিলা হার,—
"ধন্য রাজপুত, বল কি নাম তোমার"।
"গাঙ্গ খীচী আমি," বীর করিল উত্তর।
"দেওয়া হার মোর নাম জেনো বীরবর,
আজি হতে বন্ধু তুমি হইলে আমার,
চম্বল হইল রাজ্য-সীমা দুজনার"।
এতব'লে দেওয়া হার করিল গমন,
রাওগাঙ্গ সহ করি বন্ধুত্ব স্থাপন।

বুন্দি প্রতিষ্ঠা।[১]

মীন হ'তে বান্দুনাল করিয়া গ্রহণ
দেওয়া করিলেন বুন্দি নগরী স্থাপন।
হারাবতী নাম তার করিয়া প্রদান
স্থাপন করিলা মহারাজ্য মহীয়ান।
মীনরাজ হার-কন্যা বিবাহ করিতে
প্রস্তাব করিলে, দেওয়া ক্রুদ্ধ হল চিতে।
সেই ক্রোধে মীন-কুল করিয়া নির্ম্মূল
স্থাপন করিলা তথা হার-প্রজাকুল।

১—১৩৪২ খৃষ্টাব্দে রাও দেওয়া বুন্দী-নগর স্থাপন করেন।

দেওয়ার সংগ্রামসিংহ কনিষ্ঠ নন্দন,
তাঁর করে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ
রাজ্য ছেড়ে চলে গেল অমরথুনায়,
বানপ্রস্থ ধর্ম্ম লয়ে রহিল তথায়।

রাও নাপুজী।

প্রতিশোধ।

রাও দেওয়া বাণপ্রস্থে করিলে প্রস্থান,
প্রজাগণ করি কুশ-পুত্তল নির্ম্মাণ,
যথা শাস্ত্র দাহ কার্য্য শেষ করি তার,
অর্পিল সংগ্রামসিংহে হার-রাজ্যভার।
নাপুজী জয়ৎসিংহ হরপাল নাম—
সংগ্রামের তিন পুত্র ছিল গুণধাম।
কিছু দিন রাজ্য করি সংগ্রাম মরিল,
বুন্দি-সিংহাসনে পুত্র নাপুজী বসিল।
শোলাঙ্কী রাজার বংশ খ্যাত রাজবারে,
নাপুজী করিল বিয়ে তাঁর দুহিতারে।
মর্ম্মর প্রস্তর এক অতি মনোহর,
শোলাঙ্কী রাজ্যেতে ছিল শ্বশুর-গোচর।
নাপুজী দেখিয়া তাহা কহিলা পত্নীরে,
শ্বশুর হইতে তাহা লইতে অচিরে।
জামাতার কথা শুনি শোলাঙ্কীর পতি,
কহিলেন সভাসদে ক্রুদ্ধ হয়ে অতি।
"হার-করে কন্যা দিয়ে করিয়াছি বেশ,
ভাবে বুঝি মহিষীরে নিয়ে যাবে শেষ।
এহেন জামাতা কভু মোর প্রিয় নহে"।
সত্বর ছাড়িয়া রাজ্য চ'লে যেতে কহে।
নাপুজী ভাবিয়া তাতে বহু অপমান,
শ্বশুরের রাজ্য ছাড়ি করিল প্রস্থান।
প্রতিশোধ দিতে করে পত্নীরে পীড়ন,
তাড়াইয়া দিল তারে করি জ্বালাতন।

শুনিয়া কন্যার কাছে এই ব্যবহার,
জন্মিল বিষম ক্রোধ শোলাঙ্কী রাজার।
আসিল 'কাজলী তিস' পর্ব্ব শুভক্ষণে,
ঘরে ঘরে পূজে ষষ্ঠী দেবীরে শ্রাবণে।
পুরুষ যেথায় থাক্, করি প্রাণপণ
ভার্য্যা সহ সেই দিন সম্মিলিত হন।
সর্দ্দার সামন্ত যত ছিল রাজপুরে,
চলে গেল নাপুজার রাজ্য ছাড়ি দূরে।
শোলাঙ্কী সুযোগ বুঝি, সেই পর্ব্ব-রাত,
গুপ্তে জামাতারে বধে করি ভল্লাঘাত।
পাপিষ্ঠ শ্বশুর এই পাপ কার্য্য ক'রে
ফিরিয়া যাইতে ছিল আপনার ঘরে।
চলিতে চলিতে পথে সামন্তের সনে
আপন বীরত্ব কথা বলিছে সঘনে।
সেই পুণ্য দিনে এক চৌহান সর্দ্দার,
অতি ক্ষুণ্ণ মনে আসে বাড়াতে তাহার।
ঘরে নাই পত্নী, গৃহ হয়েছে শ্মশান,
কে করিবে দুর্ভাগার পর্ব্ব অনুষ্ঠান।
বিষণ্ণ বদনে তাই বসি গিরিতলে,
আফিং সেবন করে, ভাসে অশ্রুজলে।
হেনকালে শোলাঙ্কীর শু'নে আলাপন,
বুঝিলেন সর্ব্বনাশ করেছে সাধন।
ধীরে ধীরে কোষ হ'তে খু'লে নিয়ে অসি,
রাজারে করিয়া লক্ষ্য রহিলেন বসি।
শোলাঙ্কী সম্মুখে এলে, ভীষণ আঘাতে
ছিন্ন বাহু করি তারে ফেলায় ধূলাতে।
ভয়েতে শোলাঙ্কী সৈন্য দূরে পলাইল,
ছিন্ন বাহু লয়ে বীর বুন্দিতে আসিল।

সহ মরণ।

জীবনে পতিরে যত ভাবুক গরল,
মরণে সতীর তিনি আশ্রয় কেবল।
অনুমৃতা হ'লে সতী ভাবে স্বর্গ-সুখ,
নিষ্ঠুরের পাছে যেতে নাহি ভাবে দুঃখ।
বুঝে সতী স্বরগের নির্ম্মল বাতাস,
সর্ব্ব গ্লানি হরি তার পূরাইবে আশ।
পতির নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
করিল শোলাঙ্কীসুতা চিতা আয়োজন।
বিলাপ করিয়া বহু উঠিতে চিতায়,
চৌহান সর্দ্দার সেই চিতা পাশে যায়।
বলিলেন ছিন্ন কর করিয়া অর্পণ,
"মাতঃ করিও না দুঃখ, করহ দর্শন"।
পিতার বলয় দেখি বুঝিলেন বালা,
পতিশোকে পিতৃশোকে বক্ষে বাড়ে জ্বালা
ভ্রাতারে লিখিলা পত্র দুঃখিনী তখন,
"যদি এ কলঙ্ক নাহি করহ মোচন,
'এক হেতো শোলাঙ্কার বংশ' চিরতরে
কলঙ্ক রহিবে ভ্রাতঃ জগত-ভিতরে"।
পাঠাইয়া পত্র সতী পশিল চিতায়,
পতিশোক পিতৃশোক দুই নিভে যায়।
পত্র-পাঠে ভ্রাতৃবর করে প্রাণপাত—
করিয়া পাষাণ স্তম্ভে মস্তক আঘাত।

রাও হামুজী।[1]

রাণা লক্ষের বুন্দি আক্রমণ।

আলাদিন ধ্বংস যবে করেন চিতোর,
অনেক সামন্ত ছিঁড়ে অধীনতা-ডোর।
মিবার-সামন্ত আগে হারারাজ ছিল,
সে সুযোগে নিজ রাজ্যে স্বাধীন হইল
মিবারের রাণা লক্ষ হইল যখন,
বিদ্রোহী সামন্তগণে করেন দমন।

১—১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে হামুজী রাজা হয়।

নাপুজীর মৃত্যুপরে হামুজী তনয়,
হারাবতী রাজপদে অভিষিক্ত হয়।
হামুজীরে রাণা করে চিতোরে আহ্বান,
হাররাজ করে তাঁরে সম্বাদ প্রদান।—
দশহরা হোলী পর্ব্বে উপহার দিবে,
রাণার নিকট হ'তে রাজটিকা নিবে।
সামন্তের মত সেবা দিতে অনুক্ষণ,
রাণা-পাশে হাররাজ সম্মত না হন।
ক্রুদ্ধ হয়ে রাণা লক্ষ কহিলেন "হার,
চিতোরের অধীনতা করহ স্বীকার।
নতুবা দেওয়ার বংশ রাজস্থান হ'তে
সমূলে করিব ধ্বংস বুঝ ভাল মতে।
বীর গর্ব্বে হাররাজ করিলা উত্তর
"সাধ্য মতে চেষ্টা তব কর নৃপবর।
হামুজী দেওয়ার বংশে লভিলে জনম,
অচিরে বুঝিবে তার কি আছে বিক্রম"।
হামুজীর বাক্যে রাণা বহু সৈন্য নিয়ে
শিবির স্থাপন করে নিমোচে আসিয়ে।
পঞ্চশত হারবীর পীতবস্ত্র পরি
সজ্জিত হইল রণে মৃত্যু-পণ করি।
নিশি দ্বিপ্রহর কালে ছাড়িয়া নগর
অলক্ষ্যে আক্রমি করে গিহেলাটে জর্জ্জর।
পারেনা হারের গতি প্রতিরোধ করে,
কেহ মৃত কেহ ভীত পলাইল ডরে।
নিশির আঁধারে রাণা করি পলায়ন,
কোন মতে আপনার বাঁচায় জীবন।

বুন্দি জয় ও রক্ষা।

মুষ্টিমেয় হার-করে লাজ পেয়ে ফিরে ঘরে
অপমান সহেনা রাণার,
প্রতিজ্ঞা করিলা শেষ "জয় বিনা বুন্দি দেশ
জল পান করিবনা আর"।
শুনিয়া সর্দ্দারগণ হইল বিস্মিত মন,
ত্রিশ ক্রোশ দূরে বুন্দি দেশ!
কিসে নিবে সেনাচয়, কেমনে করিবে জয়,
হারবীর বিক্রমী অশেষ।
অটল প্রতিজ্ঞা ক'রে বসিয়াছে নৃপবরে,
ভয়ে ভীত হইল যতেক,
সর্দ্দার মন্ত্রণা ক'রে প্রভু-পণ রক্ষাতরে
গড়িল কৃত্রিম বুন্দি এক।
কুম্ভবৈরসিংহ নাম হার বীর গুণধাম
রাণা-পাশে ছিল সেনাপতি,
মৃগয়া হইতে সাঝে ফিরিতে গৃহের মাঝে
দেখে ক্রীড়া বীর মহামতি।
ক্রোধেতে উন্মত্ত হয়ে বলে নিজ সেনাচয়ে
"একি খেলা খেলিছে মিবার!
বুন্দি বিদ্রুপের নয়, বীরের জননী হয়,
লাঞ্ছনা দেখিবে চক্ষে তার?
পলাইয়া বুন্দি হ'তে দিতে শোধ এই মতে
করিয়াছে গিহেলাট কৌশল?
হোক্ এই ছেলে খেলা, মাতৃনামে অবহেলা
কোন্ প্রাণে সহি রবে বল?
হোক্ এ কৃত্রিম দেশ, দেখাব বীরত্ব শেষ,
প্রাণপণে রক্ষিব বিশেষে;
এস এস ত্বরা করি দিবনা রাণারে মরি
ব্যঙ্গ বুন্দি লইতে অক্লেশে।"
বীরগণ এত ব'লে ক্রীড়া দুর্গে গেল চ'লে
অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত রহিল,
সসৈন্যে আসিয়া রাণা বুন্দিতে দিলেন হানা,
শত্রু গুলি ছুড়িতে লাগিল।
মরে রাজ সৈন্যগণ, সকলে বিস্মিত মন,
কে পশিল সেই দুর্গ তলে!
সন্ধানে জানিলা শেষে হারগণ বীরবেশে
বীরখেলা খেলে কুতুহলে।

রাণার প্রতিজ্ঞা ব'লে বলিলে সে হারদলে
বলে তারা "প্রতিজ্ঞা করেছি ;
মাতৃনাম নিয়ে খেলে দেখেনা বুন্দির ছেলে,
ভৃত্য হই, দেশ না বেচেছি।
রাণারে সম্বাদ বল, সমরে দেখায়ে বল,
একে একে করিয়া নিধন
নেক্ দুর্গ করতলে, যাই মোরা স্বর্গে চ'লে
প্রাণপণে করিয়া রক্ষণ"।
রাণা নিরুপায় হয়ে আক্রমিল সৈন্য লয়ে,
একে একে মরে সব হার,
লক্ষ পূর্ণ কৈল পণ, রক্ষে পণ হারগণ,
জলপান হইল রাণার।
জলপান হ'ল সার, গিহ্লোট চিনিল হার,
বুন্দি জয়ে সঙ্কল্প ত্যজিল,
বীরের শোণিত-ক্ষয় নিষ্ফল নাহিক হয়,
সার সত্য জগতে রহিল।

রাও বান্দু।

হামুজী ষোড়শবর্ষ করিয়া শাসন
দুই পুত্র রাখি স্বর্গে করিল গমন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরসিংহ পেয়ে সিংহাসন
পঞ্চদশ বর্ষ করে প্রজার পালন।
বীর, জবুদর, নীম তিন পুত্রবর
রাখি রাজা বীরসিংহ হয় লোকান্তর।
পিতার মরণে রাজা হইলেন বীর,
অর্দ্ধ শত বর্ষ রাজ্য ভোগে সেই ধীর।
রাও বান্দু, আকো, উদো সমর, অমর,
সন্দ, চন্দ, নামে তাঁর সপ্ত পুত্রবর।
পিতার মরণে বান্দু হাররাজ হয়,
দাতা নরপতি বলি খ্যাতি অতিশয়।
তাঁহার রাজত্ব-কালে দুর্ভিক্ষ হইল,
ভরণ পোষণে প্রজা সুরক্ষা করিল।
একদিন স্বপ্নযোগে দেখে হাররাজ,
কৃষ্ণ মহিষেতে চ'ড়ে আসে ধর্ম্মরাজ।
বীর বান্দু অস্ত্র লয়ে আক্রমিল কালে,
ছায়া মূর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে বলে হেনকালে।
"ধন্য বান্দু হার তুমি, এই পৃথিবীতে
সাহস করেনি কেহ মোরে আক্রমিতে।
তোমার অসিতে আমি হব না নিধন,
আমি মহাকাল, শুন আমার বচন।
দুর্ভিক্ষেতে রাজস্থান হবে ছারখার,
শস্য পূর্ণ করে রাখ ভাণ্ডার তোমার।
দান ক'রে প্রাণপণে প্রজা রক্ষা কর,
ধরাতে হইবে ধন্য তুমি নরবর।"
এত বলি মহাকাল অদৃশ্য হইল,
যত শস্য পায় বান্দু সংগ্রহ করিল।
এক বর্ষ দুই বর্ষ ক্রমে চ'লে যায়,
রাজস্থানে বারি বিন্দু নাহি পড়ে হায়।
ভীষণ দুর্ভিক্ষ [১] দেশে হয়ে উপস্থিত
সকল দেশের প্রজা করে জর্জ্জরিত।
যত রাজা ছিল তাঁর সাহায্য লইল,
প্রাণপণে বান্দু সবে প্রাণে বাঁচাইল।
উঠিল ভারত জু'ড়ে তাঁর যশোগান,
'লঙ্গরকা-গুগরি' খ্যাতি করে তাঁরে দান।
দান ক'রে বান্দু যেই পায় প্রতিফল,
শুনিলে তাহার কথা ঝরে অশ্রুজল।
সমর অমর নামে দুই ভ্রাতা তাঁর
রাজ্য-লোভে মুসলমান হ'ল দুরাচার।
যবন রাজার সৈন্য নিয়ে ভ্রাতাগণ
কেড়ে নিল বান্দুরাজ্য করি আক্রমণ।

১—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজস্থানে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে রাজা বান্দু যথেষ্ট সাহায্য করেন।

এক বিংশ বর্ষ রাজ্য শাসি মহাশয়
মান্দুটা পর্ব্বতে বান্দু লইল আশ্রয়।
নির্ব্বুধ ও নারায়ণ দুইটী নন্দন
রাখি হতভাগ্য স্বর্গে করিল গমন।

রাও নারায়ণ দাস।[১]

রাজ্যাভিষেক।

সমর অমর দুই বীরের নন্দন
রাজ্য-লোভে ধর্ম্মান্তর করিল গ্রহণ।
সমর অমরকাণ্ডী নাম নিল পরে,
একাদশ বর্ষ তারা বুন্দি ভোগ করে।
বান্দু পুত্র নারায়ণ নির্জ্জন কাননে
দুর্দ্দশার কোল-মাঝে বাড়ে অনুক্ষণে।
আপনার দুরবস্থা করিয়া দর্শন
হার-বীরগণে ডাকি বলে নারায়ণ।
"প্রতিজ্ঞা করেছি আমি শুন বন্ধুগণ,
পিতৃরাজ্য হেতু প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
উদ্ধার করিব বুন্দি,—মরি ক্ষতি নাই,
সহায় হইবে কিনা জানিবারে চাই"।
শুনিয়া বলিল সবে "দিব মোরা প্রাণ,
যবনের করে বুন্দি না করিব দান"।
হারের আশ্বাস পেয়ে নারায়ণদাস,
দর্শন করিতে লিখে পিতৃব্যের পাশ।
ভ্রাতুষ্পুত্রে রাজাগণ দিল অনুমতি,
নারায়ণ পিতৃরাজ্যে চলে হর্ষে অতি।
সামান্য সৈনিক মাত্র যায় তাঁর সনে,
বাহিরে রাখিয়া গেল রাজার ভবনে।
বীরমূর্ত্তি নারায়ণে করিয়া দর্শন
কাঁপিয়া উঠিল ভয়ে পিতৃব্যের মন।
আপনার পাপ কার্য্য মনেতে জাগিল,
ভয়ে গুপ্ত কক্ষে তারা লুকাতে চাহিল।
সমর স্তম্ভের ধারে লইলে শরণ,
এক অসিঘাতে তারে বধে নারায়ণ।
অমর পলায়ে যেতে করিল যোগাড়,
ভল্লে বিদ্ধ করি বীর করিল সংহার।
অমনি পশিয়া সৈন্য পুরীর মাঝারে,
করিল যবন শূন্য বধিয়া সবারে।
নারায়ণদাসে অর্পি বুন্দি-সিংহাসন,
অভিষেক করিলেন যত হারগণ।
বুন্দি উদ্ধারের কথা রাখিতে স্মরণ,
সমরের শোণিতাক্ত স্তম্ভে সুশোভন,
দশহরা পর্ব্বকালে আজো যত হার,
ভক্তিভরে করে দান পূজা উপহার।

নারায়ণের বীরকীর্ত্তি।

নারায়ণ রাজ্যভার করিয়া গ্রহণ
প্রজারে করেন তুষ্ট করি সুশাসন।
রাজবার-মাঝে তাঁর বহু খ্যাতি ছিল।
বীর ব'লে সর্ব্বদেশে ঘোষণা হইল।
রাণা রায়মল্লে মান্দুনগরে পাঠান,
আক্রমণ করি করে বহু অপমান।
রাও নারায়ণদাসে লইয়া শরণ
কহে রাণা করিবারে পাঠান দমন।
ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম বিপন্ন উদ্ধার,
নারায়ণ চলে সঙ্গে পঞ্চশত হার।
পথ শ্রমে শ্রান্ত হয়ে বসি নারায়ণ
অতি মাত্রা অহিফেন করিল সেবন।
নেশায় বিভোর হয়ে রাজা আছে প'ড়ে,
লালা ঝরে মাছি উড়ে বদন-বিবরে।

১—নারায়ণদাস ১৫০২ খৃষ্টাব্দে রাজা হয়।

তৈলকার নারী তাঁরে দেখি বৃক্ষতলে,
রাজারে করিয়া লক্ষ্য বলে কুতূহলে।—
"এই হার বিনে সেনা না থাকিলে আর,
কি গতি হইবে তবে জানিনা রাণার"।
নয়ন মুদিত বটে জ্ঞান আছে বীরে,
"কি বলিলি রাঁড় তুই" বলিয়া গম্ভীরে,
দাঁড়ায় সিংহের মত নারায়ণদাস,
তেলিনীর উড়ে প্রাণ, মনে হল ত্রাস।
"ভয় নাই, কি বলিলে বল পুনর্ব্বার,
বল শুনি কি উপায় করেছ রাণার"।
লৌহ দণ্ড ছিল এক রমণীর করে
টেনে নিল নারায়ণ গর্জ্জি ক্রোধভরে।
মুহূর্ত্তে সে ভীমদণ্ড করি চক্রাকার
পরায়ে নারীর গলে বলিলেন হার।
"হারের এ হার গলে করিবি ধারণ,
রাণারে উদ্ধার করি ফিরিব যখন
খুলিয়া আপন করে মুক্ত দিব তবে।
শুন রাঁড়, আর যদি কেহ এই ভবে
মুক্ত দিতে পারে তোরে খু'লে এই হার,
তাহাতে আপত্তি কিছু নাহিক আমার"।
এই শাস্তি তেলিনীরে করিয়া প্রদান,
মান্দু-অভিমুখে বীর করিল প্রস্থান।
অকস্মাৎ ভীম বেগে করি আক্রমণ,
মান্দুতে পাঠানগণে করিল দমন।
রণে মৈল কেহ, কেহ পলাইল ডরে,
অবরোধ ছে'ড়ে শত্রু দূরে গেল স'রে।
নাহি জানে রাণা, কবে নারায়ণদাস
উদ্ধার করিল মান্দু শত্রু করি নাশ।
প্রভাতে গিহেলাটগণ দেখিল জাগিয়া,
দ্বারেতে নাহিক শত্রু, গেছে পলাইয়া।
বিস্ময়ে ভাবিছে সবে, পায় না কারণ,
হেনকালে হারগণ দিল দরশন।

হারের অদ্ভুত বীর্য্য করিয়া দর্শন,
হইল গিহেলাটগণ আনন্দিত মন।
রাজপুত নারী শিরে পূর্ণ কুম্ভ ধরি
আগমনী গায়, পুষ্প বর্ষে শিরোপরি।
নারায়ণে সমাদরে করিল গ্রহণ,
সম্মান করিল রাণা করি আলিঙ্গন।
রাণার ভ্রাতার কন্যা কেতু গুণবতী,
রূপ গুণ হেরি তাঁর মুগ্ধ হ'ল অতি।
কেতুর মনের ভাব রাণা বুঝি মনে,
বিহিত সম্মানে কন্যা অর্পে নারায়ণে।
উপযুক্ত পুরস্কার পেয়ে নারায়ণ,
স্বরাজ্যে গমন করে আনন্দিত মন।
পথে তেলিনীর হার রাজা খুলে দিল,
মুক্ত করিবারে কারো সাধ্য না হইল।

নারায়ণের অহিফেন ত্যাগ।

আফিংএর মাত্রা রাজা এত বাড়াইল,
একবারে সাতপাই ওজনে চড়িল।
বিধাতা করিয়া এক কৌশল সৃজন,
করিল রাজার সেই কলঙ্ক মোচন।
নিশিতে আফিং রাজা সেবিয়া প্রচুর,
নখাঘাতে ছিন্ন অঙ্গ করিল কেতুর।
আপন বানর-বৃত্তি করিয়া দর্শন
লজ্জিত হইল প্রাতে রাজা নারায়ণ।
প্রস্ফুট কুসুম মোহে করেছে দলিত,
ঘৃণায় লজ্জায় খেদে হইল দুঃখিত।
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি রাজা কেতুর গোচরে,
বলে অহিফেন পাত্র অর্পি তার করে—
"আর অহিফেন নাহি করিব সেবন,
দূর কর এই পাত্র, দাও বিসর্জ্জন।

ক্ষমা কর প্রিয়তমে আমি অভাজন" ;
নারায়ণদাসে মুক্ত দিল নারায়ণ।
পারিলে বাঁধিতে মন পাপ যায় স'রে,
দৃঢ়চিত্ত যেই তারে বিধি কৃপা করে।
বত্রিশ বছর রাজ্য করিয়া শাসন,
নারায়ণ স্বর্গপুরে করিল গমন।

রাও সূর্য্যমল্ল।

ভগ্নীপতির সহিত বিবাদ।

সূর্য্যমল্ল নামে ছিল নারায়ণ-সুত,
বাপের মতন ছিল বহু গুণযুত।
সুজাবাঈ নামে সূর্য্যমল্ল-ভগ্নী ছিল,
মিবারের রাণা রত্ন বিবাহ করিল।
একদিন হাররাজ আফিং সেবিয়ে
চিতোরে রাণার পাশে পড়েন ঘুমিয়ে।
পুরবী সর্দ্দার এক তৃণ ল'য়ে করে,
কৌতুক করিয়ে দিল শ্রবণ-বিবরে।
বিরক্ত হইয়ে সূর্য্য জাগি অকস্মাৎ,
বধিল অসির পৃষ্ঠে করিয়া আঘাত।
সর্দ্দার-তনয় তাতে হয়ে ক্রোধবান,
প্রতিশোধ দিতে সূর্য্যে হল যত্নবান।
একে হারপতি, তাতে শ্যালক রাণার,
নাহি সাধ্য করে নিজে কোন প্রতীকার
রাণার সহিত দ্বন্দ্ব বাজায়ে কৌশলে,
স্থির করে প্রতিশোধ দিতে সূর্য্যমলে।
একদা যুবক বলে রাণারে গোপনে
"অন্তঃপুরে সূর্য্য কেন যায় ঘন ঘনে ?
কোন অভিসন্ধি তার রয়েছে অন্তরে,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মহারাজ রেখো তার'পরে"।

জন্মিল রাণার মনে সন্দেহ বিষম,
সূর্য্যের উপরে দৃষ্টি রাখে তীক্ষ্ণতম।
মহিষী শুনিয়া মনে বিরক্ত হইল,
ভ্রাতা ও ভর্ত্তারে এক নিমন্ত্রণ দিল।
সুজাবাঈ করে পরিবেশন স্বকরে
ভোজন হইলে শেষ বলে শ্লেষভরে।
"বাঘের মতন দাদা করেছে আহার,
বালকের মত যেন খাওয়াটী রাণার"।
কি হইল এ কথার পরিণাম ফল,
কে আছে শুনিলে নাহি ঝারে অশ্রুজল।

আহেরিয়া পর্ব্ব।

জানেনা সরলচিত্ত রাজা সূর্য্যমল,
রাণার অন্তরে গুপ্ত রয়েছে গরল।
আহেরিয়া পর্ব্ব দিনে মি'লে দুইজন,
মৃগয়াতে যায় ভাগ্য করিতে গণন।
নন্দতা গিরিতে গেল চম্বলের পার,
দুই রাজা মিলে সুখে করিছে শিকার।
সৈন্যেরা খেদায় পশু পশিয়া কাননে,
রাও রাণা থাকি দূরে দেখে হৃষ্ট মনে।
পাপাশয় রাণা বলে পুরবী কুমারে,
"উপযুক্ত অবসর বরাহ শিকারে"।
শুনিয়া রাণার কথা উন্মত্ত যুবক
হাররাজে ছাড়ে তীর হইয়া পুলক।
দৈবযোগে আসে শর, ভাবি সূর্য্যমল,
নিজ ধনুকের বলে করিল বিফল।
রতনের ধাই ভাই ছাড়িল আবার,
সূর্য্যের অন্তরে জন্মে সন্দেহ এবার।
হটাৎ আসিয়া রাণা খড়গাঘাত ক'রে
অশ্ব হ'তে ভূমিতলে ফেলে বুন্দিশ্বরে।

মূর্চ্ছিত হইয়া রাণা থাকি কতক্ষণ
গাত্র বস্ত্রে ক্ষত স্থান করিল বন্ধন।
রাণারে পলায়ে যে'তে দেখে বলে রাও
"কাপুরুষ সম কেন পলাইয়া যাও ?
যে কালি গিহ্লোট-কুলে করিলে অর্পণ,
জানিও জনমে তাহা হবেনা মোচন"।
রাণারে বলিল যুবা "শুন মহারাজ,
ভাল না হইবে, পূর্ণ না করিলে কাজ"।
সর্দ্দার-পুত্রের কথা শুনিয়া রতন,
আবার সূর্য্যেরে আসি করে আক্রমণ।
এক লম্ফে সূর্য্যমল্ল করিয়া গর্জ্জন,
সিংহ যথা ধরে মৃগ, ধরিল তেমন।
বক্ষেতে পাতিয়া জানু গলা টিপে ধরে,
বসাইয়া দিল অসি বুকের ভিতরে।
শত্রুরে করিয়া ক্রোধে প্রতিশোধ দান,
শবের উপরে সূর্য্য ত্যজিল পরাণ।

হার জননী।

বলিলেন দূত "জননি, মোদের
কপাল ভেঙ্গেছে আজ,—
বুন্দির সুরযে গ্রাসিয়াছে রাহু
নন্দতা-কানন মাঝ।
রত্ন কাপুরুষ ডুবায়ে পৌরুষ
মৃগয়া উৎসবে হায়,
সুধার সাগরে তুলেছে গরল,
বিষে প্রাণ যায় যায়"।
দূতের বচন শুনি জননীর
ফুলিয়া উঠিল বুক,
ঝরে স্তন্যধারা ফাটিছে ভূতল,
আরক্ত হইল মুখ।
"কি বলিলি দূত ? হার জননীর
স্তন্য যে করে পান,
সে সন্তান যাবে একা যমালয়ে ?
কিছুতে বুঝেনা প্রাণ!"
শুনি মা'র কথা উত্তরিল দূত
"জননি করোনা দুঃখ,
রত্ন-শবোপরে সুরয তোমার
লভিছে বিরাম সুখ"।
এতক্ষণে মা'র থামে স্তন্যধারা,
শান্তি পাইল প্রাণ,
বলিল গর্ব্বে "গর্ভে আমার
কলঙ্ক করেনি দান"।

সতীর অভিশাপ।

যেই বনে মৃগয়ার সুখ কোলাহল,
উঠিল জ্বলিয়া তথা প্রচণ্ড অনল।
মিবার বুন্দির দুই রাণী অনাথিনী
আসিল মৃগয়া-ক্ষেত্রে হয়ে উন্মাদিনী।
অভিশাপ দিল সতী "যদি কোন দিন,
মৃগয়াতে আসে রাও রাণা মতিহীন,
হেন দুর্ঘটন সদা হইবে ঘটন,
সতী যদি হই শাপ হবেনা খণ্ডন।"
এত বলি দুই সতী পতি-পদতলে
প্রবেশে চিতার মাঝে প্রচণ্ড অনলে।
সে অবধি রাও রাণা আহেরিয়া কালে
যায়না শিকারে কভু পড়িতে জঞ্জালে।
সতীদের অভিশাপ অবহেলা ক'রে
যে গিয়েছে, এই দশা ঘটিয়াছে পরে।
যেই স্থানে করে সতী প্রাণ বিসর্জ্জন,
এখনো রয়েছে চৈত্য অতি সুশোভন।

রাও অর্জ্জুন।

মরিলেন সূর্য্যমল্ল রতনের করে,
বুন্দির যতেক প্রজা হাহাকার করে।
রাজা হয় নির্ব্বুধের তনয় অর্জ্জুন,
রাজগুণে ক্ষত্রগুণে ছিলেন নিপুণ।
পার্থ অর্জ্জুনের মত বীরত্বে প্রধান,
মহৎ অন্তর ছিল বহু গুণবান।
অর্জ্জুন বুন্দির রাজ্য শাসেন যখন,
রাজস্থানে হয় এক প্রলয় ঘটন।
মালবেশ বাহাদুর বিক্রমে দুর্ব্বার,
বহুসৈন্য সঙ্গে করি আক্রমে মিবার।
রাণা ও সর্দ্দারে দ্বন্দ্ব ছিল পরস্পরে,
সে হেতু চিতোর অতি দুর্ব্বিপাকে পড়ে।
রাণা রত্ন বুন্দিরাজে বধে অকারণ,
হারে ও গিহ্লোটে ছিল বিবাদ ভীষণ।
ঘরে ঘরে শত্রু হোক্, কিন্তু যদি পর
গ্রাসিবারে দেশ-ধর্ম্ম হয় অগ্রসর,
নাহি থাকে ভ্রাতৃহিংসা মহৎ অন্তরে,
আপন বিপদ ব'লে সদা মনে করে।
রাজপুত হৃদয়ের মাহাত্ম্য অতুল,
কোন গুণে তারা নাহি ছিল অপ্রতুল।
পঞ্চশত হার সহ অর্জ্জুন সুজন
'হর হর' রবে করে চিতোরে গমন।
দুর্গ রক্ষাতরে তারা করে প্রাণপণ
একে একে রণে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
বারুদ অনলে বীকাগিরি দীর্ণ হয়,
অর্জ্জুন তাহার মাঝে দাঁড়ায় নির্ভয়।
উদ্যত করিয়া অসি ত্যজিল জীবন,
শত্রু মিত্র সবে হেরে বিস্মিত নয়ন।

রাও শূরজন।

রত্নাম্বরলাভ।

চিতোরের তরে মরে অর্জ্জুন সুজন,
সিংহাসনে বসে তাঁর পুত্র শূরজন।
নিম্নতম শাখা কুলে হার নৃপতির,
সাবন্ত নামেতে এক জন্মে মহাবীর।
আফগান সহ সন্ধি করিয়া বন্ধন
রত্নাম্বর দুর্গ তিনি করেন গ্রহণ।
রাজ্যের কল্যাণতরে সাবন্ত সুমতি
শূরজনে দিল দুর্গ হর্ষ হয়ে অতি।
হাররাজ মিবারের থাকিয়া অধীন,
করিবেন সেই দুর্গ ভোগ চিরদিন।
এই সর্ত্তে দুর্গরাজ অর্পিল রাজায়,
রাজ্যের সম্পত্তি তাতে বহু বেড়ে যায়

মোগলগ্রাস।

পিতা যার দিলপ্রাণ দেশরক্ষাতরে,
পুত্র তার দিল রাজ্য যবনের করে।
স্বাধীনতা-হারা হার হয় কোন্ মতে,
তাহার বর্ণনা কিছু শুন ভালমতে।
রত্নাম্বর নামে হয় আক্‌বর পাগল,
আক্রমিল সেই দুর্গ নিয়ে সৈন্যবল।
অবরোধ করি দুর্গ রহে কিছু কাল,
পারেনা করিতে জয়, ঠেকিল জঞ্জাল।
সুবিখ্যাত মানসিংহ অম্বরের পতি,
আক্‌বরের সহ আসে হয়ে সেনাপতি।
প্রতিজ্ঞা করেছে মান, রাও শূরজনে
আনিবে নিজের মত মোগল শাসনে।
বলে না পারিয়া মান ছল কৈল শেষ,
রাজারে দেখিতে করে দুর্গেতে প্রবেশ।

চোপ্‌দারের বেশ পরি মোগল-ঈশ্বর,
মানের সহিত যায় দুর্গের ভিতর।
দুর্গমাঝে ব'সে সবে করে আলাপন,
রাজার পিতৃব্য চিনে আক্‌বরে তখন।
সম্রাটের দণ্ড তিনি করিয়া গ্রহণ
সসম্মানে দিল দুর্গপতির আসন।
চতুর আক্‌বরসাহ কহিল ত্বরিত,
"রাও শূরজন বল কি হবে বিহিত" ?
উত্তর করিল মান "কি হইবে আর ?
এখনি সম্বন্ধ ত্যাগ করুন রাণার।
ছাড় রত্নাম্বর, হও মোগল-অধীন,
সুউচ্চ সম্মানে সুখে থাক চিরদিন"।
শুনিয়া মানের কথা, মোগল ভূপতি
ধরিলেন আপনার মোহন মূরতি।
বলিল আক্‌বরসাহ "শুন শূরজন,
বায়ান্ন নগর তোমা করিনু অর্পণ।
যোগায়ে সামন্ত সেনা সে দেশ ভোগিবে,
জমা খর্চ্চ তার কিছু দিতে না হইবে।
আর কি প্রার্থনা তব বল মহাত্মন্‌
সাধ্যমত সব আমি করিব পূরণ।"
কার সাধ্য সেই মোহ করে পরিহার ?
কোথায় পলাবে ? জালে পড়েছে শিকার
অমনি অম্বর-পতি সেই দুর্গস্থলে,
এই সর্ত্তে সন্ধিপত্র লিখে কুতূহলে।
"বুন্দি নাহি দিবে কন্যা মোগলের করে,
বুন্দিরাণী যাইবেনা নৌরোজ বাসরে।
যাবে না আটক-পারে বুন্দি রাজগণ,
বুন্দিরাজ্যে মুণ্ডকর হবেনা স্থাপন।
হাররাজ না করিবে সভায় প্রণতি,
বুন্দি হবে তাঁর, দিল্লী সম্রাটে যেমতি।
হিন্দু দেবালয়ে নাহি হবে অপমান,
বারাণসীধামে রাজা পাইবেন স্থান,
রবে না দাসত্ব চিহ্ন বুন্দি-অশ্ব-গায়,
নাগরা বাজায়ে যাবে লাল দরজায়।
সশস্ত্রে দেওয়ান খাসে পশিতে পারিবে,
হিন্দু সেনানীর নাহি অধীন রহিবে"।
রাজর্ষি প্রতাপ বিনে, হেন প্রলোভনে
কে আছে হবেনা মুগ্ধ রাজপুতগণে ?

দুর্গ আধিকার।

শুনিয়া সাবন্তসিংহ বলিল ঘৃণায়—
"কা'র দুর্গ কেবা দান ক'রে দিল কা'য়!
ছি ছি শূরজন তুমি বংশে দিলে কালি,
ধিক্‌রে তোমার সেই প্রসাদের ডালি।
স্বাধীনতা হ'তে কোন্‌ রত্ন মূল্যবান ?
কোন্‌ লোভে শির পেতে নিলে অপমান ?
আপনি মজিলে তুমি, মজালে রাণায়,
না চাহিলে এক বার কারো মুখে হায়।
প্রাণ যাক্‌ দুর্গ নাহি করিব অর্পণ।"
এতবলি স্মৃতি-স্তম্ভ গড়িল তখন।
লিখিলা স্তম্ভের শিরে "জন্মি হারকুলে,
এই দুর্গে উঠে যদি কেহ কভু ভুলে,
উঠিয়া, থাকিতে প্রাণ করে পরিহার,
চির অভিশপ্ত বংশ হইবে তাহার।"
নির্ম্মাণ করিয়া স্তম্ভ ভেরী বাজাইল,
রণসজ্জা করি সৈন্য বিক্রমে ছুটিল।
আক্রমি যবনগণে সাবন্ত প্রধান
যবনের করে দিল আপনার প্রাণ।
সাবন্তের রক্তে দুর্গ পবিত্র হইল,
আক্‌বর বিজয়ী হয়ে দুর্গে প্রবেশিল।

শূরজনের শেষকাল।

শূরজনে হয়ে তুষ্ট মোগল-ঈশ্বর,
গণ্ড জয়ে করে আজ্ঞা তাঁহার উপর।





গণ্ডরাজ্য গণ্ডবান করিয়া গ্রহণ
করে 'শূরজন পেলি' তোরণ স্থাপন।
রাওরাজা[১] উপাধি করিয়া তাঁরে দান
আক্‌বর করিল শূরে বিশেষ সম্মান।
হাররাজে বারাণসী চুণারাদি যত,
সপ্ত জনপদ দিল করি করগত।
চৌরাশী মন্দির রম্য বিংশ স্নানাগার
স্থাপিলেন শূরজন শোভার আধার।
সুপবিত্র কাশীধামে পুণ্য গঙ্গাজলে
বিসর্জ্জন করি দেহ স্বর্গে গেল চ'লে।
ভোজ, দুদা, রাওমল্ল, পুত্র তিনজন,
জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজ পায় পিতৃসিংহাসন।

রাওভোজ।

গুর্জ্জর জয়।

গুর্জ্জর করিতে জয় মোগল ভূপতি
পাঠাইলা রাও ভোজে করি সেনাপতি।
বহু যুদ্ধ রাও ভোজ করিলেন জয়,
শত্রু সেনাপতি তাঁর করে হ'ল ক্ষয়।
সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে কহিলেন তাঁয়,
"কোন্ পুরস্কার চাও বলহ আমায়"।
ভোজ বলে "প্রভু দয়া হইলে তোমার,
প্রতিবর্ষ বর্ষাকালে স্বরাজ্য আমার
পারি যেন একবার করিতে দর্শন,
অন্য ভিক্ষা নাহি কিছু করিতে পূরণ"।
সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে করে অনুমতি,
ভোজরাজ তাতে তুষ্ট হইলেন অতি।

১—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আক্‌বর শূরজনকে 'রাওরাজ' উপাধি দান করেন।

ভোজবুরুজ নির্ম্মাণ।

আক্‌বরে একাধিপতি করিতে ভারতে,
বহু রক্ত করে দান হিন্দু নানামতে।
সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল হারবীরগণ,
বহু কষ্ট সহ্য তারা করে সে কারণ।
করিবারে আহামদ নগর বিজয়,
আক্‌বর মোগল সৈন্য করে বহু ক্ষয়।
মোগলের বহু বীর সহ যুবরাজ,
চাঁদ সুলতানীর করে পায় বহু লাজ।
বীরাঙ্গনা সেই নারী অমিত বিক্রম,
সম্রাট হইল ভীত হেরি পরাক্রম।
অবশেষে রাওভোজে করি সেনাপতি,
পাঠাইলা নারী-যুদ্ধে মোগলের পতি।
সুল্‌তানী রমণী নহে, চণ্ডিকা আপনি,
তাঁহার প্রচণ্ড তেজে কাঁপিছে ধরণী।
যুঝিতে যুঝিতে গোলাগুলি হলে শেষ,
অলঙ্কারে করি গুলি যুঝিলা বিশেষ।
ভুজবলে ভোজরাও লইল নগর,
বিনাশিল নারীসৈন্য করিয়া সমর।
সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে মাতঙ্গ আপন,
বিহিত সম্মানে ভোজে করিল অর্পণ।
ভোজের স্মরণ চিহ্ন করিলা নির্ম্মাণ,
সুরম্য প্রাসাদ "ভোজ বুরুজ" প্রধান।

আক্‌বরের সহিত ভোজের দ্বন্দ্ব।

সম্রাট মহিষী যোধাবাঈ যবে মরে,
ঘোষণা হইল যত রাজ্যের ভিতরে।
'সমস্ত সামন্ত সৈন্য কি হিন্দু যবন,
শোকচিহ্ন ধর, শ্মশ্রু করহ মুণ্ডন।"
শিবিরে শিবিরে যত ঘুরে ক্ষৌরকার
কেশ শ্মশ্রু কাটে সুখে নোয়াইয়া ঘাড়।

ভোজের শিবিরে গেল নাপিত যখন,
করিল চপেটাঘাতে বিদায় তখন।
নানাবর্ণে নানাছন্দে রঞ্জিত করিয়া
রাজকর্ম্মচারী বলে সম্রাটে আসিয়া।
"জাঁহাপনা, ভোজ রাও দুরন্ত এমন,
গর্ব্বভরে রাজ-আজ্ঞা করেছে লঙ্ঘন।
না করিল প্রভু তব উচিত সম্মান,
স্বর্গীয় রাণীর কৈল ঘোর অপমান"।
রোষেতে আক্‌বরসাহ জ্বলিল ভীষণ,
ভোজ-উপকার যত হ'ল বিস্মরণ।
অমনি করিলা আজ্ঞা "বুন্দির ঈশ্বরে,
হস্ত পদ বেঁধে শ্মশ্রু মুড়াও সত্বরে।"
সম্রাটের সেই আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ
অগ্নিসম ভোজরাজ জ্বলিল তখন।
অমনি খুলিয়া অসি হার-সৈন্যগণ,
শিবিরে মোগল-সৈন্যে করে আক্রমণ।
হারের হেরিয়া ক্রোধ ভয়েতে মোগোল
পলাইছে চতুর্দ্দিকে করি গণ্ডগোল।
কেহ বা হতেছে হত, কেহ বা আহত,
আক্‌বর দেখিল কাণ্ড হয়ে মর্ম্মাহত।
কিরূপে হারের ক্রোধ উপসম করে,
পায় না উপায় পাৎসা ভাবিয়া অন্তরে।
আপন অন্যায় আজ্ঞা বুঝিয়া সম্রাট,
শিবিরে চলিয়া আসে ছাড়ি রাজপাট।
মাতঙ্গ হইতে পশি শিবির ভিতরে
প্রবোধ বচনে বলে কীর্ত্তি গান করে।
ভোজ-ক্রোধ কোন মতে হয় না দমন,
কহিলেন সম্রাটেরে ক্রোধান্ধ নয়ন।
"এহেন শূকর-ভোজী তোমার সমান,
উপযুক্ত নহে কভু পাইতে সম্মান।
না বু'ঝে জনক মম, বৃথা সন্ধি ক'রে
গ্রহণ করেছে তোমা সম্মানে সাদরে"।
শুনিয়া ভোজের কথা হাসিয়া আক্‌বর,
আলিঙ্গন করিলেন সহ বুন্দীশ্বর।
ভোজেরে লইয়া সঙ্গে ফিরিলেন ঘরে,
বহু কথা বলি তাঁর ক্রোধ শান্ত করে।
কিছু দিন পরে তার সম্রাট মরিল,
ভোজরাজ নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিল।
বুন্দির প্রাসাদে ভোজ ত্যজে কলেবর,
তিন পুত্র ছিল, রত্ন হয় রাজ্যেশ্বর।

রাও রতন।

রতনের ন্যায়বিচার।

রতন ভোজের পর পেয়ে সিংহাসন
বহু গুণে করিলেন প্রকৃতি রঞ্জন।
স্বরাজ্যে গোহত্যা তিনি করেন বারণ,
বাহুবলে হিন্দুধর্ম্ম করেন রক্ষণ।
রতন পিতার মত বীরত্বে প্রধান
পরম ধার্ম্মিক ছিল অতি ন্যায়বান।
রতনের চারি পুত্র—হরি, জগন্নাথ,
বীরশ্রেষ্ঠ মধুসিংহ, আর গোপীনাথ।
পুত্র মধ্যে গোপীনাথ পাপমতি ছিল,
বিপ্র-পত্নী সহ গুপ্ত প্রণয় জন্মিল।
প্রণয়িনী পাশে গোপী করিত গমন,
নিশিতে প্রাচীর তার করিয়া লঙ্ঘন।
গোপীরে কপাটবদ্ধ করি দ্বিজবর
রাজার সভায় আসি বলে যোড়কর ;—
"মহারাজ, চোর এক প্রবেশিয়া ঘরে
মর্য্যাদা হরিতেছিল, রাখিয়াছি ধরে'।
কি দণ্ড তাহার হবে করহ আদেশ ;"
'মৃত্যুদণ্ড' বলি আজ্ঞা করিলা নরেশ।
ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোধে ফিরি নিজ দ্বারে
মস্তক করিয়া চূর্ণ মুগদর প্রহারে,

রাজ-তনয়ের দেহ রাস্তার উপর
নিক্ষেপ করিল গর্ব্বে নির্ভয় অন্তর।
কুমারের শব হেরি নাগরিকগণ
রাজার গোচরে আসি করে নিবেদন; —
"কোন্ নরাধম দস্যু বধিয়া কুমারে
ফেলিয়া দিয়েছে প্রভু পথের মাঝারে"।
শোকার্ত্ত হইয়া রাজা করিলা আদেশ,
তদন্ত করিতে তার করিয়া বিশেষ।
বলিলে রাজারে পুত্র-মৃত্যু-বিবরণ
উত্তর করিল তবে নৃপতি রতন।
"রাজার তনয় বটে, দণ্ডও রাজার,
"হয়েছে উচিত শাস্তি, কিবা দুঃখ তার"

রতনের সম্মান লাভ।

খুরম সেলিম-পুত্র রাজ্যলোভ ক'রে
রাজ্যচ্যুত করিবারে চাহে পিতৃবরে।
খুরমে বাসিত ভাল রাজপুতগণ,
সম্রাট-বিপক্ষে অস্ত্র করিল ধারণ।
বৃদ্ধ জাহাঙ্গীর নিল রতনে শরণ,
পাঠাইল তাঁরে পুত্রে করিতে দমন।
বুরহানপুরে যুদ্ধ [১] বাজিল ভীষণ,
খুরম পরাস্ত হয়ে করে পলায়ন।
সেই যুদ্ধ কথা আমি কি বলিব আর,
করিয়াছে ভট্টকবি বর্ণনা তাহার।
"সরওয়ার ফুটা, জল বহা,
আব কেয়া কর যতন?
যাতা গড় জাহাঙ্গীর কা
রাখা রাও রতন।"

অর্থ—

"সাগরের কূল ভেঙ্গে সম্রাটের ঘর
ভেসে যেতে রক্ষা করে রত্ন বীরবর।"

১—১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়।

বুরহানপুর রত্নে করিয়া অর্পণ
সম্রাট তাহার সঙ্গে দিল বহু ধন।
স্থাপিয়া রতনপুর আপনার নামে
বুরহানপুরে, কীর্ত্তি রাখে ধরাধামে।
উজীর দেরায়ু খাঁ দুষ্ট দুরাচার
মিবারেতে দস্যুরূপে করে অত্যাচার।
মিবার-ঈশ্বর কিম্বা মোগল-সম্রাট
পারে না দমিতে তারে ঠেকিল বিভ্রাট।
পাঠাইল জাহাঙ্গীর বীরেন্দ্র রতনে,
পামর দস্যুরে রাজা পরাজিল রণে।
দেরায়ুর হস্ত পদ করিয়া বন্ধন
সম্রাট সভায় রত্ন করে আনয়ন।
সন্তুষ্ট হইয়ে পাৎসা বুন্দি-নৃপবরে
এক দল নহবৎ দিল প্রীতিভরে।
পীত ও লোহিত দুই পতাকা সুন্দর
পুরস্কার দিল বীরে করি সমাদর।
যুবরাজ মধুসিংহ রতনের সনে,
বীরত্ব দেখায় বহু খুরমের রণে।
অর্পণ করিয়া কোটা নগর তাঁহারে,
সম্মান করিল পাৎসা যোগ্য উপহারে।
সে হইতে হারাবতী হয় দুই ভাগ,—
বুন্দি আর কোটা রাজ্য সে দুই বিভাগ।
হরিজী তৃতীয় পুত্র পাইল গুগর,
জগন্নাথে নাহি ছিল কোন বংশধর।
যুদ্ধেতে বীরের মত বীরেন্দ্র রতন
স্বর্গে যায় নিজ প্রাণ করি বিসর্জ্জন।

রাও চত্ত্বরশাল।

বসিল চত্ত্বরশাল বুন্দি-সিংহাসনে,
গোপীর তনয় বীর বিখ্যাত ভুবনে

চম্বরের বীরপণা হেরি সাজিহান
দাক্ষিণাত্যে রণক্ষেত্রে তাঁহারে পাঠান।
সমর-কৌশল তাঁর মোগলের পতি
হেরিয়া চম্বরে তুষ্ট হইলেন অতি।
সম্রাটের পুত্রগণ রাজ্য-লাভ তরে
পদচ্যুত করিবারে ষড়যন্ত্র করে।
বুঝিলেন সাজিহান চম্বর বিহনে
গতি নাই তাঁর আর সাম্রাজ্য রক্ষণে।
রাজধানী শাসনের ভার করি দান
সম্রাট চম্বরে করে বিশেষ সম্মান।
দক্ষিণে চম্বরশাল থাকিত যখন,
আরঙ্গ পিতার মৃত্যু করিল ঘোষণ।
দশ দিন রাজকার্য্য করে না কুমার,
বাক্যালাপ একবারে করে পরিহার।
আরঙ্গের বাক্যে সব করিল বিশ্বাস,
বহিল শিবির মাঝে সন্তপ্ত নিশ্বাস।
দারাশিকো ছিল শুধু রাজধানী-মাঝে,
অন্য ভ্রাতাগণ ছিল নিজ নিজ কাজে।
বঙ্গদেশ হ'তে সুজা সিংহাসন নিতে,
বহু সৈন্য সঙ্গে করি ছুটিল দিল্লীতে।
আরংজেব মোরাদেরে লিখিল কপটে,
"সৈন্য লয়ে এস ভ্রাতঃ আমার নিকটে।
দরবেশ হয়েছি, নাহি বিষয়বাসনা,
নিভৃতে করিব বাস করেছি কামনা।
কাফের হয়েছে দারা, সুজা সে নাস্তিক,
যোগ্য পাত্র একমাত্র তুমি প্রাণাধিক।
সিংহাসন শূন্য হল আসহ সত্বরে,
চলে যাই রাজপাট অর্পি তব করে।"
আরঙ্গের ষড়যন্ত্র হইলে প্রকাশ
বুঝিল তাহার সবে হৃদয়ের আশ।
বৃদ্ধ সম্রাটের মন কেঁপে উঠে ডরে,
লিখিলেন দাক্ষিণাত্যে গোপনে চম্বরে।

"অচিরে আমার কাছে হও উপস্থিত,
তুমি মম প্রিয়তম বন্ধু গুণান্বিত।"
পত্র পাঠে হার-রাজ চঞ্চল অন্তরে
আসিতে উদ্যোগ করে সম্রাট-গোচরে।
কূটবুদ্ধি আরংজেব বুঝিয়া সকল
বলিল চম্বরে "কেন এতই বিকল?
অপেক্ষা হেথায় কিছু কর বুন্দি-রাজ,
আমিও যাইব সঙ্গে, না করিব ব্যাজ।"
কহিলা চম্বরশাল "প্রভুর আদেশ,
কেমনে লঙ্ঘিব আমি বুঝহ বিশেষ।"
ক্রোধে আরংজেব বলে "মানি না সে কথা,
মম আজ্ঞা লঙ্ঘি যেতে পারিবে না তথা।"
এত বলি আরংজেব বহু যত্ন করে
অবরোধ করিবারে বিক্রমী চম্বরে।
চতুর চম্বরশাল বহু সৈন্য নিয়ে,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাঁরে আসিল ছুটিয়ে।
আরঙ্গ করিল চেষ্টা প্রকাশ্যে এবার,
সিংহাসন হস্তগত করিতে পিতার।
মনেতে ভাবিল দুষ্ট, থাকে ভ্রাতাগণ,
পারিবে না নিরাপদে নিতে সিংহাসন।
একে একে ভ্রাতাগণে করিয়া বিনাশ,
লইতে মোগল-রাজ্য করিল প্রয়াস।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা ছিল রাজ্য-অধিকারী,
করিল সমর-যাত্রা বিপক্ষে তাহারি।
চম্বর দারার পক্ষ করি সমর্থন,
আসিলেন ধোলপুরে করিবারে রণ।
দুই পক্ষে চলিতেছে যুদ্ধ অবিরাম,
দারারে বিজয়লক্ষ্মী হইলেন বাম।
সমরে মরিল দারা, তাঁর সৈন্যগণ,
ছত্রভঙ্গ হয়ে রণে করে পলায়ন।
বলিল চম্বরশাল "শুন বীরগণ,
সার্থক করহ আজি প্রভুর লবণ।

যে পলাবে সর্ব্বনাশ হইবে তাহার,
জয়ী না হইলে পদ সরাব না আর।"
আবার ভীষণ বেগে বাজিল সমর,
দুই পক্ষে অগ্নিগোলা বর্ষে নিরন্তর।
চত্বরের করীপৃষ্ঠে অগ্নিগোলা পড়ে,
চীৎকার ছাড়িয়া হস্তী পলাইল ডরে।
অমনি তুরঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ,
বলিল চত্বরশাল সগর্ব্ব বচন।
"পৃষ্ঠ দেখাইতে পারে করী পেয়ে ডর,
আমি কি দেখাতে পারি ? হও অগ্রসর।"
হায় হায় কি বলিব বায়ান্ন সমর,
অক্ষত শরীরে যুঝে যেই বীরবর,
অকস্মাৎ বিপক্ষের তীব্র গুলি আসে,
অশ্বপৃষ্ঠে বীরবর চত্বরে বিনাশে।[১]
ভরত চত্বর-পুত্র পিতৃপদে তাঁর,
বরণ হইয়ে রণে ত্যজিল সংসার।
বুন্দির রাজার ভ্রাতা বীরেন্দ্র মাক্ষম,
পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র সহ যুঝিল বিষম।
হার রাজবংশ হ'তে বীর বার জন,
প্রভুর কল্যাণে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
হেন রাজভক্তি কোথা আছে পৃথিবীতে,
বিধর্ম্মী রাজার তরে যে পারে মরিতে।
ভাও, ভীম, ভগবন্ত, ভরত-তনয়,
ছিলেন চত্বরশালে বহু গুণময়।

রাও ভাওসিংহ

ভাওসিংহ হয়ে রাও পিতার মরণে,
বসিলেন বুন্দিরাজ্যে পিতৃ-সিংহাসনে।
দিল্লীতে আরঙ্গজেব সম্রাট জনকে,
পদচ্যুত করি পাৎসা হইল পুলকে।
আরঙ্গ-বিপক্ষে অস্ত্র ধরিল চত্বার,
হারগণে ক্রোধ তাঁর জন্মিল দুর্ব্বার।
লিখিলেন আত্মারামে শিবপুর-রাজা,
"অচিরেতে বুন্দি-রাজে দাও তুমি সাজা।
দমন করিয়া রাজদ্রোহী হারগণে,
একত্র করহ বুন্দি রত্নাম্বর সনে।
আশু দাক্ষিণাত্য দেশে করিব গমন,
যাইতে তোমায় দেখি বিজয়ী যেমন।"
দ্বাদশ সহস্র সেনা সহ আত্মারাম,
চলিলেন হাররাজ্যে করিতে সংগ্রাম।
আত্মতত্ত্ব ভুলে গেছে আত্মারাম বীর,
রক্ষা নাহি কারো ব্যাঘ্র-মুখে দিলে শির।
হার-পদে আত্মারাম আত্মমান দিল,
পরাজিত হয়ে যুদ্ধে ফিরিয়া আসিল।
শিবপুর অবরোধ করি হারগণ,
করিলেন আত্মারামে অনেক লাঞ্ছন।
ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মনে ভাবি লাজ,
লিখিলেন আরংজেব "এস হার-রাজ,
অসীম বীরত্ব তব করিয়া দর্শন,
সর্ব্বদোষ ক্ষমা তব করিনু এখন।"
অসম্মত হল ভাও, পাৎসা বারে বারে
অভয় প্রদান করি দিল্লী নিল তাঁরে।
মৌজামের অধীনেতে বুন্দির ঈশ্বরে,
দিলেন আরঙ্গাবাদ শাসিবার তরে।
তেজস্বী নির্ভীক ভাও স্বাধীন হৃদয়,
যোগ্য চিকিৎসক বলি খ্যাত অতিশয়।
সম্রাটের পক্ষ হয়ে বহু রণ করে,
আরঙ্গাবাদের মাঝে বহু হর্ম্ম্য গড়ে।
বীর-কীর্ত্তি রাখি স্বর্গে করিল গমন,[১]
বংশরক্ষা তরে কোন ছিল না নন্দন।

১—১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে চত্বরশালের মৃত্যু হয়।

১—১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রাও ভাও পরলোক গমন করেন।

রাও অনুরাদসিংহ।

ভীমসিংহ ছিল রাও ভাও সহোদর,
তনয় কিষণ তাঁর ছিল বীরবর।
মরিল কিষণসিংহ আরঙ্গের করে,
পুত্র অনুরাদে পাৎসা অভিষেক করে।
'গজগৌর' প্রিয় হস্তী দিল পুরস্কার,
তার সঙ্গে পাঠাইল বহু উপহার।
দাক্ষিণাত্যে আরংজেব করে যত রণ,
অনুরাদ সঙ্গে তাঁর ছিল অনুক্ষণ।
সম্রাটের অন্তঃপুর-রমণী সকল,
পড়েছিল একবার শত্রুর কবল।
রাজা অনুরাদসিংহ বিক্রমে অতুল,
শত্রুকর হ'তে রক্ষা করে নারীকুল।
সম্রাট হইয়ে তুষ্ট বলে বুন্দীশ্বরে,
"কোন্ পুরস্কার বল চাও মম করে।"
রাও বলে "প্রভু যদি দয়া কর তবে,
সেনা পুরোভাগ যেন চালাই আহবে।"
অনুরাদ ছিল বীর, বীরের মতন,
প্রার্থনা করিল, পাৎসা করিল পূরণ।
মোগলের রাজ্য-সীমা করিবারে স্থির,
উত্তর প্রদেশে যেয়ে মরিলেন বীর।

রাও বুধসিংহ।

রাওরাজ উপাধিলাভ।

অনুরাদ মৈলে বুধ তনয় তাঁহার,
বসিলেন সিংহাসনে লয়ে রাজ্যভার।
মরিলেন আরংজেব ; তাঁর পুত্রগণ,
সিংহাসন তরে পুনঃ আরম্ভিল রণ।
মৌজামের পক্ষ বুধ সমর্থন করে,
ধোলপুর রণক্ষেত্রে আসিল সমরে।
যোধসিংহ নামে ছিল বুধ-সহোদর,
শুনিল তথায় তাঁর মৃত্যুর খবর।
মৌজাম বলিল 'যাও গৃহের মাঝারে,
সান্ত্বনা করহ দান তব পরিবারে।'
রাজভক্ত বুধসিংহ করিল উত্তর,
"বুন্দিতে ফিরিয়া কেন যাব নৃপবর।
শোকার্ত্তে সান্ত্বনা দিতে আছে ভগবান,
কর্ত্তব্য সমরক্ষেত্রে করিছে আহ্বান।
ধোলপুরে বহু হার-রাজবংশধর,
বীরেন্দ্র চম্বরশাল সহ হারবর,
মরে রণে রাজপক্ষ করি সমর্থন,
ফিরিব কি করি আমি কর্ত্তব্য লঙ্ঘন ?
জাঁহাপনা, যাব আগে জাজৌ সমরে,
ফিরিয়া আসিলে, তবে ফিরে যাব ঘরে।"
সম্রাট হইয়ে তুষ্ট বুধের কথায়,
সমরে পশিতে দিল অনুমতি তাঁয়।
কোটা-পতি রামসিংহ লিখে বুধ বীরে,
"মৌজামে ছাড়িয়া এস আজিম-শিবিরে।"
রাজভক্ত বুধ শুনি পাপ কথা তাঁর,
লিখিলেন কোটা-রাজে করি তিরস্কার।
"মম পূর্ব্বপুরুষেরা যেই ধোলপুরে,
রাজপক্ষ সমর্থনে যায় স্বর্গপুরে,
তাঁদের পবিত্র নাম, পবিত্র সে ভূমি
কলঙ্কিত করিবারে বলিতেছ তুমি ?
ধিক্ এ জীবনে, ধিক প্রস্তাবে তোমার,
এহেন জঘন্য পন্থা কর পরিহার।"
অতঃপর দুই পক্ষে বেজে গেল রণ,
মৌজাম বুধেরে দিল সুউচ্চ আসন।
আজিম বিদারবক্ত রামসিংহ হার,
সেইরণে বুধসিংহ করিল সংহার।
জয়লক্ষ্মী তুষ্ট হয়ে বুধের বিক্রমে,
পরাইল জয়মাল্য মৌজামে সম্ভ্রমে।

রক্তমাখা হার-রাজে করি আলিঙ্গন
করে 'রাওরাজ' খ্যাতি মৌজাম অর্পণ।

আত্মরক্ষা করে জয় ভগিনীর করে,
উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া স্বরাজ্য অম্বরে।

ভ্রাতা ভগিনীর বিবাদ।

জয়সিংহ নামে ছিল অম্বরের পতি,
তাঁহার ভগিনী এক ছিল রূপবতী।
পাৎসা বাহাদুর আর বুধসিংহ হার,
দুই জন কর-প্রার্থী হইল তাহার।
সম্রাটের প্রিয়বন্ধু ছিল হার-পতি,
বিবাহ করিতে তাঁরে দিল অনুমতি।
অম্বর-কন্যারে বুধ বিবাহ করিল,
ভাগ্য দোষে তার পুত্র কন্যা না জন্মিল।
কালমেঘ নামে ছিল বৈগুর সর্দ্দার,
বিবাহ করিল বুধ কন্যারে তাহার।
দীপ ও উমেদ নামে পুত্র দুই জন,
বৈগু-তনয়ার গর্ভে লভিল জনন।
সতিনীর পুত্র হেরি অম্বর-নন্দিনী
ঈর্ষায় আকুলা, করে কৌশল মানিনী।
রাও বুধসিংহ যবে ছিল না আবাসে,
গর্ভবতী বলি রাণী পুরেতে প্রকাশে।
পরের সন্তান এক করিয়া যোগাড়,
প্রসবিছে ব'লে দিল পরিচয় তার।
স্বরাজ্যে ফিরিয়া বুধ এই কাণ্ড হেরে,
জানাইল ক্ষুব্ধ হয়ে শ্যালক জয়েরে।
লজ্জায় অম্বর-পতি ভগিনীরে কহে
"এই ব্যবহার তব প্রাণে নাহি সহে।"
শুনিয়া ভ্রাতার কথা ক্রুদ্ধা বুন্দি-রাণী
ভ্রাতৃ-কটিবন্ধ হ'তে অসি নিল টানি।
ক্রোধেতে "দর্জ্জিকা বাচ্চা" বলি বার বার,
রণচণ্ডী-রূপে গেল করিতে সংহার।

বুন্দির পতন।

ভগিনীর ব্যবহারে অম্বর-ঈশ্বর
দমন করিতে বুন্দি হইল তৎপর।
শ্যালকের ভাব নাহি বুঝিয়া অন্তরে
বুধসিংহ হইলেন অতিথি অম্বরে।
সুযোগ বুঝিয়া জয় এই অবসরে
লইতে বুন্দির রাজ্য মনে বাঞ্ছা করে।
একদা কুটিল জয় বলে "বুন্দীশ্বর,
ভেদ করিও না কিছু বুন্দি ও অম্বর।
অম্বর তোমার রাজ্য করহ শাসন,
পঞ্চশত মুদ্রা দিন পাইবে বেতন।"
বুধের পিতৃব্য ছিল অতি বুদ্ধিমান,
অম্বর-পতির তিনি বুঝিলা সন্ধান।
কহিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রে "শুন বাছাধন,
বুন্দি নিতে জয়সিংহ করেছে মনন।"
অবিলম্বে লিখে বুধ বৈগুরাণী-পাশে,
পুত্র লয়ে পলাইতে পিতার আবাসে।
তিনশত হার-বীর সহ বুন্দীশ্বর
চলিলেন নিজরাজ্যে ছাড়িয়া অম্বর।
পারিলনা পশিবারে দেশে কোনমতে,
অম্বর-সর্দ্দারগণ আক্রমিল পথে।
পাঞ্চোলশ নগরেতে বাজে মহারণ,
দুই পক্ষে বহু সৈন্য হইল নিধন।
বুধসিংহ হল জয়ী, নাহি সেনাগণ,
বুন্দিতে যাইতে তাই ভয় করে মন।
গেলেন শ্বশুর-গৃহে বৈগু নগরেতে,
জয়সিংহ শু'নে তুষ্ট হইল মনেতে।

নিঃসহায় বুন্দিরাজ্য করি আক্রমণ
লইলেন জয়সিংহ বুন্দি-সিংহাসন।
সলিম সর্দ্দার-পুত্র দলিলের করে
কন্যা দিয়ে জয়সিংহ বুন্দি দান করে।
বুধসিংহ রাজ্যহেতু জুড়িল সমর,
হইল বিফলযত্ন সেই বীরবর।
নিঃসহায় নিঃসম্বল হয়ে হার-রাজ
বহু দুঃখে ত্যজে প্রাণ বৈশু-ক্ষেত্র মাঝ।
তবু জয়সিংহ মনে শান্তি না পাইল,
বুধের সন্তানগণে নাশিতে চাহিল।
মিবারের রাণা-পদে লইয়া শরণ
বৈশু জনপদ বলে করিল হরণ।
বুধের তনয়গণ পলাইয়া ত্রাসে,
রহিল অনেক দিন পার্ব্বত্য নিবাসে।

রাও উমেদসিংহ।

উমেদের বাল্য-কীর্ত্তি।

হারায়ে পিতার রাজ্য মাতুলের দেশ,
অরণ্যে উমেদসিংহ করিল প্রবেশ।
পর্ব্বতের মাঝে বুধ-লোহারী নগরে
মীনগণ সহ মিলি তথা বাস করে।
মীন বালকের সহ কানন ভিতরে
অস্ত্র খেলা খেলে আর পশু বধ করে।
দিন দিন বালকের বাড়ে বাহুবল,
কিসে লভে পিতৃরাজ্য চিন্তিয়া বিকল।
মরিলেন জয়সিংহ অম্বর-ঈশ্বর,
উমেদ বুঝিল এই শুভ অবসর।
মীনের সাহায্যে, দেশ গৈনোলী পত্তন
আক্রমি উমেদ জয় করিল তখন।
জাগিয়াছে বুধ-পুত্র হইল প্রচার,
দলে দলে উপস্থিত হয় যত হার।

কোটার অর্জ্জুনশাল করিয়া শ্রবণ
উমেদের তরে সৈন্য করিল প্রেরণ।
অম্বরে ঈশ্বরীসিংহ শু'নে সমাচার
ইচ্ছা হ'ল কোটা বুন্দি করে অধিকার।
পাঠাইয়া বহু সৈন্য আক্রমিল কোটা,
ভয়ে পলাইয়া গেল, হ'ল তাতে খোঁটা।
উমেদ দমন তরে শেষেতে ঈশ্বরী
পাঠায় নানকপন্থী সেনা ত্বরা করি।
উমেদের বীরকীর্ত্তি করিয়া দর্শন
সন্তুষ্ট হইল মীন ধনুর্দ্ধরগণ।
বালক উমেদ পঞ্চ সহস্র মীনেরে
সঙ্গে করি অম্বরের সেনাগণে ঘেরে।
ভয় পেয়ে শত্রু-সৈন্য দূরে পলাইল,
রণভেরী ধ্বজা কেড়ে বালক লইল।
বহু কুশাবহ বীর উমেদের করে
ছিন্ন মুণ্ড হস্ত পদ পড়িল সমরে।
তাহাতে ঈশ্বরীসিংহ করি অতি ক্রোধ
পাঠাইল অষ্টাদশ সহস্রেক যোধ।
দবনালা স্থানে করি শিবির স্থাপন,
উমেদে অপেক্ষা করে কুশাবহগণ।
সাধ্যমত বালকের করে আয়োজন,
পূজা দিতে গেল আশাপূর্ণার সদন।
প্রণমি মন্দির ছাড়ি আসিতে বাহিরে,
বালকের চক্ষু পড়ে বুন্দি-দুর্গশিরে।
উমেদ বুন্দির দুর্গ করিলে দর্শন,
সহস্র বৃশ্চিক যেন করিল দংশন।
বালক কাঁদিয়া বলে দেবীর গোচরে,
"আশাপূর্ণা মাগো আশা দাও পূর্ণ ক'রে।
বুন্দির লাঞ্ছনা আর নাহি সহে মনে,
প্রার্থনা করিনু আজি তোমার চরণে—
বরদে করুণা কর যুদ্ধ করি জয়,
নতু এই পাপদেহ রণে কর ক্ষয়।"



অমনি হারের ভেরী বাজিয়া উঠিল,
উমেদের পীত ধ্বজা আকাশে উড়িল।
দেখিতে দেখিতে রণ বাজিল ভীষণ,
দুই পক্ষে অগ্নিগোলা করিল বর্ষণ।
শোলানকী পৃথ্বীসিংহ উমেদ-মাতুল,
পড়িল সমর করি বিক্রমে অতুল।
কুশাবহ সেনাপতি ছিল নারায়ণ,
মুরজাদসিংহ চক্র করিয়া ক্ষেপণ
মস্তক ছিঁড়িয়া তার ফেলায় ভূমিতে,
মুরজাদ মরিলেন শত্রুর গুলিতে।
হারের অনেক বীর মরিল সমরে,
বালক উমেদ তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে।
আপন প্রতিজ্ঞা বীর করিয়া স্মরণ
নির্ভয়ে শত্রুর মাঝে করে বিচরণ।
জ্বলন্ত গোলক প'ড়ে অশ্বের উদরে,
বাহির করিল অন্ত্র দারুণ বজরে।
যথা বীর তথা অশ্ব অদম্য উভয়,
ঘুরিতেছে রণক্ষেত্রে করি শত্রু ক্ষয়।
উমেদে সর্দ্দার এক কহে যোড়কর
"বুন্দির যতেক আশা প্রভুতে নির্ভর।
আমাদের জয়-আশা বুঝি অসম্ভব,
বৃথা এ সমরে কেন মারা যাব সব।
বেঁচে যদি থাক বুন্দি হইবে উদ্ধার,
বৃথা কেন আমাদেরে কর ছারখার।"
সর্দ্দারের উপদেশ করিয়া শ্রবণ
উমেদ সমর ছাড়ি করিল গমন।
শ্রোয়ালী পর্ব্বত-বক্ষে হয়ে উপনীত,
উমেদ তুরঙ্গ হতে নামিল ত্বরিত।
প্রভু-প্রাণ রক্ষা হ'ল বুঝি মনে মনে,
জীবন ত্যজিল অশ্ব প্রভুর চরণে।
"হুঞ্জা হুঞ্জা" করি করে বালক ক্রন্দন,
হুঞ্জা নাম ধরে সেই তুরঙ্গ শোভন।
এত সৈন্য ক্ষয় হ'ল এত ঝড় বহে,
হুঞ্জার অভাব তার প্রাণে নাহি সহে।
বুন্দিরাজ্য আসে যবে উমেদের করে,
হুঞ্জার পাষাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে।
অদ্যাপি নগর চৌকে করিছে বিরাজ,
কুসুমে চন্দনে হার পূজে তারে আজ।
অসি, অশ্ব, নারী, সত্য বলে দেওয়া হার,
ক্ষত্রিয়ের প্রাণ হতে বেশী মূল্য তার।
উমেদ করিয়া শেষ হুঞ্জার সৎকার,
ইন্দ্রগড় পানে চলে লইয়া সর্দ্দার।
হার-কুলাধম ইন্দ্রগড় পতি হায়!
অম্বর-পতির ভয়ে অতিথি তাড়ায়।
বলিল "কি তোমাদের হয়েছে প্রয়াস,
বুন্দিরে ও ইন্দ্রগড়ে করিবারে নাশ?"
বিপন্ন উমেদ বিদ্ধ হয়ে বাক্য-বাণে
পাপ দেশ পরিহরি চলে ভগ্নপ্রাণে।
করৈবনে উপনীত হইলে সুমতি,
সর্দ্দার সেবিল তাঁরে প্রীত হয়ে অতি।
বিশ্রান্ত উমেদসিংহে করে অশ্ব দান,
রামপুর মুখে বীর করিল প্রস্থান।
বলিল সর্দ্দারে "যাও গৃহের মাঝারে,
সহিয়াছ বহু কষ্ট বিনা পুরস্কারে।
ভাগ্যাকাশে কালমেঘ হয়েছে সঞ্চার,
জানি না সৌভাগ্য-শশী হাসে কি না আর!
আসে যদি সুসময় লইব শরণ,
উমেদে রাখিও মনে, বিদায় এখন।"
চলিল সর্দ্দারগণ নমি নত শিরে,
চলিল উমেদসিংহ চম্বলের তীরে।

উমেদের অভিষেক।

বিক্রমী দুর্জ্জনশাল কোটা-অধিপতি
শুনিল উমেদ যবে ভোগিছে দুর্গতি,

বুন্দি উদ্ধারের তরে প্রতিজ্ঞা করিল,
অচিরে অনেক সৈন্য সজ্জিত হইল।
রণ-বিশারদ ভট্টকবি বিচক্ষণ,
করিলেন সমরের নেতৃত্ব গ্রহণ।
অবিলম্বে অবরোধ করে তাড়াগড় ;
বিপক্ষের বশে যে'য়ে একটী পামর,
সেনাপতি কবিবরে করিয়া সন্ধান
অকস্মাৎ গুলি ক'রে হরে নিল প্রাণ।
তাহাতে ও হারগণ না হইল ভীত,
বরঞ্চ হইল আরো বেশী উত্তেজিত।
হারের বিক্রম আর সহিতে না পারি,
ভয়ে পলাইল শত্রুদল দুর্গ ছাড়ি।
হারগণ উমেদেরে দিয়ে সিংহাসন,
করিলেন অভিষেক আনন্দে তখন।

উমেদের বনবাস।

উমেদের অভিষেক মাত্র হ'ল সার,
রাজ্যভোগ না ঘটিল কপালে তাঁহার।
পাপিষ্ঠ দলিলসিংহ পেয়ে অপমান
অম্বরে ঈশ্বরী-পদে করিল প্রস্থান।
আবার অম্বর-সৈন্য আসিল বুন্দিতে,
নাহি বল শত্রু-গতি আবদ্ধ করিতে।
অগত্যা উমেদসিংহ ছাড়িয়া নগর
পলাইল বনমাঝে দুঃখিত অন্তর।
ঈশ্বরী দলিলসিংহে দিতে সিংহাসন
চাহিলে, দলিল বলে সন্তপ্ত বচন।
"সিংহাসন-যোগ্য আমি নহি নৃপবর,
তাহাতে কলঙ্ক মম হয়েছে বিস্তর।
বুন্দি-প্রজা হয়ে যদি বুন্দি সিংহাসন
লই পুনঃ, সে কলঙ্কে ভরিবে ভুবন।
ঈশ্বরী আপন করে বুন্দিরাজ্য নিল,
দুর্ভাগ্য উমেদ বনে ঘুরিতে লাগিল।

উমেদের রাজ্যলাভ।[১]

উমেদ-বিমাতা সেই অম্বর-দুহিতা,
দিন দিন অনুতাপে হয় জর্জ্জরিতা।
বিনোদীয় নগরীতে ছিল বুন্দি-রাণী,
উমেদ বিমাতৃ-পদে করিল মেলানী।
উমেদের দরশনে পূর্ব্বকথা যত
মনেতে জাগিয়া তাঁরে করে মর্ম্মাহত।
কাঁদিয়া আকুল রাণী কহিল অমনি,
"আমি তোর সর্ব্বনাশ করেছি বাছনি।
রাজ্যভ্রষ্ট নির্ব্বাসিত ভ্রম বনতলে
আমি পাপিনীর পাপ কামনার ফলে।
আজিকে দক্ষিণাপথে করিব গমন,
নিয়ে দিব তোরে আমি বুন্দি-সিংহাসন"।
বিমাতার বাক্য শুনি চলিল উমেদ,
মহিষী দক্ষিণাপথে চলে করি জেদ।
নর্ম্মদার তীরে রাণী হলে উপনীত
পথিক তাঁহার কাছে বলিল ত্বরিত।
"আপনি ক্ষত্রিয় নারী, ঐ স্তম্ভ'পরে
কি রয়েছে লিখা দেখ উজ্জ্বল অক্ষরে।
কেমনে নর্ম্মদা নদী হবে বল পার
লঙ্ঘিয়া নিষেধ বাক্য সম্মুখে সবার"।
ক্রোধে রাণী খণ্ড খণ্ড করি বাহুবলে
ফেলাইল শিলালিপি নর্ম্মদার জলে।
গড়েছিল এই স্তম্ভ শূর বীরবর
মারবার কাণ্ডে আছে বর্ণনা বিস্তর।
বিস্ময়ে যুবক সেই চাহিয়া রহিল,
নদী পার হয়ে রাণী দক্ষিণে চলিল।

১—১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে উমেদ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন

মুলহর হুস্কারের লইল শরণ,
বলিল তাঁহার কাছে কাতর বচন।
"বুন্দির মহিষী আমি অম্বর-কুমারী,
আজি হ'তে ধর্ম্মভ্রাতা হইলে আমারি।
ঈশ্বরী হইতে বুন্দি করিয়া উদ্ধার,
উমেদের করে ভ্রাতঃ দাও উপহার"।
হুস্কার রাণীর বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিল,
বুন্দি উদ্ধারের তরে সজ্জিত হইল।
অম্বরের সিংহাসন লইয়ে যখন
ঈশ্বরী ও মধুসিংহে বেধে ছিল রণ,
সে সুযোগে মহারাষ্ট্র আসিয়া অম্বরে,
রহিল অম্বর-দুর্গ অবরোধ ক'রে।
কি করে অম্বর-পতি নাহিক উপায়,
বুন্দি না ছাড়িয়া আর নিস্তার কোথায়!
লিখিলা প্রতিজ্ঞা-পত্র অম্বর-ভূপতি,
না করিবে দাবী আর বুন্দি রাজ্য-প্রতি।
মহারাষ্ট্র সেনা সঙ্গে অম্বর-কুমারী
আনন্দে বুন্দির মাঝে প্রবেশে হুঙ্কারি।
দলিল ছাড়িয়া রাজ্য ভয়ে পলাইল,
বুন্দি-সিংহাসনে পুনঃ উমেদ বসিল।

ইন্দ্রগড় সর্দ্দারের নিধন।

উমেদ পাইল পুনঃ বুন্দি-সিংহাসন,
প্রাণপণে রাজধর্ম্ম করেন পালন।
দেবসিংহ ইন্দ্রগড়ে ছিলেন সর্দ্দার,
উমেদে আশ্রয় নাহি দেয় পাপাচার।
"এখন উমেদসিংহ বুন্দির ভূপতি
ইচ্ছা কৈলে পারে দিতে অশেষ দুর্গতি।
ক্রমে ক্রমে অষ্ঠ বর্ষ হইল অতীত,
প্রতিহিংসা নিতে রাজা হয়না ধাবিত।
দেবসিংহ বলে আরো "কাপুরুষ রাজা,
কি সাধ্য তাহার আছে মোরে দিবে সাজা"।
তথাপি সে দেবোপম উমেদ ভূপতি,
না করিল নরাধমে কোনই দুর্গতি।
ভগ্নীরে বিবাহ দিতে বুন্দির ঈশ্বর
শুভ নারিকেল ফল পাঠায় অম্বর।
শুধাইলে মধুসিংহ রাজ-সভাতলে
"বুন্দি-কুমারীর কথা কি বল সকলে"।
নরাধম দেবসিংহ কহিলা তখন,
"শুনেছি চরিত্র তার নহে সুশোভন"।
অপবিত্র ভাবি কন্যা অম্বরের পতি,
ফিরাইয়া দিল ফল ক্ষুণ্ণ হয়ে অতি।
কিবা রাজা কিবা প্রজা যত হারগণ
দেবসিংহ প্রতি হ'ল অতি ক্রোধমন।
অযথা কলঙ্ক যেই দিল রাজকুলে,
ইচ্ছা করে সবে তারে নাশিতে সমূলে।
করবার জনপদে বিজয় সেনীর
দেবীর রয়েছে এক পবিত্র মন্দির।
দেবীর অর্চ্চনা এক দিয়ে সে মন্দিরে
নিমন্ত্রণ করে রাজা যত বুন্দি-বীরে।
সকল সর্দ্দারগণ মিলিল তথায়,
পাপাচার দেবসিংহ নিমন্ত্রণে যায়।
ইন্দ্রগড় সর্দ্দারেরে করি আক্রমণ
সবংশে নিধন করে যত হারগণ।
চিতাধূমে স্বর্গলোক অপবিত্র হয়,
সৎকার না করে কেহ হয়ে নিরদয়।
হ্রদগর্ভে যত শব নিক্ষেপ করিল,
সর্দ্দারের ভ্রাতৃকরে ইন্দ্রগড় দিল।

উমেদের বৈরাগ্য।

উমেদের করে দিয়ে রাজসিংহাসন,
মহারাষ্ট্র স্বীয় বৃত্তি করিল ধারণ।
চম্বলের বামকূলে পত্তন নগর,
হুস্কার চাহিল পাটা রাজার গোচর।

ধর্ম্মের সম্বন্ধ সেই হল বিস্মরণ,
রক্ত বিনে ব্যাঘ্র তৃপ্ত হয় না কখন।
মাঝে মাঝে প্রজাগণে করে অত্যাচার,
ভাগিনার রাজ্য ব'লে রক্ষা নাহি তার।
ইন্দ্রগড় সর্দ্দারের ক্রূর ব্যবহার,
দুরাচার হার-করে হইল সংহার,
তদুপরি হুল্কারের ধর্ম্ম বিসর্জ্জনে,
জাগিল বৈরাগ্য ভাব উমেদের মনে।
বলিলা পুত্রেরে ডাকি "শুন বাছাধন,
রাজ্য সুখতরে ইচ্ছা নাহিক এখন।
যৌবন কাটিয়া গেল রণে আর বনে,
প্রাণ ভ'রে নাহি ডাকিলাম প্রাণধনে।
যৌবন জোয়ারে ভাটা পড়েছে এখন,
জড়িত জরার জালে, শিয়রে শমন।
রাজ্যধন মানুষের মনুষ্যত্ব হরে,
চরম ভরসা হরি নিস্তারিতে নরে।
অর্পিলাম তব করে রাজ-সিংহাসন,
ধর্ম্মমতে পাল প্রজা করিয়া যতন"।
যোগরাজ-ব্রত ধরি উমেদ সুজন
পুত্র-করে রাজ্যভার করিল অর্পণ।
কুশ পুত্তলিকা এক করিয়া সৎকার
অশৌচ দ্বাদশ দিন লইল তাহার।
বিধিমতে কেশ শ্মশ্রু করিয়া মুণ্ডন
অজিত গ্রহণ করে বুন্দি-সিংহাসন।

রাও অজিতসিংহ।

উমেদের শ্রীজী নাম ধারণ।[১]

উমেদ শ্রীশ্রীজী নাম করিয়া ধারণ
বাহির হইল তীর্থে ছাড়িয়া ভবন।
দস্যু তস্করের ভয় ছিল রাজবারে,
বৈরাগীর বেশে রাজা যাবে কি প্রকারে
বন্দুক কুঠার ভল্ল বর্শা শরাসন
অসি চক্র তরবারি ছুরিকা ভীষণ,
কৌশলে সমস্ত অস্ত্র সর্ব্বাঙ্গেতে ধরি
তুলার সাঁজোয়া এক পরে তদুপরি।
শুনিয়া তুলার নাম করিওনা খেদ,
না পারে সুতীক্ষ্ণ অসি করিবারে ভেদ।
সপ্ততি বর্ষের বৃদ্ধ অম্লান বদনে
এই বেশে পদব্রজে যায় পর্য্যটনে।
উপরে প্রচণ্ড বীর সন্ন্যাসী ভিতরে,
উপমা তাহার কোথা আছে ধরাপরে!
সর্ব্বাগ্রে কেদারনাথ করি দরশন
অনন্তর অন্য তীর্থে করেন গমন।
গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হ'তে রামেশ্বর,
সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটন করে যোগীবর।
সীতাকুণ্ড, জগন্নাথ, দ্বারকা, মথুরা,
সুদূর সিন্ধুর তীরে ভ্রমিলেন বুড়া।
ক্যাবা নামে দস্যু এক দ্বারকার পথে,
আক্রমণ করে এই পুণ্য যোগব্রতে।
বাহুবলে যোগীরাজ করি পরাজিত
দস্যুর সর্দ্দারে বলে করে শৃঙ্খলিত।
করিবে না অত্যাচার যাত্রীর উপরে,
শপথ করিলে দস্যু দিল মুক্ত ক'রে।
বহু তীর্থে বহু দস্যু করিয়া দমন
করিলেন তীর্থ-পথে শান্তি সংস্থাপন।
দেবরূপে রাজস্থান তাঁহারে পূজিত,
দেব-বাণী ব'লে তাঁর বচন জানিত।
জীবন ভাবিত ধন্য যেত যার ঘরে,
নানা মতে সেবা তাঁর দিত ভক্তিভরে।
মাঝে মাঝে বুন্দি-রাজ্যে করিয়া গমন
উপদেশ দিত পুত্রে করিতে শাসন।

১—১৭৭১ খৃষ্টাব্দে উমেদ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন

যেই দিন যোগীরাজ করে পদার্পণ
বুন্দিরাজ্য মহাতীর্থ হইত গণন।
হারগণ দলে দলে আসিয়া গোচরে
পদ ধূলি পে'লে ধন্য ভাবিত অন্তরে।
রাজস্থানে ছোট বড় রাজা ছিল যত,
হাররাজ্যে আসি হ'ত চরণে প্রণত।
রাজ-চক্রবর্ত্তী হ'তে শ্রেষ্ঠ পদ তাঁর,
হেন পদ পে'লে বল সাম্রাজ্য কি ছার।

অজিতের মৃত্যু।

বিলৈচা নামেতে ক্ষুদ্র পল্লী রাজস্থানে,
দু'চারিটী আম গাছ আছে স্থানে স্থানে।
সে গ্রামে অজিতসিংহ বাঁধিয়া প্রাকার
স্থাপন করিল তথা এক সেনাগার।
রাণা অরিসিংহ সহ মিবার-সর্দ্দার
সেই কালে মনোবাদ করিল সঞ্চার।
রাণা-রাজ্য বুন্দিরাজ কেড়ে নিল ব'লে
বিবাদ বাধাতে চেষ্টা করে কুতুহলে।
অরিসিংহ নিয়ে কিছু সামন্ত সর্দ্দার
আপনি আসিল সেই স্থান দেখিবার।
অরির ভায়রাভাই ছিলেন অজিত,
রাণার শিবির মাঝে হল নিমন্ত্রিত।
অজিতের ব্যবহারে এত তুষ্ট হয়,
বিলৈচার কথা তাঁর মনে নাহি রয়।
বুন্দির অরণ্যে রাণা করিতে গমন
আহেরিয়া মহোৎসবে করে নিমন্ত্রণ।
সেই শুভ পর্ব্বদিন নিকটে আসিল,
রাণা অরিসিংহ সুখে বুন্দিতে চলিল।
রতন সূর্য্যের পত্নী পশিতে অনলে,
কোন্ অভিশাপ দেয় জানহ সকলে।—
রাও রাণা গেলে আহেরিয়া মৃগয়ায়,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে সদায়।—
সতীর সে অভিশাপ করিয়া স্মরণ,
অজিত-জনক শ্রীজী করেন বারণ।
না শুনি পিতার কথা চলে মৃগয়ায়,
হইল যে সর্ব্বনাশ বুক ফে'টে যায়।
মিবারের দুষ্ট মন্ত্রী বাধাতে বিবাদ
নিশিতে আসিয়া এক পাতিলেন ফাঁদ।
বলিল অজিতে পাপী "আদেশ রাণার,
ছাড়হ বিলৈচা নহে নাহিক নিস্তার।"
অজিত-শিকারে গেল, সুখ নাহি মনে,
রাণারে বধিতে চিন্তা করে অনুক্ষণে।
মৃগয়া করিয়া ফিরে' আসে যবে ঘরে
বিদায় লইল অরিসিংহের গোচরে।
কত দূর আসি মনে জন্মিল দুর্ম্মতি,
আবার রাণার পানে ফিরে শীঘ্রগতি।
"এস ভাই" বলি রাণা ডাকে সমাদরে,
অজিত হানিল বর্ষা প্রতিদান তরে!
"কি করিলি হায়?" ব'লে হইল মূর্চ্ছিত,
অশ্ব হ'তে অরিসিংহ ভূতলে পতিত।
হেনকালে ইন্দ্রগড় সর্দ্দার আসিয়া
অসির আঘাতে মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া।
রাণার সর্দ্দারগণ ভয়ে পলাইল,
উপপত্নী আসি দেহ কুড়াইয়া নিল।
বলেছি মিবার-কাণ্ডে সে সহ মরণ,
সতীর সে অভিশাপ করহ স্মরণ।
সতীর দারুণ শাপে দু'মাস ভিতরে,
মরিল অজিত সিংহ মাংস ঝ'রে ঝ'রে।
উমেদ শুনিয়া সেই পুত্র-ব্যবহার,
না দেখিল পাপ মুখ জীবনে তাহার।

রাও বিষণসিংহ।

বিষণের দুর্ব্বুদ্ধিতা।

অজিত মরিল শাপে, তনয় বিষণ
দুগ্ধ-পোষ্য শিশু, রাজ্য কে করে শাসন।
বিষণে অর্পিয়া শ্রীজী রাজ-সিংহাসন
ধাইভায়ে মন্ত্রিপদে করিল স্থাপন।
রাজ্যের শৃঙ্খলা করি তীর্থ পর্য্যটনে
আবার চলিল শ্রীজী আনন্দিত মনে।
বহু দিন বহু তীর্থে করিয়া ভ্রমণ
করিল কেদারনাথে আশ্রয় গ্রহণ।
দেখিতে পৌত্রের রাজ্য অতি ফুল্লচিত,
নয়াসহরেতে আসি হয় উপস্থিত।
কুচক্রীর চক্রজালে জড়িয়া বিষণ
পিতামহ-স্নেহ মনে হল বিস্মরণ।
বলিল কপটিগণ "শুন নরবর,
শ্রীজীর পড়েছে দৃষ্টি রাজ্যের উপর।
তাহারে বিশ্বাস করা উচিত না হয়,
যত দূরে থাকে ভাল ততই নিশ্চয়।"
দুর্ব্বুদ্ধি বিষণসিংহ চক্রীর বচনে,
অতি সত্য কথা বলি বুঝিলেন মনে।
ধূলি সম স্বর্ণ রাজ্য যেবা ত্যাগ করে,
সন্দেহ করিল তাঁরে চক্রজালে জ'ড়ে।
শ্রীজী-আগমন-কথা শুনিয়া বিষণ
অবিলম্বে দূত এক করিল প্রেরণ।
পৌত্র লিখিলেন পত্র "নিবেদি চরণে,
কি কাজ ফিরিয়া বল' এ রাজ-ভবনে।
বারাণসী ধামে থাক, হরিনাম লহ,
মিষ্টান্ন ভোজন ক'রে সদা সুখে রহ।
বিষয়-বাসনা-স্রোতে বৈরাগী পড়িলে
ভেসে যায় ধর্ম্ম তার মোহের সলিলে।"
নয়াতে আসিয়া পত্র পেয়ে যোগীবর
দুঃখিত হইল অতি পত্র পাঠান্তর।
পৌত্রের মূর্খতা হেরি ক্ষুব্ধ অতিশয়,
বুঝে রাজ্য নষ্ট হবে নাহিক সংশয়।

শ্রীজীর মৃত্যু।[১]

রাজস্থানে ঘরে ঘরে যার উপাসনা করে,
যার পদে শত নমস্কার,
আজি সে তাপসবরে বিষণ কুচক্রে পড়ে
করিল অন্যায় ব্যবহার।
শুনে কথা যেই জনে বিষণে বিষণ্ণমনে
শতকণ্ঠে করিছে ধিক্কার;
সবে বলে কি হইল! ধরা কি উল্টিয়ে দিল,
পাপ পূর্ণ হইল সংসার।
প্রতাপ অম্বর-পতি লিখিলা শ্রীজীর প্রতি
"ভৃত্য আমি পুত্র আলি তব,
অনুমতি কর দাসে আনিয়া আপন বাসে
শ্রীচরণ সেবি তুষ্ট হব।"
প্রতাপের নিমন্ত্রণে গেলে শ্রীজী হৃষ্টমনে,
বলে রাজা নমি ভক্তিভরে,
"কিছু মাত্র অভিলাষ থাকে যদি পূরি আশ
বুন্দি কোটা অর্পি তব করে"
শ্রীজী উত্তরিলা হেসে "একি কথা কহ শেষে?
বুন্দি কোটা নহে কি আমার?
শাসে কোটা ভ্রাতুষ্পুত্র বুন্দি অজিতের পুত্র,
আর কারে বল আপনার?"
বিষণ বুঝিয়া ভুল দেবকোপে পেতে কূল
লালজী পণ্ডিতে সঙ্গে নিল,
পৌত্রে দেখি দুঃখভরে অসি তু'লে দিয়ে করে
শ্রীজীদেব তাহারে কহিল।
"দোষী যদি ভাব মোরে ছিঁড়ে বৎস স্নেহ-ডোরে
অসি নিয়ে বসাও এ বুকে।

১—১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উমেদের মৃত্যু হয়।

দিওনা পাপাত্মাগণে কলঙ্ক অর্পিতে মনে
ফেটে যায় প্রাণ সেই দুঃখে।”
বচন সরেনা মুখে বুন্দিরাজ অধোমুখে,
অনুতাপে দগ্ধ হয় মন,
শ্রীজীর চরণে পড়ি যাইতেছে গড়াগড়ি
শিশু সম করিছে ক্রন্দন।
পাষণ্ড কুচক্রী যত হয়ে অতি মর্ম্মাহত
বুন্দি ছে'ড়ে করে পলায়ন।
বহু অভ্যর্থনা করে, শ্রীজী আসিল না ঘরে,
আশ্রমেতে করিল গমন।
বিষণ ফিরিল দেশ অষ্টবর্ষ হল শেষ
শ্রীজীরে রোগেতে আক্রমিলা,
বিষণ কহিলা দুঃখে “ক্ষম অপরাধ, সুখে
জন্মভূমে সাঙ্গকর লীলা।”
বুন্দিরাজ যত্ন ক'রে আনিলেন যোগীবরে,
মাতৃবক্ষে সমাধি লইল,
দেশময় অশ্রুধার, চারিদিকে হাহাকার,
রাজস্থান রাজা হারাইল।

বিষণসিংহের শেষকাল।

যেই দিন গেল শ্রীজী চলি স্বর্গ'পরে,
সে দিন মন্সন পশে বুন্দির ভিতরে।
ইংরাজের সেনাপতি ছিল মনসন,
সসৈন্যে করিতে যায় হুল্কার দমন।
হুল্কারের করে বীর হয়ে পরাজিত,
সসৈন্যে পলায়ে আসে হইয়ে লাঞ্ছিত।
সেনার রসদ পাই দলে দলে ধায়,
রাজস্থানে কেহ তাঁর হল না সহায়।
একমাত্র বুন্দি সেই দুর্দ্দিনে তাঁহার
আশ্রয় প্রদান করি রক্ষা করে তাঁর।
সেই পাপে বুন্দিরাজ হুল্কারের করে
বহুদিন নানা অত্যাচার ভোগ করে।
কালে সে ইংরাজ জাতি বীরত্বে অতুল,
ভগ্ন করি দিল হুল্কারের বিষ হুল।
হুল্কার সিন্ধিয়া আদি মহারাষ্ট্রগণ
বুন্দি হতে যত রাজ্য করেন হরণ,
ইংরাজ সহায় হয়ে সব দেশ তাঁর
বিষণের করে দিল করিয়া উদ্ধার।
কহিল ইংরাজ দূতে বুন্দি-মহারাজ,
“এই শির এই প্রাণ, তোমার ইংরাজ,
যখন করিবে ইচ্ছা করিতে গ্রহণ,
আপত্তি আমার কিছু হবে না তখন।”
এরূপে বিষণ করি আত্ম সমর্পণ
করিল ইংরাজ সহ বন্ধুত্ব স্থাপন।
মৃগয়াতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন বিষণ,
শতাধিক সিংহ তিনি করেন নিধন।
বিষণ তেজস্বী ছিল অতি সদাশয়,
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁর এক পদ খঞ্জ হয়।
ভীম উপানৎ ছিল নামে ইন্দ্রজিৎ,
নাগদন্ত'পরে সদা থাকিত লম্বিত।
ভিন্ন কোষাগার ছিল তাঁহার গোচর,
প্রতিদিন শত টাকা দিত মন্ত্রিবর।
যে দিন অমাত্য তাঁর টাকা নাহি দিত,
শাস্তিরূপে ইন্দ্রজিৎ সম্মুখে ঝুলিত।
চারি বর্ষ রাজ্যভোগ করি অতঃপর,
বিসূচিকা রোগে মারা যায় হারবর।
রাম ও গোপাল সিংহ দুই পুত্র তাঁর,
নাবালেগ রামসিংহ[১] পায় রাজ্যভার।

১—১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামসিংহ রাজা হয়।

বুন্দি কাণ্ড সম্পূর্ণ।

কোটা-কাণ্ড।

কোটা-প্রতিষ্ঠা।

কোটীয়া নামেতে ভীল চম্বলের পারে,
আনন্দে করিত বাস পল্লীর মাঝারে।
বুন্দির জয়ৎসিংহ সংগ্রাম-কুমার
দেখে দেশ, আসে যবে ভ্রমিয়া তুয়ার।
দেখিলে সুন্দর রাজ্য ক্ষত্রিয়ের মন,
হস্তগত করিবারে চাহে অনুক্ষণ।
ভূমিলাভ মূলমন্ত্র জীবনে তাহার,
ছাড়েনা সুযোগ পে'লে ক্ষত্রিয়-কুমার।
অকস্মাৎ ভীল-পল্লী করি আক্রমণ
নিল দেশ ভীলরাজে করিয়া নিধন।
রণদেব ভৈরবের করিতে সম্মান
দুর্গদ্বারে স্থাপে হস্তী করিয়া নির্ম্মাণ।
চম্বল-দক্ষিণ-তীরে জয়ৎ প্রথম,
স্থাপন করিল হাররাজ্য মনোরম।
জয়তের পরে রাজা হয় শূরজন,
রাজ্যের উন্নতি বহু করেন সাধন।
কোটীয়া ভীলের রাজ্য ছিল সেই দেশ,
শূরজন 'কোটা' নাম দিল তারে শেষ।
তাঁর পর ধীরদেব পায় সিংহাসন,
কোটায় দ্বাদশ সর করেন খনন।
ধীরদেব গেলে স্বর্গে তনয় তাঁহার,
পাইল কণ্ডুলসিংহ কোটা-রাজ্যভার।

হোলী খেলা।

ভনঙ্গ কণ্ডুল-পুত্র বসে সিংহাসনে,
উন্মত্ত হইল শেষে মদিরা সেবনে।
বিক্রমী পাঠান দুই, ঢাকর কেশর,
কোটারাজ্য অধিকার করে অতঃপর।
ভনঙ্গ বুন্দির মাঝে নির্ব্বাসিত হয়,
পত্নী তাঁর কৈটনেতে লইল আশ্রয়।
ভনঙ্গ আরোগ্য হয়ে কৈটন নগরে,
যাইতে করিল সাধ পত্নীর গোচরে।
পতিরে আনিয়া কোটা করিতে উদ্ধার,
কৌশল করিল এক রমণী তাঁহার।
হোলীপর্ব্ব মহোৎসব হয় রাজস্থানে,
হোলী খেলে নরনারী মিলে মনে প্রাণে
লিখিলা ভনঙ্গ-পত্নী বিজয়ী যবনে,
—কৈটনের যুবতীরা আপনার সনে
হোলীখেলা করিবারে মনে সাধ করে,
আজ্ঞা যদি কর তবে আসিবে গোচরে।
রমণীর নাম শুনি বিজয়ী পাঠান
আনন্দে উঠিল মাতি, হারাইল জ্ঞান।
রাজপুত নারীগণে করি নিমন্ত্রণ
মদনমোহন বেশ করিল ধারণ।
তিন শত হারবীর পরি নারীবেশ
হোলী খেলিবারে গেল আনন্দে অশেষ

উন্মাদ করিছে প্রাণ নূপুর গুঞ্জনে,
ঘাঘরার তলে অসি রয়েছে গোপনে।
খেলিছে পাঠান সহ যত হারবীর,
লাল ক'রে দিল দেশ কুঙ্কুম আবীর।
হারের যুবক এক বৃদ্ধা নারী বেশে
পাঠানের শিরে হাড়ী ভাঙ্গে অবশেষে।
অমনি ঘাঘরা হ'তে খু'লে অসি হার
আক্রমে পাঠানগণে বিক্রমে দুর্ব্বার।
সদলে কেশরখাঁ হইল নিধন,
জয় জয় বলি ঘোষে হারবীরগণ।
এইরূপে বুদ্ধিমতী ভার্য্যার কৌশলে
ভনঙ্গ কোটার রাজ্য নিল করতলে।
ভনঙ্গ মরিলে তাঁর নন্দন দুঙ্গর
কোটাসিংহাসন পাইলেন অতঃপর।
বুন্দিপতি সূর্য্যমল্ল দুঙ্গর সিংহেরে
তাড়াইয়া কোটা হ'তে রাজ্য নিল কে'ড়ে।

রাও মধুসিংহ[১]-রামসিংহ

রতন নামেতে ছিল বুন্দির ভূপতি,
মধুসিংহ পুত্র তাঁর বীর্য্যবান অতি।
বুরহান পুরে সাজিহান-পক্ষ হয়ে
যুঝিলেন পিতাপুত্র সমরে নির্ভয়ে।
দিল্লীশ্বর সাজিহান মনে পেয়ে প্রীতি,
পিতাপুত্রে পুরস্কার দিল যথারীতি।
কোটা রাজ্য মধুসিংহে করিল অর্পণ,
হারাবতী দুইভাগ হইল তখন।
বহুদিন কোটারাজ্য সুশাসন করে,
রাজ্যের উন্নতি বহু হয় তাঁর করে।

মুকুন্দ কানাইরাম মোহন জিজার
কিশোরাদি পঞ্চপুত্র জন্মেছিল তাঁর।
মুকুন্দ মধুর পরে সিংহাসন পা'ন,
বহুদুর্গ অট্টালিকা করেন নির্ম্মাণ।
পিতা সহ আরঙ্গের বাজে যবে রণ
পঞ্চ ভ্রাতা সেই রণে করেন গমন।
সাজিহান-পক্ষ হয়ে বিক্রমেতে লড়ে,
কিশোর আহত, অন্য চারি জন মরে।
জগৎ মুকুন্দ-পুত্র পায় সিংহাসন,
সন্তান বিহীন হয়ে হইল মরণ।
জগতের মৃত্যু-পরে কানাই-নন্দন
পাইল পরমসিংহ রাজ-সিংহাসন।
নাহি ছিল রাজগুণ পরমের কাছে,
পদচ্যুত করে তাঁরে সর্দ্দারেরা পাছে।
বীরেন্দ্র কিশোরসিংহে দিয়ে রাজ্যভার
কোটার গৌরব রক্ষা করিল সর্দ্দার।
আরংজেবের পক্ষ করিয়া আশ্রয়
বিজাপুর আদি বহু রাজ্য করে জয়।
যুঝেন কিশোরসিংহ অসংখ্য সমরে,
পঞ্চশত অস্ত্র চিহ্ন ছিল কলেবরে।
অকালে কিশোর হ'লে সমরে নিধন,
রামসিংহ পাইলেন কোটা-সিংহাসন।
আজিম মৌজাম আরংজেবের নন্দন
সিংহাসন লোভে যবে জুড়িলেন রণ,
রামসিংহ আজিমের হইল সহায়,
মৌজামের পক্ষে বুন্দিপতি বুধ যায়।
কোটা ও বুন্দির তাতে শত্রুতা জন্মিল,
রামসিংহ বুধ-করে জাজৌতে মরিল।

১—১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসিংহের জন্ম হয়

রাও ভীমসিংহ।[1]

ভীমের কর্ত্তব্যজ্ঞান।

রামসিংহ মরণেতে তনয় তাঁহার
ভীমসিংহ পাইলেন কোটা-রাজ্যভার।
দুরন্ত সৈয়দ তবে প্রবেশি দিল্লীতে
মোগলের সিংহাসন লাগিল বেচিতে।
ভীমসিংহ হ'ল পক্ষ সৈয়দ-ভ্রাতার,
সেনাপতি করি করে সম্মান তাঁহার।
গাগরোন মাইদানা বারা শিবগড়
মাঙ্গরোল বারোদাদি অনেক নগর,
সৈয়দ হইয়ে তুষ্ট ভীমসিংহে দিল,
প্রথম শ্রেণীতে কোটা উন্নিত হইল।
ভীমের পরম বন্ধু ছিলেন নিজাম,
সম্রাটের ভয়ে বীর ছাড়ে দিল্লীধাম।
রাও ভীমসিংহে আজ্ঞা করিল সম্রাট,
নিজামে ধরিয়া আশু নিতে রাজপাট।
নিজাম বিপদ গণি লিখে "কোটাপতি,
ধর্ম্মভ্রাতঃ, কেন মোর ঘটাবে দুর্গতি।
ধূর্ত্ত জয়সিংহে নাহি বিশ্বাস কখন,
করে নাই পাৎসা কভু আদেশ তেমন।
আনি নাই কড়াক্রান্ত রাজ-কোষ হ'তে,
এ বিপদে কর ত্রাণ বন্ধু কোন মতে।"
উত্তরিল ভীমসিংহ "কহ বন্ধুবর,
কর্ত্তব্য ও বন্ধুতায় কোন্ গুরুতর।
আমি রাজপুত ভ্রাতঃ, কর্ত্তব্য প্রধান,
পালিব প্রভুর আজ্ঞা যতক্ষণ প্রাণ।
বীর তুমি, অস্ত্র শস্ত্র আছে অগণন,
সেনার অভাব নাই জানি বিলক্ষণ।
বাহুবলে পথ তব কর পরিষ্কার,
তাহাতে আপত্তি কিছু নাহিক আমার।
কৃতঘ্নতা কুম্ভীপাকে ডুবিব কেমনে,
এই নিবেদন বন্ধু তোমার চরণে।
কর্ত্তব্যের ত্রুটি মম হবে না কখন,
প্রভাতে করিব আমি তোমা আক্রমণ।"
ভীমের সরল বাক্যে নিজাম চতুর
জঙ্গলে সাজায়ে রাখে কামান প্রচুর।
জানে না গোপন-সজ্জা করেছে নিজাম,
প্রাতে আক্রমিল তাঁরে ভীম গুণধাম।
বনের নিকটে যেই হল অগ্রসর,
অমনি কামান শত গর্জ্জে ভয়ঙ্কর।
হতাহত হয়ে সৈন্য গেল পলাইয়ে,
ভীমসিংহ অগ্নিমুখে পড়িল ঝাঁপিয়ে।
প্রাণপণে বীরবর যুঝি বহুক্ষণ
করিলেন আপনার কর্ত্তব্য সাধন।
জ্বলন্ত গোলকে প্রাণ বিসর্জ্জি তাঁহার,
দিলেন বন্ধুর পথ করি পরিষ্কার।
'ব্রজনাথ জীউ' নামে কুলদেবতার
স্বর্ণ মূর্ত্তি সঙ্গে ভীম রণে নিত তাঁর।
স্থাপন করিয়া দেব আপন বাহনে
যাইতেন ভীমসিংহ সমর প্রাঙ্গণে।
"জয় ব্রজনাথ জীউ" বলি হারগণ
ছুটিত সমরে, করি সে মূর্ত্তি দর্শন।
ভীষণ সমরে ভীম ত্যজিলেন দেহ,
কোথা গেল ব্রজনাথ দেখিল না কেহ।

ভীমের বীর-কীর্ত্তি।

সম্রাটের কাছে পেয়ে বহু রাজ্য দান
তুষ্ট নাহি ছিল ভীম বীরেন্দ্র প্রধান।
উজলা ভীলের রাজ্য পর্ব্বত ভিতরে,
রাজা চন্দ্রসেন তথা বহু বল ধরে।

১—১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ভীমসিংহ রাজা হয়।

ভীমসিংহ ভীলরাজ্য করি আক্রমণ
বলেতে পার্ব্বত্য দেশ করেন গ্রহণ।
অম্বরের জয়সিংহ বিদ্বেষে যখন
বুন্দি-পতি বুধসিংহে করে আক্রমণ,
কোটা-পতি অম্বরের হইয়া সহায়
মহাবলে রাজ্য হ'তে বুধেরে তাড়ায়।
বুন্দির বিজয় ধ্বজা, রাজ-নিদর্শন,
রণশঙ্খ আদি ভীম করেন হরণ।
লুকায়ে রাখিল কোটা-দুর্গের ভিতরে,
না খুলিত দ্বার কভু সূর্য্যাস্তের পরে।
পালিত নিয়ম এই বংশধর তাঁর,
পারিল না বুন্দি তাহা করিতে উদ্ধার।
বীরবর ভীমসিংহ করে বহু রণ
অস্ত্রচিহ্ন তাতে দেহে হয় অগণন।
দেখিতে পে'ত না কেহ দেহ কদাকার,
সদাই থাকিত জামা পরিধানে তাঁর।
পড়িলে কুর্ব্বাইক্ষেত্রে সমরে ভীষণ,
শরীর দেখিয়া ভৃত্য স্তব্ধ হয়ে র'ন।
ভীম বলে "কেন এত সবিস্ময় তুমি,
যেই হার চাহে তার রক্ষে জন্মভূমি,
এই সজ্জা দেহে তার পরিতেই হয়,
যে না পারে তার কভু রাজ্য-ভোগ নয়
রাজার বিরামক্ষেত্র অন্তঃপুর নহে,
সমরে সামন্তদের পুরোভাগে রহে।"
পঞ্চদশ বর্ষ ভীম করেন শাসন,
অর্জ্জুন দুর্জ্জন শ্যাম তাঁহার নন্দন।

রাঁও দুর্জ্জনশাল।

দুর্জ্জনের অভিষেক ও রাজ্যবিস্তার

ভীমের মৃত্যুর [১] পরে অর্জ্জুন-তনয়,
চারি বর্ষ কাল মাত্র সিংহাসনে রয়।

১—১৭২০ খৃষ্টাব্দে ভীমের মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্যাম ও দুর্জ্জন
সিংহাসন তরে দুই ভ্রাতা করে রণ।
শ্যামসিংহ মরিলেন সে কাল সমরে,
দুর্জ্জন বালক সম কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
জড়ায়ে শ্যামের দেহ বলিল দুর্জ্জন,
"ভ্রাতা যদি বাঁচে রাজ্য ছাড়িব এখন।"
উঠিল না শ্যামসিংহ ভ্রাতার ক্রন্দনে,
বসিল দুর্জ্জনশাল কোটা-সিংহাসনে।
দিল্লীর মোগল-পতি সাহ মহম্মদ
অভিষেক করি তাঁরে দিল রাজপদ।
সম্রাট খেলাৎ যবে দিলেন দুর্জ্জনে,
প্রার্থনা করিলা রাজা তাঁহার চরণে।
"কালীন্দির তীরে যথা হিন্দু বাস করে,
তথায় যবন যেন গোহত্যা না করে।"
মহম্মদ করে তাঁর প্রার্থনা পূরণ,
দুর্জ্জন ও তাঁহার বাধ্য ছিল অনুক্ষণ।
দুর্জ্জন রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিল,
খীচীগণ হ'তে ফুলবুরোদী লইল।
মহারাষ্ট্র সনে করি বন্ধুত্ব স্থাপন
গোলাগুলি বাজীরাওয়ে যোগায় দুর্জ্জন।
বাজীরাও দুর্জ্জনেরে দিল প্রতিদান,
নগর নাহুড়গড় করিয়া প্রদান।

দুর্জ্জনের মহত্ত্ব ও বীরত্ব।

অম্বরের সহ করি মিত্রতা স্থাপন,
কোটা-পতিগণ বুন্দি করে নির্যাতন।
সগোত্রীয় বুন্দিরাজ্য হয় ছারখার,
দুর্জ্জনের প্রাণে তাহা সহিল না আর
অম্বরের জয়সিংহ নিয়ে বুন্দিদেশ,
বুধের তনয়গণে তাড়াইল শেষ।





বালক উমেদসিংহে বুধের কুমারে,
দুর্জ্জন আশ্রয় দিল সাধু ব্যবহারে।
জাঠ মহারাষ্ট্র সহ অম্বরের পতি
সে হেতু আক্রমে তাঁর কোটা শীঘ্রগতি।
সিন্ধিয়া লইয়া সঙ্গে সংখ্যাতীত যোধ
তিন মাস রহে দুর্গ করি অবরোধ।
না হইল কোন ফল, হয়ে হতাশ্বাস
আজ্ঞা দিল 'যত বন কাট চারি পাশ'।
সিন্ধিয়া সসৈন্যে যবে কাটিতেছে বন,
হাতে আসি পড়ে এক গোলক ভীষণ।
ছিন্ন হয়ে গেল হাত, পলাইল ত্রাসে,
দুর্জ্জন রক্ষিল রাজ্য মহারাষ্ট্র-গ্রাসে।
সকলের বল ব্যর্থ করিয়া দুর্জ্জন
রাখিল আপন রাজ্য বিক্রমে ভীষণ।
আক্রমি গুগোর-দুর্গ করি পরাজিত
নিশিতে দুর্জ্জন হয় পুরে উপনীত।
রবি অস্তমিত, রক্ষী নাহি খুলে দ্বার,
"রাজা আমি" বলি রাজা ছাড়িছে চীৎকার
কে মানে কাহার আজ্ঞা, বলিল প্রহরী,
"রসাতলে যাক্ রাজা দাও দূর করি।"
কি করিবে রাজা আর নাহিক উপায়,
নিজেই নিজের অস্ত্রে আজি মারা যায়।
ভয়ে ছাড়ি দুর্গ, দেব-মন্দির ভিতরে
আশ্রয় লইল রাজা নিশি দ্বিপ্রহরে।
শঠের ছলনা বলি বুঝিয়া প্রহরী
দুর্জ্জনে তাড়ায় রাত্রে পরিহাস করি।
প্রভাতে খুলিয়া দ্বার, দ্বারপালগণ
হাস্য করে রাত্রি-কথা করি আলাপন।
হেন কালে আসি রাজা হয় উপনীত,
ভয়েতে প্রহরীগণ হইল স্তম্ভিত।
ঢাল অসি রাখি রক্ষী রাজার চরণে
আদেশ অপেক্ষা করে আনত বদনে।

সুমতি দুর্জ্জনশাল না করিয়া রোষ,
রক্ষীর কর্ত্তব্য হেরি হইল সন্তোষ।
আপনার গাত্র-সজ্জা, সুবর্ণ মোহর,
পুরস্কার দিল তারে রাজা বিজ্ঞবর।
মৃগয়ার প্রিয় ভক্ত ছিলেন দুর্জ্জন,
রাজ্যের প্রত্যেক কোণে রক্ষা করে বন।
তথায় মৃগয়াসন থাকিত সজ্জিত,
রাণীগণে সঙ্গে করি হ'ত উপনীত।
বনবাটিকায় থাকি করিত শিকার,
মৃগয়ায় সিদ্ধহস্ত ছিল রাণী তাঁর।
মিবারের রাজ কন্যা বিবাহ করিল,
দুর্জ্জনশালের কোন পুত্র না জন্মিল।
খেদে কোটা-পতি বলে রাণীর গোচরে—
"ভ্রাতৃ-রক্তে এই হস্ত কলঙ্কিত ক'রে,
বসিয়াছি সিংহাসনে, করিয়াছি পাপ,
না জন্মিল পুত্র তাই, বিধাতার শাপ।
পুত্রলাভে আশা নাই, পিণ্ডরক্ষাতরে
দত্তক গ্রহণ কর রাজ্য দান ক'রে।"
বিষণসিংহের পৌত্র অজিত-তনয়
চত্বারে দত্তক লয় সর্ব্ব গুণময়।
দুর্জ্জনের মৃত্যু [১] পরে দত্তক চত্বারে
অভিষেক করিবারে চাহিল সর্দ্দারে।
বলিল হিম্মৎসিংহ ঝালা ফৌজদার
পুত্র কি হইবে রাজা সম্মুখে পিতার?
চত্বারে বসাও যদি রাজ-সিংহাসনে,
পিতা বল পুত্র-আজ্ঞা পালিবে কেমনে?
অজিতে অশীতিপর বৃদ্ধে মন্ত্রিগণ,
অর্পণ করিল সবে কোটা-সিংহাসন।

১—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দুর্জ্জনশালের মৃত্যু হয়

জালিম[১]-উপাখ্যান।

জালিমের কুলাখ্যান।

চত্বার গোমান মান তিন পুত্রবর
রাখিয়া অজিত মরে দুই বর্ষ পর।
দত্তক চত্বার পায় রাজ-সিংহাসন,
করিল হিম্মতসিংহ স্বরগে গমন।
কোটা-রাজ্যভার বটে পাইল চত্বার,
রাজা হইলেন এবে নামমাত্র সার।
কোটা-রঙ্গভূমি মাঝে হইল উদয়,
ক্ষণজন্মা নর এক বহু গুণময়।
রাজা রাজ্য সব নিল করি করতল,
বিস্তারিল রাজস্থানে ক্ষমতা প্রবল।
জালিম তাঁহার নাম, মহা শক্তিধর,
অদ্ভুত কাহিনী তাঁর শুন অতঃপর।
ঝালাবার জনপদ সৌরাষ্ট্র প্রদেশে,
হলবুদ নামে গ্রাম ছিল দীনবেশে।
আরঙ্গের পুত্রগণে বাজে যবে রণ,
তথা হ'তে করে মধু কোটায় গমন।
রাও ভীমসিংহ তাঁরে নিল সমাদরে,
গরীব বলিয়া বীরে তুচ্ছ নাহি করে।
মধুর ভগ্নীর সহ তনয় অর্জ্জুনে
বিবাহ দিলেন ভীম আনন্দে স্বগুণে।
কোটায় হইল মধুসিংহ ফৌজদার,
'মামা সাহেব' নামে খ্যাত বংশধর তাঁর
মধুর মৃত্যুর পরে তনয় মদন
ফৌজদারের পদ শেষে করিল গ্রহণ।
পৃথ্বী ও হিম্মত দুই মদন-তনয়,
জালিম পৃথ্বীর পুত্র খ্যাত অতিশয়।
হিম্মত ফৌজদার হয় মরিলে মদন,
চত্বারে না দিল যেই কোটা-সিংহাসন।

১—১৭৪০ খৃষ্টাব্দে জালিমের জন্ম হয়।

হিম্মত মরিলে পর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর
হইল জালিমসিংহ কোটার ফৌজদার।
'ঝালা' নামে খ্যাত, বলি ঝালাবংশধর,
একে একে কীর্ত্তি তাঁর শুন অতঃপর।

অম্বরের কোটা আক্রমণ।

বিক্রমী দুর্জ্জনশাল কোটা-অধিপতি,
সিন্ধিয়া-অম্বরে দেয় অশেষ দুর্গতি।
মরিলে ঈশ্বরীসিংহ আত্মহত্যা ক'রে
মধুসিংহ রাজা হয়ে বসিল অম্বরে।
মধুর হইল সাধ হারের উপরে
করিবেন আধিপত্য দলি পদভরে।
বহু সৈন্য সঙ্গে করি অম্বরের পতি
কোটা-অভিমুখে যাত্রা করে ঝড়গতি।
উনিয়ার করি জয়, উত্তরি চম্বল
সুলতানপুরে পশে মধু মহাবল।
শিয়রে এসেছে শত্রু জানে না সর্দ্দার,
ব্যস্ত হয়ে বাহিরিল ছাড়ি দুর্গ তাঁর।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাজিল ভীষণ,
সর্দ্দার যুঝিল রণে করি প্রাণপণ।
বাহু প্রসারিত করি জড়ায়ে ধরণী
ছাড়িল অন্তিমশ্বাস বীরচূড়ামণি।
বীর-মৃত্যু হেরি হাসে অজ্ঞ শত্রুগণ,
যেই জানে হারে, সেই বুঝিল তখন ;—
মরিতেও মরে হার মার পদ চুমি,
জীবনে মরণে তার প্রিয় জন্মভূমি।
সুলতানপুরে মধু জিনিয়া সমর
বাতোয়ারে উপনীত হয় অনন্তর।
মধুর বিজয়ে ভীত হ'ল না জালিম,
সাজাইল হার-সৈন্য বিক্রমে অসীম।

দে'খে মধুসিংহ 'এক বাপ্‌কা বেটান'[১]
সজ্জিত হাজার পঞ্চ হার বলবান;
ভাবিলেন অগণিত সৈন্যসংখ্যা তাঁর,—
কাছে আসিবে না হার, মে'নে যাবে হার।
দেশ আর মান রক্ষাতরে যার পণ,
কোন বল্ আছে তারে করিবে দমন!
বাজিল ভীষণ যুদ্ধ কুশাবহ হারে,
জয়লক্ষ্মী পড়ে দ্বন্দ্বে মালা দিবে কারে।
অশ্ব হ'তে নামি শেষে বীরেন্দ্র জালিম
উত্তেজিল হারসৈন্যে বীরত্বে অসীম।
পারে না তিষ্ঠিতে আর কুশাবহগণ,
রক্ত-নদে হার-অসি করিছে তর্পণ।
দুগ্ধলোভে থাকে যথা লুকায়ে মার্জ্জার,
রণক্ষেত্র হ'তে ছিল অদূরে হুঙ্কার।
জালিম বলিল "যদি নাহি কর রণ,
অম্বর-শিবির ভাই করহ লুণ্ঠন।"
দ্বিরুক্তি করিতে আর হ'ল না ঝালার,
মুহূর্ত্তে বাসনা তাঁর পূরায় হুঙ্কার।
অম্বর-সর্দ্দারগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
কোন্ দিকে যাবে পথ খুজিয়া না পায়।
বন্দী করি বহু 'কূর্ম্ম' আনিল কোটায়,
নিল অম্বরের পঞ্চ রঙ্গিণী ধ্বজায়।
জালিম বীরত্ব বহু দেখায় সে রণে,
কবির কবিতা সাক্ষ্য দেয় অনুক্ষণে।

"জঙ্গ বাতোয়ারা জিতা,
তারা জালিম ঝাঁলা,
রঙ্গ এক রঙ চারা
রঙ পঞ্চ রঙ কা।"

অর্থ—

"বাতোয়ারা ক্ষেত্রে ঝালা জালিমের তারা,
জয়ী হ'য়ে বর্ষে তাঁর শিরে যশ-ধারা।
অম্বরের পঞ্চরঙ্গ ধ্বজা সে সমরে
শোণিতে রঞ্জিত হয়ে এক রঙ ধরে।"
'কূর্ম্ম' গুটাইয়ে মাথা পেটের মাঝার
যে নিল, বাহির নাহি করিলেন আর।
সে দিন হইতে পরে অম্বর কখন
চাহেনি হারের'পরে প্রভুত্ব স্থাপন।
নরাত্রি[১] উৎসবকালে সে হইতে হার
নির্ম্মায় অম্বর-দুর্গ কোটার মাঝার।
ভগ্ন ক'রে সেই দুর্গ জয় জয় রবে,
এই বিজয়ের স্মৃতি রাখেন গৌরবে।

১। এক বাপ্‌কা বেটান=এক পিতার পুত্র।

১—নরাত্রি=খড়্গপূজা।

জালিমের পদচ্যুতি ও মিবারে আশ্রয় গ্রহণ

মরিল চত্বারশাল—নাহিক সন্তান,
কোটা-সিংহাসনে ভ্রাতা বসিল গোমান।[২]
অম্বরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিল জালিম,
রাজ্যেতে প্রভুত্ব তাঁর বাড়িল অসীম।
বাল বৃদ্ধ সবে গায় জালিমের গান,
রাজা হইলেন ভয়ে ওষ্ঠাগতপ্রাণ।
মানুষ যখন হয় আপনি দুর্ব্বল,
পরের পৌরুষ ভাবে আশঙ্কার স্থল।
গোমানের মনে হ'ল ভীতির সঞ্চার,
চিন্তিতে লাগিলা কিসে পাইবে নিস্তার।
মৃগের সুন্দর শৃঙ্গ মৃত্যুর কারণ,
জালিমের গুণও তাঁর হইল তেমন।
যেই স্থলে রাজা রাজগুণ নাহি ধরে,
রাজশক্তি নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করে।
ছাড়িলেন ব্রহ্ম অস্ত্র ভূপতি গোমান,
পদচ্যুত করিলেন জালিমে ধীমান।

২—১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে গোমান রাজা হয়।

নির্ব্বিবাদে রাজদণ্ডে করিয়া সম্মান,
কোটা ছাড়ি করিলেন জালিম প্রস্থান।
মিবারে রাণার পদে লইল শরণ,
ভূমিবৃত্তি আর খ্যাতি পায় 'রাজরণ'।
যার মাঝে আছে শক্তি, কর্ম্মক্ষেত্র তার
সম্মুখে রয়েছে পড়ি বিশাল সংসার।
অভিশাপে জালিমের হয়ে গেল বর,
প্রতিভার রঙ্গভূমি বাড়িল বিস্তর।
কূপ ছাড়ি সিন্ধু-মাঝে পড়িল জালিম,
তলে মণি মুক্তা, উর্দ্ধে আকাশ অসীম।
যথা মুক্ত ক্ষেত্রে, গাছ বাড়িল তেমন,
মেঘ ভেদি উঠে শির করিল মনন।
মিবারের করে ঝালা বহু বহু হিত,
হইল মিবারবাসী তাঁরে অতি প্রীত।
সিন্ধিয়া মিবার যবে করে আক্রমণ,
রাণাপক্ষ হ'য়ে ঝালা করেছিল রণ।
বীরেন্দ্র জালিম বন্দী হইল সমরে,
সসম্ভ্রমে রহিলেন ত্র্যম্বকের ঘরে।
ত্র্যম্বক ব্রাহ্মণ ছিল মহারাষ্ট্র বীর,
সাধু ব্যবহারে তোষে জালিমে সে ধীর।
ঝালার সুযোগ তাতে হইল অশেষ,
মহারাষ্ট্র রীতি নীতি শিখিল বিশেষ।
অম্বজী নামেতে ছিল ত্র্যম্বক-নন্দন,
তাঁর সহ করে ঝালা মিত্রতা স্থাপন।
মহারাষ্ট্র করে তাঁরে ভয় ও সম্মান,
সকলে তাঁহার প্রতি হয় শ্রদ্ধাবান।
চন্দাবতে শক্তাবতে মিবারে আবার
বাজে দ্বন্দ্ব সর্ব্বস্বান্ত করিতে মিবার।
শক্তাবৎগণ নিল ঝালার শরণ,
সে সুযোগে করে পুনঃ মিবারে গমন।
বিদ্রোহী সর্দ্দারগণে দমিয়া জালিম,
অন্তরে পিপাসা তাঁর বাড়িল অসীম।
ঝালা করিলেন ইচ্ছা সমগ্র ভারত
কৌশলে রাখিবে তাঁর করি পদানত।
বন্ধু অম্বজীরে ঝালা আনিল মিবার,
আপনার পদে তা'তে মারিল কুঠার।
লিখেছি মিবার-কাণ্ডে সব বিবরণ,
দ্বিরুক্তি করিয়া আর নাহি প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্রের কোটা আক্রমণ।

রাও গোমানেরে বেশ চিনিয়া চতুর,
আক্রমে বৈকুনী-দুর্গ মহারাষ্ট্র শূর।
বীরবর মধু চারিশত হার সহ,
বিক্রমেতে সেই দুর্গ রক্ষে অহরহঃ।
করিতে পারে না শত্রু প্রাচীর লঙ্ঘন,
ভাঙ্গিতে দুর্গের দ্বার করিল মনন।
তাড়াইল মত্ত গজ কপাটের পানে,
ঘন ঘন দ্বারে হস্তী মুণ্ড শুণ্ড হানে।
তাহা দেখি একলম্ফে ছাড়ি দুর্গচূড়,
পড়িলেন করীপৃষ্ঠে মধুসিংহ শূর।
মাহুতে করিয়া বধ একই প্রহারে,
পুনঃ পুনঃ অসিঘাতে গজরাজে মারে।
মধুর বীরত্ব হেরি মহারাষ্ট্রগণ,
চিত্রপুত্তলিকা সম রহে কিছুক্ষণ।
অতঃপর দুর্গ-দ্বার করি উন্মোচন,
আক্রমিল শত্রুগণে মত্ত হারগণ।
বিনাশ করিয়া শত্রু ত্রয়োদশ শত,
একে একে হারবীর মরে চারিশত।
একজন হারসেনা ছিল যতক্ষণ
পারেনি পশিতে দুর্গে মহারাষ্ট্রগণ।
মহারাষ্ট্র করি শেষ বৈকুনী লুণ্ঠন,
অচিরে সুজিত দুর্গ করে আক্রমণ।





কোটা রক্ষা করিবারে ভূপতি গোমান,
সুজিত হইতে সৈন্য করিল আহ্বান।
কোটায় যাইতে সেনা পশে নলবন,
অকস্মাৎ উঠে অগ্নি জ্বলিয়া ভীষণ।
ভয়েতে বিহ্বল হ'য়ে হারাইয়ে পথ,
শত্রুর শিবিরে আসি পড়ে সৈন্য যত।
পড়িল বাঘের মুখে, কোথা যাবে আর,
দাক্ষিণীর করে হ'ল সমূলে সংহার।
নব জয়ে শত্রুগণ হয়ে উল্লসিত,
অবিলম্বে কোটা-মুখে হইল ধাবিত।
ভয়েতে গোমানসিংহ হইল আকুল,
কি করিবে কোথা যাবে নাহি পায় কূল।
মহতে না হয় যথা বিহিত সম্মান,
নাহি ঘুচে দুঃখ দৈন্য, চির অকল্যাণ।

জালিমের কোটায় আগমন ও কার্য্যভার গ্রহণ।

ধরা নাহি দিত ঝালা কাহারো গোচরে,
সেই হেতু মহারাষ্ট্রজালে গেল জ'ড়ে।
সর্ব্বোপরি ছিল তাঁর গর্ব্ব বিলক্ষণ,
কাম্যপথে তাতে বাধা করিল অর্পণ।
অম্বজী বলিল যেই "আমি বন্ধুবর,
চিনেছি তোমায়, কেন প্রতারণা কর" ?
অমনি বলিল ঝালা "কি বুঝেছ তুমি ?
এই চলিলাম ছাড়ি এ মিবার ভূমি।"
নতুবা পারিত ঝালা সমগ্র ভারতে,
একছত্র করি তার অধিপতি হ'তে।
নিজদেশে কর্ম্মক্ষেত্র করিতে আবার,
জালিম কোটায় দেখা দিল পুনর্ব্বার।
শুভযোগে মহারাষ্ট্র আসিল কোটায়,
গোমান বলিল "ডাক জালিম কোথায়" ?
ভূপতি করিল তাঁরে সাদরে গ্রহণ,
বলিল "করহ বন্ধু বিপদ মোচন।
অম্বরের করে রক্ষা করেছ কোটায়,
এবার দাক্ষিণী এল কি হবে উপায়।"
জালিম বলিল "প্রভু ভয় অকারণ,
পারিব দাক্ষিণীগণে করিতে দমন।"
জালিমে করিয়া ভয় মহারাষ্ট্রগণ,
কোটা ছেড়ে গেল সন্ধি করিয়া বন্ধন।
গোমান উৎকট রোগে আক্রান্ত হইল,
আসন্ন মরণ হেরি জালিমে বলিল।
"দুইবার কোটা-রাজ্য রক্ষিলে সুজন,
তৃতীয় সঙ্কট এই কি করি এখন।
তুমি বিনে উপযুক্ত পাত্র নাহি আর,
বালক উমেদে দিনু করেতে তোমার।
অন্তরের যত দুঃখ করিয়া অন্তর,
রাজ্যরক্ষা শিশুরক্ষা কর বিজ্ঞবর।
নাহি জীবনের আশা, তুমি হে ধীমান,
প্রতিশ্রুত হ'লে সুখে মুদিব নয়ান।"
রাজার বাসনা ঝালা করিল পূরণ,
শান্তিতে গোমান স্বর্গে করিল গমন।
উমেদেরে কোটারাজ্যে অভিষেক ক'রে১
টিকাডোর প্রথা পুনঃ জালিম আচরে।
নিষধের রাজা হ'তে নিয়ে কৈলবার,
জালিম উমেদসিংহে দিল উপহার।
দেওয়ানীতে অখিচাঁদ ছিলেন দেওয়ান,
করিত জালিমসিংহ ফৌজদারী বিধান।
দৈবযোগে হ'ল আশু অখির মরণ,
দুই পদ জালিমের হইল এখন।

১—১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জালিম শিশু উমেদকে রাজা করেন।

জালিম-বধের জন্য ষড়যন্ত্র।

স্বরূপ গোমান-ভ্রাতা, ধাইভাই যশ,
অতি রোষ করে জালিমেরে মহাযশ।
সাধিতে বিনাশ তাঁর ষড়যন্ত্র করে,
সকলি বিফল হ'ল জালিমের করে।
বলিলেন যশকর্ণে জালিম নির্জ্জনে,
"স্বরূপের অভিসন্ধি বুঝেছ কি মনে?
উমেদে রক্ষক সহ করিয়া নিধন,
স্বরূপ লইতে চাহে কোটা-সিংহাসন।"
সন্দেহ জন্মিল তাতে যশের অন্তরে,
উপবনে স্বরূপেরে দিনে হত্যা করে।
অমনি জালিমসিংহ নিজমূর্ত্তি ধরি,
কারাগারে দিল যশে তিরস্কার করি।
জয়পুরে যশকর্ণে ক'রে নির্ব্বাসন,
জালিম করিল দুই শত্রুর নিধন।
তাহা দেখি চক্রীগণ হয়ে অতি ভীত
কোটা ছাড়ি অন্য রাজ্যে হইল ধাবিত।
জালিম তাদের বিত্ত করি অধিকার,
জয়পুরে যোধপুরে দিল সমাচার;—
"আশ্রয় না দিবে কভু রাজদ্রোহীগণে।"-
শরণ লইল তারা জালিম-চরণে।
তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখি সেই বিদ্রোহী উপরে,
জালিম আশ্রয় দিল কোটার ভিতরে।
আথুন-দুর্গের পতি দেবসিংহ সনে
ষড়যন্ত্র হয় পুনঃ জালিম-নিধনে।
মুষা নামে দস্যু এক ছিল বিভীষণ,
লুণ্ঠিয়া ভারতবর্ষ করিত ভ্রমণ।
জালিম তাহার করে আশ্রয় গ্রহণ,
আথুনের দুর্গ মুষা করে আক্রমণ।
বিদ্রোহী সর্দ্দারগণ সেই দস্যু-করে,
নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করে।
ঝালার আদেশে দেব নির্ব্বাসিত হন,
ধন রত্ন যত ছিল করিল লুণ্ঠন।
দেবের তনয় শেষে দয়া ভিক্ষা ক'রে,
লইল বার্ষিক বৃত্তি ঝালার গোচরে।
বাহাদুরসাহ নামে দুর্জ্জয় সর্দ্দার,
চক্র করে করিবারে জালিমে সংহার।
রাজসভা-মাঝে মন্ত্রী করিতে গমন,
সঙ্কল্প করিল তাঁর বিনাশ সাধন।
জানে না জালিম কিছু, অকপট মনে
রাজসভা-মাঝে চলে চক্রীদল সনে।
সঙ্কেত করিল তাঁর এক অনুচর,
সন্দেহ জন্মিল তাতে মনের ভিতর।
লালজীর সেনা ছিল কিঞ্চিৎ অন্তরে,
কৌশলে ডাকিয়া সবে আনিল গোচরে।
ভাবে চক্রীগণ জালে পড়েছে শিকার,
মুহূর্ত্তে হইয়ে গেল বিপরীত তার।
লালজীর সেনা আসি কৈল আক্রমণ,
একে একে চক্রীগণ হইল নিধন।
কিশোরীদেবীর মঠে বাহাদুর ধায়,
মূর্ত্তি সহ জ্বালাইল জালিম তাহায়।
অষ্টাদশ ষড়যন্ত্রে পড়িল দুর্ব্বার,
বুদ্ধিগুণে ঝালা তাতে হইল উদ্ধার।
শেষে ষড়যন্ত্র এক হইল ভীষণ,
তাহাতে পড়িয়া ঝালা শুকায় বদন।
একদিন রাজ-মাতা করি নিমন্ত্রণ,
জালিমে লইয়ে গেল আপন ভবন।
জালিম কক্ষের মাঝে বসে রহে একা,
কেহ আসি তাঁর সনে নাহি করে দেখা।
জালিমের মনে ক্রমে সন্দেহ জন্মিল,
হঠাৎ দেখিয়া কাণ্ড পরাণ উড়িল।
মুক্ত অসি করে করি বীরনারীগণ,
চামুণ্ডার মত আসি করে আক্রমণ।





না করিয়া অস্ত্রাঘাত রুদ্রচণ্ডী যত,
নানা প্রশ্ন করি তাঁরে করেন বিব্রত।
ভুজঙ্গী বেষ্টিত কূপ-মণ্ডূক যেমন,
ভয়েতে অস্থির বীর, সরে না বচন।
রাজ-জননীর প্রিয় সহচরী ছিল,
জালিমে হেরিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।
মুক্ত অসি করে বামা আসি অতর্কিতে,
চণ্ডিকার মত তাঁরে লাগিল গর্জ্জিতে।
"দুরাত্মন্ অন্তঃপুরে করিয়া প্রবেশ,
রমণীর সনে কর চাতুরীর শেষ?
দূর হও গৃহ হ'তে, নতুবা এখন,
অসির আঘাতে মুণ্ড করিব ছেদন।"
নিন্দিয়া জালিমে বহু করি তিরস্কার,
বাহিরে টানিয়া আনে বিক্রমে দুর্ব্বার।
চতুরার সে চাতুরী না পারি বুঝিতে,
আনন্দে সঙ্গিণীগণ লাগিল হাসিতে।
সত্বর জালিমসিংহ করিল প্রস্থান,
চতুরার করে বাঁচে চতুরের প্রাণ।

জালিমের প্রতিভা।

জালিম দেখিল যবে সর্দ্দার সকল,
ক্রমে ক্রমে হইতেছে বিদ্রোহী প্রবল।
একে দেশে রাত্রি দিন দস্যুতা লুণ্ঠন,
তাহাতে হইলে পুনঃ সর্দ্দার ভীষণ,
অচিরেতে রাজস্থান হইবে শ্মশান,
প্রতীকার-কল্পে তার করিল বিধান।
যত রাজপুত রাজা ছিল রাজস্থানে,
বহু চেষ্টা করি ঐক্য বন্ধনেতে আনে।
জালিমের বহু খ্যাতি ছিল রাজবারে,
বৃহস্পতি সম জ্ঞান করিত তাঁহারে।
তাঁহার কথায় সবে সম্মত হইল,
সকল রাজ্যের মাঝে সখ্যতা স্থাপিল।
তাহাতে সর্দ্দারগণে করিল দমন,
মাথা তুলিবারে নাহি পারিল কখন।
রাজবারা মাঝে তবে ছিল তিন দল,
সকলের চেষ্টা, দমে রাঠোরে কেবল।
ধর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হয়ে সবার গোচরে,
মধ্যস্থ হইয়া ঝালা অভিনয় করে।
সকল রাজ্যের দূতে দেয় সদুত্তর,
সন্দেহ করেনা কেহ তাঁহার উপর।
কার্য্যকালে দেখে তিনি কারো পক্ষ নহে,
সাধিতে আপন মন্ত্র সদা রত রহে।
জালিমের মত হেন বহু নীতিবিদ্,
বিশাল ধরণী মাঝে জন্মেছে ক্বচিৎ।"
রাজপুত বীর্য্য আর জালিমের নীতি,
এক হলে জগতের জন্মাইত ভীতি।
পারিত জালিমসিংহ রাজপুত সহ,
করিতে ভারতবর্ষে ইংরাজ-নিগ্রহ।
চতুর জালিমসিংহ বুঝিলেন সার,
ভারতের স্বাধীনতা রহিবেনা আর।
চতুর্দ্দিকে উপদ্রব অশান্তি লুণ্ঠন,
রাজপুত মহারাষ্ট্র সিন্ধিয়া যবন,
কারো শক্তি নাহি শান্তি করিবে স্থাপিত,
এক মহাশক্তি যদি নহে প্রতিষ্ঠিত।
জালিম বুঝিয়া তাহা ইংরাজের করে,
অর্পিতে ভারত রাজ্য প্রাণ পণ করে।
কেহ বলে নিজ স্বার্থ করিতে সাধন,
লইল জালিমসিংহ ইংরাজে শরণ।

কোটার সহিত কোম্পানীর সন্ধি[১]।

ইংরাজের সহ করি মিত্রতা স্থাপন,
জালিম এরূপে সন্ধি করিল বন্ধন।

১—১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর কোটার সহিত কোম্পানীর সন্ধি হয়

"কোম্পানীর বন্ধুগণ্য হবে কোটারাজ,
একস্বার্থে ঐকবাক্যে করিবেন কাজ।
শত্রু মিত্র হবে এক অভিন্ন দোঁহার,
কোম্পানী লইবে কোটারাজ্য-রক্ষাভার।
কোম্পানীর আধিপত্য মানিয়া চলিবে,
অন্য রাজা সহ সর্ব্ব সম্পর্ক ত্যজিবে।
করিবে না রাও কভু কারে অত্যাচার,
কোম্পানী লইবে দ্বন্দ্ব মীমাংসার ভার।
মহারাষ্ট্রে যে রাজস্ব দিত কোটাপতি,
কোম্পানীরে দিলে তাহা পাবে অব্যাহতি।
অন্য কোন রাজা যদি দাবী করে কর,
প্রবল কোম্পানী তার দিবেন উত্তর।
সাধ্যমত কোটারাজ সেনা যোগাইবে,
যখন কোম্পানী তাহা প্রার্থনা করিবে।
মহারাও কিবা তাঁর পরবর্ত্তীগণ,
স্বেচ্ছামত স্বীয় রাজ্য করিবে শাসন।
কোম্পানীর দেওয়ানী কি ফৌজদারী বিধান,
কোটার রাজ্যের মধ্যে পাইবেনা স্থান"।
এই সন্ধি বন্ধনেতে ভারত মাঝারে,
ইংরাজের ভাগ্য লক্ষ্মী দিন দিন বাড়ে।
রাজস্থান মাঝে ছিল যত রাজাগণ,
জালিমের পথ সবে করিল গ্রহণ।
ইংরাজ প্রভুত্ব তাতে চলিল বাড়িয়ে,
ভারতে আবার শান্তি আসিল ফিরিয়ে।
বিষদন্ত ভগ্ন হয়ে সিন্ধিয়া হুল্কার,
কে কোথা পলাবে পথ নাহি পায় তার।

পিণ্ডারী দমন[১]।

পিণ্ডারী নামেতে দস্যু ছিল ভয়ঙ্কর,
নিত্যই দেশের ক্ষতি করিত বিস্তর।
ধন প্রাণ কারো নাহি ছিল নিরাপদ,
ভাবিত সকলে মনে শিয়রে বিপদ।
সদয় ইংরাজ জাতি পিণ্ডারী দমনে,
নিমন্ত্রণ করিলেন যত রাজাগণে।
জালিম অগ্রণী হয়ে হইল সম্মত,
পাছে তার সব রাজা হয় একমত।
পিণ্ডারী দমনে সজ্জা হইল ভীষণ,
আনন্দে চলিল সবে করিবারে রণ।
ইংরাজের তিন দল সৈন্য বলবান,
দস্যুর বিরুদ্ধে করে যুদ্ধ অভিযান।
জালিমের ছিল বরা নগর সুন্দর,
লুণ্ঠন করিয়া ক্ষতি করিল বিস্তর।
তাহাতে জালিমসিংহ হয়ে মর্ম্মাহত,
কহিল না পারি ক্রোধ করিতে সংযত।
"জীবনের গত বিশ বর্ষ ফিরে পাই,
দিল্লী দাক্ষিণাত্য তবে এক করে যাই।"
এই ভিন্ন কভু আর ইংরাজের সহ,
হয় নাই জালিমের বিবাদ কলহ।
কোন মতে করি শান্ত ক্রুদ্ধ 'রাজরণে',
চলিল মিলিত সেনা পিণ্ডারীর রণে।
নর্ম্মদার কূলে সব হয়ে অগ্রসর,
ইংরাজ ও রাজপুত জুড়িল সমর।
চারিমাস কাল যুদ্ধ হইল ভীষণ,
সমূলে নির্ম্মূল হল দুষ্ট দস্যুগণ।
অশান্তি অনেক দিনে দূর হয়ে গেল,
বহুদিনে ভারতের চোখে নিদ্রা এল।

হুল্কার ও জালিমের সন্ধি।

ইংরাজের সেনাপতি নামে মন্‌সন,
হুল্কার দমন তরে করেন গমন।
তাঁহার অধীনে ছিল এত সেনাবল,
পারিত ভারতবর্ষ করিতে দখল।

[১]—১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীর যুদ্ধ হয়।

কাপুরুষ সেনাপতি হুল্কারের ডরে,
ভয়ে পলাইয়া আসে আত্মরক্ষাতরে।
মুকুন্দরা গিরিপথে অঞ্জানদী-তীরে,
হারগণ করে রক্ষা তাঁর বাহিনীরে।
না থাকিলে হারসেনা বিক্রমী হুল্কার,
ধনে প্রাণে মন্‌সনে করিত সংহার।
সৈন্য সহ মরে কৈলা সর্দ্দার সমরে,
বক্সী হইলেন বন্দী হুল্কারের করে।
প্রাণে বেঁচে মনসন আসিল কোটায়,
নগরে প্রবেশ করি রহিবারে চায়।
জালিম বলিল "বন্ধু বাহিরেই রহ,
রসদ যোগাব, আর মোর সৈন্য সহ
রোধিয়া শত্রুর গতি রক্ষিব তোমায়,
অরাজক হবে রাজ্য পশিলে হেথায়।"
কাপুরুষ মনসন বুঝি বিপরীত,
লেকের[১] নিকটে গেল পলায়ে ত্বরিত।
ধর্ম্ম ডুবাইয়া বীর করিল ঘোষণা,
জালিম করেছে নাশ করি কুমন্ত্রণা।
যার ঘর বাঁধিলেন সেই বলে চোর,
জালিম পড়িল তাতে দুর্বিপাকে ঘোর।
ইংরাজে জালিমসিংহ করেন সহায়,
হুল্কারের প্রাণে তাহা সহিল না হায়।
কোটারাজ্য ধ্বংস তরে আসিল হুল্কার,
দশলক্ষ মুদ্রা চাহে নিকটে রাজার।
ভ্রূক্ষেপ করেনা তাতে নির্ভীক জালিম,
সাজাইল হারসৈন্য শমন-প্রতিম।
বাজে বাজে হলে যুদ্ধ, সন্ধির কারণ,
হুল্কার করিল ভয়ে প্রস্তাব তখন।
মহারাষ্ট্রে জালিমের হলনা বিশ্বাস,
সম্বাদ পাঠায় ঝালা হুল্কারের পাশ।

১—লর্ড লেইক=ইংরাজ সেনাপতি ছিলেন।

"চম্বল নদের বক্ষে নৌকার উপরে,
মিলে যদি দুইপক্ষ মীমাংসার তরে,
সাক্ষাৎ করিতে আমি করেছি নিশ্চিত,
নতুবা সমরক্ষেত্রে হইবে বিহিত।"
কি করে হুল্কার আর, দিল অনুমতি,
দুই পক্ষ নদীবক্ষে মিলে শীঘ্রগতি।
জালিমে পিতৃব্য বলি করি সম্বোধন,
হুল্কার করিল ধর্ম্ম-বন্ধন স্থাপন।
"চাচা প্রাণে বাঁচা" নীতি মন্দ নহে বেশ,
তিন লক্ষ মুদ্রা নিয়ে ফিরে গেল দেশ।
হুল্কারে বিদায় করি রাজ্যেতে আপন,
করিল জালিমসিংহ শান্তি সংস্থাপন।
হুল্কার কাকার ফাঁদে টাকা হারাইল,
অর্থকীট অর্থ-কথা ভুলিতে নারিল।
পাগল হইল শেষে পেয়ে মনস্তাপ,
"কাকা জালিমের সন্ধি" বলিত প্রলাপ।

জালিমের রাজভক্তি।

ভূপতি উমেদ নামে মাত্র রাজা সার,
আজীবন বালকত্ব ঘুচিল না তাঁর।
জালিমের গুণে তিনি বড় মুগ্ধ হন,
ঝালারে বলিয়া 'নানা' করে সম্বোধন।
"নানা সাহেবের বংশ" বলিয়া ভারতে,
জালিমের বংশ খ্যাত বহু দিন হ'তে।
উমেদ না নিল হাতে স্বীয় রাজ্যভার,
জালিম চালায় রাজ্য রাজত্বে তাঁহার।
নিজের ইচ্ছায় কাজ সম্পন্ন করিত,
পদে পদে উমেদের উপদেশ নিত।
ভূমি বৃত্তি চাহে যদি জালিম-নন্দন
বলিত "রাজার কাছে কর নিবেদন।"
যুবরাজে একবার তনয় তাঁহার
অসম্মান করে, দিল নির্ব্বাসন তার।

উমেদের অনুরোধে আপন নন্দনে
দণ্ডাজ্ঞা রহিত করি আনিল ভবনে।
জালিমের ব্যবহারে তুষ্ট কোটাপতি,
ভূমি-বৃত্তি নিতে তাঁরে করে অনুমতি।
নীতিজ্ঞ জালিম তাহা না করে গ্রহণ,
বহু অনুরোধে আজ্ঞা করিল পালন।
একদিন শীতকালে মন্দির ভিতরে
জালিম দেবীর পদে আরাধনা করে।
হেনকালে রাজপুত্র হলে উপনীত
উপাসনা ছাড়ি ঝালা উঠিল ত্বরিত।
মন্দির ভিতরে ভিটি অতি ভিজে ছিল,
জালিম গায়ের বস্ত্র বিছাইয়া দিল।
দাঁড়াইয়া বস্ত্রোপরে রাজপুত্রগণ
চ'লে গেল করি সুখে দেবতা অর্চ্চন।
রাজভৃত্য সেই বস্ত্র নষ্ট ভাবি মনে
মন্দিরের কোণে রাখে ফে'লে অযতনে।
জালিম আনন্দে বস্ত্র করিয়া গ্রহণ
পুনরপি অঙ্গে তাঁর করিল স্থাপন।
বিস্মিত হইলে ভৃত্য কহে প্রতিনিধি,
"রাজপদরজ সম আছে কোন্ নিধি ?"

যড়যন্ত্র।

কোটা কোম্পানীর সন্ধি স্থাপনের পর,
অতিরিক্ত সন্ধি এক হয় ভয়ঙ্কর।
"মধুসিংহ আর তাঁর বংশধরগণ
রাজ প্রতিনিধি পদে রবে অনুক্ষণ।"
জানে না উমেদ কিম্বা টড মহাশয়,
জালিমের চক্রে ঐ সর্ত্ত লিখা হয়।
এই শেষ কথা যদি থাকে বলবৎ
মন্ত্রিবরে হয় রাজা পুত্তলিকাবৎ।
এই সূত্রে জ্বলিল যে ভীম দাবানল,
নিভাইতে বহু রক্ত শোষে ধরাতল।

কিশোর বিষণসিংহ পৃথ্বীসিংহ নামে
উমেদ রাখিয়া পুত্র গেল স্বর্গধামে।[১]
রাজার তনয় জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা কিশোর,
বিষয় বাসনা মদে নাহি ছিল ভোর।
দ্বিতীয় বিষণসিংহ সরল সুজন,
জালিমেরে শ্রদ্ধা ভক্তি করে অনুক্ষণ।
ছোট ভাই পৃথ্বীসিংহ ভাবে সদা মনে,
জালিম প্রকৃত রাজা কোটা-সিংহাসনে।
সেই অধীনতা পাশ করিতে ছেদন
পিতার মরণে পৃথ্বী স্থির করে মন।
তাহার সুযোগ এক জুটেছিল ভাল,
জালিমের পুত্র তাঁর হয়ে গেল কাল।
জালিমের দুই পুত্র জন্মে বিচক্ষণ,
পত্নী গর্ভে মধু, বেশ্যাগর্ভে গরধন।
দুই ভায়ে মিল নাহি ছিল পরস্পরে,
জারজ বলিয়া, মধু নিন্দিত অপরে।
উমেদ মধুরে দেয় ফৌজ্‌দারের পদ,
আমোদে প্রামাদে থাকে পাইয়া সম্পদ।
পৃথ্বী গরধনের তা' নাহি সহে মনে,
সুযোগ পাইল তারা উমেদ মরণে।
বলিলেন "সন্ধি পত্র দেখ মহারাজ,
তুমি সর্ব্বেশ্বর এই কোটা রাজ্য মাঝ।
প্রতিনিধি পদ যদি মধুসিংহ পায়,
নাশা রজ্জু পশুবৎ ঘুরাবে তোমায়।
হইবে কোটার গদি কার্পাশের স্তূপ,
সে হইবে রাজা, তুমি নাম মাত্র ভূপ।
তাই বলি মহারাজ যদি ভাল চাও,
জালিমে মধুরে আশু দূর করে দাও।"
দুর্গের কপাট বাঁধি পৃথ্বী গরধন
এরূপে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বালে অনুক্ষণ।

১—১৮১৯ খৃষ্টাব্দে উমেদের মৃত্যু হয়।

মধুবনে মধুসিংহ করে মধুপান,
জানে না ঝুলিছে শিরে অসি খরশান,

টডের দৌত্য।

উমেদের মৃত্যুকালে গাগ্রৌন নগরে
ছিলেন জালিম স্বীয় শিবির ভিতরে।
জালিম হয়েছে বৃদ্ধ দুই চক্ষুহীন,
রোগে শয্যাগত হ'য়ে কাটাইছে দিন।
সংসারের সব চিত্র করায়ে দর্শন,
বিধাতা করেছে যেন কপাট বন্ধন।
জানে না জালিম মধু ষড়যন্ত্র হয়,
রাজার মরণে ঝালা চিন্তিত হৃদয়।
আকাশের গ্রহ হ'তে ঝোপের জোনাকী,
পারে নাই কভু যাঁর চোখে দিতে ফাঁকি।
বুকেতে বসায় অসি চোখের উপর,
কালের কি গতি ঝালা জানে না খবর!
যে চোখে সংসার দেখে, নাহি দেখে হায়
দুঃসময়ে কুটা আসি পড়িতে তাহায়।
মহামতি টড তার পেয়ে সমাচার
অবিলম্বে আসিলেন শিবিরে ঝালার।
কহিলেন সহৃদয় "শুন মহাত্মন্,
জুড়িয়াছে ষড়যন্ত্র পৃথ্বী গরধন।
প্রতিনিধি পদ হ'তে তাড়াবে মধুরে,
তোমাকেও রাজ্য হতে তাড়াইবে দূরে।
আজন্মের শ্রম তব হইবে বিফল,
সুধার সাগর মাঝে উঠিবে গরল।
আশু প্রতীকার তার কর মহাশয়,
না হয় বিপদে ঘোর ডুবিবে নিশ্চয়।"
ঝালার বুঝিতে কিছু রহিল না বাকী,
বুঝিলা সংসার খানা শুধু মাত্র ফাঁকি।
জালিমে বলিয়া এই, রাজার গোচরে
গেল টড দুই পক্ষে মীমাংসার তরে।

দূত বলে "কুমন্ত্রণা ছাড়হ রাজন,
কোম্পানীর অভিমত করহ শ্রবণ।
মহারাষ্ট্র মোগলের রাজারা যেমন,
তুমিও তাদের মত রাজা একজন।
কোটায় জালিমসিংহ প্রকৃত ঈশ্বর,
তার সন্ধি বলবৎ রবে নিরন্তর।
অযথা বিবাদে বল হবে কিবা ফল,
মিলে মিশে থাক দুই হইবে মঙ্গল।"
দূতের প্রস্তাব শুনি বলিল কিশোর
দুই হস্তে আচ্ছাদন করি কর্ণযোড়।
"মহারাষ্ট্র মোগলের সহিত যে জন
তুল্যভাবে মোরে, মম শত্রু সে ভীষণ।
কিবা ফল তার কথা গ্রাহ্য করি আর,
যা থাকে কপালে তাহা ঘটিবে আমার
ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দূত মহামতি
আপন শিবির পানে চলে শীঘ্রগতি।
দূতের প্রস্তাব হ'ল অগ্রাহ্য যখন,
জালিম বুঝিল দশা ঘটেছে ভীষণ।
গরধন পৃথ্বীসিংহ থাকিলে মন্দিরে
সুপথে কিশোর রাও আসিবেনা ফিরে
সংগ্রাম জুড়িলে হবে কলঙ্ক ভীষণ,
দুর্গ অবরোধ করি রহিল তখন।
জালিম ভাবিলা খাদ্য যবে ফুরাইবে,
দুর্গদ্বার খুলে রাজা বাহিরে আসিবে।
নিঃশেষ হইলে খাদ্য নিরুপায় হয়ে
পঞ্চশত সৈন্য রাজা সঙ্গে করি ল'য়ে,
দ্বার খুলে দক্ষিণেতে করিল গমন,
কেহ না জন্মায় বাধা রাজারে তখন।
শুনিয়া ইংরাজ দূত এসে ত্বরা ক'রে,
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসিলা ঝালার গোচরে,
"কিরূপে হইবে এই অনর্থ বারণ,
তাহার উপায় কিবা করেছ মনন?

বলিলা জালিমসিংহ "শুন দূতবর,
রাজসেবা করি আমি আছি নিরন্তর।
এখনো করিব সেবা সঙ্কল্প মনেতে,
রাজদ্রোহী হয়ে দোষী হব না শেষেতে।
নাথদ্বারে ভগবানে করিব অর্চ্চন,
তবু সে কলঙ্ক-ভাগী হব না কখন।"
জালিমের বাক্যে তুষ্ট হয়ে দূতবর
রাজার শিবির পানে ফিরিল সত্বর।
বলিল সর্দ্দারগণে "শুনহ বচন,
মোহ কূপে কেন সব হয়েছ পতন।
ভেবেছ রাজার যা'তে করিবে মঙ্গল,
জাননা তাহাতে হবে ঘোর অমঙ্গল?
ইংরাজের শত্রু বলে হইবে গণন,
অচিরে ছাড়হ পথ, করেছ গ্রহণ।"
বলে গরধনে "শুন হে ভ্রান্ত যুবক,
রাজারে নাশিতে কেন হয়েছ পুলক?
যেই পিতা হ'তে তুমি দেখেছ সংসার,
তুলিয়াছ অসি তারে করিতে সংহার?
তোমা হেন পিতৃদ্রোহী পাষণ্ডের করে,
রাজা যদি উপকার পাবে ইচ্ছা করে,
সে আশা দুরাশা ভিন্ন কি বলিব আর,
ছাড় আশু পাপ পথ যুবক তোমার।"
দূতের এ তিরস্কার শুনি গরধন,
ক্রোধান্ধ হইল ওষ্ঠ কাঁপে ঘন ঘন।
কোষমুক্ত করি অসি নিতে চাহে হাতে,
নয়নে অনল ঝড়ে দাঁত কাটে দাঁতে।
যুবকের ভাব হেরি ঈষৎ হাসিয়া,
কহিলেন দূতবর রাজারে চাহিয়া।
"এখনও সময় আছে শুন মহারাজ,
মম উপদেশ মতে কর যত কাজ।
সুখ শান্তি ধন মান মর্য্যাদাও রবে,
নতু অনুতাপানলে শেষে দগ্ধ হবে।
প্রতিনিধি পদ নাহি পারিবে হরিতে,
প্রতিশ্রুতি মম এই জানিও নিশ্চিতে।"
এত বলি চীৎকার করি দূতবর,
ডাকিল "রাজার অশ্ব আনহ সত্বর।"
সসম্ভ্রমে রাজ-হস্ত করিয়া ধারণ
করিলেন মহারাজে ঘোটকে স্থাপন।
কাঠের পুতুল সম সাহেবের সনে
বিস্মিত হইয়া চলে, বলিল তখনে—
"কিছু মাত্র নাহি মম বক্তব্য এখন,
নির্ভর করিনু তব মহত্বে সুজন"।
বলিলেন দূতবর "শুন মহারাজ,
তোমার মঙ্গল চিন্তা জেনো মম কাজ।
বাতাস বুঝিয়া তরী চালাও সত্বর,
প্রতিনিধি সহ দ্বন্দ্ব আশু দূর কর।
গরধনে রাজ্য হতে দাও নির্ব্বাসন,
স্থানান্তরে পৃথ্বীসিংহে রাখহ এখন"।
এই বলে মহারাজে সঙ্গে করি নিয়ে
কোটার দুর্গের মাঝে গেলেন চলিয়ে।

কিশোর সিংহের অভিষেক।[১]

গরধন দিল্লী মাঝে হল নির্ব্বাসিত,
মাসেকে হইল সব শৃঙ্খলা স্থাপিত।
অতঃপর অভিষেক হল আয়োজন,
পুরোহিত ধান্য দুর্ব্বা আনিল চন্দন।
মহারাজে আশীর্ব্বাদ করে যথারীতি,
হুলুধ্বনি করে নারী ভাট গায় গীতি।
ললাটেতে রাজটিকা দিল দূতবর,
মুক্তার মুকুট শিরে পরায় সুন্দর।
গলদেশে রত্নহার পরাইয়া দিল,
কটিতে বাঁধিয়া অসি সজ্জিত করিল।

১—১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ আগষ্ট কিশোরসিংহকে রাজা করা হয়।

রাজা ইংরাজের গুণ করিয়া কীর্ত্তন
শত স্বর্ণ মুদ্রা করে নজর অর্পণ।
মন্ত্রীরে দিলেন দূত সজ্জা মনোহর,
দূতেরে দিলেন তিনি পঁচিশ মোহর।
প্রতিনিধি পদে মধু হইল স্থাপিত,
চৌদিকে আনন্দধ্বনি হইল উত্থিত।
সকলে মিলিয়া গেল রাজার সভায়,
জালিম আনিয়া পত্র লিখিল তথায়।
"উত্তরাধিকারী মম, কর্ম্মচারীগণে
যদি না রাখিতে চাহে এরাজ ভবনে,
যথেচ্ছ স্বাধীন ভাবে পারিবে থাকিতে,
হিসাব নিকাশ কিছু নাহি হবে দিতে"।
রাজা রাজ-প্রতিনিধি দূত তিন জন,
আনন্দে করিল পত্রে স্বাক্ষর তখন।
পশ্চাৎ প্রার্থনা করে "এই কোটা দেশ,
বৃথা অর্থদণ্ডে যেন নাহি পায় ক্লেশ।"
তাহাতে ও করে তিন সম্মতি জ্ঞাপন,
পূর্ণ শান্তি কোটা মাঝে হইল স্থাপন।
স্থাপিয়া পাষাণ স্তম্ভ প্রত্যেক নগরে,
গো ব্রাহ্মণ চন্দ্র সূর্য্য মূর্ত্তি কলেবরে
অঙ্কিত করিয়া ঝালা, ধর্ম্ম সাক্ষী করি
লিখিলা নিষেধ বাক্য তাহার উপরি
"রহিত হইল দণ্ড, স্থাপে কেহ যদি
জ্বলন্ত নরক কুণ্ডে রবে নিরবধি।"

সংঘর্ষ।

বিধাতা কোটার ভাগ্যে শান্তি না লিখিল,
গরধন আসি পুনঃ পথে দাঁড়াইল।
জাবোয়ার সামন্তের জারজ কন্যায়
বিবাহ করিতে দুষ্ট আসিল তথায়।
বুন্দি কোটা জাবোয়ার হইয়ে মিলিত
গোপনেতে ষড়যন্ত্র করিল চালিত।
যবন সৈয়ফ আলি রাজ-সেনাপতি,
চক্রীর নায়ক ছিল অতীব দুর্ম্মতি।
চতুর জালিমসিংহ পাইয়া সন্ধান,
দুর্গ মধ্যে আপনার বাহিনী পাঠান।
সৈয়ফ না পায় রাজ পত্রাদি যেমন,
সেই হেতু সৈন্য তথা করিল প্রেরণ।
জালিমের মনোবাঞ্ছা হলনা পূরণ,
মহারাও অভিসন্ধি বুঝিলা তখন।
দুর্গ হ'তে নামি রাজা জলপথ দিয়ে
সেনা সেনাপতি সহ দুর্গে গেল নিয়ে।
জালিম পাইয়া টের দুর্গ আক্রমিল,
অন্য দল সৈয়ফের উপর পড়িল।
আত্মরক্ষাতরে রাজা হয়ে নিরুপায়
পৃথ্বীসহ বুন্দি রাজ্যে নৌকাযোগে ধায়।
রাজা জালিমের মান কিসে রক্ষা হয়,
না পারি ইংরাজ তাহা করিতে নিশ্চয়,
বুন্দিরাজে বলে "কর অতিথি সৎকার,
তাহাতে আপত্তি কিছু নাহিক আমার।
সংগ্রহ করিলে সেনা কোটাপতি তথা,
বিদ্রোহের দায়ী তুমি হইবে সর্ব্বথা"।
ইংরাজ সেনানী কাছে লিখিলা গোপনে
"বুন্দিপানে আসে যদি ধর গরধনে;
জীবিত কি মৃত হোক্ ক্ষতি নাই এ'তে,
সদলে করিয়া বন্দী রাখ নিমচেতে।
তাহা শুনি গরধন ভয়ে পলাইল,
আবার দিল্লীতে যেয়ে আশ্রয় লইল।
বুন্দি ছেড়ে মহারাও চলে বৃন্দাবনে,
পথেতে সর্দ্দারগণ সেবিল যতনে।
ভরতপুরের রাজা নাহি নিমন্ত্রিল,
কোটাপতিতরে উপহার পাঠাইল।
অশিষ্ট জাঠের দান না কৈল গ্রহণ,
জাঠরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বলিল তখন—

"আসিওনা কভু মম রাজ্য সীমানায়,"
বৈরাগী হইয়ে রাজা বৃন্দাবনে যায়।
নাহি থাকে গরধন নীরবে কখন,
কিশোরের সত্ব রক্ষা করিয়া মনন,
দিল্লীতে আবার এক ষড়যন্ত্র করে,
পাঠায় সম্বাদ গুপ্তে রাজার গোচরে।
কিশোর বৈরাগ্য ভাব করি পরিহার
সংগ্রহ করিয়া সেনা ছুটিল দুর্ব্বার।
"ইংরাজরাজের মত করিয়া গ্রহণ
যাইতেছি পুনঃ নিতে কোটাসিংহাসন"।
এই কথা ব'লে আসে সকল রাজায়,
সকলে বিশ্বাস করে তাঁহার কথায়।
উত্তরি চম্বল নদী আসি নিজ দেশে,
সম্বাদ পাঠায়ে দিল সর্দ্দারেরে শেষে।
"অধর্ম্মের গ্রাস হ'তে ধর্ম্মরক্ষাতরে
ইচ্ছা যদি থাকে, এস আমার গোচরে"।
চিরদিন রাজভক্ত রাজপুতগণ,
রাজহিতে ধন প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
শুনিয়া রাজার বাক্য, জালিমে ছাড়িয়া
রাজার পতাকামূলে আসিল চলিয়া।
সর্দ্দারে বলিল রাজা "শুন সর্ব্বজন,
নহে ইচ্ছা রক্তপাত করি অকারণ।
যে সন্ধি কোম্পানীরাজ করে মোর সনে,
তার স্বার্থকতা শুধু চাই এইক্ষণে।"
দেখিলা জালিমসিংহ অবস্থা ভীষণ,
কেহ আর তাঁর পক্ষে নাহিক এখন।
নিজ উত্তরীয় যেন বিপক্ষেতে চলে,
ঘরের দেউল ছাদ দেষরোষে জ্বলে;
'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়' মুনির বচন,
জালিমের মন যেন বুঝিল তখন।

কোম্পানীর বিপদ।

কোম্পানী বুঝিল মনে জালিম এবার
নিশ্চয় শরণ নেবে চরণে রাজার।
কোন মতে রক্ষা যাবে মর্য্যাদা আপন,
অক্ষুণ্ণ রহিবে তাতে প্রীতির বন্ধন।
কতদিন নিরপেক্ষ কাটাইল কাল,
বহু চেষ্টা করিলেন এড়াতে জঞ্জাল।
সঙ্কটে জালিমসিংহ দমিবার নহে,
অটল প্রতিজ্ঞা মনে স্থির করি রহে।
বলিলেন কোম্পানীরে "সন্ধি পত্র তাঁর
পূরণ করিতে তাঁরা আছে কি স্বীকার?"
ওদিকে কিশোরসিংহ মূল সন্ধি খান
আমূল নকল করি টডেরে পাঠান।
লিখিলা "কোম্পানী মোর জেনো শিরোমণি,
তাঁহার সম্মানে ত্রুটি করিনি কখনি।
জানি আমি বন্ধু মম তুমি বিজ্ঞবর,
আমার কল্যাণ চেস্টা কর নিরন্তর।
সন্ধিরক্ষা করিতে কি করেছ মনন?
সদুত্তর দানে তুষ্ট করহ এখন।"
একে চাহে হৃতসত্ব করিতে উদ্ধার,
অন্যে চাহে কষ্টলব্ধ সত্ব রক্ষা তার।
ডাঙ্গায় চড়িল কোম্পানীর তরী খানি,
কি করিবে দাঁড়ে আর নাহি ছোঁয় পানি।
সুদর্শন চক্র মাঝে হয়েছে পতিত,
বাহিরিতে অঙ্গে দাগ লাগিবে নিশ্চিত।
ভাবি নাহি পায় কূল;—বিষম সঙ্কট,
রহিবে বন্ধুর কিম্বা ধর্ম্মের নিকট।
জালিমে ছাড়িলে বন্ধুভাব যায় উড়ে,
রাজারে ছাড়িলে ধর্ম্ম স'রে যায় দূরে।
কোন পথ যুক্তিযুক্ত নাহি সদুত্তর,
স্বার্থ রক্ষা হয় যাতে তাই শ্রেষ্ঠতর।

এইত জালিমসিংহ, কেহ নহে আর,
তাঁর সনে দ্বন্দ্ব নহে সহজ ব্যাপার!
কোম্পানী জালিম-পক্ষ করি সমর্থন
রাজার বিপক্ষে করে রণ-আয়োজন।

যুদ্ধ।

কালীসিন্ধু-পর পারে রাজসৈন্যদল,
আক্রমিতে নাহি পারে তটে তটে জল।
রাজার শিবিরে টড সেই অবসরে
উপস্থিত হইলেন মীমাংসার তরে।
টড বলে "চিন্তা ক'রে দেখহ রাজন্,
সন্ধি কর ভাল, জয়ী হবেনা কখন"।
কোটাপতি নির্ভয়েতে করিল উত্তর—
"বুঝিয়াছি তাহা কিন্তু মনে নাহি ডর।
সংসার আশার ক্ষেত্র কেবা তাহা ছাড়ে,
পুরুষত্ব রসাতলে দিব কি প্রকারে।
অর্পিল জালিমে যেই ফৌজদারের পদ,
যাইবে কি পৌত্র তাঁর সেবিতে ও পদ?
হারকুলে জন্ম যবে করেছি গ্রহণ,
কিরূপে সে পূর্ব্বস্মৃতি দিব বিসর্জ্জন?
না থাকে সম্মান যদি জীবনে কি কাজ?
চাহিনা ক্ষমতাহীন বৃথা রাজসাজ।
পারি যদি হৃতস্বত্ব করিব উদ্ধার,
না পারি সমরে প্রাণ দিব উপহার।
কিন্তু দূতবর এই করিয়াছি পণ,
ডুবাবনা ধর্ম্ম, সন্ধি করিয়া লঙ্ঘন।
আগে নাহি আক্রমিব তব সেনাদল,
আক্রমিলে আত্মরক্ষা করিব কেবল।
প্রস্তাবে সম্মত যদি নও মহাশয়,
অদৃষ্ট পরীক্ষা করি মরিব নিশ্চয়।"

১—১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর রাজার সহিত জালিমের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

না পারিল সন্ধি করিবারে দূতবর,
ক্রমে ক্রমে দুই পক্ষ হ'ল অগ্রসর।
জালিম-সেনার সহ বাজে মহারণ,
দুই পক্ষে হয় অগ্নি গোলক বর্ষণ।
আসিয়া ইংরাজ-সেনা পাছে দাঁড়াইল,
ক্রমেতে জালিম-সেনা নিস্তেজ হইল।
আক্রমিল রাজ-সেনা মিলে দুই দল,
রাজ পদাতিকগণ ছত্রভঙ্গ হ'ল।
চারিশত অশ্বারোহী হারবীর সনে,
পশ্চাতে সরিয়া রাজা আসিল তখনে।
দাঁড়াল ভূমিতে উচ্চ দুইক্রোশ স'রে,
নদী পার হয়ে সেনা তথা অগ্রসরে।
অগ্রেতে ইংরাজ-সেনা রাখি প্রতিদলে,
আক্রমিতে মহারাজে চলিল কৌশলে;
শিখণ্ডীরে করি আগে যেন ধনঞ্জয়,
সত্যব্রত ভীষ্ম বধে চলেছে নির্ভয়।
ক্রমেতে নিকটতর হ'ল শত্রুগণ,
তবু রাজ-সৈন্য নাহি করে আক্রমণ।
রাজার প্রতিজ্ঞা কোন মতে না টলিল,
জালিম ইংরাজ হেরি বিস্মিত হইল।
কি আছে বিস্ময়? এরা রাজপুত জাতি,
নহেত পিণ্ডারী দস্যু ডুবাইবে খ্যাতি।
জীবন তাদের কাছে অতি তুচ্ছতর,
প্রাণ হতে প্রতিজ্ঞার বিশেষ আদর।
উন্মত্ত ইংরাজ-সেনা আক্রমে যখন
অস্ত্র ধরি মহারাও রক্ষা করে পণ।
ক্লার্ক রীড ইংরাজের সেনানী প্রধান
রাজ সৈনিকের করে রণে দিল প্রাণ।
জোরিজ নামেতে ছিল শ্রেষ্ঠ সেনাপতি
বিষম আহত হয়ে বাঁচে কষ্টে অতি।
তাহা দেখি শত্রুসেনা মনে পেয়ে ভয়,
সমর ছাড়িয়া সবে স্তব্ধ হয়ে রয়।





সমরে নিবৃত্ত ভাবি শত্রু সৈন্যগণ,
রণক্ষেত্র ছাড়ি রাও চলিল তখন।
মহারাও রণক্ষেত্র ছেড়ে গেলে স'রে,
শত্রু সৈন্যগণ পুনঃ আক্রমণ করে।
নিবিড় জনার ক্ষেত্রে রাও প্রবেশিল,
শত্রু-আক্রমণ যত বিফল হইল।

অদ্ভুত বীরত্ব।

রণভূমিতলে তরঙ্গ তুলিয়া
রক্ত তটিনী ধায়,
বীর জালিমের সেনা দশ দল
তুঙ্গ তটেতে যায়।
বারিধারা সম গুলি অবিরল
শৃঙ্গ হইতে ছুটে,
কেহ নাহি দেখে কোথা হতে আসে,
ত্রাসে চমকি উঠে।
দেখিলা অদূরে দুই হার বীর
উচ্চ গিরির চূড়ে,
একতে সাজায় অপরে বন্দুক
ক্ষিপ্র করেতে ছুড়ে।
আকুল হইয়া কহে সেনাপতি
"রক্ষা করহ প্রাণ";
সেই দুই হারে সেনা দশ দল
বর্ষে অনলবাণ।
ট'লেনা চরণ কাঁপে না নয়ন,
লক্ষ্য করিছে স্থির,
আঘাতে আঘাতে জালিমের যত
সৈন্য দিতেছে শির।
সবে চমকিল হৃদয় কাঁপিল
স্তব্ধ হইয়া রহে;
নাহি দেখে পথ, নাহি পায় ত্রাণ,
ক্ষুব্ধ হইয়া কহে।

"এরা নহে নর স্বর্গের অমর
মর্ত্ত্যে দেখায় খেলা,"
কহে সেনাপতি "চালাও কামান
যুদ্ধে করোনা হেলা"।
সাজালে কামান, বীরেন্দ্র যুগল
শৃঙ্গ শিখরে চড়ে,
সেলাম করিয়া জালিম-সেনায়
নিম্নে নামিল পরে।
ত্রাসিয়া ধরণী গুড়ুম গুড়ুম
গর্জ্জে কামানরাশি,
অনলের মুখে অগ্নি মূর্ত্তি বীর
অস্ত্র চালায় হাসি।
দুইটি কামান সেনা অগণন
শক্তি করিল ক্ষয়,
দুই রণ দেব দাঁড়ায় নির্ভীক,
ত্রস্ত অরাতি চয়।
ভুলি হিংসা সব ভকতি বিহ্বল,
মুগ্ধ নয়নে রহে,
বীর প্রসবিনী ধন্য ভারত
স্তন্যে পীযূষ বহে।
আদেশে জালিম "বধিও না বীরে
ক্ষান্ত করহ রণ,
ধরহ জীবিত, বীর পূজা করি
তৃপ্ত করিব মন।
অথবা কে আছ হও অগ্রসর
দ্বন্দ্ব সমরঙ্কর,
দুজনের সনে সহস্র যুঝিছ
লজ্জা পাইনু বড়"।
রোহিলা সৈনিক ছুটিল দুজন
দৃপ্ত কৃপাণ করে,
হাসি হারবীর করিল আহ্বান
মত্ত গৌরবভরে।



করে না ভ্রূক্ষেপ ঝরিছে রুধির,
রক্ত নির্ঝর দেহ,
কাঁপে গিরিকূট যুঝে বীর যুগ
শঙ্কা না করে কেহ।
অরি দর্প হরি চলে অমরায়,
মর্ত্ত্যে জনমে ভুলে ;
ধরায় খেলিয়া দেবতার খেলা
ধন্য করিল কুলে।
কহিলেন টড "বীর কীর্ত্তি হেন
গ্রন্থে করেছি পাঠ,
ভারতে আসিয়া হেরিনু নয়নে
লুপ্ত বীরের নাট।"

পৃথ্বীসিংহের অন্তিম শয্যা।

কোথা গেল পৃথ্বীসিংহ রাজ-সহোদর
তাহার সন্ধান চল করি অতঃপর।
সে জনার ক্ষেত্র মাঝে কোন দুরাচার
শেলাঘাত করে পৃষ্ঠে অলক্ষে তাঁহার।
মূর্চ্ছিত হইয়ে বীর শস্যক্ষেত্রে ছিল,
সদয় ইংরাজ-সেনা শিবিরে আনিল।
মহামতি টডে হেরি পৃথ্বীসিংহ বলে—
"মরণের ভয় মম নাহি বক্ষঃতলে।
বাঁচিবার নাহি সাধ, অধীন জীবন
রাজপুত ভাবে মনে অতি বিড়ম্বন।
পঞ্চভূত দেহ মম কালে নষ্ট হবে,
সাহেব, ঐ বৃক্ষচূড়ে আত্মা মম রবে ;
পিতৃপুরুষের ভূমি করিয়া দর্শন
কখন হাসিবে, কভু করিবে ক্রন্দন।"
এত বলি মুক্তা মালা রত্ন অলঙ্কার
তরবারি সহ বীর খুলে নিল তাঁর।
টডের করেতে অর্পি বলিল তখন,
"এথায় আপনি মাত্র বান্ধব সুজন।
অলঙ্কার সহ পুত্রে করিবে রক্ষণ
রক্ষক স্বরূপে, সাধু যদি কর পণ,
সুখেতে ছাড়িয়া যেতে পারি এসংসার।"
আশ্বাস দিলেন টড, মরিল কুমার।

মিলন।

সমর হইলে শেষ সর্দ্দার সকল
রাজার পশ্চাতে সব চলে দলে দল।
স্বামীধর্ম্ম তাহাদের হৃদয়ে প্রধান,
কিছুতে ছাড়ে না তারা যায় যাক্ প্রাণ।
পার্ব্বতী নদীর তীরে হয়ে উপনীত,
সাঁতার কাটিয়া রাজা উত্তরে ত্বরিত।
শেষে উপনীত হয়ে বরদা নগরে
মিবারের অভিমুখে চলিল সত্বরে।
রাজার মনেতে হল বৈরাগ্য সঞ্চার,
বাল মুকুন্দের মঠে গেল নাথদ্বার।
রাওর সামন্ত যত ছিলেন আশ্রিত
ফিরিতে পারে না দেশে, হইলেন ভীত।
মহামতি টড লিখে জালিমের কাছে,
সর্দ্দার সামন্তগণ অতি কষ্টে আছে।
তব ভয়ে দেশে কেহ ফিরিতে না চায়,
অপরাধ ক্ষমা করি ডাকহ সবায়।
টডের আদেশ রক্ষা করিল জালিম,
দেশেতে ফিরিল সব আনন্দে অসীম।
জালিম রাওর সন্ধি করিতে বন্ধন
মনোযোগী হইলেন সাহেব সুজন।
জালিমে সম্মত করি টড মহামতি
আনন্দে লিখিলা পত্র মহারাও-প্রতি।
দুই পক্ষে দ্বন্দ্ব যেন নহে ভবিষ্যতে,
বুদ্ধিমান টড সন্ধি লিখে হেন মতে।
টডের প্রস্তাবে রাও হইল সম্মত,
নাথদ্বার হ'তে রাজ্যে আসিতে উদ্যত।

কুচক্রী মিলিয়া সব ষড়যন্ত্র করে
কোটারাজ্য হ'তে তাড়াইতে নরবরে।
নাশাকর্ণ ছিন্নলোক আনি একজন
রাজারে করিতে ক্রুদ্ধ বলিল তখন।
"রাজন্ বিষণসিংহ এই ভ্রাতা তব,
মধুসিংহ নাশাকর্ণ কাটিয়াছে সব"।
বিষণের মত ছিল আকৃতি তাহার,
জন্মিল বিষম ঘৃণা অন্তরে রাজার।
না ফিরিতে রাজ্যে মনে করিল প্রয়াস,
হেনকালে সত্য কথা হইল প্রকাশ।
অম্বরের প্রজা এক দুষ্কর্ম্মের ফলে
নাশাকর্ণ ছিন্ন হয় রাজ-আজ্ঞা বলে।
কৌশলে সংগ্রহ তারে করি চক্রীগণ
জন্মায় রাজার মনে সন্দেহ ভীষণ।
শিশোদীয় রাজা সেই ধরিয়া পামরে
দিলেন উচিত শাস্তি, শিরশ্ছেদ করে।
অতঃপর মহারাও ছাড়ি নাথদ্বার
টডের সহিত আসে কোটার মাঝার।
বসায়ে রাজারে টড পুনঃ সিংহাসনে
শৃঙ্খলা স্থাপন করে অনেক যতনে।
মহাশত্রু মধুসিংহ ছিল যে রাজার,
ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নিল শরণ তাঁহার।
মধু-করে কর রাজা করিল স্থাপন,
জালিম দেখিয়া অতি আনন্দিত হন।
সকলে মিলিয়া রাজ্য লাগিল শাসিতে
উঠিল আনন্দ ধ্বনি আবার পুরীতে।
মহাত্মা জালিম তার পঞ্চ বর্ষ পরে,
গমন করিল স্বর্গে পঁচাশী বছরে। ১

১—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জালিমের মৃত্যু হয়

জালিম চরিত্র।

শ্রীকৃষ্ণের পরে আর দুঃখিনী ভারত
দেখেনি নীতিজ্ঞ হেন জালিমের মত।
রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সমর-বিজ্ঞান
কৃষী শিল্প সবে ছিল জালিম প্রধান।
যথা মিষ্টভাষী ছিল তথা সুচতুর,
মানব হৃদয় জ্ঞানে ক্ষমতা প্রচুর।
জালিম বুঝিত নর বাহ্য আড়ম্বরে
ভুলে আছে চিরদিন, পশে না ভিতরে।
বাহির রাখিত ঠিক বিশেষ যতনে,
ভিতরে যাহাই থাক্ রহিত গোপনে।
হৃদয় রহস্য তাঁর, তিনি বিনে আর
কারো সাধ্য নাহি ছিল পারে বুঝিবার।
দস্যু হোক্ রাজা হোক্ সকলের সহ
জালিম স্থাপিত সখ্য করিয়া আগ্রহ।
কেহ বা ডাকিত পিতা পিতৃব্য বা কেহ,
কেহ নানা কেহ মামা ভ্রাতা করি স্নেহ।
মারবার মিবারাদি রাজ্যের সর্দ্দার
বিপদে পড়িলে নিত আশ্রয় তাঁহার।
জালিম বলিত "ক্ষুদ্র সম্পত্তি আমার
ভরণ পোষণ যেন যোগাবে সবার,
মনে করি আসে এই বৃদ্ধের গোচরে
আপনার মর্ম্মব্যথা জানাবার তরে।"
আশ্রয় দিতেন ঝালা, স্বীয় প্রভু সহ
বিবাদ মিটায়ে দিত করিয়া আগ্রহ।
করি সবে 'সন্ধিকর্ত্তা' উপাধি প্রদান
করিত জালিমসিংহে বিশেষ সম্মান।
মহারাষ্ট্র পাঠানের দস্যুতা লুণ্ঠন
যখন ভারতবর্ষ করে জ্বালাতন,
জালিমের বুদ্ধিগুণে, থাকি মধ্যস্থলে,
পড়ে নাই কোটা রাজ্য দস্যুর কবলে।

মীর খাঁ পাঠান তাঁর ছিল অনুগত,
পিণ্ডারী করিম খাঁ ছিল পদানত।
দেশী লোকে কভু নাহি দিত উচ্চপদ,
দিত না ভৃত্যের ঘরে বাড়িতে সম্পদ।
হুলকার সিন্ধিয়ার দুই মন্ত্রিবর
জালিমের অর্থে বশ ছিল নিরন্তর।
পাঠান দলিল খাঁ ছিল সেনাপতি,
ঝালরাপত্তন স্থাপে যেই মহামতি।
স্বজাতিগণেরে নাহি করিত বিশ্বাস,
দাক্ষিণী পণ্ডিত দুই রাখিতেন পাশ।
জালিম বুঝিত রাজপুতে বিচক্ষণ,
বুঝিত তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে তার সিংহাসন।
হারাইলে ক্ষত্রতেজ হারাবে সকল,
কর্ম্মব্যস্ত রাখে ঝালা রাজপুত দল।
রাজকার্য্যে যবে মন্ত্রী পেত অবসর,
সঙ্গেতে করিয়া সৈন্য সামন্ত নিকর
মৃগয়ার তরে বনে করিত গমন,
বীরনাদে কাঁপাইত সমস্ত কানন।
মৃগয়া করিলে শেষ তরু ছায়াতলে
ভোজন করিত সুখে মিলিয়া সকলে।
রাজনীতি ধর্ম্মনীতি পারিষদগণে
শিখাইত ঝালা তথা বিজ্ঞ আলাপনে।
যখন হইল অন্ধ যান আরোহণে
করিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রবেশিয়া বনে।
মল্লযুদ্ধ-প্রিয় অতি ছিলেন যৌবনে,
বাঘনখ-অস্ত্রে সাজাইতে মল্লগণে।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরস্পরে করি আক্রমণ
অস্ত্রাঘাতে অবশেষে ত্যজিত জীবন।
রাজযোগী শ্রীজী তাহা করিয়া দর্শন,
তিরস্কার করি করে আমোদ বারণ।
ঐন্দ্রজালিকেরে আর ডাকিনী নিকরে
দেখিত জালিমসিংহ অতি ঘৃণাভরে।
হস্ত পদ বাঁধি জলে ডাকিনী ফেলায়,
ডুবিলে নির্দ্দোষী বলি বলিত তাহায়।
ভাসিয়া উঠিলে দোষ হইত প্রমাণ,
প্রাণদণ্ড আজ্ঞা তার করিত বিধান।
যথা রাজকার্য্যে, কৃষি শিল্পে বিচক্ষণ,
গিরিশিরে করে ঝালা উদ্যান সৃজন।
যত ফুল ফল মিলে ভারত ভিতর,
সেই বাগানের মাঝে ছিল মনোহর।
ত্রিংশত সহস্র মুদ্রা ব্যয়েতে সুজন
উদ্যানে সরসী এক করেন খনন।
জালিম সর্দ্দারগণে করিতে দমন
তাহাদের ভূমিবৃত্তি করেন হরণ।
দেশ ছেড়ে পলাইল সর্দ্দার সকল,
পতিত রহিল ক্ষেত্র, জন্মিল জঙ্গল।
কঙ্কনের চাষপ্রথা করিয়া গ্রহণ
জালিম লাগিল ক্ষেত্র করিতে কর্ষণ।
দ্বিযুগ বিশিষ্ট চারি হাজার লাঙ্গল
নিযুক্ত করেন চাষে জালিম প্রবল।
রাজস্ব বত্রিশ লক্ষ তাতে বেড়ে যায়,
অদ্ভুত কর্ম্মীর সব অদ্ভুত দেখায়।
শাল লুই ধোসা আদি উর্ণবাস যত
করিত রাজ্যের মাঝে প্রস্তুত সতত।
অস্ত্র শস্ত্র রাজ্য মধ্যে গড়িত বিস্তর,
প্রস্তুত করিত নিজে কেওরা আতর।
দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র অতি চরিত্র তাঁহার,
বিরোধী গুণের বহু ছিলেন আধার।
কারে দেশ ছাড়া করে হরি যত ধন,
কাহারে আশ্রয় দিয়া করিত পালন।
এক করে ভিখারীর ভিক্ষা ভাগ করে,
অন্য করে মণি মুক্তা দেয় অকাতরে।
কারো কাছে যেন শিশু স্বভাব সরল,
কারো কাছে যেন সাপ ভরা হলাহল।

সদাই থাকিত রত কর্ম্মে মহাবল,
হেন কর্ম্মবীর অতি জগতে বিরল।
যখন যে কাজ ইচ্ছা সম্পন্ন তখন,
কালিকার তরে কিছু রাখেনি কখন।
মহামতি টড বলে "ভারতে যখন
জ্বলিতেছে অশান্তির ধূ ধূ হুতাশন,
প্রতিভার কেন্দ্র ছিল জালিম-শিবির,
একমাত্র কর্ণধার রণ-তরণীর।
ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রে ঝালা জালে জড়াইত,
উচ্ছৃঙ্খল রাজপুতে দমিতে পারিত।
আসিয়াবাসীর গুণ করিতে কীর্ত্তন
প্রাণান্তে চাহেনা যেই ইংরাজ কখন,
নতশিরে তারা তাঁর প্রশংসা করিত ;—
মানব চরিত্রে ঝালা এতই বুঝিত!
ভারতে মেকিয়াভেলি [১] অথবা নেষ্ঠর[২]
থাকে যদি কেহ, সেই ঝালা বীরবর।"

১—মেকীয়াভেলী—মেকীয়াভেলী ইতালী দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ ও লিখক ছিলেন। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অপরাধে তিনি রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হন, পরে দশম লুই তাঁহাকে মুক্ত দেন। তিনি রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থও লিখিয়াছেন।

২—নেস্টর—গ্রীস দেশে তাঁহার জন্ম হয়। ট্রয়ের যুদ্ধ তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। নেস্টর একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, বহুদর্শী আইনজ্ঞ, ও বিলক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন।

রাজ্যাভিষেক।[১]

জালিম, জালিম, দেখ আঁখি মেলি
স্বপ্ন ফলেছে তব ;
প্রাণের সাধনা ভারত তোমার
কি শোভা ধরেছে নব।
বক্ষঃ ফাটিয়া ছুটেনা তাহার
তপ্ত শোণিত ধার,
মোগল পাঠান জাঠ রাজপুত
মত্ত মারাঠা আর,
হৃদয় রুধির নিতে এ উহার
রুদ্র নাহিক ফিরে,
দর্পদলন করেছে শান্ত
বরফ ঢালিয়ে শিরে।
ভারত-বক্ষ না করে ক্ষুব্ধ
উগ্র ঝটিকা আর,
অমল আকাশে ধবল চন্দ্র
বরষে সুধার ধার।
আঁচলে শান্তি বাতাসে শান্তি
নিশ্বাসে শান্তি মা'র,
সৃজিয়াছে এক যৌথ পরিবার
সকল তনয়ে তাঁর।
মরি কি মধুর কোটি কোটি গ্রহ
দীপ্ত তপনে বেড়ি,
তাঁরি কর্ষণে ছুটেছে গৌরবে ;
জালিম, এসনা হেরি।
অনলে অনিলে সিন্ধু সলিলে
আজি কি সুখের ধারা,
শুধু আনন্দ শুধু আনন্দ
হিমগিরি দিছে শাড়া।

১—১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লী নগরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের দিন।





ঐ শুন ঐ ত্রিকাল-সাক্ষী
রজত-শীর্ষ গিরি,
পরাণ মাতায়ে জগত জাগায়ে
গাইতেছে ধীরি ধীরি।
"অতীতের সুখ অতীতের দুঃখ
ক্ষণেক দাঁড়াও স'রে,
আজি এ পাষাণ নূতন দৃশ্য
রাখিবে চিত্র ক'রে।
উথান পতন প্রলয় বিষাণ
দেখিনু শুনিনু কত,
মুকুট খসিল আসন নড়িল
বংশ হইল গত।
এক ছত্র এ' ভারতে দেখিনি,
চক্ষু জুড়াব আমি,
এস হে জর্জ্জ শক্তি সহিত
অর্দ্ধ জগত-স্বামী।
করেছে রঙ্গ নর নারায়ণ
যাহার বক্ষঃ মাঝে,
রাজার গর্ব্ব রাজার ভস্ম
যাহার রেণুতে রাজে,
সেই পূত দেশ সে শক্তি-পীঠ
যুক্ত আসন তব,
লক্ষ ভূপের গৌরব শ্মশানে
হর-গৌরী রূপে ভব।
পূজার স্থষ্টি হয়েছে ভারতে
জানে সে পূজার প্রথা,
চরণে অর্পি দেবের অর্ঘ্য
মাথায় ধরুক ছাতা।
প্রভু, অর্ঘ্য গ্রহণ কর।
আমি জগতের সাক্ষী পুরাণ,
লিখেছি পাষাণোপর
বহু কথা তার, করহ আদেশ
নিবেদি রাজেশ্বর।

প্রভু, ছাড় প্রতীচ্য বেশ,
ঋষির আবাসে এসেছ অতিথি,
জেনো এ ত্যাগের দেশ,
ভোগের নয়নে দেখিলে তাহারে
পাবে না সুখের লেশ।
মিশেনা দুদিক্ পূরব পছিম
মিশেনা দোঁহার ধ্যান,
একে যবে দিবা অপরে আঁধার
না মিশে সূর্য্য চান।
রাজ-সিংহাসন তুচ্ছ হেথায়
ভূপতি গৌরিক প'রে,
প্রাণের ভার্য্যা করে বর্জ্জন
প্রজা রঞ্জন তরে।
পুত্র-শোণিতে অতিথির তৃষা
শান্ত করেন বাপ,
ত্যাগে পুণ্য ভোগেতে দৈন্য
সঞ্চয়ে সঞ্চরে পাপ।
প্রভু, এসেছ এমন দেশে,
শাড়া নাহি যার নাহি স্পন্দন
বিশ্ব চলুক ভেসে।
জগতের আলো অঞ্চলে তার,
চলেনা কাহারো পিছু,
আপনার মাঝে তৃপ্তি তাহার,
চাহেনা কাহারো কিছু।
জগতের মাঝে চলে সে একাকী
নির্জ্জন তার পথ,
প্রেম ও ভক্তি ধর্ম্ম তাহার,
সাধনা তাহার ব্রত।
হেথা, মণির নাহিক মান,
দেবের অর্ঘ্য জল বনফুল
দুর্ব্বা তণ্ডুল দান।
মণির খনিতে দীনতা-প্রয়াসী
পাবে না জগতে আর

এমন দেশের প্রভু, তুমি প্রভু,
এমন ভাগ্য কার।
তুমি, এমন দেশের প্রভু,
যাহা মরেও মরেনা কভু।
মৃত্যু হেথায় নব জীবনের
পন্থে ধরেন আলো,
জীবন তাহার দুঃখের আগার,
মরণ তাহার ভালো।
লাখ তরঙ্গে দেহ জর্জ্জর,
ভেঙে চূরে গেল হাড়,
চর্ম্ম জড়ায়ে উঠিল বাঁচিয়ে
এমন গঠন তার।
জেতার কবলে মরেছে অনেক,
ভারত মরেনি কভু;
তোমার সমান কেবা ভাগ্যবান,
তুমি, অমর দেশের প্রভু।
প্রভু, এসেছ এমন স্থান,
সহের প্রতিমা খান।
উতরে পাষাণ, তিন দিকে তার
গরজে সিন্ধু খল,
ভেবোনা কঠোর ভারত তোমার,
—নারিকেল ফলে জল।
ঝঞ্ঝা বহিছে রৌদ্রে পুড়িছে,
চিত্তে বিকার নাই।
তিয়াসে পানীয় ক্ষুধায় আহার
যোগায় দেখিতে পাই।
প্রভু, এসেছ এমন ভুমে,
মানুষ হেথায় দেবতা বলি
মানুষের পদ চুমে।
পশ্চিমে প্রভু নরপতি বটে,
ভারতে দেবতা তুমি,
তোমার দরশে তোমার পরশে
ধন্য ভারত ভূমি।
ঐ শুন ঐ "জয় জর্জ্জ মেরী"
সাগর লহরী গায়,
ঐ শুন ঐ "জয় জর্জ্জ মেরী"
আকাশে ভাসিয়ে যায়।
ভুলি রোগ শোক ক্ষুধা আর তৃষা
জাতি ও ধর্ম্ম ভুলি,
দেখিতে ছুটেছে কোটি নর নারী
হর্ষ কেতন তুলি।
জ্ঞান ভাণ্ড করে দাঁড়াও জর্জ্জ
জ্ঞানের শ্মশানোপরি।"
বরাভয় করে দাঁড়াও মা মেরী
জগত আলোক করি,
জালিম জালিম উঠ এক বার
দেখ কি শোভিছে মরি,
হিমগিরি মত বল আনন্দে
জগৎ ধ্বনিত করি।
"হরগৌরী রূপে দাঁড়াও দুজনে
দেখেনি নয়ন ভ'রে;
পূর্ণ বাসনা, পূর্ণ সাধনা,—
ভারত তোমার করে।"
রাজ-মাহাত্ম্য এ' রাজস্থান
রাজার কীর্ত্তিময়,
রাজ রাজেশের শুভ সমাগমে
কাব্যে উদিত হয়।
পূত অভিষেক পরিমল মাখি
হেরিয়া ওপদ রবি,
এ কাব্য কমল ফুটিল হরষে,
—ধন্য হইল কবি।

সপ্তকাণ্ড রাজস্থান সম্পূর্ণ

প্রার্থনা।

পাঠকগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন নিম্নের নির্দ্দেশ মতে গ্রন্থের গুরুতর ভুলগুলি সংশোধন করিয়া পাঠারম্ভ করেন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কীর্ত্তিবান	কীর্ত্তিমান	২	১০
বাঁধিলে	বাধিলে	৫	২৭
ঝড়ে	ঝরে	১১	২২
প্রসবণ	প্রস্রবণ	২২	৪৫
তরে	তবে	২৩	২৩
রাহুপ	মাহুপ	২৭	৪৭
করি	করিল	৩২	৩৬
১৩১৮	১৩৮৩	৪২	নোট
বহস্যময়	রহস্যময়	৬২	২৬
আধারে	আঁধারে	৬২	৬০
প্রভুত্ব	প্রভু ও	৭৩	২৯
ঝড়ে	ঝরে	৭৪	৩
ঝড়ে	ঝরে	৭৪	১২
ভ্রুক্ষেপ	ভ্রূক্ষেপ	৭৬	৪২
শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠী	৮৫	৬০
আজ্ঞাতে	অজ্ঞাতে	৮৯	৩৩
ঝাড়ে	ঝারে	৯০	৯
মনের	মানের	৯৮	৫১
এহনে	এ হেন	১০৫	১৪
লুকোচুরি	লুকোচুরি	১১৪	২২
রাজপাঠ	রাজপাট	১১৭	১২
বুন্দরি	বুন্দির	১৩৮	৪৩
করে	বরে	১৪০	১৮
সদত	সৈদত	১৪৮	৫
রাজপুত	রাজপুত্র	১৪৯	৪৭
হায়	হার	১৫৬	৪০
রাণীরে	রাণারে	১৬৪	৯
হইতে	হ'তে	১৬৬	১১
কাঁদে	কাঁধে	১৭৮	৪৮

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সেই	সোই	১৮৯	৪৬
ঢালি	ডালি	১৯১	৪৪
কোথান্ন	কোথায়	১৯৪	১৭
ছিল	হ'ন	২০১	৩০
রাণা	রাজা	২৩৬	১৭
ক'রে	ধ'রে	২৭৯	১
কত	যত	২৯৩	১০
তন্ন	তন্ন তন্ন	২৯৪	৩৩
শাস্তি	শান্তি	২৯৬	১
রাজা	রাজ্য	৩০০	৩৩
মারবারে	নরবরে	৩০২	২৭
* * *	মির্জ্জার বিরুদ্ধে পাৎসা রায়েরে পাঠায়,	৩০৩	৩৭
আডেলী	আডোলী	৩০৫	১১
তরে	তবে	৩০৭	৪৬
জন	জান	৩০৯	৩৮
জনম	জন্ম	৩০৯	৩৯
যুদ্ধ	যুদ	৩১১	২৬
পর্য্যণ	পর্য্যাণ	৩১৩	১০
মর্ত্ত	মত্ত	৩১৩	১১
লক্ষবীর	লক্ষ মীর,	৩১৪	১৩
বৎসর	খচর	৩১৫	৩৫
ভূর্ত্তি	মূর্ত্তি	৩১৭	নোট
দেবেল	দেবের	৩১৮	৪
নির্ম্মাণ	মৃণ্ময়		১৭
ধরি	ধার	১৯	২৪
'আক্রমে	আক্রমি		৩৪
রাজ্যে	বাক্যে		৫১
কাঁদে	কাঁধে	৩২১	১৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ভঞ্জন	ভজন	৩২২	১২
চৌদ্ধ	চৌদ্দ	৩২৩	২৮
হলরাজ	হ'ল রাজা	৩২৫	১৭
জনম	জন্ম		৫৪
চিহ্ন	চিহ্ন	৩২৬	৫৫
সাহেব	সাহের	৩২৭	৪৬
নামি	আমি	৩২৯	৩৪
করিয়া	করিল		১৪
করিব	করিবে		৪০
বসে	বাস	৩৩১	৪৪
সেঠা গতি	সেঠা-পতি		৫১
রাম	বাস		৫৪
গাশে	পশে		২২
যশল্মীরে	যশল্মীর		২৭
মহাবীর	বহুবীর		২৮
কলনের	কীলনের	৩৩১	৩০
গরোর	গারার		৩১
মুসলমান	মুলতান		৩৪
মূলজান	মূল্যবান		৫২
টিকাজের	টিকাডোর		১
ভট্টরাজে	ভট্টিরাজে	৩৩২	১৪
সর্ব্বদিনে	পর্ব্বদিনে		৪৩
চিলেন	ছিলেন	৩৩৩	২৬
যদু সিংহাসন	যদু সিংহাসনে	৩৩৪	১
সহ পুত্র হত্যা	পুত্র সহ তথা	৩৩৪	৪৬
প্রাণ	ত্রাণ		১১
মরিল	মারিল	৩৩৫	৩২
আধারে	আঁধারে		৬৪
পুনঃ	পূর্ণ		৩০
শাসন	শাসনে	৩৩৬	৪৩
আলি	আমি	৩৬৫	৪২
একতে	একেতে	৩৮৬	১৭
বলি	বলিয়া	৩৯২	২৮
করি,	করি"।	৩৯২	৪৫

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকারের "অর্ঘ্য" "চন্দ্রধর" "শিখ" ও "নারী" কাব্য চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লা আশুতোষ লাইব্রেরীতে ও পটীয়ায় স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

উক্ত গ্রন্থাদি নব্য-ভারত, ভারতী, বান্ধব, নবনূর, প্রবাসী, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রশংসিত। স্থানাভাবপ্রযুক্ত কেবল কয়জন খ্যাতনামা মহাত্মার ও পত্রিকা-সম্পাদকের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অর্ঘ্য

(গীতি-কাব্য ২০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা)

১। ······আমার সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এখনো আপনার অর্ঘ্য সমস্ত পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। ভাসা ভাসা যাহা পড়িলাম, তাহাতে চতুর্থ অঞ্জলির কবিতা-গুলি অতি মিষ্ট লাগিল। আপনার হস্তে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি প্রত্যাশা করি।

আঃ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(কবি ও ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট)

২। ······আপনার অর্ঘ্য পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

ভবদীয়—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(গীতায় ঈশ্বরবাদ প্রণেতা)

৩। ···১ম অঞ্জলির কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে; ভয় ও বসন্তের তুলনা নাই।......২য় অঞ্জলির ফুট্‌বল, আগমনী ও লক্ষ্মীপূজা খুব প্রাণে লাগিয়াছে। ...৩য় অঞ্জলির সৌন্দর্য্য প্রকৃতই সুন্দর বটে।......৪র্থ অঞ্জলির চিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে। মাতৃভাষার সেবায় ব্রতী থাকিলে কালে সিদ্ধকাম হইবেন সন্দেহ নাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী

নবীনচন্দ্র সেন (স্বর্গীয় কবি)

চন্দ্রধর

(কাব্য ১৭৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা)

১। ......এই কাব্যের উপাখ্যান প্রসিদ্ধ মনসার ভাসান অবলম্বনে রচিত। তবে সেই প্রাচীন গল্পের অনেক রূপান্তর করা হইয়াছে··ইহাতে পতিপ্রাণা সতীর পবিত্র চরিত্রের এবং দাম্পত্যপ্রেম ও পতিভক্তির অসীম শক্তির যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অতি মনোরম—এই কাব্যের ভাষা যথাযোগ্য। ইহার ভাবগুলি যেমন উচ্চ অথচ সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহী ইহার ভাষাও তেমনই উন্নত ও গভীর অর্থপূর্ণ, অথচ সরল ও সুমধুর। ...এই কাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যে একটী উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩। (কলিকাতা হাইকোর্টের ভূত-পূর্ব্ব জজ)

২। আপনার চন্দ্রধর নামক কাব্য পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আপনার বর্ণনা অনেকস্থলে বড়ই মনোহর এবং অনেকস্থলে বড়ই উচ্চপ্রকৃতির হইয়াছে, ·· মোটের উপর আপনার কাব্য সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। স্বয়ং চন্দ্রধর অতি অসাধারণ পুরুষ, আপনি তাঁহার যে চরিত্র তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে।... আপনার কাব্যে চন্দ্রধর মনসা-পূজা করিলেন না, দীনেশ বাবুর "বেহুলা" গ্রন্থে করিলেন; নাটকত্বের হিসাবে আপনার উপাখ্যানের এই অংশ উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে দীনেশ বাবুর এই অংশ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়··আপনার চন্দ্রধর খুব ভাল কাব্য হইয়াছে।

কলিকাতা, ৫নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবদীয়—

২৭শে ফাল্গুন' ১৩১৩। ৺চন্দ্রনাথ বসু

(প্রসিদ্ধ সমালোচক, শকুন্তলাতত্ত্ব হিন্দুত্ব প্রভৃতি প্রণেতা)

৩। ....বেহুলার উপাখ্যান বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় সম্পত্তি। বেহুলার চরিত্র বহুশত বৎসর হইতে পল্লীগ্রামের গায়কের মুখে ও স্ত্রীজনমুখে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আপনি তাহাকে নূতন কলেবর দিবার চেষ্টা করিয়া পাঠকসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ......কবিকঙ্কন হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত কবিগণ হিন্দুসমাজের পূজনীয় পৌরাণিক উন্নত চরিত্র গুলিকে বাঙ্গালীর আদর্শে খাট করিয়া নামাইয়া আনিয়াছেন। তাহাতে আমাদের প্রাচীন দেবতাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার হইয়া গিয়াছে। আপনি তাহার উল্টাপথে গিয়া সেকালের বাঙ্গালাকবির আদর্শকে উল্টাইয়া পৌরাণিক আদর্শে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য আপনার সাহসের প্রশংসা করিতে হয়। পৌরাণিক আদর্শ খাটি জাতীয় আদর্শ ও হিন্দুর আদর্শ। ......আপনি এই গ্রন্থে প্রচুর ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, আশা করি বাঙ্গালাসাহিত্য আপনার নিকট হইতে মাঝে মাঝে এরূপ উপকৃত হইবে।

৬নং উইলিয়ম লেন, কলিকাতা নিবেদক—
১৩ই মাঘ ১৩১৩। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(প্রিন্সিপাল রিপণকলেজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক)

৪। ......আপনার প্রণীত কাব্যখানির রচনার স্থানে স্থানে উজ্জ্বল ভাবের সমাবেশ আছে। আপনার বেশ শক্তি আছে। আপনি সাহিত্যব্রতে ব্রতী থাকিলে কালে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে পারিবেন। আপনার লেখনীর গতি স্বচ্ছন্দ ও সর্ব্বত্রই লেখার বাঁধুনী ও প্রবাহ আছে। মধ্যে মধ্যে দু একটী উপমা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।..

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
১২ই আগষ্ট ১৯০৬। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-প্রণেতা)
১৯নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

৫। ...আপনি চন্দ্রধরে মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর সুন্দর অধিকার দেখাইয়াছেন। আপনার শক্তি আছে। আপনি পুঁথির উপাখ্যান ছাড়িয়া বারান্তরে কোন ঐতিহাসিক কি অনৈতিহাসিক উপাখ্যান আপনার কাব্যের বিষয় করিলে ভরসা করি আপনি অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন। আমার অস্থিমজ্জাতে মনসা পুঁথির সরল ও সুললিত কবিতা অঙ্কিত আছে। তথাপি যে আমি আনন্দের সহিত আপনার অমিত্রাক্ষর ছন্দের লিখিত চন্দ্রধর পড়িতে পারিয়াছি, ইহা তাহার পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। শুভাকাঙ্ক্ষী—

রেঙ্গুন, ১১নং ইয়র্ক রোড শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।
২৫।৬।১৯০৬। (স্বর্গীয় কবি)

৬। ..চন্দ্রধর বঙ্গসাহিত্যে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের প্রাচীন বঙ্গসমাজের সতী রমণীর রমণীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়া বাস্তবিক আপনি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

১৪নং তেলীপাড়া লেন, কলিকাতা বশংবদ
১০ই আষাঢ়, ১৩১৩। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(বিশ্বকোষসম্পাদক, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)

৭। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর নিজস্ব ধন চন্দ্রধর ও বিপুলার মধুর কথায় এই পুস্তক লিখিত। এই কাব্যখানি প্রাচীন কথায় পূর্ণ। কিন্তু লেখা এত সরস হইয়াছে যে ইচ্ছা হয় বহুস্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাই। দুঃখের বিষয় স্থান নাই। ধর্ম্মকথাপূর্ণ এই সুন্দর পুস্তকখানি ঘরে ঘরে পঠিত হইলে আমরা সুখী হইব

নব্যভারত—
১২শ সংখ্যা—চৈত্র ১৩১৩।

৮। ...বেহুলা ও চাঁদবেণের চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাতে উভয় চরিত্র প্রাচীন কাব্যবর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে মনে করি। এই কাব্যে চাঁদসদাগর শত লাঞ্ছনায় বিপর্য্যস্ত হইয়াও অবিদ্যা বা মায়ারূপিণী মনসাকে দেবী বলিয়া স্বীকার করেন নাই—পূজা করা ত দূরের কথা। ......যে এককে বহু করিয়া দেখে তাহারত গতি নাই, আর যে একই জানে ঐশীমায়ার বহুপ্রকাশ মানে না তাহার অন্তে সদ্গতি হইলেও জীবনে দুর্ভোগ অনিবার্য্য। চাঁদসদাগর শেষোক্ত প্রকারের বিশ্বাসীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। চিত্রটী অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাচীন কাব্য বর্ণিত বেহুলার পরীক্ষা ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ঠিকই হইয়াছে। ভাষায় বাঁধুনী প্রকাশে কবিত্ব ও রচনায় পরিপাট্য আছে। সাধনায় সিদ্ধি মিলিবে। প্রবাসী—১৩১৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

৯। আমরা চন্দ্রধর পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বসুমতী—আশ্বিন, ১২১৩।

১০। আপনার 'চন্দ্রধর' উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। আমি তাহার স্থানে স্থানে বার বার পাঠ করিয়াছি ও বন্ধুবর্গকে শুনাইয়াছি। ভাষা ও ছন্দের উপর আপনার ক্ষমতা বিস্ময়কর।

আঃ—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(কবি ও ডেপুটিমেজিষ্ট্রেট)

১৩।৫।১১

শিখ

(দৃশ্যকাব্য ৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ।।০)

১। "শিখ পড়িলাম। এই দৃশ্যকাব্যখানি ৪৫ পৃষ্ঠায় শেষ। ইহার স্থানে স্থানে ভাবুকতাও কবিত্বের পরিচয় আছে। পংক্তিগুলি সুন্দর, উদ্দীপনাময় ও অনায়াসপ্রসূত। লেখক মনের ভাবকে কাব্যের গড়ন দিতে কৃতী, এ সম্বন্ধে তাঁহার সাধনা অনেকটা সিদ্ধির পথে আসিয়াছে—শিখের একটী পংক্তিও হীনবল কিম্বা কষ্টকল্পিত নহে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-প্রণেতা)

২। "আপনার শিখ পাঠ করিয়া বাস্তবিক প্রীত হইয়াছি। এই দৃশ্য-কাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও ভাষা, ভাব, লালিত্য ও চরিত্র-গঠনে একখানি শ্রেষ্ট কাব্যের আসন পাইবার যোগ্য। গুরুগোবিন্দের চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে, পুস্তকখানির নাম গুরুগোবিন্দ রাখিলে আরও ভাল হইত। আশা করি, এই পুস্তকখানি আপনার সুনাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

(বিশ্বকোষ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা-সম্পাদক)

৩। "আপনার "শিখ" অতি সুন্দর গ্রন্থ হইয়াছে। এখন নিশ্চয় বুঝিতেছি আপনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের আরও অনেক উন্নতি হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। "শিখের" কোন রূপ সমালোচনা করা আমার তত সাধ্যায়ত্ত নহে। মোটের উপর বলিতে পারি পড়িতে বড় ভাল লাগিয়াছে। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ব্যাখ্যাটী বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আরও অনেক কথা খুব ভাল লাগিয়াছে।......

শ্রীশ্রীপতি চট্টোপাধ্যায়

(বিদ্যারত্ন এম এ বি এল, সবজজ)

৪। "আপনার শিখ পাঠ করিয়া নিতান্ত সুখ বোধ করিলাম, বইখানা বেশ সুন্দর হইয়াছে। কালে আপনি কবিকুলের মুখোজ্জ্বল করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু

(সবজজ)

৫। বঙ্গভাষা জাগিতেছে, ইহা স্মরণে যাঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করুন। শোণিত-অক্ষরে এই পুস্তক লেখা—পড়িতে পড়িতে প্রাণ উষ্ণ হয়—দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হয়—কি জানি কেন, এক অজানা স্বদেশ-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়। নব্যভারত

(১২ সংখ্যা ১৩১৬ বাং)

নারী

(দৃশ্য কাব্য, মূল্য ।।০)

ভূমিকা

শৌর্য্য, ঔদার্য্য ও আত্মোৎসর্গের লীলাক্ষেত্র মেবারের রাজধানী চিতোরের পতন এই ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

সৌভাগ্যবশাৎ আজ বঙ্গকাব্যসাহিত্যের বাতাস ফিরিতেছে। লালসার বিষাক্ত বাতাস অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন নির্ম্মল বায়ুর প্রয়োজন হইয়াছে। তাই বুঝি বঙ্গদেশে এক নূতন কবিসম্প্রদায় জাগিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা পাশব-সম্ভোগের বর্ণনা ছাড়িয়া মনুষ্য-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও মহত্ব অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন। আজ বঙ্গকাব্যসাহিত্যের সুদিন।

মনুষ্যহৃদয়ে বোধ হয় এমন কোন মহৎ প্রবৃত্তি নাই, রাজপুতচরিত্র যাহার অধিকারী নহে। রাজপুত-মাতা স্বহস্তে পুত্রকে রণ-সজ্জায় সজ্জিত করেন, রাজপুত ধাত্রী প্রভুর পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ নিজের পুত্রকে বলি দেয়, রাজপুতসতী অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মৃতপতির অনুগমন করেন, রাজপুতবীর দেশের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন, প্রত্যেক রাজপুত আশ্রিতের জীবনরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত! এই জাতির ইতিহাস পড়িতে পড়িতে চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়! সেই জাতির ইতিহাস-খণ্ড লইয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে।

বিষয় মহৎ, কাব্যখানি ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে যতদূর সম্ভব, কবি কয়েকটী রাজপুত-চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। আমি আনন্দের সহিত বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছি। কবি দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণ-সাধন করুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়!
(কবি ও ডেপুটীমেজিষ্ট্রেট)